



ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

(প্রথমোষ্টকঃ ।) Rare
(৩৬)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্মা ✓

ব্যখ্যাতা সম্পাদিতা চ ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ ।) W

হাওড়া-নহরহে

“পৃথিবীর ইতিহাস” মুদ্রা-যন্ত্রে

শ্রীধরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্মা

মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ ।

১৩৩০ সালস্বাঃ ।

— ০ —

RMIC LIBRARY	
Acc No.	168257
Class No.	294.111 ২৫১১
Date	11.3.93
St: Card	<u>Ru</u>
Class;	✓
Cat:	✓
Bk: Card;	<u>by</u>
Checked	<u>by</u>



ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— . x . —
(দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ।)

— . —
প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমং মণ্ডলং ।

• • •
মূলং, পদ-বিভ্রবণং, মৰ্ম্মান্তসারিনী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, লায়ণভাষ্যং,
ভাষ্যানুবাদঃ, বিশদার্থঃ প্রভৃতি সমেতা ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শৰ্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ ।

—
১৩৩০ সালাব্দাঃ ।

— ০ —

কৌলীশ্চভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ ।
শাণ্ডিল্যবংশমন্তৃতো রামমোহনজ্যো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে ।
আসীং সুধীঃ সুধারামঃ সর্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ স্মৃতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাবড়া-সহরহধুনা ।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য ।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাস্বতৌ ॥
মর্য়ানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী ।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াং সর্বেষামস্তরে সদা ॥

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ।

প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চমোহনুবাকঃ । বিংশং সূক্তং ।
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । প্রথমো দ্বিতীয়শ্চ দ্বৌ বর্গৌ ।

বিংশং সূক্তং ।

নূতন অধ্যায় । নূতন সূক্ত । নূতন দেবতা । ছন্দঃ ও ঋষি অভিন্ন ; কিন্তু সংযোগ অভিনব । এই সূক্তের অনুশীলনে, অভিনব আশা-আশ্বালের উল্লাসে, মানব-হৃদয় পুলকপূর্ণ হইয়া উঠে ।

এই জন্মজরামরণশীল দেহধারী মানুষই যে দেবত্বলাভ করিতে পারে ; তপস্তার প্রভাবে, সংকর্মানুষ্ঠানের ফলে, এই মানুষই যে দেবত্ব লাভবপর হয় ; ঋতুদেবগণের উপাসনায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে ।

ঋতুদেবগণ—কে তাঁহারা ? সায়ণ কহিয়াছেন—“ঋতনো হি মনুষ্যাঃ সন্তুস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ ।” অর্থাৎ, মনুষ্য হইয়াও, তপস্তার প্রভাবে—সংকর্মের সংলাধনে, যাহারা দেবত্বলাভ করেন, তাঁহারাই ঋতুদেবগণ নামে প্রখ্যাত হইবেন । আজি বলিয়া নহে, কালি বলিয়া নহে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—অনন্তকাল ধরিয়া যে সকল মনুষ্য আপনার কর্ম-প্রভাবে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন ; ঋতুদেবগণের স্তবার্চনা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যেই বিনিয়ুক্ত হইয়াছে । এই সূক্ত সংসারকীট মানুষকে বুঝাইতেছে,—‘কেন হতাশে অবসন্ন হও ? এই মানুষই যখন কর্মবলে দেবত্বলাভ করিয়া পূজার আস্পদ হইতে পারে, তুমিই বা না হইবে কেন ? কর্মী হও, ভক্ত হও, জ্ঞান লাভ কর ; ক্ষুদ্র তুমি, তুমিও মে আপন লাভ কারণে পারিবে ।’

জন্মজন্মান্তরের অভ্যুদয়-প্রভাবে নরদেহ লাভ হয় । নরজন্মই এ সংসারে শ্রেষ্ঠ জন্ম । সেই শ্রেষ্ঠ জন্ম যখন প্রাপ্ত হইয়াছে, নিয়ম না হইয়া—কলুষ-কলনায় নীচ-বর্ধর্যে অবনামিত

না হইয়া, একটু উর্ধ্বে আরোহণের চেষ্টা কর,—উদগমনের উপযোগী কৰ্ম-পরম্পরায় প্রবৃত্ত হও, ঋতু-দেবগণের আলন লাভ করিবে। ঋতুদেবগণের অর্চনার ইহাই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। কি অবস্থা হইতে কি অবস্থায় উপনীত হইতে পার—এই স্তোত্র তাহা লক্ষ্যতোভাবে অনুধাবনযোগ্য। অন্যান্যস্তোত্রের কৰ্মফলের আভাস—এ স্তোত্রে দীপ্যমান রহিয়াছে। অন্তরে লং হও, কৰ্মে লং হও, অনুধ্যানে লং হও, তোমার আচার-ব্যবহার লং হউক ;—তুমিও ঋতুদেবগণের স্তায় পূজাই হইতে পারিবে। এই স্তোত্রের ইহাই উপদেশ; এই স্তোত্রের ইহাই শিক্ষা।

— . —

বিংশসূক্তানুক্রমণিকা ।

যত্র নিঃশ্বাসিতং বেদা যো দেবেভ্যোহধিলং জগৎ ।

নির্ধামে ভমহং বন্দে বিদ্বাতীর্ষমহেশ্বরং ॥

অত্র প্রথমষ্টকে দ্বিতীয়োহধ্যায় আরম্ভাতে । তত্রায়ং দেবায়ৈত্যষ্টকং স্তোত্রং । তত্র ঋষিচ্ছন্দসী পূর্কিবৎ । ঋতুদেবতাক্রমসূক্রম্যাতে । অন্নমষ্টোবার্ভবমিতি । বিনিয়োগস্ত স্তোত্রস্ত লৈঙ্গিক স্মার্ত্ত বা স্তোত্রব্যঃ । বৃঢ়স্ত প্রথমে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রেহয়ং দেবায় জন্মন ইত্যর্ভবস্তৃচঃ । অপ ছন্দোমা ইতি ষণ্ডে স্ত্রিতং । অস্তি স্বা দেব লবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্ত শস্ত্রুণায়ং দেবায় জন্মন ইতি তৃচাঃ । আ० ৮৯ । ইতি । তস্মিন্ স্তোত্রে প্রথমায়ুচমাহ ॥

. . .

বিংশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

বেদলসূহ যীহাব নিঃশ্বাস-স্বরূপ, যিনি বেদ হইতে অধিল জগৎকে নির্ধাম করিয়াছেন, সেই বিদ্বাতীর্ষ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি ।

এস্থলে প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । ইহাতে “অয়ং দেবায়” ইত্যাদি এই সূক্তটি আটটি ঋক-বিশিষ্ট । ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্কের স্তায় । দেবতা—‘ঋতু’ । ইহার অনুক্রম হইয়াছে, যথা—“অন্নমষ্টোবার্ভবমিতি” । এই স্তোত্রের স্মার্ত্ত অথবা লৈঙ্গিক ‘বিনিয়োগ’ জানা উচিত । বৃঢ় স্তোত্রের প্রথম ছন্দোম-বিষয়ে বৈশ্বদেবের শস্ত্র-মন্ত্রে “অয়ং দেবায় জন্মনে” এই ঋতুদেবতাক ভূচটী (ইত্যাদি ঋকত্রয়) ত্রিনিবৃত্ত হয় । আশ্বলায়ন শ্রোতসূত্রে “অথ ছন্দোমাঃ” এই ষণ্ডে ইহা স্ত্রিত হইয়াছে ; যথা—“অস্তি স্বা দেব লবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্ত শস্ত্রুণায়ং দেবায় জন্মন ইতি তৃচাঃ ।” আ० ৮৯ । ইতি । সেই স্তোত্রের এই প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে ।

. . .

প্রথমমণ্ডলস্ত পঞ্চমাস্তুবাক্যে বিংশং সূক্তং । ঋতুদেবতাকং । ঋষিঃ কণ্বপুত্রো
মেধাভিধিঃ । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । বিনিয়োগঃ স্মার্ত্তঃ লৈঙ্গিকঃ বা ।

প্রথমা ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । বিংশং সূক্তং । প্রথমা ঋক্ ।)

॥ ১ ॥ অয়ং দেবায় জন্মানে স্তোমো বিপ্রৈর্ভিরাসয়া ।

অকারি রত্নপাতমঃ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

অয়ং । দেবায় । জন্মানে । স্তোমঃ । বিপ্রৈর্ভিঃ । আসয়া ।

অকারি । রত্নপাতমঃ ॥ ১ ॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'রত্নপাতমঃ' (অতিশয়েন ধনপ্রদঃ, সর্ক্বতঃ ইষ্টসাধকঃ) 'অয়ং' (বক্ষ্যমাণঃ) 'স্তোমঃ'
(স্তোত্রাবিশেষঃ, বেদমন্ত্রঃ ইতি ভাবঃ) 'জন্মানে' (জায়মানায়, মনুষ্যজন্মদারিণে, নররূপায়
ইত্যর্থঃ) 'দেবায়' (দেবপ্ৰীত্যর্থং, দেবতায়ঃ প্রীতিকামনাত্যে) 'বিপ্রৈর্ভিঃ' (মেধাবিভিঃ
জ্ঞানিভিঃ) 'আসয়া' (মুখেন, সদৈব ইতি ভাবঃ) 'অকারি' (নিষ্পাদিতঃ, উচ্চারিতঃ ভবতি
ইতি শেষঃ) । মনুষ্যোহপি স্বকর্মপ্রভাবে দেবত্বলাভায় সমর্থঃ ভবতি ; যে দেবত্বং
প্রাপ্তাঃ তান্ উদ্दिশ্য স্তোত্রমেতৎ বিপ্রৈঃ উচ্চার্যতে—ইতি ভাবঃ । (১ম—২০সূ—১৩) ।

বঙ্গানুবাদ ।

সর্ক্বতোভাবে ইষ্টসাধক বক্ষ্যমাণ এই বেদমন্ত্র মনুষ্যজন্মদারী অর্থাৎ
নররূপী দেবতার প্রীতিকামনায় মেধাবী জ্ঞানিগণ কর্তৃক মুখে মুখে (অর্থাৎ
সদাকাল) উচ্চারিত হয় । (ভাব এই যে—মনুষ্যও স্বকর্মপ্রভাবে দেবত্ব-
লাভে সমর্থ হয় ; যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে
এই স্তোত্র বিপ্রগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয় ।) ॥ (১ম—২০সূ—১৩) ।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তুস্তপসা দেবহং প্রাপ্তাঃ । তে চাত্ম স্বক্কে দেবতাঃ । তৎসজ্জ্বা
জায়মানবাচিনা জন্মশব্দে নৈকবচনাস্তেনাত্ম নির্দিষ্টতে । জন্মানে জায়মানায় ঋভুসজ্জ্বরূপায়
দেবায় তৎপ্রীত্যর্থময়ং স্তোমঃ স্তোত্রাবশেষো বিপ্রৈর্ভিন্নৈর্ধাবিভিঃ ত্রিগ্ভিরাসয়া স্বকীয়েনা-
স্তেনাকারি । নিষ্পাদিতঃ । কৌতুভঃ স্তোমঃ । রত্নপাতমঃ । অতিশয়েন রমণীয়মণিমুক্তা-
দিধনপ্রদঃ । স্তোত্রেণ তুষ্টা ঋভবো ধনং প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥

আসয়া । আশ্বদাতৃত্তীয়েকবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাদিনা যাজ্ঞাদেশঃ । বাতায়েন
প্রকৃতিযকারস্য লোপঃ । চিত ইত্যাস্তোদাস্তঃ । রত্নপাতমঃ । রত্নানি দধাতীতি রত্নপাঃ ।
কুৎস্তরপদপ্রকৃতিস্বরভং ॥ (১ম-২০ম-১ম) ॥

প্রথম (১৯৫) ঋকের বিশদার্থ ।

—:x . x:—

এই ঋকের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহাতে বড়ই ভ্রান্ত-পথে
পরিচালিত হইতে হয় । সে অর্থ এই যে,—‘দেবহং-প্রাপ্ত মনুষ্যের
সম্বন্ধে এই স্তোত্রমকল বিপ্রগণ কর্তৃক মুখে মুখে পরিচিত হয় ; এবং
তজ্জন্ম স্তোত্ররচকগণ ধনরত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত হন ।’ ভাটিগণ এবং অধুনাতন
পণ্ডিতগণ, কোনও রাজার বা কোনও বড়লোকের উদ্দেশ্যে কবিতা প্রভৃতি
রচনা করিয়া যেমন পুরস্কার লাভ করেন ; ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার
ভঙ্গীতে মনে হয়, এ ঋক্ যেন সেই ভাবেই রচিত হইয়াছিল ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ঋভুগণ মনুষ্য হইয়া তপস্বী দ্বারা দেবহলাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা এই স্বক্কে
দেবতা । তাঁহাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ সেই ঋভুগণ, জায়মানবাচী একবচনাস্ত জন্মশব্দে দ্বারা
নির্দিষ্ট হইতেছে । জায়মান ঋভুসমূহরূপ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত এই স্তোত্রবিশেষ মেধাবী
ঋষিকৃ-গণ কর্তৃক স্বকীয়-মুখের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছে । স্তোত্রবিশেষ কিরূপ ? অতিশয়-
রূপে মনোহর মণিমুক্তাদিধনপ্রদ । অর্থাৎ ঋভুগণ, এই স্তোত্রে সন্তুষ্ট হইয়া প্রকৃষ্টরূপে
ধনদান করিয়া থাকেন ।

“আসয়া” এই পদটি, ‘আশ্ব’ শব্দের উত্তর তৃতীয়ের একবচনের স্থানে “সুপাং সুলুক্”
স্বত্রানুসারে ‘যাচ্’ আদেশে বিকল্পে প্রকৃতির যকারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । “চিতঃ”
এই স্বত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাস্ত হইয়াছে । “রত্নপাতমঃ” এই পদটির, ‘রত্নকে ধারণ
অথবা পোষণ করে’ এই অর্থে ‘রত্নপাঃ’ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার কুৎস্তরপদ
পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ (১ম ২০ম-১ম) ॥

কিন্তু বাস্তব থাকের অর্থ সেরূপ নহে। থাকের অন্তর্গত 'জন্মানে', 'দেবায়', 'বিপ্রোভিঃ' এবং 'অকারি' পদ-চতুষ্টয়ে ভাবার্থ উপলব্ধ হইলেই পূর্বেক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তিত হইয়া যায়। 'জন্মানে দেবায়' পদ-দ্বয়ের ভাব এই যে,—'জায়মান দেবগণের নিমিত্ত'; অর্থাৎ, 'বর্তমান অতীত অনাগত এই তিন কালে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াও কর্মপ্রভাবে তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত।' এখানে 'বিপ্রোভিঃ অকারি' বাক্যে 'জ্ঞানিগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়' এবং 'আসয়া' পদের প্রয়োগে 'সর্বদা মুখে মুখে উচ্চারণের' ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'অকারি' পদ 'কৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—'করা'। তাহাতে 'রচনা করা' অপেক্ষা 'উচ্চারণ করা' ভাবই অধিকতর সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ 'বিপ্রোভিঃ' পদ বহুবচনে প্রয়োগ। বচনা এক জনেই করিতে পারেন বা করেন। একটী মন্ত্র দশ জনে মিলিয়া রচনা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু উচ্চারণ অর্থ ধরিলে, বহুজনের সহ মেধাবী বিপ্রের সম্মিলিত অক্ষুণ্ণ থাকে।

মন্ত্রটী—মানুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত এবং মুখে মুখে রচিত,—এ ভাব তাঁহারা পোষণ করেন; তাঁহাদিগকে আমরা বেদবিরোধী বলিয়া মনে করি। বেদের নিত্যত্বে এবং অপৌরুষেত্বে বিশ্ব ঘটাইবার জন্তই তাঁহারা ঐরূপ অর্থের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। নচেৎ, থাকের ভাবার্থ এই যে,—'অনন্ত কাল হইতে কর্ম-ফল মানুষ দেবত্বের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। সেই যে দেবগণ, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র-মন্ত্র জ্ঞানিগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়। আমরাও সেই স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি। তাঁহারা পশম হউন। আমরাও অতীষ্ট-মাধন করুন'

এই স্তুতিমন্ত্র ধনরত্নপ্রদ; অতীষ্ট ফলপ্রদ; স্তুতরাং প্রার্থীর দৃঢ় প্রত্যয়,—এই মন্ত্রোচ্চারণে, সেই নরদেবগণের অনুসরণে, শুভফল লাভ করিবেন,—তাঁহার ইচ্ছাসিদ্ধ হইবে। তাই সঙ্কল্প,—যে সকল নরদেবতা আপন-আপন কর্মপ্রভাবে দেবত্ব-লাভ করিয়াছেন, আমরা যেন সর্বথা তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুগারী হই; কেন-না, তদ্বারা আমরাও দেবত্বের অধিকারী হইব। (:ম—২০সূ—১ধ)।

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । বিংশৎ যুক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী ।

শমীভির্যজ্ঞমাশত ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

যে । ইন্দ্রায় । বচঃযুজা । ততক্ষুঃ । মনসা । হরী ইতি ।

শমীভিঃ । যজ্ঞং । আশত ॥ ২ ॥

মন্ত্রাণ্যসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘যে’ (নররূপিণঃ দেবঃ) ‘ইন্দ্রায়’ (ইন্দ্রনিমিত্তায়, ভগবৎপ্রাপ্তিকামনায়, ভগবন্মহিমা-প্রকাশার্থঃ) ‘বচোযুজা’ (বাস্মাত্রেণ যুজ্যমানো, মন্ত্রকর্মসহযুতো) ‘হরী’ (জ্ঞানভক্তিরূপো বাহকো) ‘মনসা’ (মননমাত্রেণ, স্মৃতোহল্পগ্রাহেণ ইত্যর্থঃ) ‘ততক্ষুঃ’ (সম্পাদিতবস্তুঃ, অস্মাকং হৃদ্যে প্রতিক্রম্য ইত্যর্থঃ) ; তে নরদেবঃ ‘শমীভিঃ’ (অস্মাকং কর্মভিঃ সহ) ‘যজ্ঞং’ (যজ্ঞক্ষেত্রং, অস্মদীয়ং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) ‘আশত’ (অশ্নু ধ্বম্, বাপ্য তিষ্ঠন্তু ইত্যর্থঃ) । অয়ং ভাবঃ—নররূপিণাং দেবানাং অল্পগ্রাহেণ অস্মাকং হৃদ্যে জ্ঞানভক্তিবৃত্তঃ ভবতু ; অস্মাকং কর্মভিঃ সহ তে দেবঃ অস্মদীয়ং হৃদয়ং গদিকূর্বন্তু । (১ম—২০সূ—২৭) ।

বঙ্গানুবাদ ।

নররূপী যে দেবগণ ভগবৎ-প্রাপ্তি-কামনায় (ইন্দ্রগামীপ্য লাভের জন্য) মন্ত্রকর্মসহযুত জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে আমাদের হৃদয়ে প্রতিক্রমিত করেন, সেই নরদেবগণ আমাদের কর্মসমূহের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে ব্যাপিয়া অগম্বিত করুন । (ভাব হেঁ যে,—নররূপী দেবগণের অল্পগ্রাহে আমাদের হৃদয় জ্ঞানভক্তিবৃত্ত হউক ; আমাদের কর্মসমূহের সহিত সেই দেবগণ আমাদের হৃদয় অধিকার করুন ।) ॥ (১ম—২০সূ—২৭) ।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে ঋভব ইন্দ্রায়ৈন্দ্রপ্রীত্যর্থং বচোযুজ্ঞা তাড়নাদিকং বিনা বাস্মাত্রেণ রথে যুজ্যমানৌ
সুশিক্ষিতৌ হরৌ এতন্মামকাবশৌ মনসা ততক্ষুঃ। সম্পাদিতবস্তুঃ। ঋভুগাং সত্যসঙ্কল্পহাৎ
তৎসঙ্কল্পমাত্রেণৈন্দ্রস্বাখৌ সম্পন্নাবিতার্থঃ। তে ঋভবঃ শমীভিঃ গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপৈঃ
কর্মাভির্গজ্জমসদীয়মাশত। ব্যাপ্তবস্তুঃ ॥ অপোহপ্ন ইত্যাদিষু ষড়্বিংশতিগম্ভ্যাকেষু কর্ম্যনামসু
শমী শিমীতি পঠিতং ॥

বচোযুজ্ঞা। বচসা যুজ্ঞাতে। সৎস্বধিষেত্যাদিনা কিপ্। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা
বিভক্তিবাকারঃ। কুহুস্তবপদপ্রকৃতিস্বরঃ। ততক্ষুঃ। তক্ষু, তক্ষু, তনুকরণে। লিটী
কৈকুসাদেশঃ। পাদাদিত্যাদিনিষাতঃ। শমীভিঃ। শময়ন্তি পাপানীতি শমাঃ কর্ম্মাণি।
ঔগাদিক ইন। কুদিকারাদিক্তনঃ। পা০ ৪।১।৪৫। ইতি ঙীষ্। বুযাদিত্যাদিত্যাদিত্যঃ।
আশত। অশু ব্যাপ্তৌ। লঙি বাস্মাদিত্যাদেশঃ। স্বাদিত্যঃ শ্মুঃ। তস্ম বহুলং চন্দসীতি লুক্।
অডাগমঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিষাতঃ ॥ (১ম - ২০ম - ২৫)।

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ঋভুগণ, ইন্দ্রদেবের প্রীতিব নিমিত্ত, তাড়নাদি বাতীত বাক্যমাত্রেই রথে যুক্ত হয়
অতএব সুশিক্ষিত 'হরৌ' নামক অশ্বদ্বয়কে মনের দ্বারা সম্পাদিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ
যে ঋভুগণের সঙ্কল্প সত্য বলিয়া সঙ্কল্পমাত্রেই ইন্দ্রদেবের অশ্বদ্বয় সম্পন্ন (বহনোপযোগী শিক্ষা
প্রাপ্ত) হইয়াছিল; সেই ঋভুগণ শমী অর্থাৎ গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা
অশ্বদ্বয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন ॥ "অপোহপ্নঃ" ইত্যাদি ষড়্বিংশতি প্রকার কর্ম্ম-
নামের মধ্যে 'শমী শিমী' এরূপ পঠিত হইয়াছে ॥

'বাক্যের দ্বারা যুক্ত হয়' এই অর্থে 'বচস্' শব্দপূর্বক 'যুজ্ঞ' ধাতুর উত্তর "সৎস্বধিষে" -
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কিপ্ প্রত্যয় করিয়া বিভক্তির স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা
অকারাদেশে "বচোযুজ্ঞা" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কুৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর
হইয়াছে। "ততক্ষুঃ" এই পদটী, 'তনুকরণার্থ' তক্ষু বা তক্ষু, ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির
কি-এর স্থানে 'উস্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পদের আদি বলিয়া ইহার নিষাতস্বর
হয় নাই। 'পাপসমূহকে নাশ করে' এই অর্থে শমী শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। 'শম' ধাতুর
উত্তর ঔগাদিক ইন প্রত্যয় করিয়া "কুদিকারাদিক্তনঃ" (পা০ ৪।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা
ঙীগিশ্ ঙীশ্ (ঙী) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে "শমীভিঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।
বুযাদি বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "আশত" এই পদটীতে ব্যাপ্তার্থক অশু (অশ্)
ধাতুর উত্তর লঙের ঝ-এর স্থানে অদাদেশ, "স্বাদিত্যঃ শ্মুঃ" সূত্রানুসারে শ্মু (শ্ম) প্রত্যয়,
"বহুলং চন্দসি" এই সূত্র দ্বারা তাগার লোপ এবং অডাগম হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র
দ্বারা ইহার নিষাতস্বর হইয়াছে ॥ (১ম - ২০ম - ২৫) ॥

• • •

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । বিংশং সূক্তং । তৃতীয়া ঋক্ ।)

তক্ষ্ণাসত্যাভ্যাং পরিজ্ঞানং সুখং রথং ।

তক্ষ্ণেনুং সবহুঁষাং ॥ ৩ ॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং ।

তক্ষ্ণ্ । নামত্যাভ্যাং । পরিজ্ঞানং । সুখং । রথং ।

তক্ষ্ণ্ । নেনুং । সবহুঁষাং ॥ ৩ ॥

. . .

মর্ষাক্সমাবিণী-ব্যাখ্যা ।

তে দেবাঃ 'নামত্যাভ্যাং' (অশ্বিনীকুমারদেবাত্যাং—তদেবসকাশপ্রাপণার্থং, অস্তর্যাদি-
বহির্ক্স্যাধি-নাশায় ইতি ভাবঃ) 'পরিজ্ঞানং' (সর্ক্বতঃ গমনশীলং, সকলদেবভাবপ্রাপক
ইত্যর্থঃ) 'সুখং' (সুখকরং) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'তক্ষ্ণ্' (নির্ম্মিতবস্তুঃ
প্রদর্শিতবস্তুঃ), তথা 'সবহুঁষাং' (ক্ষীরানৃতশ্চ দোক্ক্ষীং, অমৃতনিশ্চন্দিনীং) 'নেনুং' (গাং
ধর্ম্মরূপাং জ্ঞানরশ্মিঃ ইত্যর্থঃ) 'তক্ষ্ণ্' (প্রদর্শিতবস্তুঃ, প্রদর্শয়িত্ব ইতি ভাবঃ) । নর
রূপিণঃ তে দেবাঃ মনুষ্যান্ ভগবৎসমীপ্যং সংবাহয়ন্তি ; তে এব আদর্শরূপাঃ নর
ধর্ম্মস্ত স্বরূপং প্রদর্শয়ন্তু—ইতি ভাবঃ । (১ম—২০সূ ৩খ) ।

. . .

বঙ্গভূবাদ ।

সেই দেবগণ, অস্তর্যাদি-বহির্ক্স্যাধি-নাশের নিমিত্ত, সর্ক্বত্রগমনশী
অর্থাৎ সকল দেবভাবপ্রাপক সুখকর সৎকর্ম্মরূপ যানকে নির্ম্মা
করিয়াছেন—দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং অমৃতনিশ্চন্দিনী ধর্ম্মরূপ জ্ঞা
নরশ্মিকে প্রদর্শন করিয়াছেন । (ভাব এই যে, নররূপী সেই দেব
মনুষ্যান্ ভগবৎসমীপে সংবাহন করিয়া লইয়া যান ; তাঁহারা হই আদ
শ্বরূপ হইয়া, ধর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শন করেন ।) ॥ (১ম—২০সূ—৩খ)

লায়ণ-ভাষ্যং।

নালত্যাভ্যামশ্বিদেনপ্রীত্যর্থং রথং তক্ষন্। ঋভবঃ দেবাঃ কক্ষিদ্ভগমতক্ষন্। তক্ষণেন লম্পাদিতবস্তুঃ। কীদৃশং রথং। পরিজ্ঞানং। পরিতো গন্তারং। স্মৃৎ। উপর্যুপবেশনে স্মৃৎকরণং। কিঞ্চ খেতুং কার্ষিৎগাং তক্ষন্। ধাতুনা মনেকার্বদ্বাস্তকৃতিরত্র লম্পাদন-বাচী। কীদৃশীং খেতুং। লবহৃৎবাং। লবঃ কীরস্ত দোক্ষীং।

তক্ষন্। বহুলং ছন্দসীত্যভাবঃ। নালতাভ্যাং। ন বিচ্যতে সত্যং যয়োস্তাবসতো। ন অলতো নালতো। নভ্রাগ্নপাদিত্যাদিনা নলোপাভাবঃ। পরিজ্ঞানং। অজ্ঞেঃ পরি-পূর্ক্বেণ ঋক্ষ্মুক্তিত্যাদিনা। উ० ১।১৫৮। মনুপ্রত্যয়েহকারলোপ আত্মদাস্তস্যং চ নিপাতনাৎ। লবহৃৎবাং। লবঃ পয়ো দোক্ষীতি লবহৃৎবা। হ্রঃ কবৎশ্চ। পা० ৩।২।৭০। ইতি কপ্। লবরিত্তি রেফাস্তং প্রাতিপদিকং কীরবাচীতি লম্পাদায়বিদঃ। কপঃ পিত্বাদমুদাস্তস্যং। ধাতুস্বর এব শিচ্যতে। সমাদে কৃৎস্বরপদপ্রকৃতিস্বরঃ ॥ (১ম—২০—৩৭) ॥

তৃতীয় (১৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম এই যে,—
‘অশ্বিনীকুমারস্বয়ের মস্তোষ-বিধান জন্ম ঋভুদেবগণ সর্বাভা-গমনশীল স্মৃৎ উপবেশনযোগ্য একগানি শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং একটা

লায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নালতা অর্থাৎ অশ্বিদেবস্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত, ঋভু নামক দেবগণ কোনও একটা রথ তক্ষণক্রিয়া দ্বারা লম্পাদন করিয়াছিলেন। রথ কিরূপ? সর্বাভ্র গমনশীল, উপরিদেশে উপবেশন জন্ম স্মৃৎকরণ। আরও, (তিনি) একটা গাভীও লম্পাদন করিয়াছিলেন। ধাতুলম্বের অনেকাংশ হয় বলিয়া, এস্থলে ‘তক্ষতি’ পদ লম্পাদনবাচী। কিরূপ খেতু? ‘লবহৃৎবা’ অর্থাৎ কীরের দোক্ষী।

“তক্ষন্” এই পদটিতে “বহুলং ছন্দসি” সূত্র দ্বারা অটু আগমের অভাব হইয়াছে। “নালতাভ্যাং” এস্থলে ‘নাই সত্য বাহাতে’ এই অর্থে ‘অলত্য’ এবং ‘নয় অসত্য যাহারা’ এই অর্থে ‘নালত্যাঃ’ পদটি সিদ্ধ হয়। এস্থলে “নভ্রাগ্নপাৎ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন-লোপের অভাব হইয়াছে। “পরিজ্ঞানং” এই পদটি পরি-পূর্কক অঙ্ ধাতুর উত্তর “লক্ষ্ম কন্” (উ० ১।১৫৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা মনু’ প্রত্যয় করিয়া ধাতুর আদিস্থ অকারের লোপ এবং আত্মদাস্ত স্বর—নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ‘লবঃ’ অর্থাৎ ‘হৃৎ’ দোহন করে এই অর্থে ‘লবঃ’ শব্দ পূর্কক ‘হৃৎ’ ধাতুর উত্তর “হ্রঃ কবৎশ্চ” (পা० ৩।২।৭০) এই সূত্র দ্বারা ‘কপ্’ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে “লবহৃৎবাং” পদটি নিপন্ন হইয়াছে। ‘লবহৃৎ’ এই প্রাতিপদিক রেফাস্ত শব্দটি কীরবাচী ইহা লম্পাদায়বিদগণের মত। ‘কপ্’ প্রত্যয়ের পিত্ব-হেতু অমুদাস্তস্বর হইয়াছে। ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। সমাদে কৃৎ-প্রত্যয়াস্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ (১ম—২০—৩৭) ॥

দুষ্কবতী গাভী সৃজন করিয়াছিলেন।' এই অর্থই সকল অনুবাদক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ গম্ভ্যভাবে ঐ শ্লোকের মর্ম অনুধাবন করি। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্মপ্রভাবে তাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন, সর্বতোভাবে ভগবানের নিকট উপাস্ত হইবার উপযোগী সূতকর রথ সত্যই তাঁহারা নিৰ্ম্মাণ করিয়া যান। তাঁহাদিগের লোকাভ্যন্তর আদর্শই সেই রথ স্বরূপ। সেই আদর্শের অনুসরণই—সেই রথে আরোহণ। সে রথ যে সূতকর—শান্তিপ্রদ, তাহাতে কি আর সংশয় আছে? সংকর্মময় তাঁহাদিগের জীবনাদর্শ। সংকর্মের অনুসরণে প্রাণে যে অনুপম শান্তিসুখ লাভ হয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যিক করে না। সংকর্মানুষ্ঠানেই ভগবৎ-সামীপ্যলাভ সূতকর হইয়া আসে। সূতকর সংকর্মেই ভগবৎ-সামীপ্য উপনীত হইবার উপযোগী যান বলা যাইতে পারে। ঋতুদেবগণ জগতে সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদিগকে সর্বত্র-গমন-শীল সূতকর রথের প্রস্তুতকারী বলা যাইতে পারে।

'ধেনুং' পদের 'গাং' প্রতিবাক্য-গ্রহণে, ধর্মরূপা গাভীর প্রসঙ্গ মনোমধ্যে জাগরুক হয়। গাভীরূপে ধর্মের বিকাশ-বিষয়ে পৌরাণিক উপাখ্যানে নানাস্থানে বিবৃত আছে। 'সবদুঃখং' পদে 'অমৃতপ্রদাং' এবং 'ধেনুং' পদে 'ধর্মরূপাং গাং' অর্থ সহজেই গ্রহণ করা যায়। 'তোমরা দুষ্কবতী গাভী সৃজন কর'—একি আর অর্থ? থাকে বলা হইয়াছে,— 'মনুষ্যরূপে ওন্ম-গ্রহণ করিয়া ধর্মের স্বরূপ-তত্ত্ব আপনারাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিয়া, ধর্ম কি বুঝিয়া, আমরা এখন সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। আপনারা সংসারে আবির্ভূত না হইলে, আমরা কাহার অনুসরণ করিতাম? অতীন্দ্রিয় দেবগণের বিময় আমাদিগের যে ধ্যানধারণার অতীত, তাহা সেইরূপই গম্ভাত থাকিয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে আপনারা আসিয়াছিলেন; তাই আমাদিগের গতি-মুক্তির একটা আশা-ভরসা প্রাপ্ত হইতেছি।'

আমাদিগের এইরূপ অর্থ-নিষ্কাশন পক্ষে যে দুই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহারও এস্থলে মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—আমাদিগের অর্থই বা এ ক্ষেত্রে গম্ভ্যরূপ হয় কেন? তাহার

উত্তর—আমরা গায়ত্রের কোনও অর্থই অপলাপ করি নাই; অথচ, ভার্যার্থে
আমাদিগের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বাসনা প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদিগের
মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সাধারণ-ভাষ্য লক্ষ্য করিলেই ইহা বোধগম্য হইবে।

‘নামত্যাভ্যাং’ পদে আমরা দ্বিবিধ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম।
আমাদিগের প্রথম প্রতিবাক্য—‘ভগবৎসামীপ্য লাভায়।’ দ্বিতীয় প্রতি-
বাক্য—‘অশ্বর্ষ্যাদি-বহির্ষ্যাদি-নাশকায়।’ আমরা ‘নামত্যাভ্যাং’ পদে
‘ভগবৎসামীপ্য লাভায়’ অর্থ কেন আমনন করিলাম; তাহার উত্তর এই
যে, ‘নামত্যাভ্যাং’ পদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও বুঝায়, আবার সংস্করণ
(ন+অগত্য) ভগবানকেও বুঝায়। এক প্রকার অর্থে, আমরা শেষোক্ত
ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, অশ্বিনীকুমার
দেবত্বদ্বয়ে অশ্বর্ষ্যাদি-বহির্ষ্যাদি-নাশকের ভাব গ্রহণ করিলে, কোনরূপ
অর্থ-ব্যত্যয় ঘটে না। তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছবার—তাঁহাদিগের
সামীপ্যলাভের—তাঁহাদিগের শ্রায় গুণে গুণায়ত হইবার ভাব হইতেই
আদিব্যাদি-নাশের কামনা প্রকাশ পায়। ফলতঃ মূল লক্ষ্য অভিন্ন
থাকিলে, কোথাও ছন্দের কারণ থাকে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রার্থনা দাঁড়ায়
এই যে,—‘হে ঋতুদেবগণ! আপনারা যে পথ প্রদর্শন করিয়া
গিয়াছেন, যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের এমন মতি-গতি
হউক,—আমরা যেন সেই পথে সেই আদর্শের অনুসরণে অগ্রসর
হইতে পারি।’ (১ম—২০সূ— ঋ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

দ্বিতীয়ে ছন্দমে বৈশ্বদেবশ্চে যুবানা পিতরা পুনরিত্যর্ভবন্তুঃ। দ্বিতীয়শ্রাণং বো
দেবামতি শণ্ডে স্মৃতং। মহী ছোঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনরিত্যর্ভবন্তুঃ।
আ• ৮।১০। ইতি। তস্মিন্শ্রুচে প্রথমং সূক্তে চতুর্থীমুচ্যমাং ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় ছন্দোম বিষয়ে বৈশ্বদেবের শস্ত্র-মন্ত্রে “যুবানা পিতরা পুনঃ” ইত্যাদি ঋকত্রয়ায়ক
তৃচর দেবতা—ঋতুগণ। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে “দ্বিতীয়শ্রাণং বো দেবং” এই শণ্ডে
স্মৃতিত হইয়াছে; যথা;—“মহী ছোঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনরিত্যর্ভবন্তুঃ”;
অর্থাৎ, “মহী ছোঃ পৃথিবী চ নো” এবং “যুবানা পিতরা পুনঃ” এই তৃচরের দেবতা
ঋতু। (আ• ৮।১০) ইতি। অতঃপর সেই ‘যুবানা পিতরা পুনঃ’ এই তৃচের প্রথম
এবং সূক্তের চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

চতুর্থী শাক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । বিংশং সূত্রং । চতুর্থী শাক্ ।)

যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজুয়বঃ ।

ঋভবো বিষ্ট্যক্রত ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

যুবানা । পিতরা । পুনরিত্তি । সত্যমন্ত্রাঃ । ঋজুয়বঃ ।

ঋভবঃ । বিষ্টী । অক্রত ॥ ৪ ॥

• • •

মর্শ্বানুসারিনী-ন্যায়া ।

‘সত্যমন্ত্রাঃ’ (অবিতমমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ, সত্যপরায়ণাঃ, সত্যমন্ত্ররূপাঃ) ‘ঋজুয়বঃ’ (অকপটাঃ, সাধুচরিত্রাঃ, সৎস্বরূপতাপ্রাপ্তাঃ) ‘পুনঃ’ (তথা) ‘বিষ্টী’ (ব্যাপ্তিযুক্তাঃ, সর্বত্র বিদ্যমানাঃ) ‘ঋভবঃ’ (ঋভু নামকাঃ দেবাঃ, নরদেবাঃ ইত্যর্থঃ) ‘যুবানা’ (যুনাঃ, সংসারমোহ-পক্ষনির্মজ্জিতান্ প্রমত্তান্ জনান্) ‘পিতরা’ (পিতৃন্, পিতৃলোকগমনযোগ্যান্, প্রজ্ঞাসম্পন্নান্ ইত্যর্থঃ) ‘অক্রত’ (কৃতবস্তুঃ, কুর্ষস্তি ইত্যর্থঃ) । নরদেবাঃ ঋভবঃ সর্বত্র বিদ্যমানত্বাৎ স্বকীয়াদর্শেন মোহাক্ষয়নান্ উদ্ধারয়িতুং সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ । (১ম-২০সূ-৪ধা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

সত্যপরায়ণ অকপট সাধুচরিত্র এবং সর্বত্র বিদ্যমান ঋভুদেবগণ (অর্থাৎ নরদেবতারা সংসারমোহপক্ষনির্মজ্জিত প্রমত্তজনগণকে পিতৃলোক-গমনযোগ্য) অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন করিয়া থাকেন । (ভাব এই যে,— নরদেব ঋভুগণ সর্বত্র বিদ্যমানত্ব-হেতু আপনাদিগের আদর্শের দ্বারা মোহাক্ষয়নগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন ।) ॥ (১ম—২০স—৪ধা) ।

• • •

শায়ণ-ভাষ্যং ।

ঋভব এতন্মামকা দেবাঃ পিতরা পিতরৌ স্বকীয়ৌ মাতাপিতরৌ পূর্বং বৃদ্ধাবপি পুনর্ভূতানা
তরুণাবক্রত । কৃতবন্তঃ । কীদৃশাঃ । সত্যমম্বাঃ । অবিভমমম্বসামর্থ্যোপেতাঃ । পুরশ্চরণা-
দ্রুষ্ঠানেন সিদ্ধমম্বদ্বাদ্যদ্যংফলমুদ্দিষ্ট মম্বাঃ প্রযুক্ত্যন্তে তন্তং ফলং তথৈব সম্পত্ততে ।
তস্মাজ্জীর্ণয়োঃ পিত্রোর্যুবৎ সম্পাদয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ । ঋজু যবঃ । ঋজুত্মাশ্বন ইচ্ছন্তঃ ।
ছলরহিতা ইত্যর্থঃ । অতএবৈতেষামম্বষ্ঠিতা মম্বাঃ সিধ্যন্তি । নিষ্টী । নিষ্টেয়ো ব্যাপ্তিযুক্তাঃ ।
লক্ষ্যেণ কার্যেষেতদীয়শ্চ মম্বসামর্থ্যশ্চাপ্রতিঘাতোহত্র ব্যাপ্তিক্রচ্যতে । ঋভুশব্দং যাস্ক এবং
নির্বাঙ্কি । ঋভব উর ভাস্তীতি বর্তেন ভাস্তীতি বর্তেন ভবন্তীতি বা । নি০ ১১১৫ । ইতি ।

যুবানা । যুবনশব্দো যৌতেঃ কনিম্বস্তো নিষাদাছাদাতঃ । সুপাং সুলুগিত্যাদিনা
বিভক্তেরাকারঃ । পিতরা । পূর্ববদাকারঃ । সত্যমম্বাঃ । বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ ।
ঋজুশব্দো ভাবপরঃ । ঋজুত্মাশ্বন ইচ্ছন্তি । ক্যচ্ । অকৃতসার্বপাতুকয়োর্দীর্ঘঃ । পা০
৭।৪।২৫ । ইতি দীর্ঘঃ । ক্যাচ্ছন্দসীতু্যপ্রত্যয়ঃ । প্রত্যয়স্বরঃ । নিষ্টী । নিষ্ ল্ ব্যাপ্তৌ ।

শায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ঋভু নামক দেবগণ স্বকীয় পিতামাতাকে বৃদ্ধ হইলেও পুনরায় তরুণবয়স্ক করিয়াছিলেন ।
ঋভুগণ কিরূপ ? “সত্যমম্বাঃ”—অবিভম মম্বশক্তিযুক্ত ; অর্থাৎ, তাঁহাদের মম্বশক্তি লক্ষ্যে
অপ্রতিহত । ঋভুগণ পুরশ্চরণাদি কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধমম্ব হইয়াছিলেন বলিয়া, যে যে
ফলাকাঙ্ক্ষাতে মম্ব প্রয়োগ করেন, সেই সেই ফল লেইরূপই সম্পন্ন হয় । লেই হেতু জরাজীর্ণ
পিতামাতার তরুণবয়স সম্পাদিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । “ঋজু যবঃ”—ঋজুতাকে
(সবলতাকে) যিনি আপনার জন্ত পাইবার ইচ্ছা করিতেছেন অর্থাৎ ছলরহিত । এই নিমিত্ত
ইহাদের অনুষ্ঠিত মম্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে । “নিষ্টী” অর্থাৎ সেই ঋভুগণ ব্যাপ্তিযুক্ত । ব্যাপ্তি
বলিতে সকল কার্যে তাঁহাদিগের মম্বশক্তি অপ্রতিহত, ইহা বুঝাইয়া থাকে । যাস্ক ঋভু
শব্দটী এইরূপ নির্বাঙ্কি বলাইয়াছেন ; যথা—“ঋভব উর ভাস্তীতি বর্তেন ভাস্তীতি বর্তেন
ভবন্তীতি বা ।” (নি০ ১১১৫) ইতি ।

‘যু’ ধাতুর উত্তর ‘কনিন্’ (অন) প্রত্যয়ে নিম্পন্ন ‘যুবন্’ শব্দটী, প্রত্যয়ের মিলনহেতু
আছাদাত । উক্ত ‘যুবন্’ শব্দের উত্তর বিভক্তির স্থানে “সুপাং সুলুক্” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা
আকার আদেশ করিয়া “যুবানা” পদটী নিম্পন্ন হইয়াছে । “পিতরা” এস্থলেও বিভক্তির
স্থানে পূর্বের শ্রায় আকারাদেশ হইয়াছে । “ঋজু যবঃ” ; এস্থলে ‘ঋজু’ শব্দটী ভাবপর (ঋজু
অর্থাৎ ঋজুত্ম) । ‘ঋজুত্ম’ আপনার ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে—‘ক্যচ্’ প্রত্যয় করিয়া
“অকৃতসার্বপাতুকয়োর্দীর্ঘঃ” (পা০ ৭।৪।২৫) এই সূত্র দ্বারা ‘ঋজু’ শব্দের উ-কারের দীর্ঘ
হইয়াছে । অনন্তর কাজস্তু ‘ঋজু য’ শব্দের উত্তর “ক্যাচ্ছন্দসি” সূত্রানুসারে উ প্রত্যয়
করিয়া প্রথমার বহুগচনে উক্ত “ঋজু যবঃ” পদটী লামিত হইয়াছে । ইহাতে প্রত্যয়স্বর
হইয়াছে “নিষ্টী” এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থক নিষ্ ল্ (নিষ্) ধাতুর উত্তর “জিচ্ছন্তৌ চ
দংজায়াং” এই সূত্র দ্বারা জিচ্ (জি) প্রত্যয় করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে “ভিত্ত্ব”

স্ত্রিচ্-স্ত্রীচ সংজ্ঞায়ামিতি স্ত্রিচ্ । তিত্ত্বত্র্যাদিনেট্ পতিনেপঃ । তস্মাজ্জস ইয়াডিয়াজী-
 কারাণামুপসংখ্যানং । পা০ ৭১৩২৩ । ইতি তস্মেকারাদেশঃ । স চালোহস্ত্যস্ত । পা০
 ১১৩৫২ । ইতি সকারস্ত ভবতি । তত আদৃগুণ ইতি গুণে কৃতে প্রথময়োঃ পূর্বসর্গঃ ।
 পা০ ৬১১০২ । ইতি পূর্বসর্গদীর্ঘঃ । তৎ বাধিয়া পবত্বাজ্জসি চ । পা০ ৭৩১০২ ।
 ইতি হ্রস্বস্ত গুণেন ভবিতব্যামিতি চেৎ । ন । সংজ্ঞাপূর্বকস্ত বিধেরনিত্যত্বাৎ । অক্রত ।
 কৃঞা লুঙ । আত্মনেপদং । ঝশ্বাদাদেশঃ । মস্ত্রে যসেত্যাদিনা চেল্লুক্ । যণাদেশঃ ।
 অডাগমঃ । নিষাতঃ ॥ (১ম-২০সূ ৪প) ॥

চতুর্থ (১৯৮) ঝকের বিশদার্থ ।

—ঃঃ . ঙঃ—

মস্ত্রের অন্তর্গত ‘অক্রত’ (অকুর্বত) ক্রিয়ার কর্ম্যপদ অনুসন্ধানেই
 এই ঝকের অর্থ পরিগ্রহণে দারুণ অন্তরায় উপস্থিত হয় । সাধারণতঃ
 তাঁহারা (ঋতুদেবগণ) তাঁহাদিগের ‘পিতরা’ (পিতরো, স্বকীয়ো মাতা-
 পিতরো) অর্থাৎ আপনাদিগের পিতামাতাকে ‘যুবানা’ (তুরুণো) অর্থাৎ
 যৌবনসম্পন্ন কন্যাছিলেন—এইরূপ অর্থ চলিয়া আসিতেছে । ভাষ্যে
 এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবই অব্যাহত দেখি ।

যাঁহারা মন্ত্রশক্তিতে গাম্ভীর্যম্পন্ন, তাঁহাদিগের অর্থের মর্মা এই যে,—
 ঋতুদেবগণের পিতামাতা বৃদ্ধ হন, ঋতুদেবগণ মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তাঁহাদিগকে
 নবযৌবন প্রদান করেন । মন্ত্রশক্তিতে বৃদ্ধকে নবযৌবন প্রদান
 করার ভাব, দুই একটা ইংরাজী অনুবাদেও প্রকাশ পাইয়াছে । যথা,—

“The Ribhus with effectual prayer, honest, with
 constant labour, made
 Their Sire and Mother young again.”

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা হটের নিষেধ হইয়াছে । সেহ হেতু জসের স্থানে ইয়াডিয়াজীকারাণামুপ-
 সংখ্যানং” (পা০ ৭ ১৩২.৩) এই সূত্র দ্বারা ই-কার আদেশ হইয়াছে । “সচালোহস্ত্যস্ত”
 (পা০ ৬১ ৫২) এই সূত্র দ্বারা স-কারের আদেশ হয় ; এহ হেতু “আদৃগুণঃ” এই সূত্র
 দ্বারা গুণ হইলে “প্রথময়োঃ পূর্বসর্গঃ” (৭১ ১০২) এই সূত্র দ্বারা পূর্বসর্গ দীর্ঘ হইয়াছে ।
 এই বিধিকে বাধিয়া পরস-হেতু “জসিচ” (পা০ ৭ ৩১০২) এই সূত্র দ্বারা হ্রস্বের গুণ হউক ।
 ইহা বলিতে পার না । যেহেতু সংজ্ঞা-পূর্বক বিধি অনিত্য হয় । “অক্রত” এই পদটিতে
 কৃঞা শব্দর উত্তর লুঙের আত্মনেপদের ঝ এর স্থানে অদাদেশ করিয়া “মস্ত্রে যস” ইত্যাদি
 সূত্র দ্বারা ঝ-এর লোপ, যণাদেশ (কৃ-এর ঝ স্থানে র) ও অডাগম হইয়াছে । ইহাতে
 নিষাতস্বর লিঙ্ক হইয়াছে ॥ (১ম-২০সূ ৪প) ॥

এই দৃষ্টান্তে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়গণ খাচীন ভারতে শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠার বিষয় অমাগ প্রদর্শন করিতে পারেন ।

যাঁহারা একরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে চচ্ছা করেন, তাঁহারা গ্রহণ করুন । তাহাতে আমাদিগের আপাত্ত নাই । তবে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মধ্য আর একটু স্বতন্ত্র প্রকারের । মৎকশ্মশীল মাধু পুত্রের জন্মে বংশের মুখ উজ্জ্বল হয় । আমরা বলি, শৌদিক দিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে । তাহাতে অর্থ হয়,—‘বংশে মত্যমঙ্গল মাধু-পুত্রের আবর্তাবে, পিতামাতা পরম আনন্দ লাভ-রূপ নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।’ মৎপুত্রের জন্মে বংশ পবিত্র হয়, পিতৃকুল উদ্ধার-প্রাপ্ত হন । এ সকল শাস্ত্রের কথা । অতএব, একরূপ ব্যাখ্যায়ও অনেকটা শাস্ত্রমঙ্গল অর্থই সিদ্ধ হয় । পরন্তু, তাঁহারা মন্ত্র-প্রভাবে পিতামাতাকে নবযৌবন দান করিয়াছিলেন—একরূপ অর্থে গঙ্গাত, মর্ক্বথা সকলে স্বীকার করবেন কি ?

যাহা হউক, যে অর্থ অধিকতর মঙ্গল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, আমাদিগের মন্থানুসারগী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে সেই অর্থেরই আভাস প্রদান করিয়াছি । এখন, তাহারই যৌক্তিকতা-বিষয়ে দুই একটা কথা বলা আবশ্যিক মনে করিতেছি । ঋতুদেবগণের বিশেষণ শুল্লর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে, আমাদিগের ব্যাখ্যার সমীচীনতা উপলব্ধ হইবে । ‘মত্যমঙ্গাঃ’ এবং ‘মজ্জু যবঃ’ পদদ্বয়, মাধারণ ব্যাখ্যায় মনুষ্য-পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে ; মত্যমঙ্গ-সামর্থ্যযুক্ত এবং অকপট মাধু মনুষ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে । কিন্তু ‘বিশ্টি’ (মর্ক্বত্র-ব্যাগ্নিযুক্তাঃ) মনুষ্য কোথায় পাইবেন ? ঐ এক বিশেষণেই বুঝা যাইতেছে, ঋতুদেবগণ (মনুষ্য হইতে দেবত্ব-প্রাপ্তির পর) আর স্কুলদেহধারী নহেন । তখন, তাঁহারা স্কুলদেহের সহিত মন্থক-শূণ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন । স্তত্রাং দেহধারী পিতামাতার নবযৌবন-সম্পাদন-রূপ স্কুল দেহের স্কুল কার্যের সহিত সংশ্রবযুক্ত কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা তখন আর সম্পাদিত হওয়ার বিষয় মনে করা যায় না । সূক্ষ্ম-দেহের—সূক্ষ্ম-কার্য্য ; স্কুলদেহের—স্কুল-কার্য্য ;—ইহাই সিদ্ধান্ত হয় । তাহাতে তাঁহারা মর্ক্বত্র জ্ঞানালোক-রূপে বিস্তৃত থাকিয়া মানব-সমাজের মধ্যে জ্ঞান-রাশি বিকীরণ করিতেছেন,—এই ভাবই মনে আসে । সে হিসাবে ‘মত্যমঙ্গাঃ’ পদে ‘মত্যমঙ্গরূপাঃ’ ‘জ্ঞানমূলকাঃ’ এইরূপ অর্থই

সঙ্গত হয় । ‘ঋজুয়বঃ’ পদে সরল সংস্করণ-প্রাপ্ত ভাবই গ্রহণ করা যায় । তাঁহারা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সর্বব্যাপক অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্বদা জগতের হিতসাধন করিতেছেন—ইহাই তাৎপর্য ।

অতঃপর ‘যুবানা’ এবং ‘পিতরা’ পদদ্বয়ের বিষয় বিচার করা যাউক । ভাষ্যকারগণ সকলেই ঐ দুই পদকে কর্মপদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । তবে তাঁহাদিগের মতে—‘পিতরা’ মুখ্য কর্ম এবং ‘যুবানা’ গৌণ কর্ম । আমরা কিন্তু উহার বিপরীত ভাব গ্রহণ করি । আমাদের মতে—‘যুবানা’ মুখ্য কর্ম, ‘পিতরা’ গৌণ কর্ম । অগ্ৰাণ্ড ভাষ্যকারগণ যেমন বলেন—ছান্দসে ‘যুবানো’ ‘পিতরো’ স্থলে ‘যুবানা’ ‘পিতরা’ পদদ্বয় সৃষ্ট হইয়াছে ; আমরাও সেইরূপ বলি, ‘যুবানা’ ও ‘পিতরা’ পদদ্বয় এখানে ‘যূনঃ’ ও ‘পিতৃন’ পদদ্বয়েরই আদিক্রম । দুই ব্যাখ্যাতেই দুই পদই কর্ম মণ্যে গণ্য হইতেছে । অথচ, শেষোক্ত অর্থই অধিক সঙ্গত, শিষ্ট ও সমীচীন হয় ।

‘পিতামাতাকে নবযৌবনসম্পন্ন করেন’—এই অর্থ অপেক্ষা, বিচার করিয়া দেখুন দেখি, আপনার অন্তরকেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর লইয়া দেখুন দেখি, ‘সংসারমোহপঙ্কনিমজ্জিত প্রমত্ত জনকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন করেন’—এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত কি না ? এ পক্ষে প্রত্যেক বিশেষণের সার্থকতা অনুভূত হইবে । বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বেও বিঘ্ন ঘটিবে না । পরন্তু প্রার্থনাও উপযোগী ও ঔৎকর্ষ-সম্পন্ন হইয়া আসিবে ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা ঋকের ভাগ্যার্থ এইরূপ নিষ্পন্ন করিতে চাই যে,—‘যে সকল মনুষ্য সংকর্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূক্ষ্ম শুদ্ধগত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রভাব এবং আদর্শ প্রমত্ত বিভ্রান্ত মানব-সমাজকে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিতেছে । তাঁহাদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে, মোহগ্রস্ত জনও ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় ।’

ফলতঃ, এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম এই যে,—‘মোহপঙ্কনিমজ্জিত আমরা যেন, হে ঋতুদেবগণ, আপনাদিগের আদর্শ অনুসরণ করি, অবিভথ সত্য সস্বক লাভ করিতে সমর্থ হই ।’ (১ম--২০সূ--৪শা) ।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং যজুসং। বিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সং বো মদাসো অগ্নতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা।

আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। বঃ। মদাসঃ। অগ্নত। ইন্দ্রেণ। চ। মরুত্বতা।

আদিত্যেভিঃ। চ। রাজভিঃ ॥ ৫ ॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘ইন্দ্রেণ’ (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন, শক্তিঃ ঐশ্বর্য্যস্ত চ অধিপতি) ‘চ’ (তথা) ‘মরুত্বতা’ (মরুত্বঃশুক্রৈঃ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ) ‘চ’ (তথা, স্থূলতঃ ইত্যর্থঃ) ‘রাজভিঃ’ (দীপ্যমানৈঃ, স্বপ্রকাশৈঃ,) ‘আদিত্যেভিঃ’ (অনন্তশাস্ত্রীভূতৈঃ সর্কৈঃ দেবৈঃ—সহ মিলিতান্ ইত্যর্থঃ) হে নরদেবাঃ ঋতবঃ! ‘বঃ’ (ধৃশ্বান) ‘মদাসঃ’ (মদাঃ, আনন্দপ্রদাঃ দোমাঃ, অস্মাকং ভক্তিসুধাঃ, কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) ‘সং অগ্নত’ (সমগ্নত, সঙ্গতাঃ, সর্কতোভাবেন প্রাপ্তাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। সর্কৈ দেবাঃ যথৈব পূজার্হাঃ অস্মাকমনুসরণীয়াঃ ভবন্তু, নরদেবাঃ ঋতবোহপি তথৈব অস্মাকং পূজাধিকারিণঃ অনুসরণীয়াঃ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ। (১ম—২০সূ—৫ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের (শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতির) এবং মরুদেব-গণের (বিবেকরূপী দেবগণের) এবং (স্থূলতঃ) দীপ্যমান স্বপ্রকাশ অনন্তের অংশীভূত সকল দেবগণের সহিত মিলিত, হে নরদেব ঋভুগণ, আপনা-দিগকে আমাদিগের ভক্তিসুধা অথবা কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—সকল দেবগণ যেমন আমাদিগের অনুসরণীয় হইলেন, নরদেব ঋভুগণও সেইরূপ আমাদিগের পূজ্য অনুসরণীয় হউন।) ॥ (১ম—২০সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্য ।

হে ঋভবো যুগ্মাকং লক্ষ্মিনো মদাসো মদহেভবঃ সোমা ইন্দ্রেণ চানিত্যোভিরাদিত্যশ্চ
লমগ্নত লক্ষ্যতাঃ । ঋভুণামিন্দ্রাদিত্যঃ লহ সোমগানং তৃতীয়সবনেহস্তু । অতএববাহন-
নিগদ আশ্বলায়নেনৈবং পঠিতঃ । ইন্দ্রমাদিত্যবস্তুমুভুমন্তং বিভুমন্তং বাজবস্তুং বৃহস্পতিমন্তং
বিশ্বদেব্যাবস্তুমাহবেতি । কৌদূশেনেদ্রেণ । মরুততা । মরুস্তয়ুজেন । অত এব
মন্ত্রান্তরমেবমায়াতে । মরুস্তারঞ্জস্যং তে অস্থিত (ঋ० ৬।৪।৩৩) কৌদূশৈরাদিত্যোভিঃ ।
রাজভিঃ । দীপ্যামানৈঃ ।

মদালঃ । মাগ্ভ্যোভিরিত মদাঃ সোমাঃ । মদোহস্তুপলর্গে । পা० ৩।৩।৬৭ । ইতাপ্ ।
তস্ত পিতৃদাত্ত্বদাত্ত্বং । ষাতুস্বর এব শিষ্যতে । আজ্জলেরস্তু গাত জসোহস্তুগাগমঃ ।
অগ্নত । গমেঃ সম্পূর্কান্ধুঙ্ । লমোগম্যচ্ছীত্যাদিনা । পা० ১।৩।২২ । আত্মনেপদং ।
ঋতাদাদেশঃ । মন্ত্রে ষসেত্যাদিনা চেল্লুক্ । গমহনেত্যাদিনা । পা० ৬।৪।২৮ । উপনা-
লোপঃ । ব্যবহিতাশ্চৈত লমো ব্যবহিতপ্রয়োগঃ । নিষাতঃ । মরুততা । মরুতোহস্ত
লক্ষ্যীত মরুতান্ । তলৌ মত্বর্থে ইতি ভলংজয়া পদলংজয়া বাধিতভাজ্জশ্চাভাবঃ । ঋয়ঃ ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ঋভুদেবগণ ! আপনাদিগের লক্ষ্মী হর্ষের হেতুভূত সোমসমুদয় ইন্দ্রদেবের ও
আদিত্যগণের সহিত লক্ষ্য হইয়াছে । ইন্দ্র ও আদিত্যগণের সহিত ঋভুদেবগণের সোম-
পান তৃতীয়সবনে (বিহিত) আছে । অতএব আশ্বলায়নে মহর্ষি আশ্বলায়ন এইরূপ পাঠ
করিয়াছেন ; যথা,—“ইন্দ্রমাদিত্যবস্তুমুভুমন্তং বিভুমন্তং বাজবস্তুং বৃহস্পতিমন্তং বিশ্বদেব্যাবস্তু-
মাহবেতি ।” কৌদূশ ইন্দ্রদেবের সহিত ? “মরুততা” অর্থাৎ মরুদগণযুক্ত । এই নিমিত্ত
মন্ত্রান্তরে এইরূপ পঠিত হইয়াছে ; যথা,—হে ইন্দ্রদেব ! মরুদগণের সহিত আপনার লক্ষ্য
হউক (ঋ० ৬।৪।৩৩) । কিরূপ আদিত্যগণের সহিত ? “রাজভিঃ” দীপ্তিবিশিষ্ট ।

“মদালঃ” এই পদটিতে ‘ইহাদের দ্বারা হর্ষযুক্ত করে’ এই অর্থে “মদোহস্তুপলর্গে” (পা०
৩।৩।৬৭) এই সূত্র দ্বারা ‘মদী’ (মদ্) ষাতুর উত্তর ‘অপ্’ (অ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন ।
“মদ” শব্দের প্রত্যয়ের পিতৃহেতু অগ্নদাত্ত্বস্বর এবং ষাতুর ষাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে ।
অনন্তর উক্ত ‘মদ’ শব্দের উত্তর ‘জল’ বিভক্তি করিয়া “আজ্জলেরস্তুক্” সূত্রানুসারে জলের
অস্তুক্ (অস্) আগমে ঐ “মদালঃ” পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । “অগ্নত” এই পদটিতে
“লমোগম্যচ্ছী” (পা० ১।৩।২২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইয়াছে । ঋ এর স্থানে
অদাদেশ, “মন্ত্রে ষস্” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্চি এর লোপ, এবং “গমহন” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা
উপনার (‘গম্’ ষাতুর ম-এর) লোপ হইয়াছে । “ব্যবহিতাশ্চ” সূত্র দ্বারা ‘লম্’ উপলর্গের
ব্যবহিত প্রয়োগ হইয়াছে । এই “অগ্নত” পদটির নিষাতস্বর হইয়াছে । “মরুততা” এই
পদটি, ‘মরুদগণ ইহার আছে’ এই অর্থে ‘মরুৎ’ শব্দের উত্তর মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় করিয়া
তৃতীয়ার একবচনে লিঙ্ক হইয়াছে । এস্থলে “তলৌ মত্বর্থে” এই সূত্র দ্বারা ইহার ভ-লংজা
হেতু পদলংজার বাদ হইয়াছে বলিয়া জশ্বের অভাব হইয়াছে এবং “ঋয়ঃ” (পা०
৮।২।১০) এই সূত্র দ্বারা ‘মতুপ্’ প্রত্যয়ের ম কারের স্থানে ‘ব’-কার হইয়াছে ।

পা. ৮।২।১০। ইতি মতুপো বহুং। আদিত্যোভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি তিস্ ঐশাদেশাভাবে
বহুবচনে ঋল্যোদিত্যেৎ। রাজ্যভিঃ। রাজনশ্চ কনিনস্ত্বেন নিষাদাদ্ভাদ্যেৎ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে প্রথমো বর্গঃ ॥ ১।২।১ ॥

পঞ্চম (১১১) ঋকের বিশদার্থ।

—: x :—

আপন সংকর্ষ-প্রভাবে মনুষ্যগণ দেবত্ব লাভ করেন; তাঁহাদিগের
অনুসরণেই সকল দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়।

ঋক্ বলিতেছেন,—‘কোনও সংশয় নাই। কোনরূপ সন্দেহ করিও
না। এই মানুষ তুমি, তুমিই কর্ষপ্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত
দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। তোমার প্রভাব কোনও অংশেই ন্যূন
হইবে না। তাঁহারা যে ভাবে যে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পূজা
সেই ভাবেই তোমাদিগকেও প্রাপ্ত হইবে।’ (১ম—২০সু—৫৯)।

ষষ্ঠী পদক্।

(প্রথম মণ্ডলং। বিংশসূত্রং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং।

অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। ত্যং। চমসং। নবং। ত্বষ্টুঃ। দেবস্য। নিষ্কৃতং।

অকর্ত। চতুরঃ। পুনর্নিতি ॥ ৬ ॥

‘আদিত্যোভিঃ’ এই পদটি ‘আদিত্য’ শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন
হইয়াছে। এস্থলে “বহুলং ছন্দসি” সূত্রানুসারে ভিলের স্থানে ঐশাদেশের অভাব হইয়া
“বহুবচনে ঋল্যেৎ” সূত্র দ্বারা ঋ-কারের স্থানে এ-কার হইয়াছে। “রাজ্যভিঃ” এই পদটি
‘রাজন’ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ‘কনিন্’ প্রত্যয়ান্ত ‘রাজন’
শব্দের প্রত্যয়ের নিষ-হেতু আদিত্যর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম—২০সু—৫৯)

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।২।১ ॥

মহ্মানুসাবিনী-ব্যাখ্যা ।

'উত' (যতঃ তে নরদেবতাঃ) 'ত্বষ্টৃদেবতা' (ত্বষ্টৃদেবতাস্বক্ৰিনঃ, ত্রাণকর্তৃঃ লংসারবন্ধন-
চ্ছেদকস্ত দেবতা) 'তাং' (তং, প্রখ্যাতং) 'নবং' (অভিনবং, লংসহযুতং) 'নিষ্কৃতং'
(পরিত্রাণোপায়মূলকং) 'চমসং' (যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গং—ভগবতি কর্ম্মসম্প্রদানরূপং ইতি যাবৎ)
'পুনঃ চ' (পুনরাপি, তথা) 'চতুরঃ' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্বির্গফলপ্রদান পথঃ ইত্যর্থঃ)
'অকর্ত' (কৃতবস্তুঃ, প্রকাশিতবস্তুঃ, প্রদর্শয়ন্তি ইত্যর্থঃ) ; অতঃ তে অনুস্মর্তব্য্যাঃ পূজ্যাঃ বা
ইতি পূর্ব্বসম্বন্ধঃ । যানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্বির্গফলপ্রদানি ভবন্তি, নরদেবতাঃ পুস্তবঃ
ইহজগতি তেষাং কর্ম্মাণাং স্বরূপং তস্বং প্রকাশয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২০সূ—৬খ) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

যেহতু মেই নরদেবগণ, ত্বষ্টৃদেবতার মন্বক্ষীয় (অর্থাৎ সংসার-বন্ধন-
চ্ছেদক ত্রাণকারী দেবতার মন্বক্ষীয়) মেই প্রখ্যাত, অভিনব, পরিত্রাণো-
পায়মূলক ভগবানে কর্ম্মসম্প্রদান-রূপ যজ্ঞকর্ম্মাঙ্গকে এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ
চতুর্বির্গফলপ্রদ পথসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন—প্রদর্শিত করেন ;
অতএৱ, তাঁহারা অনুস্মরণীয় ও পূজা—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত মন্বক্ষ ।
(ভাব এই যে,—যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বির্গফলপ্রদ হয়, সেই
নরদেবগণ ইহজগতে সেই তত্ত্ব প্রকাশিত করেন ।) ॥ (১ম—২০সূ—৬খ)

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

উতাপি চ ত্বষ্টুরেতন্মামকস্ত দেবতা । দেবতাস্বক্ৰী তক্ষণব্যাপারঃ । নরং নৃতনং তাং
চমসং তং সোমধারণক্ষমং কাষ্ঠপাত্রবিশেষং নিষ্কৃতং নিঃশেষেণ সম্পাদিতমকরোদিত শেষঃ ।
তক্ষণব্যাপারকুলশস্ত ত্বষ্টুঃ শিষ্টা পুস্তবস্তেন নির্ম্মিতং তমেকং চমসং পুনরাপি চতুরোহকর্ত ।
চতুর্কা বিভক্তাঃ চমসান কৃতবস্তুঃ । একস্ত চতুর্বির্গতকরণরূপোহয়মর্থো মন্ত্রাস্তরেহপি
বিস্পষ্টঃ । একং চমসং চতুরঃ ক্রণোতনেতি (খ০ ২।৩।৪) ॥

নবং । গু স্ততো । নূত ইতি নবং । কর্ম্মণি অপ্ প্রত্যয়ঃ । ল হি ষঞোহপবাদ-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

আরও, ত্বষ্টৃ নামক দেবতার মন্বক্ষী যে তক্ষণব্যাপার, সেই চমসকে অর্থাৎ সোমধারণক্ষম
কাষ্ঠপাত্রবিশেষকে, নিঃশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন । তক্ষণরূপ কর্ম্মে নিপুণ ত্বষ্টৃদেবের
শিষ্টা পুস্তবগণ । সেই এক চমস-পাত্রকে তাঁহারা পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত চারিটা চমস
নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । এক চমস পাত্রকে চারিপ্রকার করণ-রূপ এই অর্ধ, মন্ত্রাস্তরেও
বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ; যথা,—“একং চমসং চতুরঃ ক্রণোতন” (খ০ ২।৩।৪) ইতি ।

“নবং” এই পদটি স্তত্যর্থক গু পাতুর উত্তর কর্ম্মণ্যচ্যে ‘অপ’ (অ) প্রত্যয় করিয়া
দ্বিতীয় এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এই ‘অপ্’ প্রত্যয় ‘ষঞ্’ প্রত্যয়ের অপবাদক বলিয়া

তাদৃশ্চৈব সর্কিত্ত ভবতি । পা० ৩৩৫৬৫৭ । যঞ্ প্রত্যয়শ্চাকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ং ।
 পা० ৩৩৫৮ । ইতি কর্তৃণ্যতিরিক্তে সর্কিত্ত কারকে ভবতি । যচ্চপি তত্র সংজ্ঞায়ামিত্যুক্তং
 তথাপি চকারশ্চ সংজ্ঞাব্যভিচারার্থাদসংজ্ঞায়ামপি ভবত্যেব । সৰ্ব্বশাত ইতি লক্ষ্যঃ ।
 কৰ্ম্মণি যঞ্ প্রত্যয়ঃ । ত্বুঃ । তক্ষ্ তক্ষ্ তনুকরণে । ঔণাদিকস্বন্ । উদিস্তাৎপক্ষ
 ইডভাবঃ । পা० ৭২৪৪ । স্কোঃ সংযোগাদুযোরস্তে চ । পা० ৮২২২ । ইতি ককার-
 লোপঃ । নিষ্কৃতং । ক্রোঞো নিরুপস্বষ্টাৎ কৰ্ম্মণি ক্তঃ । প্রাদিসমাসে নিত্য সমানেহস্তুর-
 পদস্থত্ব । পা० ৮৩৪৫ । ইতি যতং । অত্র কর্তৃকৰ্ম্মণোঃ কৃত্তি । পা० ২৩৬৫ । ইতি
 প্রাপ্তা যচ্চি যচ্চপি ন লোকান্যায়োত নিষিক্তা । পা० ২৩৬৬ । তথাপি কর্তৃঃ শেষভেদে
 বিবক্ষিতত্বাৎ কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া । পা० ২৩৬৮ । ইত্যোতন্তাঃ প্রাপ্তেঃ শৈবকৌ যচ্চি ।
 যথা কৰ্ম্মণি শেষভেদে নিবক্ষিতে । পা० ২৩৫২ । মাষাণামশ্রীয়াদিত । গতিরনস্তর ইতি
 নিস উদাত্তং । অকর্ত্ত । অকৃষত । ক্রোঞো লুঙি ঋশ্চ ব্যত্যয়েন ভাদেশঃ । মস্ত্রে
 যসেত্যাদিনা চেলুক্ । ছন্দস্বান্তরণোত তিঙ আর্কণাতুকস্বান্তিভাষ্যানেন গুণঃ । চতুরঃ ।
 শসি । পা० ৬১১৬৭ । ইত্যুকারঃ উদাত্তঃ । পুনঃ । স্বরাদিষাভ্যাদাত্তঃ পঠিতঃ । ৬ ।

সকল স্থলে 'যঞ্' প্রত্যয়ের অর্থেই হইয়া থাকে (পা० ৩৩৫৬৫৭) । এবং 'যঞ্' প্রত্যয়
 "অকর্ত্তার চ কারকে সংজ্ঞায়ং" (পা० ৩৩৫৮) এই সূত্র দ্বারা কর্তৃকারক ব্যতীত সকল-
 কারকেই হয় । যদিও সেন্থলে 'সংজ্ঞাতে হয়' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তবুও 'যঞ্' চ-কার,
 সংজ্ঞার ব্যভিচারক বলিয়া, সংজ্ঞা ব্যতীত অন্যস্থলেও 'যঞ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে । যেমন
 "লক্ষ্যঃ" প্রভৃতি স্থলে কৰ্ম্মবাচ্যেও 'যঞ্' প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে । "ত্বুঃ" এই পদটী
 তনুকরণার্থক তক্ষ্ (তক্ষ্) ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ত্বন্' প্রত্যয় করিয়া ধাতুর উদিস্তাহেতু
 পাণিনির (৭২৪৪) সূত্র দ্বারা পাক্ষিক ইটের অভাবে এবং "স্কোঃ সংযোগাদুযোরস্তে চ"
 (পা० ৮২২২) এই সূত্র দ্বারা 'ত্বক্ষ্' ধাতুর ক-এর লোপে যচ্চি বিভক্তির এক বচনে নিষ্পন্ন
 হইয়াছে । "নিষ্কৃতং" এই পদটী, 'নির্' উপসর্গ-পুঙ্ক 'ক্রোঞ' ধাতুর উত্তর কৰ্ম্মবাচ্যে 'ক্ত'
 প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । প্রাদিসমাস হইয়া "নিত্যাং সমানেহস্তুরপদস্থত্ব"
 (পা० ৮৩৪৫) এই সূত্র দ্বারা র-এর যত্ব হইয়াছে । যদিও এস্থলে "কর্তৃকৰ্ম্মণোঃ কৃত্তি"
 (পা० ২৩৬৫) এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত যে যচ্চি বিভক্তি, "ন লোকান্যয়" (পা० ২৩৬৬)
 এই সূত্র দ্বারা তাহা নিষিক্ত আছে, তথাপি কর্তৃয় শেষভেদে যচ্চি বিবক্ষা আছে বলিয়া,
 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' (পা० ২৩৬৮) এই সূত্রের তৃতীয়াবিভক্তির অপ্রাপ্ত-বশতঃ শেষ
 লক্ষ্য যচ্চি বিভক্তিই হইয়াছে । যেমন, শেষভ-হেতু কৰ্ম্মবিবক্ষিত হইলে (পা० ২৩৫২)
 "মাষাণামশ্রীয়াৎ" ইত্যাদি স্থলে যচ্চি বিভক্তি হইয়াছে । এই "নিষ্কৃতং" পদটির 'নিস'
 উপপদের "গতিরনস্তরঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত-স্বর হইয়াছে । "অকর্ত্ত" অর্থাৎ 'অকৃষত'
 এই পদটীতে লুঙের ঋ-এর ব্যত্যয়ে (পরিবর্ত্তে) 'ত' আদেশ হইয়াছে । 'মস্ত্রে যস'
 ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চি-এর লোপ হইয়াছে । তিঙের আর্কণাতুকস্বান্তিবন্ধন ঙিঙ হয় নাই বলিয়া
 গুণ হইয়াছেন "শসি" (পা० ৬১১৬৭) এই সূত্র দ্বারা "চতুরঃ" এই পদটির উকার উদাত্ত
 হইয়াছে । স্বরাদির মধ্যে পাঠ থাকায় "পুনঃ" এই পদটির আদন্তর উদাত্ত হইয়াছে " " "

ষষ্ঠ (২০০) ঋকের বিশদার্থ ।

ঋকের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত আছে, একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন । যথা :—“ঋষ্টাদেবের নূতন সেই চমস নিঃশেষিতরূপে নির্মিত হইয়াছিল, ঋভুগণ সেই চমস পুনরায় চারিখানি করিয়াছিলেন ।” অথবা,—“ঋষ্টদেবনির্মিত একমাত্র নূতন চমসপাত্র ঋভুগণ আর চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ।” বলা বাহুল্য, এইরূপ অনুবাদের প্রমাণ প্রসঙ্গে নানা উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সংশ্রব দেখা যায় । *

আমরা মনে করি, ‘ঋষ্টদেবশ্চ’ পদে ‘তন্মামক দেবকে উদ্দেশ্যে করিয়া’ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে । ‘ঋষ্টদেব’ বলিতে আমরা ‘ক্রোধকারী দেবতা’ অর্থই গ্রহণ করি পারি । ‘ছেদনকরা’ অর্থমূলক ‘ঋক্ষ্’ ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন । তাহাতে সংসারবন্ধনছেদনকারী স্তত্রাং পরিক্রোধকারী অর্থই সঙ্গত হয় । ‘চমসং’ পদে ‘যজ্ঞকর্মাঙ্গা এবং ‘যজ্ঞ’ দুই-ই বুঝাইয়া থাকে । ‘নিষ্কৃতং’ পদে ‘নির্মিত করা’ অর্থ কেন আনিব ? ‘নিষ্কৃতি—পরিক্রোধ’ । ‘চতুরঃ’ পদে ‘ধর্মার্থকামমোক্চতুর্বির্গফলপ্রদ’ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয় না । একখানা চমস (কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র হাবির্দানপাত্র) ভাঙ্গিয়া চারিখানা করিলেন—ইহাই হইল দেবত্ব । তিনখানা হইল না, পাঁচখানা হইল না; হইল—চারিখানা । একটু বিবেচনা করিলেই এই রহস্যের দ্বার উদ্বিষ্ট হইতে হয় না কি ।

ঋকের ভাবার্থ এই যে,—‘যে ঋভুদেবগণ মনুষ্য হইয়া দেবত্ব-লাভে সন্মত হন, তাঁহারা নিষ্কৃতির উপায়-পরম্পরা অবগত আছেন । তাঁহারা ই মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন । যজ্ঞ কি, কি প্রকার যজ্ঞে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তলাভ করা যায়, তাঁহারা যেরূপভাবে ব্যক্ত করিবেন, তাহাই মনুষ্য-সমাজের উদ্ধারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপায়গী ।

* এ বিষয়ে রমেশ বাবুর একটা টীপনী (ফুট নোট) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—
“ঋষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্মা । তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেন । ঋভুগণ ঋষ্টার শিষ্য (শায়ণ) ; কিন্তু ঋষ্টা-নির্মিত একটা পাত্র চারিখানি করিয়া দেবগণের নিকট অনেক সন্মান পাইয়াছিলেন—এইরূপ আখ্যান । ঋষ্টার কন্যা পরণী । গ্রীকদেবী “Erinyes” পরণীর রূপান্তর যাত্রা, এবং পরণী যেরূপ অস্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্বঘ্নকে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক “Erinyes Demeter” ও সেইরূপ অস্বরূপ ধারণ করিয়া “Areion”

ধর্মার্থকামমোক্ষচতুর্বিধফলপ্রদ কর্ম্যত্ব ঋভুদেবগণ যেভাবে ব্যক্ত করিয়া
গিয়াছেন ; আমরা মোহ-পঙ্কনির্মুক্ত ; আমাদের গতিমুক্তি উপায়-
স্বরূপ সে তত্ত্ব তাঁহারা পুনঃপুনঃ আমাদের নিকট প্রকাশ করুন,—
আমাদের অন্তরে অন্তরে সে ভাণ উদ্ভাসিত হউক,—আমরা
কৃতকৃতার্থ হইয়া যাহ ।’ (১ম—২০সূ—৬ঋ) ।

— . —
মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা ।

তৃতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে তে নো রত্নানি ধন্তনেতি যে ঋচাবার্তব্যো । তৃতীয়-
শ্রাগন্যমহেতি ঋগে সৃত্রিতং ইন্দ্র ইষে দদাতু নস্তে নো রত্নানি ধন্তনেত্যোকা যে চ ।
আ• চা• ১১ । ইতি । তয়োরাভ্যং সৃক্তে সপ্তমীম্চমাহ ॥

গপ্তমী ঋক্ ।

(প্রথমং যজুসং । বিংশং সূক্তং । সপ্তমী ঋক্ ।)

তে নো রত্নানি ধন্তন ত্রিরা সাপ্তানি স্মৃতে ।

একমেকং স্মৃশস্তিভিঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

তে । নঃ । রত্নানি । ধন্তন । ত্রিঃ । ঋ । সাপ্তানি । স্মৃতে ।

একং একং । স্মৃশস্তিভিঃ ॥ ৭ ॥

মর্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘তে’ (নরদেবাঃ ঋতবঃ) ‘নঃ’ (অস্মভ্যং, অস্মদর্থে) ‘রত্নানি’ (রমণীয়ানি ধনানি)
‘ধন্তন’ (ধারয়ন্তি, দদতি ইত্যর্থঃ) ; ‘স্মৃতে’ (সৎকর্ম্মপরায়ণা সাধকায়, তস্মৈ প্রদানায়

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

তৃতীয় ছন্দোম বিষয়ে বৈশ্বদেবতার শব্দকর্মে “তেনো রত্নানি ধন্তন” এই ঋক্-ধর্মের
দেবতা—ঋজুগণ । আশ্বলায়ন শ্রোতসূত্রে “তৃতীয়শ্রাগন্যমহ” এই ঋগে সৃত্রিত হইয়াছে ;
যথা ; — “ইন্দ্র ইষে দদাতু নঃ” এই একটী ঋক্ এবং “তে নো রত্নানি ধন্তনঃ” ইত্যাদি
ঋক্-ধর্মের প্রথম এবং সূক্তের সপ্তম ঋক্ কথিত হইতেছে ।

ইত্যর্থঃ) 'ত্রিরা সাপ্তানি' (ত্রিকালব্যাপীনি সপ্তলোকোপকারীণি) রত্নানি দদতি ইতি শেষঃ ; 'সুশস্তিভিঃ' (শোভনস্তিমস্তৈঃ, সৎকর্মসামুদয়ৈঃ ইতি ভাবঃ) 'একমেকং' (ক্রমেণ, একং একং কৃত্বা, কর্ম্মানুসারেণ ইতি ভাবঃ) রত্নানি বিতরন্তি ইতি শেষঃ । অয়ং ভাবঃ— তে নরদেবাঃ পরমং ধনং বিতরন্তি ; কর্ম্মানুসারেণ তদ্বনং অধিগম্যতে ॥ (১ম—২০সূ—৭ম) ॥

বঙ্গাভুবাদ ।

সেই নরদেব ঋতুগণ আত্মাদিগের জন্ম রমণীয় ধনসমূহ ধারণ করিয়া আছেন ; সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধককে তাঁহারা ত্রিকালব্যাপী সপ্তলোকের হিতসাধক ধনসমূহ প্রদান করেন ; শোভনস্তিমস্তের দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা কর্ম্মানুসারে এক এক করিয়া সেই ধন তাঁহারা বিতরণ করিয়া থাকেন । (ভাব এই যে,—নরদেবগণ সংসারে পরমধন বিতরণ করিতেছেন ; কর্ম্মানুসারে সেই ধন অধিগত হয় ।) ॥ (১ম—২০সূ—৭ম)

সায়ণ-ভাষ্যে ।

পূর্নাস্কু মে প্রাতিপাদিতা ঋতুভ্যস্তে যুগ্ম সুশস্তিভিঃ শোভনৈরশ্মদীয়শ্চনৈর্যুক্তাঃ সস্তো নোহস্মাকং লক্ষ্মিনে স্তম্বতে সোমাস্তিষবং কুর্ষতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি সুবর্ণমণি-মুক্তাদীনি ধনাশ্চেকমেকং ক্রমেণ প্রত্যেকং ধনং । প্রযচ্ছত । সুবর্ণাদীনাং মধ্যে প্রতিদ্রব্যং যাবদপেক্ষিতং তাবদতি বিনষ্করৈকমেকমিত্যুক্তং । কীদৃশানি রত্নানি । ত্রিরা । ত্রিবারমাবৃত্তানি । উত্তমনি মধ্যমাশ্রমনি চেতোবং রত্নানাং ত্রিরাবৃত্তিঃ । কিঞ্চ সাপ্তানি । সপ্তসংখ্যানিপ্পন্নবর্গরূপাণি কর্ম্মাণি চ ধনং । সম্পাদয়ত । কীদৃশানি সাপ্তানি । ত্রিরা । ত্রিবারমাবৃত্তানি । অগ্ন্যাশেষদর্শপূর্ণমাসাদীনাং সপ্তানাং হবির্যজ্ঞানামেকো বর্গঃ । ঔপাসন-হোমো বৈশ্বদেব ইত্যাদীনাং সপ্তানাং পাকযজ্ঞানাং বর্গো দ্বিতীয়ঃ । অগ্নিষ্টোমোহত্য-গ্নিষ্টোম ইত্যাদীনাং সপ্তানাং সোম সংস্থানাং বর্গস্তৃতীয়ঃ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গাভুবাদ ।

পূর্ন পূর্ন ঋকসমূহে যে ঋতুদেবতাগণ প্রাতিপাদিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই আবার আত্মাদিগের উৎকৃষ্ট শস্ত্রসমূহে যুক্ত হইয়া অসৎলক্ষ্মী সোমাস্তিষবকারী যজমানের জন্ম রমণীয় সুবর্ণমণিমুক্তাদি ধন-সমূহ, ক্রমেণ এক এক করিয়া প্রত্যেক ধন, প্রদান করুন । 'সুবর্ণাদির মধ্যে প্রত্যেক জন্ম যাহা ভোগ করিতে অপেক্ষিত ছিল তাহা' এই বলিবার জন্মই 'একমেকং' এইরূপ উক্ত হইয়াছে । রত্নসমূহ কিরূপ ? "ত্রিরা" অর্থাৎ তিনবার আবৃত্ত । উত্তম, মধ্যম, অশম এইরূপ রত্নসমূহের তিনবার আবৃত্তি আছে । এবং (তাঁহারা) "সাপ্তানি" অর্থাৎ সপ্তসংখ্যা দ্বারা নিষ্পাদিত বর্গরূপ কর্ম্মসমুদয় সম্পাদন করুন । কিরূপ সাপ্ত ? "ত্রিরা" অর্থাৎ তিন বার আবৃত্ত । অগ্ন্যাশেষ দর্শপূর্ণমাসাদি সপ্তহবির্যজ্ঞকে প্রথম বর্গ কহে । বৈশ্বদেব ঔপাসনহোম ইত্যাদি সাতপ্রকার পাকযজ্ঞকে দ্বিতীয় বর্গ কহে । অগ্নিষ্টোম অতি-অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি সপ্ত সোমযজ্ঞকে তৃতীয় বর্গ কহে ।

রয়ানি। রমু ক্রীড়ারি। নিদিত্যবৃত্তৌ রমেত্তচ। উ० ৩১৪। ইতি মপ্রত্যয়ঃ।
 তৎস্মিরোগেন মকারত্ তকারঃ। নিষাদাহ্নাস্তঃ। ধন্তন। ধন্ত। তপ্তনপ্তনখনাশ্চতি
 তপ্তত্ তনাদেশঃ। সপ্তানাং বর্গঃ সপ্তাং। সপ্তনোৎঞ হ্রস্বসি। পা० ৫।১।৬১। ইতি
 বর্গোৎঞ প্রত্যয়ঃ। নস্তদ্ধিতে। পা० ৬।৪।১৪৪। ইতি টিলোপঃ। ঞ্জিষাদাদিবৃদ্ধিরাহ্না-
 দাত্ত্বং চ। অত্র বর্গপ্রবচনেন বর্গিণো লক্ষ্যন্তে। তেন বহুবচনং। অল্পখ্যন্তেৎ এষ
 বর্গত্রিরাবৃত্ত ইত্যেকবচনমেব ত্বাৎ। স্মৃতে। শতুরমুম ইতি বিভক্তেক্রদাত্ত্বং।
 একমেকং। নিত্যবীপ্যরোরিতি বীপ্যায়ং বির্তাবঃ। একশক্ ঠৈগঃ কনস্তো নিষাদাহ্না-
 দাত্ত্বং। দ্বিতীয়ৈকশক্ তত্ পরমাত্রেড়িতমিত্যাত্রেড়িতসংজ্ঞারামহ্নদাত্ত্বং চেতাহ্নদাত্ত্বং।
 কুশান্তিভিঃ। শক্ ত আতিরিক্ত শক্ শচঃ। শংস্ম স্ততো করণে ক্তিন। তত্ কিষ্মর-
 লোপঃ। শোভনাঃ শক্ ইতি প্রাদিসমাসে যতপি চ ক্তিনো নিষাদাহ্নদাত্ত্বেন কৃৎসর-
 পদপ্রকৃতিস্বরেন তদেব প্রাপ্তং তত্ত্ পরেণ মনুক্তিন ব্যাখ্যানেত্যা'ননোত্তরপদাত্ত্বোদাত্ত্বেন
 বাধাতে। পা० ৬।২।১১। (১ম ২০২ ৭৭)।

“রয়ানি” এই পদটি ক্রীড়ার্বক রমু (রম) ধাতুর উত্তর ‘নিৎ’ এই অধ্ববৃত্তিবশতঃ “রমেত্তচ”
 (উ० ৩১৪) এই সূত্র দ্বারা ন প্রত্যয় ও তকার সারযোগবশতঃ পাতুর ম-কারের স্থানে ত-কার
 করিয়া ক্রীড়ার্বকে দ্বিতীয় বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিষ্পত্তে হইবার আদিস্বর উদাস্ত
 হইয়াছে। ‘ধন্ত’ পদের ত শব্দের স্থানে “তপ্তনপ্তনখনাশ্চ” এই সূত্র দ্বারা ‘তন’ আদেশে
 “ধন্তন” এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। “সপ্তের বর্গ” এই অর্থে “সপ্তানাং” এই পদটি
 “সপ্তনোৎঞ হ্রস্বসি” (পা० ৫।১।৬১) এই সূত্র দ্বারা ‘সপ্তন’ শব্দের উত্তর ত্ঞ প্রত্যয়ে
 “নস্তদ্ধিতে” (পা० ৬।৪।১৪৪) এই সূত্র দ্বারা টি এর লোপ করিয়া যটী বিভক্তির বহুবচনে
 নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঞ্জিষদেতু হইবার আদিস্বরের বৃদ্ধ ও আদিস্বর উদাস্ত হইয়াছে। এখানে
 বর্গপ্রবচনের দ্বারা বর্গী (বর্গ বাহার আছে) লক্ষ্য হইয়াছে। তন্নিমিত্তই “সপ্তানাং” পদটিতে
 বহুবচন হইয়াছে। অল্পখ্য একই বর্গ তিন বার আবৃত্ত বালিয়া একবচনই হয়। “শতুরমুমো-
 নস্তাহ্নাদী” এই সূত্র দ্বারা “শ্বতে” পদটির বিভক্তস্বর উদাস্ত হইয়াছে। “একমেকং” এখানে
 “নিত্যবীপ্যরোঃ” এই সূত্র দ্বারা বীপ্যাতে বিধ হইয়াছে। ‘ইগ’ ধাতুর উত্তর ‘কন’ প্রত্যয়
 করিয়া ‘একং’ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বালিয়া নিষ্পত্তে হইবার আদিস্বর উদাস্ত হইয়াছে।
 দ্বিতীয় ‘একং’ শব্দের “তস্য পরমাত্রেড়িতং” সূত্রানুসারে আত্রেড়িতসংজ্ঞা হইলে পর “অহ্নদাত্ত্বং”
 সূত্র দ্বারা অহ্নদাত্ত্বস্বর হইয়াছে। “কুশান্তিভিঃ” এই পদটিতে ‘শক্ অর্থাৎ শক্ তর হইবার দ্বারা’
 এই অর্থে শক্ শব্দে ক্কে বৃদ্ধিহইতেছে। স্তত্যর্থে ‘শংস্ম’ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ক্তিন
 (তি) প্রত্যয় করিয়া এবং ‘ক্তিন’ প্রত্যয়ের ক্বিতে ন এর লোপ করিয়া উক্ত ‘শক্’ পদটি
 নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘শোভনাঃ শক্ স্মৃৎ’ এই প্রাদিসমাসে বাদিও ‘ক্তিন’ প্রত্যয়ের নিষ্পত্তে
 আহ্নদাত্ত্বস্বর-বশতঃ কৃৎ-প্রত্যয়াস্ত পরপদে প্রকৃতস্বর নিবন্ধন তাহাই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু
 “মনুক্তিনব্যাখ্যান” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অস্তস্বর উদাস্ত হইবার, পূর্বেক্ত
 প্রকৃতিস্বর বাধিত হইয়াছে। (পা० ৬।২।১১)। (১ম ২০২ ৭৭)।

সপ্তম (২০১) ঋকের বিশদার্থ ।

—:—

পূর্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় । পূর্ব ঋকে যে বলা হইয়াছে, অমুশ্বর পবিত্রোপায়-মূলক যজ্ঞের বিষয়ে ঋতুদেবগণ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এখানে সেট আদর্শের বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইতেছে । যজ্ঞপক্ষে দেখিতে গেলে, এখানে বলা হইয়াছে যে,—অগ্ন্যাদি মূলক যে এক একটা নগ্ন নির্দিষ্ট আছে, ক্রমে ক্রমে তাহাদেরই ত্রৈবর্গ সাধন বিষয়ে তাঁহারা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ; অর্থাৎ, অগ্ন্যাদি একনিশাতি প্রকার যে যজ্ঞকর্ম পর্যায়ে ক্রমে সম্পন্ন করিতে হয়, সেই শুভফলপ্রদ যজ্ঞ তাঁহাদেরই কর্তৃক মর্ত্যলোকে প্রবর্তিত হইয়াছিল । যজ্ঞের ক্রম, যজ্ঞের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, কিরূপে কোথায় আমরা প্রাপ্ত হইলাম ? সে আদর্শ তাঁহাদেরই রাখিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদেরই প্রবর্তিত পথে তাঁহাদেরই অনুগতন করিয়া, সে তত্ত্ব আমরা এখন পরিজ্ঞাত হইতেছি । বলা বাহুল্য, এ পক্ষে ‘ত্রৈব’ ও ‘সাপ্তানি’ পদদ্বয়ে সায়ণের ব্যাখ্যারই অনুগতন করা গেল ।

আবার অন্য পক্ষে তন্ত্ররূপ ব্যাখ্যায়ও ঐ এক ভাবের অর্থই পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে । সে পক্ষে ‘ত্রৈব’ শব্দে অতীত অনাগত বর্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে—মনে করা যায় ; এবং ‘সাপ্তানি’ শব্দে ‘ভূসু’ ‘ভূসু’ ‘স্ব’ ‘মহু’ ‘কন’ ‘তপসু’ ‘মহা’—এই সাত লোককে বুঝাইতে পারে । ‘সাপ্তানি’ শব্দ সকলেই ‘মণিমুক্তাদি মন’ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন । আমরা কিন্তু বল, এখানে ঐ শব্দে যজ্ঞাদি সংকর্মরূপ মন—পূর্ব-ঋক-কাণ্ড চতুর্বির্গাদি মন—অর্থই গণ্য হইবে । পূর্ব ঋকের ‘চতুরঃ’ পদের সহিত এই ‘সাপ্তানি’ পদের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করা যাইতে পারে । তাহা হইলে ঋকের ভাগ্য হইবে এই যে,—‘সেই ঋতুদেবগণ যজ্ঞাদি সংকর্মপাণ্ড জ্ঞানের সমস্ত বিধান করেন ; সফল কালে সকল লোকে তাঁহাদের করুণার প্রভাব বিস্তৃত আছে ; স্বর্গ স্বর্গকামমোক চতুর্বির্গরূপ মনস্ত্র লাভ তাঁহাদেরই আদর্শের অনুগতন ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাঁহারা ঋকস্পাপুরঃসর আমাদিগকে সত্যতত্ত্ব জ্ঞাত করুন । ধেরূপ

যজ্ঞের—যে রূপ কর্মের প্রভাবে মনুষ্য হইয়াও আমরা দেবতলাভ
করিতে পারি, তে ঋতুদেবগণ, আপনারা তাঁহার উপায় নিধান করিয়া
দেন',—থাকের ইহাই প্রার্থনা । ● (১ম—২০সূ—১৭) ।

— • —
অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । বিংশঃ সূক্তঃ । অষ্টমী ঋক্ ।)

অধারয়ন্ত বহুয়োঃ ভজন্ত স্কৃত্যয়া ।

ভাগং দেবেষু যজিষ্যং ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অধারয়ন্ত । বহুয়োঃ । ভজন্ত । স্কৃত্যয়া ।

ভাগং । দেবেষু । যজিষ্যং ॥ ৮ ॥

• • • ১৬৪৭ ৫৭
মর্ধ্যানুসারিনী-বাখ্যা ।

'বহুয়োঃ' (বোটারঃ, বাগাদিসংকর্ষগম্পাদয়িতারঃ ঋতবঃ ইত্যর্থঃ) 'স্কৃত্যয়া' (শোভন-
কর্মণা, সংকর্ষপ্রভাবেন) 'অধারয়ন্ত' (অমৃততলাভাদমরনং প্রাপান ধারিতবন্তঃ) 'দেবেষু'
(দেবতানাং মনো—পতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ উতি বাবৎ) 'যজিষ্যং' (যজার্হৎ, যজস্বক্ৰিনঃ) 'ভাগং'
(অংশং) ভজন্ত (সেবিতবন্তঃ লভন্তে ইত্যর্থঃ) । অয়ং ভাবঃ—সংকর্ষপ্রভাবেন মর্ত্যা
অপি দেবতাপ্রাপ্তাঃ অমৃতত্ব আধিকারিণঃ ভবন্তী । (১ম—২০সূ—৮) ।

• • •
* কিন্তু এ থাকের যে বহুগুণবাদ অধুনা পচারিত আছে, তাহা এটরূপ,—“তে
ঋতুগণ । তোমরা আমাদের শোচনীয় ভ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের অতিষবকারীকে
তিন প্রকার রত্ন এক এক করিয়া প্রদান কর, এবং তাঁহার সপ্তপুত্র সপ্তবার (নিম্পন্ন কর্ম
সম্পাদন কর) ।” পরবর্ধিগণ প্রায় সকলেই এই অমুবাদেরই (রমেশ বাবু অমুবাদেরই)
অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন ।

বহ্নিহুবাৎ ।

বাগাদি-গৎকর্ম-সম্পাদনকারী ঋতুদেবগণ স্কৃতির দ্বারা (গৎকর্ম-প্রভাবে) অমৃতত্ব-লাভে অমরবৎ প্রাণধারণ করিয়া, দেবতানিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত হইলেন (তাহা এই যে,—গৎকর্ম-প্রভাবে মানুষও দেবত্বপ্রাপ্ত অমৃতের অধিকারী হয় ।) । (১ম—২০শ্ল—৮শ) ।

সারণ-ভাষ্যঃ ।

বহ্নিহুবাৎসমসাদিসম্পাদননিষ্পাদনে বহ্নিহুবাৎ প্রত্যয়-প্রাধান্য-প্রকাশ্যে। পূর্বে মনুস্মৃতি মরণ-যোগ্য অপ্যমৃতত্বলাভেন প্রাণাণ ধারিতবস্তুঃ তথা চ মনুস্মৃতিমায়ামতে। মর্ত্যসঃ সন্তো অমৃতত্ব-মানসুরিত্তি। কিকৈতে স্কৃতিয়া বহ্নিসাধনক্রবাসম্পাদনরূপেণ শোভনবাগারেণ দেবেষু মধ্যে স্থিঃ। বহ্নিরং বহ্নিঃ-ভাগঃ তবিলক্ষণমভ্যজ্ঞঃ। সেবিতবস্তুঃ। অমরবৎ সৌধবনা বহ্নিরং ভাগমানশেভ্যাৎমমন্ত্রঃস্তরে বিম্পষ্টঃ। ব্রাহ্মণেপূতবো বৈ দেবেষু তপসা সোমপীথমত্যাঅ-মিত্যাভ্যাপাখ্যানং বিম্পষ্টং।

বহ্নিঃ। নিমিত্তাভ্যন্তো বহ্নিঃ। নিমিত্তাভ্যন্তো নিমিত্তাভ্যন্তো। অতজন্ত। পাদাদিহাননিষাৎ। স্কৃতিয়া। নিষাৎ কৃবোঃ। পা० ৩।১।২০। ইতি কৃৎঃ কর্মণি কাপ্। শোভনং কৃতাং বহ্নি-অনক্রবাসাঃ সা স্কৃতিয়া। বহ্নিত্তো পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিষা নঞ-

সারণভাষ্যের বহ্নিহুবাৎ ।

চমসাদি পাত্রেব সাধনরূপ নিষ্পাদন দ্বারা বহ্নিকর্মের বহনকর্তা ঋতুগণ, পূর্বে মনুস্মৃতি ছিলেন বাসরা মরণযোগ্য হইয়াও অমৃতত্বলাভ-নিবন্ধন প্রাণ-সমূহকে ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিষয় মনুস্মৃতিতে পঠিত হইয়াছে; যথা, (ঋতুগণ) “মর্ত্য হইয়াও অমৃতত্বলাভ করিয়া-ছিলেন;” এবং ইহারা বহ্নির সাধনভূত ক্রমের সম্পাদনরূপ শোভন কর্ম দ্বারা দেবতা-সমূহের মধ্যে থাকিয়া তাৎপর্যরূপে বহ্নিবোধ্য অংশ সেবা করিয়াছিলেন। এই অর্থটী মনুস্মৃতিতে (“সৌধবনা বহ্নিরং ভাগমানশ” ইত্যাদি) বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। “ঋতুগণ দেবতা-সমূহের মধ্যে তপসা দ্বারা সোমপানে অধিকারী হইয়াছিলেন” ইত্যাদি উপাখ্যান ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে।

“বহ্নিঃ” এই পদটী ‘বহ’ শব্দের উত্তর ‘নিং’ এই অমৃতত্ব অধিকারে “বহি শি” ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ‘নি’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাত্রেব আদিতে আছে বহ্নিঃ অ-অন্ত” এই পদটির নিষাৎস্বর হয় নাট। “স্কৃতিয়া” এই পদটী ‘স্কৃ’ পূর্বক কৃ-শব্দের উত্তর “বিষাৎ কৃবোঃ” (পা० ৩।১।২০) এই শব্দ দ্বারা কর্মবাচ্যে ‘কাপ্’ (ব) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। “শোভন হইয়াছে কৃতা (কর্ম) যে ক্রিয়া” ইত্যাদি “স্কৃতিয়া” হইতে বহ্নিত্তো সমাসে পূর্বপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া “নঞ-স্কৃতিয়া”

সুভামিত্যস্তরপদাস্তোদাস্তঃ । নতু কৃত্যশব্দ কাপঃ পিবেনামিত্যস্তোদাস্তঃ ।
ততশ্চান্দাস্তঃ স্বাক্ষরসীতানেনান্দাস্তেণ ভাবিতব্যে । তেন হি পুরতানপবানেন পরমপি
নঞ সুভামিত্যস্তরপদাস্তোদাস্তঃ বাপাত উত্থ্যক্তং । এবং ততি কৃঞঃ ৭ চ । পা০ ৩।৩।১০০ ।
ইতি ত্বিরাং তাবে কাপ-প্রত্যয়ান্তঃ কৃত্যশব্দঃ । কাপঃ পিবেহপি বাতাসেনোদাস্তঃ ।
প্রাণিনসমাসে কৃত্যস্তরপদপ্রকৃতিব্রহ্মেন তদেব পিবেতে । ভাগং । কর্ণাভ্যন্ত ইত্যাস্তোদাস্তঃ ।
বজ্রিং । বজ্রং হীত্যর্থে । বজ্রং ভাগং যথাক্রমে । পা০ ৫।১।৭১ । ইতি ষঃ । তস্য
ইমাদেশঃ । প্রত্যয়বঃ । (১ম—২০ম—৮ম) ।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়ো বর্গঃ । (১ম ২ম ২ব) ।

অষ্টম (২০২) শব্দের বিশদার্থ ।

একই বাক্যে তিন্ন তিন্ন জন যো তিন্ন তিন্ন রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে
পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বেদে যেমন প'রদৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ শাক্তদেবগণের
উদ্দেশ্যে বিহিত এই স্তোত্র-মন্ত্রে যেমন লক্ষ্য করিতে পারি, এমন বোধ
হয়, আর কৃত্যপি দেখিতে পাঠ না। বাক্য মত্যা নিত্য ও সনাতন
হউলেও, কর্মকারীর রীতি-প্রকৃতি-অনুগারে, তাহাতে পরম্পর-নিরুদ্ধ
বিপরীত ভাব পর্যাপ্ত আনয়ন করিতে পারে। এই অল্পই নৈমিত্তিকগণ
“শাক্তা শাক্তি” এবং নিম্ন উক্তির প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট বিপরীত দৃষ্টান্তের

এই শব্দ দ্বারা উক্তর পদের অন্তর উদাত্ত হইয়াছে । এখানে “কৃত্য” শব্দে ‘কাপ’
প্রত্যয়ের পিবেতে অস্তরপদে ৩ম বলিরা ধাতুর ধাতুধর হেতু আদিধর উদাত্ত হয় ।
সে পক্ষে “আহানাস্তঃ স্বাক্ষরসি” এই শব্দ দ্বারা আহানাস্তর হয় । তাহা হইলে
পূর্ববিধির নিবেদ-হেতু, পরবিধি “নঞ-সুভ্যাস্ত” শব্দ দ্বারা পরপদের অন্তর যে উদাত্ত,
তাহাও বাধিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । অতএব সেই অল্পই “কৃঞঃ ৭ চ” (পা০ ৩।৩।১০০)
এই শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে তাববাচ্যে ‘কাপ’ প্রত্যয়ান্ত কৃত্য শব্দই যে গৃহীত হইয়াছে,
এখানে তাহাই বুঝতে হইবে । ‘কাপ’ প্রত্যয়ের পিবে হইলেও বিশেষ্যে উদাত্তর হইয়াছে ।
প্রাণি-সমাসে কৃত্য-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিব্রহ্মেন তাহাই (সেই প্রকৃত ব্রহ্মই) অবশিষ্ট
হইয়াছে । “কর্ণাভ্যন্তঃ” এই শব্দ দ্বারা “ভাগং” এই পদটির অন্তর উদাত্ত হইয়াছে । ‘বজ্র
যোগ্য হয়—এই অর্থে “বজ্রং ভাগং যথাক্রমে” (পা০ ৫।১।৭১) এই শব্দ দ্বারা ‘বজ্র’ শব্দের
উত্তর ‘ব’ প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে ‘হ’ আদেশ “বজ্রিং” পদটি নিম্পন্ন হইয়াছে ।
ইহাতে প্রত্যয়বঃ হইয়াছে । (১ম—২০ম—৮ম) ।

ইতি প্রথমষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

উল্লেখ করেন। 'সক্ষা আসিয়াছে'—শুনিলে, বিভিন্ন স্তরের লোকের মনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তাহারা নিষ্ঠাবান্ আক্রমণ, 'সক্ষা আসিয়াছে'—শুনিলে, তাঁহারা সক্ষা-উপািনার সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, তৎকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অশ্রুত উপায় হন। তাহারা মতপ বা লম্পট, সক্ষাগম বুঝিয়া, তাহারা আপনাদের কু-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-লাভনের সুযোগ অন্বেষণ করে। এইরূপ বিভিন্ন লোকের পক্ষে ঐ একই বাক্য বিভিন্ন-রূপ ভাণ আনয়ন করিয়া থাকে। বেদ-বাক্যও সেইরূপ বিভিন্ন স্তরের মানবের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার অর্থ স্ফোতনা করে। একাধিক গর আমরা এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। তথাপি গাভুদেবগণের উদ্দেশ্যে বিচিত্র স্তোত্র-মন্ত্রের উপাংহারে বিষয়টী আর একবার বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যিকতা অনুভব করিতেছি। কেন-না, এই বিংশ-সূক্তের ঋক্-কয়টি হইতে লাকাল-পাতাল-রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। দুই তিনটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। তাহাতেই যতব্য বিশদ হইয়া আসবে। প্রথমতঃ এই সূক্তের মঠ ঋক্টির প্রতি লক্ষ্য করুন। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ ঐ ঋক্টিতে অসত্য-ভাষার আদ্যমত্যা-উন্মোচনের চিত্রে দেখিতে পান। তদনুসারে 'প্রস্তর-যুগের' অবসানে 'লৌহ-যুগ' ঐ সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল বুঝি যায়। অর্থাৎ, তখন তাঁহারা চমস নির্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন; এবং গাভুদেবগণ আবার, একখানা চমসকে (অনশ্রু যুৎ 'চমস') কাটিয়া চারখানা চমস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ-ভাবে সূত্রের কাৰ্য্যে কৃত্রিম প্রদর্শন করায়, গাভুগণ দেবর্ষ (অর্থাৎ গমুষ্ণ-সমাজে শ্রেষ্ঠ) লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার প্রভাবও প্রকাশ পায়। তাঁহারা তখন, 'বেদের সময় আৰ্য্যগণ ছুতোদের কাজ জানিতেন' এবং ৭৪ অঙ্ক ২৪ আবিষ্কার করিয়া পুরস্কৃত হন। অশ্রু পক্ষে, ঐ গকে ষাষ্টিত্বগণ এবং গাধকগণ কি ভাবে কি অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাও অনুধ্যান করিয়া দেখুন। ঐ বাক্যের আধ্যাত্মিক ভাবে কি অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়, তাহা আমরা পূর্বেই (মঠ গকের বিশদ ব্যাখ্যায়) বিবৃত করিয়াছি। তদন্ত, উহাতে আরও এক ভাব মনে আগিতে পারে। একটা চমস আছে;

চারিটার আবশ্যক হইয়াছে ; যজ্ঞে বিয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে ; সে ক্ষেত্রে, সেই একটী চমকেই চতুর্থা বিভাগের ব্যবস্থা হইতে পারে, অর্থাৎ একটীর ছাড়াই চারিটী চমকের কার্য চলিতে পারে। ফলতঃ, দুই একটী চমকের অভাব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে যজ্ঞ পণ্ড হইবে, তাহা নহে। যজ্ঞে এ প্রার্থিত হইতে পারিলেই যজ্ঞ শিথল হওয়ার আশা আছে। এইরূপ, এ সূক্তের প্রতি এক বিধি তার প্রকাশ করে। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই তাই গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে তার আশ্চর্য্য কি ?

চমকে চতুর্থা বিভাগ করা বিষয়ে যেমন অর্থান্তর ঘটিয়াছে, সেইরূপ মানুষের মুখে মুখে ঋগ্বেদ রচনা (প্রথম পাক), ভূদেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের অধিপালকের কার্য করা (দ্বিতীয় পাক), অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম ক্রমদেবগণ কর্তৃক রথ ও মেনু প্রাপ্ত করণ (তৃতীয় পাক), যুদ্ধ পিতা-মাতাকে পুনরায় নবায়োজন-দান (চতুর্থ পাক), দেবগণ সহ মাতৃদেবতা-দিগের গোমরল-রূপ গ্ৰহণ (পঞ্চম পাক) ইত্যাদি বিষয়েও অর্থান্তর ঘটিয়াছে ; এবং তদ্বারা মানব-সমাজ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পাড়তেছে।

এই যে অষ্টম শ্লোকটি,—যাহার ব্যাখ্যা-নিরূপিত-উপলক্ষে পূর্বরূপ সূচনায় প্ররম্ব হইলান,—ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ মতান্তর দেখিতে পাই। পাকের 'বহুয়ঃ' শব্দ অর্থ গ্রহণ করা হয় ; আর তাহাতে 'সুকৃতায়' শব্দ-সহযোগে অর্থের দ্বারা 'সুকৃতির দ্বারা' অর্থ উদ্ধার করা যায়। দেবতার (বড়লোকের) অর্থ হওয়াও সুকৃতি-গাপেক ; তাহাতে (সুখেই) ভালভাবেই জীবন (অধারয়ন্ত) ধারণ করা যায় ; আর, তাহাতে দেবগণের পারিত্যক্ত (দেবেষু—দেবপরিভ্যক্তেষু) বজ্রাংশ (বজ্রীয়ং ভাগঃ) ভুক্তবিশিষ্ট ভোজন করার গোভাগ্য আসে। যাহাদের প্ররম্ব হয়, তাঁহারা এ অর্থও গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা কিন্তু তাহা পারিলাম না। ইহাতে 'সক্ৰ্যা আয়াতি' শুনিয়া কুপথ-বিপণ যে পথেই আমাদের যাওয়া ঘটুক, তাহার আর গত্যন্তর নাই।

যাহা শুউক, এখন আমরা এই অষ্টম শ্লোকটির কি অর্থ সম্ভব মনে করি, তাহাটাই একটু স্মরণে রাখিয়া যাইতেছে। 'বহুয়ঃ' শব্দে 'বাগ্দি-সংকর্ম-প্রভাবে জ্যেষ্ঠাতির্ময় স্বংস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন' এবং 'অধারয়ন্ত' পদে

‘অনয়ম্ লাভ করিয়া গাছেন’—ভাব গ্রহণ করা যায়। ‘সুকৃত্যমা’ গণে
সংকর্মের ধারা, অর্থ উপলব্ধি হয়। তাহাতে ঋকের অধ্বাংশের সম্বন্ধ
হয় এই যে,—‘সেই ঋত্বিকের গণে যোগানি সংকর্ম প্রভাবে অরণ্যভীত
অবস্থা—অমৃতক—লাভ করিয়াছেন।’ তদনুসারে ঋকের শেষাংশের
স্বার্থ এই হয় যে,—‘দেবগণের প্রাপ্য যজ্ঞাংশ (পূজা) তাঁহারা প্রাপ্ত
হন।’ ফলতঃ, এই মানুষই যে দেবতা হইতে পারে এবং দেবত্বের সম্মান
লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋত্বিকের গণে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। সে
হিসাবে, এখানকার প্রার্থনা এই যে,—আমরা মানুষ, আমরা যেন
তাঁহাদের আদর্শ অনুপ্রাণিত হইতে পারি, আমরা যেন তাঁহাদের স্থায়
সংকর্মশীল হইয়া পরাগাত লাভ করি।’ (সং—২০সূ—০খ)।

—: :—

একবিংশসূক্তানুক্রমণিকা ।

(সারণাচার্যাকৃত)।

ইহেজ্রায়ী ইত্যাদিকঃ ষড়্, চতুর্ধঃ সূক্তং । তত্র ঋত্বিকস্য পূর্ববৎ । দেবতা
অনুক্রম্যতে । তত্র ষড়্ঋত্বিকমিতি । বিনিয়োগস্থিষ্টোমঃস্বাক্ষাৎকনত্র ইহেজ্রায়ী উপহস্য
ইতি সূক্তং । স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাং ইতি ঋত্বিক্যে উপেরং বামত্ মননঃ ইতি নব । আ.
৫।১০ । ইতি সূত্রিত্বাৎ তথাঃসবনেঃস্বাক্ষাৎকনত্রে স্তোত্রাতিশঃসনার্ভ-
মেতদেব সূক্তং । তথা চ সূত্রিত্বং । অতিপ্লবপৃষ্ঠাঃস্বাক্ষাৎকনত্রে ইহেজ্রায়ী
আগতং । আ. ৭।৫ । ইতি । তস্মিন সূক্তে প্রথমাসুচ্যতে ।

* * *

সারণাচার্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

“ইহেজ্রায়ী” ইত্যাদি ছয়টি ঋক-বিশিষ্ট সূক্ত, চতুর্ধ সূক্ত নামে অভিহিত। ইহার
ধ্বি ও ছন্দঃ পূর্বের স্থায়। দেবতা অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—“ইক ষড়্ঋত্বিকং”। অর্থাৎ,
এই সূক্তের দেবতা ঈশ্র এবং অগ্নি। অগ্নিষ্টোমসক্রে ‘স্বাক্ষাৎক’ নামক ঋত্বিকের
শস্ত্রকর্মে “ইহেজ্রায়ী উপহস্য” এই সূক্তটি বিনিয়ুক্ত হইয়া থাকে। অথলায়ন শ্রৌতসূত্রে
“স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাং” এই খণ্ডে “ইহেজ্রায়ী উপেরং বামত্ মননঃ”—এই নয়টি ঋক
সূত্রিত হইয়াছে (আ. ৫।১০)। সেইরূপ অতিপ্লবষড়্-সূক্তে স্তোত্রঃসবনে স্বাক্ষাৎক-নামক
ঋত্বিকের শস্ত্রকর্মে স্তোত্রমস্ত্রের আতিশর প্রঃসার নিমিত্ত এই সূক্তটি অভিহিত হইয়াছে।
অথলায়ন শ্রৌতসূত্রে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—“অতিপ্লবপৃষ্ঠাঃস্বাক্ষাৎকনত্রে ইহেজ্রায়ী
আগতং” (আ. ৭।৫) ইতি। সেই সূক্তের প্রথম ঋক কথিত হইতেছে।

* * *

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

—† * †—

প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বিতীয়েছধ্যায়ঃ । একবিংশসূক্তং ।

পঞ্চমোহুবাচঃ । তৃতীয়ঃ বগঃ ।

• • •

একবিংশসূক্তং ।

— * —

এই সূক্তে ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুই দেবতার উপাসনা আছে । মনুষ্যভাবে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও করা যায় ; আবার দেবভাবে তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও অর্ধসজ্জিত হয় । ঋকের অভ্যস্তরে দুই ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যাহারা যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অর্ধই উপলব্ধ হইবে ।

সূক্তে সোমপানের প্রসঙ্গ আছে । সূক্তে রাক্ষসকুল নাশের প্রসঙ্গ রহিয়াছে । অগ্নিদেবকে এবং ইন্দ্রদেবকে যাহারা যোদ্ধাপুরুষ এবং দেশপাত সম্রাট বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সূক্তের অর্থ হইবে,—যাজ্ঞকগণ যেন সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-দানে অগ্নিকে ও ইন্দ্রকে পারতৃপ্ত ও উত্তোষিত করিতেছেন । উদ্দেশ্য—শক্রনাশ । আর্ঘ্য ও অনার্যের যুদ্ধের যে এক কাল্পিত ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে, ঐরূপ অর্ধ-নিষ্কাষণে সে পক্ষে এই সূক্ত হইতে তাঁহারা অভীষ্টাভিরূপ সাহায্যতা পাইতে পারেন ।

কিন্তু যাহারা সামান্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা এই সূক্তে সম্পূর্ণ অস্ত্রভাব প্রত্যক্ষ করিবেন । তাঁহারা দেখিবেন, দেবোদ্দেশে প্রার্থনার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে । দেবতা সমর হইয়া তাঁহাদিগকে গাতসূক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন । সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের অর্ধ পারবর্জিত হইয়া গিয়াছে । সেখানে সোম আর মাদক-দ্রব্য নহে ; সেখানে 'সোম' অর্ধ—অস্ত্রের ভক্তি-সুখ । সেখানে রাক্ষস-কুলের সংহার-সাধন আর আর্ঘ্য ও অনার্যের যুদ্ধের ফল নহে ; অস্ত্রাস্ত্র রিপু-শত্রুর সংহারই সেখানে রাক্ষস-কুলের বিনাশ-সাধন । সেখানে অগ্নি ও ইন্দ্র আর মাতৃষ নহেন ; তাঁহারা সেখানে ভগবৎস্বভূত-রূপে অস্ত্রের প্রতীকিত । সূক্তের এক একটা ঋকের অভ্যস্তরে প্রবেশ করুন, স্বরূপতত্ত্ব আপনা-আপনিই অদিগত হইবে ।

— * —

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমাত্মবাক্যে একবিংশত্যং । ঋষিঃ কথপুত্রো
মেধাতিথিঃ । ইন্দ্রাগ্নী দেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ।
অগ্নিষ্টোমেচ্ছাবাক্যশ্চে বিনিয়োগঃ ।

প্রথম শ্লোক ।

(প্রথম মণ্ডলং । একবিংশত্যং । প্রথম শ্লোক) ।

ইহে^১ন্দ্রাগ্নী^২ উপ^৩হ্বরে^৪ তয়ো^৫রিং^৬ স্তোম^৭শ্মসি^৮ ।

তা^১ সোমং^২ সোমপাত^৩মা ॥ ১ ॥

পদ বিশ্লেষণং ।

ইহ । ইন্দ্রাগ্নী ইতি । উপ । হ্বরে । তয়োঃ । ইং । স্তোমং । শ্মসি ।

তা । সোমং । সোমপাতমা ॥ ১ ॥

মর্শানুসারিণী-নাথ্য ।

'ইহ' (অগ্নিন যজ্ঞে, কৰ্ম্মণি) 'তা' (তো, প্রসিদ্ধৌ) 'সোমপাতমা' (তনিতা তপনরৌ, তক্তিসুধাপানশীলৌ, তক্তাধীনৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়ো) 'উপহ্বরে' (আহ্বরামি) ; 'তয়োঃ' (দেবয়োঃ) 'ইং' (এব, সকাশং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, পূজাপদ্ধতিং ইত্যৰ্থঃ) 'শ্মসি' (কাময়ামহে) বয়মিতি শেষঃ । পূজাপদ্ধতিলাভায় তো ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ বয়ং অধ্বসরেম ইতি ভাবঃ । (১ম - ২১সূ - ১শ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

এই যজ্ঞে সেই তক্তিসুধাপানশীল প্রথ্যাত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি ; সেই দেবদ্বয়ের সমীপে স্তোত্র (পূজাপদ্ধতি) আমরা কামনা করি । • (তাব গতি যে,—পূজাপদ্ধতি লাভের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়কে আমরা যেন অনুগ্রহণ করি) ॥ (১ম—২১সূ—১শ) ।

সারণ-ভাষ্য ।

ইতান্নিন্ কন্দ্রীজ্রাগী দেবাবুহ্বরে । আহ্বয়ামি । তয়োরিদিক্রাণ্যোরৈব স্তোমং
স্তোত্রমুশ্বসি । কাময়ামহে । সোমপাতমা অতিশয়েন সোমং পাতুঃ ক্রমৌ ভৌ ধৌ
দেবো । সোমং পিবতামিতি শেষঃ ।

ইজ্রাগী । অত্র দেবতাৎস্বৈহপি পূরুপদন্তানঙ্ ন ভবতি । তত্র হি স্বন্দে ইত্যমুভৌ
পুনর্স্বগ্রহণাল্লোকপ্রসিদ্ধসাত্চর্যাণামেব স্বন্দে আনঙিতুক্তং । পা० ৬৩২৬ তন্মাদক্রাবগ্রহে
হ্রস্ব ইজ্রশব্দঃ । সমাসস্ত্যস্তোদাত্ত্বয়ং । দেবতাৎস্বৈচেত্যন্তরণপ্রকৃতিশব্দং তু ন
ভবতি । অগ্নিশব্দপ্রাকৃত্যদাত্ত্বয়ং নোত্তরণমেহুদাত্ত্বাদৌ । পা० ৬২১৪২ । ইতি
প্রতিষেধাৎ । উশ্বসি । বশ কাশ্বো । লটো মস্ । ইটস্তো মসিারতীকারোপজনঃ ।
অদাদিহাচ্ছপো লুক্ । মসেতিবাদগ্রহজ্যোতাদিনা সম্প্রসারণং । ত্য সোমপাতমা ।
উত্তমত্র সুপাংসুলুগিতাকারঃ । (১ম-২১ত্ব-১ধ) ।

প্রথম (২০২) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের প্রার্থনায় মনে হয়, যাজ্ঞিক যেন জগতের সকলের মঙ্গল-
কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । তিনি ইন্দ্রদেবকে ও অগ্নিদেবকে
আহ্বান করিয়া কহিতেছেন,—‘আপনাদের যথাযোগ্য স্তুতিমন্ত্ৰ যেন
বিশ্বনাগী আমরা সকলেই প্রাপ্ত হই ।’

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

এই কন্দ্রে অগ্নিদেবকে ও ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি । সেই ইন্দ্রদেবের এবং
অগ্নিদেবেরই স্তোত্রমন্ত্ৰকে আমরা কামনা করিতেছি । অতিশয়রূপে সোমপান করিতে
সক্ষম সেই দেবদ্বয় সোমকে পান করুন ।

“ইজ্রাগী” এস্থলে দেবতাৎস্বৈহ পূরুপদের আনঙ হয় নাই । আনঙের স্থলে
‘স্বন্দে’ এই অমুভৌ আধিকারে পুনরায় ‘স্বন্দে’ পদের গ্রহণ-বশতঃ লোকপ্রসিদ্ধ (পরম্পর)
সচর-দেবতা-সমূহের স্বন্দেতেই আনঙ হয়, ইত্য উক্ত হইয়াছে (পা० ৬৩২৬) । সেই
তেতু এস্থলে হ্রস্ব ইজ্র শব্দেই গ্রহণ হইল । “সমাসস্ত” শব্দ দ্বারা ইহার অন্তর্ভুক্ত উদাত্ত ।
কিন্তু “দেবতাৎস্বৈ চ” সূত্রানুসারে উত্তম পদের প্রকৃতিশব্দ হয় নাই । কারণ, অগ্নি শব্দের
আদিশ্বর অমুদাত্ত বলিয়া “নোত্তরণমেহুদাত্ত্বাদৌ” (পা० ৬২১৪২) সূত্র অনুসারে সেই
প্রকৃতিশব্দ নিষদ্ধ হইয়াছে “উশ্বসি” এই পদটীতে কাশ্বার্থক ‘বশ’ ধাতুর উত্তর
লটের ‘মস্’ নিষাক্ত করিয়া “ইটস্তোমসিঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘মস্’ বিভক্তির স্-কারে ই-কার
হইয়াছে । এস্থলে অদাদিহাচ্ছপ শব্দের লোপ ও মস্ এর ঙিৎতেতু “ঐহি জ্যা” ইত্যাদি
সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (বশ-স্থানে উপ্) হইয়াছে । “ত্যা” এবং “সোমপাতমা” এই উত্তম
পদেরই “সুপাংসুলুক্” সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে । (১ম-২১ত্ব-১ধ) ॥

‘কেমন করিয়া ডাকিল ? কি নামে কি ভাবে আহ্বান করিব ?
কেমন করিয়া ডাকিলে, সে ডাক তোমার নিকট পৌঁছবে ? কেমন
ভাবে আহ্বান করিলে, সে আহ্বান তুমি শুনিতে পাইবে ?’ - এ সংশয়,
সকল কালে সকল-লোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে । ‘ভগবান—
কোথায় তিনি ? কোন মন্ত্র—কোন স্বর উপযোগী তাঁহার ? হে
দেব ! তোমাদের এ তত্ত্ব তোমারাই জানাইয়া দেও । সেই জানা
জানিয়া, সেই পথে আমরা অগ্রসর হই ’

‘জগতের সকলে কিম্বে স্মৃজ্ঞ প্রাপ্ত হয়, স্মৃজ্ঞ স্বেচ্ছিত দ্বারা পরিচালিত
হইয়া দেবতার শরণ লইতে পারে, দেবগণ, তোমরাই তাহার উপায়-
বিধান করিয়া দেও’ ;—এ শাকের ইহাই প্রার্থনা । (১ম—২১সূ—১ধ) ।

— . —
দ্বিতীয়া পক্ষ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একবিংশত্য়ঙ্কং । দ্বিতীয়া পক্ষ) ।

তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেন্দ্রাগ্নী শুভ্রতা নরঃ ।

তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥ ২ ॥

. . .
পদ বিশ্লেষণঃ ।

তা । যজ্ঞেষু । প্রশংসতে । ইন্দ্রাগ্নী । শুভ্রতা । নরঃ ।

তা । গায়ত্রেষু । গায়ত ॥ ২ ॥

. . .
মর্ধ্যাসারিনী বাখ্যা ।

‘নরঃ’ (নেতাদৌ, হে মম সম্বৃতিনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) সূত্র ‘তা’ (তৌ—প্রথ্যাতৌ) ‘ইন্দ্রাগ্নী’
(দেবৌ, বৈলম্ব্যাস্য তথা জ্ঞানস্য অধিপতিষ্মৌ) ‘যজ্ঞেষু’ (অগ্নীঃমানতর্য়সু) ‘প্রশংসতে’
(শষ্টৈঃ মষ্টৈঃ স্তত, আহ্বান কুরুত) তথা তৌ ‘শুভ্রতা’ (বিবিধালঙ্কারৈঃ গুণকৌতুনেন চ
শোভয়ত, হৃদ গতিষ্ঠাপয়ত ইত্যর্থঃ) তথা তৌ ‘গায়ত্রেষু’ (গায়ত্রীমন্ত্রেষু, সামরূপেণ ইতি বাবৎ)
তথা ‘গায়ত’ (তয়োর্মুচিমা গাঃ কুরুত, সঠৈন অনুসরত ইত্যর্থঃ) আগোদোধকঃ অরং মন্ত্রঃ ।
সর্ক্বা বৈলম্ব্যাদিপস্য জ্ঞানাদিপস্য চ অনুসরণং কর্তব্যং ইতি ভাবঃ ॥ (:ম ২১২—২ধ) ॥

বঙ্গানুবাদ

হে নেতৃগণ (হে আমার গৃহস্থ-নিবহ) ! তোমরা সেই প্রখ্যাত ইন্দ্রাণি দেবতাদ্বয়কে (বৈশ্বাশ্বর্যের ও জ্ঞানের অধিপতিদ্বয়কে) অনুষ্ঠীয়মান কর্ম-সমূহের মধ্যে আহ্বান কর, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং সদাকাল অনুসরণ কর। (এই মন্ত্রটি অত্নোদ্বোধক ; ভাব এই যে,—সর্বথা বৈশ্বাশ্বর্য-অধিপতির ও জ্ঞান-অধিপতির অনুসরণ কর্তব্য।) ॥ (:ম—২:সু—২৫) ॥

সায়ণ-ভাষ্য ।

হে নরো মহাশা ঋষিঃ । তা পূর্বোক্তো তানিদ্ভায়ী বজ্রেশ্বরীময়ানকর্মসু প্রশংসত শব্দৈঃ । তথা শুভ্রত । নানাবৈশ্বাশ্বর্যৈঃ শোভিতৌ কুরুত । তথা তা । পূর্বোক্তা-বিদ্ভায়ী গায়ত্রেশু গায়ত্রীচ্ছন্দেষু মন্ত্রেষু সামরূপেণ গায়ত ।

তা । সুপাংসুগত্যাকারঃ । শুভ্রতা অসা সংহিতারামন্ত্রেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ । ২ ॥

দ্বিতীয় (২০৩) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—হোতা যেন কাষিক প্রভৃতি ঋজুকগণকে সম্বোধন করিয়া দেবতার স্তনাদি-বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমাদের মত এই যে,—এই দ্বিতীয় কব্ প্রথম ঋকের সহিত গৃহস্থ-বিশিষ্টে। প্রথম ঋকে প্রার্থনা ছিল,—‘আমরা যেন তোমার স্তুতিমন্ত্র প্রাপ্ত হই; অর্থাৎ, হে দেব, তোমার অর্চনার পদ্ধতি আমাদেরকে জানাইয়া দেও’ দ্বিতীয় ঋকটি, আমরা মনে করি, তাহারই উত্তর-মূলক; পরন্তু অত্নোদ্বোধক।

ভগবান যেন বলিতেছেন, কাষিক যেন দিব্য-কর্ণে শুনিতো পাইতেছেন,—‘হে প্রার্থনাকারিন্, তোমরা যদি ভগবানের অনুগ্রহলাভ করিতে

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

হে মনুয্য অর্থাৎ ঋজুকগণ! আপনারা সেই পূর্বোক্ত ইন্দ্রদেবকে এবং অগ্নিদেবকে অনুষ্ঠীয়মান বজ্রকর্মের শব্দমন্ত্র-সমূহের দ্বারা প্রশংসা করুন এবং নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত করুন। অগিচ, সেই প্রখ্যাত ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবদ্বয়কে গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত সামরূপ মন্ত্রের দ্বারা গান করুন।

“তা” পদটিতে “সুপাংসুগ” ইত্যাদি পত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ। “শুভ্রতা” পদটির সংহিতাতে “সুভ্রতামপিদৃশ্যতে” এই মন্ত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। ২ ॥

চাও, তবে তোমাদের প্রতি কর্মের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ কর ; অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি-কর্মের সহিত যেন তাঁহার সম্বন্ধ থাকে । আর, তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত কর, তাঁহার গুণানুকীর্ণনে প্ররত্ত হও ; কেন-না, তাঁহার গুণকীর্ণন কারতে করিতে, তাঁহার মহিমা অনুধান করিতে করিতে, তুমিও সে গুণের—সে মহাজ্যোর অধিকারী হইতে পারিবে । আর, তাঁহার স্তুতিগান কর,—গায়ত্রী-মন্ত্রে সামগানে তাঁহার মহিমা-কীর্ণনে প্ররত্ত হও । তাহাতে, শাস্ত্রানুসারী পথে চলিতে চলিতে, অনুর্তানের সঙ্গে সঙ্গে, সন্তোষনিবহ আপানিই হৃদয়ে গঞ্জাত হইবে ।’

এ একে এ মন্ত্রে সাধক যেন আত্মতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন । কোন পথে চলিলে, কি উপায় করিলে, শ্রেয়ঃ-লাভ হইবে,—এখানে যেন তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন । প্রার্থনা-পক্ষে শাক্তির সাধকতা এই যে, সাধক আত্ম-দৃষ্টিতে নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত হইয়া, আপনা-আপানিই ভগবানের স্তুতিসামান্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন ; আপনাকেই আপনি সম্বোধন করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধস্থ-কর্মের জগু উপদেশ দিতেছেন । (১ম—২৩সূ—২ঋ) ।

তৃতীয়া বাক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একবিংশতমঃ । তৃতীয়া বাক ।)

তা মিত্রশ্চ প্রশস্তয় ইন্দ্রায়ী তা হবামহে ।

সোমপা সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

তা । মিত্রশ্চ । প্রশস্তয়ে । ইন্দ্রায়ী ইতি । তা । হবামহে ।

সোমহপা । সোমহপীতয়ে ॥ ৩ ॥

মর্ষ-সুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘মিত্রশ্চ’ (সমাপ্ততাঃ, সমসর্গাক্রান্তস্য নরঃ ইত্যর্থঃ) ‘প্রশস্তয়ে’ (প্রশস্তিনিমিত্তং, মনুসার্থঃ) ‘তা’ (তৌ—লোকহিতসাধকৌঃ) ‘ইন্দ্রায়ী’ (ইন্দ্রায়ী দেবদরৌ) ‘হবামহে’

(আহ্বায়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ; 'সোমপা' (সোমপানিশীলো, ভক্তিসুধাগ্রহণকারিণো, ভক্তাদীনো) 'তা' (তো ইন্দ্রাগ্নিদেবো) 'সোমপীতরে' (সোমপানার্থং, অন্নাকং পূজা-গ্রহণার্থং) আগচ্ছতং । অত্র সর্বলোকমঙ্গলকামনয়া উদ্বুদ্ধাঃ সন্তঃ সাধবঃ দেবদ্বয়ং আহ্বায়ন্তে—ইতি ভাবঃ । (১ম—২১সূ—৩খ) ।

অথবা,

'মিত্রস্য' (মিত্রস্থানীয় হিতসাধকস্য ভগবতঃ) 'প্রশস্তরে' (প্রশস্তিপ্ৰাপ্তরে, কৃপালাভার ইত্যর্থঃ) 'তা' (তো লোকহিতসাধকো) 'ইন্দ্রাগ্নী' (বলৈশ্বর্য্যাধিপঃ জ্ঞানাধিপঃ চ যৌ দেবৌ) 'হবামহে' (আহ্বায়ামঃ, অহুসরেম ইত্যর্থঃ); 'সোমপা' (ভক্তিসুধাগ্রহণশীলো) 'তা' (তো দেবৌ) 'সোমপীতরে' (অন্নাকং পূজাগ্রহণায়) আগচ্ছতং ইতি শেষঃ । অয়ং ভাবঃ—দেবারাধনার্থং অন্নাকং মতিঃ ভবন্তু; তেন যয়ং ভগবতঃ কৃপা প্রাপ্নুমঃ । (১ম—২১সূ—৩খ) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

মিত্রলোকের গর্ভাৎ সমদর্শীপ্রাপ্ত মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই লোকহিত-সাধক ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি; ভক্তিসুধা গ্রহণশীল সেই দেবদ্বয় আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য আগমন করুন । (এখানে সর্বলোকের মঙ্গলকামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধুগণ দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছেন—ইহাই ভাব) । (১ম—২১সূ—৩খ) ।

অথবা,

মিত্রস্থানীয় হিতসাধক ভগবানের কৃপালাভের জন্য সেই লোকহিত-সাধক ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়কে আমরা যেন অহুসরণ করি; ভক্তিসুধাগ্রহণ-শীল সেই দেবদ্বয় আমাদের পূজা গ্রহণ জন্য আগমন করুন । (ভাব এই যে,—দেবারাধনার্থ আমাদের মতি হউক; তদ্বারাই ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইবে) । (১ম—২১সূ—৩খ) ।

সারণ-ভাষ্যং ।

মিত্রস্য স্নেহবিষয়স্য সমান্তর্ভূতঃ প্রশস্তরে তা পুরোক্তৌ দেবৌ সম্প্রত্যমিতি শেষঃ । যদা মিত্রস্য মম সঙ্কিনো তাবিজ্ঞায়ী প্রশস্তরে প্রশংসতুমচ্ছাম ইতি শেষঃ । সোমপা সোমপানক্ষমৌ তা পুরোক্তাবিজ্ঞায়ী সোমপীতরে সোমপানার্থং হবামহে । আহ্বায়ামঃ ॥

সারণভাষ্যানুক্রমাণকার বঙ্গানুবাদ

স্নেহবিষয়ে সমান অহুষ্ঠানকর্তার প্রশংসার নিমিত্ত সেট পুরোক্ত (ইন্দ্র ও অগ্নি) দেবদ্বয় সম্পাদিত (আহ্বত) হউন । অথবা, আমার সঙ্কীর্ণ মিত্রদেবের প্রশংসার জন্য, সেই ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেবকে আবার আহ্বান করিতেছি । সোমপানক্ষম সেই প্রাপ্ত ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি ।

প্রশস্তয়ে, তুম্বাচ্চ ভাববচনাৎ । পা० ২।৩।১৫ । ইতি চতুর্থী । কৃত্তরপদ-
প্রকৃতিস্বরস্বং বাধিষা তাদৌ চ নিতি কৃত্তাতৌ । পা० ৬।২।৫০ । ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরস্বং ।
সোমপীতরে । সোমস্য পীতি যান্ন কৰ্ম্মণি তৈম্ব । বহুব্রীহৌ পূৰ্ণপদ প্রকৃতিস্বরস্বং । সোমস্য
পীতিরিতিতৎপুরুষে বা দাসীভারাদিহাৎ পূৰ্ণপদ প্রকৃতিস্বরস্বং । (১ম ২১-৩৩) ।

তৃতীয় (২০৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— † • † —

দুই প্রকার অর্ঘ্যে এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ পারগ্রহণ করিয়াছি ।
মহ্মানুপারিণী-প্যাথ্যায় ও যজ্ঞানুগাদেহ মে ভাব উৎপাদক হইবে ।

কিন্তু এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা
যায়, যেন মিত্রদেবের প্রশংসার জগু হস্ত ও অগ্নি দেবস্বয়ংকে অনুরোধ
করা হইতেছে । যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর পক্ষে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব যেন মিত্র-
দেবের তুষ্টিগাধন করেন ; —নে বিগাবে প্রার্থনার ইতাই লক্ষ্য ।

কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে । সায়ণের ভাষ্যেও, আমাদের
পরিগৃহীত প্রকৃত অর্থের একটু আভাস পাওয়া যায় । ‘মিত্রস্য প্রশস্তয়ে’
শব্দদ্বয়ের অর্থ, অগ্নি মনে করি, সমস্মানলক্ষ্মী মিত্রমাত্রেয়ই অর্থাৎ
মনুষ্য-মাত্রেয়ই মঙ্গলগাধন করুন, — ইন্দ্রাগ্নি-দেবতারায়ের নিকট সেইরূপ
প্রার্থনাই জানান হইয়াছে । সে অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রথম ও দ্বিতীয়
ঋকের অর্থের সহিত এই ঋকের অর্থের বেশ সামঞ্জস্য থাকে ।

প্রথম প্রার্থনা ছিল—মঙ্গলের মঙ্গলকামনায় ; দ্বিতীয় ঋকে সে
মঙ্গল কি প্রকারে অর্ধগত হইতে পারে, তাহার আভাস দেওয়া হইল ।
এই তৃতীয় ঋকে সে মঙ্গলপ্রদ কর্ম্মে মানুষ যেন প্ররত হইতে পারে,
তাহারই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে ।

পক্ষান্তরে মিত্রস্বরূপ ভগবানের কৃপা প্রাপ্তির পক্ষে দেবতার অনুসরণে
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে ।

“প্রশস্তয়ে” এই পদটিতে “তুম্বাচ্চ ভাববচনাৎ” (পা० ২।৩।১৫) এই মন্ত্র দ্বারা চতুর্থী
বিশক্তি হইয়াছে । ইহার কৃত্তরপদ পদপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া “তাদৌ চ নিতি
কৃত্তাতৌ” (পা० ৬।২।৫০) এই সূত্র দ্বারা গতির (প্র-এর) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ।
“সোমপীতরে” এই পদটি, “সোমের পীতি যে কর্ম্মে আছে” এইরূপ বহুব্রীহি লক্ষ্যে চতুর্থীর
একবচনে নিষ্পন্ন । ইহার পূর্ণপদে প্রকৃতিস্বর । অথবা, “সোমের পী ত” এইরূপ তৎপুরুষ
সমাস করিলেও ‘দাসীভারাদি’ বলিয়া পূর্ণপদে প্রকৃতিস্বর হইবে । (১ম - ২১সূ - ৩৩) ।

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৩ বর্গ।] একবিংশসূক্তঃ।

১০০৪

মর্ষার্থ এই যে,—‘জানি সব, বুঝি সব; কিন্তু প্রবৃতি নাই—
কর্ম-সামর্থ্য নাই। হে দেব, তোমরা সদয় হইয়া তেমন প্রবৃতি দেও—
তেমন কর্ম-সামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হই,
নম্র মানব-সমাজের প্রশস্তি আসে, মঙ্গল সাধন হয়, তাহারা
প্রশংসাই হয়।’ (১ম—২১সূ—৩খ)।

—: : :—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ। একবিংশসূক্তঃ। চতুর্থী ঋক্)।

উগ্রা সস্তা হবামহ উপেদং সবনং সূতং।

ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

উগ্রা। সস্তা। হবামহে। উপ। ইদং। সবনং। সূতং।

ইন্দ্রাগ্নী ইতি। আ। ইহ। গচ্ছতাং ॥ ৪ ॥

মর্ষার্থসামর্থ্য-বাখ্যা।

‘উগ্রা’ (উগ্রো, ছুটশালকো) তথা ‘সস্তা’ (সস্তো, শিষ্টপালকো) ‘ইন্দ্রাগ্নী’ (ইন্দ্রাগ্নীদেবো)
‘ইদং’ (অহুষ্ঠীর্মানং) ‘সূতং’ (সুসংস্কৃতং) ‘সবনং’ (যজ্ঞাদিসংকর্ম) ‘উপ’ (সমীপে)
‘হবামহে’ (আহ্বয়ামঃ); তৌ ‘ইহ’ (অত্রাকং কর্মণি) ‘আ গচ্ছতাং’ (আগতা
অধিষ্ঠিতাং)। অর্থঃ ভাবঃ—ইন্দ্রাগ্নীদেবো ছুটশালকো শিষ্টপালকো; তৌ দেবৌ
অস্মান্ রক্ষতাং। (১ম—২১সূ—৪খ)।

বঙ্গানুবাদ।

ছুটশালক ও শিষ্টপালক ইন্দ্রাগ্নীদেবদ্বয়কে সুসংস্কৃত যজ্ঞাদি-সংকর্ম-
সমীপে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগের কর্মে অধিষ্ঠিত হউন।
(ভাব এই যে,—ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয় ছুটশালক শিষ্টপালক; সেই দেবদ্বয়
আমাদিগকে রক্ষা করুন।) (১ম—২১সূ—৪খ)।

সারণ-ভাষ্য ।

স্বত্মমতিববোপেতমিদমহুগীরমানং সবনং প্রোতঃসবনাদিরূপং কর্শোপসানীপোম প্রাপ্তবুগী
সস্তা বৈরিবখাদিবু কুরৌ সস্তৌ দেবৌ হবামহে । আহ্বয়ামঃ । ইন্দ্রাগ্নৌ দেবাবিহ কর্শাগচ্ছতাং ॥
সস্তা অস্তেঃ শতরি স্নসোরলোপঃ । সবনং স্বত্মমতি ঘনং সোমং নঃ স্তোম-
মাগহীতাজোক্তং ॥ (১ম—২১সূ—৪খ) ॥

চতুর্থ (২০৫) ঋকের বিশদার্থ ।

— † . † —

ঋকের 'উগ্রা' ও 'সস্তা' পদঘর বিপরীত-ভাব-প্রকাশক । ঐ দুই
শব্দ, দুটো ও শিন্তে দুই জ্ঞেয়ীর লোকের প্রতি, তাঁহাদের দুই রূপ ভাব ব্যক্ত
করিতেছে । 'স্বতং' শব্দে কেহ কেহ সোমরস মাদক-দ্রব্যের পংশ্রব
সূচনা করেন । বলা বাহুল্য, সে অর্থ রুচি-প্রকৃতি-সাপেক্ষ । নচেৎ,
ঋকের সাধারণ ও সরল অর্থ এই যে,—'ইন্দ্রাগ্নিদেৱদ্বয় দুটোর দমনকর্তা
এবং শিন্তের পালনকর্তা । তাঁহারা আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করিয়া
আমাদের পূজা গ্রহণ করুন । আমরা যেন তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ
যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ হই । তাঁহারা আনিয়া যেন আমাদের যজ্ঞে (কর্শে বা
হৃদয়ে) আগন গ্রহণ করেন ।' ঋকের ইহাই মর্মার্থ । (১ম—২১সূ—৪খ) ।

পঞ্চমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলং । একবিংশসূক্তং । পঞ্চমী ঋক্) ।

তা মহাত্মা সদম্পতী ইন্দ্রাগ্নৌ রক্ষ উজ্জতং ।

অপ্রজাঃ সস্তুত্রিগঃ ॥ ৫ ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

অভিববসংস্কারবৃক্ত এই অহুগীরমান প্রোতঃসবনাদিরূপ কর্শের সমীপে পাইবার নিমিত্ত
বৈরিবখাদিব্যাপারে ক্রুর দেবতাধরকে (ইন্দ্রদেবকে ও অগ্নিদেবকে) আহ্বান করিতেছি ;
ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব এই কর্শে আগমন করুন ।

"সস্তা" এই পদটিতে 'অস্' ধাতুর উত্তর 'শত্' প্রত্যয় করিয়া "স্নসোরলোপঃ" সূত্রানুসারে
ধাতুর অকারের লোপ হইয়াছে । "সবনং" ও "স্বতং" এই পদঘর "সোমং ন স্তোমমাগহি"
এই ঋকের ভাষ্যানুবাদে বিবৃত হইয়াছে । (১ম—২১সূ—৪খ) ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

তা। মহাস্তা। সদম্পতী ইতি। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। রক্ষঃ।

উজ্জতং। অপ্রজাঃ। সন্তু। অত্রিণঃ ॥ ৫ ॥

মহীমুগারিণী-ব্যাখ্যা।

‘তা’ (তো, প্রসিদ্ধো) ‘মহাস্তা’ (মহাস্তো, মহাপ্রভাববিশিষ্টো) ‘সদম্পতী’ (সজ্জন-পালকো) ‘ইন্দ্রাগ্নী’ (ইন্দ্রাগ্নীদেবো) ‘রক্ষঃ’ (রক্ষসাদিকং, কাপট্যং) ‘উজ্জতং’ (ঋজু কুরুতং, ক্রৌর্যং পরিত্যজরতং); তয়োঃ প্রভাবেণ ‘অত্রিণঃ’ (ভক্ষকাঃ রক্ষসাঃ, সন্তাবনাশকাঃ রিপবঃ) ‘অপ্রজাঃ’ (অমুৎপরাঃ, নির্মূলাঃ) ‘সন্তু’ (ভবন্তু)। সন্তাবরক্ষকো তো দেবো কাপট্যাদিনাশকো রিপুশক্রনির্মূলকো ভবতং—ইতি ভাবঃ। (১ম—২,১২—৫খ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই মহাপ্রভাববিশিষ্ট সজ্জনপালক ইন্দ্রাগ্নিদেবদ্বয় কাপট্যকে সরল করুন; তাঁহাদিগের প্রভাবে সন্তাব-নাশকশক্রগণ (রিপুগণ) তাঁহাদের কর্তৃক নির্বংশ (নির্মূল) হউক। (ভাব এই যে,—সন্তাবরক্ষক সেই দেবদ্বয় কাপট্যাদিনাশক রিপুশক্র নির্মূলকারী হউন।) ॥ (১ম—২,১২—৫খ) ॥

সারণ-ভাষ্যঃ।

তো পূর্কোক্তাবিন্দ্রাগ্নী রক্ষো রক্ষসজাতিমুজ্জতং। ঋজুকুরুতং। ক্রৌর্যং পরিত্যজরত-মিত্যর্ঘ্যঃ। কীদৃশো। মহাস্তা। মহাস্তো গুণৈরধিকো। সদম্পতী। সন্তাপালকো। তয়োঃ প্রমাদানত্রিণো ভক্ষকা রক্ষসা অপ্রজা অমুৎপরাঃ সন্তু ॥

মহাস্তা। সাস্তমহতঃ সংযোগত্। পা० ৬৪।১০। ইতি দীর্ঘঃ। সদম্পতী। সদম্পতী ইতি সমাসে বর্ষা। লুকি প্রাতিপদিকসকারত্ব কৃৎস্বাভাবস্থানলঃ। উভে বনম্পত্যাদিবু বৃগপদিত্তাম-

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই পূর্কোক্ত ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব, রক্ষসজাতিকে সরলস্বভাবসম্পন্ন করুন। অর্থাৎ, হিংসা পরিত্যাগ করান। সেই ইন্দ্রদেব এবং অগ্নিদেব কিরূপ? অধিকগুণশালী, সন্তার পালক। সেই দেবদ্বয়ের অমুৎপ্রেহে ভক্ষক রক্ষসগণ যেন উৎপন্ন না হয়।

“মহাস্তা” পদ “সাস্তমহতঃ সংযোগত্” (পা० ৬৪।১০)। এই মহীমুগারিণী-দীর্ঘ। “সদম্পতী” এই পদটি ‘সদম্পতী’ শব্দের সমাসে বর্ষী বিতক্তির লোপ করিয়া প্রাতিপদিক স-কারের স্থানে স্থান-প্রযুক্ত রূপ (বিলুপ্ত) হয় নাই। উক্ত ‘সদম্পতী’ শব্দের “উভে বনম্পত্যাদিবু বৃগপদিত্তাম-

পদপ্রকৃতিস্বরসং। ইজ্রায়ী। আমন্ত্রিতাহাদাতসং। অপ্রজাঃ। প্রজাস্ত ইতি প্রজাঃ।
অন্তেষপি দৃশ্যতে। পা० ৩।২।১০। ইতি জনেউপ্রত্যয়ঃ। ন প্রজা অপ্রজাঃ। প্রজাশব্দ
বহুব্রীহৌ হি নিত্য মসিচ্ প্রজামেধরোঃ। পা० ৫।৪।২২। ইত্যসিচ্ আদেশঃ ৩।৭। অব্যয়-
পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অত্রিণঃ ত্ভৃৎতাত্ভৃৎকত্ভৃৎ জস্হান্ধশ ইক্ৰুঙাগমঃ। চিত ইতি ঞকার
উদাত্ত। তস্য ষণাদেশ উদাত্তষণোহল্পূর্কাদিতীকার উদাত্তঃ। (১ম—২১শ—৫৬)।

পঞ্চম (২০৬) ঞকের বিশদার্থ।

এ ঞকে দুই দিক হইতে দুই ভাব গ্রহণ করা যায়। আর্যের ও
অনার্যের সংগ্রামের বিষয় স্মরণ করিয়া যঁহারা অর্ধ করিতে যাইবেন,
তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,—এই ঞকে বলা হইয়াছে যে, ইস্র ও অগ্নি
সেই রাক্ষসস্বরূপ অনার্যাদিগকে ‘সোজা করিয়া আনিয়াছিলেন’ এবং
তাহাদিগকে নির্বংশ করিয়াছিলেন। এ পক্ষে, ইস্র এক দেশের রাজা
এবং অগ্নি আর এক দেশের রাজা অথবা তিনি ইস্রের পক্ষের একজন
প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন—এইরূপ মনে করা হইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু এই ঞকের অর্থ অন্যরূপ মনে করি। এ ঞকে কোনও
কালকালের সম্বন্ধ নাই। আবহমানকাল সংসারে যে সংগ্রাম
চলিয়াছে, তাহারই বিষয় এই ঞকে বিবৃত আছে। ‘সদস্পতী’ শব্দে
সদ্বাবরক্ষক—সন্তুণ্ডের পরিপোষক এইরূপ অর্থ সূচিত হয়। ‘রক্ষঃ’ শব্দে

এই সূত্র দ্বারা উক্তর পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “ইজ্রায়ী” পদের আমন্ত্রিত আদিস্বর উদাত্ত।
“অপ্রজাঃ” এই পদটিতে ‘প্রকৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করে’ এই অর্থে “অন্তেষপি দৃশ্যতে” (পা०
৩।২।১০) এই সূত্র দ্বারা প্র উপসর্গ পূর্বক ‘জন’ ধাতুর উক্তর ‘ড’ (অ) প্রত্যয় করিয়া
‘প্রজা’ পদটি নিষ্পন্ন। অনন্তর ‘নর প্রজা’ এইরূপ সমাস করিয়া ‘অপ্রজাঃ’ পদটি সিদ্ধ
হইয়াছে। ‘প্রজা’ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইলে “নিত্যমসিচ্ প্রজামেধরোঃ” (পা० ৫।৪।২২)
এই সূত্র দ্বারা ‘অসিচ্’ আদেশ হইয়াছে। ইহার অব্যয় পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর। ‘ত্ভৃৎ’
প্রত্যয়ান্ত ‘অত্’ শব্দের উক্তর ছান্দস-প্রযুক্ত জসের ইক্ৰুঙাগমে “অত্রিণঃ” পদটি সিদ্ধ হইয়াছে।
“চিতঃ” সূত্রানুসারে ইহার ঞ-কার উদাত্ত। সেই ঞকারের স্থানে ‘যণ্’ আদেশ হইলে অর্থাৎ
ঞ-কারের স্থানে ঞ-কার হইলে “উদাত্তষণো হল্পূর্কায়” এই সূত্র দ্বারা উক্ত “অত্রিণঃ” পদটির
ই-কার উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—২১শ—৫৬)।

কাপট্যাदि हृदयेर असद्वृत्तिनिचय वुवाय। 'उज्जतः' पद ऋजूकरणेन
 भावश्लोतक। 'रक्षः उज्जतः' पदद्वये 'कपटताके सरल करिया आना'
 भाव आसे। अर्थात्, हृदयेर असद्वृत्ति-गमूहेर वक्रगतिके ताहारा नमित्त
 करिया राखेन। 'अत्रिणः' शब्दे गह्वावनाशक रिपु-राक्षस-गणके वुवाय।
 'अप्रजाः' शब्दे ताहादिगेर उच्छेदसाधन। अर्थात्, रिपुशत्रु बाहाते
 आर मस्तक उतोलन करिते ना पारे, निर्मूल हय, देवगण ताहारई
 विधान करेन। ताहा हईले, ऋकेर प्रार्थना दाडाय एई ये,—'सेई
 सहाव-प्रतिपोषक महानुभव देवगण आमादेर अस्तुरके कापट्यपरिशुण्य
 सरल करिया देन, ताहादेर कृपाय आमरा येन माधुतागपम हई। आर
 ताहारा आमादेर अस्तुरेर असद्वृत्ति-गमूहेके एकेवारे अस्तुर हईते
 अस्तुरित्त करुन।' इहाई ए ऋकेर प्रकृत मर्म। (१म-२।सू-५४)।

— * —

वृष्ठी ऋक्।

(प्रथमं मण्डलं। एकविंशसूक्तं। वृष्ठी ऋक्।)

तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे।

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं ॥ ७ ॥

पद-विश्लेषणं।

तेन। सत्येन। जागृतं। अधि। प्रचेतुने। पदे।

इन्द्राग्नी इति। शर्म। यच्छतं ॥ ७।

मर्मसामरिणी-व्याख्या।

'इन्द्राग्नी' (हे देवो) 'सत्येन' (सत्यसहयुतेन, अवित्रधेन) 'तेन' (कर्मणा)
 'प्रचेतुने' (प्रकर्षेण कलङ्कोगजापके, उक्कृष्टे) 'पदे' (लोके) 'अधिकार्युतं'

(অগ্নি প্রবুদ্ধান কুরুতঃ ইত্যর্থঃ), অপিচ 'শর্ষ' (স্মৃৎ, পরমঃ মঙ্গলঃ) 'বজ্জতঃ' (দত্তঃ) ।
 অর্থঃ ভাবঃ—যথা সৎকর্মানুষ্ঠানেন বরং পরাং গতিং লভামহে, হে ইন্দ্রাণীদেবো, কৃপয়া তন্নি-
 পথি অগ্নি পৰিচালয়তঃ, শ্রেয়ঃ সাধয়তঃ । (১ম - ২১শ - ৬শ) ।

• • •
 বজ্জানুবাদ ।

হে ইন্দ্রাণীদেবয় ! সত্যমহুত কর্মের দ্বারা উৎকৃষ্টলোকে আমা-
 দিগকে প্রবুদ্ধ বা পরিচালিত করুন এবং পরম মঙ্গল দান করুন । (ভাব
 এই যে,—যেন সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমরা পরাগতি লাভ করি, হে
 ইন্দ্রাণীদেবয়, কৃপা করিয়া সেই পথে আমাদিগকে পরিচালিত করুন
 এবং শ্রেয়ঃ সাধন করুন ।) ॥ (১ম—২১শ—৬শ) ।

• • •
 সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে ইন্দ্রাণী সত্যোপশাফলপ্রদানাদবিতথেন তেনাম্মিত্তিরহুষ্টিতেন কর্মণা প্রচেতুনে প্রকর্ষণ
 ফলভোগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদিস্থানেহ্মিজাগৃৎঃ । আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতঃ ।
 ততোহ্মিত্যং শর্ষ বজ্জতঃ । স্মৃৎ গৃহং বা দত্তং ।

গরঃ কৃদয় ইত্যাদিষু দ্বাবিংশতিসংখ্যাকেষু গৃহনামস্ত শর্ষবর্ণেভ্যুক্তং । আগৃৎঃ । আগৃ
 নিদ্রাকরে । অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্ । তিঙ্ণতিঙ্ণঃ ইতি নিঘাতঃ । প্রচেতুনে ।
 চিত্তী সংজ্ঞান ঠতান্নাশ্চাক্ষকেনোস্ত । উ• ৩।৪২ । ইতি বিহিতদ্বাদশলকানোণাদিক
 উনপ্রত্যয়ঃ । সমাসে কৃহন্তরপদপ্রকৃতিবরষঃ ইন্দ্রাণী । ইহেন্দ্রাণী ইত্যাক্রোক্তং ।

সারণ-ভাষ্যের বজ্জানুবাদ ।

হে ইন্দ্র ও অগ্নিদেবয় ! আপনারা আমাদিগের বজ্জাদির অবশ্যস্বাভাবী ফলপ্রদানে অবিতথ
 অর্থাৎ সত্য । সেই জন্য আমাদের অহুষ্টিত কর্মের প্রকৃষ্ট-ফলভোগ-জ্ঞাপক যে স্বর্গলোকাদি
 স্থান, তাহাতে আপনারা সর্বদা আগ্রহ রহিয়াছেন । অনন্তর আমাদিগকে মঙ্গল অথবা
 সুখময় গৃহ প্রদান করুন ।

নিরুক্তে "গরঃ কৃদয়ঃ" ইত্যাদি দ্বাবিংশতি সংখ্যক গৃহ-নামের মধ্যে "শর্ষ বর্ণ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে । "আগৃৎঃ" এই পদটিতে নিদ্রাকরার্থ 'আগৃ' ধাতুর "অদি-
 প্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ হইয়াছে । "তিঙ্ণতিঙ্ণঃ" সূত্রানুসারে ইহার
 নিঘাত বর । "প্রচেতুনে" এই পদটি, প্র-পূর্বক সমাক-জ্ঞানার্থ চিত্তী ধাতুর উত্তর
 "শকেকনোস্ত" (উ• ৩।৪২) এই সূত্র দ্বারা 'উন্' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে ; সেই
 হেতু বহুলপ্রযুক্ত ঠিণাদিক উন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে সিঙ্গল । সমাসে ইহার
 কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি বর হইয়াছে । "ইন্দ্রাণী" পদের বরাদি সাধন-প্রণালী
 'ইহেন্দ্রাণী' এই বকের ভাষ্যানুগত কথিত হইয়াছে । তবে এখানে ইহাই বিশেষ কে,

আমন্ত্রিত্বাদান্যাদান্তবমজ বিশেষঃ । শৃণাতি হিনতি হ্রঃখমিতি শর্ৎ । শৃ হিংসারিৎ ।
অন্তেত্যোহপি দৃশ্রত্ব ইতি মনিন্ । যচ্ছতং । ইবুগনিরমাৎ ইতি ছঃ । (১ম—২১২—৩৭) ।
ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে বর্গঃ । ১অ—২অ—৩ব ।

ষষ্ঠ (২০৭) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্বোধ ও বিসঙ্গুণ বলিয়া মনে হয় । * সারণের অর্থের অনুসরণে অর্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে 'প্রচেতুনে পদে' ঋকের অর্থ হয়,—'স্বর্গলোকে আপনারা অতিশয় সাবধান থাকিবেন ।' যাহা হউক, ঋকের যে অর্থ আমরা মঙ্গুত বলিয়া স্থির করিলাম, তাহারই মর্ম প্রকাশ করিতেছি ।

'সত্যেন' শব্দে সত্যমস্বকৃবিশিষ্ট, এবং 'ভেন' শব্দে কর্মকে বুঝাইতেছে । ঐ দুই পদে 'সত্যমস্বকৃষুত কর্মের দ্বারা' অর্থ উপলব্ধ

আমন্ত্রিত্ব বলিয়া এস্থলে ঐ পদে আদানান্তবর হইয়াছে । 'হ্রঃখকে হিংসা করে' এই অর্থে "শর্ৎ" এই পদটী, হিংসার্কক 'শৃ' ধাতুর উত্তর "অন্তেত্যোহপি দৃশ্রত্ব" এই স্বত্র দ্বারা 'মনিন্' প্রত্যয়ে নিম্পন্ন । "যচ্ছতং" এস্থলে "ইবুগনিরমাৎ ছঃ" এই স্বত্র দ্বারা 'ম'-এর স্থানে 'ছ' হইয়াছে । (১ম—২১২ ৩৭) ।

ইতি প্রথমষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যয়ে তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত । ১অ—২অ—৩ব ।

* প্রচলিত বঙ্গাভিবাদ নানারূপের দেখিতে পাই । কয়েকটীর মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল ; যথা,—
(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! যে স্বর্গলোকে কর্মফল জানা যায়, এই বজ্রহেতু তোমরা তথায় জাগরিত হও, আমাদেরকে সুখদান কর ।"

(২) "হে ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব যেহেতু ইহা সত্য অতএব আপনারা বিশেষরূপে জ্ঞাত প্রদেশে অবস্থিত হইয়া থাকুন এবং আমাদেরকে সুখ প্রদান করুন । অথবা অবশ্য প্রাপ্য ফলবিশিষ্ট এই বজ্রহেতুক আপনারা স্বর্গ প্রভৃতি লোকে অধিক মনোযোগী হউন, কারণ স্বর্গ প্রভৃতি স্থান প্রকৃত ফলভোগের জ্ঞাপক ।"

(৩) একজন অর্থ করিয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন তারতর্ঘ্যে প্রথমে আসেন, তাহারই সচ্চরণের নিকট সত্য-প্রতিজ্ঞার আশঙ্ক ছিলেন যে, তাহাদিগকে নিরাপন্ন স্থানে সুখে রাখিবেন । এ ঋকের 'ভেন সত্যেন' পদদ্বয়ে তাহাই স্মরণ করান হইতেছে । ইত্যাদি

হয়। 'প্রচেতুনে পদে' শব্দদ্বয়ে 'উৎকৃষ্ট লোক' 'উৎকৃষ্ট গতি' অর্থ অধ্যাহার হইতে পারে। 'অধিজাগৃৎ' পদ, 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য বিশিষ্ট (উদ্ভুক্ত) হও'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইলে, ঋকের প্রথমার্শের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সর্বদা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। আমরা যেন সত্যভ্রষ্ট না হই। আমাদের কর্ম যেন সর্বদা সত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে। সত্যসম্বন্ধযুক্ত কর্মই উৎকৃষ্ট-গতি পরাগতি প্রদান করে। তাই প্রার্থনা,—আমরা যাহাতে সত্যপথে অবিতথভাবে অবস্থিত করিতে পারি, আপনারা সেই উপায় বিধান করিবেন। আমরা আপনাদের নিকট যে পরম সুখলাভের প্রার্থনা করিতেছি, সে সুখ সত্যসম্বন্ধ ; দেখিবেন,—যেন আমরা সত্যভ্রষ্ট না হই।'

এইরূপ অর্থে সূক্তের পূর্বপূর্ব ঋকের সঙ্গে এই ঋকটির সামঞ্জস্য বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। সূক্তের ছয়টি ঋক যথাক্রমে অনুষ্ঠান করিলে, একটি শৃঙ্খলার বিষয়—উহাদের পরস্পরের মধ্যে এক অভেদ সম্বন্ধের বিষয়—অনুমান করা যায়। প্রথম ঋকে সাধক পরিভ্রাণের উপায়প্রার্থী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঋকে ভগবদনুকম্পায় সে উপায় তিল অবগত হইতে পারেন। তৃতীয় ঋকে দেবদ্বয়ের প্রতি তাঁহাদের নির্ভরপরায়ণতা প্রকাশ পায়। চতুর্থ ঋকে সেই দেবদ্বয় যে কর্মানুসারে ফলপ্রদান করেন, রুগ্ন ও তুষ্ণ হন, তাহারই আভাষ দেওয়া হয়। পঞ্চম ঋকে দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়,—সেই দেবদ্বয় শরণায় হৃদয়ে সস্তাবের পবিপোষণ-পক্ষে সহায়তা করেন এবং হৃদয় হইতে অসস্তাব-সমূহ উন্মূলিত করিয়া দেন। দেবগণ সম্বন্ধে ঐরূপ পরিচয় প্রদানান্তর উপসংহারে মঠ ঋকে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমাদের প্রতি, আমাদের কর্মের প্রতি, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা একটু লক্ষ্য রাখিবেন; দেখিবেন,—যেন আমরা ভ্রান্তিবেশে অসৎ-পথে অসৎকর্মে পরিচালিত বা প্রবৃত্ত না হই; দেখিবেন,—যেন আমরা সৎকর্মে সদা আত্ম নিয়োগ করিতে সমর্থ হই।' আমরা মনে করি, ঋকের ইহাই প্রকৃত গম্ভীর্য। (১ম—২১সূ—৩ক)।

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— † * † —

প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । দ্বাবিংশসূক্তং ।

পঞ্চমোহুস্বাকঃ । চতুর্থঃ বর্গঃ ।

• • •

দ্বাবিংশসূক্তং ।

— * —

এ সূক্ত — বহুদেবতামূলক এবং বহুভাগছোটক । এই সূক্তের অংশবিশেষ ৭২খা আচ্য
ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মন্তব্য নানা প্রকারে বিবৃণিত হইয়া আছে ।

এই সূক্তের ঋক্-বিশেষের অর্ধে আর্ধ্যগণের আদি-বাসস্থান নির্ণীত হয় ; পুনশ্চ, সে
বাসস্থান নির্গম-সম্বন্ধে বিচার-বিতণ্ডা চলিয়া থাকে । এই সূক্তের ঋক্-বিশেষে প্রাচীন
আর্ধ্যগণের ক্যোতীর্ক্সিতা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে সম্বন্ধে নানা
বিচার-বিতর্ক চলিতে পারে ।

পুরাণের বহু আখ্যায়িকাও এই সূক্তের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় । ইন্দ্র,
ইন্দ্রপত্নী, অগ্নি, অগ্নি-স্ত্রী, হোত্রাদেবী, বাগ্বেদী ভারতী প্রভৃতির সম্বন্ধে পুরাণে যে সকল
বিবরণ আছে, তৎসমুদায় এই সূক্তের অনুসারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । বিষ্ণুর বামন
অবতারের উপাখ্যান বা ইতিহাস—এই সূক্তের “ত্রীণি পদা বিচক্রমে” প্রভৃতি উক্তির
সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন । এ সকল বিষয়ে হই পক্ষের হই মত
আছে । এক পক্ষের মত এই যে, ঘটনা যাহা পূর্বে ঘটয়াছিল এবং উপাখ্যানে যাহা
প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে তাহাই ঋকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে । অন্য পক্ষের মত,—
ঘটনাবলী ঋকের অনুসারী । যথাস্থানে সে সকল বিষয়ের বিচার করা যাইবে । এখানে
এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, এই সূক্তের ঋক্-বিশেষের দ্বারা অনেক অটল প্রশ্ন উত্থাপিত
হইতে পারে এবং তাহার মীমাংসাও পাওয়া যায় ।

এই সূক্তের সর্ব্বোপেক্ষা প্রধান বিচার্যমান বিষয় — আর্ধ্যগণের আদি-বাসস্থান । এই
সূক্ত হইতেই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ আর্ধ্যগণের আদিবাসস্থানকে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বত-

শঙ্কর তুষ্ণারাজ্যের অমুর্কীর মন্ত্রপ্রদেশকে নির্দেশ করেন। আবার এই সূক্তের সাহায্যেই ভারতভূমিই আৰ্য্য-সভ্যতার আদি কেন্দ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রতি ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য-তত্ত্ব আপনিই ফলস্বরূপ হইয়া আসিবে।

দ্বাবিংশসূক্তানুক্রমণিকা ।

(সাধারণাচার্য্যাকৃতা) ।

প্রাতর্যুজ্যেত্যাদিকমেকবিংশত্যাচং পঞ্চমঃ সূক্তঃ । তন্ত্ৰ ঋষিচ্ছন্দসৌ পূর্ব্বনং । দেবতা-
বিশেষস্বক্ৰম্যতে । প্রাতর্যুজ্য সৈকা চতস্র ঋষিচ্ছন্দস্তথা সাবিত্র্য আগ্নেয্যো দে দেবীনামে-
কৈকেস্রাণীবরুণাশ্রাণীনাং জ্বাপৃথিব্যো পার্থিবী ষড়্ভুগ্ভবোহতো দেবা দৈবী বেতি ।
সূক্তসংখ্যানুবর্ত্তত ইত্যশ্বিন খণ্ডে অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিরিত্তি পরিভাষিতত্বাং প্রাতর্যুজ্যেতি
সূক্তে সংখ্যাবিশেষত্বানিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিসংখ্যা দ্রষ্টব্য । সা চ বিংশতিরেকরাধিকরা
সহ বর্ত্তত ইতি সৈকা । তত্রাদৌ চতস্র ঋচোহশ্বিদেবতাকাঃ । পঞ্চমীমারভ্যাষ্টম্যস্তাশ্চতস্রঃ
সবিতৃদেবতাকাঃ । নবমী দশমী চোভে অগ্নিদেবতাকে । একাদশ্যা ঋচো দেবসম্বন্ধিত্রো
দেব্যো দেবতাঃ । দ্বাদশ্যা ইন্দ্রবরুণাশ্রিপত্ন্যা ইন্দ্রাণীবরুণাশ্রাণীনাং দেবতাঃ । ত্রয়োদশী-
চতুর্দশী জ্বাপৃথিবীদেবতাকে । পঞ্চদশী পার্থিবী পৃথিবীদেবীদেবতাকা । ষোড়শীমার-
ভ্যেকবিংশস্ত্যাঃ ষড়্ভুগ্ভদেবতাকাঃ । অতো দেবা ইতোতত্বাঃ ষোড়শাস্ত কুংস্রা দেবা
বিষ্ণুর্বা বিকল্পেন দেবতা । অত্র সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ । প্রাতরমুবাক ঋষিনে ক্রতো

সাধারণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

“প্রাতর্যুজ্য” ইত্যাদি একুশটি ঋক বিশিষ্ট এই সূক্ত পঞ্চম সূক্ত নামে অভিহিত ।
ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ত্রয় । দেবতার বিষয় অনুক্রম হইতেছে ; যথা, —
“প্রাতর্যুজ্য সৈকা চতস্রঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ, — আদি চারিটি ঋকের দেবতা—অশ্বিন ;
পঞ্চমী ঋক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টমী ঋক পর্য্যন্ত চারিটি ঋকের দেবতা—সবিতা ;
নবমী ও দশমী ঋকের দেবতা—অগ্নি ; একাদশী ঋকের দেবতা—দেবসম্বন্ধিনী দেবীগণ ; দ্বাদশী
ঋকের দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিদেবের পত্নী যথাক্রমে ইন্দ্রাণী, বরুণাণী ও অশ্রাণী ;
ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী ঋকের দেবতা আকাশ ও পৃথিবী ; পঞ্চদশী ঋকের দেবতা—পার্থিবী
পৃথিবীদেবী এবং ষোড়শী ঋক হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশী ঋক পর্য্যন্ত ছয়টি ঋকের
দেবতা—বিষ্ণু । অতএব ষোড়শী ঋকের সমগ্র দেবতা অথবা বিকল্পে বিষ্ণু-দেবতা হইয়া
থাকেন । ‘সূক্তসংখ্যানুবর্ত্ততে’ এই খণ্ডে, ‘অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতিঃ’ এইরূপ পরিভাষিত
হইয়াছে । সেই জন্য “প্রাতর্যুজ্য” এই সূক্তে সংখ্যাবিশেষের অনিরুক্তা সংখ্যা বিংশতি
বলিয়া জানিবে এবং সেই বিংশতি ঋক ‘সৈকা’ অর্থাৎ একটা অধিক ঋকের সহিত
বর্ত্তমান আছে । এই সূক্তের বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক । ঋষিন-ক্রতুর প্রাতঃকালীন অমুবাকে

[১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৪ বর্গ।]

দ্বাবিংশসূক্তং ।

১০১৯

প্রাতর্যুজা-বিবোধয়েতি চতস্র ঋচঃ । সৃজিতং চ । অথাশ্বিন এষো উবাঃ প্রাতর্যুজ্যেতি
চতস্রঃ । আ० ৪।১৫ । ইতি আশ্বিনগহস্ত প্রাতর্যুজ্যেত্যেকা পুরোহুত্বাক্যা। দ্বিদেবতৈশ্চর-
স্তীতি ঋগে সৃজিতং । আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা বিবোধয় । আ० ৫ ৫ । ইতি । তত্র প্রথমামৃচমাৎ ।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমাহুবাক্যে দ্বাবিংশসূক্তং । ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ । অশ্বিনো সবিতাশ্চ
দৈবীজ্ঞাপীবরুণাশ্চাম্রীজ্ঞাবাপৃথিবীপার্শ্বীবীক্ষুশ্চ দেবতাঃ । আশ্বিনে ক্রতো
বিশ্বদেবে শস্ত্রে অগ্নিষ্টোমে লৈঙ্গিকশ্চ বিনিয়োগঃ ।

• • •

প্রথম শ্লোক ।

(প্রথমং মণ্ডলং । দ্বাবিংশসূক্তং । প্রথম শ্লোক) ।

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং ।

অশ্ব সোমশ্চ পীতয়ে ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

প্রাতঃযুজা । বি । বোধয়া । অশ্বিনো । আ । ইহ । গচ্ছতাং ।

অশ্ব । সোমশ্চ । পীতয়ে ॥ ১ ॥

• • •

মর্শ্বাহুসারিনী-বাথ্যা ।

হে মম মন ! 'প্রাতর্যুজা' (প্রাতঃসবনসম্বন্ধযুক্তান দেবান, প্রাতঃস্রবণীয়ান সর্কান দেবন)
'বিবোধয়' (উদ্বোধয়, স্মরণং কুরু) ; 'অশ্বিনো' (তে অশ্বক্সাদিবাৎক্সাশ্বিনাশকো দেবো)

'প্রাতর্যুজা বিবোধয়' ইত্যাদি চারিটি শ্লোক বিনিযুক্ত হইয়া থাকে ; অশ্বিনান শ্রৌতসূক্তে
সেইরূপ সৃজিত হইয়াছে ; যথা, — "অথাশ্বিন এষো উবাঃ প্রাতর্যুজ্যেতি চতস্রঃ (আ० ৪।১৫)
ইতি । "প্রাতর্যুজা" এই একটি শ্লোক আশ্বিন-গ্রহের পুরোহুত্বাক্যা হইয়াছে ;— ইহা অশ্বিনান
শ্রৌতসূক্তের 'দ্বিদেবতৈশ্চরতি' এই ঋগে সৃজিত হইয়াছে । যথা— "আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা
বিবোধয়" (আ० ৫ ৫)

'অস্য' (অসংস্কৃতস্য) 'সোমস্য' (আহবনীরস্য, ভক্তিসুধাসুতস্য) 'পীতরে' (পানার্থে) 'ইহ' (অগ্নিন যজ্ঞে, অগ্ন্যকং হৃদয়ে) 'আগচ্ছতাং' (আগতা অধিতষ্ঠিতাং যুবামিতি শেষঃ) । মন্ত্রোৎসর্গে আয়োজ্যোধকঃ । আশ্বিন্যোদয়ঃ সর্ষকালঃ মনঃ ভগবচ্ছিত্তাপরায়ণঃ ভবতু— ইত্যেবং কামনা । (১ম - ২২সূ - ১৩) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার মন ! তুমি প্রাতঃস্মরণীয়া সকল দেবগণকে অন্তরে উদ্ভুক্ত কর—স্মরণ কর ; হে অন্তর্কর্য্যাধি-বহির্কর্য্যাধি-নাশক অগ্নিদেবতায় ! আপনারা এই অসংস্কৃত বিস্কৃদ্ধা ভক্তি-সুধা পানের জন্য এই যজ্ঞে (আমাদের অস্তরে বা কর্ণে) আগমন করুন—চির-প্রতিষ্ঠিত হউন । (মন্ত্রটি আয়োজ্যোধক ; আশ্বিন্যোদয় সর্ষকাল মনঃ ভগবচ্ছিত্তা-পরায়ণ হউক—ইহাই কামনা ।) ॥ (১ম—২২সূ—১৩) ॥

সারণ-ভাষ্য ।

অত্র হোতাধ্বর্ষুযুদ্ধিযুক্তে । হে অধ্বর্ষো প্রাতর্যুজা প্রাতঃসবনগ্রহেণ সংযুক্তাঅগ্নিনৌ দেবৌ বিবোধয় । বিশেষণ প্রবুদ্ধৌ কুরু । অগ্নিনৌ প্রবুদ্ধৌ চাঅগ্নিনৌ দেবাবস্যান্তিষবসংস্কার-যুক্তস্য সোমস্য পীতরে পানার্থেহ কর্ণ্যাগচ্ছতাং ॥

প্রাতর্যুজাতে গৃহমাণেন গ্রহেণ সহোত প্রাতর্যুজা । সংসৃষ্টিষেতাদিনা কিপ । স্পৃগাং স্পৃগতাংকারঃ । কৃৎস্তরপদপ্রকৃতিস্বরহঃ । অস্য । উড়িমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তহঃ । পীতরে । বাতায়েন জিন উদাত্তহঃ ॥ (১ম—২২সূ—১৩) ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

এস্থলে হোতা অধ্বর্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছেন, - 'হে অধ্বর্ষো ! প্রাতঃসবনগ্রহে যে অগ্নিদেবতায়, সংযুক্ত হইয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জাগরিত করুন । তাঁহারা জাগরিত হইয়া, অতিষবসংস্কারযুক্ত এই সোম পান করিবার নিমিত্ত এই কর্ণে আগমন করুন ।

'প্রাতঃকালে গৃহমাণ গ্রহের সহিত যুক্ত'—এই অর্থে "প্রাতর্যুজা এই পদটি, 'প্রাতঃ' উপপদ পূর্কক 'যুজ' ধাতুর উত্তর "সংসৃষ্টিষ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'কিপ' প্রত্যয় করিয়া "স্পৃগাংস্পৃগু" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারান্তে নিম্পন্ন হইয়াছে । এই "প্রাতর্যুজা" পদটির কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । "উড়িমঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অস্য" এই পদটির বিভক্তি স্বর উদাত্ত হইয়াছে । "পীতরে" এই পদটির 'জিন' প্রত্যয়ের দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে । (১ম ২২সূ—১৩) ॥

প্রথম (২০৮) ঋকের বিশদার্থ ।

—†.†—

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হয়, হোতা যেন ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন। তদনুসারে 'প্রাতযুজা' পদটি 'অশ্বিনো' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে; তাহাতে 'প্রাতযুজা' শব্দের অর্থ হয়—'প্রাতঃকালে যঁাহারা রথে অশ্বযোজনা করেন।' সে ব্যাখ্যায় ঋকের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'প্রাতঃকালে রথে অশ্বযোজনা যঁাহাদের কার্য্য (শকট-চালক 'কোচ'ন্যান' আর কি) সেই অশ্বিনোবয় সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্ত এই যজ্ঞে আগমন করুন। বেদ-মন্ত্র অমৃত্য বর্ষের জাতির রচনা (চামার গান) বলিয়া যঁাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অর্থই হইতে পারে; হওয়া বিচিত্রও নহে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ঋকের ভাৱ সম্পূর্ণ অগুরূপ। এখানে সাধক আপিনার অন্তরকে ভগবদারামনার উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি আপনা-আপনি আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'মন রে! আর নিশ্চিন্ত থাকিও না! প্রভাত হইতেই ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হও। কত দিন কাটিয়া গেল! কত রাত্রির অবসান হইল! কিন্তু তুমি করিলে কি? এখনও উদ্বুদ্ধ হও। এখনও তাঁহার প্রতি চিত্ত মৃগ্য কর। এখনও তাঁহার গহিত যুক্ত হও। ঐ দেখ, নৈশ-অন্ধকার কাটিয়া গেল। ঐ দেখ, দিব্য-জ্যোতীরূপে তিনি স্বপ্রকাশ হইলেন। এই কি উপযুক্ত সময় নহে? এখনও কি ঘুমঘোরে মগ্ন থাকিবার সময় আছে? জাগো—জাগো! এই প্রাতঃকালে, স্নিগ্ধ শুভ মুহূর্ত্তে, ভগবানের চরণাম্বনার প্রযুক্ত হও।'

সূক্তের প্রথমে—ঋকের প্রথমে—ঐ যে 'প্রাতযুজা বিবোধয়' বাক্য, উহা আর কিছুই নহে,—উহা আত্মোদ্বোধন মন্ত্র। ঘোটকের মস্তক ওখানে কোথাও নাই। যদি ঘোটকের কল্পনা করার একান্ত আবশ্যিক হয়, তাহা হইলে অর্থ কর,—'তোমার উত্তম-রূপ ঘোটককে মানস-রূপ রথে সংযোজিত করিয়া ভগবৎ-প্রতি পরিচালন জন্ত উদ্বুদ্ধ হও।' ফলতঃ, গভীর-ভান্জাতক আত্মোদ্বোধন-মূলক এই যে ঋকংশ, ভ্রাস্ত্রবশে মানুষ ইহাতে কদর্থের কল্পনা করিতেছে মাত্র। সূক্তের প্রথমে যে সূচনা, উপসংহারে তাঁহারই পূর্ণসূত্র কি মন্ত্র: —

এখানে আর এক গভীর তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। একদিকে অজ্ঞানতাক্রম নৈশ অন্ধকার, অশ্রুদিকে জ্ঞানস্বরূপ দিবার আলোক। দুইয়ের সন্ধিস্থল—প্রাতঃকাল। জ্ঞান-অজ্ঞান, আঁধার-আলোক—এখানে আসিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। 'প্রাতর্যজ্ঞা' শব্দে সেই মিলনের সঙ্গের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। অজ্ঞানতার আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল; জ্ঞানের আলোক কখনও সেখানে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা দেখি নাই। সূর্যোদয়ে নৈশ-অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায় অন্যান্যম্মেধে অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিয়া দিল। নিজ্রাঘোর তমসার মধ্যে কাল কাটিয়া যাইতেছিল; সহস্র স্মৃতিপথে কে যেন আলোক-রশ্মি প্রদর্শন করিল। ভ্রান্ত জীব উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল,—'জাগো—জাগো'! আর সময় নাই; প্রভাতেই ভগবানের সর্বিভ চিত্তকে যুক্ত কর; ইহাই উপযুক্ত সময়।' প্রভাতে চিত্তকে ভগবানের প্রতি মস্ত ও যুক্ত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই 'প্রাতর্যজ্ঞা' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অশ্বিনৌ' অর্থাৎ অশ্বিনয়াকে সম্বোধন—ইহারও কোনও নিগূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ব্যাখ্যার্থক 'অশ্' ধাতু—'অশ্বিন্' শব্দের মূল। নিশায় ও দিবায়ে, আঁধারে ও আলোকে, অজ্ঞানে ও জ্ঞানে তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; এই জন্মই অশ্বিনয়রূপে তাঁহারা সম্পূর্ণ হন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের মিলনে তাঁহাদের সহায়তা প্রথম প্রয়োজন। জ্ঞানের ও অজ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞাপন জন্ম তাঁহারা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এখানে তাঁহাদের সেই মূর্ত্তিই কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে আলোকে আঁধারে মিশিয়া, জ্ঞান অজ্ঞান অভিন্ন-গতি প্রাপ্ত হইবে। মনে হয়, এই জন্মই—অজ্ঞান, জ্ঞানে বিলীন করিবার ভাব বিকাশের জন্মই—যুগ্মদেবের অশ্বিনয়ের আস্থানেই সূক্তের সূচনা করা হইয়াছে। তারপর, অশ্বিনয়কে দেবতৈত্ত্ব বলা হয় এবং তাঁহাদিগের যুগ্মমূর্ত্তি পরিকল্পনা হইতে দেখি। তাহা হইতেই তাঁহাদিগকে অন্তর্কর্ষাধি ও বাহ্যকর্ষাধিনাশক দেবদ্বয় বাসিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি। ব্যাধি দ্বিবিধ-অস্তরের ও বাহিরের। দেবতা তাই যুগ্ম। (১ম—২২সূ—১৭)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাবিংশসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা।

অশ্বিনা তা হবামহে ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

যা। সুরথা। রথীতমা। উভা। দেবা। দিবিস্পৃশা।

অশ্বিনা। তা। হবামহে ॥ ২ ॥

মর্শানুসারিণী বাধা।

‘যা’ (যৌ প্রসিদ্ধৌ) ‘সুরথা’ (শোভনরথযুক্তৌ, রথীতমৌ, লোকপরিচালকৌ) ‘দিবিস্পৃশা’ (দিব্যালোকবাসিনৌ, জ্যোতিঃস্বরূপৌ) ‘তা’ (তৌ, তাদৃশৌ লোকহিতসাধকৌ) ‘অশ্বিনা’ (আধিব্যাধিনাশকৌ অশ্বিদেবৌ) ‘হবামহে’ (আহ্বয়ামহে, অমুসরেম)। রথী যথা রথং পরিচালয়তি, অশ্বিনৌ তথা অন্মান্ সুপথে পরিচালয়তঃ—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম ২২সূ-২খ) ॥

বঙ্গাহুবাদ।

যাঁহারা প্রসিদ্ধ লোকপরিচালক জ্যোতিঃস্বরূপ, তাদৃশ লোকহিতসাধক আধিব্যাধিনাশক অশ্বিদেবদ্বয়কে আমরা যেন অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—রথী যেমন রথকে পরিচালিত করেন, অশ্বিদেবদ্বয় সেইরূপ আমাদের গকে সুপথে পরিচালিত করুন।) ॥ (১ম—২২সূ—২খ) ॥

সারণ-ভাষ্যে।

যোভাশ্বিনা দেবা যাবুভাবশ্বিনৌ দেবৌ সুরথা শোভনরথযুক্তৌ রথীতমা রথীনাং মধ্যেহতি-
শরেন রথিনৌ। দিবিস্পৃশা জ্বালোকনিবাসিনৌ। তা হবামহে। তাদৃশাবধিনা আহ্বয়ামহে ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গাহুবাদ।

যে অশ্বিদেবদ্বয়, সুররথযুক্ত, রথসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী এবং বালোক-নিবাসী, সেই অশ্বিদেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি।

যেতানিষঠস্ব পদেষু স্থণাং স্থলুগিতি দ্বিবিচনস্যাকারঃ । সুরথা । শোভনো রথো যয়োত্তৌ
সুরথো । সমাসান্তোদাত্ত্বাপবাদং বহুব্রীহৌ পূৰ্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞস্থত্যাভিত্তাস্তর-
পদান্তোদাত্ত্বো প্রাপ্ত আহাদাত্ত্বং স্বাচ্ছন্দসীত্বাস্তরপদাত্ত্বাদাত্ত্বং । রথীতমা । অস্ত্রেযামপি
দৃশ্যতে ইতি সংহিতামিকারস্ত দীর্ঘস্বং । দিবিস্পৃশা । দিবিস্পৃশতঃ ইতি দিবিস্পৃশৌ ।
কিপ্ চেতি কিপ্ । তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক । গতিকারকোপপদাৎ কৃতি
কৃৎস্তরপদপ্রকৃতিস্বরং ॥ (১ম - ২২শ্ল - ২৫) ॥

দ্বিতীয় (২০৯) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকে অশ্বিনীদ্বয়ের স্বরূপ-পরিচয় দেখিতে পাই। তাঁহারা
'সুরথা'। ঐ শব্দে তাঁহারা শোভনরথযুক্ত বা রথিশ্রেষ্ঠ অর্থ উপলব্ধ
হয়। দুই অর্থই ভাবগ্রহণপক্ষে সঙ্গত। তাঁহাদের শোভন রথ বা
উৎকৃষ্ট রথ আছে, অথবা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ রথী বা শ্রেষ্ঠ রথ-পরিচালক—
দুই অর্থেই তাঁহাদের মানুষ্যের মঙ্গল-সাধনের ভাব আসে। এক ভাবে;
তাঁহারা আমাদের রথে গ্রহণ করুন, অর্থাৎ যে পথে যেমন
ভাবে চলিতে হইবে—চালাইয়া লউন; অন্য ভাবে, আমাদের মনোরথকে
তাঁহারা পরিচালিত করুন। এখানে নির্ভরতা—দেবতার উপর। যে
ভাবে চালাইলে, যে পথে পরিচালিত হইলে, আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়,

“যা” ইত্যাদি আটটি পদে (অর্থাৎ যা, সুরথা, রথীতমা, উতা, দেবা, দিবিস্পৃশা, অশ্বিনা
এবং তা—এই আটটি পদে) “স্থণাং স্থলুক” এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়বার দ্বিবিচনের স্থানে
আকারাদেশ ঘটরাছে। ‘শোভন ঘটরাছে রথ যাতাদেব’—এই অর্থে “সুরথা” পদটি নিষ্পন্ন।
সেই ‘সুরথা’ পদটির সমাসান্ত উদাত্ত্বস্বরের অপবাদক—বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পূৰ্বপদে
প্রকৃতি স্বর। সেই প্রকৃতিস্বরকে বাধিত বা রোধ করিয়া “নঞস্থত্যাং” সূত্র দ্বারা
পরপদে অস্তোদাত্ত্বস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, সেস্থলে “আহাদাত্ত্বং স্বাচ্ছন্দসি” সূত্র দ্বারা ‘সুরথা’
শব্দে পরপদে আহাদাত্ত্বস্বর হইরাছে। “অস্ত্রেযামপিদৃশ্যতে” এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে
‘রথীতমা’ পদটির ই-কারের দীর্ঘ ঘটরাছে। “দিবিস্পৃশতঃ” এই অর্থে “দিবিস্পৃশা” পদটি,
নিষ্পন্ন। ‘দিবি’ সপ্তমাস্ত পদপূৰ্বক ‘কিপ্’ সূত্র অনুসারে ‘স্পৃশ্’ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়
করিয়া “তৎপুরুষে কৃতি বহুলং” এই সূত্র দ্বারা উহাতে সপ্তমীর অলোপ হইরাছে।
‘গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ’ এই সূত্র দ্বারা উহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইরাছে। ২।

ঠাহারাই তাহার বিধান করুন,—এই প্রার্থনা । তাঁর পর বলা হইয়াছে,
—ঠাহারা 'নিম্পূশা', অর্থাৎ ত্র্যলোকবাসী বা জ্যোতির্গয়ভাবাপন্ন ।
এখানে জ্ঞানস্বরূপতা উপলব্ধ হয় । এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে
ককের ভাবার্থ হইতে পারে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেবদয় ! আপনারা স্বরূপে
শ্রেষ্ঠ সারথীর ম্যায় হৃদয়ে অগিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সংপথে পরিচালিত
করুন ।' এখানে অশ্বদয় সম্বোধনে যুগ্মদেবতার আরাধনার অভিপ্রায়
এই যে,—'আমাদের সংকর্ষ-গমুদ্রুত জ্ঞানভক্তি-রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত
হইয়া আপনারা গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করুন ।' (১ম—২২সূ—২৫) ॥

তৃতীয়া পাক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাণ্মতীসূক্তং । তৃতীয়া পাক্ ।)

যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা স্নুতাবতী ।

তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং ॥ ৩ ॥

* * *
পদ-বিশ্লেষণং ।

যা । বাং । কশা । মধুমতী । অশ্বিনা । স্নুতাবতী ।

তয়া । যজ্ঞং । মিমিক্ষতং ॥ ৩ ॥

* * *
মর্ষানুসারিণী-বাখ্যা ।

হে দেবো 'বাং' (যুবয়োঃ) 'যা' (প্রসিদ্ধা) 'মধুমতী' (অমৃতনিঃস্রবিনী)
'স্নুতাবতী' (প্রিয়সত্যবাগ যুতা) 'কশা' (তাড়নী, বিবেকরূপা উদ্বোধিনী) 'তয়া' (তয়া
সহাগত্যা) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম) 'মিমিক্ষতং' (সেক্তুং ইচ্ছতং, নিষ্পাদিতং) । হে
দেবো, বয়ং হি ভ্রান্তিপরায়াঃ । তস্মাৎ সতর্কীকরণায় বিবেকরূপেণ নদা অমাকং
হৃদয়ে বিরাজেথাৎ । ইতি প্রার্থনাস্যঃ ভাবঃ । (১ম ২২সূ—৩৫) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেবদয় ! আপনারা লেই অমৃতনিঃস্রবিনী প্রিয়সত্যবাক্-
স্বরূপিণী বিবেকরূপা তাড়নী সহ উপাস্ত হইয়া আমাদিগের

যাগাদি-কর্ম সম্পাদন করুন । (প্রার্থনার ভাল এই যে,—হে দেবদেব !
আমরাই ভ্রান্তিপরায়ণ । সেই হেতু সতর্ক করিবার জন্য বিবেকরূপে
সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বিলাস করুন ।) (১ম—২২সূ—৩৪) ।

সারণ-ভাষ্য ।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ বা যুবরোঃ সখাক্রনৌ বা কশাখণ্ডানী বিদ্যতে তয়া সহাগতা
যজমানদীর্ঘ মিমিক্তং । সোমরসেন সেক্তুমচ্ছতং । কশাখান্দৃঢ়ং তাড়য়িত্বা সঙ্গা সহাগত্যা
ভবদ্বিষয়াঃ সোমরসাহৃতিকৈঃ সম্পাদয়িত্বুমুদ্যাত্তৌ ভগতামতাবঃ । কৌদৃশী কশা । মধুমতী ।
অর্ণঃ ক্ষোদ তত্যা'দেষেবেশতসংখ্যাকেশ্বদকনামসু মধু পুরীষমিতি পঠিতং । তন্মাত্রদকবতী
তুক্তং ভবতি । অশ্বত শীঘ্রগত্যা যৎ স্বেদোদকং তবাত তেনসং কশা ক্লিষ্টেতাবঃ । হনুতাবতী
প্রিয়সত্যাবাগ্যুক্তা । তীব্রং কশাতাড়নেন । যো ধ্বনি নিস্পত্ততে । তাড়নবেলায়ামখাক্রুৎ চ
য আক্রোশঃ ক্রিয়তে । তদুভয়ং শীঘ্রগমনহেতুভেদে যজমানস্ত চ প্রিয়ং । যথা । শ্লোকো
ধারেত্যা'দযু সপ্তপঞ্চাশদাঙুনামসু কশা । ধমপেতি পঠিতং । অশ্বিনৌর্বা বাক্ মাধুর্যোপেতা
পাক্রম্যরহিতা হনুতাবতী প্রিয়ত্বসত্যোপেতা ফলপ্রদানবিষয়েতাবঃ । তয়া বাচা যুক্তৌ বজ্রং
মিমিক্তামাত বোজনীয়ং ॥

কশা . কশগতিশাসনরোঃ । পচাশ্চ । বুযাদিবা দাদাত্তাঃ । হনুতাবতী । উন

সারণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ও অশ্বিনেবদেব ! আপনাদের সখাক্রনৌ যে কশা অর্থাৎ অশ্বখণ্ডানী (চাবুক) বিস্তারিত
রহিয়াছে, তাহাদের সহিত আগমন করিয়া আপনারা আমাদের হস্তকে সোমরসের দ্বারা সেকন
কারিতে বাপ্ত হউন । অর্থাৎ, আপনারা কশার দ্বারা অশ্বসমূহকে দৃঢ়রূপে তাড়না করিয়া
শীঘ্র আগমনপূর্বক ভবদ্বিষয়ক সোমরসের আহৃতিকে সম্পাদন করিতে উদ্দেশ্যগী হউন
কশা ক্রিয়ং ? “মধুমতী” । “অর্ণ ক্ষোদ” ইত্যাদি শব্দলংকার উদক-নামের মতো ‘মধু’ ও
‘পুরীষ’ এই শব্দদ্বয় পঠিত হইয়াছে বলিয়া ‘উদকগতী’ এইরূপ উক্ত হইয়াছে । কশা পুনরায়
ক্রিয়ং ? না, - অশ্বের শীঘ্রগতিহেতু যে স্বেদগারি উৎপন্ন হয়, তদ্বারা ক্লিষ্টা । (পুনরায়
ক্রিয়ং) “হনুতাবতী” ; অর্থাৎ প্রিয় এবং সত্যাবাগ্যুক্তা । তীব্র কশাখাতের দ্বারা যে
ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এবং তাড়নসময়ে অখাক্রুৎ জন যে আক্রোশ করে তদুভয়ই শীঘ্রগমনের
হেতুভূত বলিয়া বজ্রমানের প্রিয় । অথবা, “শ্লোকঃ ধারা” ইত্যাদি সত্যাবাগ্যুক্তার বাক্-নামের
মতো “কশা-ধমপা” এইরূপ পঠিত হইয়াছে বলিয়া ‘কশা’ অর্থাৎ অশ্বদেবের যে শাক্য, তাহা
মাধুর্যযুক্ত ও পাক্রম্য-রহিত, অতএব “হনুতাবতী” প্রিয়ত্ব ও সত্যাবাগ্যুক্ত অর্থাৎ ফলোপকারক ।
সেই বাক্যযুক্ত অশ্বদেব ‘যজ্ঞকে সেকন কারিতে ইচ্ছা করুন’—এইরূপ যোজনা করিতে হইলে ।

গাত এবং শালনার্থক ‘কশ্’ ধাতুর উত্তর “পচাশ্চ” নিয়মে অচ্ প্রত্যয় করিয়া
শ্লীলক্ষে “কশা” এই পদটী নিস্পন্ন হইয়াছে । বুযাদিষহেতু ইহার আদিবর উদাত্ত ।
‘বুযাদিষহেতু ইহার আদিবর উদাত্ত । বুদ্ধিরূপে অশ্বদেবকে গাণ করে’ এই অর্থে ‘হু’-পূর্বক পরিহাগার্থ ‘উন’ ধাতুর উত্তর

পরিহাণে সৃষ্টনরভাগিপ্রমিত্তি স্নন । তথাবিধমুত্তং লত্যং যজ্ঞাং বাচি সা স্নূতা
নঞশ্ৰুত্যাংমিত্তাস্তরপদাভোদাস্তৎ বাগিন্ধা পরাদিশ্ছন্দসি বহুলামতি ঋকার উদাস্তঃ ।
সা যজ্ঞা আস্তি সা কশা স্নূতাবতীতি কশায়াঃ লংজা । এবং নামা কশেত্যর্থঃ ।
সংজ্ঞায়ং । পা০ চ ২।১১ । ঠাত মতুপো বহং । মিমিক্তং । মিহেঃ লন । হলঙাচ্চেতি
কিত্তাদ্গুণাতাৎ । চক্ৰক্ৰম্যানি । ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (২১০) ঋকের বশদার্থ ।

*

এ ঋকের বড়ই এক হাশ্বাস্পদ অর্থ প্রচারিত আছে । যে ডা
তাড়াইবার চাবুক—গাহা যে ডার গায়ের ঘামে ভিজিয়াছে, তার যাহা
অথকে দ্রুত চালাইতে পারে—নেহরূপ চাবুক গাঙ্গে করিয়া তোমরা
আমাদের যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন কর ;—এই যেন ঋকের প্রার্থনা । 'কশ',
'মধুমতী', 'স্নূতাবতী'—এই তিনটি পদের অর্থ নিষ্কাশন উপলক্ষেই ঋকের
ভাব এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । #

'কশ' পদ্যে "স্নূতাবতী" পদের অন্তর্গত "স্নূ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । যে বাক্যে 'স্নূ'
অর্থ প্রাণ, 'কশ' অর্থ লতা আছে, তাহাতে স্নূতা বাক্য কহে । এস্থলে, "নঞশ্ৰুত্যাং"
সূত্র দ্বারা পরপদে প্রাপ্ত যে অস্তোদাস্তবৎ, তাকে বাগিন্ধা "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলামতি" সূত্র
অনুসারে "স্নূতাবতী" পদটির ঋকারটি উদাস্ত হইয়াছে । সেই 'স্নূতা' যে কশা আছে,
সেই কশার লংজা অর্থ নাম - "স্নূতাবতী" । "সংজ্ঞায়ং" (পা০ চ ২।১১) এই সূত্র
অনুসারে "স্নূতাবতী" পদে মতুপের 'ম' এর স্থানে 'ব' হইয়াছে । মিত্ত বাতুর উত্তর স্নূ
প্রত্যয় করিয়া "হলঙাচ্চ" সূত্রানুসারে কিত্তভেদু গুণের অভাবে এবং চক্, ক্ৰ ও বহ হইয়া
"মিমিক্তং" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । ৩ ।

* * *

• বঙ্গদেশ-প্রচলিত তিনটি মধুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা, - (১)
"হে আশ্বিন, তোমাদিগের যে অথ শ্বেনযুক্ত ও মধু মযুক্ত চাবুক আছে, তাহার পিহত
আসিরা (অর্থ শীঘ্র আসিরা) এ যজ্ঞ (সোমরূপে) লক্ত কর " (২) "হে অশ্বিনীকুমার-
বর আপনাদিগের অথতাড়নী (চাবুক) অথের বর্ষদ্বারা আর্জ এবং শীঘ্র আগমন নিমিত্ত
যজ্ঞমানের প্রিয় । অতএব ইহার সাহিত আগমনপূর্বক আমাদিগের যজ্ঞ নিষ্পাদন করুন ।"
(৩) 'কশা-দ্বারা অথকে তাড়ন করুন । তাহাতে তাহার শ্বেননির্গত হউক ; কিন্তু অথকে
বেদনা দিবেন না । প্রিয় ও লতা বাক্যবৎ অন্ন পীড়নেই তাহাদিগকে পরিচালিত
করিবেন ।' ইত্যাদিরূপ নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে ।

কি শব্দ কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, ঋকে 'কশা' শব্দের বিশেষণ আছে— 'মধুমতী' । ব্যাখ্যাকারগণ লিখলেন,—'ঘর্ষ্মগিত্ত' । মধু হইল—ঘর্ষ্ম । ঋকে আছে—'সুনৃতাবতী' ; অর্থ করা হইল—'সুধনিযুক্ত' অর্থাৎ চাবুক-সঞ্চালনে যে 'শপ্ শপ্' শব্দ হয়, সেই মধুর স্বর । এই কি অর্থ ! গায়ত্রী আবার এস্থলে সোমরসের প্রাঙ্গ অ'নিয়াছেন । যজ্ঞকে সোমরসে অভিষিক্ত করা হউক,—তাঁহার অনুসরণে এইরূপ অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে ।

'কশা' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে ? যাহা মধুমতী, যাহা সুনৃতাবতী, সে 'কশা' কি অশ্বতাড়নী চাবুক । কখনও তাহা নহে । আমরা বলি,—এখানে 'বিবেকরূপা উদ্বোধিনী' ভাব ঐ 'কশা' শব্দে ব্যক্ত করিতেছে । বিবেকের তাড়না—কশাঘাত নহে কি ? গাধু-মজ্জনের পক্ষে সে কশাঘাত মধুমতী অর্থাৎ অমৃতফলপ্রদ । বিবেক-রূপ সেই কশাঘাতের প্রভাবে বিপথ হইতে বিমুখ হইলে, অমজ্জনের পক্ষেও সে কশাঘাত পরিশেষে মধুমতী হয় । তাহা 'মধুমতী' বিশেষণের সার্থকতা । তার পর—'সুনৃতাবতী' । ঐ শব্দের প্রতিবাক্য—'প্রিয়সত্যাগমুতা ।' বিবেকের কশাঘাত যে প্রিয় ও সত্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় । উহা সত্যপথ প্রদর্শন করে ; উহা দ্বারা প্রিয়কার্য সাধিত হয় । সুতরাং এখানে যেটকের কোনও সম্বন্ধ নাই ; অশ্বতাড়নী চাবুকেরও কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না । এ সকল মনস্তত্ত্বের বিষয় । স্বাগাদি-কর্মা সম্পাদন-পক্ষে চিত্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হয়, মন ক্রমে ভগবদ্ভক্তিমুত হয়,—এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে ।

উপমার ভাসায় পূর্বে ঋকে বলা হইয়াছে,—'সেই দেবদ্বয় রথিশ্রেষ্ঠ ।' সেই উপমা এখানেও অব্যাহত আছে । এখানে বলা হইতেছে,— 'মধুমতী অমৃতনিঃশ্রুদ্দিনী সুনৃতাবতী, প্রিয়সত্যাগমুতা কশা বা তাড়নী দ্বারা, হে দেব, আমাদিগকে তোমরা মৎপথাবলম্বী রাখিও । আমরা যেন নিপথে না যাই । সর্বদা সতর্ক করিয়া দিও—ভয়-মিত্রতা-সহযুত জ্ঞান-বিশেক রূপ কশার সাহায্যে আমাদিগকে সর্বদা সাবধান রাখিও,—পরিচালিত করিও' । (১ম—২২সূ—৩৭) ।

চতুর্থী পাক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ষাণ্ণিশসূক্তঃ । চতুর্থী পাক) ।

নহি বামস্তি দূরকে যত্র রথেন গচ্ছথঃ ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণঃ ।

নহি । বামঃ । অস্তি । দূরকে । যত্র । রথেন । গচ্ছথঃ ।

অশ্বিনা । সোমিনাঃ । গৃহং । ৪ ॥

* * *

মহ্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'অশ্বিনা' (হে অশ্বিনো দেবে) 'বামঃ' (যেন) 'রথেন' (জ্ঞানতন্ত্রিককর্ম্মরূপেণ বাসেন) 'বামঃ' (বামঃ) 'গচ্ছথঃ' (গচ্ছথঃ) তৎ চি 'সোমিনাঃ' (সোমবতো বাজকন্ত, তন্ত্রজনন্ত) 'গৃহং' (বজ্রক্ষেত্র, অন্তর), তদেব 'দূরকে' (দূরে) 'ন হি অস্তি' (ন বর্ত্ততে নহি) । হে দেবো, তন্ত্রজনন্ত ক্রদেশঃ যুবমোর্ষানং, তচ্চি ভবন্ত্যাঃ নটৈব বর্ত্ততে হতি ভাবঃ । (১ম - ২২২ - ৪ম) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে অশ্বিনীকুমার দেবদেয় ! যে রথের (জ্ঞানতন্ত্রিককর্ম্মরূপেণ বাসেন) দ্বারা আপনারা সংবাহিত হন, তাহাই তন্ত্র জনের গৃহ (অন্তর্যামেশ), সে স্থান—দূরে নহে । (ভাব এই যে,—হে দেবদেয় ! তন্ত্রজননের হৃদয়দেশই আপনাদের স্থান । সুতরাং তাহা আপনাদের গর্ভেই বর্ত্তমান আছে ।) । (১ম—২২২—৪ম) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যে ।

আখনা চে আখিনৌ দেবৌ যুবাং সোমিনঃ সোমনতো যজমানশ্চ গৃহং প্রতি রপেন গচ্ছথঃ ।
স মার্গো বাং যুবয়োর্দূরকে দূরদেশে নহন্ত । ন বর্ততে খলু । যত্র । যত্র গৃহে গচ্ছপস্তচ্চ
গৃহং দূরে ন ভবতি ॥

নাহি । এনমাদীনামস্ত উতাস্তোদাত্তঃ । অস্তি । চাদিলোপে বিভাষেতি নিষাতাভাবঃ ।
অত্র হি গৃহং দূরে চ নাস্তি যুবাং চ রপেন গচ্ছপ ইতি সমুচ্চমার্গার্থো স্যতে । চশকৌ
ন প্রযুক্ত্যন্ত ইতি চলোপে প্রথমা তিঙবিত্তিক্রিয়ন্তী'ত । যত্র । নিপাতশ্চ চেতি সংহিতাস্থ
দীর্ঘঃ । গচ্ছথঃ ইয়ং যত্রাপি ন প্রথমা তথাপি যত্রোক্ত বহুস্তযোগায় নিষাতঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্থ (২১১) ঋকের বিশদার্থ ।

—x!x!x—

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—অখিষয়
যেন নিম্নস্থত হইয়া কোনও যজমানের গৃহে সোমনস-রূপ মাদক-দ্রব্য
পানের তদ্ব্য শকটারোহণে গমন করিতেন । পথ চিন্তিতে না পারায়
উঁহারা যেন পখিষ্যে কাহাকেও তিঙায়া করিয়া উত্তর পাম,—‘সোমদাত্তা
যে যজমানের যে গৃহের দিকে রথে গমন করিতেছেন, সে গৃহ অধিক
দূরে নহে।’ ভ্রান্তি মানুষকে এইরূপভাবেই বিভ্রান্ত করে ।

যাহা হউক, আমরা এ ঋকের যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহারই মর্ম্ম

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অখিষয় ! আপনারা সোমনিষিষ্ট যজমানের গৃহের প্রতি রপেন দ্বারা গমন করুন ।
সেই (গমনের) মার্গে আপনাদের দূরদেশে বর্তমান হয় না ; অথবা যে গৃহে গমন করেন,
সেই গৃহ দূর হয় না ।

“এনমাদীনামস্তঃ” শৃঙ্গানুগারে “নতি” পদটির অর্থের উদাত্ত হইয়াছে । “চাদিলোপে
বিভাষা” শৃঙ্গ দ্বারা “অস্তি” পদটি নিষাতব্বয়ের অর্থাৎ হইয়াছে । এখানে ‘গৃহ দূরে নহ
এবং আপনারা রথের দ্বারা আগমন করুন’ এইরূপ সমুচ্চমার্গার্থক চ-কারের অর্থ সমামান হইয়াছে ।
“চ শকৌ ন প্রযুক্ত্যন্তে” এই নিয়মে চ-কারের লোপে “অস্তি” এই ক্রিয়াপদে প্রথমা তিঙ
বিত্তিক্র হইয়াছে “যত্র” এই পদটির “নিপাতশ্চ চ” এই শৃঙ্গ দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ
(যত্র) হইয়াছে । “গচ্ছথঃ” এই ক্রিয়াপদ, যদিও প্রথমা তিঙ বিত্তিক্র নয়, তথাপি
বহুস্তযোগবশতঃ এখানে ইহার নিষাতব্বর হয় নাই ॥ ৪ ॥

* * *

প্রদান করিতেছি। দেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই সে অর্থে সমী-
চীনতা বোধগম্য হইবে। ঋকে যে 'এথেন' শব্দের প্রয়োগ দেখি, তাহা
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-স্বরূপ রথ তিম অশ্রু কিছুই মনে হয় না। শুদ্ধ-সঙ্ক-
ভাবাপন্ন দেবগণ কখনও তোমার পরিদৃশ্যমান রথে আগমন করেন না।
তঁাহাদের রথ স্বতন্ত্র ;—সে রথ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-সহযুত। আমাদের
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-সহযুত রথে যদি তঁাহাকে আরোহণ করাইতে পারি,
তাহা হইলে তিনি কি আর দূরে থাকিতে পারেন? তাহা হইলে
আমাদের হৃদয়ের সহিত তঁাহার নৈকট্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—সে সম্বন্ধ
অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া যায়। সেই রথে তঁাহারা যখন সংবাহিত হইবেন,
'সোমিনঃ গৃহং' অর্থাৎ ভক্তের হৃদয় তখন তঁাহাদের অতি-নিকট হইয়া
আসিবে। এ হিসাবে এখানে ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়।
আমরা যেন আমাদের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-স্বরূপ রথে আপনাদিগকে সংবাহিত
করিতে সমর্থ হই; আর তাহাতে আমাদের অন্তর-প্রদেশ যেন আপনার
নিকটস্থ হয়; অর্থাৎ এখন আপনাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে
যে ব্যবধান রাখিয়া গিয়াছে, হে দেব, সে ব্যবধান দূর করিয়া দেন। আমরা
যেন আপনাদিগের সংবাহন-ক্ষম জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-রূপ যান প্রাপ্ত করিতে
পারি।' ঋকের ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ। (১ম—২২সূ—৩শ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

বৃহত্ত্ব দ্বিতীয়ে ছন্দোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি দাবিত্র্যশ্চতস্রঃ। দ্বিতীয়স্তেতি
খণ্ডে সৃজিতং। হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহী স্তোঃ পৃথিবী চ নঃ। আ० ৮।১০।

(ইতি। তত্র প্রথমং স্তুক্তে পঞ্চমীমুচ্যমাংহ ।)

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গাধিবাদ।

বৃহৎ-যজ্ঞের দ্বিতীয় ছন্দোমবিসরে বৈশ্বদেবতার শস্ত্রকণ্ঠে (প্রযুক্ত্যমান) "হিরণ্যপাণিমূতয়ে"
ইত্যাদি চারটি ঋকের দেবতা সাবিত্রী। আশ্বলায়নশ্রোতস্থের "দ্বিতীয়ত্ব" এই খণ্ডে
(এইরূপ) সৃজিত হইয়াছে; যথা ;—"হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহী স্তোঃ পৃথিবী চ নঃ"
(আ० ৮।১০) ইতি। সেই চারটি ঋকের প্রথমা এবং এই ষাট্টিংশসূক্তের পঞ্চমী
(হিরণ্যপাণিমূতয়ে) ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

পঞ্চমী কক্।

(অনমং মণ্ডলং । ষাণ্ডিন্যুক্তং । পঞ্চমী কক্)।

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপস্থয়ে।

স চেত্তা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যপাণিঃ । উতয়ে । সবিতারঃ । উপ । স্থয়ে ।

সঃ । চেত্তা । দেবতা । পদং ॥ ৫ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণার্থং, পারক্রাণার্থং) 'হিরণ্যপাণিঃ' (সুবর্ণপারিণং, জ্ঞানপ্রদং) 'সবিতারঃ' (সত্যপ্রকাশকং দেবং) 'উপস্থয়ে' (আহ্বয়ামি), 'স' চ (সা চ) 'দেবতা' (সাবিতা দেবঃ, দীপ্তদানাদিগুণযুক্তঃ) 'পদং' (চতুর্কর্গপ্রাপকং স্থানং, কৰ্ম বা)। 'চেত্তা' (জ্ঞাপয়িতা ভবতি)। সবিতা দেবঃ সানকত্র রক্ষকঃ সন চতুর্কর্গপ্রাপকং স্থানং জ্ঞাপয়িতা ইতি ভবতি। (১ম—২২সূ—৫ধ)।

বঙ্গাধ্ববাদ।

আমাদিগের পারক্রাণের নিমিত্ত সেই হিরণ্যপাণি (জ্ঞানপ্রদ) সবিতা (সত্যপ্রকাশক) দেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই দেবতা আমাদিগকে চতুর্কর্গাদিপ্রাপক স্থান বা কৰ্মপ্রাপন করুন। (ভাব এই যে,— সাবিতাদেব সানকের রক্ষক হইয়া চতুর্কর্গপ্রাপক স্থান জ্ঞাপন করেন।) ॥ (১ম—২২সূ—৫ধ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতয়েঃ রক্ষণার্থং সবিতারং দেবমুপস্থয়ে। আহ্বয়ামি। স চ সবিতা দেব এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যদেবতা ত্বা পদং যজমানেন প্রাপ্যং স্থানং চেত্তা। জ্ঞাপয়িতা ভবতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গাধ্ববাদ।

আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সবিতা নামক দেবতাকে আহ্বান করিতেছি। সেই সবিতাদেব, এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা হইয়া যজমানের প্রাপ্য যে স্থান, তাহার জ্ঞাপক হইবেন।

কীৰ্ত্তনং সবিভারং । হিরণ্যপাণিং । যজমানান দাতুং হস্তে স্তূৰ্ণধারিণং । যথা দেবকর্তৃকে
 বাগে লবিতা স্বয়মৃষ্টিগুহুতা ব্রহ্মহোনাগৃহিতঃ । তদানীং কত্ৰাং চিদষ্টাবধ্বৰ্যবস্তনৈ লবিভ্ৰে
 ব্রহ্মণে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশভাগং দত্তবস্তঃ । তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিভ্রা গৃহীতং
 সস্তদীরপাণিং চিচ্ছেদ । ততঃ প্রাশিত্রস্ত দাতারোহধ্বৰ্যবঃ স্তূৰ্ণধরং পাণিং নিস্মার
 প্রাক্ষিপবস্তঃ । পোহরমৰ্ধঃ কোশীতকীত্রাক্ষণে সমাম্নাতঃ । সবিভ্ৰে প্রাশিত্রং প্রাতজহু স্তূতস্ত
 পানী চিচ্ছেদ তস্মৈ হিরণ্যমৌ প্রাতিদধুতস্মাক্কিরণাপাণিরিতি স্তূত ইতি । হিরণ্যশব্দং
 পাণিশব্দং চ যাস্ক এবং নিক্কঙ্কি । হিরণ্যং কস্মাদ্ভ্রিয়ত আযম্যমানামতি বা হিরতে
 জনাজ্জনামতি বা হিতরমণং ভবতীতি বা হ্রদয়রমণং ভবতীতি বা হর্যতেকীত্রাৎ প্রেঙ্গাকর্ষণঃ ।
 নিং ২।১০ । ইতি । যথা পাণিঃ । পণায়তেঃ পূজাকর্ষণঃ । নিং ২।২৬ । ইতি ।

হিরণ্য শব্দো নিক্কিষয়তান্যাদাস্তঃ । বহুব্রীহৌ পূৰ্ণপদপ্রকৃতিবরঃ । উতয়ে । উদাস্ত
 ইত্যাহুবস্তাবৃতিযুক্তিভূতলাতীতাদিনা ক্তিনস্তোহস্তোদাস্তো নিপাতিতঃ । সবিভারং ।
 তুচ্চশব্দাস্তোদাস্তবৎ । চেস্তা । চিত্তী সংজ্ঞানে । অস্মাদস্তর্ভাবিতগাৰ্ঘ্যাস্তচ্ছীলো হ্রুৎ ।
 অনিত্যমাগমশালনমিতীউতাগঃ । নিস্বাদাস্তোদাস্তঃ । দেবতা । দেবাস্তল্ । পাং ৫৪২৭ ।

লবিতা কিরূপে 'হিরণ্যপাণি' অর্থাৎ যজমানকে দান করিবার নিমিত্ত হস্তে স্তূৰ্ণধারী ।
 অথবা দেবতাদিগের যজ্ঞ-কর্ম্মে সবিভূদেয় সময় পর্য্যন্ত হইয়া ব্রহ্মাক্রমে অনস্থিত ছিলেন
 সেই সময়, কোনও ব্রহ্মতে অধ্বর্যুগণ সেই ব্রহ্মাক্রমী সবিভাকে 'প্রাশিত্র' নামক পুরোডাশের
 অংশ প্রদান করেন । লবিতা, সেই 'প্রাশিত্র' হস্তে গ্রহণ করিলে, সেই প্রাশিত্র সবিভার
 হস্ত ছেদন করিয়াছিল । তদনন্তর যে অধ্বর্যুগণ প্রাশিত্র দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটা
 স্তূৰ্ণধর হস্ত নিস্মার করিয়া প্রাক্ষেপ করিয়াছিলেন (লবিতাকে দিয়াছিলেন) । সেই অর্ধ
 কোশীতকী ব্রহ্মণে সম্যক্রূপে পঠিত হইয়াছে ; যথা, — (অধ্বর্যুগণ সবিভূদেয়কে প্রাশিত্র
 দান করিয়াছিলেন । সেই প্রাশিত্র সবিভার পাণিষয় ছেদন করিয়াছিল । (অনন্তর) তাঁহাকে
 হিরণ্যর পাণিষয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া লবিতা 'হিরণ্যপাণি' নামে স্তূত হইয়াছিলেন ।
 যাস্ক 'হিরণ্য' শব্দের ও 'পাণি' শব্দের এইরূপ নিক্কচন বলিয়াছেন ; যথা, — "হিরণ্যং
 কস্মাদ্ভ্রিয়ত আযম্যমানামতি বা হিরতে জনাজ্জনামতি বা, হিতরমণং ভবতীতি বা, হ্রদয়রমণং
 ভবতীতি বা, হর্যতেকীত্রাৎ প্রেঙ্গাকর্ষণঃ ।" নিং ২।১০ । ইতি । তথা পাণিঃ পণায়তেঃ
 পূজাকর্ষণঃ । (নিং ২।২৬) ইতি ।

নিক্কিষয়ত্বহেতু 'হিরণ্য' শব্দের আদিবর উদাস্ত । বহুব্রীহি সমাসে পূৰ্ণপদে প্রকৃতিবর
 হইয়াছে । উদাস্ত এই অস্থবৃতি অধিকারে উ তযুক্তিভূতিসিটি ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'উতরে'
 পদটি ক্তিন (তি) প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ । ইহার অন্তবর উদাস্ত হইয়াছে । 'তুচ্'
 প্রত্যয়ের চেষ্টে 'লবিভারং' পদটির অন্তবর উদাস্ত । অন্তর্ভাবিতগাৰ্ঘ্য সংজ্ঞানার্থক
 'চিত্তী' (চিৎ) ধাতুর উত্তর তাদীল্যার্থে 'হ্রুৎ' প্রত্যয় করিয়া "অনিত্যমাগমশালনঃ"
 এই নিয়মে ইটের অন্তবে, "চেস্তা" এই পদটি নিস্মার হইয়াছে । নিস্বহেতু ইহার আদিবর
 উদাস্ত । "দেবতা" এই পদটি, "দেবাস্তল্" (পাং ৫৪২৭) এই সূত্র দ্বারা যার্ব

ইতি স্বার্থে তল। লিতীতি প্রত্যয়ঃ পূর্বমুদাত্তঃ । পদশব্দঃ পচাশ্চজন্তঃ । চিত্ত
ইত্যন্তোদাত্তঃ । ৫ ।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে চতুর্থো বর্গঃ । ৪ ।

* . *

পঞ্চম (২১২) ঋকের বিশদার্থ ।

— . —

এ শব্দটির সহিত এক নিচিত্র উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে ।
সবিতা-দেবের বিশেষণে যে 'হিরণ্যপাণি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,
উপাখ্যান সেই উপলক্ষেই সূচিত হইয়া থাকে । গায়ত্রের ভাষ্যেও সে
উপাখ্যান বিবৃত রহিয়াছে । * সূর্য্যদেব কোনও যজ্ঞে অশ্রুতরূপে
হব্যংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার হস্ত ছিন্ন হয় ; তাহাতে
ঋষিকের সূবর্ণনাগ্নিত হস্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন । এই কন্টাই
সবিতা (সূর্য্য) দেবের নাম—হিরণ্যপাণি । কেহ বা কহেন,—দেবতার
হস্তে সূবর্ণের বলিয়া ছিল বলিয়া তিনি হিরণ্যপাণি নামে পরিচিত হন ।
কেহ কহিয়াছেন,—'যজমানকে প্রদান কন্ট সূবর্ণ দারণ করিয়াছিলেন
বলিয়া, সবিতার (সূর্য্যের) নাম—হিরণ্যপাণি হইয়াছিল ।'

তার পর অর্থ নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা জনে নিষ্পন্ন
করিয়া গিয়াছেন । কেহ কহিয়াছেন,—'তিনি (সবিতা দেব) আকাশে
অস্থিত থাকিয়া আমাদের বালস্থানভূত পৃথিবীকে দেখিতেছেন ।' কেহ
কহিয়াছেন,—'তিনি যজমানের প্রাপ্য পদ জানাইয়া দিবেন ।' কেহ

'তল' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন । "লিত" শব্দ দ্বারা ইতার প্রত্যয়ের পূর্বমুদাত্ত হইয়াছে ।
পচাদি বলিয়া "পদ" পদটি অচ্ প্রত্যয়াত্ত । "চিত্তঃ" শব্দ দ্বারা ইতার অন্তম্বর উদাত্ত । ৪ ।

ইতি প্রথমাহেকর দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত । ৪ ।

* সূর্য্যদেবের 'হিরণ্যপাণি' নাম উপলক্ষে এ দেশে যেরূপ উপাখ্যান আছে, অস্তান্ত দেশেও
তদ্রূপ গল্প-কথা প্রচলিত দেখিতে পাই । গ্রীকদিগের 'হেলিও' (Helios), লাতিনদিগের
'সোল' (Sol), টিউটনদিগের 'টার' (Tyr), ইরানীয়গণের 'খরসেন' প্রভৃতি সূর্য্যেরই
নাম । এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ জন্ত সূর্য্যের হস্ত কাটা গড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে ;
অশ্রুতদিগের মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের 'টার'-দেব ব্যাভ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন,
বিশ্বদত্তী আছে । সূর্য্য ও সবিতা যে এক,—সর্বত্রই এই ভাব পরিণাম্য দেখি ।

* . *

কহিয়াছেন,—‘তিনি ভারতবর্ষের বিষয় অবগত আছেন।’ বেদ-রূপ কল্পৱক্ষ হইতে যিনি যে ফল প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা করিবেন, তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। বেদ-মন্ত্রের অর্থও সেই তেজু বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা মনে করি, এ শব্দের অন্তর্গত ‘হিরণ্যপাণিঃ’ এবং ‘পদঃ’ এই দুইটী পদের মর্মার্থ অনুমান করিতে পারিলেই শব্দের প্রকৃত ভাব স্বপ্রকাশ হইয়া পড়বে। ‘হিরণ্যপাণিঃ’ শব্দের অর্থ—‘সুবর্ণদারিণঃ’—কি না ‘অনপ্রদঃ’ ভগবান সনাতন-দেব কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—মে কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে! মে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার মে আনন্দের অধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখতে গেলে, তিনি মানুষ-রূপে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শন করিলে মন্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান রূপ অমূল্য রত্ন লভিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইবেন। আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, আপনার পরিত্রাণের জন্য, কি ধন প্রয়োজন? সুবর্ণ কি কখনও কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে? সুবর্ণের দ্বারা সাময়িক রক্ষা সাধিত হইলেও, উহার ভাবী ফল অনশ্চয় বিষময়। চিররক্ষা বা চিরপরিত্রাণ-লাভ সুবর্ণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভিন্নমিত্ত জ্ঞান-রূপ হিরণ্যেই প্রয়োজন হয়।

‘সাবিতারঃ’ শব্দ বা বিশেষণ সত্যপ্রকাশের ভাব ব্যক্ত করে। যিনি সত্যপ্রকাশক, যিনি জ্ঞানপ্রদ, আমাদের রক্ষার জন্য আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমাদের পরিত্রাণ করুন।—‘একপু ভাব যেখানে ব্যক্ত হয়, সেখানে বিশেষণের অর্থ সুবর্ণাদির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া কখনই কল্পনা করা যায় না। উপসংহারে ‘পদঃ’ শব্দের লক্ষ্য কি, চিন্তা করিয়া দেখুন। ‘সেই দেবতা আমাদের পদের বা স্থানের জ্ঞাপয়িতা হউন,’—ইহাতে কি ভাব ব্যক্ত করে? আমরা মনে করি,—চতুর্বিধ-গামক স্থানের বা কার্যের বিষয়ই ঐ ‘পদঃ’ শব্দের লক্ষ্য। ইহা ভিন্ন অন্য ভাব এ শব্দে সাধিতেই পারে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এ থাকের মর্মার্থ কাঁড়ায় এই যে,—
‘সেই জ্ঞানপ্রদ গত্যস্বরূপ সবিভা দেবকে আমাদের পরিভ্রাণের জন্ত
অর্চনা করিতেছি । দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই দেবতা মর্মার্থকামমোক্
চতুর্ধর্গফলপ্রাপ্তর উপায় আমাদেরকে জানাইয়া দেন । আমরা যেন
সেই সবিভূ-দেবের অনুধ্যানে, তাঁহার জ্ঞানরাশির অনুবর্তনে, জ্ঞান-
ধন-লাভে সর্বপ্রকারে সমর্থ হই । (১ম—২২সূ—৫ঋ) ।

— * —

ষষ্ঠী বাক্য ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাণ্মংশহুক্তং । ষষ্ঠী বাক্য) ।

অপাং নপাতমবসে সবিভারমুপস্থহি ।

তস্য ব্রতানুশাসি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

অপাং । নপাতং । অবসে । সবিভারং । উপ । স্থহি ।

তস্য । ব্রতানি । উশাসি । ৬ ॥

* * *

মর্মার্থানুশাসিনী-ব্যাখ্যা ।

হে মম মমঃ । ‘অবসে’ (রক্ষণায়, রক্ষালাভায় — পাপকনলাং ইতি বাবৎ) ‘অপাং’
(জলত, তমোভাবত) ‘নপাতং’ (ন পালকং, শোষকং, নাপকং) ‘সবিভারং’ (দেবং)
‘উপস্থহি’ (আরাধয়), ‘তস্য’ (সবিভূদেবত) ‘ব্রতানি’ (পূজাদিকর্মানি) ‘উশাসি’
(জামরাসিহে) । আশৌষোধকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । বয়ং সবিভূদেবত
পূজাশাসিনৌ তবদি ইতি ভাবঃ । (১ম—২২সূ—৬ঋ) ।

* * *

বহ্নীসুবাদ ।

হে আমার মন ! পাপকবল হৃষ্টে রক্ষালাভ করিবার
জন্তু, তুমোনাশক সবিভূ-দেবতার আরাধনা কর। সেই দেবতার
পূজাদি-কর্ম আমরা কামনা করিতেছি। (মন্ত্রটি আত্মোৎসাহক
এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সবিভূদেবতার
পূজাকামী হই।) । (১ম—২২সূ—৫গা) ।

সামগ্ন-তায়ুঃ ।

অত্র হোতা সামগ্নমুহিৎসমগ্নং বা শশ্বিনং ত্রোত । অবলেহ্মানিরক্তিভুং স্নিত্যায়ুপঙতি ।
তত্র সবিভুঃ লক্ষ্মী ন ত্রতানি কর্ম্মণি সোমযাগাদিরূপাণুশ্চাদ । কাময়ামহে । কীদৃশং
স্নিত্যায়ুঃ । অপাং নপাতং । জলন্ত ন পালকং । সস্তাপেন শোষকমিত্যর্থঃ ।

অপাং । উ'ডমিত্যাণিনা গিত্তজ্ঞেক্রুদান্তবৎ । নপাতং । পা রক্ষণে । অসা শত্রুস্তঃ পাচ্ছকং ।
তসা নঞা লমাসে নত্রাগ্ননপাদিত্যাণিনা নলোপপ্রতিষেধ ইতি বুঝকরঃ । অগ্নিহোমো ন পাত্তি
তল্লোষকবাৎ । ত্বিহি কথমপামিত বঞ্জী । ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থে'ত পা০ ২।৩।৬২
কর্ম্মণ বর্জ্যঃ প্রতিষেধাদিত্তি চেৎ । তহোঁবা শেষলক্ষণান্তা । অগ্নিদেবতাবপাং করণতরা
মবজ্জিনানয়েরাপ ইতি ক্ষু'তঃ । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিত্তি সূ'তে'শ্চ । অগ্নিনপক্ষ উগিদচামিত্তি
সুমভাবোহপি নিপাতনাদেবেতি মন্তব্যং । পাত্তেঃ ক্লিগন্তসা তুগ্মা নিপাতনাৎ দ্রষ্টব্যঃ ।

সামগ্ন তায়ুর বহ্নীসুবাদ ।

এস্থলে হোতা, সামগ্নী ঋষিক অপনা অত্র শত্রুগন্ত দ্বারা স্তাবক ঋষিককে লক্ষ্য করিয়া
বলিতেছেন—“আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্নিত্যায়ুদেবকে স্তব করুন।” সেই
স্নিত্যায়ুদেবের লক্ষ্মী সোমযাগাদিরূপ কর্ম্মসমুদয় আমরা কামনা করিতেছি স্নিত্যায়ুদেবের
তিনি জলের পালক নহেন, অর্থাৎ লমাক্রমে তাপ-প্রদানের দ্বারা জলের শোষক ।

“উ'ডমঃ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা “অপাং” এই পদটির বিতক্তিবর উদাস্ত হইয়াছে। “নপাতং”
এই পদটীতে রক্ষণার্থ ‘পা’ ধাতুর উত্তর শত্ (অৎ) প্রত্যয় করিয়া ‘পাৎ’ শব্দটি নিষ্পন্ন
হইয়াছে। সেট ‘পাৎ’ শব্দের নঞের লিহিত লমাসে “নত্রাগ্নপাৎ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ‘ন’ এর
লোপ নিষেধ প্রতিষেধ (নিবন্ধ) হইয়াছে—ইহা বৃজ্জিকারের মত ; কারণ, অগ্নিদেব জলের
শোষক বলিয়া তাহার রক্ষক নহেন। তাহা হইলে “অপাং” এই বঞ্জী ক্রমে সঙ্গত হইতে
পারে ? যেহেতু ‘নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থা’ (পা০ ২।৩।৬২) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মণি বঞ্জীর নিষেধ
আছে। অতএব ইহা শেষ লক্ষণা বঞ্জী গিত্তজ্ঞ হউক। অগ্নি এবং আদিত্য, ‘অগ্নেরাপঃ’
‘আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ’ এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি হেতু জলের কারক। এই পক্ষে “উগিদচাৎ”
এই সূত্র দ্বারা জলের অভাবও নিপাতন-বশতঃই হইয়াছে, ইহা জানা উচিত ।
কিণ প্রত্যয়ান্ত ‘পা’ ধাতুর উত্তর নিপাতনে ‘তুৎ’ (৭) বিকল্পে দর্শিত হইয়াছে।

অথবা ন পাতয়তীতি নপাং । পং২ গতাবিতি খাতোর্ণাস্তাং কিপ । অগ্নাদিতৌ হপাং
ন প্রাপকৌ প্রভ্রাত তচ্ছোষকৌ । অব্যমপূৰ্ণপদপ্রকৃতিস্বরস্বঃ । অগ্নে । তুমর্থে
নেসেনিত্যাদিনা অগ্নেন । নিস্বাভাত্যাদাতঃ । উশ্বসি । বশ কঠৌ । অদি প্রভ্রাতত্য,
ইতি শপো লুক । ইদস্তো মনিরিতীকারোপজনঃ । ৬ ।

* * *

ষষ্ঠ (২১৩) ঋকের বিশদার্থ ।

—: : —

এই ঋকের 'উপস্তু'হ' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকারগণ হোতার ও
অধ্বর্যুর কথোপকথন-ভাব কল্পনা করিয়াছেন । হোতা যেন অধ্বর্যুকে
বলিতেছেন,—'তোমরা উদ্বুদ্ধ হও ; উপাসনা আরম্ভ কর ।' 'অপাং ন
পাতং' বাক্যে 'জলের শোষণকর্তা' অর্থে অধ্যাহার করা হইয়া থাকে ।
তাহাতে অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'তোমাদের রক্ষণের জন্য জলের শোষণ-
কর্তা দেবকে তোমরা উপাসনা কর । আমরা তাঁহার ব্রত কামনা করি ।'
ইহা হইতে কেহ কেহ গোমম্বাগের ও সোমরসের কল্পনাও আনিয়াছেন ।

আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋক্ সাধকের আত্মোদ্বোধনমূলক । তিনি
যেন আপন মনকে (আত্মাকে) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে মন
(আত্মা) । তুমি ভগবানের পূজায় ব্রতী হও ।' তারপর 'অপাং ন পাতং'
বাক্যের অর্থ 'জলের শোষক' নয় ; উহার অর্থ—'তমোভাবের বিনাশ-
সাধক ।' 'ব্রতানি' শব্দে সাধারণ পূজাদি-কর্ম্ম অর্থই লক্ষ্য হয় । সে
হিণাবে ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'হে আমার মন, তুমি গেই তমো-
নাশক অজ্ঞান-আধার-বিনাশক স্মৃতির অর্থাৎ সত্য-প্রকাশক দেবের
উপাসনায় প্রবৃত্ত হও । গেই সত্যপ্রকাশক জ্ঞানালোকপ্রদ স্মৃতি

অথবা "ন পাতয়ত" এই অর্থে গত্যর্থক শ্রুত পং২ (পং) ধাতুর উত্তর কি । প্রথম কারণ
"ন পাতং" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । বস্তুতঃ অগ্নি ও আদিত্যদেব, জলের প্রাপক নহেন ;
পরন্তু তাহার শোষক । ইহার অব্যমপূৰ্ণপদে প্রকৃতিস্বর চইয়াছে । "তুমর্থে নেসেন" এই
শ্রুত দ্বারা 'অগ্নেন' প্রত্যয়ে "অগ্নে" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । নিস্বহেতু ইহার আদিস্বর
উদাত্ত । "উশ্বসি" এই পদটি কাঙ্ক্ষার্থক 'বশ' ধাতুর উত্তর 'মস্' বিভক্তিতে
"অদিপ্রভ্রাত্যঃ শপঃ" এই শ্রুত দ্বারা শপের লোপ করিয়া "ইদস্তোমসিঃ" এই শ্রুত দ্বারা
ইকার আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ৬ ।

* * *

দেবের অর্চনাই আমাদের প্রধান কাম্য হওয়া কর্তব্য। তাঁহার উপাসনাই আমাদের পবিত্রাণের একমাত্র উপায়।

‘অপাং ন পাতং’ বাক্য হইতে তমোভাব-নাশের অজ্ঞান-অধার-দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশই তমোভাবের অক্ষকারের স্রোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম। সেই জন্মই ‘জলের’ বা ‘জলীয় ভাবের নাশক’ সংজ্ঞায় গণিতাকে অভিহিত করা হয়। জলের আধিক্য, শৈত্যের প্রাধান্য—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। ‘অপাং ন পাতং’ বাক্যে যদি ‘পৃথিবীর জল শুকাইয়া দেওয়া’ যাহার কার্য—এইরূপ বুঝাইত, তাহা হইলে জলদানের প্রার্থনা কদাচ থাকিত না। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, অজ্ঞান-অধার দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন,—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা তদনুগারেই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। (১ম—২২সূ—৬ধা)।

— . —
সপ্তমী ধিকৃ।

(প্রথমং মণ্ডলং । দ্বাবিংশসূক্তং । সপ্তমী ধিকৃ)।

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রম্ম রাধসঃ ।

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

* * *
পদ-বিশ্লেষণঃ ।

বিভক্তারং । হবামহে । বসোঃ । চিত্রম্ম । রাধসঃ ।

সবিতারং । নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

* * *

মহাশূনারী-বাখ্যা ।

'বসোঃ' (মধুরত্ব, পরমপ্রিয়ত্ব, জ্ঞানরূপত্ব) 'চিত্রত' (রমণীয়ত্ব, অলৌকিকত্ব)
'রাধনঃ' (ধনত্ব) 'বিত্ত্কারং' (বিভাগকারিণং, দানকর্তারং) 'নৃচক্ষসং' (মনুষ্যাণাং প্রকাশ-
কারিণং, জ্ঞানমেন্দ্রোন্মেষণকারিণং) 'লবিতারং' (লবিতৃদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) ।
হে দেব ! ত্বং হি জ্ঞানস্বরূপঃ পরমধনপ্রদঃ ; অস্মাকং জ্ঞানমেন্দ্রোন্মেষণং কর, মোক্ষ-
প্রদো ভব ; ইতি প্রার্থনারাঃ ভাবঃ । (১ম—২২১—১৭) ।

* * *

বঙ্গাশুবাদ ।

পরমপ্রিয় অলৌকিক ধনের দাতা, জ্ঞানেন্দ্র উন্মেষণকারী সেই
লবিতৃদেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে
দেব ! আপনিই জ্ঞানস্বরূপ পরমধনপ্রদ, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রোন্মেষণ
করুন ; মোক্ষপ্রদ হউন ।) । (১ম—২২সূ—১৭ধা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বসোনিবাসতেতোশ্চিত্রত্ব স্বর্ণরজতাদিরূপেণ বহুবিন্দনা রাধসো ধনত্ব বিত্ত্কারং ।
অত্র যজমান-ঐশ্বর্যত্বদ্বন্দ্বনদানমুচিতমিত্তি বিভাগকারিণং । নৃচক্ষসং । মনুষ্যাণাং প্রকাশ-
কারিণং লবিতারং হবামহে । কৌশীতকিন এতচ্চা ঋচো বাখ্যানরূপে ত্রাস্পণে
লবিতৃ-ঐশ্বর্যগেতুহমেব সমামনন্তি । যদেতৎসোশ্চিত্রত্বঃ রাধস্তদেব লবিতা বিত্ত্কারতাঃ
প্রজাভ্যো পিত্তজতীতি ।

বিত্ত্কারং । তুচ্ছশিষ্টবাদস্তোদাস্তত্বং । কৃত্ত্বস্তরপদ প্রকৃতিস্বরূপেণ তদেন লিখাতে । হবামহে ।
হ্রয়তেঐশ্বর্যং ছন্দমীতি সম্প্রদারণং । বসোঃ । বস নিবাসে । লৃ স্তৃ স্তৃগীতাদিনা উঃ ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গাশুবাদ ।

নিবাসের চেতুভূত যে স্বর্ণরজতাদিরূপ বহুবিন্দ ধন, তাহার বিভাগকর্তা, অর্থাৎ 'এই
যজমানকে এইরূপ ধনদান করা উচিত' একান্ত বিভাগকারী এবং মনুষ্যাণের প্রকাশকারী
লবিতাকে আহ্বান করিতেছি । কৌশীতকগণ এই ঋকের ব্যাখ্যারূপ ত্রাস্পণে 'লবিতা যে
বিভাগের হেতু' তাহা পাঠ করিয়াছেন—“যাহা এই বিচিত্র ধন তাহাই লবিতা বিত্ত্কার
প্রজাগণকে বিভাগ করিয়া দেন ।”

“বিত্ত্কারং” এই পদটিতে 'তুচ্' প্রত্যয়ের চিত্ত্বহেতু অস্তোদাস্তস্বর হইয়াছে । ইহার
কৃত্ত্বপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে । “হবামহে” এই পদটিতে
'হ্রয়' ধাতুর “বহুলং ছন্দাস” সূত্র দ্বারা সম্প্রদারণ হইয়াছে । “বসোঃ” এই পদটি নিবাসার্থক
'বস' ধাতুর উত্তর “লৃ স্তৃ স্তৃ হি হ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'উ' প্রত্যয় করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে ।
'নিবং' এই অনুবাক্ত আধকারপদে 'উ' প্রত্যয়ের নিব্বহেতু এই “বসোঃ” পদটির আদিস্বর

নিদিকাহরুস্তেনিষাদাত্তাদাত্তঃ । রাধসঃ । অম্মমস্তো নিষাদাত্তাদাত্তঃ নৃচক্ষসং । নৃচক্ষ
ইতি নৃচক্ষাঃ । তৎ নৃচক্ষসং । চক্ষের্কঙ্কলং শিচ্চ । উ• ৪ ২০২ । ইত্যম্মন । শিষাদনার্ক-
ধাতুক্বেগ ষ্যাঞাদেশাভাবঃ । কুহস্তরপদপ্রকৃতিস্বরং ॥ ৭ ॥

সপ্তম (২১৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— * —

ঐহারা গৃহ অট্টালিকা অথবা মণিমুক্তাদি বিচিত্র ধনের কামনা করেন,
ঐহারা ততৎ ধনের বিতরণকর্ত্তা বলিয়াই গণিতা দেবকে মনে করিবেন ;
এবং সেই লক্ষ্য রাখিয়াই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন । আর
সেই ভাবেই এ ঋকের ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে । নামের
ভাষ্য লক্ষ্য করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে ।

কিন্তু ঋকের অন্তর্গত 'রাধসঃ' আর 'নৃচক্ষসং' পদ-দ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য
করিলেই পূর্ক্কাল অর্থ-পরিগ্রহণের প্রতি আর প্ররুতি আসিবে না ।
'রাধসঃ' শব্দে যে ধনকে বুঝায়, সে ধন মণিমুক্তা-স্বর্ণাদি অমার পার্শ্ব ধন
নহে ; ভগবানের আরাপনামূলক ভগবতুপাসনা হইতে প্রাপ্ত ধনকেই
ঐ শব্দের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায় । 'নৃচক্ষসং' শব্দে মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ
অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মেষকরী ভিন্ন অন্য অর্থ হইতেই পারে না ।
তবে যে মায়াদি ঐরূপ অর্থ করিয়া গিয়া ছন, তাহারও উদ্দেশ্য আছে ।
ভগবানের নিকট অমার-পার্শ্ব ধন চাহিতে চাহিতে ক্রম অপার্শ্ব ধনের
আকাঙ্ক্ষা আসিবে ;—ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল । যে ভাবেই হউক,
যেমন করিয়াই হউক, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হও—স্বফল-লাভ অবশ্যই
হইবে । ইহাই লক্ষ্য । থাকে দুই দিকের দুই ভাগই অধ্যাহার হয় । কিন্তু
উহার মূল লক্ষ্য—জ্ঞানরূপ অমূল্য ধনেরই প্রার্থনা । (১ম—২. সূ—৭ম)

উদাত্ত । 'অম্মন' প্রত্যয়ান্ত 'রাধসঃ' পদটির প্রত্যয়ের নিষেত্তে আদিবর উদাত্ত 'নৃচক্ষসং'
এই পদটি নৃচক্ষপূর্ক্ক 'চক্ষঞ' (চক্ষ) ধাতুর উত্তর 'চক্ষের্কঙ্কলং শিচ্চ' (উ• ৪ ২০২) এই
যুক্ত দ্বারা 'অম্মন' (অস্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে । শিষ্যবশতঃ আর্কধাতুক ০র
নাই বলিয়া 'চক্ষ' স্থানে 'ষ্যাঞ' (ষ্যা) আদেশের অভাব হইয়াছে । ইহার কুৎপ্রত্যয়ান্ত
পদপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে ॥ ৭ ॥

* * *

অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাণ্মংশত্বং । অষ্টমী ঋক্) ।

সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোমো তু নঃ ।

দাতা রাধাংসি শুস্তৃতী ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

সখায়ঃ । আ । নি । ষীদত । সবিতা । স্তোমোঃ । তু । নঃ ।

দাতা । রাধাংসি । শুস্তৃতী ॥ ৮ ॥

* * *

মহাকুলারিনী-ব্যাখ্যা ।

'সখায়ঃ' (হে লখিস্বরূপাঃ সদ্‌বৃত্তিনিচয়াঃ) 'আ' (আগচ্ছত, উদ্‌বুদ্ধা ভবত, যুরমিতি শেবঃ) 'নিষীদত' (উপনিশত, হৃদেদেণে অপ্রতিষ্ঠিতা ভবত) ; 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্তোমোঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'রাধাংসি' (অশীষ্টদমনানি) 'দাতা' (দানকর্তা, এদাতুমুহুর্তে ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (লবিতৃদেবঃ) 'শুস্তৃতী' (শোভতে, পুরতঃ পরিদৃশ্যমানো ভবতি) । এষা ঋক্ সাধকস্ত আয়োঁদোপনমূলকা । অত্র সাধকঃ লখিস্বরূপান্ লদ্‌বৃত্তিনিবহান্ লঘোণ্য ভগবদারাধনার্থং তান্ উষোপয়তি । (১ম—২২সূ—৮ঋ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমাদের সখাস্বরূপ (মঙ্গলবিধায়ক) সদ্‌বৃত্তিনিচয় ! তোমরা এম (উদ্‌বুদ্ধ হও), উপবেশন কর (হৃদেদেণে প্রতিষ্ঠিত হও) ; আমাদের বন্দনীয়, অশীষ্ট ধনের প্রদানকর্তা সবিতা দেব, (ঐ দেব), পুরোভাগে শোভমান (চিরবিজ্ঞমান) রহিয়াছেন । (১ম—২২সূ—৮ঋ) ।

* * *

লখিত্বগা হে ঋষিভ্যঃ । আ নিষীদত । সর্ক্বত্রোপবিশত । নোহম্মাকময়ং বিতা তু ক্ষিপ্রং
 স্তোম্যঃ স্ততিষোগাঃ । রাধাংসি ধনানি দাতা প্রধাকুমুহাক্তঃ । এতু সবিতা স্ততি । শোভতে ।
 সমানঃ সন্তঃ খ্যান্তি প্রকাশন্ত ইতি সখায়ঃ । খা প্রকপনে । সমানে খ্যান্তোদাস্তঃ ।
 উ. ৪।৩৮। ইতীগুপ্রত্যয়ঃ । তৎসন্নিযোগেন উৎ যলোপশচ । ডিহ্বাদাকারলোপঃ ।
 সমানঃ ছন্দসীতা দনা সমানশব্দঃ সাদেশঃ ইণ সন্নিযোগেনোদাস্ত্বঃ চ । জ স স্থ্যারনম্বুজা-
 নিতি নিহ্বাবৃদ্ধাদেশঃ । নিষীদত । সদেরপ্রভেঃ । পা. ৮৩৬৬। ইত যৎ ।
 স্তোম্যে প্রাপ্যন্তে স্তবঃ স্তোম্যঃ ত্বে ছন্দসীতি যৎ । যতোহনাব ইত্যাদ্যাদাস্ত্বঃ ।
 দাতা । দানশীলঃ । তাজ্জালো ত্বন নিহ্বাদাদ্যাদাস্ত্বঃ । রাধাংসি । গতং । কর্তৃকর্মণোঃ
 কৃতাতি প্রাপ্যায়ঃ যষ্ঠা ন লোকাব্যয়তি প্র ৩বেদ । ৮ ।

* * *

অষ্টম (২১৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে, ঋষিকৃ বা পুরোহিতগণ যেন
 আপনাদের গহচর গথাগণকে মনোনিবেশ করিয়া কহিতেছে,—‘হে গথাগণ !
 তোমরা আগমন কর, যজ্ঞক্ষেত্রে উপবেশন কর ; এবং পূজার্ন পনদাতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

সখিস্বরূপ হে ঋষিকৃগণ । আপনারা সর্বিত্র উপবেশন করুন । আমদিগের এই
 লবিত্বদেব শীঘ্রই স্ততিষোগা এবং (আমাদিগকে) ধনসমূহ প্রদান করিতে উদ্ভুক্ত হইবেন ।
 এই লবিত্ব শোভিত হইতেছেন ।

‘সমান হইয়া প্রকাশিত হইবেন যাতারা,’ এই অর্থে “সখায়ঃ” এই পদটী, সমান শব্দ পৃথক
 প্রকপন অর্থাৎ বিশিষ্ট ‘খা’ মাতুর উত্তর ‘সমানে খ্যান্তোদাস্তঃ’ (উ. ৪ ১৩৮) এই শ্লোক দ্বারা ‘ইণ’
 প্রত্যয় করিয়া প্রথমবার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখানে ইণ প্রত্যয়ের সন্নিযোগ হেতু
 ডিহ্ব, যলোপ, ডিহ্ববশতঃ আকার লোপ এবং ‘সমানঃ ছন্দসি’ ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা সমান শব্দের
 স্থানে ‘স’ আদেশ হইয়াছে । তন্ সন্নিযোগ হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে । জস্ব িহ্বিক্তি
 পরে হইয়াছে বলয় নিহ্বাহেতু বৃদ্ধি এবং আত্মদেশ হইয়াছে । “নিষীদত” এই পদটীতে
 ‘সদেরপ্রভেঃ’ (পা. ৮৩৬৬) এই শ্লোক দ্বারা স্বত্ব হইয়াছে । ‘স্তোম (স্ততি) গমুহে
 প্রাপ্যন্তে স্তবঃ’ এই অর্থে “স্তোম্যঃ” এই পদ, ‘স্তোম’ শব্দের উত্তর ‘স্তবে ছন্দসি’ এই
 শ্লোক দ্বারা ‘যৎ’ প্রত্যয় করিয়া প্রথমবার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখানে ‘যতোহনাবঃ’
 এই শ্লোক দ্বারা ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে । “দাতা” অর্থাৎ দানশীল, এই পদটী
 তাজ্জালার্থে ‘ত্বন’ প্রত্যয় করিয়া গিদ্ধ । নিহ্বাহেতু ইহার আদি-স্বর উদাত্ত । “রাধাংসি”
 পদটী উক্ত হইয়াছে । এখানে “কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি” এই শ্লোক দ্বারা প্রাপ্ত যে যষ্ঠী বিস্তৃতি,
 তাহা “ন লোকাব্যয়” এই শ্লোক দ্বারা নিষক হইয়াছে । ৮ ।

* * *

সবিতা দেবকে দর্শন কর।' এ হিগাবে, পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বা করাইয়া তাঁহাকে অর্চনা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রাণান হোতা বা যাজ্ঞিক, অগ্ন্যাগ্নি গাহক্দিগকে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন।

এ অর্থে বেদ-বাক্যের নিত্য অপরোক্ষায় প্রভূতি রক্ষিত হয় না। অপিচ, প্রার্থনামূলক বাক্যে একে অর্ধ-প্রকাশণ বাক্যের সমাবেশ সমীচীন বলিয়াও আমরা মনে করি না। আমাদের মত এই যে, এই বাক্যটি আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে 'গময়ঃ' শব্দে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে বুঝাইতেছে। সদ্বৃত্তি গম্ভীরে স্থায়ী মথ—মানুষের কি আর স্বভাব আছে? হৃদয়ে সদ্বৃত্তি-সমূহ জাগরিত হইলে যেরূপ শ্রেয়ঃ লাভিত হয়, তেমন আর কিছুই হয় না। সুতরাং এখানে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকেই উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে, নিশ্চিত মনে হয়। 'শুভ্রতি' ক্রিয়াপদে 'দেবতা সম্মুখং নিশ্চয়ান্ আছেন'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। দেবতা যে গর্ভস্থাপী তিনি যে গর্ভস্থ নিশ্চয়ান্ আছেন,—মানকের দিবা-দৃষ্টি যেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, অসুখ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাই, পাই যেন পাই না; দেখ দেখ, যেন দেখ না,—এই অবস্থায় যখন মানুষ উপনীত হয়; তখন যদি সে অন্তরস্থ সদ্বৃত্তিসমূহকে জাগরিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার ইষ্ট সিদ্ধ হয়। এখানে এক্ষণে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাজ্ঞিক এখানে আপনার অন্তরের সদ্বৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'এখনও কেন তোমরা উদাগীন রাহিয়াছ? ঐ দেখ, দেবতা সম্মুখং প্রকাশমান হইয়াছেন। আর নিশ্চয় থাকিও না। এখনও এম, এখনও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হও,—দেবতার পূজায় তাজ্ঞ বানিযোগ কর।' পক্ষান্তরে এটী একটী প্রার্থনা; ১। প্রার্থনা দেবতার নিকট হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। কেন না 'তিনিই তো সদ্বৃত্তিসমূহের আধারস্থানীয় সকল গম্ভীরের উন্মেষ-সাদক। তাহাতে তাপাধি দাড়াইতে পারে'—আমাদের মথ্যস্বরূপ পরম-মঙ্গলপ্রদায়ক হে দেবগণ। আপনারা গর্ভস্থ প্রকাশমান্ রূপিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার হৃদয় যে শূণ্য পড়িয়া আছে। আসুন, হৃদয়ে আধিষ্ঠিত হউন; আমি পরম মন লগ্ন কর। (ম—২২সূ—১৭)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

অগ্নিষ্টোমে প্রাতঃসমনেহং পত্নীরিতাবেতি নেটুঃ প্রস্থিত্যাকাশেণাতা । অক্ষগাঙ্ঘসীতি
বহুঞ্জ সূত্রিতঃ । অগ্নে পত্নীরিতাহোক্ষাংনাম গণাং নামেতি ৫

* * *

নবমী পাক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বাবিংশস্তকঃ । নবমী পাক) ।

অগ্নে পত্নীরিতা বহু দেবানামুশতীরূপ ।

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

* * *

গদ-বিশ্লেষণঃ ।

অগ্নে । পত্নীঃ । ইত । আ । বহু । দেবানাং । উশতীঃ । উপ ॥

ত্বষ্টারং । সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

* * *

মর্শ্যানুসারিনী ব্যাপাঃ ।

‘অগ্নে’ (অগ্নি-দেব) ‘উশতীঃ’ (অশ্বাকং মজলক্ষ্যমঃমানিঃ) ‘দেবানাং পত্নীঃ’
(দেবগণভৃতীঃ, সদ্গুণানলীঃ) ‘ত্বষ্টারং’ (ত্বষ্ট্র-দেবঃ, ত্রাণক-ত্বষ্টারং চ) ‘সোমপীতয়েঃ’ (সোম-
পানার্থে, কলিক্রমাগ্রাচণার্থে) ‘ইত’ (অশ্বিন-কর্মাণ) ‘আনত’ (আনয়) । তে দেবানঃ
অশ্বাকং জাঙ্ঘনং মজলপ্রদং পশুপূর্ণং কুরু, অশ্বিন-ত্রাণক-ত্বষ্টারং দেবভ্য ত্বষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাপন
ইতোবং প্রার্থনা-উক্তি-ভাষঃ । (২৫ - ২২২ - ২৫) ।

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

অগ্নিষ্টোম-মণ্ডলের প্রাতঃসমনে “অগ্নে পত্নীরিতাবত” এই একটি নেটু নামক পদ্বিকের
প্রস্থিত যাক্ষারূপে প্রকাশিত মন্ত্র । ‘ত্রাঙ্কাগাঙ্ঘসী, এত বহুঞ্জ সূত্রিত হইয়াছে,—“অগ্নে পত্নীরিতা-
বহোক্ষাং নাম গণাং নাম” ইতি । এই মন্ত্রগত সোম নবমী পাক কাণ্ড হইতেছে ।

* * *

সবিতা দেবকে দর্শন কর।' এ হিগাবে, পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বা করাইয়া তাঁহাকে অর্চনা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রাণান হোতা বা যাজ্ঞিক, অগ্ন্যান্ন গাহকৃদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন।

এ অর্থে বেদ-বাক্যের নিত্য অপরোক্ষা যয়ন প্রভৃতি রক্ষিত হয় না। অপিচ, প্রার্থনামূলক মন্ত্রে একরূপ অর্থ-প্রকাশণ বাক্যের সমাবেশ সমীচীন বলিয়াও আমরা মনে করি না। আমাদের মত এই যে, এই মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে 'গময়ঃ' শব্দ হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে বুঝাইতেছে। সদ্‌বৃত্তি মন্ত্রের ম্যায় গময়ঃ—মানুষের কি আর স্বভাব আছে? হৃদয়ে সদ্‌বৃত্তি-সমূহ জাগরিত হইলে যেকোন প্রকারে সাধিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং এখানে হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকেই উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে, নিশ্চিত মনে হয়। 'শুভ্রতি' ক্রিয়াপদে 'দেবতা গম্মুথহ গিষ্ঠমান্ আছেন'—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। দেবতা যে গর্ষ্যাপী তিনি যে গর্ষত্র গিষ্ঠমান্ আছেন,—মানবের দিবা-দৃষ্টি যেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাই, পাই যেন পাই না; দেখ দেখি, যেন দেখি না,—এই অবস্থায় যখন মানুষ উপনীত হয়; তখন যদি সে অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার ইষ্টে সিদ্ধ হয়। এখানে এক্ষণে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাজ্ঞিক এখানে আপনার অন্তরের সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে গম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'এখনও কেন তোমরা উদাগীন রহিয়াছ? ঐ দেখ, দেবতা গম্মুথ প্রকাশমান হইয়াছেন। আর নিশ্চিত থাকিও না। এখনও এম এখনও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হও,—দেবতার পূজায় তাজ্ঞ বনিয়োগ কর।' পক্ষান্তরে এটী একটী প্রার্থনা; সে প্রার্থনা দেবতার নিকট হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। কেন না 'তিনিহ তো সদ্‌বৃত্তি-সমূহের আধারস্থানীয় সকল মন্ত্রাণের উন্মেষ-সাপক। তাহাতে ভাবাধিদাড়াইতে পারে'—আমাদের মতাবস্থারূপ পরম-মঙ্গল-সাধক হে দেবগণ। আপনারা গর্ষত্র প্রকাশমান হইয়াছেন। কিন্তু আমার হৃদয় যে শূণ্য পড়িয়া আছে। আসুন, হৃদয়ে আধিষ্ঠিত হউন; আমি পরম মন লগ্ন করি। (ম—২২সূ—১৭)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

অগ্নিষ্টোমে প্রোক্তঃ যবনেহংগে পত্নীরিহাবোধি নেটুঃ প্রস্থিতযাভ্যপ্রোক্তা । অক্ষণাচ্ছসীতি
বংগে সূত্রিতং । অগ্নে পত্নীরিহাবহোক্ষাংনাম নশাং নামেতি ॥

* * *

নবমী পাক্ ॥

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বাবিংশসূক্তঃ । নবমী পাক্) ॥

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ ॥

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

গদ-বিশ্লেষণঃ ।

অগ্নে । পত্নীঃ । উত । আ । বহ । দেবানাং । উশতীঃ । উপ ॥

ত্বষ্টারং । সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

মর্ষ্যানুসারিনী ব্যাপাঃ ।

‘অগ্নে’ হে অগ্নিদেব । ‘উশতীঃ’ (অক্ষাণাচ্ছসীতি মঞ্জলকামঃমানাঃ) ‘দেবানাং পত্নীঃ’
(দেবগিভূতীঃ, সদ্গুণাংকীঃ) ‘বহ’ (উষ্ট্রেদেবং, ত্রাণকষ্টারং চ) ‘সোমপীতয়েঃ’ (সোম-
পানার্থং, স্কন্ধসুপাগ্রাণার্থং) ‘উত’ (অশ্বিন কশ্যপ) ‘আনত’ (আনয়) । হে দেব !
অক্ষাণাচ্ছসীতি মঞ্জলপ্রদঃ পশুপূর্ণঃ কুরু, অপিচ ত্রাণকষ্টারং দেবং তত্র প্রতিষ্ঠাপয়
ইতোবং প্রার্থনা উক্তি ভাষ্যঃ । (২৫ - ২২২ - ৯৭) ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের প্রোক্তঃ যবনেহংগে পত্নীরিহাবহ” এই একটা নেটু নামক পদিকের
প্রস্থিত যাক্ষারূপ প্রণাস্ত মন্ত্র । ‘ত্রাক্ষাণাচ্ছসীতি, এত বংগে সূত্রিত হইয়াছে, — “অগ্নে পত্নীরিহা-
বহোক্ষাং নামে নশাং নাম” ইতি । এই সূক্তগত সোম নবমী পাক্ কাণ্ড হইতেছে ।

* * *

বজ্রাস্ত্রবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আমাদিগের সজলকামী দেবপত্নীগণকে (দেবতার স্বরূপ গাঙ্গুগাংলীকে) এবং স্বর্গদেবকে (ত্রাণকর্তাকে এই যজ্ঞে (হৃদয়ে) আনয়ন করুন । (.ম—২২সূ—৯ঋ) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নে উশতীঃ কামরমানা দেবানাং পত্নীঃ পিতৃশ্রীণ্যাস্তা ইহ দেববন্দনদেশ আনহ । তথা স্বর্গারং দেবং লোমপীতয়ে সোমপানার্ঘ্যমুপনমীপ আনহ ।

পত্নীঃ । উতাস্তঃ পতিশব্দ আত্মদাস্তঃ । পত্নানে। যজ্ঞসংযোগে । পা০ ৪।১।৩৩ । ইতি ভীপ্ । তৎসম্মিযোগেন নকারশ্চ । ভীপঃ পিতৃভাড্ডিত্বর এব । উশতীঃ । বশ কাস্তৌ । কটঃ শত্ । আদিশ্রুতিভাঃ শপ ইতি শপোলুক্ । শতুভিষু প্রতিক্ষ্যা'দনা লক্ষ্যসারং । উগতশ্চৈতি ভীপ্ । শতুরম ইতি ভীপ্ উদাস্তঃ ॥ ২ ॥

* * *

নবম (২১৬) ঋকের বিশদার্থ ।

—: : —

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—‘হে অগ্নিদেব ! আপনি গেই কামনাপরাগণা (লোমরস-পানে বা যজ্ঞে আগমনে আগহাষিতা) দেব-পত্নীগণকে ও স্বর্গদেবকে সোমরস-রূপ মাদক-জ্রবা পানের জন্ত এই যজ্ঞে

সায়ণ-ভাষ্যের বজ্রাস্ত্রবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! (যজ্ঞে আগমনে) কামনা করিতেছেন যে ইন্দ্রানী শ্রুতি দেবপত্নীগণ, তাঁগদিগকে এই দেবতাদিগের পূজাস্থলে আপনি আবাচন করুন । গেইরূপ মোমপান জন্ত স্বর্গনামক দেবতাকে নিকটে আবাচন করুন ।

“পত্নী” এই পদটির ড’ত প্রত্যয়ান্ত ‘পতি’ শব্দটি আত্মদাস্ত । অনন্তর ঐ পতি শব্দের উত্তর “গত্যাণো যজ্ঞসংযোগে” (পা০ ৪ ১।৩২) এই সূত্র দ্বারা জ্রীণিঙ্গে ‘ভীপ্’ (ঙ্) প্রত্যয় এবং ঐ ‘ভীপ্’ প্রত্যয়ের সান্নিযোগ বশতঃ ন-কার আগম হইয়া বিতীয়ার বহুবচনে উক্ত “পত্নীঃ” পদটি নিম্পন্ন হইয়াছে । ‘ভীপ্’ প্রত্যয়ের পিতৃভেদু ড’ত-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে । “উশতীঃ” এই পদটি, কাব্যার্থক ‘বশ্’ ধাতুর উত্তর লটের শত্ করিয়া “আদিশ্রুতিভাঃ শপঃ” সূত্র দ্বারা শপের লোপ, ‘শত্’ প্রত্যয়ের ঙ্গিত্বেতু “প্রতিক্ষ্যা” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা লক্ষ্যসারণ (বশ + উশ্) এবং “উগিতশ্চ” সূত্র দ্বারা জ্রীণিঙ্গে ভীপ্ (ঙ্) প্রত্যয়ে বিতীয়ার বহুবচনে নিম্পন্ন হইয়াছে । “শতুরমঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘ভীপ্’ প্রত্যয় উদাস্ত হইয়াছে । ২ ।

* * *

বহন করিয়া আনুন।' কোনও উৎসব-ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগের জন্য যেমন মহিলাগণ গমনোৎসুক হন, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পায়। দেবগণকে সাকার দেহধারী মনুষ্য বলিয়া মনে করিলে অথবা কোনও রাজা-রাজারা সম্বন্ধে ঐরূপ উপাসনা-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিলে, ঐ সকল ভাবই আশ্রিত পাবে।

কিন্তু দেবগণকে অশরীরী শুদ্ধমত্বেভাবে অবস্থিত বা ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তখন আর পূর্বোক্ত অর্থে আস্থা থাকিতে পারিবে না। তখন 'উপত্যঃ' শব্দে সোমপানে তাঁহাদের কামনা' প্রকাশ পাইবে না; পরন্তু ভক্তের যান্ত্রিকের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের কামনা প্রকাশ পাইবে; 'দেবানাং পত্নীঃ' তখন সদৃশগনিবহ অর্থ প্রকাশ করিবে; স্বপ্নদেয় ভ্রাণকর্তৃরূপে বিকাশ পাইবেন; সোমপানার্থ আহ্বান পূজাগ্রহণের বা ভক্তিসুধাপানের জন্য সৃচিত হইবে।

এ মতে থাকের ভাবার্থ হইবে এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আমাদের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদৃশগাবলীর সহিত আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। আমাদের হৃদয় সত্য-সরলতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হউক। আমাদের পরিভ্রাণকারী দেবতার উদ্দেশ্যে আমরা ভক্তিসুধা সঞ্চিত রাখিরাছি। তাঁহারা আশ্রিত পান করুন। এই প্রার্থনা (১ম—২:সূ—৯ধা)।

দশমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ দ্বাবিংশসূক্তং । দশমী ঋক্ ।)

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং ।

বরুত্রীং ধিষণাং বহ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অ। ষাঃ। অগ্নে। ইহ। অবশে। হোত্ৰাং। যিষ্ঠ। ভারতীং।
 --- - ---

। ।
 বক্রজীং। দিষগাং। বহ ১০।
 - -

মন্ত্রানুসারিণী-গাণা।

‘যিষ্ঠ’ (যুগন্তম, জ্ঞানিতদামনার পরমোত্তমস্বরায়ণ) ‘অগ্নে’ (হে অগ্নিদেব) ‘অবশে’ (অশ্রাকং রক্ষণায় পরিত্রাণায়) ‘ষাঃ’ (দেবপত্নীঃ, দেববিভূতীঃ, সদগুণাবলীঃ) ‘হোত্ৰাং’ (হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীঃ, দেবাহ্বানপ্রসূতি) ‘ভারতীং’ (বাগদেবীং, মত্যাশ্রয়কথনশীলতাং) ‘বক্রজীং’ (সত্যানুরক্ষিত্রীং দেবীং, সঠৈত্যকনিষ্ঠাং) ‘দিষগাং’ (সদবুদ্ধিপদাং দেবীং, স্ববুদ্ধে চ) ‘ইহ’ (অগ্নিন যজ্ঞে, হৃদয়ে) ‘আবহ’ (আনয়)। অমরা সামকৃত সদগুণকামনা দেবভাণলাভাকাজ্জা চ প্রকাশ্যে। (১ম - ২২সূ ১০খ)।

বঙ্গানুবাদ।

লৌকহিতগামনে যুবজনানিক উত্তমগম্পন্ন হে অগ্নিদেব। অ'মাদেয় পরিত্রাণের জন্য সেই দেবপত্নীগণকে (মস্তাননিবহকে) এই যজ্ঞে (আমাদের হৃদয়ে) আনয়ন করুন; হোত্ৰাদেবী (দেবাহ্বান-প্রসূতি) ভারতী (মত্যাশ্রয়কথনশীলতা) বক্রজী (সঠৈত্যকনিষ্ঠা) দিষগা (স্ববুদ্ধ) প্রভৃতি দেবীগণকে গাণান আনয়ন করুন। (১ম - ২২সূ - ১০খ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নে। অবশেহ্মানবিত্ত্বঃ শ্রী দেবপত্নীরকাবহ। তথা হে যিষ্ঠ যুগন্তমাগ্নে হোত্ৰাং হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকপ্রাদিত্য পত্নীং বক্রজীং বরগীমাং দিষগাং বাগ্গেবীং চাবহ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করার নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে এতস্থলে আনয়ন করুন। সেইরূপ, হে যিষ্ঠ অর্থাৎ যুবকশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব। হোমনিষ্পাদক অগ্নিদেবের পত্নীকে, ভরত-নামক আদিত্যদেবের পত্নীকে এবং বরগীমা বাগদেবীকে আনয়ন করুন।

যাথে ধিবনেতি বাজসনেয়কং । ভরত আদিভা ইতি যাক্কেনোক্তবাস্তৱ পত্নী
ভারতীভ্রাচাত্তে । গমাস্ত ইতি য়াঃ । পম্‌২ স্পম্‌২ পতো । ঔপাদিকো ড্‌প্‌প্রত্যয়ঃ ।
ডিষাটিলোপঃ । প্রত্যয়স্বরঃ । হোত্রাৎ ; হ্যামাশ্ৰুভনিতাস্ত্ৱন । উ० ৪।১৬২ । ইতি
জনস্তো নিষাদাহাদান্ত । অতিশয়েন যুবা যবিষ্ঠঃ । অতিশয়নে তমনিষ্ঠনৌ । স্থলদুরেতা
দিনা যপাদিপরস্ত লোপঃ পূর্ক্‌৩ চ গুণঃ । ভারতীং । শাক্‌রবাদেররবৃকৃতস্যং ভীনস্তো
নিষাদাহাদান্তঃ । বক্রত্ৰীং । প্রসিতক্‌ভিত্তেত্যাদৌ । পা० ৭।২৩৪ । যস্তপি বক্রত্‌শক্‌স্বত্ব
ইত্‌যাক্‌ তথাপাস্ত ইতি করণস্ত প্রদর্শনার্ধং হ্যক্‌ত্‌শক্‌স্বনস্তোহপি দ্রষ্টব্যঃ । তেন নিষাদাহা-
দান্তস্যে । শেষনিষাতেন ঞ্কারস্তাশ্রুদান্তহ্যদান্তবণো হলপূর্ক্‌াদিত্যপি ন ভীপ উদাস্বয়ং ॥
ধিবণাৎ । ক্‌প্রত্যয়ানুসৃত্তৌ ধ্বষেধিষ্‌ চ সংজ্ঞায়াম্ । উ० ২।৮০ । ইতি ক্‌য়াঃ । ১০ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে পঞ্চমো বর্গঃ । ৫ ।

* * *

দশম (২১৭) ঞ্‌কের বিশদার্থ ।

—:—:—

এ ঞ্‌ক অভিনব ভাবস্ফোভক । যখন দেবগণকে আমরা সাকার-রূপে
আমনন করিব, তখন এ ঞ্‌কের একরূপ অর্থ অধািন হইবে ; আবার
যখন আমরা দেবগণকে অশরীরী সূক্ষ্ম-শুদ্ধগত্‌ অবস্থাপন্ন বলিয়া বুঝিতে

বাজসনেয়িগণ বলেন,—‘বাস্‌দে গোই ধিবণা’, ‘ভরত’ শক্‌টী আদিভাদেবের নাম—ইহা বাস্ত
বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পত্নীকে ভারতী কহে । ‘য়াঃ’ এই পদটী গত্যর্থক পম্‌২ পাতুর
উত্তর ঔপাদিক ‘ড্‌’ প্রত্যয়ে ডিষাচেতু টিয়ার লোপে নিস্পন্ন হইয়াছে । এই পদটীতে প্রত্যয়-
স্বর । ‘হোত্রাৎ’ এই পদটী ‘হ্যামাশ্ৰুভনিতাস্ত্ৱন’ (উ० ৪।১৬২) এই শব্দ দ্বারা হ্‌ পাতুর
উত্তর জন প্রত্যয় করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে । নিষাহত্‌ ইহার আদিপর উদান্ত । ‘অতিশয় যুবা’
এই অর্থে ‘যবিষ্ঠঃ’ এই পদটী ‘যুবন্‌’ শব্দের উত্তর ‘অতিশয়নে তমনিষ্ঠনৌ’ শব্দ দ্বারা
‘ইষ্ঠন্‌’ প্রত্যয়ে ‘স্থলদূব’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যপাদি-পরের লোপ এবং পূর্ক্‌৩ (যুএর) গুণ
করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে । ‘ভারতীং’ এই পদটী শাক্‌রবাদের মধো বৃকৃতত্‌ ভিন্ন বলিয়া
‘ভীন্‌’ প্রত্যয়ান্ত । নিষাচেতু ইহার আদিপর উদান্ত । ‘বক্রত্ৰীং’ পদটী যদ্বিও ‘প্রসিত
ক্‌ভিত্ত’ (পা० ৭।২৩৪) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ‘ত্‌’ প্রত্যয়ান্ত, তথাপি ‘অন্তে’ এই
করণের প্রদর্শনার্ধ ‘শক্‌ত্‌’ শক্‌ ‘ত্‌’ প্রত্যয়েও নিস্পন্ন হয় । পেট চেতু নিষগণতঃ আদিপর
উদান্ত হইয়াছে । শেষপর নিষাত্‌ বলিয়া ঞ্‌কার অনুদান্তহেতু ‘উদান্তবণো হলপূর্ক্‌াৎ’ এই
শব্দ দ্বারা ভীপের উদান্ত হয় নাই । ‘ধিবণাৎ’ এই পদটীতে ‘ক্‌য়া’ প্রত্যয়ের অনুসৃত্তি অধিকারে
‘ধ্বষেধিষ্‌ চ সংজ্ঞায়াম্’ (উ० ২।৮০) এই শব্দ দ্বারা ‘ক্‌’ প্রত্যয় হইয়াছে । ১০ ॥

ইতি প্রথমষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

* * *

পারিব, তখন একাধিক অর্থ আর এক প্রকার কাঁড়াইয়া যাইবে। আমরা দুই ভাবেরই আলোচনা করিতেছি।

রূপ-গুণের অংশভূত নরদেহধারী জীব আমরা, রূপগুণের অতিষ্ঠ বিষয়কে আমাদের ম্যান পারগায় ধারণা করিতে পারি না; তাই আমরা আমাদের দেহতাকে মনোমত ধারণাযোগ্য রূপে গুণে বিভূষিত করিয়া লই; তাই আমরা অরূপে রূপের আরোপ করি, অগুণে গুণের প্রকাশ দেখি; তাই আমাদের দেহদেহী, অদৃশ্য অব্যক্ত অবাঞ্ছন্যগোচর হইয়াও, দৃশ্য-রূপে, ব্যক্ত ভাষায়, বাঞ্ছনের গোচরভূত অবস্থায়, প্রকাশমান হন। ‘মহানুসারিণী-প্যাখ্যায়’ বা ‘বঙ্গানুগানে’ দুই দিক দিয়া থাকে যে দুইরূপ অর্থ দুইরূপ ভাষা প্রকাশ করিলাম; তাহাতে, এক—অদৃশ্যকে দৃশ্যভাবে, অগ্নে—অব্যক্তকে ব্যক্তভাবে প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ, যতই যাহা-কিছু বিশদ-ব্যাখ্যার স্পর্শ করি না কেন, সকলই আমাদের বিব্রম মাত্র; কেন-না, স্বরূপ-ব্যক্তি—চিত্রপটেও হয় না, ভাষায়ও হয় না; সে কেবল অনুভবনার সামগ্রী মাত্র—সে কেবল জ্ঞানযোগের নিম্নভূত। তবে যে ব্যাখ্যা-বিবৃতির প্রয়োজন হয়, তবে যে রূপের প্রকাশের ও গুণের অভিব্যক্তির আশুক হয়, সে কেবল—উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে। সে কেবল—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপময়কে মনে পড়িবে বলিয়া; সে কেবল—গুণের অনুম্যান করিতে করতে গুণময়ে মৌন হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া। নচেৎ, যাহা ম্যানের বিষয়, তাহা যে কখনও ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে, তাহা কদাচ আমরা মনে করি না। অতএব, থাকে অর্থ যিনি সে ভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোথাও সংস্কৃতি পিত্ত আনয়ন না করে—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

যদি দেবীগণকে ভিন্নভিন্নরূপ দেহধারী ভিন্ন ভিন্ন দেবপত্নী বলিয়াই আমনন করা হয়, তাহা হইলেও অর্থ কর,—‘সেই এক এক ভগবান্ভূতির অংশ-রূপা দেবীকে আমরা ভক্তি-বিনয় চিত্তে পূজা করিতে ইচ্ছা করি; যে অগ্নিদেব, আপনি তাঁহাদিগকে এই যাজ্ঞ আময়ন করুন।’ অথবা; যদি এক এক তাঁহাদিগকে এক এক ভগবান্ভূতি সদৃশ বলিয়া বুঝা থাক, প্রার্থনা কর,—‘হে অগ্নিদেব! ঐ সকল সদৃশ-

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৬ বর্গ।] : দ্বাদশসূক্তং ।

১০৫১

রূপ ভগবৎস্তুতি দ্বারা আমাদিগের অন্তর পরিপূর্ণ করুন ।' যে ভাবেই
অর্থ গ্রহণ করুন, স্মরণ রাখিবেন, সত্য অভিম—মেই একই আছে ;
বাম-রূপ ভিন্ন হলেও বস্তু কখনও ভিন্ন নাহে । (১ম—২২সূ—১০খ) ।

— * —

একাদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বাদশসূক্তং । একাদশী ঋক্) ।

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচস্তাং ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অভি । নঃ । দেবীঃ । অবসা । মহঃ । শর্মণা । নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্রাঃ । সচস্তাং ॥ ১১ ॥

* * *

মর্দানুশাসিতী-ব্যাখ্যা ।

'নৃপত্নীঃ' (নৃপত্নীঃ, নরপত্নীঃ পালিত্র্যঃ) । 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' (অচ্ছিন্নপত্রাঃ, সর্বজনমান-
পতিশীলাঃ, পত্রাপক্কাবিরহিতাঃ) । 'দেবীঃ' (দেবীঃ, ভগবৎস্তুতয়ঃ) । 'অবসা'
(অমাকং রক্ষণেন, পরিভ্রাণেন) । 'মহঃ' (মহতা) । 'শর্মণা' (সুধেন চ লভ) । 'নঃ'
(অম্যান্) । 'অভি' (আভিমুখ্যেন) । 'সচস্তাং' (সেবস্তাং, শীত্রঃ আগচ্ছত্) । অমাকং
সুখসম্পাদনার্য পরিভ্রাণায় চ সর্বজনপ্রতিপালিকা ভগবৎস্তুতয়ঃ পত্রাপক্কাবিরহিতাঃ
সত্যঃ অম্যান্ প্রাপ্নুগন্ত ইতি ভাবঃ । (১ম - ২২সূ - ১১খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

মনুষ্যগণের প্রতিপালিকা, সর্বত্র অবাগমনশীল, মেই দেবীগণ
(দেবভাবনিবহ), আমাদিগের পরিভ্রাণের ও সুখ-গাণনের জন্য আমাদিগের
লিকট আগমন করুন । (১ম—২২সূ—১১খ) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য ।

দেবীর্দেব্যা দেবপত্ন্যাঃ পিতৃণাম রক্ষণেন মহো মহতা শর্ষণা চ সুখেন চ লহ মোহানিচি
সচতাঃ । আভিসুখোন লেবস্তাঃ । কৌতুশো : দেবাঃ । নৃগভীঃ । মনুষ্যাণাং পালয়িত্বাঃ ।
অচ্ছিন্নপত্রাঃ । অচ্ছিন্নপত্রাঃ । ন হি পাক্করূপাণাং দেবপত্নীনাং পত্রাঃ কেনচিচ্ছিত্তে ।

দেবীঃ । পুংযোগাদাখ্যায়ঃ । পা० ৪।১।৪৮ । ইতি ভীষন্তঃ । প্রত্যয়বরণেশ্চোদাত্তাঃ ।
দীর্ঘাজ্জি চৈতি প্রাত্বেষথ বা চন্দনোতি পাক্ককতোক্তেঃ পূর্বসবর্ণদীর্ঘৎ । অবলা ।
অব রক্ষণে । অনুম । নিষাদাত্তাদাত্তাঃ । মহঃ । মহ্ পূজায়াং । কিপ্ । সুপাংসুপো
ভবন্তীতি তৃতীয়ৈকবচনত্ উদাদেশঃ । লাবেকাচ ইতি বিশ্লেষকদাত্তৎ । নৃগভীঃ ।
সমালীশ্চোদাত্তে প্রাপ্তে পরাদিশ্চন্দনি বহুলমিত্যুক্তরপদাত্তদাত্তৎ । অচ্ছিন্নপত্রাঃ । ন
চ্ছিন্নাচ্ছিন্নানি । অবায়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । অচ্ছিন্নানি পত্রাণি যাদাং তাঃ । বহুব্রীহৌ
পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । ১১ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

দেবপত্নীগণ রক্ষণের ও মহৎ সুখের সহিত আমাদের অস্তিত্বপূর্ণ অর্থাৎ নিকটস্থিতী
হইয়া আমাদের সেবা করুন । দেবপত্নীগণ বিরূপ ৭ "নৃগভীঃ" অর্থাৎ মনুষ্যসমূহের
পালনকর্তা । "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" অর্থাৎ পাক্করূপা দেব-পত্নীগণের পক্ষসমূহকে ছেদন
করিতে কেহ সমর্থ হইবে না ।

"দেবীঃ" এই পদটী, 'দেব' শব্দের উত্তর "পুংযোগাদাখ্যায়ঃ (পা० ৪।১।৪৮) এই সূত্র
দ্বারা স্ত্রীলঙ্গে ভীষ (ঙ্) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে লিঙ্গ হইয়াছে । প্রত্যয়স্বর হেতু
ইহার অন্তস্বর উদাত্ত । 'দীর্ঘাজ্জি চ' সূত্র দ্বারা পূর্বসবর্ণদীর্ঘ নিবেশ আছে, অর্থাৎ 'জস্'
পরে 'দেবীঃ' পদ না হইয়া 'দেবাঃ' পদসিদ্ধ হয় । কিন্তু তাহা "বাছন্দল" এত সূত্র দ্বারা
ছন্দানিবয়ে বৈকল্পিক বিশদ থাকায় এ পক্ষে পূর্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে, অর্থাৎ বিচক্ষিত
অ-কার স্থানে ঙ্-কার হইয়াছে । "অবলা" এই পদটী, রক্ষণার্থে "অন" শব্দের উত্তর "অনু"।
প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার এক বচন লিঙ্গ হইয়াছে । নিষতেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত । "মহঃ"
এই পদটী পূজার্থক 'মহ্' শব্দের উত্তর 'কিপ' প্রত্যয় করিয়া "সুপাংসুপো ভবন্তী" এই সূত্র
দ্বারা ইহার বিচক্ষিতস্বর উদাত্ত হইয়াছে । "নৃগভীঃ" এই পদে সমাসাত্ত উদাত্ত স্বর
প্রাপ্তিতে "পরাদিশ্চন্দনি বহুলং" সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । "অচ্ছিন্ন-
পত্রাঃ" পদটির "অচ্ছিন্ন" পদটী, 'নয় ছিন্ন বাহারা' এই অর্থে "অচ্ছিন্নানি" ইহার অবায়
পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর । এবং 'অচ্ছিন্ন হইয়াছে পত্রসমূহ বাহাদের' এই অর্থে বহুব্রীহিনমানে
ইহা "অচ্ছিন্নপত্রাঃ" পদটী লিপ্ত হইয়াছে । এখানেও পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । ১১

* * *

একাদশ (২১৮) শ্লোকের বিশদার্থ ।

এ শ্লোকের ‘অচ্ছিন্নপত্রাঃ’ ও ‘নৃপত্নাঃ’ পদদ্বয়ে মানুষের কল্পনাকে নানা পথে প্রদর্শিত করা হয়েছে। ‘অচ্ছিন্নপত্রাঃ’ পদে কেহ বুঝিয়েছেন,— দেবীগণের যেন পক্ষীর গুণ পক্ষ থাকে ; কেহ বুঝিয়েছেন,— ‘পত্রাঃ’ পদে অপত্যাদির সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। প্রথম শ্লোকের অর্থ হয়, পাখা কাটা পড়ে নাই—এমন পাখীর মত ; দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—পুত্রাদি যৌতাদের গনকে হয় নাই—এমন জনীর মত। ‘নৃপত্নী’ পদে কেহ বা ‘দেবপত্নী’, কেহ বা ‘নীরপত্নী’ অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দার্থে বিভ্রম ঘটিবারই কথা। * যাহা হউক, আমরা কিন্তু ‘অচ্ছিন্নপত্রাঃ’ পদে ‘সর্বত্রসমানগতিশীলাঃ’ অর্থই গ্রহণ করিলাম। ‘নৃপত্নাঃ’ শব্দে সাধারণতঃ নৃপারামে মনুষ্যগণের পালয়িত্রী অর্থই প্রচলিত বুলিয়া বুঝিলাম। তাহা হইলে, শ্লোকের ভাবার্থ হয় এই যে,—দেবীগণ মাতৃরূপিনী, সকল সম্মানিত উঁহাদের নিকট সমান স্নেহের আশ্রয়। উঁহারা মনুষ্য মাত্রেই পালয়িত্রী, উঁহারা সকলের মঙ্গলের জন্য ও সকলের সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য সর্বদা সর্বত্র আপনা-আপনিই গমন করেন। এখানে সন্দেহশীলা জনীর স্নেহের ভাব মনে আসে। স্নেহময়ী জননী সম্মানের মঙ্গল-কামনায়—সম্মানকে সুপথে পরিচালিত করিবার পক্ষে—সদাই আত্মহাস্ত হাঁকেন। সকল সম্মানের প্রতিই উঁহারা সমান অনুগ্রহ থাকে। কিন্তু অবশ্য সম্মান, অনেক সময় উঁহারা আদেশ মান্য করেন। উঁহারা মাঝে মাঝেই করিয়া অনেক সময় বিপথে গমন করে। এ শ্লকে এখানে ভাই যেন বলা হইতেছে,—‘হে মাতৃরূপিনী দেবীগণ! আমাদের কল্যাণ-লাভের জন্য আপনারা আমাদের আশ্রয়স্থল আশ্রয় করুন।’ পক্ষান্তরে প্রার্থনা এই যে,—‘আমরা যে দেবতাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেই দেব-ভান আমাদের ক্ষমতায় গণ্যকরিত

* পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের মধ্যেও এই অর্থ বিধে মতান্তর দেখি। সাধারণতঃ অক্ষরগণ উইলসন (Wilson) লিখিয়াছেন, ‘Protectresses of mankind.’ সুইডেন লিখিয়াছেন ‘wives of the heroes with uncut wings.’

ইউক ।' দেবীগণ যজ্ঞে আহুত বা দেবভাব-হ্রয়ে আহুক—উণ্যাক্র: পেকৈ
একই লক্ষ্য প্রতিপন্ন হয় । (১ম—২২সূ—১১খ) ।

ছাদশী শাক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলা বাবিশংস্কৃতং । ছাদশী-শাক্-)

ইহেহ্‌ন্দ্রাগীমুপহ্রয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ।।

অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ইহ । ইন্দ্রাগীং । উপ । হ্রয়ে । বরুণানীং । স্বস্তয়ে ।

অগ্নায়ীং । সোমপীতয়ে । ১ ॥

মর্ধ্যমুনারিণী-ন্যাখাঃ ।

'ইহ' (অগ্নিন্ কর্ণণ) 'বস্তয়ে' (মঙ্গলপাতার) 'ইন্দ্রাগীং' (ইন্দ্রপত্নীং রজোভাবং)
'বরুণানীং' (বরুণপত্নীং তমোভারং) 'অগ্নায়ীং' (অগ্নিপত্নীং লম্বভাবং) 'উপ' (সমীপে-
অস্তদ্বিধে) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং সামাস্থাপনার্থং) 'হ্রয়ে' (আহ্বয়ামি) । এষা পক্,
বহুভাবাস্বিকা । স্বস্তয়ে সোমপানায় চ দেবীনামাগহনং প্রথমতো দৃশ্যতে । দ্বিতীয়তঃ সাধকত
ত্রিগুণসাম্যায় ঋগেবা প্রযুক্তোক্তি মত্ৰামহে । অত্রচ তিলুগাং দেবীনাং লকাণাং ত্রিবিধা
প্রার্থনাপি পরিলক্ষ্যতে অস্বাভিরিতি পেষঃ । (১ম—২২সূ—১২খ) ।

* * *

বদাহবান ।

এই কর্মে আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইন্দ্রাগী, বরুণানী, অগ্নায়ী
দেবীত্রয়কে সোমপান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি ; অথবা, গন্ধ-

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৩ বর্গ।] ষাটবিংশসূক্ত।

১০৫৫

সুজস্তুমোভবের সাম্যলার্থ আমরা প্রার্থনা করিতেছি; অথবা, দেবীত্রয়কে যথাক্রমে গর্ভাভীষ্টপূরণের, ষষ্টিদামের এ১ং সোমপানে (পূজা-গ্রহণের) জন্তু আহ্বান করিতেছি। (১ম—২২সূ—১২খ)।

সামগ-ভাষ্যঃ।

ইহাশ্রিত্য কৰ্মণি যত্নেহ্মাকমবিনাশায় সোমপীত্রে সোমপানায় চেত্ৰবক্রসামীনাং পত্নীরাহ্বারানি।

ইন্দ্রাণীঃ। বক্রগানীঃ ইন্দ্রবক্রণেভ্যাদিনা। পা० ৪।১।৪৯। পুংযোগে ঙীষ প্রত্যয় আহুগাগম্শ্চ। প্রত্যয়স্বরঃ। অগ্নাণীঃ। বৃষাকপাশ্বিকুণ্ডিতকুণ্ডিনানামুদাস্তঃ। পা० ৪।১।২৭। ইতি ঙীপ। তৎসম্মিমেগেনেকারতৈকার উদাস্তঃ। সোমপীত্রে। অসকৃৎ পূৰ্ব্বোক্তং। ১২।

* * *

দ্বাদশ (২১৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটী বহুভাবত্মক। একই লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই ঋকের ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করিলাম। মঙ্গল কামনার—শ্রেয়োলভের প্রার্থনা, সাধারণভাবে ত্রিবিধ অর্থের মধ্যেই পরিষ্কৃত আছে। প্রথম দৃশ্যেই ঋকটীর অর্থ এইরূপ অখ্যাহার হয় যে, ইন্দ্রাণী, বক্রগানী ও অগ্নাণী দেবীত্রয়কে আমরা যেন সোমপানের জন্য আহ্বান করিতেছি। সোম শব্দে যাঁহাদের চিত্তে যে অর্থ প্রতিভাত হইবে, তিনি সেই দৃষ্টিতেই আহ্বান

সামগ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কৰ্মে আমাদিগের বিনাশরাহিত্যয় এবং সোমপানের নিমিত্ত, ইন্দ্র, বক্রণ ও অগ্নিদেবের পত্নীগণকে যথাক্রমে ইন্দ্রাণী বক্রগানী ও অগ্নাণীকে আহ্বান করিতেছি।

“ইন্দ্রাণীঃ” ও “বক্রগানীঃ” পদস্বর, “ইন্দ্রবক্রণ” (পা० ৪।১।৪৯) ইত্যাদি হ্রস্ব দ্বারা পুংযোগে ‘ঙীষ্ (ঙী) প্রত্যয় ও ‘আহুগ্’ (আন্) আগমে নিস্পন্ন হইয়াছে। ইহাদের উভয়েরই প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। “অগ্নাণীঃ” এই পদটী, ‘অগ্নি শব্দের উত্তর ‘বৃষাকপাশ্বিকুণ্ডিতকুণ্ডিনানামুদাস্তঃ’ (পা० ৪।১।২৭) এই হ্রস্ব দ্বারা ঙীপ (ঙী) প্রত্যয়ে ও তাহার সম্মিমেগ-বশতঃ ই-কারের স্থানে এ-কার হইয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে একারটী উদাস্ত “সোমপীত্রে” পদটীর বিষয় পূর্বে বহুবার কথিত হইয়াছে। ১২।

* * *

କରିତେছেন—ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୁଏ । ସାକ୍ଷାତକର ସଞ୍ଜହାସି:ସ୍ୱରୂପ ମୋମ, ଆକ୍ଷୟ
ଭକ୍ତିସ୍ୱରୂପ ମୋମ, ଅବିଷ୍ଣାମୂର ଆହବନୀର ମାମକ-ଦ୍ରବ୍ୟରୂପ ମୋମ—ମେ
ମକେ ମକଳ ଅର୍ଥ ହି ଆମିତେ ମାନିବେ ।

ତାର ପର, ଦେବୀତ୍ରିତୟକେ ମାକାର ବା ଦେହମାରୀ ନା ଭାବିଯା ସଦି ଶୁଣ-
ଶକ୍ତି-ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମଲିନୀ ମାରଣା କରା ହୟ, ତାତାତେ କହ୍ୟକ୍ଷେ ତ୍ରିଶୁଣେର ରଞ୍ଜ-
କ୍ଷୟ:ମହ-ତାବେର ମାମା-ବମାନେର ପ୍ରାର୍ଥନାହି ପ୍ରକାଶ ମାୟ । ଶୁଣ-ମାମାହି
କ୍ଷେୟୋଲାଭେର ଏକମାତ୍ର ମୋମାନ । ସ୍ୱସ୍ତି ବା ମଜ୍ଜଳ ତାତାତେ ସ୍ୱତ:ହି
ଅମିମତ ହୁଏନା ଥାକେ । ମେ ମକେ ମାକେର ମର୍ମାର୍ଥ ହୟ ଏହି ସେ,—‘ହେ
ଉଗବନ । ଆମାଦେର ହୃଦୟେର ତ୍ରିଶୁଣେର ମମତା-ମାମନ ଜନ୍ତୁ ଆମାନ ଆମାଦେର
ହୃଦୟେ ତ୍ରିଶୁଣାମିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀରୂପେ ଆମିତୁତ ହୁଅନ ।’

ମ ରାମେ, ଧାକେର ଆମ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ମଜ୍ଜଳ ବାଲିୟା ମାନେ ହୟ,
ତାହାରଣ ଆତାମ ଦେଶୟା ସାହିତେତେ । କାକ ପ୍ରଥମେଟି ‘ହିକ୍ଷାମୂମହ୍ମାୟ’
ମକ ଆତେ । ତାତାତେ ମନେ ହୟ, ସେ ହିକ୍ଷ-ମକ୍ତି (ଐକ୍ଷୀ) ମର୍ମାତୀପ୍ରଦା,
ମାକେ ପ୍ରଥମେ ତାତାକେହି ଆହ୍ୱାନ କରା ହୁଏନାହି । ଅବଶ୍ୟ, କି ନିମିତ୍ତ
ଆହ୍ୱାନ କର ହୁଏତେତେ, ଐ ମାକେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ନାହି । ହିତାତେ ସ୍ୱତ:ହି
ଅନୁମିତ ହୟ ସେ, ମାମାରଣତାବେ ଐ ସ୍ଥାନେ ମକଳ ପ୍ରକାର କାମନାହି ପ୍ରକ୍ଷୟ
ଆତେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମ—‘ବକ୍ଷାମାନୀଃ ସ୍ୱସ୍ତୟେ ଅର୍ଥାଃ ‘ସ୍ୱସ୍ତି’ (ମିନାମରାହିତା ବା
ମଜ୍ଜଳ) ମାତେର ନିମିତ୍ତ ମକ୍ଷାମାନୀ (ବକ୍ଷାମାନୀ) ମକ୍ତିକେ ଆବାହନ କରିତେହି ।
ହିତାତେ ସ୍ପଷ୍ଟତ: ଉପଲକ୍ଷି କରା ସାୟ, ଜଳ-ଦେବତାହି କ୍ଷୁତିଲାଭେର ଏକମାତ୍ର
ମହାୟତୁତା । ମୂକାର୍ଚ୍ଚନାମି ମିମୟେ ସ୍ୱସ୍ତି-ମାତାର୍ଥ (ମକ୍ଷାମାନୀତ) ମକ୍ଷାତ୍ରେ
ଜଳେର ପ୍ରୟୋଜନ—ଜଳଦେବତାର ଅନୁସ୍ମରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୟ । ଏଥାନେ ମେହି
ଭାବ ବାକ୍ଷ ଆତେ ବଳା ସାୟ । କାକେର ତୃତୀୟ ମାମ—ଆଗ୍ନୀମାନୀଃ ମୋମ-
ମୀତୟେ । ଏଥାନେ ସେନ ମୋମ-ମାନେର ଜନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶକ୍ତି (ଆଗ୍ନେୟୀକେ)
ଆହ୍ୱାନ କରା ହୁଏନାହି । ମୋମମାନ—ଦେବଗଣେର ହବନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗ୍ରହଣ—
ଆଗ୍ନିମୁଖେହି ନିଷ୍ପାଦିତ ହୁଏନା ଥାକେ । ଏହି ଜନ୍ତୁହି ଅଗ୍ନିର ଅପର ନାମ—
‘ହୃତୁକ୍ ।’ ଏଥାନକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ସେ, ମକଳ ଦେବତାର ମୂକାର ଅଂଶ
ତୋମାର ମଧ୍ୟା ମୟା ତାତାଦେର ନିକଟ ମଂବାହତ ହୁଅକ । ଆମାଦେର
ହୃଦୟେ ଆମିମା ତୁମ ମୂକା ଶ୍ରଦ୍ଧା କର । (୧ମ—୨୨ମ—୧୨୩) ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

দ্বিতীয়ে ছন্দোমবিষয়ে বৈশ্বদেবশব্দে মহী ঙ্গোঃ পৃথিবী চ ন ইতি ঙ্গাবাপৃথিব্যো নিবিহানীর-
ভূচঃ । দ্বিতীয়স্তায়িৎ ব ইতি ঙ্গে সৃজিতং । মহী ঙ্গোঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা
পুনঃ । আ० ৮।১০ । ইতি । আগ্রয়ণেটৌ মহী ঙ্গোরিত্যেযা ঙ্গাবাপৃথিব্যৈককপালভাষু-
ষাক্যা । আগ্রয়ণং ত্রীহিষ্ঠামাকৈতি ঙ্গে সৃজিতং । যে কে চ জ্যামহিনো অহিমাঙ্গ মহী
ঙ্গোঃ পৃথিবী চ নঃ । আ० ২।৯ । ইতি । অগ্নিমহ্নেহপ্যেযা বিনিযুক্তা । প্রাতর্কৈশ্ব-
দেব্যামিতি ঙ্গে সৃজিতং । অতি ঙ্গা দেব সাবিতর্যহী ঙ্গোঃ পৃথিবী চ নঃ ।
আ० ২।১৬ । ইতি । বিদ্বন্দমানং সান্নাযামনরৈবাতবনীরদেশে নিনয়েৎ । বিধাপরাধ
ইতি ঙ্গে তথৈব সৃজিতং । বিদ্বন্দমানং মহী ঙ্গোঃ পৃথিবী চ ন ইত্যস্তঃপরিধিদেপে
নিনয়েযুঃ । আ० ৩।১০ । ইতি । অশ্বিনশব্দেহপ্যেযা সংস্থতেষাশ্বিনারৈতি ঙ্গে সৃজিতং ।
মহী ঙ্গোঃ পৃথিবী চ নন্তে হি ঙ্গাবাপৃথিবী বিশ্বসজ্জ্বা । আ० ৬।৫ । ইতি ।

ভান্নেতাং সৃজে ত্রয়োদশীম্চমাহ ।

• • •

সায়ণভাষ্যানুক্রমণকার বঙ্গানুবাদ ।

দ্বিতীয় ছন্দোমবিষয়ে বৈশ্বদেবের শব্দ-মধ্যে “মহীঙ্গোঃ পৃথিবীচনঃ” এই ঙ্গাবাপৃথিবী-
দেবতাকে তুচী বিনিযুক্ত হইয়া থাকে । ‘দ্বিতীয়স্তায়িৎ বঃ’ এই ঙ্গে সৃজিত হইয়াছে ; যথা,
‘মহীঙ্গোঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনঃ’ (আ० ৮।১০) ইতি । আগ্রয়ণ ইষ্টিতে
ভাষ্যে ‘মহীঙ্গোঃ’ এই ঙ্গাবাপৃথিবীদেবতাক ঙ্গকৃতা এককপালের অনুবাক্যা । আশ্বিনার
শ্রোত-সৃজের ‘আগ্রয়ণং ত্রীহিষ্ঠামাক’ এই ঙ্গে সৃজিত হইয়াছে ; যথা, “যে কেচ জ্যামহিনো
অহিমাঙ্গা মহীঙ্গোঃ পৃথিবী চনঃ” (আ० ২।৯) ইতি । অগ্নিমহ্নন বিষয়েও এই ঙ্গকৃতা বিনিযুক্ত
হয় । “প্রাতর্কৈশ্বদেব্যাম্” এই ঙ্গে সৃজিত হইয়াছে ; যথা, - “অতি ঙ্গা দেব সাবিতা স মহী
ঙ্গোঃ পৃথিবী চনঃ” (আ० ২।১৬) ইতি । বিদ্বন্দমান (বাহা করিত হইতেছে) সান্নায
এই পদদ্বারা আহবনীরদেশে নীত হয় । ‘বিধাপরাধঃ’ এই ঙ্গে সেইরূপ সৃজিত হইয়াছে,
যথা, - “বিদ্বন্দমানং মহীঙ্গোঃ পৃথিবীচনঃ ইত্যস্তঃ পরিধিদেপে নিনয়েযুঃ” (আ० ৩।১০)
ইতি । অশ্বিনদেবের শব্দমধ্যেও এই ঙ্গকৃতা গঠিত হয় । ‘সংস্থতেষাশ্বিনার’ এই ঙ্গে
সৃজিত হইয়াছে ; যথা, - “মহী ঙ্গোঃ পৃথিবীচনন্তে হি ঙ্গাবাপৃথিবী বিশ্বসজ্জ্বা” (আ० ৬।৫)
ইতি । সেই এই সৃজে ত্রয়োদশী ঙ্গকৃতা কথিত হইতেছে ।

• • •

ত্রয়োদশী ৩ ক্ ।

(অশেষ মণ্ডল । ষাণ্মত্ৰয়ঃ । ত্রয়োদশী ৩ ক্ ।)

মহী ত্বোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্তাং ।

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

মহী । ত্বোঃ । পৃথিবী । চ । নঃ । ইমং । যজ্ঞং । মিমিক্তাং ।

পিপৃতাং । নঃ । ভরীমভিঃ । ১৩ ॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'মহী' (মহতী, অশেষপ্রভাববিশিষ্টা) 'ত্বোঃ' (ত্রালোকদেবতা, ত্রালোকপ্রগিদ্ধা গদগুণাবলী) 'পৃথিবী' (ভূমিদেবতা, পার্শ্ববসদগুণরাজিঃ চ) 'নঃ' (অন্নদীপ্তং) 'ইমং' (অগুষ্ঠিতং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ষ, হৃদয়ং) 'মিমিক্তাং' (সেক্ত, মিক্ততাং, সম্পাদয়তাং, স্নেহ-রসেনার্জিতং কুরুতাং), তথা 'ভরীমভিঃ' (ভরণৈঃ, পোষণৈঃ, দেবতাবদানৈঃ) 'নঃ' (অন্নান্) 'পিপৃতাং' (পূরয়তাং, অতীতসিদ্ধিদে ভবতাং) । ত্রালোকে বা পৃথ্বীলোকে যে সস্তাব্যঃ সন্তি, হে দেবো, তান সর্কান অন্নভ্যং প্রযচ্ছতঃ ইতোবং প্রার্থনা । (১ম-২২সু-১৩খ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

অশেষপ্রভাববিশিষ্টা ত্রালোকদেবতা (ত্রালোকপ্রগিদ্ধা গদগুণাবলী) এবং ভূমিদেবতা (পার্শ্ববসদগুণরাজি) আমাদিগের এই অগুষ্ঠিত যজ্ঞকে (কর্ষকে বা হৃদয়কে) স্নেহরসে আর্জিত করুন ; এবং পোষণ-প্রভাবে (দেবতাবদানদ্বারা) আমাদিগের অতীত পরিপূর্ণ করুন । (প্রার্থনা এই যে,—ত্রালোকে ও পৃথ্বীলোকে যে সস্তাব্যসমূহ আছে, হে দেবতা, সেই সকলকে আমাদিগকে প্রদান করুন ।) ॥ (১ম-২২সু-১৩খ) ।

সারণ-ভাষ্যং ।

মহী মহতী ভৌহালোকদেবতা পৃথিবী ভূমিদেবতা চ নোহমদীর মিমং বজ্রং মিমিকতাং স্বকীরসারভূতেন রসেন মিমিকতাং । সেক্তুমচ্ছতাং । তথা ভরীমতিভরটৈঃ পোষণৈনেই-
শ্বান্ পিপৃতাং । উভে দেবৌ পূরণতাং ।

মহী মহচ্ছ্বাহুগিতশ্চৈতি ভীপ্ । অচ্ছ্বলোপচ্ছান্দসঃ । বৃচম্মহতোরুপসংখ্যানমিচ্ছি
ভীপ উদাত্ত্বং । ভৌঃ । দিব্শ্বকঃ প্রাতিপদিকস্বরণোস্তোদাত্ত্বঃ । গোতো নিৎ । পা০
৭।১।২০ । ইতি ততঃ পরত্ সোনিষদ্ভাবান্তবস্তী বৃদ্ধিরপি স্থানিবদ্ভাবেনোদাত্ত্বা । পৃথিবী ।
প্রথ প্রথানে । প্রথৈঃ বিবন্ সম্প্রসারণং চ । উ০ ১।১৪২ । ইতি বিবন্প্রত্যয়ঃ ।
বিদগৌরাদিত্যশ্চ । পা০ ৪।২।৪১ । ইতি ভীষ । প্রত্যয়স্বরঃ । মিমিকতাং মিহ সেচনে ।
মনি বির্ভাবহলাদিশেষৌ । চবকস্বছানি । পিপৃতাং । পৃ পালনপূরণয়োঃ । হ্রস্ব
ইত্যোকে । শপঃ শ্বঃ । অস্তিপপর্তোশ্চ । পা০ ৭।৪।৭৭ । ইত্যাত্যাসত্যাকারত্ব ইকারঃ ।
ভিঙঃ প্রত্যয়স্বরঃ । ভরীমতিঃ । ডুভৃঞ ধারণপোষণয়োঃ । হ্রত্বভৃধৃষৃভৃতা জৈমন্নিভীমন্ ।
নিষাদাত্ত্ব্যদাত্ত্বঃ । (১ম—২২ম—১৩৭) ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

মহতী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা স্বলোকদেবতা এবং ভুলোকদেবতা, আমাদিগের এই বজ্রকে
স্বকীর সারভূত রসের দ্বারা সেচন করিতে ইচ্ছা করুন । সেইরূপ ভরণপোষণাদি দ্বারা উভক-
দেবী আমাদিগকে পূরণ (পালন) করুন ।

“মহী” এই পদটি ‘মহৎ’ শব্দের উত্তর “উগিতশ্চ” শব্দ দ্বারা জ্ঞীলিঙ্গে ভীপ (ঙ্) প্রত্যয়
করিয়া ছান্দস-প্রযুক্ত ‘অৎ’ শব্দের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এ স্থলে “বৃচম্মহতোরুপসংখ্যানং”
শব্দ দ্বারা ‘ভীপ্’ প্রত্যয় উদাত্ত্ব হইয়াছে । “ভৌঃ” এই পদটির ‘দিব্শ্ব’ শব্দ প্রাতিপদিক স্বর
হেতু অস্তোদাত্ত্ব । “গোতো নিৎ” (পা০ ৭।১।২০) এই শব্দ দ্বারা তৎ উত্তর যে ‘শ্ব’
বিতর্জিত, তাচার নিষদ্ভাব হেতু ক্রিয়মাণ বৃদ্ধিও স্থানিবদ্ভাব-বশতঃ উদাত্ত্ব । “পৃথিবী”
এই পদটি, প্রথানার্ধক ‘প্রথ’ ধাতুর উত্তর “প্রথৈঃ বিবন্ সম্প্রসারণং চ” (উ০ ১।১৪২) এই
শব্দ দ্বারা ‘বিবন্’ প্রত্যয় ও “বিদগৌরাদিত্যশ্চ” (পা০ ৪।২।৪১) এই শব্দ দ্বারা (জ্ঞীলিঙ্গে)
ভীষ (ঙ্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহাতে প্রত্যয়স্বর । “মিমিকতাং” এই পদটি
সেচনার্থ ‘মিহ’ ধাতুর উত্তর ‘মন্’ প্রত্যয় করিয়া বির্ভাব, হলাদিশেষ, চব, কস্ব এবং স্ব
করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । “পিপৃতাং” এই পদটি পালন ও পূরণার্থক পৃ ধাতুর হ্রস্ব কারিয়া
শপের লোপ, এবং “অস্তিপপর্তোশ্চ” (পা০ ৭।৪।৭৭) শব্দদ্বারা বিতর্জনের আদিষ্ট অকারের
স্থানে ইকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এ স্থলে ভিঙের প্রত্যয়স্বর হইয়াছে । “ভরীমতিঃ”
এই পদটি, ধারণ ও পোষণার্থক ডুভৃঞ (ভৃ) ধাতুর উত্তর “হ্রত্বভৃধৃষৃভৃতা জৈমন্” শব্দ দ্বারা
‘জৈমন্’ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘জৈমন্’ প্রত্যয়ের নিষেহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত্ব । ১০ ।

ত্রয়োদশ (২২০) ঋকের বিশদার্থ ।

— : : —

এই ঋকে ছ্যালোক-রূপা এবং পৃথ্বীরূপা দেবীদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছে । তাঁহারা আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করুন, প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন — ইহাই ঋকের সাধারণ ভাব । তাহাতে প্রার্থনার মর্গ সাধারণতঃ এই মনে হয়,—‘ছ্যালোক-দেবতা স্বর্গ হইতে রষ্টিদান করুন, ভূমিদেবতা তাহাতে স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হউন, আর তাহার ফলে আমরা যেন আমাদের ভরণ-পোষণের উপযোগী প্রচুর শস্য-সম্পৎ প্রাপ্ত হই।’ যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্তি উন্মুখ পক্ষে এইরূপ অর্থই সম্ভব হয় ।

পক্ষান্তরে এ ঋকের নিগূঢ় অর্থ অতি উচ্চভাষাপন্ন । ছ্যালোক-দেবতা বলিতে—‘ছ্যালোকের সদগুণসমূহ’ এবং পৃথিবী দেবতা বলিতে ‘পৃথিবী সদগুণসমূহ’ অর্থ সম্ভব হয় । যে সদগুণসমূহের আধারভূত হওয়ায় ছ্যালোকের অশেষ মাহাত্ম্য, সেই সদগুণসমূহই এখানে দেবতা অভিধানে আহৃত হইয়াছেন ; এবং যে গুণে পৃথিবীর নর অমর হ লাভে সমর্থ হয়, সেই গুণসমূহকেই ‘পৃথিবী দেবতা’ রূপে পূজা করা হইয়াছে । আশেষপ্রভাববিশিষ্টা সেই দেবীদ্বয় এই যজ্ঞে আগমন করুন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন ; তাঁহাদের স্নেহরস অভিসিঞ্জে হৃদয় অভিসিঞ্চিত হউক । তাঁহাদের নিকট দান-স্বরূপ দেবতাব প্রাপ্ত হইয়া, আমরা উদ্ধার পাই । ঋকের আভ্যন্তরীণ ভাব, ইহাই বুঝা যায় । (১ম—২২সূ—১৩৫ ।)

— * —

চতুর্দশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বাবিংশসূক্তঃ । চতুর্দশী ঋক্) ।

তয়োৱিদ্ স্বতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ ।

গন্ধর্ষিস্ত ক্ৰবে পদে ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ভরোঃ । ইৎ । স্মৃতহৎ । পরঃ । বিপ্রাঃ । রিহস্তি । ধীতিহ্তিঃ ।

গন্ধর্কস্য । ক্রবে । পদে ॥ ১৪ ॥

মর্ধ্যাহুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘বিপ্রাঃ’ (মেধাবিনঃ) ‘ধীতিহ্তিঃ’ (আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রত্যাবে) ‘গন্ধর্কস্য’ (অন্তরিক্ষস্য) ‘ক্রবে’ (সংস্করণে, সতো) ‘পদে’ (লোকে) ‘ভরোঃ’ (দেবরোঃ, জ্ঞাপুথিব্যোঃ) ‘ইৎ’ (এব) ‘স্মৃতহৎ’ (অমৃতং, সুধাস্বরূপমিব) ‘পরঃ’ (শুদ্ধস্বাংশঃ) ‘রিহস্তি’ (লিহস্তি, লভতে) । মেধাবিনঃ সাধনপ্রত্যাবে পরাং গতিং লভতে—ইতি ভাবঃ । (১ম—২২সূ—১৪খ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

মেধাবিগণ, আত্মোৎকর্ষসাধনপ্রত্যাবে অন্তরিক্ষে সত্যলোকে সেই দেবদ্বয়েরই সুধাস্বরূপ শুদ্ধস্বাংশ প্রাপ্ত হন । (ভাব এই যে,— মেধাবিগণ সাধনপ্রত্যাবে পরাগতি লাভ করেন ।) ॥ (১ম—২২সূ—১৪খ) ।

সারণ-ভাষ্যঃ ।

গন্ধর্কস্ত ক্রবং পদমন্তরিক্ষং । তথা চ তাপনীয়াধারাং সমান্নয়তে । যক্ষগন্ধর্কস্পরোগণ-সেবিতমন্তরিক্ষমিতি । তেনান্তরিক্ষেণোপলক্ষিত আকাশে বর্তমানরোরিদ্ভ্যাপুথিব্যোরেব সখন্ধি পরো জলঃ স্মৃতবদস্মৃতসদৃশং বিপ্রা মেধাবিনঃ প্রাণিনো ধীতিহ্তিঃ কর্মতীরিহস্তি । লিহস্তি । বধা । স্মৃতবদস্মৃতং সারং তেনোপেতং রিহস্তি ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

গন্ধর্কের ক্রব অর্থাৎ নিশ্চিত পদ অন্তরিক্ষ । সেইরূপ তাপনীর শাখাতে সমাক্রমে পঠিত হইরাছে ; বধা,— অন্তরিক্ষ প্রদেশ, যক্ষ গন্ধর্ক এবং অঙ্গরোগণ কর্তৃক সেবিত । সেই অন্তরিক্ষোপলক্ষিত আকাশে বিস্তারিত ‘জো’ এবং এই পৃথিবীরই সখন্ধী স্মৃতসদৃশ জলকে মেধাবী প্রাণিগণ, কর্মসমূহ দ্বারা আত্মাদান করেন ; অথবা ‘স্মৃত’ পক্ষে সার, সেই সারযুক্ত জলকে তাঁহারা আত্মাদান করেন ।

লিচেক্ষতায়েন রেফঃ । গন্ধর্কস্য । ধৃঞ্ ধায়ণে । গবি গং ধৃঞো ব ইতি ব প্রত্যয়ঃ ।
তৎসম্মিরোগেন গোশব্দস্য চ গমাদেশঃ । (১ম—২২য় - ১৪র্থ) ॥

চতুর্দশ (২২১) ঋকের বিশদার্থ ।

—:•:—

ঋকটি বড়ই দুর্বোধ্য । সূত্ররূপে ইহার অর্থ নিষ্কাশণ উপলক্ষে নানা মত প্রচারিত হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে সায়ণের ভাষ্য কিছু জটিল । উহার মধ্যেও বিবিধ ভাব প্রচুর আছে, দেখিতে পাই । প্রথম দর্শনে ঐ ভাষ্যের অর্থ করিতে গেলে, অর্থ হয়,—‘মেধাবীগণ, কৰ্ম্মগুণে আকাশের ও পৃথিবীর সম্বন্ধাবিশিষ্ট স্মৃতসদৃশ জল লেহন করিতেছেন । ● কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ঐ অর্থের মধ্যেই আবার আনাদের পরিগৃহীত ভাবার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শব্দ এক সামগ্রী, ভাব আর এক সামগ্রী । সকল শব্দে সকল ভাব ব্যক্ত হইবার নহে । তবে মানুষকে বুঝাইবার জন্য, ভাব-পরিগ্রহ করাইবার উদ্দেশ্যে শব্দের প্রয়োগ হয় মাত্র । বিভিন্ন সমাজের পক্ষে, বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে, ভাবস্বাতন্ত্র্য শব্দ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে । এক কালের লোক যে শব্দে যে ভাব গ্রহণ করেন, অন্য কালের লোকের নিকট সে শব্দে সে ভাব ব্যক্ত হয় না । এ ঋকের ভাবার্থ-নিষ্কাশণে, সেই বিষয় স্মরণ করিতে হইবে ।

“রিহাস্ত” এই পদটি ‘লিহ’ ধাতুর ল-কারের স্থানে ব্যত্যয়ে ‘র’ কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । “গন্ধর্কস্ত” এই পদটি ‘গো’ শব্দ পূর্বক ধারণার্থক ধৃঞ্ (ধৃ) ধাতুর উত্তর “গবি গং ধৃঞো বঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘ব’ প্রত্যয় ও তাহার সম্মিরোগে ‘গো’ শব্দের স্থানে ‘গং’ আদেশে যজ্ঞী-বিশক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । (১ম—২২য়—১৪র্থ) ॥

* উহা হইতে কেহ অর্থ করিয়াছেন,—‘সেই ছালোক ও ভুলোকের স্মৃতসদৃশ পুষ্করি জল মেধাবী ঋষিকেরা কৰ্ম্মদ্বারা অন্তরিক্তে আবাদন করেন ’ কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—‘মেধাবীগণ নিজকৰ্ম্মগুণে সেই ছা ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্কের নিবাসস্থানে (অর্থাৎ অন্তরিক্তে) স্মৃতবৎ জল লেহন করেন ।’ একজন অর্থ করিয়াছেন,—‘একে গন্ধর্কের পেনের কথা বলা হইয়াছে । সেখানে বিপ্রগণ স্মৃতবৎ খেত বরফ সকল আঙ্গুলে স্পর্শিয়া পেষণ করিতেন—একে সেই কথা ব্যক্ত আছে ।’

একে কয়েকটী শব্দের বিষয় একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে, তাবপরিগ্রহে সহায়তা পাওয়া যায়। প্রথম—‘ধীতিভিঃ’। ‘ধীতিভিঃ’ শব্দের অর্থ ‘কর্মাভিঃ’। সাধারণতঃ ঐ শব্দে যজ্ঞাদি সংকর্ষ্য নিবহকে বুঝাইয়া থাকে। তারপর ‘ধীতি’ শব্দের অর্থ ‘আরাধনা’। তাহাতে ‘ধীতিভিঃ’ পদে ‘পূজা আরাধনা দ্বারা’ অর্থ সিদ্ধ হয়। ফলতঃ যে কর্ম্মে আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা—‘ধীতিভিঃ’ শব্দ, এই ভাবই ব্যক্ত করে। ‘গন্ধর্ষণ্য ধ্রুবে পদে’ বাক্যে কদাচ স্থান-বিশেষকে বা প্রদেশ বিশেষকে বুঝাইতে পারে না। ‘ধ্রুব’ শব্দে ‘নভ্য’ বা ‘সং’ বুঝায়। ‘ধ্রুবে পদে’—সত্ত্ব অবস্থায় অবস্থিতর ভাব স্ফোতনা করে। ‘গন্ধর্ষণ্য’ শব্দ—গতিমূলক ‘গম্’ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহাতে বায়ু অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। তাহা হইতে অন্তরিক্ত অর্থাৎ সর্কব্যাপকত্ব ভাব অধ্যাস হয়। ফলতঃ, ধ্রুতি বা আত্মোৎকর্ষ-সাধন দ্বারা বায়ুবৎ সর্কব্যাপক যে সং-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতদ্বারা সেই লোকে সেই অবস্থায় বিষয়ই ব্যক্ত হইতেছে। এইবার ‘স্বতবৎ’ ‘পয়ঃ’ ও ‘রিহস্ত’ শব্দত্রয়ে কি ভাব আশ্রয় করা যায়, তাহা বুঝবার চেষ্টা করুন। এক পক্ষে ঐ দুই শব্দে যজ্ঞের সূক্ষ্মাংশ গ্রহণের চৌষণের বা পানের ভাব আসে। অর্থাৎ, মেধাবী বিপ্রগণ সাধন-প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য হবিরাদির সূক্ষ্ম ভাগ প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা বুঝা যায়। ‘পয়ঃ’ (পয়স্ শব্দ) পা ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা পীত হয়, তাহাই ‘পয়ঃ’। তাহা হইতে ‘পয়ঃ’ শব্দে জল বা দুগ্ধ বুঝায়। এখানে ‘স্বতবৎ পয়ঃ’ বলিতে যজ্ঞহবিঃ হইতে উৎপন্ন অগ্নিমুখে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম যে পানীয় দেবগণ প্রাপ্ত হন, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। ‘অন্যপক্ষে পয়ঃ’ শব্দে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভাব বুঝাইতেছে। স্বতবৎ বলিতে, প্রকৃত স্বত নহে অথচ স্বতের গ্ৰাম পুষ্টিসাধক বলবর্ধক, আনন্দপ্রদ গামগ্রী—সংকর্ষ্যাদি—অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাতে অর্থ হইতে পারে সংকর্ষ্যাদিগণ্ডিত বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক যে সস্তাব বা আনন্দ তাহাতেই তাঁহারা ‘রিহস্ত’ অর্থাৎ সর্কব্যাপক হইয়া আছেন। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে, এখানে বুঝা যায়, থাকে সং চিৎ বা আনন্দ অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে। ভাব এই যে,—‘আরুণা যেন

সংকর্ষপ্রভাবে শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারিলে বিস্তৃত গাধকগণ
যে কর্ষপ্রভাবে পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে ভগবন, আমাদের মধ্যেও
যেন সেই কর্ষের প্রকার হয় । আমরা যেন প্রবপদ প্রাপ্ত হইয়া
আনন্দ-পীযুষ-পানে অধিকারী হই ।' (১ম—২২সূ—১৪ধা) ।

— * —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা ।

সোনা পৃথিবীতোষা মহানারীত্রতে পুনি ভূমিস্পর্শনে বিনিযুক্তা । এতদ্বিদং ব্রহ্মচারিণ-
মিত্তি খণ্ডে স্মৃতিতং । সোনা পৃথিবী ভবেতি সমাপ্য । আ• ৮।৪ । ইতি । স্মার্ত্ত্বকর্মে হেমস্ত-
প্রত্যবরোহণেহপ্যেযা জপা । মার্গশীর্ষ্যাং প্রত্যবরোহণমিত্তি খণ্ডে স্মৃতিতং । তন্নিম্নপবিশ্চ
সোনা পৃথিবী ভবেতি জপিত্বা । আং গু• ২।৩ । ইতি । তামেতাং স্মৃতে পঞ্চদশীমুচমাৎ ॥

• • •

পঞ্চদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাভিংশস্মৃতে । পঞ্চদশী ঋক্ ।)

সোনা পৃথিবী ভবানুক্ৰমা নিবেশনী ।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

“সোনা পৃথিবী” এই ঋক্টি মহানারীত্রতে ভূমিস্পর্শনে বিনিযুক্ত হয় । আখ্যায়ন
শ্রোতস্মৃতে “এতদ্বিদং ব্রহ্মচারিণং” এই খণ্ডে (ঐরূপ) স্মৃতিত হইয়াছে ; যথা,—“সোনা
পৃথিবী ভবেতি সমাপ্য” (আ• ৮।৪) ইতি । স্মার্ত্ত্বকর্মে হেমস্তকালীন প্রত্যবরোহণেও এই
ঋক্ জপনীয় । আখ্যায়ন গৃহস্মৃতে “মার্গশীর্ষ্যাং প্রত্যবরোহণং” এই খণ্ডে স্মৃতিত হইয়াছে ;
যথা,—“তন্নিম্নপবিশ্চ সোনা পৃথিবী ভবেতি জপিত্বা” (আং গু• ২।৩) ইতি । সেই স্মৃতে
পঞ্চদশী ঋক্ কাথিত হইতেছে ।

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সোনা । পৃথিবী । ভব । অনুকরা । নিবেশনী ।

যচ্ছ । নঃ । শর্ম্ম । সহপ্রথঃ । ১৫ ॥

মর্শ্মাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'পৃথিবী' (হে পৃথ্বীদেবি, পার্শ্বদেববিত্ত্বতে) 'আ' (আগচ্ছ, অস্মান প্রাপন্ন), অস্মৎ-পক্ষে 'অনুকরা' (কণ্টকরহিতা, শক্রশূভা) 'সোনা' (সুখপ্রদা) 'নিবেশনী' (নিবাসস্থান-ভূতা, আশ্রয়রূপা) 'ভব' (এধি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'সপ্রথঃ' (বিস্তৃতঃ অনস্তঃ) 'শর্ম্ম' (শরণং, সুখং) 'যচ্ছ' (দেতি) । প্রার্থনারা ভাবঃ—যেন বরং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ সুখময়ং স্থানং লভামহে, হে দেবি, তদেব করু । (১ম—২২সূ—১৫ম) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে পৃথিবীদেবি (পার্শ্বদেববিত্ত্বতে) । আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ; এবং আমাদিগের পক্ষে নিষ্কণ্টক (শক্ররহিত) সুখপ্রদ আশ্রয়-স্থান হউন ; এবং আমাদিগকে বিস্তৃত অনস্ত সুখ প্রদান করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যাহাতে আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখময় স্থান লাভ করি, হে দেবি, তাহাই করুন ॥) (১ম—২২সূ—১৫ম) ॥

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে পৃথিবী সোনাদিগুণযুক্তা ভব । সোনশব্দো বিস্তীর্ণবাচী । তথা চ বাজসমেন্ন-ব্রাহ্মণে সোনশব্দোপেতং কঙ্কিম্নমুদাহৃত্য ব্যাখ্যাতং । ইন্দ্রস্তোকমাংশি সোন সোনমিতি বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণমিত্যেব তদাহ । যদ্বা । সোনশব্দঃ সুখবাচী । তথা চ যাস্কবাক্যমুদাহরিষ্যতে । অনুকরা । কণ্টকরহিতা । নিবেশনী । নিবাসস্থানভূতা । সুপ্রথো বিস্তারযুক্তং শর্ম্ম শরণং নোহসত্যং যচ্ছ । হে পৃথিবী দেহি । তামেতাস্মচ্চমুদাহৃত্য যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে । সুখা

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে পৃথিবী ! আপনি সোনাদি গুণযুক্তা হউন । 'সোন' শব্দের অর্থ—বিস্তীর্ণ । বাজসমেন্নব্রাহ্মণে সোন শব্দ যুক্ত কোনও মন্ত্র উদাহৃত করিয়া 'সোন' শব্দের অর্থ যে বিস্তীর্ণ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা—“ইন্দ্রস্তোকমাংশি সোন সোনমিতি বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণমিতি তদাহ” । “ইন্দ্রদেবের সোন অর্থাৎ বিস্তীর্ণ উরুগ্রদেশে প্রবেশ কর, ইত্যাদি । অথবা সোনশব্দ সুখবাচী । সেইরূপ যাস্কবাক্য উদাহৃত হইবে । হে পৃথিবী ! আপনি কণ্টকরহিতা এবং নিবাসস্থানভূতা হইয়া আমাদিগকে বিস্তৃত শরণ (শর্ম্ম) দান করুন । এই একটা উদাহৃত করিয়া যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—“সুখানঃ

মঃ পৃথিবী ভবানুকরা নিবেশনানুকরঃ কণ্টক ঋচ্ছতঃ কণ্টকঃ কস্তপো বা কস্ততেকী কণ্টতেকী
তাদ্গতিকর্ষণ উদ্গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্শ শরণং সর্শতঃ পৃথু । নিঃ ২।৩২ । ইতি ।

শ্রোনা । যিবু ত্ত্বগস্থানে সিবেষ্টেখো চ। উঃ ৩।২ । ইনি ন-প্রত্যয়ঃ । টেচ্চ যো ইত্যাদেশঃ ।
প্রত্যয়স্বরঃ । শ্রোনা পৃথনীতানমোর্ডবেত্যাখাতে নৈবাঘরো ন পরস্পরং । অতোহসামর্ষ্যনৈব
পরাজব্দাবাতাবাদোকারত্ মাষদ্বিত্যাদিত্যং । অনুকরা । ঋষিতো । গচ্ছতাস্তুরিত্যকরা
কণ্টকঃ । তন্যু ব-নাঃ স্করন । উঃ ৩।৭৪ । যটোঃ কঃসীত কভৎ । আদেশপ্রত্যয়োরিতি
যৎ । নঞ বহুব্রীতঃ । তস্যাম্ উচ্চ পাঃ ৬।৩।৭৪ । হতি দুঃগমঃ । নঞ স্ত্য-
সিদ্ধান্তরপদান্তোনাভৎ । নিবেশতামিতি নিবেশনী । করণাধিকরণয়োশ্চিতি লুট্ ।
সিদ্ধান্তি প্রত্যয়াৎ পূর্বপ্রোদাত্যৎ । যচ্ছ । দাগ দানে । পাত্রেত্যাদিনা বচ্ছাদেশঃ ।
ঘাচোহতস্তিঃ ইতি দীর্ঘঃ । সপ্রপঃ । প্রথ প্রথানে । অসুন । প্রথসা সহ বর্তত ইতি
ভেন সহোতি তুলাযোগে । পাঃ ২।২।২৮ । ইতি সমাসঃ বোপসর্জনত্ । পাঃ ৬।৩।৮২ ।
ইতি সত্যবঃ । কংসরঃ । (১ম—২২শ - ১৫শ) ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে ষষ্ঠী বর্গঃ । ১অ—২অ - ৬ব ।

পৃথিবী ভবানুকরা নিবেশনানুকরঃ কণ্টক ঋচ্ছতঃ কণ্টকঃ কস্তপো বা কস্ততেকী কণ্টতেকী-
তাদ্গতিকর্ষণ উদ্গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্শ শরণং সর্শতঃ পৃথু (নিঃ ২।৩২) ইতি ।

“শ্রোনা” এই পদটী ত্ত্বগস্থানার্থক ‘যিবু’ ধাতুর উত্তর ‘সিবেষ্টেখোচ’ (উঃ ৩।২) এই
সূত্র দ্বারা ‘ন’ প্রত্যয় করিয়া টি এই স্থানে ‘ষ’ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ঠিকভাবে প্রত্যয়স্বর
হইয়াছে । “শ্রোনা” এবং “পৃথিবী” এই পদদ্বয়ের “ভব” এই ক্রিয়াপদের সত্বিতক অক্ষর
হইয়াছে ; পরস্পরের সঙ্কিত নহে । অতএব, অসামর্ষ্য-বশতঃ পরাজব্দ ভাবের অস্ত্যব
হইয়াছে বলিয়া ‘শ্রোনা’ পদের উকারটী আমন্ত্রিত আত্মদাত্ত হয় নাট । ‘অনুকরা’
এই পদটী, গত্যর্থ ‘ঋষ’ ধাতুর উত্তর ‘অনু’র গমন করে’ এই অর্থে “তন্যুদিত্যাৎ স্করন”
(উঃ ৩।৭৪) এই সূত্র দ্বারা ‘স্করন’ প্রত্যয় “যটোঃ কঃসি” এই সূত্র দ্বারা ষ-এর স্থানে
ক এবং “আদেশপ্রত্যয়োরিতি” সূত্র দ্বারা স-এর বহু করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে “করা” পদটী নিষ্পন্ন
হইয়াছে । অনস্তর নঞের সঙ্কিত বহুব্রীত সমাস করিয়া “তস্যাম্ উচ্চ” (পাঃ ৬।৩।৭৪)
এই সূত্র দ্বারা ‘চুট্’ আগম ও “নঞ স্ত্য-” সূত্রদ্বারা পরপদের অন্তর উদাত্ত হইয়াছে ।
গটচাতে নিবেশ করে” এই অর্থে “নিবেশনী” পদটী “করণাধিকরণয়োশ্চিতি” সূত্র দ্বারা ‘লুট্’
(যু) প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়াছে । “হতি” এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্বস্বর
উদাত্ত হইয়াছে । “যচ্ছা” এই পদটী, দানাৎ দাগ’ ধাতুর স্থানে “পাত্রে” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা
বচ্ছাদেশ ও “ঘাচোহতস্তিঃ” সূত্র দ্বারা দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । “সপ্রপঃ” এই পদটী,
“প্রথস্” পদটী প্রথমস্ত্যর্থ ‘প্রথ’ ধাতুর উত্তর অন্তর প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন । অনস্তর
‘প্রথস্’ এর সঙ্কিত বহুব্রীত এই অর্থে “ভেন সহোতি তুলাযোগে” (পাঃ ২।২।২৮) এই সূত্র
দ্বারা সমাস করিয়া “বোপসর্জনত্” (পাঃ ৬।৩।৮২) এই সূত্র দ্বারা ‘সহ’ শব্দের স্থানে ‘স’
উচ্চ করিয়া উচ্চ “সপ্রপঃ” পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে । ঠিকভাবে কংসর হইয়াছে । ১৫ ।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে ষষ্ঠী বর্গ সমাপ্ত । ১অ—২অ - ৬ব ।

পঞ্চদশ (২২২) ঋকের বিশদার্থ ।

— : : —

এই ঋকে পৃথিবী-দেবীকে সম্বোধন করা হইয়াছে । তাহাতে পার্শ্বিক সঙ্গুণ ও সংকর্ষরাজির কাগনা প্রকাশ পাইয়াছে । ‘পৃথিবী-দেবী আসুন’—এবংবিধ প্রার্থনায়, ‘পার্শ্বিক সংকর্ষরাজির সঙ্গিত—সঙ্গুণাবলীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ হউক’—এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে ‘অনুক্রম নিবেশনী স্তোত্রা ভব’—এই বাক্যে, ‘আমাদের সংকর্ষের পক্ষে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, কিবা মানুষ শত্রু কিবা বিপুলত্রু কেহ যেন আমাদের সংকর্ষে কষ্ট না হয়, যেন পরমসুখে আমরা সংকর্ষের অনুষ্ঠান ও সন্তানের পোষণ করিতে সমর্থ হই’—এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে । উপসংহারে প্রার্থনা,—‘হে দেবি ! আপনি আমাদেরকে বিস্তারযুক্ত অনন্ত সুখ প্রদান করুন । অর্থাৎ, সংকর্ষের প্রভাবে, সচ্ছিত্তির অনুধ্যানে, আমরা যেন পরম সুখ প্রাপ্ত হই ।’ * (১ম—২২সূ—১৫শ) ।

— * —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা ।

প্রাতঃসবনে সোমাতিরেক একং শব্দং শংসনীরং । আত্রাতো দেবা ইত্যাত্মাঃ ষড্ভূচঃ সোমাতিরেক ইতি খণ্ডে স্মৃতিতং । মতং টৈক্কা ষ ওজসাতো দেবা অবস্ত নঃ ইতৈতান্দ্রী-কৈরকনীভশ্চ । আ. ৬৭ । ইতি । আশ্তোর্থামেচ্চাগাকাতিরিক্তোক্ণেপোতাঃ ষড্ভূচঃ

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

প্রাতঃকালীন সবনে সোমাতিরেক বিষয়ে একটি শব্দমন্ত্র পঠনীয় । “অতো দেবাঃ” ইত্যাদি ছয়টি শব্দ “সোমাতিরেকঃ” এই খণ্ডে স্মৃতিত হইয়াছে ; যথা, — “মতং টৈক্কা ষ ওজসাতো দেবা অবস্ত নঃ ইতৈতান্দ্রী-কৈরকনীভশ্চ” (আ. ৬৭) ইতি । আশ্তোর্থামেচ্চাগাকাতিরিক্তোক্ণেপোতাঃ ইত্যাদি নামক ঋকের আভ্যন্তর উক্ত মন্ত্রেও এই ছয়টি শব্দ স্তোত্রের মন্ত্রের অনু-

• কেহ বলেন, এখানে আর্ষাগণের ভারতবর্ষে আগমনের প্রসঙ্গ আছে । এখানে আমরা যেন ভাল স্থান পান, বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী হন, এবং আর কোনরূপ কতি না হয়,—থেকে এইরূপ প্রার্থনা আছে । যাহা হউক, আমরা যাহা বুঝিমাছি, তাহাই বিবৃত করলাম । শ্রীমান্ ব্যক্তিগণ পূর্বাগর অর্থ-সঙ্গতির ব্যবস্থা বিবেচনা করিয়া যৌক্তিকতা স্থির করিবেন ।

স্তোত্রিরাহুরূপার্থাঃ । তথা চ বস্ত পশব ইতি ঋগ্বেদে সৃজিতং । অতো দেবা অবস্ত ন ইতি স্তোত্রিরাহুরূপৌ । আ० ৯১১ । ইতি । দর্শপূর্ণমাসরোঃ প্রাশ্চিত্তহোমেহপ্যাভে বিনিযুক্তে তথৈব বেদং পত্নাঃ ইতি ঋগ্বেদে সৃজিতং । অতো দেবা অবস্ত ন ইতি ষাভ্যাং ব্যাহৃতিভিষ্চ । আ० ১১১ । ইতি । বাজ্ঞানুবাক্যায়োর্ন্থো লৌকিকতাবণেহতো দেবা ইত্যোবা জগ্যা । সৃজিতং হি । আপত্ততো দেবা অবস্ত ন ইতি অপেদিতি ॥

তামেতাং সৃজ্ঞে বোড়শীসূচমাহ ।

বোড়শী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ঋকিংশসৃজ্ঞঃ । বোড়শী ঋক্ ।)

অতো দেবা অবস্ত নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অতঃ । দেবাঃ । অবস্ত । নঃ । যতঃ । বিষ্ণুঃ । বিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ । সপ্ত । ধামভিঃ ॥ ১৬ ॥

মর্মানুসারিণী-বাধা ।

‘অতঃ’ (অতঃ) ‘দেবাঃ’ (ভূলোকাং আরতোতিশেষঃ) ‘সপ্তধামভিঃ’ (সপ্তলোকৈঃ, কুরাদিলোকৈঃ, নিখণত্রকটৈঃ সচ) ‘বিষ্ণুঃ’ (বিষ্ণাতি ব্যাপ্নোতি বিষ্ণং ইতি বিষ্ণুঃ, সর্বব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ) ‘বি চক্রমে’ (বিশিষ্টভাটনৈন ব্যাপ্তঃ, সর্বত্রগ ইত্যর্থঃ), ‘অতঃ’ (অস্মাং ভূপ্রদেশাৎ) ‘দেবাঃ’ (ভগবৎপ্রভৃৎ) ‘নঃ’ (অস্মান) ‘অবস্ত’ (বক্রস্ত পরিভ্রাণং

রূপার্থ । সেইরূপ “বস্ত পশবঃ” এই ঋগ্বেদে সৃজিত হইয়াছে ; যথা—“অতো দেবা অবস্ত ন ইতি স্তোত্রিরাহুরূপৌ” (আ० ৯১১) ইতি । দর্শ এবং পূর্ণমাস বাগের প্রাশ্চিত্তহোমে আদি ঋক্‌ব্রহ্ম বিনিযুক্ত হয় ; সেইরূপ “বেদং পত্নাঃ” এই ঋগ্বেদে সৃজিত হইয়াছে ; যথা,—“অতো দেবা অবস্ত ন ইতি ষাভ্যাং ব্যাহৃতিভিষ্চ” (আ० ১১১) ইতি । বাজ্ঞা এবং অনুবাক্যায় মধ্যো লৌকিকতাবণে “অতো দেবাঃ” এই ঋক্‌টী পঠিতব্য । এইরূপ সৃজিত হইয়াছে ; যথা,—“আপত্ততো অবস্ত ন ইতি অপেদিতি” । এই সূক্তে সেই বোড়শী ঋক্ কথিত হইতেছে ।

কুর্কৃত)। অরং ভাবঃ—পরমেশ্বরঃ সর্বব্যাপী ; সর্বেষু লোকেষু তদ্বিত্তিরবিচ্ছিন্না স্থিতা ;
তে বিতৃতরঃ পৃথিবীস্বাঃ দেবাঃ অস্মান রক্ষন্ত ইতি প্রার্থনা ॥ (১ম—২২সু—১৬খ) ॥

বঙ্গাহুবাদ।

যে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তলোকের (অথবা ব্রহ্মাণ্ডের) মহিত ভগবান বিষ্ণু পরিবাস্ত ; সেই (এই) পৃথিবী-লোক হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—পরমেশ্বর সর্বব্যাপী ; সকল-লোকে তাঁহার বিভূতি অবিচ্ছিন্ন অবস্থিত ; সেই বিভূতিসমূহ (পৃথিবীস্ব দেবগণ) আমাদিগকে রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা) ॥ (১ম—২২সু—১৬খ) ॥

সায়ণ-ভাষ্য।

বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্তধামতিঃ সপ্তভির্গারভ্যাতিভিন্দোতিঃ সাধনভূতৈর্যতঃ পৃথিব্যা
যস্মাদুপ্রদেশাধিচক্রমে। বিবিধপাদক্রমণং কৃতবান। অতোহস্মাৎ পৃথিবীপ্রদেশান্নোহস্মান দেবা
অবস্ত। বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাডিলোকেষু ছন্দোতিঃ সাধনৈর্জ্ঞঃ তৈস্তিরীয়া আমনস্তি। বিষ্ণুমুখা বৈ
দেবাস্ছন্দোতিরীমাণ লোকাননপব্যামভ্যজরান্তি বিষ্ণোস্ত্রিক্রমাবতারে পাদক্রমণশ্চ
পৃথিব্যাপাদানং। পৃথিবীপ্রদেশাক্রমণং নাম ভুলোকে বর্তমানানাং পাপনিবারণং ॥

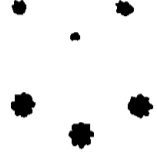
অতঃ। এতচ্ছন্দাৎ পঞ্চমাস্তিসিলিতি তসিল্। এতদোহশ্। পা० ৫৩৩। ইত্যশা-
দেশঃ। লিংস্বরেণাকার উদাত্তঃ। যতঃ। তসিলঃ প্রাগ্দেশো বিভক্তিঃ। পা० ৫৩১।
ইতি বিভক্তিসংস্কারাৎ তাদাত্ত্বৎ লিংস্বরঃ। বিষ্ণুঃ। বিষ্ণেঃ কিল্। উ० ৩৩৯। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গাহুবাদ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু সপ্তপ্রকার গারভী আদি ছন্দঃসমূহের দ্বারা যে ভূপ্রদেশ হইতে
বিবিধরূপ পাদক্রম করিয়াছিলেন, (সেই) এই পৃথিবীপ্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে
রক্ষা করুন। পরমেশ্বর বিষ্ণু যে ছন্দঃসমূহের দ্বারা পৃথিব্যাডিলোক জয় করিয়াছিলেন,
তাহা তৈস্তিরীয়া শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করিয়া থাকেন ; যথা,—‘বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ ছন্দঃসমূহের
দ্বারা এই লোকসমূহকে জয় করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর বাসনাবতারে পাদক্রমবিস্তারের
পৃথিবীই অপাদান, অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হইতেই পাদপ্রসারণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী-প্রদেশ
হইতে রক্ষণ নামক ব্যাপার, মর্ত্যস্থিত জনসাধারণের পাপনিবারক ॥

“অতঃ” এই পদটি, “পঞ্চমাস্তিসিলি” হ্রস্ব দ্বারা ‘এতদ্’ শব্দের উত্তর পঞ্চমীর স্থানে
‘তসিল্’ (তঃ) এবং “এতদোহশ্” (পা० ৫৩৩) এত হ্রস্ব দ্বারা ‘এতদ্’ শব্দের স্থানে
‘অশাদেশে সিদ্ধ হইরাছে। লিংস্বরহেতু ইহার অকারটি উদাত্ত। “যতঃ” পদটিও উক্ত-
প্রকারে পঞ্চমীর স্থানে তসিল্ আদেশে নিপন্ন। “প্রাগ্দেশো বিভক্তিঃ” (পা० ৫৩১) এই
হ্রস্ব দ্বারা ইহার বিভক্তি সংস্কার হইলে পর, তাদাত্ত্ব হইরাছে। ইহাতেও লিংস্বর। “বিষ্ণু”
এই পদটি, ‘বিষ্’ ধাতুর উত্তর “বিষ্ণেঃ কিল্” (উ० ৩৩৯) এই হ্রস্ব দ্বারা ‘হ্র’ প্রত্যয় ও

সুপ্রত্যয়ঃ। কিত্বার ঙ্গণঃ। নিমিত্তান্তবৃত্তোদাত্তবৎ। বিচক্রমে। সুরিত্তাত্ত যোগ-
 বিভাগাদিশক্ৰ সমাসঃ। সমাসান্তোদাত্তবৎ। বদ্বৃত্তযোগার নিবাতঃ। মধ্বঃ। সুপাঃ সুলুগিত্তি
 তিসো লুক্। ধামতিঃ। দধাতোৱাত্তো মনিস্তিত্তি মনি নিৎস্বরঃ। (১ম-২২স্ব-১৬ধ) ॥



ষোড়শ (২২৩) ঋকের বিশদার্থ।



এই ঋকের এবং ইহার পরবর্তী কায়েকটি ঋকের অর্থ মে কত দিক্
 হইতে কত ভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহান ইয়ত্তা নাই। এই
 ঋকের অর্থ উদ্ধার-পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে এবং মে সকল
 অন্তরায়ের মধ্য হইতে কোন ব্যাখ্যাকার কি ভাবে ক্রুরূপ অর্থ পরিগ্রহণ-
 পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন, তৎসমুদায় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আমাদের কৃত অর্থের
 যৌক্তিকতা আর্থিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

ঋকের প্রথম শব্দ—‘অতঃ’। সাধারণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—‘এই
 স্থান হইতে।’ কোনও ব্যাখ্যাকারের মত—‘এই কারণশতঃ’ কেহ
 কহিয়াছেন—‘মেই স্থান হইতে।’ কাহারও কাহারও মতে—‘অতঃপর’
 ও ‘অতএব’ অর্থও গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দ—‘ষতঃ।’ সাধারণ
 বলেন,—‘যে পৃথিবী হইতে।’ কেহ কহিয়াছেন,—‘যে কারণশতঃ।’
 কাহারও মত,—‘যে স্থান হইতে’ ইত্যাদি। তৃতীয় শব্দ—‘বিষ্ণুঃ।’
 সাধারণের অর্থ—‘পরমেশ্বর।’ কেহ কহিয়াছেন,—‘সূর্য্য।’ কাহারও
 মত—‘বিষ্ণু’ নামক ব্যক্তিবিশেষ ইত্যাদি। চতুর্থ শব্দ—‘নিচক্রমে।’
 সাধারণের অর্থ,—‘বিবিধরূপ পাদক্রমণ করিয়াছিলেন।’ কাহারও মত,—
 ‘সৃষ্টি করিয়াছিলেন।’ কেহ কহেন,—‘উহাতে সূর্য্যের গতি

কিৎস্বশতঃ ঙ্গণের অন্তানে নিম্পন্ন হইয়াছে। ‘নিৎ’ এই অন্তবৃত্তবশতঃ ইহার আদিব্বর
 উদাত্ত। “বিচক্রমে” এই পদটিতে ‘স্বঃ’ এই যোগবিভাগবশতঃ বিশকের সঙ্কিত সমাস
 হইয়াছে। এখানে সমাসান্ত উদাত্তব্বর হইয়াছে। বদ্বৃত্তযোগহেতু নিবাতব্বর হয় নাই।
 “মধ্বঃ” এই পদটিতে “সুপাঃ সুলুক্” স্বত্র দ্বারা ‘তিস্’ বিভক্তির লোপ হইয়াছে। “ধামতিঃ”
 এই পদটি “ধাক্” ধাতুর উত্তর “আতো মনি” স্বাক্ষরসারে ‘মনি’ প্রত্যয় করিয়া, তৃতীয়ার
 স্বাক্ষরনে নিম্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে নিৎস্বর হইয়াছে। (১ম ২২স্ব-১৬ধ) ॥



‘বুঝাইতেছে।’ কেহ বা ঐ শব্দে ‘পিতৃলোক হইতে আগমন’ অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা ‘আর্ষ্যগণের মধা-এসিয়া হইতে আগমনাদি’ অর্থ আশ্রয়ন করিয়াছেন। পঞ্চমে—‘সপ্তদামতিঃ’। ঐ পদে সাধারণ অর্থ করিয়াছেন,—‘গায়ত্রীদি গণ্ড ছান্দর দ্বারা।’ কেহ অর্থ করিয়াছেন,—‘সপ্তকরণের দ্বারা।’ কাহারও মতে,—‘গণ্ড-পরিবারের নিবাসস্থান হইতে।’ কেহ বা ‘গণ্ডগৃহ হইতে’ অর্থ করিয়াছেন। ইত্যাদি।

অতঃপর আমরা যে অর্থ-মননে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের ‘অম্বর-বোধিকা-ব্যাখ্যা’ ও ‘সঙ্গমুদার’ অনুসরণে, তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করুন। ‘যতঃ পৃথিব্যাঃ সপ্তদামতিঃ’—পদত্রয়ের অর্থ, আমরা মনে করি, ‘ঐষ পৃথিব্যাং সপ্তলোক (নিম্নলিখিত ব্রহ্মাণ্ড) গত।’ ‘বিচক্রমে’ ক্রিয়াপদের অর্থ—‘বিশিষ্টভাবে ব্যাপ্ত।’ ‘বিষ্ণুঃ’ শব্দের প্রকৃতার্থ—‘নিম্নব্যাপক পরমেশ্বর’। তাহাতে, উক্ত অংশের সমুদায়ার্থ এই হয় যে,—‘যে পৃথিব্যাং সপ্তলোকের (অথবা ব্রহ্মাণ্ডের) গতিত সর্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণু ওতঃপ্রোতঃ বিস্তৃত হইয়াছেন।’

অনন্তর থাকের অপরাংশ—‘অতো দেবা অম্বস্ত নঃ।’ এই বাক্যের সহিত পূর্বাঙ্ক অংশের অর্থ-সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে কোনও ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। ঐ অংশের অর্থ,—‘এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী হইতে (সর্বত্র বিস্তৃত) দেবগণ (ভগবত্ত্বিত-সমূহ) আমাদিগকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, সেই দেবভাগের প্রভাবে আমরা যেন দেবভাবাপন্ন হইয়া তৎস্বরূপাদি-লাভে সমর্থ হই,—বিষম সমার সমুদ্র হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারি।’

এই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, পূর্বাংশের সকল দিকের সঙ্গতি-রক্ষা পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া, বেদের নিত্য ও অপর্যায়ের প্রভৃতি মধু-বিষম-সকল স্বরণ-পূর্বক, থাকের অর্থ স্থিরীকৃত হইল যে,—‘যে ভগবান বিষ্ণুর বিস্তৃত-সমূহ পৃথিব্যাং সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক, (অর্থাৎ যে বিষ্ণু নিম্ন-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন), তাঁহার গুণ-বৈভূতির অংশ-স্বরূপ পার্থিব-দেবগণ (দেবভাগ-নিবহ) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।’

পূর্বে থাকে পৃথিবী-দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ প্রার্থনা তাহারই স্তোত্রক। পৃথিবী-দেবী কি প্রকার? তিনি এই বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন দেবভাববিশিষ্টা,—এখানে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

বস্তুপক্ষে ভগবান সর্বত্রগ সর্বব্যাপী । তিনি এই পৃথিবীতেও যেমন
 বিদ্যমান রহিয়াছেন, 'ভূঃ' আদি অপরাপর লোকেও তিনি সেই ভাবেই
 সর্বমান রহিয়াছেন । সাধক দেখিতেছেন—তিনি সর্বত্র আছেন, কিন্তু
 তাঁহার হৃদয় শূণ্য রহিয়াছে । তাঁহার কর্মনিবহ এখনও সে সম্ভাব
 প্রাপ্ত হয় নাই—যদ্বারা সেই গংরূপ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হন । তাই তিনি
 উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে ভগবন্নিভূতি পার্শ্ব-দেবগণ ।
 আপনারা আমুন ; আমাকে রক্ষা করুন । আপনাদের দেবভাবসমূহ
 আমার হৃদয়ে প্রবর্তিত হউক । হৃদয় দেবভাবে পরিপূর্ণ হইলেই
 হৃদয়ে দেবতার আধষ্ঠান ঘটে । তাই প্রার্থনা,—দেবনিভূতি সদগুণ;
 সমষ্টি আমার হৃদয় অধিকার করুক । তাঁহাদের আধষ্ঠানে এ
 অধম পরিত্রাণ লাভ করুক ।’ (১ম—২১ সূ—১৬শ) ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা ।

বৈষ্ণবোপাংশুযাজ্ঞশ্বেদং বিষ্ণুরিত্যেবাহুবাক্যা । উক্তা দেবতা ইতি খণ্ডে সৃজিতং ।
 ইদং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং । আ• ১৬ । ইতি । গার্হপত্যাহবনীয়-
 যোর্মধ্যে ঋতক্রমণেনৈবৈব ঋপদেবু ভস্ম প্রক্ষিপেৎ । বিদ্যাপরাধ ইতি খণ্ডে সৃজিতং ।
 তন্ননা শুনঃ পদং প্রতিবপেদিনং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে । আ• ৩১০ । ইতি আতিথ্যায়
 প্রধানস্ত হবিষ এষৈবাহুবাক্যা অথাতিথ্যোক্ত্যেতি খণ্ডে সৃজিতং । ইদং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে
 তদস্য প্রিরমতি পাথো অশ্রাং । আ• ৪৫ । ইতি । উপসংস্র বৈষ্ণবমৈস্যেবাহুবাক্যা ।
 অথোপসংস্র খণ্ডে সৃজিতং । গয়স্ফানো অমীববহেদং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে । আ• ৮৪ । ইতি ।
 তামেতাং সৃজ্ঞে সপ্তদশীমৃচগাচ ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

“ইদং বিষ্ণুঃ” এই শব্দ বিষ্ণু সম্বন্ধীয় উপাংশুযাজ্ঞের অহুবাক্যা । “উক্তা দেবতাঃ” এই
 খণ্ডে সৃজিত হইয়াছে, —“ইদং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং” আ• ১৬) ইতি ।
 গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যে ঋতক্রমণ বিষয়ে এই শব্দের দ্বারা ঋপদসমূহে ভস্ম ক্ষেপণ
 করিবে । “বিদ্যাপরাধঃ” এই খণ্ডে সৃজিত হইয়াছে—“তন্ননা শুনঃ পদং প্রতিবপেদিনং
 বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে” (আ• ৩১০) ইতি । আতিথ্য-কর্মে প্রধান হবিষ্যস্তের এই শব্দই অহু-
 বাক্যা । “অথাতিথ্যোক্তা” এই খণ্ডে সৃজিত হইয়াছে, —“ইদং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে তদস্য প্রিরমতি
 পাথো অশ্রাং” (আ• ৪৫) ইতি । উপসংস্র বৈষ্ণবমন্ত্রের এই শব্দ অহুবাক্যা ।
 “অথোপসংস্র” এই খণ্ডে সৃজিত হইয়াছে —“গয়স্ফানো অমীববহেদং বিষ্ণুর্ক্বেচক্রমে” (আ•
 ৮৪) ইতি । এই সূক্তে সেই সপ্তদশী শব্দ কাথিত হইতেছে ।

সপ্তদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলং । ষাটবিংশসূক্তং । সপ্তদশী ঋক্ ।)

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নি দধে পদং ।

সমুতমস্ম পাস্মরে ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

ইদং । বিষ্ণুঃ । বি । চক্রমে । ত্রেখা । নি । দধে । পদং ।

সংহৃতং । অস্ম । পাস্মরে ॥ ১৭ ॥

মর্ষানুসারিনী-বাখ্যা ।

‘বিষ্ণুঃ’ (পরমেশ্বরঃ) ‘ইদং’ (সর্বং জগৎ) ‘বি চক্রমে’ (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ), ‘ত্রেখা’ (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালং) ‘পদং’ (স্থানং, আধিপত্যং, ঐশ্বর্যং, স্বকিরণং) ‘নি দধে’ (নিরস্তরং ধৃতঃ, চিরায় অক্ষুণ্ণ ইত্যর্থঃ), ‘অস্ম’ (বিষ্ণোঃ) ‘পাস্মরে’ (রশ্মিকণযুক্তে প্রভূত্বে, জ্ঞানস্বরূপে পদে) ‘সমুতং’ (সমাগমুতং, সংস্থিতং জগদিত্তি শেষঃ) । ঋগিষং বিষ্ণুস্বরূপং বর্ণয়তি । বিশ্বব্যাপকবিষ্ণোঃ প্রভূত্বে নিখিলং জগৎ সঠৈব অবস্থিতং । বিষ্ণুরেব বিভূতিস্বরূপেণ অপূর্ণমাণুক্রমেণ সর্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতীতি ভাষঃ ॥ (১ম—২২সূ—১৭খ) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন ; অতীত অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমা নিরস্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রাখিয়াছে ; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ময় পদে (প্রভূত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যকভাবে অবস্থিত আছে । (১ম—২২সূ—১৭খ) ।

সায়ণ-ভাষ্য ।

বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারধারীদং প্রতীর্ণমানঃ সর্কং জগত্ৰুদিশু বিচক্রমে । বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্ । তদা ত্রেখা ত্রিভিঃ প্রাকটৈঃ পদং নিদধে । স্বকীয়ং পাদং প্রাক্ষিপ্তবান্ । অস্ত্র বিষ্ণোঃ পাংসুরে ধূলিয়ুক্তে পাদস্থানে সমুটমদং সর্কং জগৎ সমাগস্তর্জুতং । সেয়মৃগ্-যাস্কৈমবং ব্যাখ্যাতা । বিষ্ণুর্কিণতৈর্কী ব্যাপ্তোতৈর্কী । ষড়িঃ কিক তদ্বিক্রমতে । বিষ্ণুস্ত্রেখা নিধতে পদং ত্রেখাভাবান পৃথিব্যামস্তরিক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ । সমারোহণে বিষ্ণুপদে গরশিরসীতোর্গবাতঃ । সমুটমস্ত্র পাংসুরেহপারনেহস্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতেহপি বোপনার্বে স্ত্রাস্ত্রসমুটমস্ত্র পাংসুর ঈব পদং ন দৃশ্যত ইতি পাংসবঃ পাতৈঃ সুরস্ত ইতি বা পন্নঃ শেরত ইতি বা পংসনীরা ভবন্তীতি বা । নিঃ ১২।১২ । ইতি ।

ত্রেখা । এখাচ্চ । পাং ৫ ৩৪৬ । ইতোখাচ্ প্রত্যয়ঃ । চিতোহস্তোদাত্তঃ । সমুটং । বহু প্রাপণে । নিষ্ঠেতি ক্রঃ । বচিস্বপীতাদিনা । পাং ৬।১।১৫ । সস্ত্রসারণ । চত্বধ্বত্বতলোপ-দীর্ঘগানি । গতিরনস্তর ইতিগতেঃ প্রকৃতিস্বরঃ । অস্ত্র । ইদমোহশাদেশ ইত্যশমুদাত্তঃ । প্রত্যয়স্ত্র স্ত্রপ্-স্বরেণ । পাংসুরে । নগপাংসুপাংসুশ্চতি বক্তব্যং । পাং ৫।২।১০৭।২ । ইতি মত্বীয়ো রপত্যয়ঃ । প্রত্যয়স্বরঃ ॥ (১ম—২২সূ—১৭৭) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান বিষ্ণু, এই প্রতীর্ণমান (পরিদৃশ্যমান) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ্য করিয়া বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার) করিয়াছিলেন । তখন তিনি তিন প্রকারে স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন । সর্কজগৎ সমাকৃকপে এই বিষ্ণুর ধূলিয়ুক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল । এই একটীর যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—বিষ্ণু এই পদটি প্রবেশার্থক 'বিষ্' ধাতু হইতে অথবা বি-পূর্কক ভোজনার্থক 'অশু' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, সমস্তই তিনি ব্যাপিয়া আছেন । বিষ্ণু পৃথিবীতে অস্তরিক্ষে এবং আকাশে তিন প্রকারে পদ নিহিত করিয়াছিলেন ;—ইহা শাকপুণির মত । তুর্গবাত বলেন, গরশিরে বিষ্ণুপদ সমারোহিত হইয়াছিল । 'সমুটমস্ত্র পাংসুরে' পদটি উপনার্বে ব্যবহৃত ; অস্তরিক্ষে এবং আকাশে বিষ্ণুপদ দৃষ্ট হয় না । 'পাংসুর' পদের অর্থ পাংসু-সমূহ স্ত্রুত হয়, অথবা পন্ন-সমূহ শরন করে, অথবা পংসনীর হয় । নিঃ ১২।১২ ।

"ত্রেখা" এই পদটি, 'ত্রি' শব্দের উত্তর "এখাচ্চ" (পাং ৫ ৩৪৬) এই সূত্র দ্বারা 'এখাচ্' প্রত্যয় করিয়া নিস্পন্ন । "চিতঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত । "সমুটং" এই পদটি সং পূর্কক প্রাপণার্থক 'বহু' ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা ক্র (ত) প্রত্যয় করিয়া "বচিস্বপি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সস্ত্রসারণ (বহু + উহ), চত্ব, ধত্ব, ঠত্ব, চ-এর লোপ এবং উ-কারের দীর্ঘ করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে । "অস্য" এই পদটিতে "ইদমোহশাদেশঃ" এই সূত্র দ্বারা 'অশন' আদেশও উদাত্ত এবং স্ত্রপ্-স্বর হেতু ইহার বিভক্তিও উদাত্ত । "পাংসুরে" এই পদটি 'পাংসু' শব্দের উত্তর "নগপাংসুপাংসুশ্চতিবক্তব্যঃ" (পাং ৫ ২।১০২২) এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা অত্বীয়ো 'র' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিস্পন্ন হইয়াছে । ইহার প্রত্যয় স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম ২২সূ ১৭৭) ॥

সপ্তদশ (২২৪) ঋকের বিশদার্থ ।

—†•†—

পূর্বে ঋকের গায় এ ঋকেরও বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে । 'ত্রেখা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুরে সমুচং'—এই বাক্য-ত্রয়, বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণের হেতুভূত । 'ত্রেখা' শব্দে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' শব্দে 'ভ্রমণ করিয়াছিলেন',—সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করা হয় । 'পদং' শব্দে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করিয়াছিলেন',—এবস্থি অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়া থাকে । তার পর, 'পাংসুরে' শব্দে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমুচং' পদে 'সমাবৃত হইয়াছিল',—এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায় । তাহাতে ঋকের ভাষ্যে ডায় এই যে,—'বিষ্ণু যখন মধ্য-এগিয়া হইতে দলবল গৎ এ দেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ।' † কেহ ব', 'বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—এইরূপ উক্তি হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য। বস্তু হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন । ‡ কেহ বা, 'বিষ্ণুক সূর্য জ্ঞান করিয়া, সূর্যরশ্মির বিষয় ধূলি-বস্তুর উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লন । †

প্রচলিত সকল মতের ও মর্ম্মার্থকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝলাম, ঋকের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থসকল হইতে কিছু স্বতন্ত্র । ঋকের অন্তর্গত বহুভাবভোক্ত শব্দ-কয়টির বিধগ্ন অনুধাবন করিলে, মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে । 'বিষ্ণুঃ' শব্দে এবং 'বিচক্রম' পদে কি ভাব

* বঙ্গদেশ প্রচলিত একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । যথা,—"পূর্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্তমান বাগস্থানের সম্ভাবিতস্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বিস্তৃত-পদ এই অস্তবর্ত্তি প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্য মধ্য তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ।" এটি সমানাধি সন্ন্যস্তীর অনুবাদ । কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার । যথা,— "বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদাবক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল ।"

† বেনফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য) প্রকাশ করেন ।

‡ মুইর (Muir) এই মত (ধূলিকণার উপহার সূর্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন ।

—*—

প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্বেই (পূর্বে ঋকের আলোচনার) ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে একটা নূতন শব্দ 'ত্রৈধা'। ঐ শব্দে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, তিন কালে তাঁহার বিস্তারিত সমভাবে প্রকাশ করিতেছে। ঐ শব্দে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে; মত্ৱ রজঃ তমঃ—ভাবত্রয়ও ঐ শব্দে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতশীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্তা রক্ষাকর্তা বলিয়া অভিহিত হন, এই ভাব হইতেই তাহা দ্রোতনা করে। ঋকের আর একটা শব্দ—'পদৎ'। আমরা মনে করি, ঐ শব্দে আধিপত্য, ঐর্ষ্যা, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। ঋকের আর একটা শব্দ—'নিদধে'। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে, ঐ শব্দে অবস্থিতি ক্ষেপণ প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে। এক জন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং 'দধে' ধৃত্বান্) 'নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির-অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ঋকের 'পাংসুরে' শব্দে—ধূলি নহে—'অধু' বা 'সৃক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ অণুপরমাণুস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপে (জ্ঞানরশ্মিরূপে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিস্তারিত রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমৃঢ়' শব্দ। ঐ শব্দে, 'এই জগৎ সম্যক্রূপে তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে'—এই ভাবই দ্রোতনা করিতেছে।

এইরূপে, ঋকের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে,—'মেই সর্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্ব স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যক্রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমাণু ওহঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ শব্দটিতে প্রার্থনার ভাবও আছে মনে করিতে পারি। মেই সর্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদয়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,—'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার মত্তা বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার মত্তা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই ঋক্ হইতে এই নিগূঢ় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—২২সূ—১৭খ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা ।

উপপদি বৈষ্ণবধাগন্ত প্রাতঃকালে যাজ্ঞা সারংকালে অহুবাক্যা ত্রীণি পদেভ্যোষা ।
সুত্রিতং চ । ত্রীণি পদা বিচক্রম ইতি ষ্টিকদালুপ্যতে । আ• ৪৮ । ইতি ।
তামেতামষ্টাদশীমুচমাহ ।

অষ্টাদশী শ্লোক ।

(প্রথমং মণ্ডলং । দ্বাবিংশসূক্তং । অষ্টাদশী শ্লক) ।

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষুর্গোপা অদাত্যঃ ।

অতঃ ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্রীণি । পদা । বি । চক্রমে । বিষুঃ । গোপাঃ । অদাত্যঃ ।

অতঃ । ধর্ম্মাণি । ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘অদাত্যঃ’ (কেনাপি ত্রিংশতিমশকাঃ, সর্কেষা’ অজ্ঞেয়ঃ) ‘গোপাঃ’ (সর্কস্য অগতঃ রক্ষকঃ, বিশ্বপাতা) ‘বিষুঃ’ (সর্কব্যাপী ভগনান) ‘অতঃ’ (এষু লোকেষু) ‘ধর্ম্মাণি’ (পুণ্যকর্ম্মাণি, সদহুষ্ঠানানি) ‘ধারণ’ (পোষণন) ‘ত্রীণি’ (ত্রিকালত্রি গুণাদিধরুপাণি) ‘পদা’ (পদানি, স্থানানি,

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

“ত্রীণি পদা” এই শ্লোকটি বৈষ্ণবধাগে প্রাতঃকালে যাজ্ঞা এবং সারংকালে অহুবাক্যরূপে প্রযুক্ত হয় । সেইরূপ সুত্রিত হইয়াছে ; যথা,—“তেন পদা বিচক্রম ইতি ষ্টিকদালুপ্যতে” (আ• ৪৮) ইতি । এই সূক্তের সেই অষ্টাদশী শ্লক কথিত হইতেছে ।

আয়ীরানি আধিপত্যানি) 'বিচক্রমে' (বিশিষ্টরূপেণ ব্যাপ্তঃ, অবস্থিতঃ ইতিশেষঃ) । অরং ভাবঃ
— বিশ্বপালকো বিষ্ণুঃ চিরায় অপ্রতিহতপ্রভাবেন ধর্মকর্ম পোষণতি । (১ম—২২সূ ১৮ঋ) †

• • •
বঙ্গানুবাদ :

সকলের অজ্ঞেয়, সকল জগতের রক্ষক, সর্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু
এই লোকসমূহে ধর্মসমূহকে (সংকর্ম্মাকলকে) পোষণ করিয়া ত্রিকাল-
ত্রিগুণাদিস্বরূপ স্থান-সমূহকে (আপনার আধিপত্যকে) বিশিষ্টরূপে
ব্যাপিয়া আছেন । (ভাব এই যে, — বিশ্বপালক বিষ্ণু চিরকাল অপ্রতিহত-
প্রভাবে ধর্মকর্ম্ম পোষণ করিতেছেন ।) ॥ (১ম—২২সূ—১৮ঋ) ।

• • •
সারণ-ভাষ্যঃ ।

অদাত্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যো গোপাঃ সর্কস্য জগতো রক্ষকো বিষ্ণুঃ পৃথিব্যাদি-
স্থানেষু এতেষু জীণি পদানি বিচক্রমে । কিং কুর্কন । ধর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি ধারয়ন ।
পোষণন ।

পদা । অুপাং অুলুগিত্যাদিনা বিভক্তের্ডাদেশঃ । তত্র স্থানিবদ্ভাবেনানুদাত্তে প্রাপ্ত
উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণোদাত্তস্বঃ । গোপাঃ । গোপামৃত্ত্যোক্ত্যে । অদাত্যঃ । দতেষু হ-
লোর্ণাদিতি ণাৎ । নঞসমাসঃ । অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরস্বঃ । ধারয়ন । শপঃ পিণ্ডাদহ-
দাত্তস্বঃ । শত্বশ্চ লসার্কধাতুকস্বরেণ পিচ এব স্বরঃ শিঘ্রতে ॥ (১ম - ২২সূ - ১৮ঋ) ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

যাহাকে কেহই হিংসা করিতে সমর্থ হয় নাই, সমগ্র জগতের রক্ষক, সেই ভগবান্ বিষ্ণু
এই পৃথিব্যাদি স্থান-সমূহে পদত্রয় বিস্তার করিয়াছিলেন । কি করিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন ?
অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মকর্ম্মসমূহকে ধারণ (পোষণ) করিয়া ।

“পদা” এই পদটি “অুপাংঅুলুক্” ইত্যাদি ৩ত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে ডা আদেশে নিষ্পন্ন
হইয়াছে । তাহার স্থানিবদ্ভাবহেতু অনুদাত্ত-স্বর প্রাপ্তি ঘটে ; কিন্তু উদাত্ত-নিবৃত্তিস্বর হেতু
(তাহা না হইয়া) উদাত্ত স্বরই হইয়াছে । “গোপাঃ” এই পদটির বিষয় “গোপামৃত্ত্য” প্রসঙ্গে
উক্ত হইয়াছে । “অদাত্যঃ” এই পদটি, ‘দত্’ ধাতুর উত্তর “অহলোর্ণ্যৎ” সূত্র দ্বারা ‘ণাৎ’
প্রত্যয় করিয়া নঞসমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ।
“ধারয়ন” এই পদটিতে শপের পিণ্ডহেতু অনুদাত্তস্বর এবং শত্ব প্রত্যয়ের সার্কধাতুক ল-কার
স্বর হেতু পিচ প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে । (১ম—২২সূ ১৮ঋ) ।

অষ্টাদশ (২২৫) ঋকের বিশদার্থ ।

—: . :—

এ ঋকের অর্থও ব্যাখ্যাকারগণের রুচিতে নানারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে । ● আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋক্ মনুষ্য-মাত্রকে ধর্ম-পরায়ণ হইবার নিমিত্ত উদ্ভূত করিতেছে ।

ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বের পালক । তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত । তিনি বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাকেন । ধার্মিক মাত্রই তাঁহার আশ্রয়ে সুখশান্তি প্রাপ্ত হয় । তিনি সর্বকাল সর্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্যমান্ রহিয়াছেন । ঋক্ এইরূপ ভাব ব্যক্ত আছে । এতদ্বারা মনুষ্যকে যেন বলা হইতেছে—‘তোমরা ধর্মপর হও, জ্রোয়োলাভ করিবে ।’

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋক্কে আত্মসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । তাহাতে ভার্য্য অধ্যাক্ত হয়,—‘মন ! তুমি ভগবানে বিশ্বাস-মান্ হও । সেই যে বিশ্বপালক ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি চিরকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ধর্মকে ও ধার্মিকদিগকে পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছেন । তুমি ধর্মপরায়ণ হও । সেই ধর্মপালক বিষ্ণু অশ্যই তোমায় রক্ষা (তোমার পরিত্রাণ) করিবেন ।’ (১ম—২২সূ—১৮খ) । †

— . —

● দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ যাহা প্রচলিত আছে, উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) “সমস্ত জগতের রক্ষক এবং অজের (সকলের অপেক্ষা বলবান) বিষ্ণুদেব এই মধ্যবর্ত্তি প্রদেশে ধর্ম এবং সদাচার পালন-পর্কক তিন বার পাদপ্রক্ষেপ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।” (২) “বিষ্ণু রক্ষক, তাঁতাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না । তিনি ধর্ম সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি ।

† এই ঋক্টির এবং ইহার পূর্ববর্ত্তী দুইটি ঋকের (১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ ঋকের) তিনটি বাক্য-প্রয়োগ উপলক্ষে গবেষণার অন্ত নাহি । সে বাক্যত্রয়—“সপ্তধামাতঃ”, “জ্রোয়োলাভঃ”, “ত্রীণি পদা” । ঋক্-ত্রয়ের অন্ত যে সকল শব্দ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডা, সে সকল ঐ তিনেরই শাধা-প্রশাধা মাত্র, সে সকল ঐ তিনের সহিতই পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ । যাহা হউক, সে আলোচনা-গবেষণার কিঞ্চিৎ আভাস, ঋক্ তিনটির বিশদার্থ প্রকাশ উপলক্ষেই প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে সমষ্টিভাবে ঋক্ তিনটির আলোচনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে কত প্রকার ভাব-প্রবাহ প্রগাহিত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি ।

একোমবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাণ্ডিন্যুক্তং । একোমবিংশী ঋক্ ।)

বিষোঃ কৰ্ম্মানি পশ্যত যতো ব্রতানি পম্পশে ।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১১ ॥

. . .

এ বিষয়ে যাক্ষের যে নিকৃষ্ট সপ্তদশ ঋকের সারণভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, (“যদিদং” হইতে “ঊর্নবাতঃ” প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন) ; তাহাতে শাকপুণি, ঊর্নবাত প্রভৃতি পূর্বতন ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাষ পাওয়া যায় । কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই, যাহাতে আমাদের ব্যাখ্যায় কোনরূপ বিষয় আনয়ন করে । পরন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যায় মন্থাশুধাবন করিলে, আমাদের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয় । ঐ নিকৃষ্টের উপর হর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-স্ফাপক নহে । কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে । আমরা এখানে হর্গাচার্য্য-কৃত পূর্বোক্ত নিকৃষ্টের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি । তাহাতে, কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে—বোধ্যগম্য হইবে ।

পূর্বোক্ত নিকৃষ্ট-সম্বন্ধে (রমেশচন্দ্র-ধৃত) হর্গাচার্য্যের মন্তব্য ; যথা,—“বিষ্ণুরাদিতাঃ । কথমিতি যত আহ ত্রেখা নিদধে পদং । মিধন্তে পদং নিদানং পদৈঃ । ক্ব তৎ তাবৎ । পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপুণিঃ । পার্শ্বিবোহগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিষ্ঠিষ্ঠতি । অন্তরিক্ষে বৈদ্যাতাঅনা । দিবি সূর্য্যাঅনা । যদুক্তং তমু অক্রিগ্বন ত্রেখা ভূবে কমতি । সমারোহণে উদয়গিরৌ উত্ত্বন পদমেকং নিধন্তে । বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেহস্তরিক্ষে । গয়শিরস্ত্বস্তং গিরৌ ইতি ঊর্নবাত আচার্য্য মন্ততে ।”

হর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অন্তর্গিরি রূপ ভাব মাত্র আমনন করিয়া লইয়াছেন ; এবং তাহাতে বিষ্ণু-শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অন্ত স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার অর্থের প্রবর্তক । ‘পাংসুয়ে সমুচ্চ’ পদের ব্যাখ্যায়, মুইর ‘সূর্য্য-বশ্মি’ অর্থ করেন । বিষ্ণুর পদ-পরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমুলার (Max Muller) লিখিয়াছেন যে,—“The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating, and setting of sun.” এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, হর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যায় ‘সূর্য্যাঅনা’ ‘বৈদ্যাতাঅনা’ প্রভৃতির ভাব কেহই গ্রহণ

পদ-বিশ্লেষণং ।

বিষ্ণোঃ । কর্মণি । পশ্যত । যতঃ । ত্রৈণি । পশ্পশো ।

ইন্দ্রস্য । যুজাঃ । সখা ॥ ১৯ ॥

করেন নাই। তাগ বুলিলে, ঐরূপ স্থল অর্গ পরিগৃহীত হইত না; তাগাতে, যুদ্ধ ভাবে তিনি যে সর্ষত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য তিনি যে মধ্য এশিয়া হইতে এদেশে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়। ম্যাক্সমুলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রযত্ন দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের স্থিতি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, - 'তৈত্তিরীয় সংহিতার একটা মন্ত্রে (৪।১।১।৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর, ঋগ্বেদের (৪র্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকে) একটা মন্ত্রে ইন্দ্রের বিষ্ণু'ক 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন, এমন মন্ত্রও (৮ম মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The Sacred Books of the East, Vol. XXXII, Vedic Hymns translated by F. Max Muller, p. 133)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রাসঙ্গ পল্লবিত হইয়া পড়ে। যে: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী— এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান উইটনেসে' (Aryan Witness) যে: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself." রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্ষ্যদিগের আদিম-নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অদীনে প্রস্থান, তিন স্থানে আসন (বিশ্রাম) এবং স্বর্গ-রক্ষা-পূর্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্ষ্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।' তাঁহার মতে 'সপ্তধাম' বলিতে—'সপ্ত বিভাগ; যথা,—১ ভারতীয় আর্ষ্যগণ; ২ পারশ্ববাসীরা; ৩ ইরাজ এবং জর্মানদিগের

মর্যাদাসারিনী-বাখ্যা ।

হে মম চিত্তবৃত্তয় ! 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপনঃ ভগবতঃ) যতঃ' (যেভ্যঃ পালনাদিকর্মণ্যঃ) 'ত্রিতানি' (পুণ্যানুষ্ঠানানি) 'পল্লশে' (লোকঃ স্পৃষ্টেবান্, প্রবৃত্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) তানি 'কর্মানি' (পালনাদীনি, লোকপরিভ্রাণকারীণি) 'পশ্যত' (অবলোকয়ত, অনুষ্ঠানায় প্রবৃত্তঃ ভবত ইত্যর্থঃ), স বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'ষুণ্যঃ' (অভিন্নঃ) 'সখা' (সমাখ্যঃ, একাত্মকঃ ইত্যর্থঃ) । অন্নং ভাবঃ, ভগবতঃ বিষ্ণোরনুগ্রহেন হে নরাঃ । সংকর্মণরায়ণঃ ভবত ; দেবাঃ আভ্রা. হতি মরয়ত । (১ম ২২সূ—১২খ) ।

বঙ্গাবাদ ।

হে আমার চিত্তর ভগমূহ ! বিশ্বাপী ভগবান্ বিষ্ণুর যে পালনাদি কর্ম হইতে পুণ্যানুষ্ঠান সমূহে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সেই লোকপরিভ্রাণকারী কর্মকল তোমরা প্রত্যক্ষ কর—অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । সেই বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অভিন্ন সখা অর্থাৎ একাত্মক । (তাব এই যে,— ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে হে মনুষ্যগণ, তোমরা সংকর্মণরায়ণ হও ; দেবগণ যে অভিন্ন, তাহা স্মরণ রাখিও) (১ম— ২সূ—১২খ) ।

পুরুষ টিউটন (Teutons) জাতি ; ৪ রুসিয়া প্রদেশ (Russia) বাসী স্লাভোনিয়ান (Slavonian) জাতি ; ৫ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসী কেল্ট (Kelt) জাতি ; ৬ গ্রীষ দেশবাসী পেলাস্জ (Pelasgii) ; এবং ৭ ইটালী (Italy) প্রদেশবাসী রোমান (Roman) জাতি । বাহ্লীক প্রদেশ (Balkh) এবং গান্ধার দেশ (Candahar) এককালে ভারতবর্ষীয় আৰ্যাদিগের বাসস্থান ছিল । এ মতে, পৌরাণিক সপ্তর্ষি এই সপ্তধামের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বলিয়া কল্পনা করা হয় । তাহারাই সাত সম্প্রদায়কে সাত দিকে পরচালিত করেন । যাঁহা উক্ত, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, অর্ধ সেই দিক হইতেই কল্পনা করিতে পারিবেন । কিন্তু সর্বত্র অর্ধের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইলে এবং বেদগণের প্রায় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে আমরা যে অর্ধ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে ।

অপিচ, আৰ্যগণ যে ভারতের বহির্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই, পরন্তু আৰ্যসভ্যতা যে ভারতবর্ষ হইতেই অত্র প্রবৃত্ত হইয়াছিল, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহা পুঙ্খপুঙ্খ সম্যক করা হইয়াছে । "পৃথিবীর ইতিহাসে" ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'আৰ্যগণের আদি নিবাস' বিষয়ক প্রশঙ্গ পাঠ করিয়া দেখুন । এ ভ্রান্তি বদূর হইবে । তার পর, সপ্তর্ষিমণ্ডলী-জ্যোতিষ-বিষয়ক । উহাতে সপ্ত পরিবারের পরিচালক-রূপ মনুজ্য কর্তৃক পরিবার বিষয় লিখিত নাই । এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এক-ত্রিতরে নিত্যসত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বই বিবৃত আছে ; দৃষ্টিগোচরিত্বের অথবা ভাব অধ্যায় হইয়াছে ।

সারণ-ভাষ্য ।

হে ঋত্বিগাদয়ঃ । বিষ্ণোঃ কৰ্ম্মাণ পালনাদীনি পশুত । বতো বৈঃ কৰ্ম্মভিত্ত্বিত্ত্বিগ-
হোত্রাদীনি পশ্পশে । সর্কো যজমানঃ স্পষ্টবান । বিষ্ণোরমুগ্রাদাদত্ৰিষ্ঠিতীতাব্যঃ । তাদৃশো
বিষ্ণুরিগ্রস্ত যুজ্যো যোক্তোঃকুলঃ সখা ভবতি । বিষ্ণোরিগ্রাদকুপ্যঃ স্তো হতপুত্র ইত্যু-
বাকেষু বৈ তর্হি বিষ্ণুরিত্যাদিনা প্রপঞ্জন তৈত্তিরীরা আমনস্বি ।

পশ্পশে । স্পশ বাধনস্পর্শনয়োঃ । গিট্ । দ্বির্ভাবে ল্পর্শাঃ ধরঃ । পা০ ৭।৪।৬১ ।
ইতি পকারঃ শিচ্চতে । সকারো লুপ্তে । বহুভযোগাদ'নঘাতঃ । যুজ্যঃ । যুজ্যেকাঁহল-
কাৎ ক্যপ্ । কিব্বাদ্গুণাভাবঃ । ক্যপঃ পিব্বাদমুদাত্তৎ । ধাতুস্বরঃ । (১ম ২২২—১২৭) ৯

ঊনবিংশ (২২৬) ঋকের বিশদার্থ ।

—:•:—

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, যেন হোতা বা পুরোহিত,
ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—“বিষ্ণুর যে কৰ্ম্মবলে যজমান
ব্রত-সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কৰ্ম্মকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের
উপযুক্ত সখা ।” আর এক ব্যাখ্যা,—“হে ঋত্বিক প্রভৃতি লোকগণ
আপনারা বিষ্ণুদেবের পালনাদি কৰ্ম্মকল দর্শন করুন এবং কীৰ্ত্তন
করুন, যে সকল কৰ্ম্মের প্রভাবে উপাসকেরা পুণ্যজনক ব্রতের অনুষ্ঠান

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ঋত্বিগাদি বহুগণ! আপনারা (অমিত্তেজা) বিষ্ণুর কৰ্ম্ম-সমূহ দর্শন করুন। যাহা
হইতে যে সকল কৰ্ম্ম দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি ব্রত-সমূহ যজমানগণ স্পর্শ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে
বিষ্ণুর অমুগ্রাহে তাঁহারা সেই কৰ্ম্ম সমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাদৃশ বিষ্ণু
ইন্দ্রদেবের অমুকুল সখা। বিষ্ণু যে হতপুত্রের অমুকুল সখা, তাহা “:স্তো হতপুত্রঃ”
এই অমুবাকে “অথ বৈ তর্হি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি প্রপঞ্জের দ্বারা তৈত্তিরীয়গণ সম্যকরূপে
পাঠ করিয়াছেন।

“পশ্পশে” এই পদটিতে বাধন এবং স্পর্শনাব বিশেষ ‘স্পশা’ ধাতুর উত্তর ‘গিট্’ বিভক্তিতে
দ্বিষ করিয়া “ল্পর্শাঃ ধরঃ” (পা০ ৭।৪।৬১) এই সূত্র দ্বারা দ্বিষের পকার মাত্রই অবশিষ্ট
হইয়াছে এবং স-কারের লোপ হইয়াছে। বহুভযোগবশতঃ ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই।
“যুজ্যঃ” এই পদটি বহুলপ্রযুক্ত ক্যপ্ প্রত্যয় কারয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। কিব্বহেতু ইহার
গুণের অভাব, ‘ক্যপ্’ প্রত্যয়ের পিব্বহেতু অমুদাত্তস্বর এবং ইহার ধাতুর ধাতুস্বরই
অবশিষ্ট হইয়াছে ॥ (১ম—২২২—১২৭) ৯

করিয়া থাকেন । বিষ্ণু ইন্দ্রের প্রিয় সখা ।” এরূপ অর্থে, মানুষভাবে বিষ্ণু পরিগৃহীত হইলেও, পূর্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হয় না ;—মধ্য-এসিয়া” হইতে আর্য্যগণের ভারতগমন-কল্পনাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । পরন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার মধ্য হইতেই ঋকের আভ্যন্তরীণ ভাবের একটা আভাস যেন স্বতঃ-প্রকাশ পায় । ‘পালনাদি কৰ্ম্ম’ যাহা ‘পুণ্যজনক ত্রৈলোক্যের অনুষ্ঠান’ করায়, তাহার বিষয় একটু চিন্তা করিলেই বোধ হয় ঋকের নিগূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পারে ।

এখন, আমরা যে দৃষ্টিকে, যে লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়া, এই ঋকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত আছি ; তাহা কতদূর সঙ্গত, বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন । আমরা বলি, ঋকটি ঋগ্বেদকে আহ্বান করিয়া কোনও সময় উক্ত বা রচিত হয় নাই ; পরন্তু ঋকটি নিত্য আত্মোৎসোধনমূলক ; যান্ত্রিক সাধক আপন মনোবৃত্তি-নিচয়কে উৎসোধন করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে উদ্ভুদ্ধ করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন,—“রে আমার মনোবৃত্তিনিচয় ! তোমরা একবার সেই লোকপাবন বিষ্ণুর পালন-গোষণ-পরিভ্রাণ-মূলক কার্য্যাদি লক্ষ্য কর,—অনুধ্যান কর ; কেন-না, তাঁহার সেই কর্ম্মের সতিতই পুণ্যানুষ্ঠানাদি সংস্কৃত আছে । তাঁহার কার্য্য দেখিতে দেখিতে, তাঁহার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, তোমাদেরও রতি-মতি প্রবৃত্তি তাঁহারই কার্য্যে পরিচালিত হইবে । সেই কার্য্যে, সেই পুণ্যত্রেতে, তাঁহার সংস্পর্শ আছে,—তদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে । তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই সন । তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হও । তাঁহার অনুগ্রহেই সংকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিবে । সংকর্ম্মপর হইলেই তাঁহাকে জানিতে পারিবে । স্মরণ কর,—তাঁহার অনুকম্পার বিষয় ; প্রত্যক্ষ কর,—তাঁহার করুণার প্রস্রবণ ; ব্রতী হও,—তদীয় শ্রীতিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানে ; দেখিবে,—ইন্দ্র-রূপেই হউক, আর বিষ্ণুরূপেই হউক, যেরূপেই হউক, তিনি আসিয়া তোমাদের অভীষ্টপূরণ-শ্রেয়ঃসাধন করিবেন ।” বেদমন্ত্রের নিত্যই অপৌকষেগত ও প্রামাণ্য প্রভৃতিতে যাহারা বিশ্বাসবান্ নহেন, তাঁহাদের অর্থ স্বতন্ত্র হইতে পারে । কিন্তু স্বকর্ম্মপরায়ণ একনিষ্ঠ হিন্দুরূপকে, এ অর্থ তিম অগ্র অর্থ হইতে পারে না । (১ম—২২সূ—১২শ) ।

বিংশী শব্দ ।

(প্রথমং মন্তনং । ষাণ্ডিন্যসূক্তং । বিংশী শব্দ)

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ ।

দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ২০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

তৎ । বিষ্ণোঃ । পরমং । পদং । সদা । পশ্যন্তি । সুরয়ঃ ।

দিবীঃ । চক্ষুঃ । আততং । ২০ ॥

মন্দ্রাহুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে, সূর্যালোক প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষুঃ' (নেত্রং, দৃষ্টিশক্তিঃ) 'ইব' (যথা) 'আততং' (সর্বতঃ প্রসৃতং, অগাধেন সর্বং পশ্যন্তি ইত্যর্থঃ) তথা 'সুরয়ঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (পরমৈশ্বর্যসম্পন্নম্) 'বিষ্ণোঃ' (সর্বব্যাপকম্ ভগবতঃ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (প্রত্যয়ং, স্বরূপং) 'সদা' (সর্বস্মিন কালে) 'পশ্যন্তি' (অবলোকয়ন্তি, সংশ্রেক্ষন্তে) । সূর্যালোকসাত্ত্বান বাধাবিরহিতাকাশে চক্ষুর্যথা প্রকৃতিপুঞ্জং পরিদক্ষয়ন্তি, জ্ঞানিনঃ তথৈব জ্ঞানপ্রভাবে সর্বস্মিন কালে ভগবত্ত্বং জানন্তি । (১ম—২২সূ ২০শ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

আকাশে নিরাবরণে সূর্যালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ (শ্রেষ্ঠ স্বরূপ) সদাকাল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । (ভাব এই যে,—সূর্যালোক গাহায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু যেমন প্রকৃতিপুঞ্জকে পর্যবেক্ষণ করে, জ্ঞানিগণ সেইরূপ জ্ঞানপ্রভাবে সকল কালেই ভগবত্ত্বং জানিয়া থাকেন ।) ॥ (:ম—২২সূ—২০শ) ।

সায়ণ-ভাষ্যে ।

সুমনো বিদ্বাস ঋষিগাদম্মো বিষ্ণোঃ সঙ্ক্ৰি পরমমুৎকৃষ্টে তচ্ছাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্টা সর্কদা পশুস্তি । তত্র দৃষ্টান্তঃ । দিবী । আকাশে যথা ততঃ সর্কতঃ প্রসৃতং চক্ষুর্কিরোধা ভাবেন বিশদং পশুস্তি তদ্বৎ ।

সদা । সর্কেকাশ্চোতি । পা० ৫৩।১৫ । দাপ্রত্যয়ঃ । সর্কতঃ সোহন্ততরত্বে দি । পা० ৫৩।৬ । ইতি সর্কশব্দস্ত স্তাবঃ । ব্যত্যাধেনাদ্রাদান্তত্বং । দিবি উড়িদামত্যাদিনা বিভক্তেরুদান্তত্বং । হবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্কপদপ্রকৃতিস্বরং চেতি তদেব শিষাতে । চক্ষুঃ । নক্বিবসন্তেত্যাদ্রাদান্তত্বং । আততঃ । তনোতেঃ কন্মপি ক্তঃ । যদ্য বিভাষেতীট-প্রাতিষেধঃ । অমুদাতোপদেশেত্যাদিনা নলোপঃ । কৃত্তস্বরপদপ্রকৃতিস্বরং প্রাপ্তে গতিরনস্তর ইতি গতেরুদান্তত্বং । (১ম-২২সূ-২০খ) ।

বিংশ (২২৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— † • † —

এ ঋকের তাস্তনির্হিত প্রার্থনা এই যে,—‘হে ভগবান্ । আমায় গেই দিব্যদৃষ্টি দেও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই । জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে তোমায় পরমপদ প্রত্যক্ষ করেন । আকাশে দৃষ্টি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ঋষিগাদি বিদ্বান্গণ, বিষ্ণুর সঙ্কী উৎকৃষ্ট সেই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বর্গস্থানকে শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারা সর্কদা দর্শন করেন । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত ; যথা, — যেমন আকাশে সর্কত-প্রসারিত চক্ষুঃ অবিকৃতভাবে বিশদরূপে (বস্তুমাত্রকে) দেখিরা থাকে, তদ্রূপ ।

“সদা” এই পদটী ‘সর্ক’ শব্দের উত্তর “সর্কেকাশ্চা” (পা० ৫৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা ‘দা’ প্রত্যয় করিয়া “সর্কতঃ সোহন্ততরত্বে” (পা० ৫৩।৬) এই সূত্র দ্বারা ‘সর্ক’ শব্দের স্থানে ‘স’ আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার আদিস্বর ব্যত্যাধে উদান্ত হইয়াছে । “দিবি” এই পদটীতে “উড়িদং” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বর চদান্ত হইয়াছে । ‘ইব’ শব্দের সাক্ত সমাস হইয়া বিভক্তির লোপ হয় নাই । ইহার পূর্কপদে প্রকৃতিস্বর-নিবন্ধন তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে । “নক্বিবসন্ত” এই সূত্র দ্বারা “চক্ষুঃ” পদটির আদিস্বর উদান্ত । “আততঃ” এই পদটী, “আত্” পূর্কক বিস্তারার্থক তত্ব (তন) ধাতুর উত্তর কন্মবাচ্যে ‘ক্ত’ প্রত্যয়ে “বস্ত বিভাষা” সূত্র দ্বারা ইট (ই) আগম নিষিদ্ধ হইয়া, “অমুদাতোপদেশ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ন-কারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার কৃত্তপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু বিশেষ বিধি “গতিরনস্তরঃ” এই সূত্র দ্বারা-গতির (আঙের) উদান্তস্বর হইয়াছে । ২০ ॥

প্রতিরোধক বাধার অভাব-বশতঃ চক্ষুস্থান্ শক্তি যেমন চারিদিক
দেখিতে পান ; জ্ঞানিগণ সেইরূপ, সদাকাল মর্ষিত তোমার যে মহিমা
ব্যাপ্ত আছে, তাহা অনিরোধে দেখিতে পান । মূঢ় অজ্ঞ আমি, আমার
জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেও,—আমার সম্মুখের বাধা অপসারিত
হউক,—আকাশের গায় নির্মল পথে আমি যেন তোমার সদাকাল
মর্ষিত দেখিতে পাই ।’

এমন উদার উচ্চ-প্রার্থনামূলক যে ঋক্—প্রতিদিন প্রতি দৈবকার্যের
প্রারম্ভে উচ্চাৰ্থা এমন যে মহান্ মন্ত্র, ইহারও কি আবার অন্য অর্থ আছে ?
যত যড় পণ্ডিতই এ ঋকে যত উচ্চ গর্ভ আশ্রয়ন করুন না কেন, যত বড়
প্রত্নতাত্ত্বিক এ ঋকের গহিত যত গভীর প্রত্নতত্ত্বের সামগ্ৰীই প্রাপ্ত হউন
না কেন, আমরা মনে করি,—এ ঋক্ আত্মাকর্ষমাধক-প্রার্থনামূলক ।
প্রতি দৈবকার্যের প্রারম্ভে মন্ত্র-তত্ত্ব মনোবিগণ যে এ ঋকের অর্থ ঐ ভাবেই
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধগম্য হয় । কৰ্ম্মারম্ভের সূচনায় বলা
হইতেছে,—‘যেন আমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারি ; যেন আমার দৃষ্টি-
পথের বাধা বিদূরিত হয় ; যেন আমি অগাধে তোমার প্রতি চিত্ত স্তম্ভ
করিতে পারি ।’ ইহাই এ ঋকের প্রকৃতার্থ । * (.ম—২২সূ—২০শা) ।

— * —
একবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বাবিংশসূক্তঃ । একবিংশী ঋক্ ।)

তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাৎসঃ সমিস্কতে ।

বিফোৰ্যৎ পরমং পদং ॥ ২১ ॥

যাহারা এ ঋকটিকেও আৰ্য্যগণের ভারভাগমন-মূলক বলিয়া কল্পনা করেন,
তাঁহাদের অর্থ এই যে,—‘যেমন আকাশে পতিত চক্ষু আবরণের অভাব-বশতঃ স্বচ্ছ
দেখিতে পায়, তজ্জপ বিদ্বান্ ব্যক্তরা বিমুদেবের সেই উৎকৃষ্ট পাদ-প্রক্ষেপ মর্ষিতা দেখিতে
পারেন অর্থাৎ আৰ্য্যকুলের সহিত ভারতবর্ষাভিমুখ গমন জানেন ।’ যদি এ ঋকের ভাবার্থ
এইরূপ বহুত, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রতি পূজারম্ভে এ মন্ত্র-উচ্চারণের বিধি থাকিত
না । আমাদের এই মনে হয় ।

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

তৎ । বিপ্রাসঃ । বিপজ্জবঃ । জাগৃৎবাংসঃ । সৎ । ইক্ষতে ।

বিষ্ণোঃ । যৎ । পরমঃ । পদং ॥ ২১ ॥

মর্থ্যাহুসারিনী ব্যাখ্যা ।

'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ) 'যৎ' (পুরোক্তং) 'পরমঃ' (শ্রেষ্ঠং) 'পদং' (স্থানং, ঐশ্বর্যং, নিভূতিং), 'বিপজ্জবঃ' (বিশেষণ স্তোত্রারঃ, ভগবদেকচিত্তাঃ সাধবঃ) 'জাগৃৎবাংসঃ' (সঙ্গ জাগরুকাঃ, প্রমাদরাচিতাঃ) 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (বিষ্ণুপদং, ভগবন্ত্ৰিমান) 'সমিক্তে' (সর্বতোভাবেন প্রকাশয়ন্তি, হৃদয়াৎ হৃদয়ে জ্ঞানালোকং প্রদীপয়ন্তে) । অর্থঃ ভাবঃ—অস্তর্দৃষ্টিসম্পন্নানাং জ্ঞানিনাং কৰ্ম্মপ্রভাবেন ভগবদ্বিত্তয়ঃ হৃদয়াৎ হৃদয়ে প্রদীপয়ন্তে । (১ম ২২শ্ল—২১শ্ল) ।

বঙ্গভূবাদ ।

ভগবান বিষ্ণুর যে পরম পদ (শ্রেষ্ঠনিভূতি), ভগবদেকচিত্ত প্রমাদ-পরিশুদ্ধ সাধু জ্ঞানীপুরুষগণ তাহা (সর্বতোভাবে) প্রকাশ করেন,— হৃদয় হইতে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত রাখেন । (ভাব এই যে,— অস্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীগণের কৰ্ম্মপ্রভাবে ভগবদ্বিত্তি সমূহ হৃদয় হইতে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয় ।) ॥ (১ম—২১শ্ল—২১শ্ল) ।

সারণ-ভাষ্যঃ ।

পুরোক্তং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমস্তি তৎপদং বিপ্রাসো মেধাবিনঃ সমিক্তে । সমাকৃ-
দীপয়ন্তি । কীদৃশাঃ । বিপজ্জবঃ । বিশেষণ স্তোত্রারঃ জাগৃৎবাংসঃ । শকার্ধ্যোঃ
প্রমাদরাচিতোন জাগরুকাঃ ।

বিপ্রাসঃ । আজ্জসেরস্বক্ । বিপজ্জবঃ । স্ত্তত্বার্থক পনেক্সীহুলক ঔনাদিকো যপ্ত্যারঃ ।

সারণ-শাষ্ণোর বঙ্গভূবাদ ।

পূর্বকথিত বিষ্ণুর যে উৎকৃষ্ট পদ আছে, তাহা মেধাবিগণ সমাক্রমে দীপ্ত করেন ।
মেধাবিগণ কিরূপ ? বিশেষরূপে স্ববকারী (স্তোত্রশ্রেষ্ঠ), "জাগৃৎবাংসঃ" অর্থাৎ শব্দ এবং
অর্থের প্রমাদ-রাচিতা-নিবন্ধে জাগরুক (বিশেষরূপে শকার্ধ্যভিঙ্গ) ।

"বিপ্রাসঃ" এই পদটী 'বিপ্র' শব্দের উত্তর 'অস্' বিভক্তিতে "আজ্জসেরস্বক্" হ্রস্ব দ্বারা
'অনুস্ব' আগ'ম সিদ্ধ হইয়াছে । "বিপজ্জবঃ" এই পদটী বি পূর্বক স্ত্তত্বার্থক 'পদ' (পদ)
শব্দের উত্তর সন্তলপ্রযুক্ত ঔনাদিক 'য' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বচনবচনে নিপন্ন হইয়াছে ।

ভক্ত প্রত্যয়স্বরঃ। জাগৃ বাংসঃ। জাগৃনিদ্রাকরে। লিটঃ কস্বঃ। ক্রাদিনিরমাৎ প্রাপ্তন্তেটো
নবশ্বেকাজাদ্ধসামিতি নিয়মায়িবৃত্তিঃ ॥ (১ম—২২ম—২১ম) ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে সপ্তমো বর্গঃ ॥ ১২ ৭ ॥

একবিংশ (২২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম এই যে,—‘ভগবন্তুক্ত জ্ঞানী সাধক বিশ্রগণ
(বিপ্রাসঃ) ভগবানের সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিস্তার করেন, আমাদের হৃদয়
যেন সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ, আমরাও যেন সেই
জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি,—জ্ঞানময়ের সাম্বিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।’

তার পর, সেই জ্ঞানিগণ (বিপ্রাসঃ) কেমন? যঁাহাদের আদর্শ
আমরা অনুসরণ করিব, তাঁহারা কি গুণে গুণান্বিত—কি ভাবে ভাবান্বিত?
ধাক্ কহিলেন—তাঁহারা ‘বিপশ্চবঃ’ অর্থাৎ সর্বতোভাবে স্তুতিপরায়ণ,
একনিষ্ঠ পরমভক্ত। আর তাঁহারা কেমন? না—‘জাগৃবাংসঃ’।
অর্থাৎ, চির সতর্ক, সदा-জাগরুক, প্রমাদপরিশূণ্য। এখানে কর্মের ভাব
আসে। তাঁহারা এমন সাবধান হইয়া কর্ম করেন যে, তাঁহাদের কর্ম
কখনও অসংশ্রয়িত হয় না। সदा সংকর্মে, সदा ভগবানের কর্মে,
তাঁহারা নিযুক্ত আছেন;—কদাচ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন না, ‘জাগৃবাংসঃ’ শব্দে
তাহাই বুঝা যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তাঁহারা ‘বিপ্রাসঃ’। সায়ণ
অর্থ করিয়াছেন—‘মেধাবিনঃ।’ ধাত্বর্থে অনুসরণে ‘বিপ্রাসঃ’ শব্দে
পরম জ্ঞানীর ভাবই আমমন করে। পুরণার্থক ‘প্রা’ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন
করিলেও কর্মাদির পূর্ণতাসাধক জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে; আবার ঐ
শব্দকে বপনার্থক ‘বপ্’-ধাতুজ বলিয়া স্বীকার করিলেও ‘ধর্মবীজ বপন-
রূপ জ্ঞান’ অর্থই অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ ‘বিপশ্চবঃ’, ‘জাগৃবাংসঃ’ ও
‘বিপ্রাসঃ’ পদত্রয়ে যথাক্রমে ভক্তি কর্ম ও জ্ঞানের সমবায় হইয়াছে
বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনই যঁাহাতে

হাতে প্রত্যয়-স্বর। ‘জাগৃবাংসঃ’ এই পদটা নিদ্রাকরার্থক ‘জাগৃ’ ধাতুর উত্তর লিটের স্থানে
‘কস্ব’ (বস্) আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে ক্রাদির নিরমে ইট্ (ট্) আগম প্রাপ্তি
হয়। কিন্তু তাহা “নবশ্বেকাজাদ্ধসাম্” এই নিয়ম সূত্র দ্বারা নিবর্তিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

ইতি প্রথমষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

সমষ্টিত হইয়াছে, সেইরূপ মহাপুরুষগণ কর্তৃকই জগতে ভগবন্তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় । 'সমিস্কতে' পদে—সম্যক্ দীপ্তমান্ হয়, অনলশিখার ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া হৃদয়ের অজ্ঞানাস্ককার দূর করে,—এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে । ভগবৎ-সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহাপুরুষগণ কর্তৃক হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ-লাভ করুক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা । শাকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ ॥ (১ম—২২ম—২১ক) ।

বিষ্ণু-স্তোত্রের উপসংহার ।

ষাটবিংশ-সূক্তের পুরোক্ত একবিংশতিতম ঋকে, বিষ্ণু-স্তোত্রের পরিসমাপ্তি হইল । ষোড়শ বৃক্সে একবিংশ পর্য্যন্ত ছয়টি ঋক্ - বিষ্ণুর মহিমা-জ্ঞাপক - বিষ্ণুর প্রার্থনামূলক । আমাদের 'নিত্য-কর্ম্মে' প্রায় ঐ মন্ত্র-কয়টি প্রযুক্ত হয় । অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, ঐ মন্ত্র-কয়েকটির মন্থ অনেকই অবগত নহেন ; পরন্তু ঐ মন্ত্র-কয়টির অর্থ লইয়া বিতর্কের ও মতান্তরের অবধি নাই । অষ্টাদশ ঋকের টীকায় মন্তব্যে এবং কয়েকটি ঋকের আলোচনা-বাপদেশে আমরা তাহার কতক কতক পরিচয় প্রদান করিয়াছি । উপসংহারে ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক মনে করিতেছে ।

'ত্রৈধা বিচক্রমে' 'ত্রীণ পদা বিচক্রমে'—এই দুই বাক্যের মধ্যে যে 'ত্রৈধা' ও 'ত্রীণি'; বিতণ্ডা-বিতর্ক ঐ দুই শব্দেই অর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে । সে বিতর্ক যে আজ উঠিয়াছে, তাহা নহে, স্বদূর অতীত হইতে সে বিতর্কে মনীষিগণের মাস্তক আলোড়িত হইয়া আছে । সাধারণ ভাষ্যে বলিরাজের আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে (১০৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । দৈত্যরাজ বলি, দানে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন । বামনরূপ পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করেন । বলির পুরোচিত শুক্রাচার্য্য (ভার্গব), বামনের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দৈত্যরাজ বলিকে ত্রিপাদ ভূমি দানে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন । কিন্তু দানকারী বলি, বামনের প্রার্থনামূলক দানে বিমুখ হইতে পারেন নাই । পুরাণে প্রকাশ, - ভগবান্ বামন, বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ-বিস্তারে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । 'ত্রীণ পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ'—এই বেদবাক্যের তাহাই ভিত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন ।

কেহ আবার কহেন,—এখানে জ্যোতিষের বিষয় ব্যক্ত আছে । যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের মত এই যে, - "উত্তর ধ্রুব হইতে সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত যে স্থান, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে তৃতীয় ভাগ, ইহাই বিষ্ণুর তৃতীয় পাদ নামে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । সপ্তর্ষি হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আকাশ-ভাগকে অপর দুই পাদ বলা যায় । এইরূপে ঋগোলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ, জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে বিশদরূপে উক্ত আছে । উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণই ইহার কারণ । সূর্য্য (মতান্তরে পৃথিবী) বিষুবৃত্ত হইতে একবার উত্তর দিকে উত্তর-ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত ; আবার তথা হইতে এইরূপে দক্ষিণদিকে দক্ষিণ ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত নিরত

গতাগতি করে। এতদ্বারাই খগোল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, দক্ষিণ-ঋষু হইতে দক্ষিণ ক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, দক্ষিণ ক্রান্তি হইতে উত্তর ক্রান্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ এবং উত্তর ক্রান্তি হইতে উত্তর ঋষু পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ,—এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব ভূমণ্ডলও উক্তরূপ তিন ভাগে বিভক্ত এবং বিষ্ণুর ত্রিপাদ নামে কথিত হয়। এই ত্রিপাদভূমিই কৌশলক্রমে বামনদেব তাৎকালিক সার্বভৌম বলির নিকট যাজ্ঞা করিয়া ছিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার 'গোলাধায়' গ্রন্থে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন;—
'ভূর্লোকায়ো দক্ষিণে ব্যাকদেশাৎ । তস্মাৎ সৌম্যোহয়ং ভূবঃস্বচমেকঃ ॥'

যাহারা বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া, তাঁহার 'ত্রীণ পদা বিচক্রমে' প্রস্তুত হইতে সূর্য্যের উদয়াস্ত মধ্যাহ্ন বিষমাসন্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের স্মৃতিবাদের বিষ্ণুর স্বরূপ-প্রকাশিকা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। তাহাতে প্রাপ্ত হয়,—গেয়ত্রী সূর্য্যের স্তুতি নহে; উহা সূর্য্যেরও প্রকাশক, পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানাত্মক ধ্যান।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—

'দেবশ্চ সবিতুর্কীর্ত্তো ঽর্গমর্গতঃ বিভূঃ । ব্রহ্মণা দিন এবাহুর্কীরেণাং চাস্ত ধীমহি ॥

চিস্তমাম বরং ভর্গং ধিষো যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৃদ্ধিযন্তীঃ পুনঃপুনঃ ॥'

বিষ্ণুর ধ্যানেও দোষতে পাই, তিনি 'সাত্ত্বমণ্ডলমধাবন্তী;—' ধোম সদা সাত্ত্বমণ্ডল মধ্য-বর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসম্মিবষ্টঃ । কেয়ুরবান কনককুণ্ডলবান কীরীটি হারী হিরণ্ময়বপুধু ৩-শব্দাচক্রঃ।' এই সকল দৃষ্টান্ত-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া একজন ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'বিষ্ণুর ত্রিপাদ—ভূঃ ভূবঃ ও স্বর্লোক; এবং সূর্য্য—বিষ্ণু নহেন, বিষ্ণু—সূর্য্য-মণ্ডলমধাবন্তী পরমাত্মা।' ঋকের ব্যাখ্যায় এ ভাব যদিও তিনি প্রকাশ করতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচনার ফলে বিষ্ণুর স্বরূপ-বিষয়ে তাঁহার টিপ্পনীর মধ্যে শেষোক্ত একটী বাক্য যেন আপনা-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গভীর আলোচনার ফলে, দেবতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে, দেবতার স্বরূপ ঐ ভাবেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, 'ত্রীণ পদা বিচক্রমে' ও 'ত্রৈধা বিচক্রমে' বাক্যদ্বয়ের যে মর্ম্মার্থ আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে পুরাণের পোষক-বাক্য উদ্ধৃত করা আবশ্যিক বলিয়া মনে করি। ঋকের ব্যাখ্যায় সময় যদিও সে ব্যক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; কিন্তু ভগবানের অপার মাহিমার পভাবে হৃক্তের উপসংহারে সে পুরাণ-প্রমাণ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। বিষ্ণুর পদ কাচাকচি কহে, আর 'ত্রীণ' 'ত্রৈধা' শব্দই বা কি ভাব আনয়ন করে? সেই পুরাণ-প্রমাণে তাহা বোধগম্য হইবে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে; যথা:—

"উর্দ্ধাত্তরমূর্ষভ্যস্ত ঋবো যত্র ব্যবাস্থতঃ । এতাবিস্কৃদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোমি ভ্রাস্বরম্ ॥

নির্ধ্বীতদোষপঙ্কানাং বতীনাং সঃস্বতাস্বনাশ্চ । স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিষ্কয়ে ॥

অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষাভিহেতবা । যত্র গভা ন শোচস্ত তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥

ধর্ম্মধর্ম্মাশ্চান্তর্গতাস্ত যত্র তে লোকসাক্ষণঃ । তৎসাজ্যোৎপন্নযোগেচ্ছস্তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥

যত্রো তমেতৎ প্রোক্তঞ্চ মদ্ব্তং সচরাচরম্ । ভব্যঞ্চ বিধং মৈত্রয় তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥

মাদক-ঈশ্য পানের জ্ঞান দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে, কল্পিত হয়; পরবর্তী কয়েকটি ঋকে সেই ভাবেরই প্রবাহ চলিয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ অনুমান করেন। নবম ঋক 'মরুদগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করুন', - এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে, - পৃশ্নি নামে মরুদগণের মাতা কল্পিত হইয়াছেন। চতুর্দশ ঋকের "গুহাভিত" শব্দে পর্বতের গুহার মধ্যে সোমলতা উৎপন্ন হয়, - অর্থাৎ অগ্নিভোগ করা হইয়াছে। পঞ্চদশ ঋকে 'গরুর দ্বারা বৎসরে বৎসরে যবক্ষেত্র কর্ষণ করান হইতেছে', - এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। বিংশ ঋকে সেকালে 'জলাচিকৎসা'-প্রথা ছিল - কেহ বা লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলতঃ, নানা দিকের নানা অর্থ ঋকের ব্যাখ্যান গৃহীত হইয়া আছে। অথচ, ঋকের অর্থ সেই একই রহিয়াছে। ব্রহ্ম যেমন এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক, সূক্তের ঋকগুলিও সেইরূপ মুখ্যতঃ একাধিক হইয়াও বহু অর্থের জ্ঞাতন করিতেছে। অভ্যস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সকল অর্থ সকল ভাবে আপনিই পরিষ্কৃত হইয়া পাড়বে।

— * —

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

তীত্রা ইতি চতুর্বিংশত্যচং ষষ্ঠং সূক্তং । অত্রৈয়মশ্রুক্রমণিকা তীত্রাশ্চতুর্বিংশতিঋয়-
বৈকৈশ্রবায়বো মৈত্রাবরুণমরুদ্বতীরবৈশ্বদেবপৌষ্কাস্ত্রচাঃ শেযা আপ্যোহস্ত্যাদাক্ষেয়াপ্-স্বস্তঃ
পুরউষ্ণিক্ পুরাশ্রুপ্ তিশ্রশাস্ত্যা একাবংশী প্রতিষ্ঠেতি ঋষিশ্রাশ্রাদতি পরিভাষমাম্বর্ত-
নানোঘাতিথিঃ কাণ্ড-ঋষিঃ । অপ্-স্বস্তঃশেযা পুরউষ্ণিক্ । প্রথমপাদশ্র দ্বাদশাক্ষরেনাশ্রশ্চৎ
পুরউষ্ণিক্গতি লক্ষণমস্তাবৎ । অপ্-স্ব মে সোম হতোমাশ্রুপ্ । ইদমাপ ইত্যাত্মান্তি-
শ্রোহশ্রুভঃ । শিষ্টা একোনিবিশতিসংখ্যাকা ঋচা গায়ত্রাঃ । আদৌ গায়ত্রমিত পরি-
ভাষিতত্বাৎ । আত্মা বায়ুর্দেবতাকা ততো বে ঋচাবিন্দ্রবায়ুদেবতাকে । তত একস্তুচো
মিত্রাবরুণদেবতাঃ । তত উত্তরত্বেশ্র মরুদগণাণিশিষ্টেজ্ঞো দেবতা । তত একস্তুচো বৈশ্বদেবঃ ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

এই ষষ্ঠ সূক্ত "তীত্রাঃ" ইত্যাদি চব্বিশটি ঋক-বিশিষ্ট। এস্থলে ঠাইই অনুক্রমণিকা। এই সূক্তের প্রথম ঋকের দেবতা বায়ু, তৎপরবর্তী দুইটি ঋকের দেবতা - ঈশ্রবায়ু; তাহার পর একটি ত্রৈচর (পাক্ষয়ের) দেবতা—মিত্রাবরুণ; অনন্তর একটি ত্রৈচর দেবতা—মরুদগণের সহিত ইন্দ্র; তৎপরে একটি ত্রৈচর দেবতা—বৈশ্বদেব; তাহার পর দেবতা - পৃষা; এবং অবশিষ্ট ঋকগুলির দেবতা—অপ্। "পয়মানশ্বে" এই ঋগন্ধির সহিত 'সংমাগ' এই ঋক্টির দেবতা—অগ্নি। "অশ্রমাৎ" অর্থাৎ 'অশ্র হইতে' এই অনুবর্তন হেতু এই সূক্তের ঋষি কণ্বপুত্র মেবাতিথি। অনন্তর ঈহার ছন্দোবিষয় কথিত হইয়াছে; যথা, - "অপ্-স্বস্তঃ" এই ঋক্টির ছন্দঃ—পুরউষ্ণিক্। পুরউষ্ণিক্ ছন্দের লক্ষণ এই;—যদি প্রথম পদে দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার নাম—পুর-উষ্ণিক্। "অপ্সুমে সোম" এই ঋক্টির ছন্দঃ—অশ্রুভুত্; "ইদমাপঃ" ইত্যাদি তিনটি ঋক্ অশ্রুভুত্ এবং অবশিষ্ট উনিশটি ঋকের ছন্দঃ—গায়ত্রী। কারণ, "আদৌ গায়ত্রাঃ" এইরূপ পরিভাষিত হইয়াছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ

তদনন্তরভাবী পৌষঃ । শিষ্টা ঋচোহন্দেবতাকাঃ । পরশ্বানঘ ইতার্কির্চযুক্তা সং মগ্ন ইত্যোবা
অগ্নিদেবতাকা । সূক্তবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগম্বাঃ । অভিল্পবষড়হস্ত দ্বিতীয়েহহনি প্রউগশস্ত্রে
বায়বাতৃচস্ত্র তীত্রাঃ সোমাস ইত্যোবা তৃতীয়া । দ্বিতীয়স্ত্র চতুর্কিংশেনেতি খণ্ডে সূত্রিতং ।
তীত্রাঃ সোমাস আগহীতোকা । আ० ৭৬ ইতি পৃষ্ঠ্যবড়হেহপিদ্বিতীয়েহহনি প্রউগ এষা ॥ ২১ ॥

তামেতাং সূক্তে প্রথমামৃচমাহ ॥

প্রথমমণ্ডলস্ত পঞ্চমামুবাচে ত্রয়োবিংশসূক্তং । ঋষিঃ কথপুত্রো মেধাতিথিঃ ।

গায়ত্রীমুহুর্বাদিন্দ্রঃ । বায়ুরঙ্গবায়ুঃ মিত্রাবরুণৌ মরুদগণা ইজ্ঞো বিশ্বদেবাঃ

পৃষা আপশ্চ দেবতাঃ । সূক্তাবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগম্বাঃ ।

প্রথমা ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োবিংশসূক্তং । প্রথমা ঋক্) ।

তীত্রাঃ সোমাস আগহাশীর্কবন্তুঃ সূতা ইমে ।

বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ॥ ১ ॥

পদ-নিশ্লেষণং ।

তীত্রাঃ । সোমাসঃ । আ । গহি । আশীঃবন্তু । সূতাঃ । ইমে ।

বায়ো ইতি । তান্ । প্রস্থিতান্ । পিব ॥ ১ ॥

মর্ষানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বায়ো' (হে বায়ুদেব, সর্বব্যাপিন্ সর্বেষাং হিতকারিন্ ইত্যর্থঃ) 'আ গহি' (আগচ্ছ—
অগ্নিন্ যজ্ঞে, অগ্নাকং কস্মিণ ইতি যাবৎ) ; 'ইমে' (অগ্নাকং প্রদত্তাঃ) 'সোমাসঃ'
(হবনীমাঃ যজ্ঞীয়দ্রব্যঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'সূতাঃ' (সূসংস্কৃতাঃ, বিস্কৃতাঃ) 'তীত্রাঃ'

গৈত্রিক হইতে অবগত হওয়া উচিত । অভিল্পবষড়হ যজ্ঞের দ্বিতীয় দিবসে প্রউগশস্ত্রমস্ত্রে
বায়বাতৃচেষ্টে "তীত্রাঃ সোমাসঃ" এই ঋক্টি তৃতীয়া ঋক্ । আখ্যায়ন শ্রোত-সূত্রের
'দ্বিতীয়স্ত্র চতুর্কিংশেন' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে ; যথা,—"তীত্রাঃ সোমাস আগহীতোকা"
(আ० ৭৬) ইতি । পৃষ্ঠ্যবড়হযোগেও দ্বিতীয় দিবসে প্রউগশস্ত্রে এই ঋক্টি বিনিযুক্ত হয় ।
এই সূক্তে সেই প্রথমা ঋক্ কাথত হইতেছে ।

(তৃপ্তিপ্ৰদাঃ, প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ) 'আশীর্কস্তুঃ' (মঙ্গলাধিতাঃ, শুভদাঃ, অন্তঃপক্ষে
মঙ্গলাম্পদা ভবন্তীতি শেষ) ; তান্' (সোমান, যজ্ঞভাগান্, অশ্বাকং ভক্তিস্থধামৃতান্)
'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ) । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ - হে দেব ! তব তৃপ্তিপ্ৰদাং বিশুদ্ধাৎ
ভক্তিস্থধাং তুভ্যাং সমর্প্যামি ; মম পূজাং গৃহাণ ; মঙ্গলং চ প্রযচ্ছ । (১ম—২৩সূ—১৭) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ ।

হে বায়ুদেব (গর্কব্যাপী, মকলের হিতকারী) ! আপনি এই যজ্ঞে
আমাদিগের কর্মে আগমন করুন ; আমাদিগের প্রদত্ত হবনীয় যজ্ঞীয়
জ্যামমূহ সম্বলানিবহ) সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ আপনার তৃপ্তিপ্ৰদ এবং
আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ । সেই হউক ; আর তাহা আপনি গ্রহণ
করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনার তৃপ্তিপ্ৰদ
বিশুদ্ধ ভক্তিস্থধা আপনাকে যেন সমর্পণ করি ; পূজা গ্রহণ করুন, এবং
মঙ্গল প্রদান করুন ।) । (১ম—২৩সূ—১৭) ।

• . •

সারণ-ভাষ্য ।

হে বায়ো ! ইমে সোমাস ঐশ্বর্যবান্‌গ্রহাদিরূপাঃ সোমাঃ স্তুতা অভিযুতাঃ । তে চ
তীত্রাঃ । প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ । আশীর্কস্তুঃ আশীর্ষুতাঃ । অতশ্চমাগছি । অগ্নিন্
কর্মণ্যাগচ্ছ । প্রার্থিতান্তরবেদাৎ প্রত্যানীতান্ তান্ সোমান্ পিব ॥

তীত্রাঃ । তিজ নিশানে । রক্ দীর্ঘত্বং । জন্ত ব ইতি ঋজ্জেষ্টেত্যত্র মনোরমা ।
সোমাসঃ । অর্হিত্যাদিনা মন । নিস্বাদাদ্রাদাস্তঃ । আজ্জসেরস্ক্ । গছি । মহত্তিরম
আগতীত্যত্রোক্তং । আশীর্কস্তুঃ শীর্ষপাকে । অপস্পৃশেথামিত্যাদিন্মত্রে (আ० ভাৱা৩৬) ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে বায়ুদেব ! ঐশ্বর্যবান্‌গ্রহাদিরূপ এই সোমসমূহ অভিব্যবসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া
স্থিতাছে । এই সোমসমূহ তীত্র অর্থাৎ বিস্তর বলিয়া আপনার তৃপ্তিপ্ৰদানে সমর্থ এবং
আশীর্ষুক । অতএব আপনি এই কর্মে আগমন করুন (এবং) উত্তর-বেদীতে আনীত
সেই সোমসমূহ পান করুন ।

“তীত্রাঃ” এই পদটি নিশানার্থক 'তিজ' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয়ে ইকারের দীর্ঘ ও জ-এর
স্থানে 'ব' করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 'সোমাসঃ' এই পদটি, “অর্হিত্য” ইত্যাদি
মূত্র দ্বারা 'মন' প্রত্যয়ে “আজ্জসেরস্ক্” স্বত্রানুসারে অক্ষক্ আগমে নিষ্পন্ন । নিস্বাহেতু
ইহার আদিশ্বর উদাস্ত । “গছি” এই পদটির বিষয় “মহত্তিরম্ম আগছি” এই স্থলে কথিত
হইয়াছে । “আশীর্কস্তুঃ” এই পদটির অন্তর্গত “আশীঃ” পদটির “অপস্পৃশেথ্যৎ” (পা० ভাৱা৩৬)

আঙপূর্বস্ত্রু ক্বিপি শিরাদেশো নিপাতিতঃ করণচাপি শ্রমণজ্রবস্ত্র স্ববাণ্যরে কর্তৃব্বিবক্ষয়ী
কর্তৃরি ক্বিপ্ ন বিক্রম্যতে । আশীরেবামন্তীত্যাশীর্ষম্ভঃ । ছন্দসীর তেতি বহুং । বারো ।
আমন্ত্রিতাদাত্ত্বং । প্রস্থিতান । প্রাদিসমাসে রুত্বস্তরপদ প্রকৃতিস্বরহঃ বাধিত্বা ব্যত্যয়েমা-
ব্যয়পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরহঃ । (১ম ২৩২ - ১৭) ।

প্রথম (২২৯) ঋকের বিশদার্থ ।

—:§ . §:—

এই ঋকের কি বিকৃত অর্থই প্রচলিত রহিয়াছে । তীত্র মাদকগুণ-
বিশিষ্ট গোমরসকে দধি-মিশ্রিত করিয়া সুপের ও নিশুদ্ধ করা হইয়াছে ;
আর, সেই প্রলোভন দেগাইয়া, বায়ুদেবতাকে সোমপানের জন্য আহ্বান
করা হইতেছে । * ঋকে 'তীত্রাঃ' পদ আছে ; সেই জন্য তীত্র মাদকগুণ-
বিশিষ্ট অর্থ করা হয় । ঋকে 'আশীর্ষম্ভঃ' পদ আছে ; সেইজন্য স্নিগ্ধভাব
কল্পনা করিয়া 'দধিমিশ্রিত' অর্থ আমনন করা হইয়া থাকে । সাধারণ কিন্তু
সে ভাব প্রকাশ করেন নাই ; কেবল পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ কল্পনামলে
এইরূপ অর্থ অম্যাকার করিয়া আনিয়াছেন ।

উত্যাদি হ্রস্ব দ্বারা আঙ পূর্বক পাকার্থক 'শীঞ্' (শী) দাত্তর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিপাতনে
'শী' দাত্তস্থানে 'শির্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । করণ যে শ্রমণ-জ্রবা, তাহার স্বীয়
ব্যাণ্যরে কর্তৃব্বিবক্ষা আছে বলিয়া অবিরোধে কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হইয়াছে । 'আশীঃ' উহাদেশ
আছে' এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া "ছন্দসীরঃ" হ্রস্ব দ্বারা ম-এর স্থানে 'ব' করিয়া
প্রথমার বহুবচনে উক্ত "আশীর্ষম্ভঃ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে । "বারো" পদটির আমন্ত্রিত
আহ্বাদাত্ত্বং । "প্রস্থিতান" পদটিতে প্রাদিসমাসে রুত্বপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হর ; কিন্তু
তাহাকে বাধিত্বা ব্যত্যয়ে অব্যয় পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । (১ম-২৩২-১৭) ॥

* ঋকের প্রচলিত একটা অর্থবাদ,—(১) "হে বায়ু এই তীত্র ও সুপাকাবাশষ্ট গোমরস-
সমূহ ই অতিবৃক হইয়াছে, তুমি আইস ; সেই সোমরস আনীত হইয়াছে, পান কর ।"
(২) "মদজনক এবং সুপাচ্ করিবার নিমিত্ত আশীর্নামক পাকজ্রবোর সহিত মিশ্রিত সোমসকল
প্রস্তুত হইয়াছে । অতএব বায়ুদেব আপনি আগমন করুন এবং আপনার, উদ্দেশে নিবেদিত
সেই সমুদায় পান করুন ।" অপর একজন ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তীত্রাঃ আভ-
মদকরাঃ সোমাসঃ সোমরসাঃ আশীর্ষম্ভঃ আশীর্ষক্যাঃ দধ্যাদিমিশ্রণেন সুতাঃ প্রস্তুতীকৃতাঃ ।'
ইত্যাদি । সাধারণ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে গেলে ঐরূপ বিস্তম্ভ অর্থাৎ নাই ।

‘গোমায়ঃ’ পদে এখানে ‘গোময়’ মাদক-দ্রব্যকে যে বুঝাইতেছে না, ভাষ্যেই তাহা প্রতীত হইতে পারে। সায়ণপুত্রিখিয়াছেন,—“গোমায় ঐন্দ্র-বায়বগ্রহাদিরূপাঃ গোমাঃ।” ভাষ্য,—‘ইন্দ্র-বায়ুদেবতার গ্রহণযোগ্য হবনীয় দ্রব্যাদি।’ এখানে, ‘গোম’ শব্দের বহুচনাস্ত-প্রয়োগে উহা যে গোময় নয়, তাহা বুঝা যায়। দেবগণ যাহা গ্রহণ করেন, সেই সকল সামগ্রীই এখানে ‘গোমায়’-পদে ব্যক্ত করিতেছে। তার পর ‘স্বতাঃ’। সায়ণের অর্থ—‘অভিষুতাঃ’; ভাবে বুঝা যায়,—‘বিশুদ্ধীকৃতঃ।’ তাহা হইলেই বুঝা যায়,—হবনীয়-দ্রব্যের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ পত্র অংশ ঐ দুই পদে (‘গোমায়ঃ’ ও ‘স্বতাঃ’ পদদ্বয়ে) প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ,—‘গোম’ শব্দের যে অর্থ আমল পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সেই অর্থই এখানে দৃঢ় হইয়া আসিতেছে।

তার পর—‘তীত্রাঃ’। দার্শনিকের আলোচনায় সায়ণই উহার অর্থ করিয়াছেন,—“প্রভুত্বাৎ তর্পিত্বং সমর্থাঃ।” ভাবে বুঝা যাইতেছে, সর্ব্বতোভাবে হবনের সদৃশাবলী অর্পণ করিতে সমর্থ হওয়ায় দেবতার তৃপ্তির যাহাতে সম্ভাবনা আছে, তাহাই ‘তীত্রাঃ’। আকাঙ্ক্ষা যখন তীত্র-হয়, আত্মনিবেদনে তখন সমর্থ হওয়া যায়। এগানকার ‘তীত্রাঃ’ পদে সেই তীত্র অনুরাগের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—যে অনুরাগের ফলে ভগবানের তৃপ্তি সাধিত হয়। অর্থাৎ যে ‘আশীষস্তঃ’ শব্দে ‘দধিমিশ্রিত’ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা যে নিভ্রমমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। অঙ্গলার্থশব্দক ‘আশীসু’ শব্দ হইতে যে পদ উৎপন্ন, তাহা মানবের অঙ্গলগণিতামূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সেই ভাব বুঝিয়াই আমরা আকের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম।

ফলতঃ, এ পদকে বলা হইয়াছে,—‘হে বায়ুদেব! দেবগণের যাহা প্রীতিপদ, যে পূজা তাঁ হাদিগের অনন্দবর্দ্ধন করে, অনুরাগের যে বিশুদ্ধাভিষ্কৃত্যে তাঁহারা আনন্দ হন, আমরা যেন তেমনই আহবনীয় সামগ্রীর আয়োজন করিতে পারি। হে দেব! আপনি আমুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন; আর তাহার ফলে আমাদের পূরন মঙ্গল সাধিত হউক।’ পদকের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—২৩সূ—১খ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

পূর্বোক্ত এব শব্দ উভা দেবা দিবিস্পৃশোতি যে ইন্দ্রবায়বৃচশ্চ প্রথমাবিতীয়ে । তথা চ
দ্বিতীয়শ্চেতি খণ্ডে হুক্তং । উভা দেবা দিবিস্পৃশোতি যে । (আ० ৭৬) । ইতি ।

তয়োঃ প্রথমঃ সূক্তে দ্বিতীয়ামুচ্যতে ॥

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(পঞ্চমং মণ্ডলং । ত্রয়োবিংশসূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

উভা দেবা দিবিস্পৃশোদ্ভবায়ু হবামহে ॥

অস্ম সোমস্ম পীতয়ে ॥ ২ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ ।

উভা । দেবা । দিবিস্পৃশা । ইন্দ্রবায়ু ইতি । হবামহে ॥

অস্ম । সোমস্ম । পীতয়ে ॥ ২ ॥

মন্ত্রাণ্যসাকিনী-ব্যাখ্যা ।

'অস্ম' (বিশুদ্ধ) 'সোমস্ম' (সস্বভাবস্ম—অংশং ইতি যাবৎ) 'পীতয়ে' (পানার্থে,
প্রচণার্থে) দিবিস্পৃশা (ত্রালোকস্পর্শিনো সস্বস্বকৃষতো উভার্বঃ) 'ইন্দ্রবায়ু উভা দেবা'
(ইন্দ্রবায়ু দেবদ্রব্যো, বটলখর্যাদিপ-সক্ৰবাপকো দেবো) 'হবামহে' (অহ্বারামঃ, অহ্বসরণা
সক্ৰবন্ধাঃ ভবেম উভার্বঃ) ; তৌ দেবৌ অস্মাকং কর্মস্ম মিলিতৌ ভবতাং—ইতি প্রার্থনা ।
মন্ত্রোহমং আগ্নোচোপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । (১ম ২৩সূ—২৪) ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

পূর্বকথিত পদ্যগুণ্ডে "উভা দেবা দিবিস্পৃশা" ত্কাদি শব্দস্বর ত্রয়োবিংশসূক্তের প্রথম
দ্বিতীয় ঋক্ । সেইরূপ আগ্নোচোপক শ্রোতব্যুক্তের 'দ্বিতীয়ত' এই খণ্ডে হুক্ত হইয়াছে ; কা—
"উভা দেবা দিবিস্পৃশোতি যে" (আ० ৭৬) ইতি ।

সেই ঋক্‌স্বরের রূপমা এবং এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে ।

বদান্তানাদ

সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বতাবের অংশ প্রত্নের কক্ষ, ছালোকস্পর্শী সত্ত্বস্বক্ৰযুত
ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাকে (বলৈশ্বর্যের অধিপতিকে ও সর্বব্যাপী দেবতাকে)
আমরা আহ্বান করিতেছি—অনুগ্রহ করিতে যেন গঙ্গলবন্ধ হই; সেই
দেবদয় আমাদের কর্মমূলের মধ্যে মিলিত হউন—এই প্রার্থনা।
(মঙ্গলী আত্মোদ্ভাণক ও প্রার্থনামূলক।) • (১ম—২০সূ—২ধা) •

• • •

সামগ-ভাষ্যঃ।

দ্বিবিশ্পৃশা ছালোকনত্ৰিনাবুদা দেবা বৌ দেবানিহুতায়ু তবামহে আহ্বয়ামঃ। কিমর্গঃ।
অত্র সোমশ্চ পীতম্। অসকৃষাখ্যাকঃ •

উক্তা দেবা। অর্থাৎ অসুগিতাকারঃ। দ্বিবিশ্পৃশা। হুতান্তাঃ প্রেক্ষসংখ্যানং।
(পা० ৬৩২।১)। ইতি সপ্তমী অলুক। কৃত্তবপদপক্রতিস্বরভৎ। উল্লাবায়ু। উল্লাচবায়ু-
শ্চেতি বন্দঃ। উত্তরত্বে বারোঃ প্রতিমেনো বক্তব্যঃ। (পা० ৬৩২৬।১)। উত্যান্তো নিবেদঃ।
দেবতাস্বন্দে চেতি পাপ্তাশ্চকর পদপ্রকতিস্বরভৎ নোত্তরপদেচতুদাতাদৌ। (পা० ৬২।১৪২)।
ইতি নিবেদাৎ সমাসান্দ্যাস্তত্বমেব শিযুক্তে। তবামহে। ছেত্রঃ স্পর্ধাঃ শক্বে চ। বহুগং
ছন্দসীতি সম্প্রসারণঃ। সম্প্রসারণাচ্চৈতি পরপূর্কভৎ। শপ্। শুণাবাদেশী। শপঃ
শিযুক্তানুদাতভৎ। তিঙশ্চ লসর্ধপাতুকস্বরেণ পদত্ৰাদাতভৎ প্রাপ্তে তিঙ্ভুক্তিঙ ইত্যর্টমিকো

সামগ-ভাষ্যঃ বদান্তানাদ।

ছালোকে বর্তমান উল্লা এবং বায়ু এই দেবদ্বয়কে আমরা আহ্বান করিতেছি। কি নিমিত্ত
আহ্বান করিতেছি? এই সোম পান করিবার নিমিত্ত। “অত্র সোমশ্চ পীতম্” ইহা
অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

“উক্তা” ব “দেবা” এই পদদ্বয়ে “অপাং অলুক” সূত্র দ্বারা বিভক্তি স্থানে আকারাদেশ
হইয়াছে। “দ্বিবিশ্পৃশা” পদটীতে “হুতান্তাঃ প্রেক্ষসংখ্যানং” (পা० ৬৩২।১) এই সূত্র
দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় নাট। ততঃ কৃত্তবপদাস্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে।
“উল্লাবায়ু” এই পদটী ‘উল্লা এবং বায়ু’ এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস-নিষ্পন্ন। এখানে “উত্তরত্বে বারোঃ
প্রতিমেনো বক্তব্যঃ” (পা० ৬৩২৬।১) এই সূত্র দ্বারা পূর্বপদে অন্ত্যসম নিষিদ্ধ হইয়াছে।
“দেবতাস্বন্দে চ” সূত্র দ্বারা ইহার উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হয়; কিন্তু “বোত্তর-
পদেচতুদাতাদৌ” (পা० ৬২।১৪২) এই সূত্র দ্বারা ততঃ নিবেদ আছে বলিয়া সমাসান্ত
উদাতস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “তবামহে” এই পদটির স্পর্ধা এবং শকার্বক ছেত্রঃ (ছেত্রঃ)
ধাতুর “বহুগং ছন্দসি” সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ, “সম্প্রসারণাচ্চ” সূত্র দ্বারা পরপূর্কভৎ, শপ্ শুণ
এবং অবাদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে শপ্ প্রত্যয়ের শিযুক্তে অনুদাতস্বর। তিঙের
শর্ধপাতুক লকার্বক-হেতু পদের আদিস্বর উপাত্ত হয়; কিন্তু “তিঙ্ভুক্তিঙঃ” সূত্র দ্বারা ইহার

১ অষ্টক. ২ অধ্যায়. ৮ বর্ষ। ১। ক্রমোবিংশশ্লোক।

১১০১

নিঘাতঃ। অত্র উড়িমিত্যাদিনা বর্ষা উদাস্তঃ পীতরে। পা পামে। স্বাগাণাণচঃ
(পা० ৩৩২ল)। ইতি ভাবে ক্রম। যুমাহেতীৎ। ব্যত্যয়েনাস্তোদাস্তৎ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (২৩০) শ্লোকের বিশদার্থ।

— — + ○ + — —

‘সোমশ্চ পীতয়ে’ পদদ্বয়ের অর্থ অনুধাবন করিতে পারিলেই এ শ্লোকের অর্থ সহজবোধ্য হইবে। কর্মযোগীর যজ্ঞপক্ষে যজ্ঞভাগের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ-সত্ত্ব অংশ, ধ্যানযোগীর ধ্যানভূত ভক্তিসুখমুহু,—সোম-শ্লোকে স্মৃতনা করে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, এ শ্লোকের কেন, আর কোনও শ্লোকেরই অর্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় আদিবে না। এখানে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে সেই প্রাণের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই আহ্বান করা হইয়াছে।

‘দিবিস্পৃশা’ পদে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়ের স্বরূপ একটু প্রকাশ পাউয়াছে। তাঁহারা ‘দিবিস্পৃশা’ অর্থাৎ ছালোক স্পর্শ করিয়া আছেন। ইহার অর্থ কি বুঝাইতেছে না যে, তাঁহারা সত্ত্ব-নলয় স্বর্গে অর্থাৎ সত্ত্বভাবের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন? ঐ পদে দেবদ্বয়ের সত্ত্ব-সম্বন্ধই স্তাপন করিতেছে।

পক্ষান্তরে তাঁহারা ছালোক ব্যাপিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বিজ্ঞান আছেন—এ ভাবও গ্রহণ করা যায়। সে পক্ষে শ্লোকের প্রার্থনা দাঁড়াই এই যে,—‘হে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা! আপনারা উভয়েই ছালোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আশাদিগের যজ্ঞে কেন আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! আশ্বিন—আপনারা এই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন। জ্ঞান দেন—দর্শন-শাক্ত দেন—আমরা যেন আপনাদিগকে আশাদিগের প্রীতি কর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।’ (১ম—২০ম—২ম)।

আটমিক নিঘাতস্বরই হইয়াছে। “অত্র” এই পদটির “উড়িমঃ” এই শব্দ দ্বারা বিতক্তিস্বর উদাস্ত হইয়াছে। “পীতরে” এই পদটি পানার্ধ পা ধাতুর উত্তর “স্বাগাণাণচঃ” (পা० ৩৩২ল) এই শব্দ দ্বারা ভাববাচ্যে ‘ক্রম’ (তি) প্রত্যয় করিয়া “যুমাহা” এই শব্দ দ্বারা আকারের স্থানে ই-কারাদেশে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়ে ইহার অর্থস্বর উদাস্ত ॥ ২ ॥

* * *

তৃতীয়া শ্লোক ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োবিশহৃতং । তৃতীয়া শ্লোক ।)

ইন্দ্রবায়ু মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতয়ে ।

সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ইন্দ্রবায়ু ইতি । মনঃজুবা । বিপ্রাঃ । হবন্তে । উতয়ে ।

সহস্রাক্ষা । ধিয়ঃ । পতী ইতি ॥ ৩ ॥

মর্ধ্যাক্ষসারিণী বাখ্যা ।

‘উতয়ে’ (বক্ষণায়, আত্মনাং লোকানাংবা শ্রোয়াহলাভায়) ‘বিপ্রা’ (মেধানিনঃ, জ্ঞানিনঃ) ‘মনোজুবা’ (মনঃ ইব গতিপাণিনো জ্বরয়া আগমনশীলো ইত্যর্থঃ, যত্র-পানধারণায়াঃ বিসম্য-ভূক্তৌ) ‘সহস্রাক্ষা’ (অশেষপ্রজ্ঞাপ্রকরণৌ) ‘ধিয়স্পতী’ (জ্ঞানদাতারৌ) ‘ইন্দ্রবায়ু’ (ইন্দ্রবায়ু-জৈবৌ, বস্তুগণ্যৈর্ধিয়স্পতীব্যাপ্যকৌ দেবৌ) ‘হবন্তে’ (আহ্বয়গিষ্ঠ, অঙ্কসরস্তি) । ‘উতয়েঃ দেবকৌঃ অনুসরণায় অক্ষাক্ষং প্রবৃত্তিঃ উকতু—চক্রেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ ; (১ম ২৩৭—৩৭) ।

বক্তব্যবাদ ।

আপনাদিপের বা মনুষ্যপের শ্রোয়াহলাভর জন্ত, জ্ঞানিগণ, মনের জায় গতিবিধিতে অর্থাৎ জ্বরায় আগমনশীল অথবা প্যানধারণার-নিবর্তীভূত, অশেষ-প্রজ্ঞাধার, জ্ঞানদাতা, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাব্যয়ে আহ্বান করেন— অনুসরণ করেন । (‘ভাব এই যে,—সেই দেবতাকে অনুসরণে আশ্রয়িত্যের প্রবৃত্তি উক—এই আকাঙ্ক্ষা ।) ॥ (১ম—২ম—৩ম) ।

সারণ-উক্তি।

বিজ্ঞা-মেকাবিন ঐহিগ্‌ব্‌জমানা উত্তরে রক্ষণার্থমিস্রবাসু হবন্তে আহ্বরন্তি। কীদ্বন্দ্বৌ। মনোজুবৌ। মন ইব বেগযুক্তৌ। সঃস্রাঙ্কা সঃস্রনয়নযুক্তৌ। বহুপীন্দ্র এব মহাস্রাঙ্ক-তুর্থাপি ছত্রিগ্‌মেন বায়ুরপি তপোচাত্তে। দিমস্পতী। কম্বণো বুদ্ধের্কা পালকৌ।

মনোজুবা। জবতির্গতিকর্যা। মনোবজ্জবত ততি মনোজুবা মন ইব বেগযুক্তৌ। কুইঃরপদপ্রকৃতিব্রহ্মণঃ। স্রপাং সুলুগ্‌ত্রাকারঃ। বিপ্রাঃ। ঔণাদিকো রন। রনপ্রত্যয়ান্ত আগ্নাদাত্তঃ। উত্তমৈ। উন্বিতীত্রাঈনা ক্রিন উদারঃ। সঃস্রাঙ্কা। সঃস্রমকীনি ষরোস্তৌ। বহুত্রীণৌ স্ক্‌থাক্কাঃ। পাং ঠাঠাঃ২৩ তাত যচ্‌সমাসান্তঃ বহুত্রীহ্ম্বাঃ ষাষ্টৌ সমাসান্ত পত্যমন্ত সতি শিষ্টেভ্যস্তিত হতাস্তোদাত্তঃ। দিমঃ। সাবেকচ ইতি উস উদাত্তঃ। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রৈতি সংহিতায়ান্ বিসর্জনীয়ন্ত সকারঃ। পতী। উতাস্ত আহু দাত্তঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (২৩১) ঋকের বিশদার্থ।

— ১ঃ০ x ০:১ —

এ ঋকটির অন্তিমস্তরে মে প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা এই;—‘হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! তুমি বরুণ আপনাদিগের স্বরূপ অবগত আছেন; তাই তাঁহারা ত্রয়োবিংশীশ্লোকের জন্ম আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া

সারণ-শাস্ত্রের প্রস্তাবাদ।

মেধাবী ঋকিক এবং যজমানগণ, স্বীয় বক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র এবং বায়ুদেবতাকে আহ্বান করিয়া থাকেন। ইন্দ্র এবং বায়ুদেব ক্রীড়াপু মনের জায় বেগগান, সঃস্রচক্‌যুক্ত এবং কর্ম্ম অথবা বুদ্ধির পালক। যদিও চক্র-ঈবর্ক মহাস্রাঙ্ক; কিন্তু তুর্থাপি, ছত্রিগ্‌ময়েতু, বায়ুও মহাস্রাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত।

‘মনোজুবা’ এই পদটিতে ‘জু’ শব্দের অর্থ গতি। অর্থাৎ মনের জায় বেগশালী। ইহার কুৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিব্রহ্মণঃ হইয়াছে; এবং ‘স্রপাং সুলুক্’ ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। ‘বিপ্রাঃ’ এই পদটি ঔণাদিক ‘রন’-প্রত্যয়ান্ত ইহার আদিবর্গ উদাত্ত। ‘উত্তমৈ’ পদটির উন্বিতী ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্রিন’ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত। ‘সঃস্র ঋকি ষে দেবদ্বয়ৈর’ এই অর্থে ‘সঃস্রাঙ্কা’ পদটি, ‘বহুত্রীণৌ স্ক্‌থাক্কাঃ’ (পাং ঠাঠাঃ২৩) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্তে ‘যচ্’ (অ) আগমে নির্ণয় হইয়াছে। এই পদটির বহুত্রীহ্ম্বাঃ প্রাপ্তিতে সমাসান্ত পত্যমন্ত সতি শিষ্টেভ্যস্তিত ‘চিত্তঃ’ সূত্র দ্বারা অন্তব্রহ্ম উদাত্ত হইয়াছে। ‘দিমঃ’ এই পদটির ‘সাবেকচঃ’ সূত্র দ্বারা ‘উস’ বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র’ এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে স-কার হইয়াছে। ‘পতী’ পদটি ‘ততি’ প্রত্যয়ে নির্ণয়। ইহার আদিব্রহ্ম উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

থাকেন। প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন আপনাদিগকে জ্ঞানিগণের স্তায় সেইভাবে জানিতে পারি এবং সেই ভাবে আস্থান করিতে সমর্থ হই। আপনারা যে 'মনোজুগা'—মনঃসম্বন্ধবিশিষ্ট, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত, আপনারা যে 'মহাস্রাক্ষ'—অশেষ-দৃষ্টি বা অশেষ-প্রজ্ঞার আধার; আপনারা যে 'দিয়ম্পতী'—জ্ঞানের পতি; জ্ঞানদাতা। এ জ্ঞান যেন আমাদের হয়; আর, এই জ্ঞান লইয়া আমরা যেন আপনাদিগের দ্বারা উপস্থিত হইতে সমর্থ হই। তারপর, 'মনোজুগা' পদে 'মনের স্তায় গতিবিশিষ্ট' ভাব গৃহীত হইতে পারে। তাহাতে স্মরণমাত্রই তাঁহারা যে হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। দূরে থাকিলেও নিকটে আছেন, আপনার নিকটে থাকিতেও দূরস্থিত বলিয়া প্রতীত হন;—এই দুই ভাব আমাদেরই দৃষ্টিশক্তির ভারত্যানুসারে উপস্থিত হয়। নচেৎ, তাঁহারা যে 'মনোজুগা'—এ কথা যদি স্মরণ থাকে, তাহা হইলে আর কিণের চিন্তা—কিণের ভাবনা? তোমার মনের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তিনি, তোমার মানসপটে প্রতিফলিত হন তিনি—এ জ্ঞান যদি হয়, তখন কি আর অস্ত্র তাঁহাকে সঙ্কান করিবার জন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? আমরা তাই মনে করি, এ ককের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহারা 'মনোজুগা'।

তার পর, স্মরণ করিয়া দেখুন—তাঁহারা 'মহাস্রাক্ষ' ও 'দিয়ম্পতী'। এই দুই শব্দের মর্মার্থ কি? কথা বুঝিতে পারিলে, অস্ত্র তো আর অনুসন্ধানেরই প্রয়োজন হয় না। তোমার অন্তরেই তিনি অধিষ্ঠিত হন। তোমায় সদ্বুদ্ধদানের নিমিত্ত তিনি যে হস্ত প্রদারণ করিয়া আছেন, দেবদ্বয়ের বিশেষণ-ত্রিতয়ে এই সে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেও সংশয় দূরীভূত হয় না কি? কোথায় কোন্ দূরে অংশন করিতে যাইবে? কোথায় কাহার নিকটে কোন্ জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা করিবে? দেখ—হৃদয়েই তিনি বিদ্যমান। দেখ—তোমারই জন্ত তাঁহার জ্ঞানভাগ্য উন্মুক্ত রাখিয়াছে। দেখ—বুঝা—আর মহাজনগণের পদস্ব-অনুসরণে কর্মক্ষেত্রে অগ্রণর হও। এ ককের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করি। (১ম—২০সূ—৩শ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

চতুর্বিংশৎশকেন্দ্রমি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণশ্চৈ মিত্রং বরং হবামহে ইতি তৃচঃ বলহস্তোক্তিরঃ।
 চতুর্বিংশৎ ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। আনো মিত্রাবরুণা মিত্রং বরং হবামহে। আ. ৭২। ইতি।
 অতিপ্রবন্ধবধেপি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণশ্চৈ মিত্রং বরং হবামহে। অতিপ্রবপৃষ্ঠ্যানীতি খণ্ডে
 সূত্রিতং। পরিশিষ্টানাবাপাতুত্বা মিত্রং বরং হবামহে। আ. ৭৫। ইতি। মৈত্রাবরুণশ্চৈ
 মিত্রং বরং হবামহে ইত্যেবা প্রাতঃসবনে প্রতিভবাজ্যা। প্রশস্তা ত্রাস্রগাচ্চসীতুপক্রমোদং
 তে সোমং মধু মিত্রং বরং হবামহে ইতি সূত্রিতং। তামেতাং সূক্তে চতুর্বিংশৎমাৎ।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োবিংশৎসূত্রং। চতুর্থী ঋক্।)

মিত্রং বরং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে।

জজ্ঞানা পুতদক্ষণা ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মিত্রং। বরং। হবামহে। বরুণং। সোমপীতয়ে।

জজ্ঞানা। পুতদক্ষণা ॥ ৪ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্বিংশৎ দিনে প্রাতঃকালীন সবনে মিত্রাবরুণদেবতার শত্রুসঙ্গে "মিত্রং বরং হবামহে" এই তৃচটী বলহস্তোক্তির নামে অতিষ্ঠিত। আখ্যায়ন শ্রোতস্থলে 'চতুর্বিংশৎ' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,— "আনো মিত্রাবরুণা মিত্রং বরং হবামহে" (আ. ৭২) ইতি। অতিপ্রবন্ধবধের প্রাতঃকালীন সবনে মৈত্রাবরুণের আবাপার্থ এই তৃচটী ব্যবহৃত হয়। আখ্যায়ন শ্রোতস্থলের 'অতিপ্রবপৃষ্ঠ্যানীতি' এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,— "পরিশিষ্টানাবাপাতুত্বা মিত্রং বরং হবামহে" (আ. ৭৫) ইতি। মৈত্রাবরুণদেবের প্রাতঃকালীন সবনে "মিত্রং বরং হবামহে" এই ঋকটী প্রতিভবাজ্যা। 'প্রশস্তা ত্রাস্রগাচ্চসী' এইরূপ উপক্রম করিয়া, "উদং তে সোমং মধু মিত্রং বরং হবামহে" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। এই সূক্তে সেই চতুর্থী ঋকটী কথিত হইতেছে।

অষ্টাদশমন্ত্রিণী-পাথর ।

'বরু' (প্রার্থিতামিষ) 'মিত্র' (মিত্রহানীরং মিত্রদেবং) 'বরুণং' (অতীতবর্ষকং বরুণদেবং) 'সোমপীতরে' (সোমভাবগ্রহণার, অম্বাকং যজ্ঞে কর্মিণি তা স্মিত্রহানীর ইভার্ভঃ) 'জজ্ঞান' (জজ্ঞানামঃ, অনুসবেম ইভার্ভঃ) ; তৌ দেবৌ অম্বাকঃ 'জজ্ঞান' (সোমভাবগ্রহণৌ) 'পুতদক্ষমা' (পুতদক্ষমকৌ পুণাপ্রদৌ) অবচু ইতি শেষঃ । মন্ত্রোহংকং সোমভাবগ্রহণঃ প্রার্থনামূলকঃ চ । (১ম ২৩সূ ৪ধ) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

প্রার্থনাকারী আমরা মিত্রদেবকে ও বরুণদেবকে সম্ভাব-গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের যজ্ঞ বা কর্মে গম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি—যেন ক্ষমায়ুগণ করি ; তাঁহারা আমাদিগের অন্নপ্রদ পাবিত্রকারক হউন । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক ।) ॥ (১ম—২৩সূ—৪ধ) ॥

সারণ-ভাষ্যঃ ।

বরুণমুষ্ঠাতারঃ সোমপীতরে সোমপানার্ভং মিত্রং বরুণং চোভাবাহ্যরামঃ । কীদৃশাবুভৌ জজ্ঞান । কর্মপ্রদেপে প্রাতর্ভূতৌ । পুতদক্ষমা । শুভ্রবলৌ ।

বরুণং । বৃঞ্ বরণে । করুতদারিভা উন্নং । উং ৩৫৩ । নিব্বাদাচানাতঃ । সোম-পীতরে । দাসীভারাদিত্যং পূসপদপকৃতিবরণং । জজ্ঞান । জনৌ প্রাতর্ভূতৌ । চন্দ্রনি-লিট্ । পাং ৩২১০৫ । শুভ্র লিট্ঃ কানজা । পাং ৩২১০৬ । ইতি কানজাদেশঃ । গমতনেত্যাদিনা । পাং ৬৪২৮ । উপধাবোপঃ । তত্চাচঃ পরাম্বিত্তি স্থানিবস্তাবাজনশকত্ব-ধিসচনং । স্তোশ্চুনা শ্চুঃ । পাং ৮৪৪০ । ইতি নকারত্ব ঞ্কারঃ । চিত ইত্যাদৌ-

স্বয়ং-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

আমরা অষ্টাদশমন্ত্রিণী, সোমপানের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে আহ্বান করিতেছি । ইহারা উভয়ে কক্ষমা পূ কর্মপ্রদেপে প্রাতর্ভূত হয়েন ও শুভ্রবলভাঙ্গী ।

'বরুণং' এই পদটি, বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর "করুতদারিভা উন্নং" (উং ৩৫৩) এই সূত্র দ্বারা 'উন্নং' পত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে নিম্পন্ন হইয়াছে । নিব্বহেতু ইহার আদিব্র উদাত্তঃ । "সোমপীতরে" পদটির দাসীভারাদিত্য-হেতু পূসপদে প্রকৃতিবরণ হইয়াছে । "জজ্ঞান" এই পদটিতে, প্রাতর্ভূতার্থক 'জনৌ' (জন) ধাতুর উত্তর "চন্দ্রায় লিট্" (পাং ৩২ ১০৫) এই সূত্র দ্বারা লিট্, "লিট্ঃ কানজা" (পাং ৩২ ১০৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের স্থানে স্থানে কানজ্ আদেশ, "গমতনং" (পাং ৬ ৪২৮) এই সূত্র দ্বারা উপধাবর্ষের লোপ, "তত্চাচঃ পরাম্বিত্তি" এই নিয়মে স্থানিবস্তাব-হেতু জন-শব্দের বিকচন । "স্তোশ্চুনা শ্চুঃ" (পাং ৮ ৪৪০) এই সূত্র দ্বারা ন কারের স্থানে ঞ্-কার হইয়াছে, "চিতঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা

স্বাত্বৎ । পূর্ববদাকারঃ । পুত্ৰদক্ষমা । পুত্ৰ পবনে । নির্ভেতি জঃ । ক্র্যকঃ
কিত্তি । পা० ৭২১১ । ইতীচ্ প্রতিবেদঃ । পুত্ৰং দক্ষো যমোত্তৌ বহুত্রীণৌ প্রকৃতোতি
পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরৎ । (১ম—২৩সূ—৪৭) ।

চতুর্থ (২৩২) ঋকের বিশদার্থ ।

— ॐ : ॥ —

এ ঋকের প্রার্থনাও পূর্ববৎ । সেই সোমপানের (পূজাগ্রহণের, তন্ত্রিস্রদাপানের, কশ্মের সহিত সন্মিলনের) জন্মই মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছে । তবে এখানে তাঁতাদিগের যে দুইটা বিশেষণ আছে, তাঁদ্বয় অনুধাবন করা আবশ্যিক বলিয়া মনে করি । বলি হইয়াছে — তাঁহারা 'জ্ঞানান' । জ্ঞানমূলক 'জা' ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন । আমরা মনে করি, উহাও অর্থ—জ্ঞানস্বরূপ ; যাঁহা হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাঁহাই 'জ্ঞানান' অর্থাৎ জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি-স্থান । তাহা হইতে 'জ্ঞানপ্রদ' অর্থ আসে । 'পুত্ৰদক্ষমা' ; 'পুত্ৰ' অর্থাৎ পারদর্শী । তাহা হইতেই 'পবিত্রকারী' এই ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি । ভগবান্ভুক্তি দেবগণ হইতেই, তাঁতাদিগের লক্ষ্যে সম্বন্ধযুক্ত হইতে হইতেই, জ্ঞানোদয় হয় ; এবং তাঁহাদের ফলে পবিত্রতা লাভ করা যায় । দেবতাদের জ্ঞানদাতা, তাঁতাদের পাপীকে পবিত্রতাপন্ন করিতে সমর্থ । জ্ঞানের জন্ম এবং পাপনাশের ও পবিত্রতালভের জন্ম দেবদ্বারের শরণাপন্ন হও, — জন্মে দেবতার বা দেবতাদের প্রতিষ্ঠা কর ; তাহা হইতেই পরিভ্রাণ লাভ করিবে । ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ । (১ম—২৩সূ—৪৭) ।

ইহার অন্তর উদ্ভব এবং পূর্বের তার আকার লটরাছে । "পুত্ৰদক্ষমা" এই পদটির 'পুত্ৰ' পদটি, পবনধাতু 'পুত্ৰ' ধাতুর উদ্ভব 'নিষ্টি' হইতে যার 'ক' লটের "ক্র্যকঃ কিত্তি" (পা० ৭২১১) এই ৩য় ধারা ইট-নিবেদ করিয়া নিপাক হইয়াছে । অন্তর 'পুত্ৰ' হইয়াছে দক্ষ (বল) হে দেবদ্বয়ের এই লক্ষ্যে বহুত্রীণী সমানে "বহুত্রীণী প্রকৃতোতি" এই হইয়া উক্ত "পুত্ৰদক্ষমা" পদের পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । (১ম—২৩সূ—৪৭) ।

পঞ্চমী পাক ।

(প্রথমঃ মতলঃ । ত্রয়োবিংশতঃ । পঞ্চমী পাক ।)

ঋতেন যাত্নাত্নধাত্নাত্ন জ্যোতিষম্পতী ।

তা মিত্রাবরণা হুবে ॥ ৫ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ ।

ঋতেন । যৌ । যাত্নাত্নধাত্নাত্ন । যাত্নাত্ন । জ্যোতিষমঃ ।

পতী ইতি । তা । মিত্রাবরণা । হুবে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রাণুসারিনী বাণী ।

‘যৌ’ (দেবো) ‘ঋতেন’ (সত্যেন সংকল্পণা বা) ‘যাত্নাত্নধাত্নাত্ন’ (সত্যসংকল্পকো ফলপ্রদো বা) ‘যাত্নাত্ন’ (সত্য সংকল্পণঃ বা) ‘জ্যোতিষঃ’ (প্রকাশরূপত আত্মজ্ঞানত) ‘পতী’ (সখীকন্যো), ‘তা’ (তৌ) ‘মিত্রাবরণা’ (মিত্রবরণো দেবো) ‘হুবে’ (আহ্বয়ামি, অনুসরণঃ করবাণি উতর্ভঃ) । মন্ত্রে’হঃ আত্মো’ধোপকঃ সঙ্কল্পাত্মকঃ ৫ ; তাবঃ হি—মিত্রবরণদেবো সত্যসংকল্পো আত্মজ্ঞানবর্ধকো; সত্যজ্ঞানবাত্তর তাবহঃ অনুসরণঃ করবাণি ৪ (১ম--২৩শ--৫ম) ৫

বঙ্গানুবাদ ।

যে দেবতাদ্বয় সত্যের দ্বারা বা সংকল্পের দ্বারা সত্য-সংকল্পক বা ফলপ্রদ, সত্যের বা সংকল্পের প্রকাশ-রূপ আত্মজ্ঞানের প্রতিপালক ও প্রবর্ধক, সেই মিত্র ও বরণ দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি—যেন অনুসরণ করি । (মন্ত্রটি আত্মো’ধোপক ও সঙ্কল্পাত্মক ; তাব এই,—মিত্র ও বরণ দেবতাদ্বয় সত্য-সংকল্পক ও আত্মজ্ঞান-বর্ধক ; সত্যজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁহাদিগকে আমি যেন অনুসরণ করি ।) ॥ (১ম—২৩শ—৫ম) ॥

সারণ-ভাস্কঃ।

যৌ মিত্রাবরণাবৃতেন সত্যবচনেন বজ্রমানাগ্রগ্রহকারিণা ঋতাব্রণী। ঋতববশস্তাবিতক্ৰ
সত্যং কৰ্মফলং তস্ত বর্জকৌ। ঋতস্ত সত্যস্ত প্রশস্তস্ত জ্যোতিষঃ প্রকাশস্ত পতী পালকৌ।
ঋতাস্তরে মিত্রাবরণোরনিতিপুত্রাশ্চেন ঋতত্বাদ্বাদশাদিতোষকর্তৃত্বেন জ্যোতিঃপালকস্বং
যুক্তং। ঋতাস্তরে চাষ্ট্যো পুত্রাসো আদিতোরিতাপক্রমা মিত্রশ্চ বরণশ্চৈত্যাদিকমাত্মতৎ।
তা মিত্রাবরণা। তদাবিধৌ মিত্রাবরণৌ তবে। আহ্বয়ামি।

ঋতাব্রণৌ। বধু বৃজৌ। কিপ্ চৈতি কিপ্। অস্ত্রয়ামপি দৃশ্রুত ইতি দীর্ঘঃ।
কৃচ্ছরপদপ্রকৃতিস্বরস্বং। জ্যোতিষঃ। হ্রাত দীপ্তৌ। হ্রাতেরিগ্নিগ্নাদেশ্চ জঃ। উ-২।১-৬।
ইতীসিন্ প্রত্যয়ঃ। নিব্বাদাদ্রাদাতঃ। বর্জাঃ পতিপুত্রতি সংহিতাধাঃ নিসর্গনীকস্ত সত্বং।
মিত্রবরণা। দেবতাদ্বন্দ্বচতানঙ্। দেবতাদ্বন্দ্ব চৈত্যান্তরপদ প্রকৃতিস্বরস্বং। সূপাং
সুলুগতি পূর্বসসর্গদীর্ঘ আকারঃ। হবে। হ্বেঞ্ আশ্বানপদোত্তরপুরুষকবচনৈ
সম্প্রসারণে পরপূর্বক্বে চ ক্রমে বহুলং চক্ষনীতি শপৌ লুক্। টেরেৎ। গুণে প্রাপ্তে কৃষ্ণিত্তি
চ। পা-১।১।৫। ইতি প্রতিবেশঃ। উবঙাদেশঃ। তিঙ্ণতিঙ্ণ তাত নিষাতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়েচষ্টমো বর্গঃ ১।২।৮ ॥

সারণ-ভাস্কোর সঙ্গীতবাদ।

মিত্র এবং বরণদেব বজ্রমানের অমুগ্রহকারী, সত্য বাক্য দ্বারা অবশস্তাবী সত্যকে
কৰ্মফল, তাকার বর্জক এবং সত্য প্রশস্ত যে জ্যোতিষঃ অর্থাৎ প্রকাশ, তাকার পালক।
ঋতাস্তরে উক্ত আছে,—মিত্র এবং বরণ দেব আদিতির পুত্ররূপে ঋত হইরাছিলেন বলিয়া
দাদশ আদিতোর অন্তর্ভুক্ত; অতএব 'জ্যোতিষঃপালক' ইহা বুক্তিযুক্ত। অত্র ঋতিতে
'অষ্ট্যো পুত্রাসো আদিতোঃ' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'মিত্রশ্চ বরণশ্চ' এইরূপ গঠিত
হইরাছে। তদাবিধ মিত্র এবং বরণ দেবকে আহ্বয়ামি করিতেছি।

"ঋতাব্রণৌ" পদটীতে বৃজার্ধক বধু শব্দের উত্তর "কিপ্ চ" সূত্র দ্বারা 'কিপ্' শব্দে
'অস্ত্রয়ামপি দৃশ্রুতে' সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার ক্ৰমপ্রত্যয়ান্ত পরগমে প্রকৃতিস্বর।
'জ্যোতিষঃ' এই পদটী দীপ্তার্ধক 'হ্রাত' শব্দের উত্তর "হ্রাতেরিগ্নিগ্নাদেশ্চ জঃ" (উ-
২।১-৬) এই সূত্রে 'ইসিন্' (ইস্) প্রত্যয় ও 'দ' এর স্থানে 'জ' করিয়া নিস্পন্ন
হইয়াছে। নিব্বাদেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত এবং "বর্জাঃ পতিপুত্র" এই সূত্র দ্বারা
সংহিতাতে নিসর্গের স্থানে 'স'-কার চইয়াছে। "মিত্রবরণা" পদে "দেবতাদ্বন্দ্ব চ" সূত্র দ্বারা
'আনঙ্' আদেশ হইয়াছে এবং "দেবতাদ্বন্দ্ব চ" সূত্র দ্বারাই উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে।
'সূপাং সুলুক্' এই সূত্র দ্বারা বিজ্ঞিতের স্থানে পূর্বসসর্গ দীর্ঘ ও আকার হইয়াছে। "হবে" এই
পদটী, 'হ্বেঞ্' শব্দের উত্তর লটের আশ্বানপদে উত্তমপুরুষের একবচন করিয়া সম্প্রসারণ ও
পরপূর্বক হইলে, "বহুলং চক্ষনীতি" সূত্র দ্বারা শপের লোপ এবং টি-এর এক করিয়া নিস্পন্ন।
এস্থলে গুণের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু "কৃষ্ণিত্তি চ" (পা-১।১।৫) সূত্র দ্বারা তাকার নিষেধ
ধাকার 'উবঙ' আদেশ হইয়াছে। "তিঙ্ণতিঙ্ণ" সূত্র দ্বারা ইহার নিষাত-স্বর হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমাস্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।২।৮ ॥

পঞ্চম (২৩৩) ঋকের বিশদার্থ ।

— — — § . § — — —

ঋকের মর্মার্থ এই যে,—‘গিত্ত ও বক্রাদেৱতা সন্তোর পালক, সং-
কর্ষকারীর সংরক্ষক, তাঁহাদিগের অনুৎপাদ্য গত্য ও জ্ঞান পরিবর্তিত হয় ;
সত্যসহযুত কার্যের এবং আত্মজ্ঞান-সফলতার পক্ষে তাঁতারা সহায়তা
করেন। আমি সেই দেবদয়াকে আহ্বান করিতেছি ; অর্থাৎ, সেই দেবদয়
আমাদিগকে সত্যপর ও সংকর্ষশীল করুন—এই প্রার্থনা জানাইতেছি ।
যে গুণে গুণান্বিত হইলে—যে ভাবে ভাবান্বিত হইলে, দেবতারা
আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, অতরা যেন সেই গুণ সেই ভাব প্রাপ্ত
হই,—ইহাই ঐ ঋকের প্রার্থনার অভিপ্রায়। আমরা যেন সংকর্ষশীল
হই ; ভাঙা হইলে, দেৱতার অনুগত প্রাপ্ত হইব, দেবতারা আমাদিগকে
রক্ষা করিবেন,—ইহাই এই মন্ত্রের উদ্দেশন । (১ম—২০সূ—৫ম) ।

— . —

সঙ্গী থাক ।

(প্রথম মণ্ডল । ত্রয়োবিংশ অঙ্ক । সঙ্গী থাক ।)

বরুণঃ প্রাবিতা ভুবনিত্রো বিশ্বাভিরুতিভিঃ ।

করতাং নঃ সুরাধিসঃ ॥ ৬ ॥

শক-নিম্নলিখিতঃ ।

বরুণঃ । প্রাবিতা । ভুবনঃ । সিত্রঃ । বিশ্বাভিঃ । উতিভিঃ ।

করতাং । নঃ । সুরাধিসঃ । ৬ ॥

সর্গসিদ্ধি-বাখ্যা ।

'বরুণা' (বরুণদেবঃ) 'মিত্রো' (মিত্রদেবঃ) 'বিখাতিঃ' (সর্বাতিঃ) 'উতিতিঃ' (রক্ষাতিঃ, মঙ্গলসাদনৈঃ) 'নঃ' (অশ্রাকং) 'প্রাবিতা' (রক্ষকঃ, পরিভ্রাণকর্তা) 'ভুবৎ' (ভবতু), তেী দেবো 'নঃ' (অশ্রান) 'সুরাধসঃ' (পরমধনযুক্তান, আত্মজানসম্পন্নান) 'করভাৎ' (কুরুতঃ) । প্রার্থনার্যঃ ভাবঃ—হে দেবো, তরোঃ রক্ষাপ্রভাবেণ বরং পরমধনং লভামহে—ইতোবং অহুগ্রহৎ কুরুতঃ (ম—২০সূ—৬৭) ।

সদাভ্যাস ।

বরুণদেব এবং মিত্রদেব সর্গ প্রকার মঙ্গলসাদন দ্বারা আমাদিগের রক্ষক (পরিভ্রাণকর্তা) হউন ; আর, তাঁহারা আমাদিগকে পরমধনযুক্ত অর্থাৎ আত্মজানসম্পন্ন করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদেব ! আমাদিগের রক্ষাপ্রভাবে আমরা যেন পরমধন প্রাপ্ত হই—এইরূপ অহুগ্রহৎ করুন ।) ॥ (১ম—২০সূ—৬৭) ॥

সারণ-ভাষ্যং ।

অয়ং বরুণো নোহশ্রাকং প্রাবিতা ভুবৎ । প্রকর্ষণে রক্ষকো ভবতু । মিত্রশ্চ বিখাতি-
কৃতিতিঃ সর্বাভীরক্ষাতিঃ প্রাবিতা ভুবৎ । তাবুভাবাপ নোহশ্রান সুরাধসঃ প্রভূতধন-
যুক্তান্ করভাৎ । কুরুতঃ ॥

অবিভা । তুচাশ্চদ্বাদশোদাস্তস্বং প্রাদিসমাসে ক্রুত্বতরপদপ্রকৃতিস্বরবেন ভদেব লিখ্যতে ।
ভুবৎ । তু সস্তায়ৎ । রেটপ্তিপ্ । লেটোহডাটাবত্যডাগমঃ । হতশ্চ গোপ ইতীকার-
লোপঃ । বহলং ছন্দসীতি শপো লুক্ । শুণে প্রাপ্তে ভূম্বোস্তিতি । পা० ৭।৩।৮৮ ।
ইতি প্রতিষেধঃ । উবঙাদেশঃ । তিঙ্ঙাতিঙ ইতি নিষাতুঃ । বিখাতিঃ । অশূপ্রবীত্র্যাদিনা
কন্যো বিবশস্ব অহাদাস্তঃ । টাপ্-স্বপোরতদাস্তবাত দব শিখ্যতে । উতিতিঃ । উতি-

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গভূবাদ ।

এই বরুণদেব, আমাদের প্রকটরূপে রক্ষক হউন এবং মিত্রদেব রক্ষা-সমূহের দ্বারা
আমাদিগের রক্ষক হউন । উক্ত উভয় দেবই আমাদিগকে প্রভূত ধনশালী করুন ।

“অবিভা” এই পদটীতে তুচ্, প্রত্যয়ের চিব্-কেতু অস্তোদাস্তস্বর । ‘প্র’-এর সহিত
প্রাদিসমাস হইলে পর-কৃত্বপ্রত্যয় পরপদে প্রকৃতিস্বর-কেতু তাহাই অবশ্যই হইয়াছে । “ভুবৎ”
এই পদটা লজ্জা-অর্থ-বিলম্বিত ভূ’ ধাতুর উস্তর রেটের তপ্ করিয়া “লেটোহডাটাবত্যডাগমঃ” স্বর দ্বারা
অট্-কান্গম, “ইতশ্চ গোপঃ” শব্দদ্বারা ই-কার-লোপ, “বহলং ছন্দসীতি” স্বর দ্বারা শপের
লোপ, “ভূম্বোস্তিতি” স্বর (পা० ৭।৩।৮৮) দ্বারা প্রাপ্ত শুণের নিষেধ হইয়া, উবঙাদেশে নিষয়
করয়াছে । “তিঙ্ঙাতিঙঃ” স্বর দ্বারা এই “ভুবৎ” শব্দটির নিষাতস্বর হইয়াছে । “বিখাতিঃ”
ধাতুতে ‘বিখা’ শব্দটি ‘অশূপ্রবী’ হত্যায়িত্ব দ্বারা ‘কন’ প্রত্যয়ে নিষয়—ইহার আদ্যস্বর
উদাস্ত । ‘টাপ্’ (আ) এবং স্বপের অহুপ্রত্যয় বর্ণিত তাহাই অবশ্যই হইয়াছে ।

যুতীতাদিনা ক্রিয়দাত্তা । করতঃ । ক্রঞ্ করণে । ভৌবদিকঃ । লোটন্তস্ । তসতঃ
কর্তৃরিঃশপ্ । শপঃ পিবা দত্তদাত্তৎ । তিঙ্চ লগার্কধাতুস্বরেণ ধাতুস্বরঃ
শিথ্যতে । সুরাধসঃ । রাধ সাধ সংসিক্তৌ । রাধাত্তানেনেতি রাধো ধনঃ । শোক্তনং
স্মাধো য়েবাং তে । বহুব্রীহৌ পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরেণ পাপে নঞ্ স্ত্যামিত্তাস্তরপদাত্তদাত্তৎ
প্রাপ্তে সোর্থনসী অলোমোষসী । পা- ৬২।১১৭ । ইত্মাস্তরপদাত্তদাত্তৎন বাধাতে ৫৬ ।

ষষ্ঠ (২৩৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— ৫:৫:৫: —

এ ঋকে পরিভ্রাণ-লাভের ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রার্থনা আছে । কিন্তু
প্রচলিত ব্যাখ্যাগম্বে প্রকাশ,—‘এখানে অনার্থ্য-শত্রু হইতে আত্মরক্ষার
এবং প্রভূত ধন-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইতেছে ।’ কিন্তু ‘উভ’
শব্দে যে রক্ষণার্থক ভাব এবং প্র-পূর্বক ‘অব’ ধাতু চইতে নিষ্পন্ন যে
‘প্রাবতা’ (প্র-অবিতা) ঐ দুই পদের সংযোগে যে রক্ষার প্রার্থনা প্রকাশ
পায়, তাহা সাধারণ রক্ষামূলক নহে,—অসাধারণ রক্ষা বা পরিভ্রাণ অর্পই
ঐ দুই পদে স্তোভনা করে । তার পর, ‘সুরাধসঃ’ পদ ; ‘রাধ’ শব্দে যে
ধন বুঝায়, তাহার বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ আভাস দিয়াছি । এখানে আবার
তাহার সঙ্গে ‘সু’ বিশেষণ আছে । সুতরাং কি ধনের প্রার্থনা হইতেছে,
তাহা সত্যক্কেই বোধগম্য হইতে পারে । ফলতঃ এ ঋকে বলা
হইয়াছে,—‘তে দেবস্বয় । আপনারা আমাদেরকে ‘সুরাধসঃ’ দান করুন
অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-রূপ অমূল্য ধন দান করুন ;—যে ধনের সাহায্যে
আমরা পরিভ্রাণ লাভে সমর্থ হই ।’ (১ম—১২সূ—৬খা) ।

“উভিত্তিঃ” পদটীতে “উভিত্ত্যুভ” এই স্বত্র দ্বারা ‘কিন’ প্রত্যয় উদাত্ত । “করতঃ” এই
পদটী, ভূদিগণীর কংগার্কক ‘ক্রঞ’ ধাতুর উত্তর লোটর ‘তস’, তসের স্থানে ‘তঃ’ আদেশ
কর্তৃরিঃশপ্ ‘শপ’ প্রত্যয়, শপ এবং পরে ‘র’ আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখানে
শপের পিছতেই অত্মদাত্তস্বর ও তিঙের সাক্ষরধাতুর লকারস্বর-চেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে ।
‘সুরাধসঃ’ পদটীতে ‘সমাক্’ প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে ইতার দ্বারা’ এট অর্থে ‘রাধা’
শব্দে ধনকে বুঝাইতেছে । অনন্তর ‘শোক্তন চইয়াছ রাধঃ বাচাদেয়’ এট অর্থে উক্ত “সুরাধসঃ”
পদটীর বহুব্রীহী সমাসে পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হয় । কিন্তু তাহা না হইয়া “নঞস্ত্যামি” এই
স্বত্র দ্বারা পরপদে অস্ত্যদাত্তস্বর পাপ্ত হইলে, তাহার বাধক “সোর্থনসী অলোমোষসী”
(পা- ৬২।১১৭) এই স্বত্রের দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । (১ম—২৩পৃ—৬খ) ।

সপ্তমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ সংস্কৃতং । ত্রয়োবিংশসূক্তং । সপ্তমী ঋক্ ।)

মরুত্বন্তং হবামহ ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে ।

সজুর্গণেন তৃষ্পতু ॥ ৭ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ ।

মরুত্বন্তং । হবামহে । ইন্দ্র । আ । সোমহপীতয়ে ।

সজুর্গণেন । তৃষ্পতু । ৭ ॥

মন্ত্রাত্মসারিণী-বাখ্যা ।

‘মরুত্বন্তং’ (মরুত্বন্তুং, বিবেকরূপে : দেবৈঃ সহ মিলিতং) ‘ইন্দ্রং’ (বর্ষৈশ্বর্যাধিপতিং ইন্দ্রদেবং) ‘সোমপীতয়ে’ (সস্বগ্রহণায়, অন্নাকং কস্যসু সন্মিলনায়) ‘হবামহে’ (আহ্বয়ামুঃ, অনুসরেম ইত্যর্থঃ) ; ‘গণেন’ (স্বদলেন, সকলদেবভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘সজুঃ’ (সহ) ‘তৃষ্পতু’ (সঃ তৃপ্তো ভবতু, অন্নাত্ত্বি বরাজতু ইত্যর্থঃ) । অন্নাকং কস্যগা গীতাঃ সন্তঃ বর্ষৈশ্বর্যেণ সহ সর্ষে দেবতাবাঃ অন্নাত্ত্বি ক্রিয়াশীলাঃ ভবন্তঃ—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৩সূ—৭৭) ॥

বঙ্গভাষ্যাদ ।

মরুদগণের (বিবেকরূপী দেবগণের) সহিত মিলিত বর্ষৈশ্বর্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে সহভাব গ্রহণের জন্তু অর্থাৎ আমাদিগের কস্যসু মূহের মধ্যে সন্মিলনের জন্তু আহ্বান করিতেছি—যেন অনুসরণ করি ; সকল দেব-ভাবেয় সহিত তিনি তৃপ্ত হউন—আমাদিগের মধ্যে বিগাজ করুন । (তাৎ এই যে,—আমাদিগের কস্যে প্রীত হইয়া, বর্ষৈশ্বর্যের সহিত সকল দেবভাব আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউন) ॥ (১ম—২৩সূ—৭৭) ॥

সারণ-ভাষ্যং ।

মরুৎস্বঃ মরুৎস্বঃ সোমপীতরে সোমপানার কবামহে । আহ্বয়ামঃ । স চেজ্রো
গণেন মরুৎসমুহেন সজ্জঃ সহ তৃপ্তত্ব । তৃপ্তো ভবতু ॥

মরুৎস্বঃ । মরুতোহস্ত সস্তীতি মরুৎস্বান । ব্যঃ । পা० ৮।২।১০ । ইতি মতুপো বৎ ।
ভসৌ মত্বর্থে । পা० ১।৪।১২ । ইতি ভসংজ্ঞায় পদসংজ্ঞায় বাধিতত্বাজ্জশ্চাত্যভাবঃ ।
মতুপ্-স্বপৌ পিৎবাদনুদাত্তৌ । নহু হ্রস্বশ্চুড্ভ্যাং মতুপ্ । পা० ৬।১।১১৭৬ । ইতি মতুপ্
উদাত্তস্বেন ভবিতব্যং স্ববিধৌ ব্যঞ্জনমবিজ্ঞমানবদিত্তি ত্কারস্যাবিজ্ঞমানবদ্বেন হ্রস্বাৎ পরস্বাৎ ।
ন । হ্রস্বশ্চুড্ভ্যামিত্যত্র শুভ্-গ্রহণসামর্থ্যাদবিজ্ঞমানপরিভাষা নাক্রীড়ত ইতি বক্তাবুজ্জঃ ।
অতো মরুচ্চকস্য স্বর এব শিষ্যতে । সজ্জঃ । জুঘী প্রীতিসে-নয়োঃ । সম্পদাদিলক্ষণঃ কিপ্ ।
সমানা প্রীতির্ষস্যোতি বহুব্রীহিঃ । সমানস্য চন্দনীতি সত্ভাব । সমজ্জসৌ ক্ৰঃ । পা० ৮।৬।৬৬ ।
ইতি ক্ৰঃ । সর্কোরূপধারাঃ । পা० ৮।২।৭৬ । ইত্যুপধাদীর্ঘঃ । বহুব্রীহিস্বরে প্রাপ্তৌ
ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দসি । পা० ৬।২।১২২।১ । ঠতাস্তর পদাস্তোদাত্তস্বঃ । তৃপ্তত্ব । তৃপ তৃপ্ত
তৃপ্তৌ ঙ্গ্-তুদাদিত্যঃ শঃ । শে মুচাদীনাং মিত্তি মুমাগমং ॥ (১ম—২৩স্ব—৭খ) ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

মরুৎস্বঃ পদটির সহিত ইন্দ্রদেবকে সোমপান নিামস্ত আমরা আহ্বান করিতেছি । সেই
ইন্দ্রদেব মরুৎস্বঃ সহ তৃপ্ত হউন ।

“মরুৎস্বঃ” এই পদটি, ‘মরুৎস্বঃ ইহার আছে’ এই অর্থে ‘মরুৎ’-শব্দের উত্তর ‘মতুপ্’
প্রত্যয়ে “বঃ” (পা० ৮।২।১০) সূত্রানুসারে ‘মতুপ্’-এর ম-এর স্থানে ‘ব’ করিয়া “ভসৌ
মত্বর্থে” (পা० ১।৪।১২) সূত্র দ্বারা ভ-সংজ্ঞা হইলে পদ-সংজ্ঞার বাধ হইয়াছে বলিয়া
জশ্-স্বের অভাবে দ্বিতীয়র এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘মতুপ্’ ও ‘স্বপ’-এর পিৎবশতঃ
অনুদাত্তস্বর হইয়াছে । এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে,—“হ্রস্বশ্চুড্ভ্যাং মতুপ্” (৬।১।১১৭৬)
এই সূত্র দ্বারা মতুপের উদাত্তস্বর হইয়া উচিত ; কারণ,—স্ববিধিতে ব্যঞ্জনবর্ণ অবিজ্ঞমানবৎ
(থাকিয়া না থাকার মত) হয় । এই হেতু ত-কারের অবিজ্ঞমানবদ্বাব হইয়াছে বলিয়া
উক্ত ‘মতুপ্’ হ্রস্বের পর হইয়াছে । ইহা হইতে পারে না ; যেহেতু, “হ্রস্বশ্চুড্ভ্যাং”
সূত্রের বৃত্তিতে কথিত হইয়াছে,—শুট্ গ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ অবিজ্ঞমান পরিভাষা আশ্রিত
হয় না ; অতএব ‘মরুৎ’-শব্দের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে । “সজ্জঃ” পদটিতে, প্রীতি ও
সেবমার্থক ‘জুঘী’ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিসূত্রে কিপ্ করিয়া ‘সমান হইয়াছে প্রীতি বাক্য’
এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “সমানস্য চন্দসি” সূত্র দ্বারা সমান শব্দের স্থানে ‘স’,
‘সমজ্জসৌ ক্ৰঃ’ (পা० ৮।৬।৬৬) এই সূত্র দ্বারা ক্ৰঃ (বিসর্গ) এবং “সর্কোরূপধারাঃ”
(পা० ৮।২।৭৬) সূত্রানুসারে উপধার (‘জু’-এর) দীর্ঘ হইয়াছে । বহুব্রীহি স্বরের প্রাপ্তিতে
“ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দসি” (পা० ৬।২।১২২।১) সূত্র দ্বারা ইহার পরপদে অস্তোদাত্তস্বর
হইয়াছে । “তৃপ্তত্ব” এই পদটি, তৃপ্তার্থক (তৃপ্ত) ধাতুর উত্তর লোটের পরটম্পদের
প্রথম পুরুষের এক বচন করিয়া “তুদাদিত্যঃ শঃ” সূত্রানুসারে ‘শ’ প্রত্যয়ে ও “শে মুচাদীনাং”
সূত্র দ্বারা মুমাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ (১ম—২৩স্ব—৭খ) ॥

সপ্তম (২৩৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের সাধারণ অর্থ এই যে, গোমরণ-রূপ মাদকদ্রব্য-পানের জন্তঃ
সহচর-সহ ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করা হইয়াছে । আমরা কিন্তু তাহা
মনে করি না । ঋকের প্রার্থনার মর্ম এই যে,—‘হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, আমরা
যেন এমন যজ্ঞ এমন কর্ম এমন পূজা করিতে পারি, যাহাতে আপনি এবং
আপনার সম্বন্ধীয় দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন ; অর্থাৎ, আমাদের পূজা যেন
সম্বত্বাবাহিত সংমতযুক্ত হয় ।’ আর, ‘আপনি মরুদগণসহ বা সদলে
আসুন’—এই গাক্যে, ‘সকল প্রকার দেবতাব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক’—
এইরূপ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায় । (১ম—২৩সূ—৭শা) ॥

অষ্টমী গক্ ।

(প্রথম মণ্ডলং । ত্রয়োবিংশসূক্তং । অষ্টমী গক্ ।)

ইন্দ্রজ্যোষ্ঠা মরুদগাণা দেবাসঃ পৃষরাতয়ঃ ।

বিশ্বে মম শ্রুতা হবৎ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ । মরুৎগণাঃ । দেবাসঃ । পৃষরাতয়ঃ ।

বিশ্বে । মম । শ্রুত । হবৎ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রসুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ’ (ইন্দ্রো জ্যোষ্ঠা মুখো যেষাং তে, বৈলম্ব্যাপ্রধানাঃ ইত্যর্থঃ) ‘মরুদগাণাঃ’
(মরুদেবসমূহাঃ, বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) ‘পৃষরাতয়ঃ’ (পৃষা ইব রাতিন্দানং যেষাং
তে, আদিত্যবৎ দাতারঃ, অবিচ্ছিন্নদানশীলাঃ ইত্যর্থঃ) ‘বিশ্বে’ (সর্কে) ‘দেবাসঃ’
(দেবাঃ, দেবতাবাঃ) মম ‘মম’ (মদীয়ে) ‘হবৎ’ (আহ্বানং), ‘শ্রুতা’ (শ্রুত, শৃণুত)
অপরিমেয়দাতারঃ সর্কে দেবাঃ মম অতীষ্টং পূরয়ন্ত মমি অধিষ্ঠাতাঃ ভবতু চ—ইত্যেবং
প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম—২৩সূ—৮শা) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

ইন্দ্র-প্রমুখ মরুদেবগণ অর্থাৎ নলৈশ্বর্গাপ্রধান নিবেকরূপী দেবগণ এবং সূর্য্যের স্তায় অবিচ্ছিন্ন দানশীল বিশ্বের দেবভাগকল (দেবভাগ-সমূহ), আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অশেষ দানশীল সকল দেবগণ আমার অভীষ্ট পূরণ করুন—আম্মাতে অধিষ্ঠিত হউন ।) ॥ (১ম—২-সূ—৮শ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে দেবাস ইন্দ্রমরুদ্রপা নিবে সর্কে যুগং মম হবমাহ্বানং শ্রুত । শৃণুত । কৌদশাঃ । ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ । ইন্দ্রো জ্যোষ্ঠা মুখো যেষু তে তথাবিধা মরুদগণাঃ মরুৎসমুচ্চরপাঃ । পুষরাতয়ঃ । পুষাথ্যা দেবো রাতিন্দাতা যেষা মরুদমরুতাং তে পুষরাতয়ঃ ॥

ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ । আমন্ত্রিতাজাদাত্ত্বং । পাদাদিহাদনিঘাতঃ । মরুদগণাঃ । বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং । পা० ৮।১।৭৪ । ইতি পূর্বসমাবিষ্টমানবজ্ঞাদনিঘাতঃ । দেবাসঃ পুষরাতয়ঃ পূর্ববৎ । শ্রুত । শ্রু শ্রবণে । লোপাণামবচনং থ । তস্বস্থমিপাং । পা० ৩।৪।১০১ । ইতি তাদেশঃ । ব্যাশয়েন শপ্ । বহুগং চন্দসীতি শপো লুক্ । সার্কধাতুকাক্ষি-ধাতুকয়োবিত্তি গুণে প্রাপ্তে ক্ৰিঙতি যোক্ত প্রতিষেধঃ । ষাচোহতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ । হবং । হ্বেঞ্ স্পর্কিয়াং শক্বে চ ভাবেঃসু সর্গসোত্যপ্ । সম্ভ্রসারণং পরপূর্বত্বং গুণাবাদেশৌ । অপঃ পিত্বাদমুদাত্ত্বং ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে ॥ (১ম—২৩সূ—৮শ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্রমরুদ্রপ সমগ্র দেবগণ । আপনারা, আমার আহ্বান শ্রবণ করুন । আপনারা কিরূপ ? 'ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ' অর্থাৎ যে দেবগণের ইন্দ্র জ্যোষ্ঠ (মুখ) তথাবিধ । মরুদ-গণের স্তায় রূপধারী এবং "পুষরাতয়ঃ" অর্থাৎ পুষা নামক দেবতা, যে ইন্দ্রমরুদাদির দাতা ।

"ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ" পদটির আমন্ত্রিত আত্মদাত্ত্বের হইয়াছে । পাদের আদিতে বলিয়া নিঘাত স্বর হয় নাই । "মরুদগণাঃ" পদটিতেও "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা० ৮।১।৭৪) এই সূত্র দ্বারা পূর্বপদের অবিষ্টমানবজ্ঞাব হইয়াছে বলিয়া নিঘাত-স্বর হয় নাই । "দেবাসঃ" "পুষরাতয়ঃ" পদদ্বয় পূর্ববৎ । "শ্রুত" এই পদটি, শ্রবণার্থক 'শ্রু' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'ণ' করিয়া "তস্বস্থমিপাং" (পা० ৩।৪।১০১) এই সূত্র দ্বারা উক্ত 'থ'-এর স্থানে 'ত' আদেশ, ব্যত্যয়ে 'শপ্' প্রত্যয় এবং "চন্দসী" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে "সার্কধাতুকাক্ষিধাতুকয়োঃ" এই সূত্র দ্বারা গুণ হঠতে পারিত ; কিন্তু "ক্রিঙতি চ" এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে । "ষাচো-তস্তিঙঃ" সূত্র দ্বারা সংহিতাতে উহার দীর্ঘ হইয়াছে । "হবং" এই পদটি স্পর্কি এবং শকার্থক 'হ্বেঞ' ধাতুর উত্তর "ভাবেঃসু সর্গসোত্যপ্" এই সূত্র দ্বারা 'অপ্' (অ) প্রত্যয় করিয়া সম্ভ্রসারণ, পরপূর্বত্ব, গুণ ও অবাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে । প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অমুদাত্ত্বের এবং ধাতুর-ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে । (১ম - ২৩সূ—৮শ) ॥

অষ্টম (২৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

— १:०x:१ —

এই ঋকের অন্তর্গত প্রত্যেক পদ প্রতিলিকাময়। সুতরাং প্রচলিত অর্থ বড়ই সমন্বয়পূর্ণ তইয়া আছে। প্রথম—‘ইন্দ্রজ্যেষ্ঠঃ’। ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করা হয়—ইন্দ্র যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তদনুসারে মরুদগণ তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুরাণেও এইরূপ উপাখ্যান আছে। এ দৃষ্টিতে উঁহারা সকলেই মনুষ্য ছিলেন প্রতিপন্ন হয়। * কিন্তু এ দৃষ্টিতে পূর্বাপর অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। দ্বিতীয়—“পুমরাতমঃ” পদ। সাধারণ উত্তর অর্থ লিখিয়াছেন,—“পুমাখ্যো দেবো রাতিন্দাতা যেমাঃ”; অর্থাৎ,—‘পুমাখ্য দেব হইয়াছেন যাঁহাদের রাতি বা দাতা।’ এখন, বিবেচনা করুন, ঐ পদকে যদি দেবগণের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, উহাতে কি অর্থ আসিতে পারে? অর্থ আসে না কি—‘পুমাই দেবগণকে দান করিয়া থাকেন?’ কিন্তু তাহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হই? যাহা হউক, আয়না মনে করি, “পুমরাতমঃ” পদের ব্যাস-বাক্য হওয়া উচিত—‘পুমা ইব রাতিন্দানং যেমাঃ তে ।’ পুমার ন্যায় দানশীল’; অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে দানপরায়ণ। সূর্য যেমন উচ্চাচ-ভেদশূণ্য তইয়া সকলকেই আপনরশ্মিগণা দান করেন,—দেবগণও সেইরূপ অকুণ্ঠিতভাবে জীবমাত্রকে করুণা-বিসরণের নিমিত্ত সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ নিঃসরান রহিয়াছেন।

এ ঋকে সেই অকুণ্ঠিতদাতা বিশ্বের সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রার্থনা করা তইয়াছে,—‘হে দেবগণ! আপনারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।’ দেবতা আহ্বান শ্রবণ করিলে, প্রার্থনা দেওতার কর্ণে প্রবেশ করিলে, সফল আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল ঐশ্বর্যের আদিপতি দেবগণ যদি প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কি আর শ্রেয়োলাভে অন্তরায় থাকে? এখানকার প্রার্থনা—সেই উদ্দেশ্য-

* সাধারণ-ভাষ্যে সাধারণের অর্থ লক্ষ্য করুন। তাঁহার অনুসরণকারিগণের অর্থ—
(১) “হে দেব মরুদগণ! ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য, পুমা তোমাদের দাতা;” আমার আহ্বান সকলে শ্রবণ কর।” (২) “শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেব এবং ঐশ্বর্যদাতা পুমা দেবের সহিত হে, মরুদগণ, আপনারা আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন।” ইত্যাদি।

মূলক ; দেবগণের বিশেষণও—পরমজ্ঞানোন্মেষকারী । দেবগণ আমা-
দিগের প্রার্থন শ্রবণ করুন ; আমাদিগের প্রার্থনা তাঁহাদিগের শ্রবণযোগ্য
হউক ; এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রার্থনার মর্শ্ব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে যেন
যেভাবে নিকাশ হয়, আমরা যেন সংকর্শ্মস্থিত হইয়া দেবসংসর্গ
প্রাপ্ত হই । বৈশ্বাশ্বিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পসম্পন্ন ও মঙ্গলগাম্বিত হইয়া
আমরা যেন ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারি । ইহাই এখানকার
প্রার্থনার লক্ষ্য । (১ম—২৩সূ—৮ঋ) ॥

— . —

নবমী ঋক্ ।

(প্রথমং স্কন্ধং । ত্রয়োবিংশত্বে । নবমী ঋক্ ।)

হত ব্রহ্মং স্তুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা ।

মা নো দুঃশংস ঈশত ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

হত । ব্রহ্মং । স্তুদানবঃ । ইন্দ্রেণ । সহসা । যুজা ।

মা । নঃ । দুঃশংসঃ । ঈশত ॥ ১ ॥

. . .

মর্শ্বাস্তুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'স্তুদানবঃ' (শোভনদানশালিনঃ পরমধনদাতারঃ হে দেবাঃ) 'যুজা' (যোগেন) 'সহসা'
(বলবত) 'ইন্দ্রেণ' (বৈশ্বাশ্বিত্যেণ ইন্দ্রেণ দেবেন সহ) 'ব্রহ্মং' (অজ্ঞানতা-রূপং শক্রং)
'হত' (নাশয়ত) ; 'দুঃশংসঃ' (ভীতিপ্রদঃ স শক্রঃ) 'নঃ' (অস্মান প্রতি) 'মা ঈশত'
(বলপ্রকাশসমর্থো মা ভুং) । সর্কেভ্যা অনিষ্টকারকঃ অজ্ঞানতারূপঃ যঃ যঃ শক্রঃ, অত্র তস্য
লংহ্যৈবকামনাং প্রকাশয়তে ॥ (১ম—২৩সূ—৯ঋ) ॥

. . .

বঙ্গানুবাদ ।

হে শোভনদানশীল পরমধনদাতা দেবগণ ! যোগ্য বলবা বৈলম্বর্ষ্যাদি-
পতি ইন্দ্রদেবের সহিত আপনারা আমাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে
নাশ করুন ; সেই ভয়াবহ শত্রু যেন আমাদিগের প্রতি বলপ্রকাশে সমর্থ
না হয় । (মর্ক্যাপেক্ষা অনিষ্টসাধক অজ্ঞানতা-রূপ যে শত্রু, এখানে
জাহার সংহার-কামনা প্রকাশ পাইতেছে ।) । (১ম-২৩সূ-৯ধা) ॥

* * *

সামগ্ৰ-ভাষ্যং ।

হে স্তদানবঃ শোভনদানযুক্তা মরুদগণাঃ মহশা বলবতা যুজা যোগোনেশ্চৈব সহ বৃজং
শত্রুং হত । নাশয়ত । হ্রঃশংসো হুষ্টেন শংসেনেব কীর্তনেব যুক্তো বৃজো নোহস্মাদি-
প্রতি মেশত । সমর্থো মা ভূং ॥

হত । হন হিংসাগতোঃ । লোটস্থ । তন্ত ত । অদি প্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো
লুক্ । অহুদাস্তোপদেশেণ্ড্যাদিনাশ্বনাসিকলোপঃ । স্তদানবঃ । ডুদাঞ্ দানে । দাতাত্যাং
হুঃ । উ० ২.৩২ । ইতোগাদিকো হু-প্রত্যয়ঃ । প্রাদিসমাস আমন্ত্রিতনিঘাতঃ । যুজা
যুক্তির্ যোগে । ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্ । সাবেকাচ ইতি তৃতীয়ৈকবচনস্তোদাত্ত্বং ।
হ্রঃশংসঃ । ঈশদুঃস্বর্ষিত থল্ । লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্বস্তোদাত্ত্বং । ঈশত । ঈশ ঐশ্বৰ্য্যে ।

সামগ্ৰ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে শোভনদানবিশিষ্ট মরুদগণ ! আপনারা, বলবান এবং যোগ্য বে ইন্দ্রদেব, তাঁহার
সহিত শত্রুকে নাশ করুন । হুষ্টবাক্যযুক্ত বৃজ যেন আমাদের প্রতি হুষ্টবাক্যযুক্ত
(হুষ্টবাবহারে সমর্থ) না হয় ।

“হত” এই পদটী, হিংসা ও গতার্থক ‘হন’ ধাতুর উত্তর, লোটের ‘থ’, এবং “তন্ত্”
ইত্যাদি সূত্রদ্বারা উক্ত ‘থ’ এর স্থানে ‘ত’ করিয়া এবং “অদি প্রভৃতিভ্যঃ শপাঃ” সূত্রানুসারে
শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে “অহুদাস্তোপদেশ” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ধাতুর
উত্তর “দাতাত্যাং হুঃ” (উ० ২.৩২) সূত্রদ্বারা ঔগাদিক ‘হু’ প্রত্যয় করিয়া সম্বোধনে
প্রথমবার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘হু’-এর সহিত প্রাদিসমাস ও আমন্ত্রিত নিঘাতব্বর
হইয়াছে । “যুজা” এই পদটী, যোগার্থক ‘যুক্তি’ (যুক্ত্) ধাতুর উত্তর “ঋত্বিক্” ইত্যাদি
সূত্র দ্বারা ‘কিন্’ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়বার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে । “সাবেকাচঃ” সূত্র
দ্বারা ইহার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে । “হ্রঃশংসঃ” পদটী, “ঈশদুঃস্ব” সূত্রানুসারে
‘থল’ (থ) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে । “লিতী” সূত্রদ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্বস্বর উদাত্ত
হইয়াছে । “ঈশত” এই পদটীতে ‘মাজ্’ শব্দের বোগ থাকায় ‘লুড্’ বিভক্তির প্রাপ্ত হয়,

মাঙি লুঙি প্রাপ্তে ছন্দসি লুঙলঙলিট ইতি বাত্যয়েন লঙ্ তত্ৰ বহুলং ছন্দসীতি শপো
লুগ্গাধঃ । ন মাঙ্ যোগে ইত্যাদাগমাত্যাবঃ । তিঙ্'তঙ্ ইতি নিঘাতঃ ॥ ৯ ॥

নবম (২৩৮) ঋকের বিশদার্থ ।

—:§ . §:—

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে বৃত্তাসুর নামক অসুরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা
হইয়াছে । বৃত্তাসুর সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে,—নানা রূপকালঙ্কারের
অবতারণা হইয়াছে । • সে সকল বিষয় আমরা পূর্বেই উল্লেখ
করিয়াছি । কারণ এখানে 'বৃত্ত' শব্দ অসুরের সম্বন্ধ রাখেন নাই ; 'শক্র'
মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 'বৃত্ত নামক অসুর' অর্থ গ্রহণ করিলে,
বেদবাক্যের নিত্যত্ব বিষয়ে বিঘ্ন ঘটিত । 'বৃত্ত' শব্দে সাধারণতঃ শক্র
অর্থই গ্রহণীয় । সে শক্র—অধীনতা ।

আমরা 'বৃত্ত' শব্দের অর্থ শক্রভাবেই গ্রহণ করিয়া আনিয়াছি।
এখানে সেই বৃত্তের একটা বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । সে বৃত্ত—
'দুঃশংসঃ' ভাস্ক্যের অর্থ—ভাষ্কার নাম কীর্তন করিলেও আতঙ্ক, চরম আতঙ্ক
উপস্থিত হয় । মানুষ শক্র হইতে আতঙ্ক আসে নাটে ; কিন্তু সে আতঙ্ক
স্বপ্নদর্শনের আতঙ্কই ; সে আতঙ্ক—শিশুদিগের ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে
প্রেতাদির নামোল্লেখ-জনিত আতঙ্কের ন্যায় আতঙ্ক মাত্র । মেরুপ
আতঙ্ক-নাশের ধারণা মানুষ কচিৎ ভগবানের কাছে করিয়া থাকে ।
মরুদগণ-সহ ইন্দ্রদেব, সকল বিভূতি লইয়া ভগবান, স্বয়ং আনিয়া

কিন্তু "ছন্দসি লুঙলঙলিটঃ" এই সূত্রদ্বারা বিকল্পে লঙ্ বিভক্তি হইয়াছে । ইহার
"বহুলং ছন্দসি" সূত্রদ্বারা শপের লোপ হয় নাই এবং "ন মাঙ্ যোগে" এই সূত্রদ্বারা 'অট্'
আগমের অভাব হইয়াছে । ইহাতে "তিঙ্'তঙ্" সূত্রদ্বারা নিঘাত-স্বর হইয়াছে ॥ ৯ ॥

• ঋকের একটা প্রচলিত বঙ্গাশ্রবাদ নিম্ন উদ্ধৃত করা হইল,—"হে শোভনদানশীল
মরুদগণ, বলবানি সখা ইন্দ্রদেবের সতিত মিলিত হইয়া আপনারা বৃত্তাসুরকে বিনাশ করুন।
ঐহার নামকীর্তনে আমাদের মনে ভয়সংকর হয়, এতাদৃশ ভয়কর সেই নিন্দিত চুরায়া বৃত্তাসুর
যেই আমাদের উপর অত্যাচার করিতে না পারে ।" এরূপ ব্যাখ্যায় দুর্দ্বৈ মনুষ্য শক্র ভিন্ন
অন্য কোনও শত্রুর ভাবই মনে আসিতে পারে না । সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে
অসুরের সম্বন্ধ আনিয়াই উপস্থিত করিয়া থাকেন ।

নে আতঙ্ক দূর করিবেন,—এরূপ আশা বা প্রার্থনা কদাচ বৃক্তিবুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আমরা মনে করি,—এখানে 'বৃক্তে' শব্দের লক্ষ্য—মানুষের রিপু-ক্র। তাহাদের স্মরণে, নামোল্লেখ, গুণকীর্তনে (সংশনে) নিশ্চয়ই আতঙ্কের কারণ আছে। এক একটা রিপুর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ; রিপু-শক্রের গুণকীর্তনে যে আতঙ্কের কারণ উপাস্থত হয়, তাহাতেই তাহা বৃক্তিতে পারিবে। মনে কর, তুমি কাম-রিপুর গুণকীর্তন করিতেছ; পরশ্রীর প্রতি তোমার লক্ষ্য পড়িয়াছে; তুমি লোভের বশবর্তী হইয়াছ; পরস্বাপহরণের ভাব প্রকাশ করিয়াছ; বিপদের ক্রাসের বিতীষিকা তোমাকে জ্ঞান করিতে আনিবে না কি? এইরূপ, প্রতি রিপু সম্বন্ধেই ভয়ের (আতঙ্কের) কারণ বিস্তমান আছে। তাহাদের সংশন, কীর্তন বা প্রকাশ যে দুঃখপ্রদ (দুঃ) হয়,—তাঁহা বৃক্তাইবার আবশ্যিক করে মা। যে শত্রুর ভয় গর্হনা ও স্বতঃসিদ্ধ, বেদনাকো তৎপ্রতিই লক্ষ্য রতিয়াছে মনে করিতে হইবে। সেই শত্রুকে মণি করার প্রার্থনাই ভগবানের নিকট মানুস করিয়া থাকে। যাহারা গেমমন্ত্রের উচ্চারণে ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহারা 'বৃক্ত' নামক তুচ্ছ অস্ত্রের ভয়ে কদাচ ভীত হইবেন না। তাঁহাদের আতঙ্ক—অস্ত্রাস্থত শত্রুর প্রতি। যে শত্রু যত নিকটে থাকে, তাহারই ভয় তত বেশী। আতিশক্র ভয়াবহ। মহোদয় যদি শক্র হয়, সে শক্রতা আরও ভীষণ। দূরের শক্র হইতে আত্মরক্ষার উপায় অনেক আছে; কিন্তু অস্ত্রের শক্র হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন।

থাকে দেবগণকে 'সুদানবঃ' বলা হইয়াছে। শব্দের অর্থ—'শোভনদান-শীল'। ভাবে উপলব্ধ হয়, সুদানব—সমস্তুর দান-কর্তা। সু-দান—শোভন-দান, সমস্ত-দান—যাহাদের কার্য, তাঁহাদের নিকট একটা অস্ত্র নামের কামনা মানুস কেন করিবে? যে দেবগণ অস্ত্র করিতে পারেন, যে দেবগণ অশূল ঐশ্বর্যের আধিপত্য-দানে সমর্থ আছেন, তাঁহাদের নিকট লাবক পার্শ্বব বস্তুর কামনা কেন করিবে? আমরা তাই মনে করি, এখানে অপার্শ্বব বস্তুর কামনা আছে। এখানকার শক্র-হনন-কামনায়, ঈদয়ের অগস্তান-দূনীকরণ—ক্রমে সমস্তার প্রতিষ্ঠা। বৃক্তিরা দেখিলে, থাকে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝা যায়। (১ম—২০সূ—৯ব)।

ପ୍ରଥମୀ ଶ୍ଳୋକ ।

(ପ୍ରଥମେ ମଂଥଳ । ଦ୍ଵୟୋବିଧେଷ୍ଠକେ । ପ୍ରଥମୀ ଶ୍ଳୋକ) ।

ବିଷ୍ଣୁନ ଦେବାନ ହବାମହେ ମରୁତଃ ସୋମସୀତୟେ ।

ଉତ୍ରା ହି ପୂର୍ଵିମାତରଃ ॥ ୧୦ ॥

ପଦ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

ବିଷ୍ଣୁନ । ଦେବାନ । ହବାମହେ । ମରୁତଃ । ସୋମସୀତୟେ ।

ଉତ୍ରାଃ । ହି । ପୂର୍ଵିମାତରଃ । ୧୦ ।

ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ତରୀକ୍ଷୀ-ବାଧା ।

'ମରୁତଃ' (ମରୁତଂମଂଜକାନ, ବିବେକରୂପିଣଃ, ବିବେକାଧିଷ୍ଠାତନ ଉତ୍ତାର୍ଥଃ) 'ବିଷ୍ଣୁନ' (ମର୍କୀନ) 'ଦେବାନ' (ଉଗ୍ରାଧିତ୍ଵିନିଗର୍ତ୍ତନ) 'ସୋମସୀତୟେ' (ପୂଜାଗ୍ରହଣାର, ଉଦ୍ଵିଗ୍ଵାପାନାର୍ଥ) 'ହବାମହେ' (ଆହ୍ଵାୟାମଃ), ତେ ଦେବାଃ 'ହି' (ନିଲ୍ଵିତଃ) । 'ପୂର୍ଵିମାତରଃ' (ଜ୍ଞାନୋତ୍ପାଦକାଃ) 'ଉତ୍ରାଃ' (କର୍ତ୍ତାବତୀନାମରାଃ, ଶିବସ୍ଵରୂପା ବା) ଅର୍ଥଃ ଉତ୍ତାଃ—ଉଗ୍ରାଧିତ୍ଵତରଃ ଜ୍ଞାନକିରଣପ୍ରକାଶିକାଃ ଧନୁଃ ଜ୍ଞାନବାହାର ତା ବିଭୁତଃ) ବରଂ ଅନ୍ତମସେମ । (୧ମ ୧୩୩—୧୦୩) ।

ବକାନ୍ତବାଦ ।

ମରୁତଂମଂଜକ ବିବେକରୂପୀ ଅର୍ଥାଂ ବିବେକାଧିଷ୍ଠାତୀ ନିଧେର ମରୁତା ଦେବ-
ମୁଖକେ (ଉଗ୍ରାଧିତ୍ଵିନିଗର୍ତ୍ତନ) ପୂଜା ଗ୍ରହଣେର ଜ୍ଞାନ—ଉଦ୍ଵିଗ୍ଵା ପାନେର
ନିମ୍ନିତ୍ତ ତାମରା ଆହ୍ଵାୟା କରିତେହି । ମେହି ଦେବଗୁଣ ନିମ୍ନିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ-କିରଣ-
ପ୍ରକାଶକ, କର୍ତ୍ତାବ-ତୀନାମରା ମଧୁରା ଶିବସ୍ଵରୂପ (ମନୁଜ-ପ୍ରମ) । (ଉତ୍ତାଃ ଏହି
ସେ—ଉଗ୍ରାଧିତ୍ଵିନିଗର୍ତ୍ତନ, ଜ୍ଞାନକିରଣପ୍ରକାଶକଃ ଜ୍ଞାନବାହେର ଧନୁଃ ବାସୟା
ମେହି ବିଭୁତ୍ଵିନିଗର୍ତ୍ତନେ ସେନ ଅନ୍ତମସେମ କରା) । (୧ମ—୧୩୩—୧୦୩) ।

মক্ৰতঃ, ২ অঙ্গুলি, ২ বর্গ।। জ্যোতিষ-শাস্ত্রঃ ।

১০৩০

সারণ-ভাষ্যঃ ।

মক্ৰতঃ মক্ৰৎসংজ্ঞকানি বিখ্যাতৈঃ সর্বান দেবান সোমপীতরে চ বামহে । সোমপানির্বানাহুঃ ।
তে মক্ৰত উগ্রাঃ শক্রতিঃসহবলাঃ । পুশ্চিমাতরঃ পুশ্চিনানানবর্ণযুক্তায়া ভূমিঃ পুত্রাঃ ।
প্রসিদ্ধাঃ । সা চ প্রসিদ্ধিঃ পুশ্চৈঃ পুত্রাঃ ইতি মজ্জাস্ত্রোদবগস্তবম্ ।

পুশ্চিমাতরঃ । পুশ্চিমাতা যেষাং তে । পুশ্চিশকো যুগিপুশ্চিরত্যাণানাবাহানাঙ্কো নিপাতিতঃ ।
উ. ৪।৫৩ । বহুব্রীহী পূর্বপদ-প্রকৃতিবন্ধঃ ॥ (১ম-২৩য় ১০৩) ॥
ইতি প্রথমতঃ দ্বিতীয়ে নবমো বর্গঃ ॥ ১অ-২অ-২ব ॥

দশম (২৩৮) অঙ্কের বিশদার্থ ।

—xix—

‘মক্ৰতঃ’ এবং ‘পুশ্চিমাতরঃ’—অঙ্কের অন্তর্গত এই দুইটি পদের সম্বন্ধে উপলক্ষে গাঢ়ীর ভাব বিভিন্ন প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ‘মক্ৰতঃ’ শব্দকে ‘মক্ৰৎ-সংজ্ঞকান’ অর্থ সারণ লিখিয়া গিয়াছেন। ‘পুশ্চিমাতরঃ’ শব্দকে প্রতিবাক্য—‘পুশ্চৈনানানবর্ণযুক্তায়া ভূমিঃ পুত্রাঃ’ দেখিতে পাই। তাহাতে অর্থ হয়,—‘মক্ৰৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট দেব-সকলকে সোমপানের অঙ্ক আহ্বান করিতেছি। সেই মক্ৰৎগণ উগ্র এক নানানবর্ণযুক্ত ভূমির পুত্র।’ সারণের এই ভাবই গল্পবস্তুর পরিবর্তন করিয়া অঙ্কান্ত ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ‘মক্ৰতঃ’ পদ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। তবে ‘পুশ্চিমাতরঃ’ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ পদে বিশেষণ-শেষজ্ঞত অন্তরিক হইতে উদ্ভূত (বিশেষণশেষজ্ঞতাস্তুরিকাক্রমতঃ)—এই অর্থ পরবর্তী পণ্ডিতগণের

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গভূবাদ ।

মক্ৰৎসংজ্ঞক দেবসমূহকে সোমপানের অঙ্ক অধিরা আহ্বান করিতেছি। সেই মক্ৰৎসমূহের বলা, শক্রগণ সহ করিতে পারেনা। তাহারি নানাকর্ণ বর্ণবিশিষ্ট ভূমির পুত্র। ‘পুশ্চিমাতরঃ’ অর্থ প্রসিদ্ধি। সেই প্রসিদ্ধি—“পুশ্চৈঃ পুত্রাঃ” এই মজ্জাস্ত্র হইতে অবগস্তব্য।

‘পুশ্চিমাতরঃ’ পদটি, ‘পুশ্চি মাতা ষোড়শিগের’ এইরূপ বহুব্রীহী সমাসে নিপ্পন্ন হইয়াছে। ‘পুশ্চি’ শব্দটি, ‘যুগিপুশ্চিঃ’ এই উগাদির মধ্যে আধুনিক নিপাতনে সিদ্ধ (উ. ৪।৫৩) হইয়াছে। বহুব্রীহী সমাসে ইহার পূর্বপদে প্রকৃতিবন্ধ হইয়াছে। (১ম-২৩য় ১০৩) ॥

ইতি পুশ্চিমাতরঃ দ্বিতীয়াধিকারঃ নবম বর্গ সমাপ্ত । (১অ ২অ ২ব) ॥

অনেকের অভিমত । * ‘মরুৎ শব্দে তাঁহারা সকলেই বিবিধ-প্রকারের বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন । বায়ু—আকাশেই উৎপন্ন ; সেই জন্যই মরুতাদির জননী ‘পৃথ্বী’ বা আকাশ—এইরূপে পরিকল্পিত হয় । ‘পৃথ্বী’ অর্থে ‘আকাশ’ না বলিয়া গায়ত্রী যে ‘ভূমি’ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয়, ভূমি হইতে আমরা বায়ুর প্রত্যেক অনুভব করি বলিয়া ।

আমরা কিন্তু ‘মরুতঃ’ ও ‘পৃথ্বীমাতরঃ’ পদদ্বয়ের মধ্যে অন্তরূপে ভাব লক্ষ্য করিলাম । ‘মরুতঃ’ পদে ‘মরুৎগংজরকান্’ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়া, ভাবে কিন্তু আমরা বিবেকাধিষ্ঠাতুন প্রতিবাক্যই গৃহণ করিয়া মনে করিয়াছি পরে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইল । পূর্বাঙ্গের সম্বন্ধ-সামঞ্জস্যের বিমল বিবেচনা করিতে গোল এত ‘মরুতঃ’ শব্দের সহযুক্ত ‘নিখান্ দেবান্’ পদদ্বয়ের সার্থকতা অনুভব করিতে হইলে, ‘মরুতঃ’ পদে ঐ ভাবই আসে । পূর্বে গানের মধ্যে মরুৎগণকে ; হইয়া এখানে তাঁহাদিগের নাম আক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বিবেকাধিষ্ঠাতা সকল দেবতাকে পূজা-গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইতেছে বুঝা যায় । ‘পৃথ্বীমাতরঃ’ পদে ‘পৃথ্বী যীহানের মাতা হইয়াছেন’—এরূপে ভাবার্থ না লইয়া, ‘পৃথ্বীর যীহারা মাতা অর্থাৎ উৎপাদক’ এরূপ অর্থ গ্রহণই বিশেষ মঙ্গল বলিয়া মনে হয় । অপিচ, ‘পৃথ্বী যীহানের মাতা হইয়াছেন,’—এরূপে ভাব গ্রহণ করিয়াই যদি অর্থ করি, তাহাতেও আত্মশক্তির ভাব মনে আসে । যে ভগবানের বিদ্যুতি বলিয়া মরুতাদি দেবগণকে অনুভব করিতেছি, সে ক্ষেত্রে সেই সর্বকারণকারণ সর্বমূল্যপার ভগবানের প্রতিই ‘পৃথ্বীমাতরঃ’ পদের লক্ষ্য পড়িতেছে । ‘জন্মান্তর্যমতঃ’ যে আদিম্বাক মূলক্ষত্র লক্ষীভূত হয়, ‘পৃথ্বীমাতরঃ’ পদে সেই লক্ষ্যই ব্যক্ত করিতেছে । ‘পৃথ্বী’ শব্দে ‘পৃথ্বী, কিরণ, জ্ঞান’ অর্থ আমনন করা যায় । তদনুসারে ‘জ্ঞানের যীহারা উৎপাদক’,—এইরূপে অর্থ ‘পৃথ্বীমাতরঃ’ পদে ঐ গ্রহণ

* প্রাচীন ‘নিবন্ধ’ অভিধানে ‘পৃথ্বী’ শব্দে ‘আকাশ’ অর্থ ব্যক্ত আছে । রোথ (Roth) সাত্তব্য নামা-বর্ণনামিষ্টে সে অর্থই মঙ্গল বলিয়া মনে করিয়াছেন । ল্যাংলো (Langlois) প্রকৃতর মতেও ‘পৃথ্বী’ শব্দের অর্থ ‘মেষ’ । ম্যাক্সমুলারের মতেও ঐ মতের অনুবর্তী । কিন্তু বিচিত্রবর্ণ বলার পৃথ্বীর ভাব উপলব্ধ হয় ।

† ‘পৃথ্বী’ এবং ‘পৃথ্বীমাতরঃ’ শব্দ গায়েদের শ্রুতির স্থানে ব্যবহৃত আছে । তির তির স্থানে তির তির অর্থ অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু আমরা সর্বত্রই একই অর্থ

করিতে পারি। সেই অর্থেই শব্দ ৩ এবং ৩-বর্ষের সেই অর্থ লবাহত থাকিতে পারে। ভগবান্ এবং ভগবদ্বিত্তি—এই বিষয় বোধগম্য হইলেই আমাদের অর্থের বৌদ্ধিকতা বুঝা যাইবে। ব্যক্তি বিভূতি-সমূহের সমষ্টিভাবই ভগবান্ নামের মূল লইয়া যেমন পদ্ম, সেইরূপ গির্জা-সমূহই ভগবত্ব। মন্ত্রাদি-সেই গির্জা; অষ্টাঙ্গ দেবগণও সেই ভগবদ্বিত্তি। মন্ত্রংগংসক বিশ্বের সমস্ত দেবগণকে অর্থে, ভগবানকে—পরত্রসাকে—আবাহন-ভাবই সূচনা করে। সেই দেবগণ যে জ্ঞানদাতা, তাঁহারা যে উগ্র,—এক পক্ষে কঠোর-ভাবাপন্ন, অন্যপক্ষে শিশুরূপ, তাহা বুঝাটবার কোনও আশঙ্ক্য করে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, থাকেই যে অর্থ হয়, বঙ্গানুসারে আমরা তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি।

কলঃ, মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—‘সকল ভগবদ্বিত্তিকে আনন্দ আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন— আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। সেই জ্ঞান-প্রকাশক দেবগণের অনুকম্পায় আমাদের মধ্যে দেবভাব বিকাশ পাইক। তাঁহারা উগ্র, কঠোর এবং শিবরূপ। আমাদের অন্তর দেখিলে তাঁহারা কঠোর হইয়া আমাদের অন্তর কার্ণে প্রতিনিবৃত্ত করুন এবং সর্বথা আমাদের মঙ্গল-গাথেনের নিমিত্ত ব্রতী থাকুন।’ (১৫—১৬সু—১০খ)।

একাদশী শাক্।

(প্রথম মণ্ডলঃ । ত্রয়োবিংশসূক্তঃ । একাদশী শাক্ ।)

অন্নতামিব তন্মুহুরুতায়েতি ধ্বংসুয়া ।

যচ্ছভং যাবনা নরঃ ॥ ১১ ॥

উপলব্ধ করিয়াছি। ‘পুত্রি’, ‘পুত্রিমাতরঃ’, ‘পুত্রিমাতৃ’ প্রভৃতি শব্দ যথোক্তক নিম্নলিখিতঃ
 অংশে প্রত্যক করুন, প্রথম মণ্ডল, ৩৮৭—৪৪, ৮৫২—৩৪, ১৩৮২—২৪। দ্বিতীয় মণ্ডল,
 ৩৪২, ২৪ ও ১০৪; ২২—৪৪। চতুর্থ মণ্ডল, ৩২, ১০৪, ৫২—৭৪ ও ১০৪। পঞ্চম মণ্ডল,
 ৫২—৬৪, ৬০২—৫৪, ৫৭২—২৩৪, ৬১২—৪৪, ৫৮২ ৫৪, ৫২২—১৩৪। ষষ্ঠ
 মণ্ডল, ৬৮২—১৩৪। সপ্তম মণ্ডল, ৫৬২ ৪৪। অষ্টম মণ্ডল, ৭২, ৩৪, ১০৪, ১২৪;
 ২৪২—১৩৪। নবম মণ্ডল, ৭৮২ ৫৪ ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণঃ

অয়তানং হৈব । তন্মতুঃ । মরুতাং । এত ধ্বংসঃ ।

যং । শুভং । যথন নরঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রাসারিণী ব্যাখ্যা ।

'নরঃ' (নেতারঃ মরুতঃ) 'যং' (যদা) 'শুভং' (মঙ্গলপ্রদং কৰ্ম) 'মথন' (প্রাপ্তং)
বিবেকানুমানিতে মঙ্গলপ্রদং কৰ্মণি অকুষ্ঠিতে সতি তৈতানঃ ; 'মরুতাং' (মরুদেবানাং কুপা-
প্রাপ্তানাং ইতি বার্বং) 'অয়তানং' (বিজয়যুক্তানাং, সংকর্ষকারিণী) 'তন্মতুঃ' (লক্ষ্যং, আনন্দ-
ধ্বনিঃ ইত্যর্থঃ) 'ইব' (নিশ্চিতং) 'ধ্বংসঃ' (ধ্বংসঃ) 'যথন' (যখন) 'নরঃ' (বিদ্বান্) 'এত'
(গচ্ছতি, সংকর্ষে লোকানাং শ্রুতিগোচরঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) । অর্থঃ ভাবঃ সংকর্ষণে যদা
দেবাঃ পূজাঃ গৃহ্ণন্তু, তদা প্রার্থনাঃ ইষ্টসিদ্ধিভবতি ; তদৈব সাধকানাং আনন্দধ্বনিত্তিঃ
দ্বিগুণং পরিপূর্ণং ভবতি । (১ম ২৩শ ১১শ) ।

বঙ্গীভাষ্যে ।

নেত্রাসারিণী মরুদেবগণ যখন মঙ্গলপ্রদ কৰ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ
বিবেকানুমানিতে মঙ্গলপ্রদ কৰ্ম অকুষ্ঠিত হইলে মরুদেবগণের কুপা-
প্রাপ্ত অয়যুক্তগণের (সংকর্ষকারিগণের) আনন্দধ্বনি দ্বিগুণে দ্বিগুণে
যুধিত করিয়া গমন করে অর্থাৎ সকল লোকের শ্রুতিগোচর হয় ।
(ভাব এই যে,—সংকর্ষণে দ্বিতীয় যখন দেবগণ পূজা-গ্রহণ করেন, তখন
প্রার্থনাবশত ইষ্টসিদ্ধি হয় ; তখনই সাধকগণের আনন্দধ্বনিদ্বিগুণে
দ্বিগুণ পরিপূর্ণ হয়) ॥ (১ম—২৩শ—১১শ) ॥

সারণ-ভাষ্যে ।

মরুতাং দেবানাং তন্মতুঃ লক্ষ্যং ধ্বংসঃ যথন যথনৈব সন্নিহিতঃ । গচ্ছতি ।
ক্বেদামিহ । অয়তানং বিজয়যুক্তানাং শূন্যতাং তটনামিহ । তে নরো নেতারো মরুতো

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গীভাষ্যে ।

মরুৎ-নামক দেবগণের শব্দ ধ্বংসার্থে হইতেছে । এমনিভাবে হইতেছে । দেবগণ কাহারও তাঁহা
তাঁহা কথিত হইতেছে । লক্ষ্যবিজয় বিজয় সৈনিক-সকলের (ভার) তুলনা । (অর্থাৎ যেমন
সৈনিকগণ যুদ্ধ করিয়া আক্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ দেবগণের শব্দ) । কোন সর্গে
দেবগণের উল্লেখ শব্দ হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে ;—হে নারিকহীনী মরুদেবগণ

যখন বহু বস্তু শোভনং দেবগণং যাজন। প্রাপ্ত্ব। তদা বসীরঃ শব্দো
সঙ্কীর্ণীতি পূর্বত্রাঘরঃ। তদুচ্চঃ। তদু বিস্তারৈঃ। তদুচ্চঃ কীর্ত্যাদিনা। উঃ ৪২।
বহুচ্-প্রত্যয়ঃ। ধ্বজুরা। প্রোথসা প্রাগল্ভো। তদিসগৃহিধ্বিকপেঃ কুঃ। পাঃ ৩২। ১৪০।
অপাং অলুগিতি সৌর্ঘ্যচায়েশঃ। হিরাবক্শোদাভাঃ। বাগ্নন। তদুচ্চঃ প্রপন্নানাশেতি
অনাদেশঃ। বহুচ্-যোগ্যিধাতাতাঃ। (১ম ২৩ম—১১ম)।

একাদশ (২৩৯) ঋক্কর বিশদার্থ ।

— : : —

এ ঋক্কর যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—সকল দেবগণ
যখন যজ্ঞ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যখন যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবগণরূপ
মানক-জ্যোতি-পানে নিভোর হন, তখন তাঁহাদের আনন্দ-কলরবে গগন
মুখনিভ হইয়া উঠে। বৃষ্টি বাহুল্যে, এই ঋক্কর অর্থে সকলদেব
আর ঝড়-ঝঞ্জাবাতের প্রতি দৃষ্টি আশে না।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, ঋক্কর প্রকৃত অর্থও ঐরূপ মছে।
আমাদিগের মনে হয়, দেবগণ যখন যজ্ঞ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা যখন
যাজ্ঞিকের পূজা গ্রহণ করেন,—সাধকর কার্যের মতিত যখন দেবগণের
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; তখন যজ্ঞকারী মানকের আনন্দের অংশি থাকে না।
তখন যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন সে আনন্দকল্লালে
দিক্কাগুল মুখনিভ হয়,—এ ঋক্কর তাহাই বলা হইয়াছে। ফলতঃ, দেবতার
যে দেবগণরূপ মানকরূপে পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, যজ্ঞের
ভাষ্য তাহা নহে; যজ্ঞের ভাষ্য এই যে, দেবতা যখন পূজা গ্রহণ করেন,
পূজাকারীর কখন আনন্দের অংশি থাকে না। (১ম—২৩ম—১১ম)।

আপনারা যখন শোভন যজ্ঞস্থানকে প্রাপ্ত করেন (অর্থাৎ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত করেন), তখন
আপনাদের মুখবিজয়ের তার উচ্চরূপ শব্দ শুদ্ধ হইয়া থাকে।

“তদুচ্চঃ”—এই পদ, তদুচ্চঃ উচ্চঃ “বহুচ্-প্রি” (উঃ ৪২) ইত্যাদি বহু অর্থসারে
‘বহুচ্’ প্রত্যয় করিয়া দিক্ হইয়াছে। “ধ্বজুরা” এই পদটি প্রাগল্ভাৎ যুব দাতুর পর
‘এসিগৃহিধ্বিকপেঃ কুঃ’ (পাঃ ৩২ ১৪০) বহু অর্থসারে কু প্রত্যয়, এবং ‘অপাং অলুক্’
এই বহু ঋক্কর হ-হানে বাচ্য আদেশ করিয়া দিক্ হইয়াছে। বাচ্য এই প্রত্যয়ে চকার
ইং ব্যতিরিক্ত “ধ্বজুরা” এই পদের অন্ত উচ্চরূপ বহু হইয়াছে। “বাগ্নন” এই পদটি, যু
দাতুর উচ্চরূপ ‘কপ্তরপ্তনানাশেতি’ এই বহু ঋক্কর ‘গনু’ আদেশ করিয়া দিক্ হইয়াছে।
এখানে বহুচ্-যোগ হেতু নিষাত হইল না। (১ম—২৩ম—১১ম)।

বাদী বাক্য ।

(প্রথমঃ সপ্তমঃ । অয়োবিশেষণতঃ । বাদী বাক্য) ।

হকারাদ্বিত্যতম্পর্য্যাতো জাতা অবস্ত নঃ ।

মরুতৌ যুড়য়ন্তু নঃ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

হকারাৎ । বিচ্ছাতঃ । পরি । অতঃ । জাতিঃ । অবস্ত । নঃ ।

মরুতঃ । যুড়য়ন্তু । নঃ ॥ ১২ ॥

মর্শাস্তসারিনী-বাখ্যা ।

'হকারাৎ' (দীপ্তিকরাৎ) 'বিচ্ছাতঃ' (বিশেষণ দীপ্যমানাৎ) 'অতঃ' (পরিদৃষ্টমানাত-
রিকাৎ) 'পরি' (অতীত প্রদেশাৎ অব্যক্তাচ্ছাত্তগবৎসমিতিতঃ ইতি বাবৎ) 'জাতিঃ'
(উচ্ছ্রুতাঃ, প্রেরিতাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'অবস্ত' (রক্ষতঃ),
'মঃ' (অস্মান) 'যুড়য়ন্তু' (সুবরুতঃ) । অব্যক্তাচ্ছাত্ত্যোতিঃ প্রদেশাদাগত্য-তগবৎসমিতিতঃ
অব্যক্তাচ্ছাত্তগবৎসমিতিতঃ সুবরুতঃ চ কুরুন্তু—ইতি তাৎ : ॥ (১ম ২০২-১২৩) ॥

বঙ্গ-সংস্কৃত-শাস্ত্র-বিদ্যা ।

দীপ্তিকর বিচ্ছাত্ত প্রভ অস্তরিকের অতীত প্রদেশ হইতে (অব্যক্ত অর্চন্য
তগবৎ-সমিতিতঃ হইতে) প্রেরিত মরুতদেবগণ (বিবেকরূপি দেবগণ) আমা-
দিগকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সুখশান্তি প্রদান করুন । (তাৎ
এই-বে,—অব্যক্ত অর্চন্য জ্যোতিঃ প্রদেশ হইতে আগত্য তগবৎসমিতিতঃ
মরুত-আমাদিগের পরিরক্ষণ ও সুখশান্তি করুন ।) ॥ (১ম—২০২—১২৩) ॥

সারণ-ভাষ্যঃ।

হকারাদীপ্তিকরাবিদ্যাতো বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ। অতোহন্তরিকাং পরি জাতাঃ সর্বত উৎপন্ন। মরুতো নোহমানবত। রক্ষত। যথাবিধা মরুতো নোহমান্ মুক্তত। সুখত।

হকারাৎ। হলে হগনে। অত্র তু প্রকাশনাত্রে বর্ধতে। অত্রাৎ সম্পদাদিলক্ষণঃ কিপ্। অস্মিন উপপদে তু ক্রুৎ করণ ইত্যাত্ কর্ণণাৎ। পা० ৩।৫। ইত্যাদ্-প্রত্যয়ঃ। তৎপুরুষে তুল্যাৎবেত্যানিনা পুরুষপদপ্রকৃতিস্বরবে প্রাপ্তে গতিকারকেত্যানিনা কহন্তরণপদপ্রকৃতিস্বরবে। অতঃ ককনীত্যাদিনা। পা० ৮।৩।৪৬। বিসর্জনীরস্য সৎ। (১ম-২০২-১২৪)।

দ্বাদশ (২৪০) ঋকের বিশদার্থ।

মরুদেবগণ ভগবানের অংশ-স্থানীয়। তাঁহা হইতেই মরুদেবগণ-রূপ বিদ্যুত-সমুৎপত্ত হইয়াছে। এই ঋকে সেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরন্তু যঁহার বিদ্যুত তাঁহার, যাঁহা হইতে উৎপত্তি তাঁহাদের, তিনি যে কিংস্বরূপ, এ ঋকে সে সন্ধান যেন একটু প্রদত্ত হইয়াছে। জ্যোতির অন্তরে যে জ্যোতিঃ আছে, তাহারও অতীত যে প্রদেয়, সেই কল্পনার অনুভাবনার বিষয়ীভূত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম যে অবস্থা, পরাৎপর পরমপুরুষ সেই জ্যোতির্ময় অবস্থায় বিস্তারিত আছেন এবং তাঁহা হইতে তাঁহারই বিদ্যুতরূপ জ্যোতিঃকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে। এখানে সেই ভাব ব্যক্ত দেখি। মানবের মঙ্গলসাধন অথ পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান্ নানা রূপাণ্যবশেষে প্রকাশমান্ আছেন। ভগবাবিভূতি-

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিকর এবং বিশেষরূপে প্রকাশমান এরূপ আকাশের সকল স্থান হইতে উৎপন্ন মরুদগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সুখী করুন।

“হকার” এই পদে হ্‌স্‌ ধাতুর উত্তর সম্পদাদি লক্ষণ (অর্থাৎ সম্পদ আদি অর্থে) কিপ্-প্রত্যয় করিয়া হ্‌স্‌ এইরূপ হইল। পরে উহার উত্তর ক্‌ ধাতুর স্থানে কর্ণবাচ্যে (পাঃ ৩।৫) অন্-প্রত্যয় করিয়া “হ্‌স্‌কার” এই পদ সিদ্ধ হইল। উক্ত স্থলে ‘হ্‌স্‌’ ধাতুর হ্যগ্য অর্ধাৎ হইয়া কেবল তাহার ধ্বংস-প্রকাশরূপ অর্ধই বুঝাইতেছে। হকার এই স্থলে ‘তৎপুরুষে-তুল্যাৎবা’ ইত্যাদি পুত্রোহস্যারে পুরুষপদের (অর্থাৎ হ্‌স্‌ পদের) প্রকৃতিগত-স্বরের আর্পি-গতঃ ষ্যাকলেঙ (এস্থলে) ‘পতিকারিক’ ইত্যাদি বিশেষ নিয়ম বর্ণিতঃ কদন্ত এমন উত্তর-পদের প্রকৃতিগত স্বর হইবে। অতএব ‘ককানি’ ইত্যাদি (পা० ৮।৩।৪৬) নিয়মসূত্রে নিম্ন স্থানে ‘স’ হইয়াছে। (১ম-২০২-১২৪)।

নিচয়ে সেই রূপগুণবিশেষণের বিকাশ দেখি। সকল রূপগুণ, সকল বিশেষণ লইয়া, তিনি রূপগুণবিশেষণের অতীত হইয়া আছেন। এখানে, এ ঋকে, তাঁহার সেই লোকাতীত অসংসার বিষয় বলা হইয়াছে। আর, তাঁহা হইতে তাঁহার অংশীভূত মরুতাদির বিষয় অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের বিষয় বলা হইতেছে। ভগবৎস্বভূত্বানীয় সেই মরুদেবগণ আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের সুখসাধন করুন,—ঋকের উচ্চাই প্রার্থনা। (১ম—২০সূ—১২শ)।

ত্রয়োদশী ঋক।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ত্রয়োবিংশত্বঃ । ত্রয়োদশী ঋক) ।

আ পুষন্ চিত্রবহিষমাস্বনে ধরুণং দিবঃ ।

আজ্ঞা নষ্টং যথা পশুং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আ । পুষন্ । চিত্রবহিষং । আস্বনে । ধরুণং । দিবঃ ।

আ । আজ্ঞা । নষ্টং । যথা । পশুং । ১৩ ।

মর্নামুসানী-ব্যাখ্যা ।

'আস্বনে' (দীপ্তিযুক্ত) 'আজ্ঞা' (সর্কজ পমনশীল) 'পুষন্' (আনোদ্রেবক দেব) 'আ' (সর্কতোভাবে) 'দিবঃ' (স্থালোকস্য, স্বর্গস্য) 'ধরুণং' (ধারকং, প্রাপকং) 'চিত্রবহিষং' (বিচিত্রকলপ্রদবজাদিকর্ম) 'আ' (আকর, অস্বাকং প্রাপন্ন ইতি বাবৎ) সৎকর্মণি অস্বাকং প্রবৃত্তিং উদ্রেবয় ইত্যর্থঃ ; অপিচ, 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'আ' (সর্কতোভাবে) 'পশুং' (অস্বাকং পশুভূতং) 'নষ্টং' (নানপ্রাপ্তং) ভবতি, তৎ কুরু । অয়ং ভাবঃ—যেন কর্ম-প্রত্যাহারেন বয়ং পরাগতিং লভামহে, অস্বাকং সস্বতিনিচয়ঃ বিশাণপ্রাপ্তঃ ভবতি, হে দেব, তৎ কুরু ইতি প্রার্থনা । (১ম ২৩২—১৩শ) ।

বদাহুবাৎ।

দীপ্তিমান্ সর্ষজগমনশীল হে জ্ঞানোন্মেষক দেব! সর্ষতোভাবে সর্ষেষ্ণু
প্রাপক বিচক্রফলপ্রদ যজ্ঞানকর্ম আমাদিগকে পাওয়াইয়া দেন; অর্থাৎ,
সংকর্ষে আমাদিগের প্রবৃত্তিকে উন্মেষিত করুন; আর, যাহাতে সর্ষতো-
ভাবে আমাদিগের পশুবৃত্তি নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা করুন। (তাব এই যে,—
যে কর্মপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি, আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিচয় বিনাশ
প্রাপ্ত হয়, হে দেব, তাহাই করুন—এই প্রার্থনা।)। (ম-২০সূ-১০শ)।

সারণ-ভাষ্যঃ।

হে পুত্র চিত্রবর্তিবং বিচিত্রৈর্দৈর্ঘ্যৈর্ভূক্তং ধরণং বাগত ধারণং সোমং দিব অং ছালোকাদা-
হরতি শেবঃ। পূবা বিশেষ্যতে আয়ুশে। আগতদীপ্তিযুক্ত। তজ দৃষ্টান্তঃ। হে অক
গমনশীল। যথা লোকে নষ্টং পশুং মহারণাদাবহীকা কশ্চিদাহরতি তৎৎ।

আয়ুশে। স্ব করণদীপ্তোরিত্যাদ্ভূতপুঞ্জিত নিপ্রত্যয়ো নিপাতিত্য। স্বর্ণাঙ্কেতি
বক্তব্যমিতি পদং। প্রাদিসমাসঃ। আমন্ত্রিতাহাদান্তৎৎ। ধরণং যুক্ত ধারণে। অর্থাৎ
প্যস্তাছাতোরর্জৈর্গলুক্ চ। উ. ৩৫৮। ইতি চকরণাচ্ছাতোরপুনর্প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েন
নিংস্বরাতাবে প্রত্যয়স্বরঃ। দিবঃ। উদ্ভিদামভ্যাদিনা বট্যা উদাতৎৎ। অজা। অক
গতিক্কেপগতোঃ। (ম- ২০সূ ১০শ)।

সারণ-ভাষ্যের বদাহুবাদ।

হে পুত্র-দেব! বিচিত্রবর্ণ কুশলবৃহের সচিত্র যুক্ত এবং বাগের ধারণকারী যে সোম, সর্ষ
হইতে তাহা আনয়ন করুন। এখানে 'আহর' এই ক্রিয়াপদটি উক্ত রহিয়াছে। বিশেষণের
দ্বারা পূবা-দেবের গুণ প্রকাশ করিতেছেন। হে প্রতাপালিন! (অর্থাৎ আপনায় দীপ্ত
সর্ষজ ব্যপ্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করিতেছেন। হে গমনশীল! যেমন
অগতে কোনও লোক কোনও পশু হারাইলে তাকে অধ্বংস করিয়া মহারণ্য হইতে আনয়ন
করে, সেইমত আপনি সর্ষ হইতে আমাদের বাগোপকারক সোম আনয়ন করুন।

"আয়ুশে" এই পদটি করণ ও দীপ্তি অর্থবাচক স্ব ধাতুর পর 'য়ুপিপুঞ্জিঃ' এই সূত্রানুসারে
নিপাতনে নি প্রত্যয় করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে; এবং 'স্বর্ণাঙ্কেতি বক্তব্যং' এই নিয়মভেদে
বৃষ্ণি (প) হইল। অনন্তর আ এই উপসর্গের সচিত্র প্রাদিসমাস হইয়াছে। আমন্ত্রিত
পদ (সছোধন পদ) বলিয়া উক্ত পদে উদাতৎৎর। ধারণার্থ স্ব ধাতুর উত্তর 'প্যস্তাছাতোর-
র্জৈর্গলুক্ চ (উ. ৩৫৮) এই সূত্রে চ-কার থাকার স্ব ধাতুর উত্তরেও উন্নয় প্রত্যয় হয়;
এই নিয়ম বশতঃ উন্নয় প্রত্যয় করিয়া বিপর্বারমহকারে প ইৎ, স্বরের অভাব হইলে,
প্রত্যয়ের স্বর থাকিল। উক্তরূপে 'ধরণং' পদটি সাধিত হইয়াছে। 'দিবঃ' এই পদের
'উদ্ভিদং' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বটী উদাত হইয়াছে। গতি এবং কেপনার্থক অজ ধাতু
হইতে "অজা" এই পদটি নিপন্ন হইয়াছে। এখানে অজ ধাতুর পর্ব—সমন-১০৪

ত্রয়োদশ (২৪১) শ্লোকের বিশদার্থ ।

— ::: : : :: —

এই শ্লোকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদের অর্থ কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের হইল। 'পশু হারাইয়া গেলে লোকে যেন অনেক লক্ষ্যন করিয়া সেই পশুকে মহারণ্য হইতে খুঁজিয়া আনে, হে দেব, আপনি সেই ভাবে কুং-গংকৃত বস্তুধারক সোমকে অশ্বপণ করিয়া আনয়ন করুন।' প্রধানতঃ এইরূপ অর্থই প্রচলিত আছে। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পুষা—আনোন্মেষক দেব। 'নষ্টং' শব্দের প্রতিবাক্য 'পলায়িতং' গ্রহণ না করিয়া, 'বিনাশপ্রাপ্তং'—যাহা প্রকৃত অর্থ, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। 'যথা' পদ এখানে উপমান-বাচক বলিয়া ধনে করিতে পারি না। ঐ 'যথা' শব্দে 'যেন-প্রকারেণ' অর্থই গ্রহণ করা সম্ভব মনে করি। 'পশুং' শব্দে এখানে 'পশুবৃত্তিকে' বুঝাইতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, অর্থশাস্ত্র আমাদের মনোভঙ্গি ব্যাখ্যার ও বঙ্গভাষার মার্বকতা উপলক্ষ করিবেন। (১ম—২০সূ—১০খা)।

চতুর্দশী শ্লোক ।

(প্রথমঃ মতলঃ । ত্রয়োবিংশতঃ । চতুর্দশী শ্লোক ।)

পুষা রাজানমাস্বণিরপগুতং শুভা হিতং ।

অবিন্দচ্চিত্রবহিষং ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশেষণঃ ।

পুষা । রাজানং । আস্বণিঃ । অপগুতং । শুভা । হিতং ।

অবিন্দং । চিত্রবহিষং ॥ ১৪ ॥

বদানুবাদী-বাণ্য।

'আস্বণিঃ' (দীপ্তিবৃত্তঃ) 'পুষা' (জানোন্মেষকঃ দেবঃ) 'অপগূঢ়ঃ' (অত্যন্তগূঢ়ঃ) 'শুভাহিতঃ' (শুভাসদৃশে হর্গমে ছ্যালোকে স্থিতঃ; অনুভূতিসাপেক্ষঃ নচ প্রকাশযোগঃ) 'রাজানঃ' (জাননরূপঃ দীপ্তিমন্তঃ) 'চিত্রবহিঃ' (বিচিত্রকলপ্রদযজ্ঞাদিকর্মতৎ ইত্যর্থঃ) 'অবিন্দঃ' (জানাত্ত্ব জ্ঞাপরতি ইত্যর্থঃ)। পুষাদেবাহুঃ স্পরা লোকাঃ অতিগূঢ়ঃ কর্মতৎ ইত্যর্থঃ। (১ম ২৩২ ১৪ধ)।

বদানুবাদ।

দীপ্তিমান জানোন্মেষক পুষা দেব অতি-গূঢ় শুভাসদৃশ হর্গমে ছ্যালোকে স্থিত অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্ষ কিন্তু প্রকাশযোগ্য মহে জাননরূপ দীপ্তিমন্ত বিচিত্রকলপ্রদ যজ্ঞাদি কর্মতত্ত্ব অবগত আছেন—জামাইয়া দেন। (ভাব এই যে,—সেই পুষাদেবতার অনুগ্রহে অনুষ্ঠান অতিনিগূঢ় কর্ম-তত্ত্ব অবগত হইলেন।)। (১ম—২৩২—১৪ধ)।

সারণ-ভাষ্যঃ।

আস্বণিঃ পুষা রাজানঃ সোমমবিন্দঃ। অলতত। কীদৃশঃ। অপগূঢ়ঃ। অত্যন্তগূঢ়ঃ। তত্র হেতুঃ। শুভাহিতঃ। শুভাসদৃশে হর্গমে ছ্যালোকে স্থিতঃ। তথা চিত্রবহিঃ। অপগূঢ়ঃ। শুভ সধরণে। নিষ্ঠেতি কর্মণি কঃ। হোত্ব ইতি চরণঃ। অবন্তধোর্থী-হৃৎ। পা० ৮২।৪০। ইতি ধকারঃ। হ্রস্বলোপদীর্ঘাঃ। সমাসে পতিমন্তর ইতি পতোঃ প্রকৃতিচরণঃ। শুভা। হ্রপাৎ হ্রস্বগতি সপ্তম্যা লুক্। হিতঃ। নিষ্ঠারঃ দধাতেহিঃ। ২৩।

সারণ-ভাষ্যের বদানুবাদ।

সর্বত্র দৃষ্টিমান পুষা-দেব, সোম লাভ করিয়াছিলেন। কিরূপ সোম? অতিশয় গুপ্ত। কিন্তু গুপ্ত তাহা কথিত হইতেছে,—“শুভাহিতঃ” অর্থাৎ শুভার সদৃশ হর্গমে যে ছ্যালোক, সেই স্থানে অবস্থিত (অতএব অত্যন্ত গোপনে স্থিত), এবং “চিত্রবহিঃ” অর্থাৎ বিচিত্র-কুশলুত। “অপগূঢ়ঃ” এই পদটি, অপ-পূর্বক সধরণার্থবিশিষ্ট ‘শুভঃ’ (গূঢ়) ধাতুর উত্তর “নিষ্ঠা” হ্রস্ব ধারা কর্মবাচ্য ‘ক’ প্রত্যয় করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। এখানে “হোত্বঃ” হ্রস্ব ধারা হএর স্থানে চ, “অবন্তধোর্থী-হৃৎ,” (পা० ৮২।৪০) এই হ্রস্ব ধারা ‘ত’ এর স্থানে ধ; অনন্তর হ্রস্ব, চ এর লোপ ও দীর্ঘ হইয়াছে। ‘অপ’ পদের সহিত প্রাদিসমাসে “পতিমন্তরঃ” এই হ্রস্ব ধারা পতির (‘অপ’ পদের) প্রকৃতিবর হইয়াছে। “শুভা” এই পদটির “হ্রপাৎ হ্রস্বক্” হ্রস্ব ধারা সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। “হিতঃ” এই পদটি, ধারণ ও পোষণার্থ-বিশিষ্ট ‘উদাঞঃ’ (ধা-) ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা হ্রস্ব ধারা ‘ক’ প্রত্যয়ে নিস্পন্ন হইয়াছে। এখানে ‘ধা’ ধাতুর স্থানে ‘হি’ আদেশ হইয়াছে। (১ম—২৩২ ১৪ধ)।

চতুর্দশ (২৪২) ঋকের বিশদার্থ ।

—:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'গুহাহিতং' শব্দটী উপলক্ষ করিয়া ঋকের এক নিচিহ্ন অর্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । এমন কি, সারণের কল্পনায়ও যে অর্থ আসে নাই, অধুনা সেই অর্থই নানা রংরঞ্জিত ভইয়া চলিয়া গিয়াছে । 'গুহাহিতং' শব্দের অর্থ—সারণ লিখিয়াছেন—'গুহা-নদৃশ ছুর্গম দ্যলোকে স্থিত'; কিন্তু পরন্তো কৈনও কৈনও ব্যাখ্যাকার উহা হইতে 'পর্কত গুহাহিত' অর্থ আমনন করিয়াছেন । সেই সূত্রে সোমলতা যে পর্কতের গুহায় উৎপন্ন হয় এবং সেই সোমলতার প্রসঙ্গ যে এই ঋকে উত্থাপিত হইয়াছে; তাঁহারা ততদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া লইয়াছেন । * সোমলতার নাম-গন্ধ নাই; অথচ, সোমলতার কল্পনা—ইহার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

যাহা হউক, ঋকের মর্মার্থ এই যে,—পুষা-দেবতা পরমদীপ্তিশালী জ্ঞান-স্বরূপ । তাঁহার অনুকম্পায় নিব্যক্তান লাভ করিয়া মনুষ্য অতি-গূঢ় কর্মভঙ্গ অবগত হইতে পারে । যজ্ঞাদি যে কর্মের ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে, সে কর্মের স্বরূপ পুষা-দেবতাই পরিজ্ঞাত আছেন । সেই দেবতা আমাদিগকে সেই ভঙ্গ জ্ঞাপন করুন,—আমরা পরম-ভঙ্গ অবগত হই । † ঋকের ইহাই প্রার্থনা । (১ম—২০সূ—১৪৭) ।

* একটী বঙ্গাহ্বায় এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'বেহেতু অপনি (পুষদেব) পার্কতীর প্রদেশে উৎপন্ন, এবং অতিগুহাহানে নিহিত বিচিক্কুণবিশিষ্ট সোমলতাকে বিশেষরূপে জানেন।' টীকার আরও লিখিত আছে, 'সোমলতা যে ভারতবর্ষের উর্বর-ক্ষেত্রে না জন্মিয়া উত্তরাঞ্চলে পার্কতীর প্রদেশে উৎপন্ন হইত, তাহা এই ঋকের 'গুহাহিত' শব্দে যোগ হইতেছে।' এ টীকার টিপ্পনী বাহুল্য যাত্র ।

† জ্যোতিষ হইতে বোড়শ পর্য্যন্ত ঋক পুষাদেবতার অর্চনামূলক । পুষা শব্দের অর্থে কেহ কেহ স্বর্ঘ্য-দেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সূর্য্যোদয়ের কোন সময়ে, পুষা কবে, তাহা আমরা পুর্বেই বলিয়াছি । যাহা হউক, পোষণার্থক 'পোষ' শব্দ হইতে এই পদ নিষ্পন্ন । জানের যিনি পোষণ করেন, তিনিই পুষা-দেবতা । আমরা তাই প্রার্থনা করি 'জানোদেবকঃ পোষঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছে । নিকৃতাধিতেও সেই সম্মান প্রাপ্ত হই ।

পঞ্চদশী ষক্ ।

(প্রথমং মতলং । অয়োবিশংসূক্তং । পঞ্চদশী ষক্) ।

উতো স মহমিন্দুভিঃ ষড়্‌যুক্তা অনুসেবিধৎ ।

গোভির্যবং ন চক্ৰ্ষৎ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

উতো ইতি । সঃ । মহ্যং । ইন্দুভিঃ । ষট্ । যুক্তান্ । অনুসেবিধৎ ।

গোভিঃ । যবং । ন । চক্ৰ্ষৎ । ১৫ ॥

মহ্মিন্দুভিঃ-ব্যাখ্যা ।

'গোভিঃ' (জানালোকৈকঃ) 'যবং' (মিশ্রণং, সংযোগঃ—কৃদি ইতি যাবৎ) 'ন' (যথা) 'চক্ৰ্ষৎ' (আশ্চোৎকর্ষং সাধনতি ইত্যর্থঃ) 'উতো' (তথা) 'সঃ' (পুষাদেবঃ) 'ইন্দুভিঃ' (সোমৈঃ, তক্তিস্থভাতিঃ) 'যুক্তান্' (বিশিষ্টান্) 'ষট্' (ইজ্যাব্যয়নদানাদীণাং ষট্‌সংকর্মানিবহান্) 'মহ্যং' (প্রার্থনাকারিণে মে) 'অহু' (গমীপে) 'সেবিধৎ' (প্রেরিতবান্, প্রেরয়তি ইত্যর্থঃ) ।
অর্থঃ ভাবঃ—জানতক্তিকর্ষণাৎ অচ্ছেষঃ সঘক্ ; জানোদয়ং আশ্চোৎকর্ষসাধনেন কর্মানিবহাঃ তগবৎ-সংশ্রবযুক্তাঃ ভবতি । (১ম—২৩য়—১৫য়) ।

বদাহ্বান ।

অন্যে জানালোকগমুহের সংযোগ যেমন আশ্চোৎকর্ষ সাধন করে, সেইরূপ সেই পুষাদেব তক্তিস্থগমুহের দ্বারা যুক্ত (বজন-বাজন-অব্যয়ন-দানাদি ষট্‌কর্মে প্রার্থনাকারী আনাদিগের গমীপে প্রেরণ করেন । (তাৎ এই যে,—জান-তক্ত-কর্ষণগমুহের অচ্ছেষ সঘক্ ; জানোদয়-হেতু আশ্চোৎকর্ষসাধনের দ্বারা কর্ষণগমুহ তগবৎ-সংশ্রবযুক্ত হইবে ।) ১৫ ॥

সাম্প্র-ভাষ্য ।

উত্তো । অপি চ সং পূৰ্বা মহৎ বজমানানেন্দুতিৰ্গাহেভুক্তিঃ সোষ্টমর্কান বক্তৃ বসস্তানী-
 ক্তনুসেবিধৎ । অহুক্রমেণ পুনঃ পুনরন বর্ত্ত ইতি শেষঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ । গোতিক্ৰীণী-
 ক্তিৰ্গাহে ন. চক্রৎ । সপক উপমার্ধঃ । যথা ববনুদিক্ত তুমিঃ প্রতিনবৎসরং পুনঃপুনঃ
 কৃষতি তৎ ॥

মহৎ ঙ্রি চ । পা० ৬১২১২ । ইত্যাহাদান্তৎ । ইন্দুতিঃ । উন্দী ক্রেনে ।
 উন্দেৰিচ্চাদেঃ । উ० ১১২ । ইত্যপ্রত্যয়ঃ । উকারভেদান্নাদেশত । নিদিত্যাহবৃত্তেৰাহা-
 দান্তৎ । যুক্তান । দীর্ঘাদিটি সমানপাদ ইতি সংহিতায় নকারত্ব কৃত্বৎ । আতোহিটি
 নিত্যমিতি সাহসানিক আকারঃ । অহুসেবিধৎ । বিধু গত্যাৎ । ষাতোয়েকাচঃ । পা०
 ৩১২২ । ইতি বঙ্ । যতোহি চি চ । পা० ২১৩১৪ । ইতি তত লুক্ । প্রত্যয়লক্ষণে
 সন বঙোঃ । পা० ৬১১২ । ইতি দ্বির্ভাবঃ । হলাদিশেষঃ । শুণো যুক্তলুকোঃ । পা० ১১৩৮২ ।
 ইত্য্যাস্ত শুণঃ । ইরকোঃ । পা० ৮৩৫৭ । ইতি বৎ । সনাদি বগিহা বক্তৃসংজ্ঞায়
 লটঃ শত্ । কর্তরি শপ্ । অদাদিবচোতি বচনান্তত লুক্ । নাতান্তান্তুঃ । পা० ১১১৭৮ ।

সাম্প্রভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

আরও সেই সোমবিশিষ্ট পূৰ্বাদেব, বজমান আমাকে, যাগের হেতুত্ব যে সোম, সেই
 সোমবিশিষ্ট বসস্তাদি ছয় পদে ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত করিতে করিতে বর্তমান
 রহিয়াছেন । এখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—মন্ত্রে 'ন' শব্দটি উপমার্ধ । অর্থাৎ,
 যথাক্রমে উদ্দেশ্য করিয়া (কৃষকগণ) যেমন বনীবর্দ-সমূহ দ্বারা প্রতি বৎসর ভূমিকে পুনঃ
 পুনঃ কর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ।

"মহৎ" । এই পদটির "ঙরিচ" (পা० ৬১২১২) এই শব্দ দ্বারা আছাদান্ত্বর হইয়াছে ।
 "ইন্দুতিঃ" এই পদটি, ক্রেনমার্ধক 'উন্দী' (ঔন্দ্) ধাতু উত্তর "উন্দেৰিচ্চাদেঃ" (উ० ১১২)
 এই শব্দ দ্বারা উ প্রত্যয় ও উ-কারের স্থানে ই-কারাদেশ করিয়া তৃতীয়ায় বহুবচনে নিশ্চয়
 হইয়াছে । 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি-বশতঃ ইহার আদিবর উদাত্ত হইয়াছে । "যুক্তান্" । এখানে
 "দীর্ঘাদিটি সমানপাদে" এই শব্দদ্বারা ন-কারের স্থানে সংহিতাতে কৃত্ব (বিনগ) হইয়াছে
 এবং "আতোহিটি নিত্যং" এই শব্দ দ্বারা আকার সাহসানিক হইয়াছে । "অহুসেবিধৎ" ।
 এই পদটি, গত্যাৎক 'বিধু' ধাতুর উত্তর "ষাতোয়েকাচঃ" শব্দ দ্বারা বঙ্ প্রত্যয় করিয়া,
 "যতোহিচি" (পা० ২১৩১৪) এই শব্দ দ্বারা সেই যত্তের কোশ করিয়া নিশ্চয় হইয়াছে ।
 এখানে যুক্তলোপ হইলেও তাতার প্রত্যয়-লক্ষণে "সন বঙোঃ" (পা० ৬১১২) এই শব্দ
 দ্বারা ধাতুর বিহ, হলাদিশেষ, "শুণো যুক্তলুকোঃ" (পা० ১১৩৮২) এই শব্দ দ্বারা বিধের
 শুণ, "ইরকোঃ" (পা० ৮৩৫৭) এই শব্দ দ্বারা স-এর বহ, সনাদি বগিহা ধাতু-সংজ্ঞাহেতু
 লটের 'শত্' (অৎ) প্রত্যয়, কর্তৃবাচ্যে শপ্-প্রত্যয়, 'অদাদিবচ' এইরূপ বচন-প্রযুক্ত সেই
 শব্দের লেপি এবং "নাতান্তান্তুঃ" (পা० ১১১৭৮) এই শব্দ দ্বারা 'হুন্' এর ('ন' এর)

ইতি স্মৃতিবেদ্যঃ। প্রত্যয়বরে প্রাপ্তেঃতান্মান্নান্নিরিত্তাহাদাঃ। গোতিঃ। সাইবকাটি
ইতি তিস উদাত্তবে প্রাপ্তে ন গোখরিত্তি প্রতিবেদ্যঃ। চক্ৰবৎ। কুব বিলেখনে। যঙলুকি
বির্ভাবঃ। হলানিশেধোরবচর্চানি। কৃগিকৌ চ লুক। পা० ৭।৪।২১। ইত্যাত্মানন্ত
অগাগমঃ। অস্মাদুযঙলুগস্তায়েটতিপ্। ইতচ্চ লোপঃ। লেটোহ্ড়াটা বিভাড়াগমঃ।
অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক। লঘুপথগুণে প্রাপ্তে নাত্যন্তত্রাচি পিতি।
পা० ৭।৩।৮৭। ইতি নিবেদ্যঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিষাতঃ। (১ম—২০ম্ - ১৫ম)।

ইতি প্রথমত্র দ্বিতীয়ে দশমো বর্গঃ। ১ম ২ম—১০ব।

পঞ্চদশ (২৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

—xix—

এ গাকে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় পরিকীর্তিত
হইয়াছে, বুঝিতে পারি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তি যে
লংকর্মের দিকে প্রবাহিত হয়; যতই জ্ঞানালোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে
থাকিবে, ততই যে মানুষ ভক্তিসত্কারে লংকর্মনিবহে প্রবৃত্ত হইবে;—
এ মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে,—
“মানুষ, তুমি জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; যতই তুমি জ্ঞানমার্গে অগ্রসর
হইবে, ততই তোমার কর্ম-নিবহ ভগবৎকার্য্যে মিয়োজিত হইতে
থাকিবে।” ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত কর্মই নিকাম-কর্ম নামে অভিহিত হয়;
আর, সেই কর্মের ফলেই মানুষ নিঃশ্রেয়স মুক্ত লাভ করে। কিন্তু

নিবেদ্য হইয়াছে। এই পদটিতে প্রত্যয়-বরের প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহা না হইয়া “অত্যন্তানা-
মাদিঃ” সূত্র দ্বারা ইহার আদিবর উদাত্ত হইয়াছে। “গোতিঃ”। এই পদটিতে “সাবেকাচঃ” এই
সূত্র দ্বারা তিসের উদাত্তবর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু “নগোখন” এই সূত্র দ্বারা তাহা নিবিদ্ধ হইয়াছে।
“চক্ৰবৎ”। এই পদটি, বিলেখনার্থক ‘কুব’ ধাতুর যঙ্ লোপে দ্বিত্ব, হলানিশেধ, যব
ও চর্চ করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “কৃগিকৌ চ লুক” (পা० ৭।৪।২১) এই সূত্র
দ্বারা দ্বিত্ববর্ণের ‘কৃক্’ আগম করিয়া ‘চক্ৰবৎ’ সঙ্গ হইয়াছে। অতঃপর এই যঙলুগস্ত ধাতুর
উত্তর লেটের তিপ্, তিপের ই-কারের লোপ, “লেটোহ্ড়াটো” এই সূত্র দ্বারা অট্ আগম
এবং “অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ” সূত্রানুসারে শপের লোপ হইয়াছে। ইহার লঘু উপধ-
বরের গুণের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু “নাত্যন্তত্রাচি পিতি” (পা० ৭।৩।৮৭) এই সূত্র দ্বারা
স্বাহার নিবেদ্য হইয়াছে। “তিঙ্ঙতিঙঃ” সূত্র দ্বারা নিষাত বর হইয়াছে। ১৫।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশম বর্গ সমাপ্ত। ১ম—২ম—১০ব।

ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত নির্ধারিত কর্মে মানুষের প্রবৃত্তি ভেদে গহনা আগে না।
সেই কথাই জ্ঞানসংযোগ প্রয়োজন। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন
কর্ম অকর্ম বিকর্ম বিষয়ে ধারণা জন্মবে, তেমনি কর্ম-পদ্ধতি
ভগবৎপদাঙ্কানুগারী হইয়া আসিবে। এখানে বলা হইতেছে, জ্ঞান-
স্বরূপ পূমাদেবের অনুগ্রহ লাভ করিলে যেমন যেমন জ্ঞানোন্মেষ হইবে,
তেমনি তেমনি আবশ্যিক-কর্মের প্রবৃত্তি জন্মবে।

বর্তমানকালে আমাদের—ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ-বর্ণের—যে অধঃপতন
ঘটিয়াছে; আমরা যে এখন আমাদের কর্তব্য-কর্ম ভুলিয়া কর্মাস্তরে
প্রবিস্ত হইয়াছি;—এ সম্বন্ধে যেন তৎপাক আমাদেরকে সতর্ক করিয়া
দিতেছে। যটকর্ম—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের নিষ্ঠা-অনুষ্ঠেয়। সে কর্ম—
যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। যথা,—“ইজ্যাধ্যয়ন-
দানানি যাজ্ঞাদ্যাপনে তথা। প্রতিগ্রহশ্চ তৈযুক্তঃ যটকর্ম। বিপ্রা
উচ্যতে।” যজ্ঞাদি যটকর্মের অনুষ্ঠান তিন্ন বিপ্র-নামেই অভিহিত হওয়া
যায় না। আমরা এখন আপনাদিগকে উচ্চবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেই; কিন্তু
ঐ যটকর্মের কোনও কর্মেই আমাদের আনুরক্তি নাই। তাহার প্রধান
কারণ—জ্ঞানাভাব। শাস্ত্রই জ্ঞানের মূল। এখন শাস্ত্র-চর্চা ও শাস্ত্র-জ্ঞান
লোপ পাইয়াছে; সুতরাং আমাদের আবশ্যিকানুরূপ কর্মানুষ্ঠানেও আমরা
বিরত হইয়াছি। এ ঋক আমাদেরকে শাস্ত্র-জ্ঞান লাভে তথা কর্মানুষ্ঠানে
উদ্বুদ্ধ করিতেছে। * প্রার্থনা-পাক ঋকের মর্মার্থ এই যে,—‘হে দেব!

* এই যে উচ্চতাবর্ণপূর্ণ পঞ্চমুখী, ইহার যে কিরূপ কর্তব্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহা মনে
করিলেও কষ্ট হয়। এক হিসাবে সাধারণ ভাষায় সে কর্তব্য কল্পনার ভিত্তিস্থানীয়। এই
ধকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—“পূবপদে আমাদের নিমিত্ত যজ্ঞনিপাদক সোমযুক্ত
বসস্তাদি ছয় পত্নকে ক্রমে ক্রমে বারবার আনয়ন করেন, যজ্ঞপ কৃষকেরা গরু দ্বারা বৎস-
ক্রেত্র বৎসরে বৎসরে বারবার কর্ষণ করে।” আর একটা অর্থবাদ,—“এবং সেই পুত্র
আমার জন্ত সোমের সতিত ছয় (পত্ন) ক্রমাগত বার বার আনিয়াছিলেন, (কৃষক)
যে রূপ গরু দ্বারা বার বার ধ্বংস করে।” বলা বাহুল্য, এইরূপ অর্থ হওয়ার মূল-
সারণ্যার্থের অন্তর্গত “যথা বৎসুদ্ভিঃ স্তু মৎ প্রতিসবৎসরং পুনঃ পুনঃ কৃষতি তৎসৎ।”

ধকে ‘যট’ শব্দ আছে। তাহা হইতে বসস্তাদি যটপত্ন কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার
এই ‘যট’ শব্দে যটপত্ন অর্থ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আবার আর্ধ্যগণের আদি-বাস-নির্গম
প্রসঙ্গে বলেন,—‘উত্তর-মেরুতে আর্ধ্যগণ বাস করিতেন; সেখানে বসস্তাদি ঋকু বিত্তমান

২ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১১ বর্গ।] ত্রয়োবিংশসূক্তং ।

১০৪৩

আমাদিগকে গেই জ্ঞান দেন,—যেন আমরা আপন আপন কর্তব্যকর্ম সাধন করিতে সমর্থ হই,—যেন আমাদের জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত-হৃদয়, ভক্ত-যুত হইয়া, ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম করিতে সমর্থ হয়।' (১ম—২সূ—১০খ) ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা ।

অপোনপ্তী একধনানুপানীতান্ন স্বরমন্ত্রগচ্ছন্নয়ন ইতি যে অত্রক্রমাৎ । তৃতীয়রাপে দেবীরিতাননৈকধনান্ন চবির্জানং প্রবিষ্টান্ন স্বরমন্ত্রপ্রবিশেৎ । তপৈষ স্মৃত্তিতং । অঘরো বস্তাধ্বতিরিতি তিস উত্তমরাগুপ্রপঞ্চেতি । অশ্বিনঃস্বাচ প্রথমং সূক্তে ষোড়শীমুচমাৎ ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

অপোনপ্তীস্বরীর একধনাসমূহ উপানীত হইলে, কর্তা স্বরং পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে "অঘরো" এই শব্দস্বর, অনুবাক্যরূপে পাঠ করিবেন। এবং "আপো দেবীঃ" এই তৃতীয়া ঋক্ দ্বারা একধনাসমূহ হবির্ধানপ্রবিষ্ট হইলে, স্বরং পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে। সেইরূপ স্মৃত্তিতং হইয়াছে, - "অঘরো বস্তাধ্বতিরিতি তিস উত্তমরাগুপ্রপঞ্চেতি" ইতি। সেই তৃতীর প্রথম এবং এই সূক্তের ষোড়শী ঋক্ কণিত হইতেছে।

ছিল না; সুতরাং তাঁহারা কেবল ঋকের মধ্যে শীতের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন।' এই বলিয়া, বেদের যে যে স্থলে শৈত্যস্বাপক শব্দ আছে, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ-রূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এই অর্থ—যড়-ঋতুর প্রসঙ্গ—অবতারনার সময় তাঁহাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই। আমরা বলি, -এই 'যটু' শব্দে যদি যড়শব্দ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আর্ষাগণের আদি-বাস ভারতবর্ষে তিস অত্র মন্ত্রগণন কর না। কারণ, যড়শব্দ একমাত্র ভারতবর্ষেই অব্যাহত আছে

আমরা বলি, 'যড়-যুক্তান্' শব্দে এখানে 'যটু-কর্মযুক্তান্' অর্থ—অধিকতর সঙ্গত কর। কে যুক্তির সাহায্যে যড়-শব্দকে টানিয়া আনা কর, সেই যুক্তির বলেই আমরা বলিতেছি, 'যটু' শব্দে যটুকর্ম বুঝায়। 'গোতিঃ' শব্দে আমরা প্রথম চেষ্টাতে কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। অজ্ঞান বাখ্যাকারগণ প্রায়ই 'পক' অর্থ, দুই এক স্থলে 'করণ' অর্থও, গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বাগের ন্যেই অর্থ-সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। শব্দে রছিল—'কবং চকৃৎবৎ'। কর্ণ-মূলক 'চকৃৎবৎ' শব্দ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে 'যবৎ' দেখিয়া, অধিকতর 'গোতিঃ' পদ-বিভ্রমান থাকার, গরুর, ঘেঁষের ও কুবকের সম্বন্ধ জাগ করা বার কি ? কাজেই উপমার দাঁড়াইয়াছে, - 'কুবকেরা যেমন বারংবার ঘেঁষ চাপ করে।' আমরা মনে করি, 'কর্ণ'-মূলক 'কব' শব্দ মর্মেই আত্মোৎকর্ষসাধনত্ব-প্রকাশ করিতেছে। 'মিশ্রিত-করণ' অর্থ-মূলক 'যু' শব্দ হইতে নিস্পন্ন 'যবৎ' শব্দে এখানে মিশ্রণের ভাব বিস্তৃত অথ কোমল হাবই প্রকাশ করিতে পারে না। য়াংরা আর্ষাগণকে যবৎর চক্ষুঃসম্বন্ধে

ষোড়শী ঋক্ ।

(অর্থঃ মণ্ডলঃ । অমোবিশ্বকঃ । ষোড়শী ঋক্ ।)

অস্বয়ৌ যন্ত্যধ্বভির্জাময়ৌ অধ্বরীয়তাং ।

পৃকতীমধুনা পয়ঃ ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অস্বয়ঃ । যন্ত্ । অধ্বভিঃ । জাময়ঃ । অধ্বরীয়তাং ।

পৃকতীঃ । মধুনা । পয়ঃ । ১৬ ।

* * *

মহাভাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অধ্বরীয়তাং' (দেববজ্রকর্তৃ মিচ্ছতাং অস্মাকং) 'জাময়ঃ' (হিতকারিণ্যঃ) 'অস্বয়ঃ' (মাতৃস্থানীয়া আপঃ, সম্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুনা' (মাধুর্য্যাসেন) 'পয়ঃ' (হৃৎ, অমৃতং, প্রাণশাক্তং) 'পৃকতীঃ' (যোজনস্তাঃ, সঞ্চারস্তাঃ) 'অধ্বভিঃ' (দেববজ্রমার্গৈঃ, সংকর্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যন্ত্' (গচ্ছন্তি, ভগবন্তঃ প্রাপ্তু বন্তি) । অস্বয়ঃ ভাবঃ—অপ্, দেবতা (সম্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) হি অস্মাকং প্রাণশাক্তপ্রদাতী মাতৃস্থানীয়ারান্তত্বা অহুগ্রহেণ অস্মাকং পৃকতা ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি । (১ম—২৩ম—১৬ম) ।

* * *

বঙ্গভাষ্যাদ ।

দেবারাধনায় ইচ্ছুক আমাদিগের হিতকারী মাতৃস্থানীয়া অপ্ সমুহ (সঙ্কতাননিত) মাধুর্য্যাসেন দ্বারা অমৃত (প্রাণশাক্ত) সঞ্চার করিতে

দেব-সমূহের আধ্বানী বলিয়া সজ্ঞাত করিয়াছেন, এ 'স্বয়ং' শব্দ, তাঁহাদের যুক্তির পক্ষে প্রহারতা করিতে বটে; কিন্তু তৎপদশী জন ধার্ষণিক অহুসরণে 'মিশ্রণ' অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। সাধারণে এতদর্থেই প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; তিনি বজ্রাদির পক্ষে অহুসরণ উচ্চারণের উৎসাহিতার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং দেব-প্রাচলিত শব্দার্থেরই অহুসরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, একটু অতিনিবেশ-রূপে মন্ত্রার্থ অবগত হওয়ার পক্ষে প্রযত্নের হইলে আমায় যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, সেই অর্থের গর্হিত অমৃত হইবে।

করিতে, দেবযজন-পথ সমূহের দ্বারা (মৎকর্ম সাধনের দ্বারা) ভগবানকে
প্রাপ্ত হয়। (তাই এই যে,—অপ্ দেবতা (মত্বতাব) আমাদিগের
প্রাণশক্তিপ্রদাত্রী মাতৃস্থানীয়া ত্রাহার অনুগ্রহে আমাদিগের পূজা ভগবৎ-
সান্নীপ্য প্রাপ্ত হয়।)। (১ম—২৫সূ—১৩শ)।

সায়ণ-ভাষ্যঃ।

অধরীরতামধরমাখন ইচ্ছতামম্বাকমধরো মাতৃস্থানীয়া আপঃ। তথা চ কৌশীতকি-
ত্রাঙ্গণে সমাম্ময়তে। অধরো যস্যধ্বাভিরিত্যাপো বা অধর হাত। তা আপোহধ্বাভির্দেব-
যজনমার্গৈর্দীপ্ত। সচ্ছক্তি। কৌদ্রু আপঃ। জাময়ঃ। হিতকারিণ্যো বন্ধবঃ। তথা মধুনা
মাধুর্য্যরসেন যুক্তং পয়ঃ পৃক্বতীঃ। গ্যাদিবু যোজয়ন্তঃ।

অধরঃ। ররি গবি অবি শক্বে। এতম্বাদচ ইঃ। উ० ৪।১৪০। ইতি একম্বপ
বাহুল্যাদিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অধ্বাভিঃ। অদেধ্ চ। উ० ৪।১১৭। ইতি কনিপ্।
পিপ্বাৎ প্রত্যয়তাদুদাত্তে ধাতুস্বরঃ। জাময়ঃ। জমু অদনে। বাহুল্যাদিঃ অধরীরতাং।
অধরশব্দাৎ স্প আপখনঃ ক্যচিৎ কাচু। কাচি চেতীৎ অপুরোদীনাতিত বক্তব্য-
মিত বচনায় ছন্দতপুত্রোত্তীর্ষনিষেধাতাবঃ। সর্কে বিধয়চ্ছন্দসি বিকল্পান্ত ইতি কব্যধর-
পৃক্বনত। পা० ৭।৪।৩২। ইত্যকারলোপোহপি ন ভবতি। কাচ্ প্রত্যয়ান্তধাতোণাটঃ

সায়ণ-ভাষ্যে বঙ্গানুবাদ।

অধরেচ্ছু আমাদিগের জলসমূহ মাতৃস্থানীয়া। জল যে মাতৃস্থানীয়া, ইহা কৌশীতকী-
ত্রাঙ্গণে সম্যক্রূপে পাঠ্য হইয়াছে,—“অধরো যস্যধ্বাভিরিত্যাপো বা অধরঃ” ইতি। সেই
জলসমূহ, দেবযজনমার্গে গমন করিয়া থাকে। জলসমূহ কৌদ্রু? “জাময়ঃ” অর্থাৎ হিতকারী
বন্ধু; এবং মাধুর্য্যরসযুক্ত জলকে গমলাদ বিষয়ে যোজনকারী।

“অধরঃ” এই পদটি, শব্দার্থক অবি (অবি) ধাতুর উত্তর “অ চ ইঃ” (উ०
৪।১৪০) এই সূত্র দ্বারা ‘হ’ প্রত্যয়ে স্তম্ভাগমে নিস্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর।
“অধ্বাভিঃ” এই পদটি, “অদেধ্ চ” (উ० ৪।১১৭) এই সূত্র দ্বারা ‘অদ’ ধাতুর উত্তর
কনিপ্ প্রত্যয়ে ‘দ’ এর স্থানে ‘ধ’ করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিস্পন্ন হইয়াছে। পিপ্বাৎ
প্রত্যয়স্বর অনুদাত্ত ও ধাতুর ধাতুস্বর হইয়াছে। “জাময়ঃ” এই পদটি, অদনার্থক ‘জমু’
(জম) ধাতুর উত্তর বহু প্রযুক্ত ‘ই’ প্রত্যয় করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। “অধরীরতাং”
এই পদটি ‘অধর’ শব্দের উত্তর “স্প আপখনঃ কাচ্” এই সূত্র দ্বারা ‘কাচ’ (য) প্রত্যয়,
“কাচিচ” সূত্র দ্বারা দ্বিঃ ‘অপুরোদীনাতিত বক্তব্যঃ’ এই বচন প্রযুক্ত “ন ছন্দত পুত্রত”
এই সূত্র দ্বারা দ্বিঃ নিষেধের অভাব এবং ‘সকল বিধিই ছন্দোবিধয়ে বিকল্পিত হয়’ এই হেতু
“কব্যধরপৃক্বনত” (পা० ৭।৪।৩২) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হয় নাহি। অন্তর
‘কাচ্’ প্রত্যয়ান্ত ‘অধরীরতাং’ এই ধাতুর উত্তর গাটের গত্ব করিয়া বহু বিকল্পের বহুবচনে

শত্ । শপঃ শিখাদগ্রদাস্তবং । শত্শচ লসার্কধাতুকস্বরেণ ত্রি। তয়োঃ টকাচা ট্। সট্। কাশেপঃ । একাদেশ উদাস্তেনোদাস্ত ইত্যাস্তোদাস্তে। সতি শত্। শুমো নত্। জাদী। ইতি বর্থা। উদাস্তবং । পৃক্। পৃচী সম্পর্কে । লটঃ শত্ । রুধাদিত্যঃ শ্। শ্। সারলোপঃ । অশুখারপরসবর্ণে । উগিতশ্চি ত্রি। বা। ছন্দনীতি পূর্বসবর্ণদীর্ঘবৎ । শত্। শুমো। ইতি ত্রি। প উদাস্তবৎ । ১৬ ।

ষোড়শা (২৪৪) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকে এবং ইহার পরবর্তী দুইটি ঋকে অপ-দেবতার (জল-ধিষ্ঠাত্তী দেবতার) উপাসনা আছে । এ ঋকে বল হইতেছে, যাহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি সংকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জল দেবতা তাঁহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং পরম হিতকারিণী । জননী যেমন সন্তানদানে সম্বানের শক্তি বর্দ্ধন করিয়া সম্বানকে জীবন-পথে পরিচালিত করেন, মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা সেইরূপ অমৃত-বৎ প্রাণশক্তিদানে সংকর্মকর্তাকে ভগবৎসমীপে সংবাহিত করিয়া লইয়া যান । এখানের প্রার্থনা-ভাব এই যে, গেই মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা আমাদের জীবনী-শক্তি দানে ভগবৎ-সমীপে লইয়া চলুন । দেবতার অনুকম্পা না হইলে, মানুষের সামর্থ্যই নাই যে, ভগবৎসমীপে পৌঁছিতে পারে । এখানে কর্মকারী তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে দেবতারে প্রার্থী হইয়াছেন । ●

উক্ত “অশুখারপরতাং” পদটি নিম্নরূপ হইয়াছে । ‘শত্’ প্রত্যয়ের সার্কধাতুক লকারস্বর-হেতু ইহাদের কাচের সহিত একাদেশস্বর । “একাদেশ উদাস্তেনোদাস্তঃ” এই সূত্র দ্বারা অস্তো-দাস্ত-স্বরের প্রাপ্তিতে “শত্। শুমো নত্। জাদী” এই সূত্র দ্বারা বর্জীর উদাস্তস্বর হইয়াছে । সম্পর্কার্থক ‘পৃচী’ (পৃচ্) ধাতুর উত্তর লটের শত্ করিয়া “রুধাদিত্যঃ শ্। শ্। সারলোপঃ” সূত্র দ্বারা শ্। শ্। সারলোপ, ন এর স্থানে অশুখার পরসবর্ণ (ঞ) “উগিতশ্চ” সূত্র দ্বারা ত্রি। প এবং “বা ছন্দসি” সূত্র দ্বারা পূর্বসবর্ণ ও দীর্ঘ করিয়া “পৃক্। পৃচী” এই পদটি নিম্নরূপ হইয়াছে । “শত্। শুমো নত্। জাদী” এই সূত্র দ্বারা ত্রি। পের উদাস্ত স্বর হইয়াছে । (১ম—২০সূ ১৬খ) ।

● এই ঋকের এই মন্ত্রকে রূপান্তরিত করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ ‘যজ্ঞকেন দিয়া নদী বহিরা যার’ এইরূপ ভাব আনয়ন করিয়াছেন । একটি বঙ্গভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি । বঙ্গা, — “আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদের মাতৃস্থানীয়া (জল) বঙ্গপন দিয়া বাইতেছে ; সেই জল আমাদের হিতকারী বস্তু এবং ছদ্মকে নিষ্ট করিতেছে ।” এবং প্রকার ব্যাখ্যাও মন্ত্রে অধিক আলোচনা নিম্নরূপে ।

এ পঙ্কের অন্তর্গত 'অম্বঃ' 'মধুনা' ও 'পয়ঃ'—এই তিনটি শব্দ উপন্যাস বহুতাব প্রকাশ করিতেছে। অলের স্নেহতাব, দেবতার মাতৃস্বের সূচনা করিয়াছে। 'পয়ঃ' শব্দে দুগ্ধ ও অমৃত—দুই ভাবই আনয়ন করিতেছে। জননী যেমন দুগ্ধদানে গস্তানকে পালন করেন, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেইরূপ জননীই স্নেহে গস্তানকে স্তানামৃত দান করেন।

অপ্-দেবতা বলিতে আমরা স্নগ্ধ স্নহস্বরূপ সত্ত্বতাবকে নির্দেশ করি। আমাদিগের ব্যাখ্যা সেই দৃষ্টিতেই সম্পন্ন হইয়াছে। (১ম—২৩সূ—১০ক)।

— * —

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমঃ সপ্তমঃ। ঐয়োবিংশ সূক্তঃ। সপ্তদশী ঋক্।)

অমূর্গা উপ সূর্যো যাভিব। সূর্যঃ সহ।

তা নো হিব্বস্তধুরং ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

অমূঃ। যাঃ। উপ। সূর্যো। যাভিঃ। বা। সূর্যঃ। সহ।

তাঃ। নঃ। হিব্বস্ত। অধ্বরং। ১৬।

মহাশাস্ত্রী-ব্যাখ্যা।

'যাঃ' (পূর্কোক্তাঃ) 'অমূঃ' (এতা আপঃ, সত্ত্বতাবনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) 'সূর্যো' (জানবরূপে ভগবতি সূর্যাদেবে) 'উপ' (সামীপাসম্বন্ধযুতাঃ ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'সূর্যঃ' (জানবরূপঃ সূর্যাদেবঃ) 'যাভিঃ' (পূর্কোক্তাভঃ অভিঃ) 'সহ' (অভিন্নতাবেন বর্ততে), 'তাঃ' (অপ্-দেবতাঃ, সত্ত্বতাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অন্নদীরং) 'অধ্বরং' (বাগাদিসংকর্ষ) 'হিব্বস্ত' (প্রণীকৃত, সাধনত)। এষা ঋক্ অপ্-দেবতয়া সহ জানবরূপস্ত সূর্যাদেবস্ত সর্কথা অভিন্নতং সূচয়তি; সা দেবতা অম্বাকং কর্ষ সূসিদ্ধং কয়োতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম - ২৩সূ - ১৭ক)।

বঙ্গভাবাদ ।

পুস্তোক্ত এই যে অপ-সমূহ (মন্ত্রভাবনিবহ) জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ন সূর্য্যদেবে শাস্ত্রোপ্য-সম্বন্ধ যুক্ত, অথবা জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবই উহাদিগের সহিত ঐক্যভাবে অবস্থিত ; সেই অপ-দেবতাগণ (মন্ত্রভাবসমূহ) আমাদিগের ষাগাদি-গৎকর্মেতে সঙ্গিত করুন । (এই গক্‌টী অপ-দেবতার সহিত জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতার ঐক্যমত সূচনা করিতেছে ; সেই দেবতা আমাদিগের কর্মে সঙ্গিত করুন—এই প্রার্থনা ।) ॥ (১ম—২০সূ—১৭খ) ॥

সারণ-ভাষ্য ।

বা অমুরাপঃ সূর্য্য উপ সমীপেনাবস্থিতাঃ । আপঃ সূর্য্যো সমাহিতা ইতি স্পৃহ্যন্তরাং ।
বা । অথবা সূর্য্যো যাতরস্তিঃ সচ বর্ততে । পূর্ব্বভাপাং প্রাধাত্তমুত্তরত সূর্য্যোত্ত বিশেষঃ ।
ভাত্তাদৃশ আপো নোৎসন্নদীয়মধ্বরঃ যাগং চিহ্নত শ্রীণমস্ত । প্রক্রিয়া স্পষ্টা । বাতিঃ ।
দাবেকাচ ইতি বিভক্ত্যুদাস্তত্ব ন মোক্ষনসাববর্ণোত্ত প্রাত্তবেধঃ । (১ম - ২০সূ - ১৭খ) ॥

সপ্তদশ (২৪৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকে ভগবানের সহিত দেবতার—ব্যষ্টি-গত দেববিভূতির সহিত লক্ষ্যগত দেবতার সম্বন্ধ-সূত্রের আভাস পাওয়া যায় । পক্ষান্তরে এক দেবতার সহিত অন্য দেবতার সম্বন্ধের বিষয়ও এ ঋকে সূচিত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে ।

সূর্য্যদেব বালিতে জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানাপার ভগবানকে বুঝাইতে পারে ।
আগর, ভগবান্নভূতি জ্ঞানমাত্রকে লক্ষ্য হইয়াছে, তাহাও বালিতে পারি ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গভাবাদ ।

যে এই জল-সমূহ সূর্য্যদেবের সমীপে অবস্থিত । অত্র স্পৃহ্যন্তরাকোত্ত কথিত হইয়াছে,
—“আপঃ সূর্য্যো সমাহিতাঃ” ইতি । অথবা, যে জল-সমূহের সহিত সূর্য্যদেব অবস্থিত ।
ঐহলে পূর্ব্ববাক্যে জল-সমূহের এবং পরবাক্যে সূর্য্যদেবের প্রাধাত্ত কীর্তিত হইয়াছে ইহাই
বিশেষ্য । তাদৃশ জল-সমূহ, আমাদিগের বক্তকে শ্রীত করুন ।

এই সপ্তদশাঙ্কিত পদ-সমূহের স্বরাদিশাধন প্রক্রিয়া স্পষ্ট ; বিশেষ এই যে “বাতিঃ”
পদটির বিভক্তিস্বর, “দাবেকাচঃ” সূত্রানুসারে উদাত্ত হয়, কিন্তু “নগোক্ষনসাববর্ণ” এই-স্ব
যারা তাহার নিষেধ হইয়াছে । (১ম—২০সূ—১৭খ) ॥

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১১ বর্গ।] ত্রয়োবিংশসূক্তঃ।

১০৫

তাহাও বলিতে পারি। ভগবস্তাবে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিলে, ভগবানের সহিত অপ্ দেবতার কি সম্বন্ধ, সেই দেবতা কি ভাবে ভগবৎ-সমীপে অবস্থিত আছেন, তাহা বুঝা যায়। আবার উভয়কে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া মনে করিলে, দুইয়ের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন, তাহাও প্রতীত হয়। ফলতঃ, ভগবান হইতে ভগবদ্বিভূতি যে পৃথক নহে, অপিচ দেববিভূতিগণের পরস্পরের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—এ থাকের তাহাই মুখ্য লক্ষ্য।

শাকের প্রার্থনা এই যে,—‘হে অপ্ দেবতা, জ্ঞানের সহিত আপনার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আপনি আমাদিগের যজ্ঞাদি-কর্মা স্নস্পন্ন করিয়া দেন। স্নেহ কারুণ্যাদি স্নিহুভাবে মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।’ (১ম—২০সূ—১৭শা)।

— . —

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমঃ মন্ত্রঃ। ত্রয়োবিংশসূক্তঃ। অষ্টাদশী ঋক্)।

অপো দেবীরূপস্যয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।

সিন্ধুভ্যঃ কত্বং হবিঃ ॥ ১৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ।

অপঃ। দেবীঃ। উপ। স্যয়ে। যত্র। গাবঃ। পিবন্তি। নঃ।

সিন্ধুভ্যঃ। কত্বং। হবিঃ। ১৮ ॥

• • •

মর্ধ্যাসারিনী-ব্যাখ্যা।

‘অপঃ’ (সম্বন্ধরূপাঃ) ‘দেবীঃ’ (দেবতাঃ) ‘উপ’ (সমীপে) ‘স্যয়ে’ (স্বায়ামি); ‘যত্র’ (যাহ অপ্) ‘নঃ’ (অন্মাকং) ‘গাবঃ’ (জানানি) ‘পিবন্তি’ (পানং কুরুন্তি—অমৃতমিতি শেষঃ), বহা ‘যত্র’ (অপ্ সমীপবর্ত্তিষু) ‘গাবঃ’ (জানানি) ‘নঃ’ (অন্মান্) ‘পিবন্তি’

৫ অধিকৃষ্ণিত) ; 'সিদ্ধতাঃ' (অস্ত্রোদেবতাভ্যঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ে, অর্চনং, অনুসরণং ইত্যর্থে) 'কর্ষ' (কর্তব্যং) । অরং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যে অপ্-দেবতারিঃ স্বরূপং বরং জানীমাঃ ; তত্রৈব অমৃতং প্রাপ্নুমানঃ ; অতঃ তাসাং অনুসরণং কর্তব্যং । (১ম-২৩সূ-১৮ধ) ।

বঙ্গাহুবাদ ।

সম্বন্ধরূপ দেবগণকে সমীপে আহ্বান করিতেছি ; যে অপ্-দেবতার অত্যন্তরে আমাদিগের জ্ঞানসমূহ, অমৃত পান করিয়া থাকে ; অথবা, যে দেবতা সমীপবর্তিনী হইলে জ্ঞান-সমূহ আমাদিগকে অধিকার করে ; সেই অপ্-দেবতার উদ্দেশে অর্চনা কর্তব্য । (ভাব এই যে,—জ্ঞানসাহায্যে অপ্-দেবতার স্বরূপ আমরা জ্ঞাত হই ; সেখানেই অমৃত প্রাপ্ত হই ; অতএব তাঁহার অনুসরণ কর্তব্য ।) । (১ম-২৩সূ-১৮ধ) ।

সারণ-ভাষ্য ।

মোহনদীরা গাবো যজ্ঞ যানু অঙ্গু পিবন্তি । পানং কুর্ন্তি । তা অপো দেবীরূপেণৈব । আহ্বয়ামি । সিদ্ধতাঃ স্তননশীলাভোহস্ত্রোদেবতাভ্যো হবিঃ কর্ষ । অস্মাভিঃ কর্তব্যং ॥

অপঃ । উড়িমিত্যাदिना षस उदात्तश्च । पिवन्ति । पाञ्चेत्यादिना पिवादेशः । षसः पिवादिमुदात्तश्च । तिङ्श्ल लसार्कधातुरश्चरेण धातुश्चरेणादात्तश्च । निपाठैर्ध्वदीत्यादिना निघातात्तावः । कर्ष । डुकृक्करणे । कृत्यार्थे तैवेकैकेश्चमः । पा० ३।४।१४ । इति कर्षणि षन् प्रेतायः । षणः । निश्चरेणादात्तश्च । (१म-२३सू-१८ध) ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গাহুবাদ ।

আমাদিগের গাভীগণ, যে জল-সমূহ পান করিয়া থাকে, সেই জলদেবী-সমূহকে আমি আহ্বান করিতেছি । করণশীল জল-দেবতা-সমূহের নিমিত্ত 'হবিঃ' আমাদের করা উচিত ।

"অপঃ" এই পদটিতে "উড়িমঃ" ইত্যাদি শব্দদ্বারা 'শস্' বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে । "পিবন্তি" এই পদটিতে "পাञ्চ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা 'পা' ধাতুর স্থানে 'পিব' আদেশ হইয়াছে । এখানে 'শস্' প্রত্যয়ের পিষহেতু অদাত্তস্বর হইয়াছে এবং তিঙের সার্কধাতু লকারস্বর-হেতু ধাতুস্বরবশতঃ আদাত্তস্বর হইয়াছে । "নিপাঠৈর্ধ্বদীত্যাदिना" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নিষেধ থাকায় "তিङ्শ्ल" শব্দদ্বারা নিঘাতস্বর হয় নাই । "কর্ষ" এই পদটি, করণার্থবিশিষ্ট 'ডুকৃক্' (কৃ) ধাতুর উত্তর "কৃত্যার্থে তৈবেকৈকেশ্চমঃ" (পা० ৩।৪।১৪) এই শব্দ দ্বারা কঁন্দ্বাচ্যে 'ষন্' প্রত্যয়ে ষণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । নিষ্পন্ন হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । (১ম-২৩সূ-১৮ধ) ।

অষ্টাদশ (২৪৬) ঋকের বিশদার্থ ।

—•••••—

এই ঋকের অন্তর্গত “যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ” বাক্যের অর্থ লইয়া নানারূপ ভঙ্গনা-কল্পনা চলিয়াছে। প্রধানতঃ সকলেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—‘আমাদিগের গরু-সকল যে জল পান করে।’ তদনুসারে ঋকের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—‘আমাদের গাভীরা যে জল পান করে,—সেই জলদেবীকে আমরা আহ্বান করি। প্রবহমানা নদীকে আমাদের হবির্দান করা কর্তব্য’।

গরুতে জল পান করে অতএব তিনি দেবী এবং আরাধ্যা,—এরূপ অর্থ কল্পনা করিতেও মস্তোচ্চ বোধ হয়। অল্প-মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ ঋকে পূর্বেকৃতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত আছে। ঋকের যে যে স্থলে ‘গো’ শব্দের ব্যবহার আছে, সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, ‘গো’ শব্দে ‘গরু’ না বুঝাইয়া, কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থই সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এখানে, এ ঋকে, ‘গাবঃ’ শব্দে জ্ঞান-সমূহকেই বুঝাইতেছে। বিষয় বিশেষের জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞান বলা যায় না। নানা বিষয়ের নানারূপ জ্ঞান মঞ্জাত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয়। এখানে ‘গাবঃ’ পদ সেই বহুবিষয়ক জ্ঞানের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আমাদের বিবিধ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে অমৃত পান করিতে সমর্থ হই, এখানে সেই কথাই বলা হইয়াছে। জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইলে আমাদের অমৃত-পান সম্ভবপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, জলদেবতার স্বরূপ অবগত হইলে, জ্ঞান আশ্রিতা আমাদিগকে অধিকার করে। দুইরূপ অর্থেই একই ভাব অধ্যাক্রান্ত হয়। কলতঃ, গরুর জলপানের কোনই সম্বন্ধ নাই; জ্ঞান সাহায্যে দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অমৃত প্রাপ্তি ঘটে,—ইহাই এ ঋকের মর্মার্থ। এইরূপ অর্থে ‘অপ্’-দেবতা-সংক্রান্ত কয়েকটি ঋকের মধ্যেই যে অভিন্ন ভাব বিস্তারিত আছে, তাহা প্রতীত হইবে। (১ম—২০সূ—১৮ঋ)।

—•••••—

একোনিবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োবিংশপৃষ্ঠং । একোনিবিংশী ঋক্) ।

অপ্‌স্ব্যন্তরমৃতম্পু ভেষজমপায়ুত প্রশান্তয়ে ।

দেবা ভবত বাজিনঃ ॥ ১৯ ॥ *

পদ-বিশ্লেষণং ।

অপ্‌স্ব্য । অস্তঃ । অমৃতং । অপ্‌স্ব্য । ভেষজং । অপায়ুত ।

উত । প্রশান্তয়ে । দেবাঃ । ভবত । বাজিনঃ ॥ ১৯ ॥

* * *

মর্ধ্যানুসারিণী-বাখ্যা ।

‘অপ্‌স্ব্য’ (অপ্‌দেবতাস্ব্য সবেস্ব ইত্যর্থঃ) ‘অস্তঃ’ (মন্যো) ‘অমৃতং’ (স্নান) অস্তি ইতি শেষঃ ; ‘অপ্‌স্ব্য’ (অপ্‌দেবতাস্ব্য সবেস্ব ইত্যর্থঃ) ‘ভেষজং’ (ঔষধং) বর্জতে ইতি শেষঃ ; ‘উত’ (অপিচ, অতএব) ‘অপায়ুত’ (অপ্‌দেবতান্যে) ‘প্রশান্তয়ে’ (প্রশান্ত্যর্থং, অনুসরণার্থ ইত্যর্থঃ) ‘দেবাঃ’ (অন্মাকং অস্তরস্থাঃ হে দেবতাবাঃ) ‘বাজিনঃ’ (ভরাগুক্তাঃ) ‘ভবত’ (স্হা) । অপ্‌দেবতা (সন্ততাবাঃ ইত্যর্থঃ) হি ব্যাধিনাশিকা অমরত্বপ্রদাঃ ; অতঃ, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! ভরয়া তান্যে অনুসরণপরাগীঃ ভবত বৃষমিতি ভাবঃ । (১ম—২৩স্ব—১৯খ) ।

* এই ঋকের অন্তর্গত “অপ্‌স্ব্যন্তরমৃতম্পু” বাক্যের মন্যো অক্ষরান্তে স্বরযুক্ত একটা ‘স্ব’ সংখ্যা রহিয়াছে । ঐরূপ কোণাও ‘২’ এবং কোণাও ‘৩’ প্রভৃতি সংখ্যাও দৃষ্ট হইবে । এ সকল সংখ্যার সমাবেশ উচ্চারণ-মূলক । ‘স্ব’—হ্রস্বের চিহ্ন, ‘২’—দীর্ঘের চিহ্ন, এবং ‘৩’—প্লুতের চিহ্ন । ব্যঞ্জন-বর্ণ অর্ধ-মাত্রায় উচ্চারিত হইয়া থাকে । শব্দবিশেষের উচ্চারণ-স্থলে ঐরূপ সংকেত ব্যবহৃত হয় । যথা,—“একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বা দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে । ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জ্যেয়ো ব্যঞ্জনং চার্কিমাত্রকং ।” এরূপ উচ্চারণ-চিহ্ন ব্যবহার-বিষয়ে নানারূপ বিধি আছে । এ বিষয়ের দুই একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে । আরম্ভে ‘ঔ’ থাকিলে, তাতার উচ্চারণ প্লুত হয় । অর্থাৎ তিন মাত্রা (বার) ‘ঔ’ উচ্চারণ করিলে প্লুতের উচ্চারণ সমাপ্ত হয় । যেমন, “ঔ৩অগ্নীমৌ পুরোহিতং” উচ্চারণ-কালে ‘ঔ-ঔ-ঔ’ ইত্যাদিরূপ উচ্চারণের প্রয়োজন হয় । যজ্ঞকর্ম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, ‘ষে’ পদটী প্লুতরূপে এবং তজ্জপে প্রযুক্ত অন্ত্য-পদের ‘ঔ’ প্লুত হয় । এইরূপ প্লুতাদি উচ্চারণের বহু নিয়ম আছে । যেখানে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে, তাহা দেখিয়া পাঠকগণ উচ্চারণ স্থির করিয়া লইবেন ।

বঙ্গানুবাদ।

অপ্-দেবতার মধ্যে (স্তম্ভগমূহে) স্তম্ভা রহিয়াছে; অপ্-দেবতার মধ্যে (স্তম্ভগমূহে) ভেষজ বর্তমান রহিয়াছে; অতএব, অপ্-দেবতাগণের অনুগরণের নিমিত্ত, হে আমাদিগের অন্তরস্থ দেবতাবসমূহ, তোমরা স্বরাসিত হও। (ভাব এই যে,—অপ্-দেবতা (স্তম্ভভাব) ব্যাধিনাশক ও অমরত্বপ্রদ; অতএব, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা স্বরাসিত হও।) ॥ (১ম—২০সূ—১৯শ) ।

* . *

সারণ-ভাষ্যং ।

অপ্সু জলেদস্তম্ভগমূহতঃ পীযুষং বর্ততে । তস্তাক্ষিকারহাৎ । অমৃতং বা আপ ইতি শ্রুত্যস্তরাচ্চ । তথোবাপ্সু ভেষজমৌষধং বর্ততে । ক্ষুদ্রাগনিবর্তকস্তাম্রপ্কার্যহাৎ । উত অপি চ তাদৃশীনামপাং দেবতানাং প্রশস্তয়ে প্রশংসার্থং হে দেবা ঋষিভাদয়ো ব্রাহ্মণাঃ । এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদব্রাহ্মণা ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ । বাঞ্ছিনো বেগবস্তো ভবত । শীঘ্রং স্তুতিং কুরুতেত্যর্থঃ ॥ অপ্সু । উড়িমিত্যাদিনা সপ্তম্যা উদাস্তম্বং । সংহিতাম্যুদাস্ত-স্বরিতমোর্যণঃ স্বরিত ইতি স্বরিতম্বং । অমৃতং । নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ । পা० ৬।২।১১৬ । ইত্যুত্তরপদাদাস্তম্বং । প্রশস্তয়ে । তাদৌ চ নিতি । পা० ৬।২।৫০ । ইতি গতে:

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

জলের মধ্যে অমৃত অর্থাৎ স্বর্ষীয় স্তম্ভা বর্তমান আছে। কেহোতু, ঐ স্তম্ভা জলেরই বিকারমাত্র। উক্ত বিষয় অল্প শ্রুতিতে কথিত আছে যে, 'অমৃতং বা আপঃ' ইতি অর্থাৎ জলই অমৃত। (এই শ্রুতিতে বৈ এই নিশ্চয়ার্থ অব্যয় শব্দ দ্বারা যেই জল সেই অমৃত এইরূপ অভেদ অর্থ বুঝাইতেছে।) ঐরূপে জলেতে ঔষধও বর্তমান আছে। কারণ, ক্ষুধারূপ রোগ-নিবারক যে অন্ন, তাহা জলের কার্য। (অর্থাৎ জল হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়)। অতএব, সেই প্রকার গুণ-সম্পন্ন অপ্ (জল) দেবতাগণের প্রশংসার জন্য, হে দেবগুরু ঋষিকৃ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ! 'এখানে যে দেব শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ যে দেবতা, তাহার প্রশংসা অল্প শ্রুতিতে বলিতেছেন যে 'এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদব্রাহ্মণাঃ' অর্থাৎ বাহারা ব্রাহ্মণ তাঁহারা এই প্রত্যক্ষদেবতা।' (আপনারা) সত্বর হউন। অর্থাৎ শীঘ্রই (তাঁহাদের) স্তুত করুন। 'অপ্সু' এই পদে 'উড়িম' (পা० ৬।১।১১১) এই শব্দদ্বারা সপ্তমী উদাস্তম্বর হইয়াছে। আর 'উদাস্তস্বরিতমোর্যণঃ স্বরিতঃ' (পা० ৬।২।৪) এই নিরমাস্তম্বরে সংহিতাতে স্বরিত নামক ম্বর হইয়াছে। 'অমৃতং' এই পদে নঞ-তৎপুরুষ হওয়ার 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' (পা० ৬।২।১১৬) এই নিরমাস্তম্বরে উত্তর পদের (অর্থাৎ মৃত পদের) আদি-ম্বর উদাস্ত। 'প্রশস্তয়ে' এই পদে 'তাদৌ

প্রকৃতিস্বরূপ । তবত । আমন্ত্রিতং পূর্বমবিভ্রমানবৎ ইতি পূর্বত আমন্ত্রিতত
অবিভ্রমানবশেন পাদাদিবাৎ ন নিঘাতঃ ॥ (১ম - ২৩সূ - ১২৭) ॥

উনবিংশ (২৪৭) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকে সাধারণ-দৃষ্টিতে জলের এবং পকাস্তরে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার
অর্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । জল যে অমৃত-স্বরূপ, ব্যাধিনাশক,
জল-চিকিৎসার (Hydropathy) প্রবর্তনার মূল যে এই ঋক্, এক
দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয় । আবার জলদেবতার উপাসনার মধ্য দিয়া
যে পরম-জ্ঞান লাভ হয়, এতৎপক্ষে তাহাও বুঝিতে পারা যায় ।
এখানে দুই দিকে দুই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি ।
যাঁহারা যে স্তরের উপালক, তাঁহারা সেই ভাবই উপলক্ষি করিবেন ।
একপক্ষে, জলকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে করিতে জলের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়িবে ; অন্যপক্ষে, যাঁহারা সাধনার একটু উচ্চ
স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জলের মধ্যেই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ
করিতে পারিবেন ।

আমরা অপ্ শব্দে সত্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । সত্ব ভাবের মধ্য
দিয়া যে অমৃত লাভ হয়, সে দৃষ্টিতে সেই নিত্য সত্য প্রতিভাত দেখি ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'দেবাঃ' শব্দে কেহ কেহ ঋত্বিকগণের
সম্বোধন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন । পুরোহিত যেন ঋত্বিকগণকে ডাকিয়া
কহিতেছেন,—'হে দেবগণ (দেবাঃ) ! তোমরা শীঘ্র পূজার লক্ষ্য
প্রাপ্ত হও ।' কিন্তু আমরা শুক্রপ আহ্বান সঙ্গত বলিয়া মনে করি না ।
অন্তরূপে দেবভাব-সমূহকে সাধক এখানে 'দেবাঃ' বলিয়া সম্বোধন

চ নিতি' (পা० ৬।২।৫০) এই নিয়মে গতির (প্র-এর) প্রকৃতিস্বরূপ হইয়াছে । 'তবত'
এই পদের পূর্বে আমন্ত্রিত 'দেবাঃ' এই পদ থাকায়, 'আমন্ত্রিতং পূর্বমবিভ্রমানবৎ'
(পা० ৮।১।৭২) এই নিয়মহেতু উহা অবিভ্রমানের স্তর হইয়াছে । অতএব এই 'তবত'
পদ, পদের আদিস্থিত হওয়ার নিঘাত-স্বর হইল না । (১ম - ২৩সূ - ১২৭) ॥

করিতেছেন। তিনি যখন দেবতত্ত্ব—জলদেবতার মাহাত্ম্য—অবগত হইতে পারিয়াছেন, তখনই তিনি আপনার অন্তরস্থিত দেবতাব-সমূহকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছেন। দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, দেবতা-বিষয়ে সত্যজ্ঞান সঞ্চার হইলেই, দেবারাধনায় মানুষের প্রবৃত্তি আসে। (১ম—২৩সূ—১৯শ) ।

সারণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

কারীর্যামুক্তমতাজ্যভাগতাপ্সু ম ইত্যোষাহবাক্য। বর্ষকামেষ্টিরিত্তি খণ্ডে২প্ৰথমে সর্দিষ্ট-
বাপ্সু মে সোমো অত্রবীৎ । আ० ২ ১৩ । ইতি সূত্রিতং । বিংশীমুচ্যেহ ।

বিংশী শ্লোক ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োবিংশসূক্তং । বিংশী শ্লোক ।)

অপ্সু মে সোমো অত্রবীদন্তু বিশ্বানি ভেষজা ।

অগ্নিং চ বিশ্বশস্তুবমাপশচ বিশ্বভেষজীঃ ॥ ২০ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অপ্সু । মে । সোমঃ । অত্রবীৎ । অন্তঃ । বিশ্বানি । ভেষজা ।

অগ্নিং । চ । বিশ্বশস্তুবমাপশচ । বিশ্বভেষজীঃ ॥ ২০ ॥

সারণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

কারীর্য—কাম্যবাগবিশেষ । তাহাতে শ্রেষ্ঠ আভ্য ভাগ সৎকে 'অপ্সু মে' এই মন্ত্র, অহবাক রূপে পঠিত হয় ; (অন্তএব) বর্ষকামেষ্টি খণ্ডে (অর্থাৎ যে প্রকরণে বৃষ্টি-কামনার বাগের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই খণ্ডে) "অপ্সু মে সর্দিষ্ট বাপ্সু মে সোমো অত্রবীৎ" (আ० ২ ১৩) এইরূপ সূত্রিত করা হইয়াছে ।

মর্শ্বানুগারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অপ্সু' (অপ্-দেবতাসু, সশ্বেষু) 'বিখানি' (সর্কানি) 'ভেষজা' (ভেষজানি, ঔষধানি) 'চ' (তথা তাসু) 'বিখশজুৎ' (সর্কশ্চ সূধকরং) 'অগ্নিৎ' (অগ্নিদেবং জ্ঞানস্বরূপং) বর্তমানং ইতি যাবৎ ; 'সোমঃ' (আমাকং অন্তর্নিহিতঃ শুদ্ধগত্বেভ্যঃ, ভক্তিভ্যঃ, পরং জ্ঞানং ইত্যর্থাৎ) 'মে' (মহৎ) 'অত্রবীৎ' (কথিতবান) ; 'চ' (অতএব) 'আপঃ' (অপ্-দেবতাঃ) 'বিখভেষজীঃ' (সর্কভেষজ-বিশিষ্টাঃ, সকলমঙ্গলাগরাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ । অন্তরস্থাঃ সদ্বৃত্তিনিচয়াঃ অপ্-দেবতায়াঃ স্বরূপং জ্ঞানন্তি, তত্রৈবসুখারোগ্যাদিসম্পদঃ বিস্তস্তে—ইতি ভাবঃ । (১ম—২৩য়—২০শ) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

অপ্-দেবতার মধ্যে (পিতৃগমূহে) সর্কপ্রকার ভেষজ আছে ; এবং তাহার মধ্যে সর্কসুগকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিস্তমান আছেন ; সোম (আমাদিগের অন্তরস্থ শুদ্ধগত্বেভ্যঃ, ভক্তিভ্যঃ, পরাজ্ঞান) আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন, অতএব, অপ্-দেবতাগণ সকল মঙ্গলের আলয় হইলেন । (ভাব এই যে,—অন্তরস্থ সদ্বৃত্তিনিচয় অপ্-দেবতার স্বরূপ জানেন ; তাহাতেই সুখারোগ্যাদি সম্পৎসমূহ বিস্তমান আছে ।) ॥ ২০ ॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যঃ ।

অপ্সু জগেষু মর্শ্বাণ্যো বিখানি ভেষজা সর্কান্যোষধানি সস্তীতি মে মহৎ মন্ত্রদর্শিনে মুনয়ে সোমো দেবোঃত্রবীৎ । তথা বিখশজুৎ সর্কশ্চ জগতঃ সূধকরমেতন্নামকং চাশ্বিনং চাপ্সু বর্তমানং সোমোঃত্রবীৎ । তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ । অগ্নেজ্ঞয়ো জ্যারাস ইত্যনুবাকে সোহপঃ প্রাবিশদিত্যগ্নে রপ্সু প্রবেশমামনস্তি । লতা গুল্ম বৃক্ষ মূলাদীনামোষধানাং বৃষ্টিজন্তুভেদে জলবর্তিত্বং প্রসিদ্ধং । বিখভেষজীঃ । বিখানি ভেষজানি যাপ্সু তথাবিধা অপোহপাত্রবীৎ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

জলের মধ্যে সকল ঔষধ বর্তমান আছে, ইহা মন্ত্রদর্শনকারী মুনি যে আমি, আমাকে সোম-দেব বলিয়াছেন ; এবং সমস্ত জগতের সূধ-সম্পাদক যে অগ্নি, তিনিও জলে বর্তমান আছেন, ইহাও সোমদেব (আমাকে) বলিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগণ 'অগ্নেজ্ঞয়ো জ্যারাসঃ' এই অনুবাকে 'সোহপঃ প্রাবিশৎ' অর্থাৎ তিনি (অগ্নি) জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ;—এই বলিয়া জলমধ্যে অগ্নিদেবের প্রবেশ স্বীকার করিয়া থাকেন । লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, মূল প্রভৃতি ঔষধদ্রব্য-সকল, বৃষ্টি জন্ত (অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে) ; অতএব ঔষধ সকল যে জলে থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ । 'বিখ' অর্থাৎ সমস্ত ভেষজ বর্তমান আছে বাহাতে (যে জলে) তাহা, এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস করিয়া 'বিখভেষজীঃ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং, অপ্-অর্থাৎ জল 'বিখভেষজীঃ' (অর্থাৎ সমস্ত ঔষধদ্রব্যের আধার) । ইহাও সোমদেব বলিয়াছেন ।

ভেষজা । সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ । [নখপত্ৰ, বৎ । তবতেরস্তর্ভাবিতগাৰ্ঘ্যং কিপু । ব্যতায়েন
পূৰ্ণপদপ্রকৃতিস্বরসং । যথা । বিশ্বং সর্কেহপি ব্যাপারঃ সুলুগিত্যাকারঃ । বহুব্রীহৌ বিশ্বং
সংস্তায়ঃ । পা० ৬।২।১।১০৬। ইতি পূৰ্ণপদান্তোদাত্তসং । আপঃ । কৰ্ম্মণি শদি প্রাপ্তে
ব্যতায়েন জন্ম । অপত্ৰুণিত্যাদিনোপধাদৌর্ঘ্যঃ । বিশ্বভেষজীঃ । বিশ্বশস্ত্রুণিত্যিবৎ । ২০ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয় একাদশো বর্গঃ ।

বিংশ (২৪৮) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে । বৈজ্ঞানিকের
দৃষ্টিতে সাধারণ জলের বিশ্লেষণ মূলক উক্তি এ ঋকে দৃষ্ট হয় । জল
ভেষজাদি গুণগম্পন্ন জল সর্কর্যাধিবিনাশক ইত্যাদি উক্তিতে, বর্তমান
কালের জল-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব ইহার অন্তর্নিহিত আছে, বুঝিতে
পারা যায় । * জলের মধ্যেও যে বায়ু বিদ্যমান,—এ ঋকে সে বৈজ্ঞানিক
তত্ত্ব অবগত হইবেন; আবার অণুপক্ষে, সকল মঙ্গলনিলয়া জ্ঞানের

‘ভেষজা’ এই পদে ‘সুপাংসুলুক্’ এই স্ত্রীমুদারো বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে ।
‘বিশ্বশস্ত্রুণঃ’ এই পদে অন্তর্ভাবিতগাৰ্ঘ্য ভূ খাতুর উত্তর কিপু প্রত্যয় । (যে কোনও খাতুর উত্তর
ণি, নিচ্ বা ঐক করিলে যেরূপ অর্থ হয়, যদি ঐ সকল প্রত্যয় না করিয়া সেইরূপ অর্থ
বুঝান হয়, তাহা হইলে ঐ সকল খাতুকে অন্তর্ভাবিতগাৰ্ঘ্য বলা হইয়া থাকে) । পরে ব্যতিক্রম
দ্বারা পূৰ্ণপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । অথবা সমগ্র ব্যাপার সুলুগিত্যাকার হইয়াছে যাহারা এই
বহুব্রীহি সমান করিয়া ‘বহুব্রীহৌ’ বিশ্বং সংস্তায়ঃ’ (পা० ৬।২।১০৬) এই নিয়মামুদারে
পূৰ্ণপদরূপ বিশ্ব-পদে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে । ‘আপঃ’ এই পদে শস বিভক্তি প্রাপ্ত
হইলেও ব্যতিক্রম হেতু জন্ম বিভক্তি হইয়াছে এবং ‘অপত্ৰুণ’ এই স্ত্রী দ্বারা উপধার দৌর্ঘ্য
হইয়াছে । ‘বিশ্বভেষজীঃ’ এই পদ ‘বিশ্বশস্ত্রু’ এই পদের জায় সিদ্ধ হইবে । ২০ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাদশ বর্গ লমাপ্ত ।

* একজন বেদব্যাখ্যাকারী এই ঋকে যে জল-চিকিৎসার হাইড্রোপ্যাথির (Hydro-
pathy) বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—
“অধুনাতন চিকিৎসা পঞ্চবিধ এলোপ্যাথি (সমে বিষম-চিকিৎসা), হোমিওপ্যাথি (সমে
লক্ষণচিকিৎসা), হাইড্রোপ্যাথি (জলচিকিৎসা) হাইজেনিক (পথ্যমাত্র দ্বারা চিকিৎসা)
এবং লাইকোপ্যাথি (ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়া মনকে প্রফুল্ল রাখিয়া চিকিৎসা)
স্বার্থাভ্যাসি এই সকল প্রকার চিকিৎসাই আনিতেন ।”



এবং গর্ভব্যাদি-শাস্তিকারক ভেষজের সন্ধান—জলদেবতার অর্চনায় যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও জানিতে পারিবেন ।

এ থাকে আর একটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—‘গোমঃ’ শব্দ । বেদের গোম যে সোমলতা নহে,—এ থাকে তাহা সপ্রমাণ হয় । “গোমঃ অত্রবীৎ” অর্থাৎ ‘গোম বলিয়াছিল’,—ইহাতেই গোমের লতা-ভাব দৃশ্য হইতেছে । সোমলতা, সোমলতার রস, সাদকদ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহারা উচ্চ চীৎকার করেন, যাহাদের গবেষণা-প্রভাবে পুথিকা পর্য্যন্ত ঐ গোম-পর্য্যায় গণ্য হয়, তাহারা এইবার বুঝুন—গোম কি । ‘গোম বলিয়াছিল’ বলিতে, পুঁই গাছ বলিয়াছিল—বলিবে কি ? এখানেই বুঝা যায়,—‘গোম’ শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, গোম শব্দে আমরা যে ‘শুদ্ধগত্বে’ ভক্তিতাব রূপ অর্থ আমনন করিয়া আসিয়াছি, এখানে সে অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে । ‘আমার হৃদয়ের শুদ্ধগত্বে আমি জানিয়াছিলাম’, ‘আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল’; “গোমঃ অত্রবীৎ” বাক্যে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে । হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, অন্তর আপনিই বলিয়া দেয়,—দেবতা কেমন বা কি ভাবে অবস্থিত আছেন । এখানে এ থাকে, সেই বিষয়ই ব্যক্ত রহিয়াছে ।

জলদেবতা যে গর্ভপ্রকার ভেষজগুণসম্পন্ন, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে যে আধি-ব্যাদি শোক-সস্তাপ দূরীভূত হয়, আবার তাহারই মধ্যে যে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান রাখাছেন,—অন্তর ভক্তিমুগ্ধ হইলে, হৃদয় সন্তোষপূর্ণ হইলে, আপনা-আপনিই মামুস তাহা জানিতে পারে ;—গোমরূপ শুদ্ধগত্বেই সে তত্ত্ব নিষ্কাশিত করে যাহারা সে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, জলদেবতা তাহাদেরই নিকট ‘বিশ্বভেষজীঃ’ অর্থাৎ সকলমঙ্গলাময় ।

প্রার্থনা-পক্ষে এ থাকে মর্ম্মার্থ এই যে,—‘গোমস্বরূপ আমরা অন্ত-নিহিত হে গর্ভবৃত্তি-সস্তাব আমাকে জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন সে তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যেন গর্ভবিধ ব্যাদিশূণ্য হই এবং গর্ভ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হইয়া পরমমঙ্গল লাভ করি ।’ (১ম—২৬সূ—২০শ) ।

একবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োবিংশ সূক্তং । একবিংশী ঋক্) ।

আপঃ পূণীত ভেষজং বরুথং তন্নেত মম ।

জ্যোক্ত চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ২১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আপঃ পূণীত ভেষজং বরুথং তন্নেত মম ।

জ্যোক্ত চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ২১ ॥

* * *

মহাভূসারিনী-বাখ্যা ।

'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতে !) 'মম' (প্রার্থনাকারিণো মে) 'তন্নে' (শরীর-নিমিত্তং) 'বরুথং' (রোগনাশকং) 'ভেষজং' (ঔষধং) 'পূণীত' (পূরণত অর্পিত) ; 'চ' (অপিচ, এবং সতী নীরোগা বয়ং) 'জ্যোক্ত' (চিরকাল) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবতং, তেজোময়ং জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দৃশে' (জ্যেষ্ঠং সমর্থ্য ভবাম ইতি শেষঃ) 'হে জলাভিষ্ঠাত্রীদেব ! যেন কর্ণগণা বয়ং নীরোগাঃ সপ্তশিরঃ সংস্বরূপং জ্ঞানং বিদ্যামস্তদেব বিধেহি । (৭ম - ২৩৫ - ২১৭) ॥

* * *

বঙ্গভূবাদ ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত আপনি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ (পূরণ) করুন। তাহাতে আমরা নীরোগ হইয়া চিরকাল জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির্ময় আপনাকে (গর্ভিতঃ) দর্শন করিতে সমর্থ হই । (:ম-২৩সূ-২১৭) ॥

* * *

সারণ-ভাষ্য ।

হে আপো মম তদে শরীরার্থং বন্ধনং রোগনিবারকং ভেষজমৌষধং পৃণীত । পুরয়ত ।
কিঞ্চ জ্যোক্ত্ চিরং সূর্য্যং দৃশে ত্রুষ্টে নীরোগা বয়ং শকুনামেতি শেষঃ ॥

পৃণীত । পৃ পালনপুরণয়োঃ । লোশ্যন্যমবচনচমৎ । ঋত্ব তস্বস্বমপামিতি ভাদেশঃ ।
ক্র্যাদিভাঃ শ্রা । পাদীন্যং ক্রুৎ ইতি ক্রুৎঃ । ঈ কলাঘোরিতীর্ষং । ঋবর্ণাচ্চেতি গৎঃ ।
সতি শিষ্টেশ্বরবলীশ্বমন্ত্রে বিকরণেভ্য ইতি ঙিঙঃ স্বরঃ শিক্তে । আপ ইত্যন্ত
আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিষ্টমানবদিত্যবিষ্টমানবশ্চে পাদাদিহাসিত্যভাবঃ । বন্ধনং ।
বৃঞ্ বরণে । জুবৃঞ্ ভ্যামূখন । উ• ২৬ । নিব্বাদাত্তাদাত্তঃ । তদে । ঙ্গিতি ক্রুৎশ্চ ।
পা• ১৪৬ । ইতি নদীনংজা পাক্কিকৌ ইতি আডাগমাত্তাবঃ । উদাত্তযণোইল্পূক্ষাদিত্তি
বিভক্ত্যুদাত্তে প্রাপ্তে বাতায়েন উদাত্তস্বরিত্তমোরিত্তি স্বরিত্তয়ং । দৃশে । দৃশে বিধো
চ । পা• ৩৪১১ । ইতি তুমর্ষে নিপাত্তাতে । ২১ ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে জল সমূহ ! আপনারা আমার শরীরের নিমিত্ত (অর্থাৎ শরীর নিমিত্ত)
রোগনাশক ঔষধকে পূরণ (অর্থাৎ বন্ধন) করুন ; এবং আমরা যেন চিরকাল নীরোগ
হইয়া সূর্য্যদেবকে দেখিতে সমর্থ হই ।

“পৃণীতঃ” । এই পদটি পালন ও পূরণার্থনিমিত্ত ‘পৃ’ মাতুর উত্তর গোটির মধ্যমপুরুষের
বহুবচন । “তস্বস্বমিপাং” এই সূত্র দ্বারা তাহার স্থানে ‘ত’ আদেশ এবং “ক্র্যাদিভাঃ শ্রা”
এই সূত্র দ্বারা ‘শ্রা’ (না) প্রত্যয় করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । এখানে “পাদীন্যং ক্রুৎঃ”
এই সূত্র দ্বারা মাতুর ঋ-কারের ক্রুৎ, “ঈকলাঘোঃ” এই সূত্র দ্বারা শ্রা-এর আকারের স্থানে
ঈ-কার এবং “ঋবর্ণাচ্চ” এই সূত্র দ্বারা ‘ন’ এর গৎ হইয়াছে । “সতিশিষ্টেশ্বরবলীশ্বমন্ত্রে
বিকরণেভ্য” এই নিয়মামুসারে শিষ্টেশ্বর বলগান্ বলগ্যা ভক্তের স্বরকে অ-শিষ্ট হইয়াছে
(অর্থাৎ ‘তিঙ্গ্গিঙ্গিঙ্গ’ সূত্র দ্বারা বিঘাতস্বর হইয়াছে) । “আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিষ্টমানবং”
এই সূত্রামুসারে, “আপাঃ” এই সংস্বেধনান্ত পদটি পাদে-র আদিতে আছে বলিয়া, ইহার
নিঘাতস্বর হইল না । “বন্ধনং” এই পদটি বরণার্থক ‘বৃঞ্’ মাতুর উত্তর “জুবৃঞ্ ভ্যামূখন”
(উ• ২২৬) এই ঔগাদিক সূত্রামুসারে ‘উন’ প্রত্যয় করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । নিষেহে
ইহার আদিস্বর উদাত্ত । “তদে” এই পদটি, শরীরবাচক ‘তসু’ শব্দের উত্তর চতুর্থী
বিভক্তির একবচনে “ঙ্গিতি ক্রুৎশ্চ” (পা• ১৪৬) এই সূত্র দ্বারা এক পক্ষে নদী সংজ্ঞা
হওয়ার আট্ (আ) আগমের অভাব হইয়া গিচ্ হইয়াছে । এখানে, “উদাত্তযণো ইল্পূ
ক্ষাং” এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হর ; কিন্তু তাহার পরিবর্তে “উদাত্তস্বরিত্তমোঃ”
এই সূত্র দ্বারা সুরিত-স্বরই হইয়াছে । “দৃশে” এই পদের চতুর্থী বিভক্তি, ‘দৃশে বিধো হ’
(পা• ৩৪১১) এই সূত্রের দ্বারা ‘তু’ প্রত্যয়ের অর্থে নিপাতনে গিচ্ হইয়াছে (অর্থাৎ
এই ‘দৃশে’ পদে, চতুর্থী বিভক্তি ‘তু’ প্রত্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত) । ২২ ॥

একবিংশ (২৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সরল ও সুবোধ্য। দেহ বাপিগ্রস্ত থাকিলে ভগবদারামায় বিদ্ব ঘটে। এখানকার প্রার্থনা তাই—‘হে ত্লামিষ্ঠাত্রো দেবতা আপনি রোগ-নিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আমি যেন তদ্বারা সুস্থ ও নিরোগ থাকিয়া একান্তচিত্তে আপনার অর্চনা করিতে সমর্থ হই।’ অর্থাৎ, যে কৰ্ম-প্রভাবে নীরোগ ও সুস্থদেহ হইয়া গৎস্বরূপ জ্ঞান-লাভে অধিকারী হই, হে দেবতা আপনি আমার পক্ষে তাহাই বিহিত করুন। এ ঋকের অন্তর্গত “সূধ্যং” শব্দে জ্যোতির্শস্য জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই ঋকের অর্থ—‘জ্ঞান-রূপে তিনি যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন।’ এ ঋকের অন্তর্গত ‘বক্রথং’ পদে এক নুগ্ন ভাব পরগ্রহ করা যায়। শত্রু হইতে দূরে গুপ্ত-স্থানে অর্থাৎ-রূপ নিরাপদ অবস্থা ‘বক্রথং’ শব্দের স্রোতক হয়। তদ্বারা শারীরিক ব্যাধিভিন্ন গম্বু শত্রু (রিপু প্রভৃতি) হইতেও আত্মরক্ষা-মূলক প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায় (১ম—২০সূ—২১ঋ)।

গায়ত্রীভাষ্যানুক্রমণিকা।

গণ্ডো মার্জ্জুন ইদমাপঃ প্রবহতঃ। আ০ ৩৫। ইতি। এষৈবানভূষেটৌ স্নানে বিনযুক্তা। গণ্ডী লংঘ্যৈশ্চৈশ্চিৎ বঙ ইদমাপঃ প্রবহতঃ স্মিত্রো ন আপ ঔষধয়ঃ লভ্ত। আ০ ৩১৩। ইতি স্মিত্রতঃ। তামেতাং সূক্তে দ্বাবিংশী সূচ্যতে।

গায়ত্রীভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

গণ্ড-মার্জ্জুন বিষয়ে “ইদমাপঃ প্রবহতঃ” এই শব্দটির বিনিয়োগ হইয়া থাকে। আত্মলায়ন শ্রৌতসূত্রে “হতায়ং বপারং” এই শব্দে স্মিত্রিত হইয়াছে, — “ইদমাপঃ প্রবহতঃ” (আ০ ৩৫।) ইতি। ‘অবভূথং’ নামক ইতিহাসে স্নান বিষয়ে এই শব্দটাই অনুবাক্যরূপে গঠিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আত্মলায় শ্রৌতসূত্রে “গণ্ডীলংঘ্যৈশ্চৈশ্চিৎ” এই শব্দে “ইদমাপঃ প্রবহতঃ স্মিত্রো ন আপ ঔষধয়ঃ লভ্ত” (আ০ ৩১৩) এইরূপ স্মিত্রিত হইয়াছে। (এখানে) সূক্তের সেই দ্বাবিংশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

দ্বাবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । অগ্নিবিংশহুক্তং । দ্বাবিংশী ঋক্ ।)

ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুৰিতং ময়ি ।

যদ্বাহমভিধুদ্রোহ যদ্বা শেপে উতানৃতং ॥ ২২ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ ।

ইদং । আপঃ । প্র । বহত । যৎ । কিং । চ । দুঃহইতং । ময়ি ।

যৎ । বা । অহং । অভিধুদ্রোহ । যৎ । বা । শেপে । উত । অনৃতং ॥ ২২ ॥

মর্ষাশুস্মারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘ময়ি’ (প্রার্থনাকারিণি) ‘যৎকিঞ্চ’ (লক্ষ্যমেব ইতি ভাবঃ) ‘দুৰিতং’ (পাপং লজ্জাতমিতি শেষঃ) ‘বা’ (অথবা) ‘অহং’ (প্রার্থনাকারী) ‘যৎ’ ‘অভিধুদ্রোহ’ (বুদ্ধি পূৰ্ব্বকং যৎ দ্রোহং কৃতবানাম্, যদধর্মাচরণং অকরবমিত্যর্থঃ), ‘যৎ বা’ (অথবা) ‘শেপে’ (গাধুজনান প্রতি যৎ কুণ্ডক্যপ্রয়োগং কৃতবান) ‘উত’ (অপিচ) ‘অনৃতং’ (লজ্জারহিতং বাকাং বহুজবানাম্), তৎ ‘ইদং’ (লক্ষ্যং পাপং) ‘আপঃ’ (হে জলাধিষ্ঠাত্ত্রি দেবতে) ‘প্রবহত’ (প্রবাহেণ অস্ত্রৈ নরত, তৎলক্ষ্যং পাপং প্রকালয়ত) । আশুপরাপনামপ্রার্থনা-মূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । (হে জলাধিষ্ঠাত্ত্রিদেব !) লক্ষ্যবিধং পাপং প্রকাল্য মাং পবিত্রং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা লজ্জা বিস্ততে ইতি ভাবঃ । (১ম-৩০ন্ব-২২ধ) ।

বঙ্গভাষায় ।

প্রার্থনাকারী- আমাতে যে কিছু পাপ লজ্জাত হইয়াছে ; অথবা, প্রার্থনাকারী আমি, জ্ঞানতঃ যে কোনও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কিম্বা আমি গাধুজনের প্রতি যে কোনও কুণ্ডক্য প্রয়োগ

করিয়াছি; এবং যাহা কিছু মিথ্যা (অযথা) ব্যবহার করিয়াছি; হে জলাধিষ্ঠাজী দেবতা আমায় সেই (এই বিভিন্ন প্রকারের) পাপ-সমূহকে আপুনি প্রকাশিত করুন। (১ম—২৩সূ—২২ব)।

* * *

মরি যজ্ঞমানে যৎকিঞ্চ ছরিতমজ্ঞানান্নিষ্পন্নং। বা। অথবাৎ যজ্ঞমানোহুভিহুজ্ঞোহ। সর্কতো বুদ্ধপূর্ষকং জ্ঞোৎ কৃতবানস্মি। বা। অথবা শেপে। গাধুজমং শপ্তবানস্মীতি বদান্ত। উত। অপি চানুত্তমুক্তবানিতি বদান্ত। তাদদং সর্কমপরাণজাতং প্রবর্তত। মন্তোহপনীর প্রবাহেণাত্তো নমস্ত।

মরি। সার্বভূত সমাবেশবচন ইতি বাদেশে কৃতোহতো গুণ ইতি পররূপে চ সতি যোহচীতি দকারস্ত যকারাদেশ। একাদেশস্বরেণ সকারাৎ পরতাকারস্তোদাত্তৎ। দুজ্ঞোহ। ক্রহ জিবাংসায়ং। গলি গুণে স্বর্কচনক্রহলানিশেষাঃ। লিভীত প্রত্যয়ং পূর্ষতোদাত্তৎ। স্বর্কভোগান্নিষাত্তাবঃ। শেপে। শপ আক্রোশে। লিটি বাত্যায়েন তঙ। উত্তমৈক-বচনমিটি। টেরেৎ। অত একহলুমথো। পাং ৩৪১২০। ইতোষাত্ত্যায়লোপো। প্রত্যয়স্বরেণ অস্তোদাত্তৎ। পূর্ষৎ নিষাত্তাবঃ। ২।

* * *

লায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জগন্মুহ! যজ্ঞমানরূপ আমাতে যাহা কিছু পাপ অজ্ঞানতাবশতঃ লজ্জিত হইয়াছে; অথবা যজ্ঞমান আমি, সর্কতোভাবে বুদ্ধপূর্ষক যে জ্ঞোহ করিয়াছি; কিম্বা গাধু'দগের প্রতি যে আক্রোশ করিয়াছি; এবং যাহা মিথ্যা বলিয়াছি; সেই অপরাধ সমূহকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া প্রবাহের দ্বারা অস্ত্র লইয়া যান।

‘মরি’ এই পদটি ‘অস্মদ্’ শব্দের উত্তর লগ্নমী বিভক্তির একবচনে “সমাবেশবচনে” এই সূত্রে দ্বারা ম-পর্য্যন্তের (অস্মদ্‌এর অস্ম পর্য্যন্তের) স্থানে য আদেশ করিয়া “অতোগুণে” এই সূত্রে দ্বারা পররূপ হইলে, “যোহচি” সূত্রে দ্বারা অস্মদ্‌এর শেষ দ্‌এর স্থানে য আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার একাদেশ স্বর হেতু ম-কারের পরবর্ত্তী অ-কার উদাত্ত হইয়াছে। ‘হুজ্ঞোহ’ এই পদটি জিবাংসার্ক ‘ক্রহ’ ধাতুর উত্তর গল্ প্রত্যয়ে গুণ করিয়া বিহু হ্রস্ব ও হলাদিশেষে সিদ্ধ হইয়াছে। ‘লিভীত’ সূত্রে দ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ষস্বর উদাত্ত হইয়াছে। স্বর্কভোগ হেতু নিষাত্তস্বর হয় নাই। ‘শেপে’ এই পদটি আক্রোশার্ক ‘শপ’ ধাতুর উত্তর লিটের বাত্যয়ে উত্তম পুরুষের একবচনে ইট প্রত্যয় করিয়া টিএর এষ এবং অতএকহলুমথো (পাং ৩৪১২) ধাতুর এষ ও বিশ্বের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পূর্ষের ত্রায় অর্থাৎ স্বর্কভোগবশতঃ এত্বেণে নিষাত্ত স্বরের অভাব হইয়াছে। ২২।

* * *

দ্বাবিংশ (২৫০) স্বাকের বিশদার্থ ।

— (*) —

এই কল্পনাটী জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত অপরাধমাত্রে প্রার্থনা-মূলক । আমি যত কিছু পাপ-কর্ম করিয়াছি, আমার সকলপ্রকার পাপ আপনি দূর করুন ; আমি যত কিছু অপকর্ম করিয়াছি, আমার সকল অপকর্ম আর্জ্জনা করুন । আমি অনেক সময় গাধুনিগের প্রতি কত কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি ; তে দেব ! আমার গে অপরাধ ক্ষমা করুন । আমি অনেক সময় অনেক অশভ্য বাক্য গিয়াছি ; তে দেব ! আমার গে পাপ আপনার কৃপায় বিদৌত হউক । ফলতঃ যত প্রকারে যত প্রকার পাপ সঞ্চারিত হইতে পারে, আপনি জলদেবতা-রূপে আবির্ভূত হইয়া সকল প্রকার পাপ প্রক্ষালন করিয়া দিউন । ইহাই এ স্বাকের প্রার্থনা । (১ম—২০সূ—২২শ) ।

— * —

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

পশাবাহনীরোপস্থান 'আপো অত্যাচারিষং মনোভারৈ সস্প্র'বত ইতি খণ্ডে
অত্রিতং । এত্যাপতিষ্ঠন্ত আপো অত্যাচারিষং । আ० ৩৩ । ইতি ।

তাসেতাং সূক্তে ত্রয়োবিংশীমুচ্যমাং ।

* * *

ত্রয়োবিংশী শক্ ।

(প্রথমং মঙ্গলং । ত্রয়োবিংশসূক্তং । ত্রয়োবিংশী শক্) ।

আপো অত্যাচারিষং রসেন সমগম্মহি ।

পয়স্বানগ্না আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ২৩ ॥

. . *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

পশুযাগে আহবনীর ও উপস্থান বিষয় "আপো অত্যাচারিষং" এই শব্দটী নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । সেইরূপ আখ্যায়ন শ্রৌতন্ত্রে মনোভারৈ সস্প্র'বতঃ এই খণ্ডে বৃত্ত হইয়াছে,—"এত্যাপতিষ্ঠন্ত আপো অত্যাচারিষং" (আ० ৩৩) ইতি । (এখানে) সূক্তের সেই ত্রয়োবিংশী শক্ কথিত হইতেছে ।

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আপঃ । অশ্ব । অশ্বু । অচ্যারিসং । রমেন । সং । অগম্মহি ।
 পয়শ্ব'ন । অগ্নে । মা । গহি । তং । মা । সং । সংসৃজ । বর্চমা ॥ ২০ ॥

মন্ত্রানুসারিনী-গাথ্যা ।

'পরশ্বান' (অশ্বতনিশিষ্ট, জলদেবতার সহ অভিন্ন) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব), 'অশ্ব' (অশ্বিন দিমে) 'আপঃ' (জলদেবতাঃ) 'অচ্যারিসং' (অশ্বপ্রতিষ্টোহস্মি, জলদেবেন সহ তব অশ্বেত্বশব্দং জাত ইত্যর্থঃ), 'রমেন' (তত্ত্বজ্ঞানরূপেণ) 'সমগম্মহি' (সঙ্গতাঃ সঃ, সমাকৃ মিলিতা বসমিত্যর্থঃ), 'আগতি' (হে দেব ! অভিন্নভাবেন অগ্নিন্ কর্মণি আগচ্ছ) ; 'তং' (তথাবিধং জলদেবতয়া সহ তব অভিন্নজ্ঞানলক্ষণ) 'মা' (মাং, প্রার্থনাকারিণং) 'বর্চমা' (তেজসা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন সহ) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, জ্ঞানবস্তং কুর্কিতি ভাবঃ) । এষ মন্ত্রঃ অগ্নিদেবেন সহ জলদেবতয়া অভিন্নং সূচয়তি । (১ম—২০২—২০৩) ।

বঙ্গানুবাদ ।

জলদেবতার সহিত অভিন্ন (অমৃত-যুক্ত) হে অগ্নিদেব ! অশ্ব জলদেবতার সহিত আপনার অশ্বেত্ব শব্দের বিষয় অবগত হইয়াছি ; আপনাদের তত্ত্বজ্ঞানরূপ রমের আশ্বাদ পাইয়াছি ; হে দেব ! আপনি (জলদেবতার সহিত অভিন্নভাবে) আগমন করুন ; এবং এবস্তুত প্রার্থনাকারী আমাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করুন । এই ঋক্ মন্ত্রটি অগ্নিদেবের সহিত জলদেবতার অভিন্নং সূচনা করিতেছে । (১ম—২০সূ—২০৩) ।

সারণভাষ্যং ।

অশ্বান্নিন্ দিনেহবভূথার্মাপোহষচারিষং । জলান্নশ্বপ্রতিষ্টোহস্মি । প্রবিশ্চ চ রমেন জলদেবেণ সমগম্মহি । সঙ্গতাঃ সঃ । হে অগ্নে পরশ্বান্ জলে বর্তমানেষু পয়োগুলুশ্বমাগহি । অগ্নিন্ কর্মণ্যাগচ্ছ । তং মা তাদৃশং স্নাতং মাং বর্চমা তেজসা সংসৃজ । সংযোজয় ॥

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

অশ্ব অর্থাৎ এই দিনে অবভূথের (যজ্ঞাক্ষেপেণ) নিমিত্ত জলসমূহে আমি অশ্বপ্রতিষ্ট হইতেছি । প্রবেশ করিয়া রম অর্থাৎ জলের সার বস্তুর সহিত আমরা সম্মিলিত হইতেছি । হে অগ্নিদেব ! আপনি জলে অবস্থিত ; অতএব, এই (আমাদের অমুষ্ঠিত) কর্মে জগযুক্ত হইয়া আগমন করুন । তাদৃশ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে স্নাত যে আমি, সেই আমাকে (স্নাত) তেজের দ্বারা (এই কর্মে) সংযোজিত করুন ।

আখা । কৰ্ম্মনি শনি প্রাপ্তে বাতায়েন অসু । অচারিবৎ । চর পতার্থঃ । লুঙি
 চ্চুঃ সিচ্ । আর্জ্বাতুকৃত্ত্বলাদেঃ । পা० ৭২৩৫ । ইতীট্ । নেটি । পা० ৭২৪ ।
 ইতি বৃদ্ধিপ্রতিবেধে প্রাপ্তে ভদ্রপবাদতযাতো লু'স্তত্ । পা० ৭২২ । ইত্য়াপযায়া বৃদ্ধিঃ ।
 অগম্ব হ । সমো গম্বুচ্ছিত্যাং । পা० ১৩২৯ । ইত্যাক্ষনেপদং । চ্চুঃ সিচ্ । যজ্ঞে যসেত্যাদিনা
 চ্চেলু'গতান্ধন্দনঃ । একাচ উপদেশেহত্ৰদাত্তাদিনীট্ প্রতিবেধঃ । বা গমঃ । পা० ১২১৩ ।
 ইতি সিচঃ কিরানত্ৰদাত্তোপদেশেত্যাদিনাত্তনা'সকলোপঃ । গহি । লোটি গমো'সিপো হিঃ ।
 অপিস্বেন ত্ৰিহাদত্ৰদাত্তোপদেশেত্যাদিনাত্তনা'সকলোপঃ । অতো হেরিতি লুগ্ ভবতি ।
 অপিস্বদাত্তাদিত মলোপতালিহ্বাৎ । ২৩ ।

• • •

ত্রয়োবিংশ (২৫১) ঋকের বিশদার্থ ।

—: • :—

এ ঋকর ভাগ পরিগ্রহ একটু আয়ান-গোপেক । 'অপ্' দেবতাই
 এ ঋকের লক্ষ্য বটে ; কিন্তু সম্বোধন অ'গ্নকে করা হইয়াছে । তাহাতে
 অগ্নিদেবের সর্বত্র অ'প্ দেবের এতাত্মক সূচন হয় "পয়মান্" শব্দ
 অগ্নি-গন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—ভাষ্যকারগণ সকলেই তাহা নির্দিষ্ট করিয়া

"আপাঃ" এই পদটিতে, কৰ্ম্মকারকে 'শস্' প্রত্যয়ের প্রাপ্তিতে পরিবর্তে 'অল' বিভক্ত
 হইয়াছে । "অচারিবৎ" এত পদটি, পতার্থক 'চস্' ধাতুর উত্তর লু'স্তর 'চু' এর স্থানে 'সিচ্'
 করিয়া "আর্জ্বাতুকৃত্ত্বলাদেঃ" (পা० ৭২৩৫) এই শব্দ দ্বারা ইট্ (ই) প্রত্যয়ে নিপ্পন্ন
 হইয়াছে । এখানে "নেটি" (পা० ৭২৪) এই শব্দ দ্বারা বৃ'স্তর নিষেধ প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু
 ভাষ্যকার নিষেধ হেতু "অতো লু'স্তত্" (পা० ৭২২) এই শব্দ দ্বারা উপধা-বয়ের (চ-ক্র
 অ-কারের) বৃ'দ্ধ হইয়াছে । "অগম্বহি" এই পদটিতে, "সমো গম্বুচ্ছিত্যাং" (পা०
 ১৩২০) এই শব্দ দ্বারা আক্ষনেপদ হইয়া চ্চু' এর স্থানে সিচ্, "যজ্ঞে যস" ইত্যাদি শব্দ
 দ্বারা ছান্দন-প্রযুক্ত চ্চু'-লোপের অকাব হইয়াছে । এখানে "একাচ উপদেশেহত্ৰদাত্তাৎ"
 এই শব্দ দ্বারা ইট্ নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং "বা গমঃ" (পা० ১২১৩) এই শব্দ দ্বারা
 সিচ্ প্রত্যয়ের নিষেধ হেতু "অত্ৰদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অক্ষনাদিক বর্ণের
 লোপ হইয়াছে । "গহি" এই পদটি, পতার্থক 'গম্' ধাতুর উত্তর লোটি বিভক্তির সিপের
 স্থানে 'হি' করিয়া নিপ্পন্ন হইয়াছে । এখানে 'হি' এর শিথ্ব না হইয়া ত্ৰিথ্ব হেতু
 "অত্ৰদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অক্ষনা'সকের (ম-এর) লোপ হইয়াছে এবং
 "অপিস্বদাত্তাৎ" এই নিষেধ ম-লোপ অসিদ্ধবৎ হওয়ার, "অতো হেঃ" এই শব্দ দ্বারা
 হি এর লোপ হয় নাই । ২৩ ।

• • •

পিয়াছেন। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে উহাকে 'অগ্নি' পদেরই বিশেষণ করিয়া করা হইল। অর্থাৎ,—'হে অগ্নি! হুঃ পয়স্বান্';—ইত্যাদিরূপ অস্বয় করিলেও চলিত। তাহাতেও মূলে একই অর্থ দাঁড়ায়। 'পয়স্বান্' অগ্নিদেব হইলেই জলদেবতার গহিত তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। তার পর, ঋকের বিবেচ্য—'অগ্নি' শব্দ। 'অম্বচারণ' শব্দে 'অমুপ্রবষ্টে হইয়াছে' তাই আসে। 'অগ্নি অমুপ্রবষ্টে হইয়াছে'—ইহাতে কি বুঝায়? জলদেবতা-সংক্রান্ত কয়েকটি ঋকের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি,—জলের মধ্যে অগ্নি আছে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এখানে যেন বলা হইতেছে,—'আমি আজ শুভকালে এই ঋকসংক্রান্ত কয়েকটি উচ্চারণ করিয়াছি; যাহার ফলে তোমার স্বরূপ-ভাব আজ আমার উপলব্ধ হইয়াছে—তোমার মধ্যে আমি অমুপ্রবিস্ত হইয়াছি; তুমি অগ্নিদেব যে জলদেবতার গহিত অভিমত, আজ তাহা বুঝিয়াছি; বুঝিয়া, অ'ভিম-ভাবে তোমাদিগের করুণা প্রার্থনা করিতেছি।' কেহ কেহ 'অম্বচারণ' পদে 'স্মান করিয়াছি',—এই অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এখানে জলদেবতার গহিত অগ্নিদেবের অচ্ছিন্ন সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছি,—এই ভাবই অধ্যাক্ষণ হয়।

"রগেন সমগস্মিৎ" বাক্যে জলের গহিত মিলিত হওয়ার ভাব আসে না। এখানে 'রগেন' শব্দে 'ভবুৎস্বরূপ রগের' এবং 'সমগস্মিৎ' শব্দে 'সম্যক্ রূপে মিলিত হওয়া' অর্থই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ,—'তোমার মধ্যে অমুপ্রবিস্ত হইলে, তোমার স্বরূপ-ভাব অগত হইতে পারিলে, পরম তত্ত্ব জ্ঞানলাভরূপে আনন্দ-রগে হৃদয় অভিমিত্ত হয়',—এইরূপ ভাবই আমনন করা সাইতে পারে। 'আগাৎ' ক্রিয়াপদে 'তুমি অভিমভাবে এ'ণ, আমাদের সম্বন্ধে অভিম-ভাবে সঞ্জাত হইও,'—এইরূপ অর্থই মনে আসে। ঋকের 'হুঃ' শব্দে সেই অভিমত জ্ঞানসম্পন্নতার বিষয় সূচনা করিতেছে। "বর্চসা সংস্মৃৎ" বাক্যে 'আমার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যোজনা করুন অর্থাৎ আমি যেন শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে জ্ঞানী হই', এই ভাব প্রকাশ পায়।

এ ঋকের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, সে সকল অর্থের বিষয় এবং আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম, তাহার বিষয় তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুবিগণ কোন অর্থ সঙ্গত, তাহা স্থির করিয়া

লাইবেন। পূর্বাপর অর্থ-সজ্জিতর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা মর্ষু সূ-
সারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই
যন্ত্রত বলিয়া মনে হইবে। * (১ম—২০সূ—২০খা) ।

— * —

চতুর্বিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । অয়োবিংশহুক্তং । চতুর্বিংশী ঋক্) ।

সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষ' ॥

বিদ্যামে' অশ্ব দেবা ইন্দ্রো বিজ্ঞাৎসহ ঋষিভিঃ ॥ ২৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সং । মা । অগ্নে । বর্চসা । সৃজ । সং । প্রজয়া । সং । অ যুশা ।

বিদ্যাঃ । মে । অশ্ব । দেবাঃ । ইন্দ্রঃ । বিজ্ঞাৎ । সহ । ঋষিভিঃ । ২৪ ॥

* * *

মর্ষাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'মা' (মাং) 'বর্চসা' (তেজসা, জ্ঞানেন) 'প্রজয়া' (পশুভ্যাঃ,
লোকাভ্যুন্নয়নং) 'অয়ুশা' (আয়ুর্দর্শনেন, লংকর্ম্মপর্যবেশন) 'সংসৃজ' (সংযোজয়, বর্চস-
প্রজায়ুষ বর্জয়, অথবা, জ্ঞানেন, লোকাভ্যুন্নয়নং, লংকর্ম্মণা সহ আয়ুর্দৃষ্টি কৃক ইতি তাবঃ) ;
'অশ্ব মে' (প্রার্থনাকারিণঃ অশ্বষ্ঠানমিতি যাবৎ) 'দেবাঃ' (দেবানবচনং) 'বিদ্যাঃ' (জানীয়ুঃ) ;
'ঋষিভিঃ সহ' (অতোপ্রয়দ্রষ্টৃভিঃ সহ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, পরমেশ্বরঃ) 'বিজ্ঞাৎ' (জানীরাৎ) ।
অহং এবস্তু তঃ লংকর্ম্মকর্তা স্তাৎ যৎ কর্ম্ম পরমেশ্বরনামোপাৎ লভতে । (১ম—২০সূ—২৪খ) ।

* * *

• প্রচলিত হুক্তা বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—(১) "অশ্ব আমি
যজ্ঞান্তে স্নান করিতে জলে অবগাহন করিয়াছিলাম এবং জলের যে সার তাহা প্রাপ্ত
হইয়াছি। হে অগ্নিদেব! তেজঃ-পদার্থ তুমি আমাকে তেজস্বী কর ; কারণ আমি স্নান
করিয়াছি।" (২) "অশ্ব (স্নান-হেতু) জলে প্রবেশ করিতেছি, জলরসে লুপ্ত হইয়াছি ;
হে অগ্নিদেব! আমাকে তেজঃপূর্ণ কর।"

বঙ্গাধ্ববাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আমার তেজঃ (জ্ঞান), গম্ভীর এবং অ'য়ুঃ আপন
 বর্ধিত করুন : আয়ুঃ, গম্ভীর ও তেজঃগম্পন্ন আমার কর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহ
 যেন দেবগণের শ্রীতগাধন করে, এবং অতীন্দ্রিয়জ্ঞেয় মানিগণের সহিত
 সেই পরমেশ্বর ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হয় (ম—২.সূ—১৫৭) ।

• • •

সায়ণ ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নে বর্জঃ প্রজায়ুর্ভস্মাং সংযোজয়। দেবাঃ সোমপাত্যৈরেক্ষত মে যজমানশ্চ বিদ্যাঃ ।
 অনুষ্ঠানং জানীয়ুঃ । কিক। তৈশ্চৈত কাষিগণৈঃ সহ মমানুষ্ঠানং বিদ্যাং । জানীয়াৎ ।

বিদ্য জানে। গিঙি বৈজ্জুগ। পা. ৩৪ ১০৮। যাত্ৰট্। লিঙঃ সলোপঃ। পা.
 ৭২ ৭২। ইতি সকারলোপঃ। উত্পদাঙ্ক। পা. ৬ ১ ২৬। ইতি পরকপক। যাত্ৰট্
 উদাস্তে নৈকাদেশ উকারোহপাদান্তঃ। অত্র। ইদমোহবাদেশ, ততশচদাস্তঃ। বিভক্তিরপি।
 স্পৃ, ত্বেনাভূদাস্ত। সহ কাষিভরিতাজে শত্ব্যকঃ। পা. ৬ ১ ২৬। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। ২৪.।

ইতি প্রথমঃ দ্বিতীয়ে ছাদশো বর্গঃ । ১২ ।

ঋকৃগর্ভহত্যায়ং প্রথমমণ্ডলে পঞ্চমোহনুবাকঃ সমাপ্তঃ । ৫ ।

• • •

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গাধ্ববাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আপনি, আমাকে তেজঃ, প্রজা ও আয়ুর সহিত সংযোজিত করুন।
 সোমপানকারী দেবগণ, যেন যজমান আমার অনুষ্ঠানকে জানিতে পারেন। আরও,
 ইন্দ্রদেবও যেন ঋষিদিগের সহিত আমার অনুষ্ঠানকে জানিতে পারেন।

“বিদ্যাঃ” এই পদটি, জ্ঞানার্থক ‘বিদ্’ পাতুর উত্তর পিঙি বিভক্তির ‘কি’ এর স্থানে:
 “গিঙিবৈজ্জুস” সূত্রানুসারে ‘যাত্ৰট্’ আদেশে “লিঙঃ সলোপঃ” (পা. ৭২ ৭২) এই
 সূত্র দ্বারা স-কারের লোপ এবং “উত্পদাঙ্কঃ” (পা. ৬ ১ ২৬) এই সূত্র দ্বারা পরকপক
 করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। ‘যাত্ৰট্’ প্রত্যয় উদাস্ত, বলিয়া, তাহার একাদেশে উ-কারটি ও
 উদাস্ত হইয়াছে। অত্র এই পদটির “ইদমোহবাদেশে” এই নিয়মে ‘অপন’ (অ-কার)
 উদাস্ত এবং স্পৃ বলিয়া বিভক্তির অনুদাস্ত হইয়াছে। “সহ কাষিকঃ” এস্থলে সমানাদি
 যা হইয়া “শত্ব্যক” (পা. ৬ ১ ২৬) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইয়াছে। ২৪.।

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাদশ বর্গ সমাপ্ত । ১২ ।

ঋকৃগর্ভহত্যায়ং প্রথম মণ্ডলে পঞ্চম অনুবাক সমাপ্ত । ৫ ।

• • •

চতুর্বিংশ (২৫২) ঋকের বিশদার্থ ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়,—এ ঋকের প্রার্থনার শক্তি, সন্তান-সন্ততি এবং আয়ুর্কৃষ্ণির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে ; আর প্রকাশ পাইয়াছে,—আমার আড়ম্বর-পূর্ণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যেন দেবগণের জানিত হয় এবং ঋষিগণ ও ইন্দ্রদেব যেন তাহা জানিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন । সাধারণ স্তরের প্রার্থীর পক্ষে ঐরূপ প্রার্থনাই গস্ত্যপন্ন হয় । মানুষ-ভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহার ঐরূপ প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতে পারে । কিন্তু যাহারা একটু উচ্চ-স্তরের সাধক, তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনাই আগর আর এক উদার উচ্চতাব প্রকাশ করে । তখন ‘বর্জা’ শব্দে ‘সাধারণ তেজঃ বা শক্তি’ অর্থ সূচনা করে না ; তখন ঐ শব্দের অর্থ হয়,—‘জ্ঞানরূপ শক্তি বা তেজঃ’ ‘প্রজ্ঞা’ পদের অর্থ তখন আর কেবল আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে ব্যক্ত থাকে না ; তখন ঐ পদে প্রজ্ঞা-মাত্রকেই, মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দর্শনের ভাব আশ্রয় করে । ‘আয়ুধা’ শব্দে তখন আর বুঝা আয়ুর্কৃষ্ণির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে না ; ঐ শব্দে তখন সংকল্পশীল আয়ুর আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায় । ‘অশ্ব মে’ শব্দদ্বয়ে তখন আর প্রার্থনাকারীর অশুরূপ অনুষ্ঠানের ভাব ব্যক্ত হয় না তখন ‘অশ্ব’ শব্দে পূর্বকথিতরূপ সমষ্টিভূত জ্ঞান, লোকানুরাগ ও সংকল্প-শীল আয়ুর্কৃষ্ণির প্রসঙ্গই অধ্যাক্রান্ত হয় । ‘দেবঃ বিদ্বাঃ’ বাক্যে ‘দেবগণ জানুন’ অথবা ‘দেবতাবনিবহের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হউক’,—এই ভাব আসিতে পারে । “ঋষিভিঃ সহ ইন্দ্রঃ বিদ্বাঃ” বাক্যে এই বুঝায় যে,—‘আমার জ্ঞান, আমার লোকানুরাগ, আমার সংকল্পনিবহ, আমার ত্যাগশীলতা প্রভৃতি এমন হউক যাহার প্রতি ঋষিগণের ও ইন্দ্রদেবের সন্ত-দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । যিনি যে গুণে গুণাশ্রিত, যিনি যে ভাবে ভাবাশ্রিত, তাঁহার দৃষ্টি—তাঁহার অনুরাগ, সেই গুণের—সেই ভাবের প্রতিই আকৃষ্ট হয় । যে হিগাবে, এখানকার ভাব এই যে,—‘যিনি যেন অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানী ঋষিগণের ন্যায় ত্যাগশীল ও সংকল্পপরায়ণ হই ; সেই ঋষিগণের দৃষ্টি যেন আমার প্রতি বিপর্জিত হয়,—তাঁহারা যেন আমার কর্ম, আমার ত্যাগশীলতা দর্শনে

বিমুঢ় হন। আমার কর্ম যেন ইন্দ্রাদি দেবগণের পরিচ্ছাদিত হয়; অর্থাৎ আমার কর্ম দেবোদ্দেশ্যে বিহিত হওয়ার তৎপ্রতি যেন দেবতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কলতঃ, আমি যেন এমন কর্ম করিতে পারি, যে কর্ম ভগবানের প্রিয় অর্থাৎ ভগবৎ-সংশ্লেশযুক্ত হয়।' মানুষ প্রথমে শক্তিগামর্ধ্য চায়, আয়ুর্কর্ষু কর কামনা করে এবং গন্তান-গন্ততির জন্ত লালায়িত হয়। সাধন-মার্গে অগ্রগম হইতে হইতে, আয়ুঃ শক্তি ও গন্তান-গন্ততি চাহিতে চাহিতে, ভগবদমুকম্পা প্রাপ্ত হয়। এখানে সে ভাবও ব্যক্ত আছে; তাহার বাহারা আয়ুঃ শক্তি ও গন্তান-গন্ততি প্রভৃতি প্রার্থনার অত্যন্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এই প্রার্থনাতেই তাঁহাদের প্রার্থনা অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করে। তাঁহারা ঐকির কোনও স্বথ-গম্পনের কামনা না করিয়া, এই প্রার্থনার মধ্য দিয়াই, ভগবানের সামোপ্য-সায়ুজ্য-লাভের উপযোগী কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এক পক্ষ ভাবিতে পারেন,—ঈকের প্রার্থনা এই যে,—‘হে দেব! আমার শক্তি-গামর্ধ্য দেও, আমার গন্তান-গন্ততি দেও, স্বথভোগের জন্ত আমার দীর্ঘায়ু দেও।’ অপর পক্ষ আবার ভাবিতে পারেন,—এ ঈকের প্রার্থনা এই যে,—‘হে দেব! আমার গত্য জ্ঞান দেও; হে দেব! আমার অন্তরে লোকাসুরাগ বর্ধিত কর; আর হে দেব! আমার ঋষিগণের জ্ঞান লৎকর্মণীল আয়ুঃ প্রদান কর।’ সাধারণ অসাধারণ দুই শ্রেণীর সাধকের পক্ষে এই দুই ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া এক এক প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—২৩সূ—২৮খ)।

— • —

চতুর্বিংশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(নারণাচার্যাকৃত)।

প্রথমমণ্ডল ৩ বর্গে ১০৭৭ বাক্যে সপ্ত সূক্তানি। তত্র কত নূনমিতি পঞ্চদশর্চ প্রথমং সূক্তং।
অঙ্গীগর্ভপুত্রস্ত স্তনঃশেপতর্থাৎ। ত্রৈষ্টুতঃ। অতি যা দেবেতি তুচো গায়ত্রঃ। আত্মার

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বদানুবাদ।

প্রথম মণ্ডলের ৩ বর্গে ১০৭৭ বাক্যে সপ্ত (সাতটি) সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম সূক্ত 'কতনূনম' ইত্যাদি পঞ্চদশ বাক্য-বিশিষ্ট। তাহার ঋষি অঙ্গীগর্ভ মুনির পুত্র স্তনঃশেপ নামক মুনি। ত্রৈষ্টুত হুন্দ্যঃ। 'অতি যা দেব' ইত্যাদি তিনটি বাক্যের হুন্দ্যঃ গায়ত্রী। প্রথম

অগ্নিকৃত্বাৎ প্রজাপতির্দেবতাঃ অগ্নের্ব্রহ্মিত্যত্রিঃ । অতি বা দেবেত্যত তুচত্ৰ সবিভা ।
তগতকৃত্বোবা তগদেবতাকা বা । শেবা বাক্গাঃ । তথা চাহুক্তান্তং । কত পকোনা-
ভিগতিঃ শুনঃশেপঃ ল কৃত্রিমো বৈখামিত্রো দেবরাতো বাক্গং তু ত্রৈষ্টুত্বান্দৌ কার্যাম্বেযৌ
পাণিত্রস্তৌ গায়ত্রোহস্তা ভাগী বেত ।

রাজহুয়েহাত্মনেচনীয়েহহনি মরুত্বতীয়ে পরিলম্বন্তে সত্যোতদাদিকং সৃজলশুকমভিযুক্তত্ব
সুত্রানিতঃ পরিত্বত রাজঃ পুরস্তাকোত্রাপাতনং । তথা চ হুয়েহতিহিতং । সংহিত
মরুত্বতীয়ে দক্ষিণত আবহনীয়ত হিরণ্যকশিপুগাবানীনোভক্ত যজ্ঞায় পুত্রাপত্যপরিবৃত্তায় রাজে
শৌনঃশেপাচক্ষীত । আ• ২৩ । ইতি । ব্রাহ্মণং চ ভবত । তদেতৎপর ঋক্শতগাধং
শৌনঃশেপামাখানং তদ্ধোতা রাজেহাত্মবক্তার্যচটে হিরণ্যকশিপুগাবানীনঃ প্রাতগৃহীতীতি ।

তস্মৈ হুক্তে প্রণমামুচমাহ ।

* * *

ঋকের নিকৃৎত্ব না কুপ্যয় (কোনও দেবতার উল্লেখ না থাকায়) ঋকের দেবতা—
প্রজাপতি । 'অগ্নেকরং' এই মন্ত্রের দেবতা—অগ্নি "অতিবা দেব" প্রভৃতি তুচের
(তিনটি ঋকের) দেবতা সূর্য্য। এবং 'তগতকৃত্ব' এই ঋকের দেবতা 'তগ'। অস্তান্ত
অবশেষে ঋক-সকলের দেবতা—ব্রহ্মণ। উক্ত শব্দে এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে,—
'অগ্নক পর্ষীত্ব (অর্থাৎ যে পর্ষীত্ব লকারান্তর না বলা হয়), 'কশ্বমুন্য' ইত্যাদি গন্ধ
অপেক্ষায় অল্প সংখ্যক ঋকের দ্বারা অজিগন্ত মূনির পুত্র শুন শেপ ঋষি । তিনি (সেই শুনঃ-
শেপ মূনি) বৈখামিত্রমূনির কৃত্রিমপুত্র দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ । * ব্রহ্মণ দেবতা, ত্রৈষ্টু
ছন্দঃ । প্রথম ঋক্‌মন্ত্রের দেবতা ষপাক্রমে প্রজাপতি ও অগ্নি । (পরে) দাবিত্র তুচ অর্থাৎ
তুচের দাবিত্র (সূর্য্য) দেবতা ; তাহার গায়ত্রী ছন্দঃ । উক্ত তুচের শেষ ঋকের দেবতা
তগ । তাহা 'ভাগী' নামে খ্যাত) ।

রাজহুয় মন্ত্রে অধিবেদ-যোগ্য দিনে মরুত্বতীর কার্য্য অর্থাৎ যে কার্য্যে মরুত্বান্
(ইন্দ্র) দেবতা—সেই কাৰ্য্যে, লম্বান্ত হইলে; অস্তবক্ত এবং পুত্রাদি আত্মীয় জন পরিবেষ্টিত
মহারাজের সম্মুখে, হোতা এই দাত্তী হুক্ত বলিবেন । এতাবধি আখ্যায়ন শ্রৌত
হুক্তে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—'মরুত্বতীর কশ্ব সম্পন্ন হইলে (হোতা) আবহনীয় অগ্নির
দক্ষিণে হিরণ্যকশপুতে (অর্থাৎ বর্ণনামৃত আলন-বিশেষে) উপবিষ্ট হইয়া অস্তবক্ত এবং
সন্তান সন্তুতি-পরিবৃত্ত রাজাকে শৌনঃশেপ (অর্থাৎ শুনঃশেপ মূনি-কথিত হুক্ত) বলিবেন ।'
(আ• ২৩) । ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশেও কথিত আছে,—'তদেতৎপর ঋক্শতগাধং শৌনঃ-
শেপমাখানং তদ্ধোতা রাজেহাত্মবক্তার্যচটে হিরণ্যকশিপুগাবানীনঃ প্রাতগৃহীতীতি' ইতি ।
অর্থাৎ, এই হুক্ত ঋক্-সম্বন্ধে ৭৩ শত প্রশংসাপদযুক্ত এবং শুনঃশেপমূনি কথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ
আছে । হোতা হিরণ্যকশপুতে আসীন হইয়া তাহা অস্তবক্ত রাজাকে বলিবেন এবং
পরে রাজপ্রদত্ত ধ্রু প্রাতঃপ্রণয় করিবেন । দৈত হুক্তের প্রণয় ঋক্ বলিতেছেন ।

* 'শুনঃশেপ' ঋষির নাম কোনও কোনও স্থলে 'শুনঃশেপ' রূপে পঠিত হয় ।

ঐ ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

প্রথমঃ সপ্তমঃ । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ষষ্ঠোহনুবাকঃ ।

চতুর্বিংশত্যুক্তং । ত্রয়োদশশ্লোকৈঃ পঞ্চদশশ্লোকৈঃ ।

* * *

চতুর্বিংশ-শ্লোকং ।

এই চতুর্বিংশ-শ্লোকের সহিত একটি নিচিহ্ন উপাখ্যানের সংশ্লিষ্ট সূচনা করা হয়। এই শ্লোকের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম - শুনঃশেপ । অজিগর্তের পুত্র বলিমা তিনি পরিচিত শুনঃশেপ ও অজিগর্ত সঙ্ক্ষে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে, রামায়ণে এবং বিভিন্ন পুরাণে এক উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানের মর্ম এই যে, - রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র-কামনার বক্রণ দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় বাক্ত ছিল, - যদি তাঁহার পুত্র-সন্তান লাভ হয়, সে পুত্রকে তিনি বক্রণ-দেবের উদ্দেশে বলি প্রদান করবেন। পরিশেষে বক্রণদেবের অনুগ্রহে তিনি এক পুত্র-সন্তান লাভ করেন। সেই পুত্রের নাম—রোহিত। পুত্র রোহিত কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা-পালন জন্ত আশ্রমানে গম্মত হন না; পরন্তু পিতার অজ্ঞাতে স্থানান্তরে পলাইয়া যান। রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন বক্রণ-দেবের নিকট প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত শুনঃশেপ নামক একটি ঋষি বালককে ক্রয় করেন এবং সেই ঋষিবালককে আপনার পুত্র বলিমা পরিচয় দিয়া বক্রণ-দেবের উদ্দেশে বলি-প্রদানে উত্তম হন। যুগকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া, শুনঃশেপ পরিভ্রাণ-লাভের আশায় দেবগণের উপালনায় প্রবৃত্ত হন। শুনঃশেপ যথাক্রমে প্রজাপতির, অগ্নিদেবের, সবিতাদেবতার, বক্রণের, বিশ্বদেবগণের, ইন্দ্রের, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এবং উষা-দেবীর উপালনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়। তিনি বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনার সময় যে মন্ত্রে যাহাকে ডাকিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রগুলি এই শ্লোকে এবং ইহার পরবর্তী দুইটি শ্লোকে নিবদ্ধ আছে, - ইহাই সাধারণতঃ কথিত হয়।

উপাখ্যানের ব্যক্তিগণের এবং ঘটনাবলীর সঙ্ক্ষে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের (উক্ত ব্রাহ্মণের লক্ষ্য পক্ষিকার শেষকাণ্ডসমূহের) মতে, পুত্রের নাম রোহিত, এবং পিতার নাম—রাজা হরিশ্চন্দ্র। তাঁহার পুরোহিত ছিলেন—নিখামিঅ। তদনুসারে ঋষির নাম—অজিগর্ত; ঋষিপুত্র—শুনঃশেপ। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রকাশ, -রোহিত বনে গমন করিয়া ঋষিপুত্র শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া আনেন। রোহিতের পরিবর্তে শুনঃশেপকে বলিগ্রহণ করিতে বক্রণদেব সম্মত হইয়াছিলেন। রামায়ণের (বালকাণ্ড, ৬২ - ৬৩ অঃ) মতে ঘটনার কিছু বিস্তারতা বৃষ্ট হয়। তাহাতে রাজার নাম—অবনীষ; শুনঃশেপের পিতার নাম—পটিক।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের মতে—এক এক দেবতার উপাসনা-কালে সেই সেই দেবতা অস্তিত্ব দেবতার উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন। রামায়ণের মতে, বিখ্যাত ঋষির নিকট কয়েকটি মন্ত্র জ্ঞাত হইয়া শুনঃশেপ সেই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক মুক্তি-লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে এবং লংহিতাদিতে অসংখ্য উপাখ্যানের সহিত এই সূক্তের লক্ষ্য-ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। কিন্তু

সাধারণতঃ পুরোক্ত উপাখ্যানের সহিত এই সূক্তের লক্ষ্য-ইচ্ছা করা হইয়া থাকে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝা যায়, এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটি পাশ্চাত্য-মূলক—বন্ধন-মোচনমূলক। এই লক্ষ্য-রূপ-স্বপ্নার্থে বিবন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুস্ব-বধন পরিভ্রমি ডাক ডাকিতে থাকে, সেই সময় এই মন্ত্রের প্রার্থনা আবশ্যক হয়। শুনঃশেপ মন্ত্রজ্ঞতা ধর্ম-মাত্র। অথবা, তিনি এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিবন্ধ-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন; তাহাই প্রচারিত আছে। মন্ত্রের লিখিত তাঁহার এইটুকু সত্য সন্দেহ নাই, কোনও ঘটনা-বিশেষ উপলক্ষে এই মন্ত্র রচিত হয় নাই। যে কোনও রূপের বন্ধন হউক না কেন, আনন্দমান-কাল এই মন্ত্র উচ্চারণে সাধক সে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আনিতেছেন; ইহাই এ সূক্তের উপযোগিতা। ঋষি শুনঃশেপ এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ উচ্চারণ করিয়া কোনও মুকল লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে-তিহাণের অঙ্কে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া, মন্ত্র যে-তদু-পলক্ষে রচিত ও প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে পারি না। অপিচ, শুনঃশেপের কাহিনীর মধ্যেও রূপক-অলঙ্কার নিত্যান্বিত আছে, মনে করিতে পারি। ফলতঃ, এ সূক্তকে সাধারণ-ভাবে বন্ধনমোচন-প্রার্থনা মূলক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

এই সূক্ত-উপলক্ষে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অনেক ঋষিদের সময়ে ভারতবর্ষে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া ঘোষণা করেন। * কিন্তু যে যুক্তির সাহায্যে তাঁহার ভারতীয় আধা-সমাজের মধ্যে নরবলি প্রথা অব্যাহত দেখিতে পান; সেই যুক্তির অঙ্গুলন করিলে প্রাচীন ভারত যে মনুষ্যত ও সম্পূর্ণরূপ সুসভ্য ছিল, তাহা তাঁহাদিগের স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য-হয়। সূক্তের কোনও মন্ত্রে নরবলির প্রসঙ্গ নাই; অথচ, একমাত্র শুনঃশেপের নাম ও পুরাণে তাঁহার উপাখ্যান দেখিয়াই সূক্তটিকে নরবলির প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্ব যে সকল সূক্ত-বা যে সকল ঋকে চরম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমূহ বিবৃত আছে, অথবা পশ্চিম দার্শনিক দিবন্ধ-সমূহ আলোচিত রহিয়াছে, অথবা পরমাত্মের আধ্যাত্মিক নিগূঢ়-তত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই; সেগুলিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়। অসভ্য-সমাজের নীচ আদর্শগুলির সমস্ত বেদ-বাক্যের লতাতা আছে; আর সুলভ্য-সমাজের অস্তিত্ব-সুখী আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে;—ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয় নহে কি?

এই সূক্তের মধ্যে বহু সমস্তার দিবন্ধ আছে। সাধারণ-দৃষ্টিতে এই সূক্তের এক একটা মন্ত্রের অস্তিত্বের পরস্পর-বিবন্ধ বিবিধ ভাবে পরিদৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু একটু বিশদ-করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সূক্তের লক্ষ্য-ইচ্ছা পরম-তত্ত্ব—বন্ধন-মোচনের প্রকৃষ্টতর পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূক্তের এক একটা মন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য বিবন্ধ-ইচ্ছা-পরম-তত্ত্ব আনন্দই অধিগত হইবে;—বন্ধন-মোচনের পন পুরতাগে বিবৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

* vide Dr. Rajendra Lal Mitra's *Indo Aryans:—Human Sacrifice.*

প্রথমমণ্ডলত বর্তমানবাক্যে চতুর্বিংশসূক্তং । অবি অবিগর্তপুত্রঃ স্তমঃশেপঃ ।

ত্রিষ্টুপগায়ত্রীক ছন্দঃ । প্রজাপতিরিয়োগিতাপকরণশ্চ দেবতাঃ ।

প্রথম শ্লোক ।

(প্রথমমণ্ডলঃ চতুর্বিংশসূক্তং । প্রথম শ্লোক) ।

কস্ম নুনং কতমশ্চায়তানাং মনামহে

চারু দেবশ্চ নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাং

পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

কস্ম । নুনং । কতমশ্চ । অয়তানাং । মনামহে । চারু । দেবশ্চ ।

নাম । কঃ । নঃ । মহে । অদিতয়ে । পুনঃ । দাং ।

পিতরং । চ । দৃশেয়ং । মাতরং । চ ॥ ১ ॥

* * *

মর্গাহসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অয়তানাং’ (দেবানাং, মরণরহিতানাং) ‘কস্ম’ (কিংরিখত) ‘কতমশ্চ’ (শ্রেষ্ঠত) ‘দেবশ্চ’ (ভৌতমানশ্চ) ‘চারু’ (অলাধারশ্চ; স্বার্থতঃ) ‘নাম’ (অক্ষরশ্চ) ‘মনামহে’ (হৃদি ধারণামি, মনসি অধুধ্যায়েষু) ; ‘কঃ’ (‘দেবঃ’) ‘নঃ’ (অমান্) ‘পুনঃ’ (পুনরাপি) ‘মহে’ (মহতে, মহিমাবিত্তার) ‘অদিতয়ে’ (সৌম্যরহিতায়, অনন্তায়) ‘দাং’ (আশ্রয়ং-দাতাং),

'চ' (তথা) 'পিতৃরং মাতৃরং চ' (পিতৃমাতৃস্বরূপং পরমেশ্বরং) 'দৃশ্যং' (পশ্চেরং) । এষা ঋক্ আঙ্গসম্বোধনমূলিকা ইষ্টদেবোদ্যেস্তে প্রার্থনাসূচিকা বা । যস্মাৎ আগচ্ছাম, যত্র বা গমিষ্যাম, কেনোপায়েন তৎস্থানং প্রাপ্যামঃ । যো হি স্রষ্টাঃ, যো হি পালকঃ, যো হি আশ্রয়দাতা, কথং বা তং জ্ঞাতামি ! ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম—২৪সূ—১খ) ।

বজ্রাঙ্কবাৎ ।

অগ্নিস্থিত শ্রেষ্ঠ কোন দেবতার যথার্থ-স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ (অনুধান) করিয়া? কোন দেবতা আমাদেরকে পুনরায় সেই মহিমান্বিত অনন্ত আশ্রয় দিবেন; এবং (কোন দেবতার অনুগৃহে) পিতৃমাতৃ-স্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিব (প্রাপ্ত হইব) ? (১ম—২০সূ—১ক) ।

সারণ ভাষ্যঃ ।

কশ্চৈতানবর্চ শুনঃশেপো যুগে বজ্রঃ কান্দিশীকঃ কং দেবমুপদানীতি বিচকিংসতি । তথা চান্নারভে । হস্তাহং দেবতা উপদানীতি । ন প্রজাপতিঃস্ব প্রথমং দেবতানামুপ-
লগ্নারতি বয়ং শুনঃশেপনামকা অমৃতানাং দেবতানাং মদো কঃমস্ত কি জাতীয়স্ত কশ্চ
দেবতা চাক শোভনং নাম মনামহে । উচ্চারণ্যমঃ । কো দেবো মাং যুম্বুং পুনরপি
মইচ্ছ মচঠৈতা অদি তয়ে পৃগিটৈবা দাৎ । দত্তাৎ । তেন দানেনাচমৃতঃ লন পিতরং মাতরং
চ দৃশ্যং । পশ্চেরং । কো হ তৈ নাম প্রজাপতিরতি স্রষ্টেঃ কশ্চৈতি শব্দসামান্তাদনয়া
প্রজাপতিরেবোপমৃত ইতি গমাতে ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'কশ্চ নুনং' এই ঋকের দ্বারা যুগ্মকার্ত্ত বজ্র শুনঃশেপ মুনি 'কোন দিকে যাই, কোন দেবতাকে আশ্রয় করি'—এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন । তাহা স্রষ্টতে এইরূপ বাক্য হইয়াছে ; - 'আমাকে হনন করিবে । দেবতার পরগণপন্ন হই' ; এবং সেই শুনঃশেপ মুনি দেবতাগণের মধ্যে প্রথমে প্রজাপতির নিকট গিয়াছিলেন (এস্থলে উপসনার এই ক্রিয়ার অর্থ মানস গমন বৃত্তিতে হইবে) 'শুনঃশেপ মুনি আম, দেবতাগণের মধ্যে কি জাতীয় কোন দেবের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিব? কোন দেব পরগণপন্ন এমন আমাকে মহতী (বিশাল) পুত্রীর নিকট দান করিবে আর্থাৎ আমাকে মরণ হইতে রক্ষা করিয়া এই বিশাল ভূমিগুণে স্থান দিবেন । আর সেই দান নিমিত্ত আমি মরণরহিত হইয়া পিতা ও মাতাকে পুনরায় দেখিব? 'কো হ তৈ নাম প্রজাপতিঃ' এই স্রুতি হেতু এবং 'কশ্চ' এইরূপ সামান্ত ঋক্-বাক্যের এই ঋকের দ্বারা প্রজাপতি-দেবের সমীপে গিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । আর্থাৎ, 'ক' শব্দের অর্থ প্রজাপতি । এ ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ দেবতার উল্লেখ নাই, কেননা 'কশ্চ' এই শব্দ আছে । অতএব শুনঃশেপ যে প্রজাপতি-দেবের নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র হইতে তাণ প্রতীত হইতেছে ।

কতমত । কিশ্বাকা বহুনাং ক্রিাপরিশ্রমে উতমচ । পাং ১৩২৩ । চিত-ইত্যস্তা-
 দাতব্যং । অমৃতানাম্ । নঞ-সুভ্যামিচ্ছ্যত্তরপদাত্তোদাত্তে প্রাপ্তে নঞোৎকরমরমিত্রমুতা
 ইত্যুক্তরপদাত্তব্যং । মনামহে । মন জানে । ব্যত্যয়েন শপ্ । পাদাদিষাননিষাতঃ ।
 মঠে । উদাত্তয়নো হলপূর্বাদিতি বিভক্তেরদাত্তব্যং । দাৎ । গতিস্বা । পাং ২৩১৭ । ইতি
 সিচো লুক্ । বহুলং ছন্দস্তমাত্ত্বযোগেহপিভ্যাভাগমাত্তব্যঃ । দৃশেরম্ । দৃশিব্ প্রেক্ষণে ।
 আশীলিঙিমপোহম্ । দৃশেরগ্ বক্তব্যঃ । পাং ৩১৮৩ । ইত্যাক্-প্রত্যয়ঃ । অতো বেরঃ ।
 আদৃশণঃ । বাস্তুটঃ স্বরৈশ্চকার উদাত্তঃ । মাতরং চেতাঅ চ শব্দাদৃশেরমিত্যনুযজাতে ।
 অতস্তদপেক্ষরৈবা তিঙ-বিভক্তিঃ প্রথমেনি চব্যায়োগে প্রথমেনি ন নিহততে । ১ ।

প্রথম (২৫৩) ঋকের বিশদার্থ ।

সাধারণ দৃষ্টিতে এ ঋকে দুই দিক হইতে দুই প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন
 হইতে পারে । যে উপাখ্যান প্রাগ্জে (শুনঃশেপ নামক ঋষিপুত্রকে
 বলিপ্রদান উপলক্ষে) এই ঋকের অবতারগীর বিসয় ভাষ্যকারগণ নির্দ্ধারণ
 করিয়া গিয়াছেন ; মেরূপ ক্ষেত্রে এ ঋক্স্বর উচ্চারণ একরূপ অর্থ

'কতমত' এই পদ 'কিশ্বাকা বহুনাং ক্রিাপরিশ্রমে উতমচ' (পাং ১৩২৩) এই
 সূত্রানুসারে কিশ্ব শব্দের উত্তর 'উতমচ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে
 'চিত' এই নিয়মে অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে । 'অমৃতানাম্' এই পদে, 'নঞ-সুভ্যাম্' এই
 নিয়মানুসারে, উত্তর পদের অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, 'নঞোৎকরমরমিত্রমুতাঃ' এই
 বিশেষ নিয়মহেতু উত্তর-পদের আদ্যদাত্তস্বর হইয়াছে । 'মনামহে' এই পদ 'মন জানে'
 এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; নিয়ম-ব্যতিক্রম-হেতু শপ্ হইয়াছে । উক্ত পদে পাদাদিষ-হেতু
 নিষাত হইল না । 'মঠে' এই পদে 'উদাত্তযনোলপূর্ব্যাৎ' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির
 উদাত্তস্বর হইয়াছে । 'দাৎ' এই পদে, 'গতিস্বা' (পাং ২৩১৭) এই নিয়মবশতঃ, দিচের
 লুক্ (লোপ) হইয়াছে এবং 'বহুলং ছন্দস্তমাত্ত্বযোগেহপি' এই সূত্র হেতু 'অভাগম' হইল
 না । 'দৃশেরম্' এই পদ দর্শনার্থে দৃশ ধাতুর উত্তর আশীলিঙ অর্থে মিপ্ বিভক্তির স্থানে
 অম্, পরে "দৃশেরগ্ বক্তব্যঃ" (পাং ৩১৮৬) এই নিয়মানুসারে অক্-প্রত্যয়, অকারের পর
 'বা' স্থানে ঈয়, অকারের উত্তর ঞ্ণ (ঈকারের ঞ্ণ-এ-কার) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং
 উক্ত পদে বাস্তুটের স্বরের দ্বারা এ-কার উদাত্ত-স্বর হইয়াছে । 'মাতরং চ' এই স্থলে চ-কার
 থাকার 'দৃশেরম্' এই ক্রিয়া-পদের অন্তবদ্য হইতেছে ; সুতরাং উক্ত ক্রিয়াপদের অপেক্ষায়
 প্রথমা তিঙ-বিভক্তি হইল । অতএব চ-ব্যায়োগে প্রথমা এই নিয়ম বার্য হইল না । ১ ।

প্রকাশ করিতে গায়েন। আবার যেখানে কোনও বিষয়-বিশেষের স্মৃতি
 স্মৃতি নাই, পরন্তু যেখানে গাৰ্ভজনীনভাবে সকল অবস্থায় এ শব্দ প্রযুক্ত
 বলিয়া বুঝিতে পারি, সেখানে এ শব্দের অর্থ আর এক প্রকার প্রকাশ
 পায়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সত্যই কোনও মানুষ যেন বধ্যভূমে নীত
 হইয়া, জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে।
 তাহাকে যেন স্মৃতি পরেই ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, সে যেন
 আর আপনার স্নেহময় জনকজননীকে দেখিতে পাইবে না। তাই মনে সে
 কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছে, অথবা মনে মনে প্রশ্ন করিতেছে,—কোন
 দেবতার অনুগ্রহ পাইলে, চকানু দেবশরীর প্রাপ্ত হইলে, সে আবার
 পৃথিবীর মুখসম্পর্ক পুনঃপ্রাপ্ত হইবে,—সে আবার আপনার পিতামাতার
 কোড়ে স্থানলাভ করিবে। এ থাকে একরূপ ভাব সহগাই আগিতে পারে।
 কোনও কালে কোনও ঋষিকুমার এই মন্ত্র-উচ্চারণে যত্নমুগ্ন হইতে
 পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, বিপন্ন শঙ্কটাপন্ন জন এগনও এই মন্ত্র উচ্চারণ
 করিলে বিপদে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে;—বোধ হয়, মন্ত্র-গম্বন্ধে
 এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই এই মন্ত্রের প্রতি মানব-
 সমাজের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্মই, পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণ এই
 মন্ত্রের স্মৃতি ঋষিকুমার স্তন্যশেপের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রত্যুত হইতে
 পারে, এ মন্ত্রের স্মৃতি কখনই কোনও ব্যক্তি-বিশেষের বা কাল-বিশেষের
 সম্বন্ধ নাই। আমরা মনে করি, অজীত অনাগত বিত্তমান,—তিন কালেই
 ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল মানুষই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ
 হইয়াছেন, হইবেন ও হইতে পারেন। সংসার-কারাগারে আগিয়া
 মানুষ নিম্নত মায়ামোহরূপ দূত-বন্ধনে দিন দিন আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।
 আহার্য-সামগ্রীর প্রলোভনে পড়িয়া যুগ জ্বলের দিকে অগ্রসর হয়, এবং
 পরিশেষে জ্বলে আবদ্ধ হইয়া বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে। ইহ-
 সংসারের মনুষ্যেরও সেই অবস্থা। সামৌরিক মায়ামোহে প্রলুব্ধ হইয়া সে
 যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, কি অবস্থায়
 কি বিপাকে বিষম বন্ধনে সে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যতই
 সে সংসারের মোহে লিপ্ত হইয়া পড়ে, ততই তাহার বন্ধন দৃঢ় হইতে

দৃষ্টতঃ হইয়া আসে; ততই সে অসহ যন্ত্রণায় অধিক হইয়া পরিত্রাঙ্কিত
 ডাক ডাকিতে থাকে;— ততই তাহা হইতে মনে পড়ে,— কোথায় ছিল
 কোথা হইতে আসিয়াছি, কে আমার পিতামাতা, কে আমার বন্ধু স্বজন
 কিরূপে দেখেনে আমার বাইব, কিরূপে তাঁহাদিগকে আমার পাঠিব,
 কি সূত্রে তাঁহাদের সহিত পুনর্মিলন সংঘটিত হইবে? আমরা মনে
 করি, এ যাক্ সেই আত্মনি-সূক্ত অমৃতভবনার গময় উচ্চাষ। কত
 ধর্মী কুর্ভোগী আসিত তত্ব চিন্তয় তদনং ভ্রাতা—এ যাক্ সেই
 অমৃতভবনারই দৈত্যনাশাত্র।

বিপদ-পারাধীরে নিপাতিত হইয়া বিপন্ন জন নানা প্রকার অবলম্বন
 অনুসন্ধান করে। তখন সে যদি সম্মুখে তুর্গণকে ভাগিয়া যাইতে দেখে,
 তাঁহাকেই আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এইরূপে, আশ্রয় হইতে
 আশ্রয়ান্তর অনুসন্ধান করিতে করিতে, যদি তাহার জীবনী-শক্তি লোপ
 না পায়, যদি তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়, সে আপনাত উদ্ধারের উপায়
 প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাহার কর্মরূপ জীবনী-শক্তি নাই, অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়
 নাই, প্রকৃত অবলম্বন তাহার সন্ধানে আসেনা। এখানে এ যাক্ মানুষকে
 জীবন সংসার-পারাধীর-উত্তরণের সন্ধান প্রদান করিতেছে। যাহাদের
 শুভকর্মরূপ অদৃষ্ট সঞ্চিত আছে, তাঁহারা এই যাক্কে মধ্য দিয়াই পণ্ডিত-
 পাবন পিতামাতার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দেবদ্বারে প্রার্থনা
 উপন করিতে করিতে দেবতা আপনই আসিয়া পরিত্রাঙ্কনের উপায়
 বলিয়া দিবেন। এ যাক্ মানুষকে সেই তত্ব উপন করিতেছে। যাক্
 বলিতেছে,— তুমি শরণাপন্ন হও,— যে কোনও দেবতার শরণ লভ;
 তিনিই তোমার মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন। পরিশেষে, হৃদয়ে দেব-
 ভাব সঞ্চার কর। অল্পে অল্পে সে ভাব সঞ্চিত হইতে হইতেই তোমার
 মুক্তির পথ আপনিই প্রস্তুত হইয়া আসিবে। লক্ষ্য— আশ্রিত হও;
 দেবদ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াও; দেবতার দ্বারাই অতীত গিচ্ছ হইবে।

কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইতে হইবে? কোথায়
 আমার পিতামাতা? এই পৃথিবীই কি আমাদের উৎপত্তিস্থান! এই
 পৃথিবী হইতেই কি আমরা আসিয়াছি? এই পৃথিবীতে এই কষ্টের মধ্যেই
 কি আমাদের জীবন শেষ হইবে? পুনঃপুনঃ এইরূপ চিন্তায় যলে, মনে

আমি,—‘এ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী তো যে পৃথিবী নয়,—যেখান হইতে
আমরা আসিয়াছি।’ তখন বুঝিতে পারি,—‘এই পিতামাতা তো
আমাদের প্রকৃত পিতামাতা নহেন।’ জ্ঞান হয়,—‘এ যে বিন্দু। এক-
বার হারাইলে এ পৃথিবীর পিতামাতাকে তো সার পাওয়া যায় না।’
যেখান হইতে আসিয়াছি, সে যে পৃথিবী নয়—সে যে অদ্বিতি।—সে যে
অনন্ত। ঋকে পৃথিবীর কথা নাই; ঋকে আছে,—অদ্বিতি। * পৃথিবীর
পিতামাতা চিরজীবী নহেন। যখন তখন যে কোনও প্রার্থী এ পিতা-
মাতাকে পাইবার আশা করিতে পারে কি? এখানে পিতামাতা বলিতে
তাই মনে হয়,—সেই পুরুষ-পুরাণ পরমপিতাই এখানকার লক্ষ্য স্থল।
যে কেহ যখন তখন এ ঋকের প্রার্থনায় ‘অদ্বিতিতে’—অনন্তে মিশিবার
কামনা করিতে পারে; আবার যখন তখন যে কেহ এ ঋকের প্রার্থনায়
অবিনশ্বর সর্বব্যাপী পরমপিতার সাম্ব্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে
পারে। এই মত—এইরূপ মিলনের আকাঙ্ক্ষাই সর্বকালে সর্বলোকে
অবিম্বাদিতাবে পরিস্ফুট। অনন্তেই মিশিতে হইবে, অনন্ত হইতেই
উৎপন্ন হইয়াছি, অনন্তই পিতামাতা। সেই তত্ত্বই এ ঋক্ ব্যক্ত
করিতেছে। “যত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য,
“অন্যন্ত যতঃ” ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বে, যে পিতামাতার বা জন্মস্থানের
সন্ধান পাই, এ ঋকের লক্ষ্য—সেই পিতামাতা বা সেই জন্মস্থান ভিন্ন
অন্য আর কিছুই নহে। পরন্তু, এ ঋক্ এক ঋষিকুমার স্তনঃশেপ কর্তৃক
আবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কেন-না, এ ঋকের
বহুবচনাত্ত ক্রিয়াপদ এবং ‘বয়ং মনামহে’ বাক্য ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্য-
সিদ্ধির মূলীভূত বলিয়াও মনে করা যায় না। এ ঋক্ মুক্তিপ্রাপ্তী সকল
কালের সকল লোকের অনুষ্মরণীয়। এ ঋক্ সকলেরই সংসার বন্ধন-
মোচনের শরণস্থানীয়। (১৫—২৪সূ—১ঋ) ॥

* ‘অদ্বিতি’ শব্দের অর্থ—অসীম অনন্ত। ‘দ্বিত’ শব্দে সীমা, ‘অ-দ্বিত’ - ‘যাহার সীমা
নাই’ অর্থাৎ সীমাহীন। আমরা এই ‘অসীম অনন্ত’ অর্থই সর্বত্র সঙ্গত বলিয়া মনে
করি। আনন্দের বিষয়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত ম্যাক্সমুলালের মতেও ‘অদ্বিতি’ শব্দে এই ভাবই
উৎপন্ন হইয়াছিল। “Aditi means infinitude from dita, bound, and a, not, that is,
not bound, not limited, absolute infinite.”

द्वितीया ऋक् ।

(प्रथमं मण्डलं । चतुर्विंश-सूक्तं । द्वितीया ऋक् ।)

अग्नेर्वरुणं प्रथमश्रुतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

स नो महा अदितये पुनर्दां

पितरं च दृशेरं मातरं च ॥ २ ॥

...

पद-विश्लेषणः ।

अग्नेः । वरुणं । प्रथमश्रु । अश्रुतानां । मनामहे । चारु । देवस्य । नाम ।

सः । नः । महै । अदितये । पुनः । दां ।

पितरं : च । दृशेरं . मातरं । च । २ ॥

* * *

मन्त्राणुसारिणी-व्याख्या ।

'अश्रुतानां' (अविनश्यमानां देवानां) 'अग्ने' (अङ्गनादिगुणविशिष्टं) 'देवस्य'
(द्योतमानं) 'चारु' (अनन्तसाधारणं, मनोज्ञं) 'नाम' (स्वरूपं) 'वरुणं' (प्रार्थनाकारिणः)
'मनामहे' (मनसि अश्रुयामहे) ; 'सः' (अग्निदेवः) 'नः' (अस्मान्) 'महै' (महते,
महिमाश्रितार) 'अदितये' (अनन्ताय) 'पुनः' (पुनरपि) 'दां' (आश्रयं दत्त्वां), 'च' (तथा)
'पितरं मातरं च' (पितृमातृस्वरूपं परमेश्वरं) 'दृशेरं' (पश्येरं) । एषा ऋक् उत्तरा-
श्रिकाः । विवेकरूपेण परमाज्ञा एव उत्तरं प्रवृत्ति इति भावः । (१म - २४व - २५) ।

* * *

বঙ্গাক্ষরবাদ ।

সেই অধিনক্ষর * দেবগণের মধ্যে গর্ভব্যাপী জ্যোতির্গ্নয় অগ্নিদেবের
অনন্তাধারণ স্বরূপ (এস) আমরা অনুধ্যান করি । সেই অগ্নিদেবই আমা-
দিগকে মহিশাস্বিত অনন্তে আশ্রয় দিবেন ; (তাঁহারই অনুগ্রহে) আমরা
সেই পিতৃমাতৃস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব । (১ম—১০সূ—২৭) ।

• • •

সারণ-ভাষ্য ।

ইথং প্রথমমর্চ্চা বিচিকিৎসাং কৃতা প্রজাপতোঃ সত্যশাস্তং দেবমগ্নিং নিশ্চিত্যানমা
তুষ্টাব । তথা চ শ্রয়তে । তং প্রজাপতিরূবাচামিষ্টৈর্ দেবানাং নেদিত্তমেনোপপাদেতি ।
নোহগ্নিমুপসদারাগৈর্কয়ং প্রথমমুতানামিত্যেতরর্চ্চিত । পূর্কংস্তোজনা । দাদদাতু দৃশেয়ং
গশ্চ মীত্যেবমার্শীঃ পরভেন পদবয়ং যোজ্যং ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ ।

— † • † —

পূর্ক ঋক্ যেন প্রশ্ন-মূলক, এ ঋক্ যেন উত্তরসূচক । এক দিকের অর্থে
মনে হয়, মুমূর্ষু দধিকুমার যেন পরিত্রাতার গন্ধান লইবার জন্তু কাহারও
নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আর তিনি যেন তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—
'তুমি বিপন্যুক্তির জন্তু অগ্নিদেবতার শরণাপন্ন হও ।' দেবগণকে মনুষ্যের
শ্রায় রূপগুণ সম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে গেলে, এই ভাবই মনে আসে ।

সারণভাষ্যের বঙ্গাক্ষরবাদ ।

শুনঃশেপ মুনি এইরূপে প্রথম ঋকের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিয়া প্রজাপতি দেবের নিকট
হইতে সেই অগ্নিদেবকে নিশ্চিত করতঃ, এই (বক্ষ্যমাণ) ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া-
ছিলেন । এই বিষয়ে স্মৃতি আছে যে, 'প্রজাপতি সেই শুনঃশেপ মুনিকে বলিয়াছিলেন,—
অগ্নিদেবই দেবতাগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ; তাঁহার নিকটে যাও (অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন
হও) ।' তিনি 'অগ্নে বয়ং প্রথমমুতানাম' এই ঋক্ দ্বারা মনে মনে অগ্নিদেবের সমীপে
গিয়াছিলেন ; অর্থাৎ, তাঁহাকে উক্ত ঋক্ পাঠ করিয়া স্মরণ করিয়াছিলেন । এই ঋকের
লক্ষণ পূর্ক ঋকের 'শ্রায় হইবে । কিন্তু 'দাৎ' ও 'দৃশেয়ং' এই পদদ্বয় যথাক্রমে 'দদাতু'
ও 'গশ্চামি' এই প্রকার আশিবু অর্থে প্রয়োগ করিতে হইবে । ২ ॥

• • •

কিস্ত নিগূঢ় দেবতত্ত্ব যখন অধিগত হইবে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে,—
ঋকের কি উপদেশ। ঋক বলিতেছে,—‘তোমার মনে যে দেবতার
নামই উদয় হউক, তুমি তাঁহাকেই আহ্বান কর; তিম তিম দেবতাকে
আহ্বান করিতে করিতে সকল দেবতা গজ্জন্ত হইয়া তোমার উদ্ধারের
উপায় নির্দেশ করিয়া দিবেন। তিম তিম দেবতাকে তিম তিম ভাবে
দেখিতে দেখিতে গাঙ্গেই অনন্তের সমাপ্ত দেখিতে পাইবে।’

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—অগ্নিদেবতার উপাসনা-মূলক। তার পর বায়ু,
বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা-মূলক সূক্ত-সমূহ পর্যায়ক্রমে লম্বিবিন্দ
আছে। এখানে প্রথমেই অগ্নিদেবতার উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে।
তার পর অন্যান্য দেবতার উপাসনার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পর পর
তিনটি সূক্তে এক সূক্তে যেন উপাসনার পদ্ধতি নিবৃত্ত রহিয়াছে। তাহাতে
মনে হয়,—অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি তিম তিম দেবতাকে আহ্বান করিতে
করিতে, গর্ভদেবতার স্রষ্টা হইতে হইতে, পরিশেষে পরাৎপর
পরমেশ্বরের গাম্ভীর্যস্বরূপ মুক্তি অধিগত হয়।

এখানে এ থাকে সেই অগ্নিশ্বর দেবগণের মধ্যে জ্যোতির্গম অগ্নি-
দেবের উপাসনার উপদেশ আছে। তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে
পারিলে তাঁহারই সাহায্যে সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সমীপে উপস্থিত
হওয়া যাইবে, ইহাই ঋকের মর্শার্থ। (১৩—১৩সূ—১৩) ।

— * —

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

প্রথমে ছন্দোমে বৈখদেবশব্দ অতি বা দেব দবিতরিতি সানিত্ত্বঃ সূক্তহানীরঃ ।
অথ ছন্দোমা ইতি খণ্ডেহতিবা দেব দবিতঃ প্রোতাং যজ্ঞত শব্দুগা । আ• ৮১২ । ইতি
স্বত্রিতঃ । অতি হেতোষাঃগ্নিমহুনেহপি বিনিষুক্তা । প্রোতবৈখদেন্যামিতি খণ্ডেহতিবা দেব

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

প্রথম ‘ছন্দোম’ এই খণ্ডে বৈখদেব শব্দে ‘অতি বা দেব দবিতঃ’ এই সানিত্ত্ব ত্বটী
সূক্ত-হানীর (অর্থাৎ উক্ত ত্বট সূক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) । আখ্যায়ন শ্রোত সূক্তে
‘ছন্দোমা’ এই খণ্ডে ‘অতি বা দেব দবিতঃ প্রোতাং যজ্ঞত শব্দুগা’ (আ• ৮১২) এইরূপ
স্বত্রিত হইয়াছে। ‘অতি বা’ ইত্যাদি ঋকটী অগ্নিমহুনেও বিদ্যুত হইয়াছে (অর্থাৎ অগ্নি-
মহুনে উক্ত ঋকের বিনিয়োগ হইয়া থাকে) । (কারণ) আখ্যায়ন-সূক্তে ‘প্রোতবৈখ-

সবিতর্যগী স্তো: পৃথিবী চ ন: । আ. ২.১৬ । ইতি সূক্তিতং । শ্রুতং চ । অতি দ্বা
 দেব সবিতরিতি লাবিজীমস্বাহেতি । তথা প্রবর্গেণোষা বিনিযুক্তা । অথোত্তরমিতি
 খণ্ডেহতি স্বা দেব সবিতঃ সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ । আ. ৪.৭ । ইতি সূক্তিতং । তথা
 গ্রাবস্তোত্রোপি গ্রাবস্তমিতি খণ্ডে মধ্যমশ্বরেণেদং সননমতি স্বা দেব সবিতঃ । আ. ৫.১২ ।
 ইতি সূক্তিতং । তামেতাং সূক্তে তৃতীয়াম্চমাহ ।

• • •

তৃতীয়া পাক্ ।

(প্রথম মণ্ডলং । চতুর্বিংশ-সূক্তং । তৃতীয়া পাক্)

অতি দ্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাং ।

সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

অতি । দ্বা । দেব । সবিতঃ । শীশানং । বার্য্যাণাং ।

সদা । অবন্ । ভাগং । জীমহে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্গাহুগারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘সদাবন্’ (সর্কদা রক্ষণশীলঃ) ‘সবিতঃ দেব’ (সৎকর্ম প্রবর্তকো দেব) ‘বার্য্যাণাং’
 (বরগীর্ণানাং, স্পৃহনীর্ণানাং, অতীষ্টানামিত যানং) ‘শীশানং’ (প্রদাতারং, ষট্‌ঋষ্যশালিনং) ‘দ্বা’

দেব্যাং’ এই খণ্ডে ‘অতি দ্বা দেব সবিতর্যগী স্তো: পৃথিবী চ ন:’ এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে ।
 এবং “অতি দ্বা দেব সবিতরিতি লাবিজীমস্বাহে” এইরূপ শ্রুতং আছে । উক্ত
 পাক্ ‘প্রবর্গে’ বিনিযুক্ত হইয়াছে । আখ্যায়ন সূত্রে ‘অথোত্তরম’ এই খণ্ডে ‘অতি দ্বা দেব
 সবিতঃ সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ’ (আ. ৪.৭) এরূপ সূত্রিত হইয়াছে ; এবং গ্রাবস্তোত্রে
 ‘গ্রাবস্তং’ এই খণ্ডে ‘মধ্যম শ্বরেণেদং সননমতি স্বা দেব সবিতঃ’ (আ. ৫.১২) এইরূপ
 সূত্রিত হইয়াছে । সূক্তে সেই প্রসিদ্ধ এই তৃতীয়া পাক্ কথিত হইতেছে ।

• • •

(স্বাং) 'অভি' (প্রতি) 'ভাগঃ' (ভজনীয়ঃ, কাম্যঃ) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে) ।
প্রার্থনাকারী সবিভূদেবগণাশং মুক্তিমাত্ প্রার্থনাং করোতীতি ভাবা । (১ম ২৪৭ - ৩ম) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সদারক্ষণশীল সংকর্ষাপ্রদর্ভক তে সবিভূদেব, আপনি মঈড়ধর্গ্যশালী
সর্ব্বাভীষ্টপূরণকারী ; আপনার নিকট আমরা আমাদের কাম্য (মুক্তি)
প্রার্থনা করিতেছি । (ভাব এই যে,—প্রার্থনাকারী সবিভূদেবের নিকট
মুক্তিমাত্ প্রার্থনা করিতেছি ।) (১ম—২৪সূ—৩ম) ।

* * *

সায়ণভাষ্যঃ ।

অগ্নিগ্নি প্রেরিতঃ সন সবিভারমভিভেতানেন তুচেন প্রার্থয়তে । তপৈব ক্ষয়তে ।
তমগ্নিক্রবাচ । সবিভা বৈ প্রসবানামীশে তমেবোপধাবেতি । স সবিভারমুপসসারামিতি স্বা
দেব সবিভরিতোহেন তুচেনেতি । হে সদাবন সদা সর্ষদা রক্ষক তে সবিভর্দেব বার্ষ্যাপাং
বরণীয়ানাং ধনানামীশানাং স্বামিনঃ স্বাং প্রতি ভাগং ভজনীয়ং পনমমি সর্ষত ঈমহে যাচামহে ॥

ঈশানাং । ঈশ ঐর্ষ্যো । লটঃ শানচ্ । তাত্ত্বমুদাত্তেদিত্তি লসর্ষধাতুকামুদাত্তে
ধাতুস্বরঃ । বার্ষ্যাপাং । বৃঙ্ সন্তুক্তো । ঋহলোর্গাৎ । ইডবন্দেতাদিনাদ্রাদান্তস্বঃ । অবন্ ।
আমন্ত্রিতনিষাতঃ । ভাগং । কর্ষাৎ ইতি ষঞোহস্ত উদাত্তঃ ॥ ৩ ॥

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

অনন্তর গুণঃশেপ অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 'অভি স্বা' ইত্যাদি তুচের দ্বারা সবিভূ-
দেবকে প্রার্থনা করিতেছেন । শ্রুতিতে একপই কথিত আছে যে,—“অগ্নিদেব
তাৎকৈ (গুণঃশেপকে) একমাত্র দেবসগিতা সকল প্রসবের অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলের প্রভু
(অর্থাৎ তিনিই সমস্ত অভীষ্ট-ফলপ্রদানে সমর্থ) অতএব তাঁহারই নিকটে যাও (অর্থাৎ
তাঁহারই শরণাগর হও)”—এইরূপ বলিয়াছিলেন । অতঃপর সেই গুণঃশেপ মুনি 'অভি স্বা
দেব সবিভঃ' এই তুচ মন্ত্রের দ্বারা সবিভূদেবের শরণাগর হইয়াছিলেন । হে সর্ষদা-রক্ষা-
কর্তা সূর্য্যদেব ! প্রার্থনীয় যাবতীয় শ্রেষ্ঠধনের অধিপতি এরূপ আপনার নিকটে ভজনীয়
(অর্থাৎ ভজনার যোগ্য মনোরম) প্রার্থনা করিতেছি ।

'ঈশানাং' এই পদে ঐর্ষ্যা-বোধক ঈশ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শানচ্ প্রত্যয়, এবং
'তাত্ত্বমুদাত্তে' (পা० ৬।১।১৮৬) এই যুক্তানুসারে ল ও সর্ষধাতুক লক্ষ্যে অমুদাত্তত্ব
হওয়ার ধাতুর স্বর হইয়াছে । 'বার্ষ্যাপাং' এই পদে সন্তোগবোধক বৃঙ্ ধাতুর উত্তর
'ঋহলোর্গাৎ' (পা० ৩।১।২২৪) এই যুক্তানুসারে গাৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
উক্ত পদে 'ইডবন্দ' ইত্যাদি নিয়ম হেতু আদি উদাত্ত স্বর হইয়াছে । 'অবন' এই পদে
আমন্ত্রিতের নিষাত হইয়াছে । 'ভাগং' এই পদে 'কর্ষাৎ' এই নিয়মানুসারে ষঞ্
প্রত্যয়ের অন্ত উদাত্ত স্বর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (২৫৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকেরও দুই দিক হইতে দুই রূপ অর্থ নিষ্কাশিত হয়। এক পক্ষ বলেন,—‘বার্ষ্যগাং’ শব্দে ‘অভিলাষামুরূপ ধন’ বুঝায়। তদনুগারে অর্থাদির প্রার্থনা জানান হইয়াছিল, এইরূপ ভাব আসে। বলা বাহুল্য, ষাঁহার। এইরূপ ‘ধন’ অর্থ আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাতেই আবার শুনঃশেপের প্রাণপ্রাপ্তির প্রার্থনা-প্রসঙ্গ আছে। যার প্রাণ যাইতে বলিয়াছে, সে কি কখনও অর্থ-সম্পদের জন্ম লাভায়িত হয়! কখনই না। অতএব, এখানে তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নের প্রসঙ্গ কোনও প্রকারেই আসিতে পারে না। অপিচ, এ প্রার্থনাকে একমাত্র শুনঃশেপের প্রার্থনা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কারণ, এ ঋকেরও কর্তা এবং ক্রিয়াপদ বহুগচনাস্ত। সূত্রগাং আমরা যে কেহ যেন ভগবানের নিকট পরমধন প্রার্থনা করিতে পারি, এ মন্ত্র সেই ভাবেই বিবৃত আছে। সনিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া ঋষিকুমার শুনঃশেপও প্রার্থনা জানাইতে পারেন,—‘হে দেব! আপনি আমাদেরকে পরম ধন (মোক্ষধন) প্রদান করুন’; আবার আমরা পাপীতাপী সকলেই এ ঋকের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া সনিতৃদেবকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারি,—‘হে সকল লোকস্বপ্নপ্রদর্শক দেবতা! আমাদেরকে বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে আপনি মুক্তিদান করুন। অজ্ঞানতাই সকল বন্ধনের মূলোদ্ভূত; আপনি জ্ঞানস্বরূপ সনিতৃদেব। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকারময় স্থানে আপনি জ্ঞানালোক-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। তাহাতে, আপনার করুণায়, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক।’

‘শুনঃশেপ’ শব্দের অর্থ—‘ঋষিকুমার শুনঃশেপ’ না হইয়া ‘যদি পাপীতাপী নর্ত্তা মনুষ্য-মাত্রেই’ হয়, তাহাতে সর্বপ্রকার অর্থগত্ৰি আসে। ‘শুনঃ’ ও ‘শেপ’ শব্দদ্বয়ের যোগে ‘শুনঃশেপ’ পদ নিষ্পন্ন। গহ্যর্থক ‘শুন’ এবং স্থিত্যর্থক ‘শী’ এই দুই ধাতু উক্ত পদের উৎপত্তির মূল। সে বিগাধে যাহার গতি ও স্থিতি আছে, তাহাকেই শুনঃশেপ অর্থাৎ মর্ত্য-মাত্রকেই শুনঃশেপ বলা যাইতে পারে। থাকে যেখানে ‘শুনঃশেপ’ শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্বত্র ঐ ভাব গ্রহণ করাই কর্তব্য। (সং—২৪সূ—৫ঋ)।

চতুর্থী ঞক্ ।

(প্রথমং মঙলং । চতুর্বিংশসূক্তং । চতুর্থী ঞক্) ।

যশ্চিচ্চি ত ইথা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ ।

অদেষো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪ ॥

* . *

পদ বিশ্লেষণং ।

যঃ চিৎ । হি । তে । ইথা । ভগঃ । শশমানঃ । পুরা । নিদঃ ।

অদেষমঃ । হস্তয়োঃ । দধে ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্রাঙ্কসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব ! 'যঃ' (পূর্বকথিতঃ) 'ভগঃ' (ভজনীয়ো ধনবিশেষঃ, পরমার্থরূপো ধনঃ) 'তে' (তব) 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) 'দধে' (ধৃতোহভূৎ), ভগঃ 'হি' (নিশ্চিতং) 'চিৎ' (শ্রেষ্ঠঃ) 'শশমানঃ' (সুয়মানঃ, প্রশংসনীয়ঃ) 'অদেষমঃ' (দেষয়তিতঃ, সর্বলোকপ্রার্থনীয়ঃ) 'পুরা' (পূর্বাগতং, চিরকালং) 'নিদঃ' (অনিন্দিতঃ) । *তৃতীয়ার্চোক্তং পরমার্থস্বরূপং যজ্ঞনং, তে দেব ! ময়ং তং দেহি—ইতি প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ । (১ম—২৪সূ - ৪ম) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

পূর্বকথিত যে স্পৃহনীয় পরমার্থরূপ ধন আপনি হস্তে ধারণ করিয়া
আছেন, সে ধন শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, সর্বলোকপ্রার্থনীয় এবং অনিন্দিত ।
(প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! সেই ধন আমাদেরকে প্রদান
করুন) । (১ম—২৪সূ—৪ম) ।

* . *

সায়ণ-ভাষ্য।

হে সবিভৰ্ঘো ভগো ভজনীয়ো ধনবিশেষেষু তব হস্তয়োৰ্দ্ধিধে। ধ্বতোহ্ভুক্তং ধনবিশেষমীমহ
ইতি পূৰ্বব্রাহ্মণঃ। চিচ্ছ্বঃ পূজার্ধে হিশকঃ প্ৰসিক্তৌ। ধনস্ত পূজাৰ্থং গৰ্ব্বজ্ঞ প্ৰসিক্তং।
তামেব পূজাৰ্থপ্ৰসিক্তিং বিশদয়তি। ইথা শশমানঃ। অনেন প্ৰকাৰেণ শশমানঃ
স্তুয়মানঃ। ধনস্ততিপ্ৰকাৰং চ সৰ্গে জানন্তি। নহু স্বকীয়ে ধনে বৈরিভিন্নগন্ততে সতি
বৈরিগৃহীতং ধনং সৰ্গে। লোকো নিন্দাতি যেষ্টি চ। অতো ধনস্ততিৰ্ণ নিয়তেত্যাশঙ্কাহ।
নিদঃ পুরা অধেষঃ। নিন্দায়াঃ পূৰ্বং স্বকীয়েন বাবস্থিতে সতি তদানীঃ ধ্বমরহিতঃ।
তমাং স্বকীয়ভাতি প্ৰায়েণ স্তুয়মানমমুক্তমিতিৰ্যঃ।

ইথা। প্ৰকাৰণচন ইদমহমুঃ পা० ১৩২৪ সূচ্যাঃ সুলুগিতি ব্যতায়েন বিভক্তে-
ৰ্ভাদেশঃ। টিলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বৰেণাকার উদাত্তঃ। শশমানঃ। শশ প্লুগংগতৌ। ইহ
তু স্তভাৰ্থঃ। তাস্তীল্যবয়োবচনেতি। পা० ৩২২২। তাস্তীল্যচানশ। কৰ্ত্ত্বি শপ্।
চিত ইত্যস্তোদাত্তহং। নিদঃ নিদি কুৎসায়াঃ। সম্পদাদিলক্ষণঃ কিণ। লাবেকাচ ইতি

সায়ণ ভাষ্যের সংক্ষিপ্তসার।

হে সবিভূদেব! (স্বৰ্ঘা) যে ভজন্যে যোগ্য অৰ্থে উত্তম ধনবিশেষ আপনায় হস্তে
রক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা (আমি) প্ৰাৰ্থনা করিতেছি। এস্থলে 'ঈমহে' এই পূৰ্ব
ক্রিয়ার অর্থ হইতেছে। এই ধকে 'চিৎ' এই শব্দের অর্থ পূজা ও 'হি' শব্দের অর্থ প্ৰসিক্তি।
ঐশ্বৰ্য্য যে পূজ্য (প্ৰশংসার যোগ্য), ইহা সৰ্বত্র প্ৰসিক্ত রহিয়াছে। সেই পূজ্যের
প্ৰসিক্তি কিরূপ, তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন, - উক্ত ঐশ্বৰ্য্য-বিশেষ এই প্ৰকাৰে
স্তুয়মান, (গৰ্ব্বজন-প্ৰশংসিত) ঐশ্বৰ্য্যের স্ত-প্ৰকাৰ সকলেই জানে। এই বিষয়ে আশঙ্কা
হইতেছে যে, আপনি ধনসম্পত্তি শত্রু কৰ্ত্ত্বক অথবা হইলে, ঐ শত্রু-হস্তগত ধনকে সকল
লোকেই নিন্দা এবং ঘেৰু করিয়া থাকে, সুতরাং ধন-প্ৰশংসা নিমিত্ত হইতে পারে না। এই
আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন। প্রথমে ঘেৰু-শূন্য অর্থাৎ নিন্দার পূৰ্বে আপনার বলিয়া
বাবস্থিত হইলে, তৎকালে ঐ ধন ঘেৰুশূন্য হইয়া থাকে। অতএব, স্বকীয় অতিপ্ৰায়ে
উক্ত ঐশ্বৰ্য্যের স্তুয়মানত্ব কথিত হইয়াছে।

'ইথা' এই পদে "প্ৰকাৰণচন ইদমহমুঃ" (পা० ১৩২৪) এই সূত্রানুসারে 'ইদম্'
শব্দের উত্তর ঐমু প্ৰত্যয়, 'সূচ্যাঃ সুলুক্' এই পুত্র দ্বারা ব্যতিক্রমে বিভক্তির স্থানে ডা
আদেশ এবং টিলোপ করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে। উহার উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের গহিত আকার
উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'শশমানঃ' এই পদ প্লুগমনবাচক 'শশ' দাতু হইতে উৎপন্ন। এস্থলে
উহা স্ততিবাচক। উক্ত শশ দাতুর 'উত্তর তাস্তীল্য বয়োবচন' (পা० ৩২২২) এই
সূত্রানুসারে তাস্তীল্য অর্থে চানশ্ প্ৰত্যয় ও কৰ্ত্ত্ববাচো শপ্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত
পদে 'চিতঃ' এই নিমম হেতু অস্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'নিদঃ' এই পদ কুৎসা (নিন্দা)-
বোধক 'নিন্দ' দাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণে কিণ্ প্ৰত্যয় দ্বারা সাধিত। উক্ত পদে
'লাবেকাচঃ' এই নিমমস্বতঃ গন্ধমী বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'অধেষঃ' এই পদে

ই অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১০ বর্গ।] চতুর্বিংশঃসূক্তং ।

১১৮৫

পঞ্চমা উদাত্তঃ । অধেবঃ । ন বিত্ততে ঘেঘোহন্তেতি বহুব্রীহৌ নঞঃস্বভ্যামিত্যন্তরপদান্তে-
দাত্তঃ । দধে । কর্ণপি লিট্ । তত্রার্দ্ধধাতুকথেনাভ্যস্তানামাদিরিত্যাছাদান্তো ন ভবতি ।
প্রত্যয়স্বর এব শিচ্যন্তে । যদ্বৃত্তযোগানিঘাতাভাবঃ ॥ (১ম-২৪সূ-৪খ) ॥

চতুর্থ (২৫৬) ঋকের বিশদার্থ ।

— :: † : † :: —

পূর্বে ঋকে যে ধনপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানান হইয়াছে, এ ঋকে সেই
ধনের স্বরূপ-ভেদ বিবৃত হইতেছে। বলা হইতেছে,—সেই ধনই শ্রেষ্ঠ
ধন। সে ধন 'চিৎ', অর্থাৎ পূজার উপযোগী। সে ধন—'শশমান',
অর্থাৎ স্তবের উপযোগী। আর সে ধন—'অধেম'; অর্থাৎ, ছেদনহিত।
আর সে ধন—'পুরা নিদঃ' অর্থাৎ চিরকাল অনিন্দিত। সর্বকালে সকলের
পক্ষেই সে ধন পরম মঙ্গলপ্রদ। সে ধন, শত্রু অপহরণ করিতে পারে
না; সে ধনের কেহ নিন্দা করিতে পারে না। সে ধন চিরস্থ চির-
আনন্দ প্রদান করে। ফলতঃ, পরমধন মোক্ষধনের প্রার্থনাই যে
ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। (১ম-২৪সূ-৪খ) ।

পঞ্চমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । চতুর্বিংশঃসূক্তং । পঞ্চমী ঋক্ ।)

ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা

মূর্দ্ধানং রায় আরভে ॥ ৫ ॥

* * *

'বাহার ঘেঘ নাই' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞঃ স্বভ্যাং' এই স্বত্রানুসারে উত্তর পদের
অস্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে 'দধে' এই পদে কর্ণবাচ্যে লিট্ বিভক্তি। উক্ত পদের অর্ধ-
ধাতুকত্ব-হেতু 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা० ৬।১।১৮৯) এই নিয়মানুসারে আদি উদাত্তস্বর হইল
না; কিন্তু প্রত্যয় স্বরই থাকিল; এবং যদ্বৃত্ত-যোগেহেতু নিঘাত-স্বর হইল না ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণ ।

ভগ্ভক্ত্ব্য । তে । বয়ং । উৎ । অপেশম । তব । অবগা ।

মূর্ক্ষানং । রায়ঃ । আহরতে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-বাখ্যা ।

হে দেব ! 'তে' (তৃতীয়া) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ জনাঃ) 'ভগভক্ত্ব্য' (ভগবতঃ সঙ্ক-
স্তুত্ব্য, ষড়ৈধ্বর্ষ্যাম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'তব অবগা' (ভবতঃ রক্ষণেন, অনুগ্রহেণ) 'রায়ঃ' (পরম-
ধনত্ব) 'মূর্ক্ষানং' (উৎকর্ষঃ) 'আহরতে' (আহরক্, শীঘ্রং লক্) 'উদেশম' (উৎকর্ষণ
ব্যাপ্তমঃ, প্রকৃষ্টরূপেণ সমর্ষাঃ তবেম ইত্যর্থঃ) । প্রার্থনারাঃ ভাবঃ—হে দেব ! তব প্রদত্তং
ধনং প্রাপ্তা যস্মা তদ্বনত্ব উৎকর্ষসাধনার সমর্ষেঃ তবেম তৎ কুরু । (১ম-২৪সূ-৫ধ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব ! আপনার প্রার্থনাকারী আমরা, ষড়ৈধ্বর্ষ্যাম্পন্ন আপনার
অনুগ্রহে পরমধনের উৎকর্ষকে শীঘ্র লাভ করিতে প্রকৃষ্টরূপে যেন
সমর্ষ হই । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনার প্রদত্ত
ধন প্রাপ্ত হইয়া ষদ্ধারা গেই ধনের উৎকর্ষ-সাধনে সমর্ষ হই,
ভাধা করুন ।) ॥ (১ম—২৪সূ—৫ধ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে সবিতঃ তে তৃতীয়া বয়ং শুনঃশেপনামানঃ ভগভক্ত্ব্য ধনেন সংযুক্তত্ব তবাবসা
রক্ষণেনোদেশম । উৎকর্ষণ ব্যাপ্তমঃ । কিং কর্তুং । রায়ো ধনত্ব মূর্ক্ষানমুৎকর্ষমাহরতে ।
প্রায়কুং । ধনিকত্ব প্রসিদ্ধা ব্যাপ্তা ভূয়ামেত্যর্থঃ ॥

ভগশব্দো বৃষাদিষাদাহাদাত্তঃ । তৃতীয়া কর্মণীতি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । অপেশম ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে সবিতৃদেব ! আপনার সঙ্কীর শুনঃশেপ নামক আমরা, ধনবান্ আপনার রক্ষা দ্বারা
উৎকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত হইব । কি করিতে ব্যাপ্ত হইব ? - ধনের উৎকর্ষকে আহরত্ব করিবার
নিমিত্ত ; অর্থাৎ, ধনিকত্ব প্রসিদ্ধিতে ব্যাপ্ত হইব (আপনার ভক্তস্বরূপ আমরাগকে
আপনি রক্ষা করিলে, জনসমাজে আমরা ধনী বলিয়া খ্যাতিযুক্ত হইব) ।

বৃষাদি বলিয়া "ভগ" শব্দটি আহাদাত্ত । (কিন্তু) "ভগভক্ত্ব্য" এই স্থলে "তৃতীয়া
কর্মণী" সূত্র দ্বারা পূর্বপদে (উক্ত 'ভগ' পদে) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । "অপেশম" এই পদটি,

অশু ব্যাশৌ। লিঙ্। ব্যত্যয়েন পরশৈশ্বপদে। শপ্। রায়ঃ। উড়িদমিতি ষষ্ঠাঃ
উদাত্ত্বং। আরভে। কৃত্যার্থে তৈবৈকেনিতি তুমর্থে কেন প্রত্যয়ঃ। নিংসরেণাহাদাত্ত্বং। ৫।
ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে ত্রয়োদশো বর্গঃ। ১অ—২অ—১৩ব।

পঞ্চম (২৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকেও সেই ধনেরই বিষয় কথিত হইয়াছে। যাহারা পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—‘আমায় ধন দেও ; আমি সে ধন যেন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই ; অর্থাৎ, কুপণ হইয়া সে ধন যেন কেবল বাড়াইয়াই যাইতে পারি।’ সাধারণ-দৃষ্টিতে ঋকের এ একরূপ অর্থ আশিতে পারে। কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। সে ধন যে কি, তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব ‘রায়ঃ’ শব্দেই উপলব্ধ হয়। আরাধনার (উপাসনার) দ্বারা প্রাপ্ত যে পরমধন, এখানে সেই ধনের বিষয়ই বলা হইয়াছে। ‘সে ধনের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যাপ্ত থাকি, অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা-উপাসনার ফলে পরমতত্ত্ব অগত হইয়া, তাহার অনুস্মরণে স্মৃষ্টিচত হই’—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ-হেতু এ ঋকেরও সম্বোধন—সনিতু দেব। যিনি সবিভা, তিনি জ্ঞানদাতা। তাহার নিকট যে ধনের প্রার্থনা করা হইবে, সে ধন জ্ঞান-ধন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ভগবানের অর্চনা-উপাসনার ফলে, যোগিদেয় পরমপদার্থের আরাধনার ফলে, যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনই স্তবর্ণ-রজতাদি পার্থিব ধন নহে। ‘রায়ঃ’ শব্দে উদ্ভূত ধন মনে করা বিভ্রম মাত্র। (১অ—২অসূ—৫ঋ)।

ব্যাপ্যর্থক ‘অশু’ (অশ্) ধাতুর লিঙ্ বিভক্তির পরিবর্তে পরশৈশ্বপদের উত্তম পুরুষের বহুবচন করিয়া শপাগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। “রায়ঃ” এই পদটির ষষ্ঠী বিভক্তি “উড়িদে” এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। “আরভে” এই পদটি, আঙ্ পূর্বক ‘রভ্’ ধাতুর উত্তর “কৃত্যার্থে তৈবৈকেন্” এই সূত্র দ্বারা “তুম্” প্রত্যয়ের অর্থে ‘কেন্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘কেন্’ প্রত্যয়ের নিবহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১অ—২অসূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত। ১অ—২অ—১৩ব ॥

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্বিংশত্যঙ্কং । ষষ্ঠী ঋক্ ।)

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং

বয়শ্চনামী পতয়ন্তু আপুঃ ।

নেমা আপো অনিমিষং চরন্তীর্ন যে

বাতস্য প্র মিনন্তুভুং ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

নহি । তে । ক্ষত্রং । ন । সহঃ । ন । মন্যুং । বয়ঃ । চনামী ।

অমী ইতি । পতয়ন্তুঃ । আপুঃ । নঃ । ইমাঃ । আপুঃ ।

অনিমিষং । চরন্তীঃ । ন । যে । বাতস্য ।

প্রমিনন্তু । অভুং ॥ ৬ ॥

• • •

মর্মানুসারিনী ব্যাখ্যা ।

হে দেব ! 'অমী' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'পতয়ন্তুঃ' (পতনোন্মুখাঃ, অন্নজরাদিধর্ম্মবিশিষ্টাঃ) 'বয়শ্চন' (বয়োধর্ম্মশীলাঃ, মর্ত্য্যাঃ) 'তে' (তব) 'ক্ষত্রং' (বলং) 'হিঃ' (নিশ্চিতং) 'ন আপুঃ' (ন প্রাপ্তবস্তুঃ, তৎসদৃশং পরীরবলং কত্য়পি নাস্তীত্যর্থঃ) ; 'সহঃ' (তৎসদৃশং তেজঃ, পরাক্রমং) 'ন' (কুত্রাপি ন পরিদৃষ্টং ইত্যর্থঃ) 'মন্যুং' (তব কোপং) 'ন' (কোত্রপি ন সোচ্চং শক্তঃ) ; 'ইমাঃ' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'অনিমিষং' (নিরন্তরং) 'চরন্তীঃ' (প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্তাঃ)

সংসারে ক্রিয়াশীলাঃ ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (নশ্বঃ, সদ্ভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'ন' (ভৎসদৃশঃ শক্তিঃ
ন ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বাতত' (বায়োঃ) 'ষে' (গতিবিশেষাঃ, প্রচণ্ডাঃ গতঃ ইত্যর্থঃ)
তেহপি 'অভূৎ' (ভদীরং বেগং) 'ন শ্মিনন্তি' (ন হিংসন্তি, অতিক্রমং কর্তুং ন শক্তাঃ
ইত্যর্থঃ)। দেবশক্তিঃ অতুলনীয়।—হৃতি ভাবঃ। (১ম ২৪সূ-৬৭)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান জন্মজরাদিধর্মবিশিষ্টে মর্ত্যগণ আপনাদের
শক্তি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত নহে, অর্থাৎ কাহারও আপনার স্থায় শারীরিক
বল নাই; আপনার স্থায় তেজ (পরাক্রম) কোথায় পরিদৃষ্ট হয় না;
অথবা আপনার ক্রোধকে কেহ সহ্য করিতে সমর্থ নহে; এই পরিদৃশ্যমান
নিরন্তর প্রবাহরূপে গতিশীলা নদী (অথবা, সংসারে ক্রিয়াশীল সদ্ভূতিনমূহ)
আপনার স্থায় শক্তিধারণ করে না; বায়ুর যে গতিবিশেষ (প্রচণ্ডগতি),
কাহারও আপনার বেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। ভাব এই যে,—
দেবশক্তি অতুলনীয়।) ॥ (১ম—২৪সূ—৬৭) ॥

সারণ-ভাষ্যং।

অথ সবিত্রা প্রেরিতঃ শুনঃশেপ এতদাদিহুক্তশেষেণোক্তয়েণ চ সূক্তেন বরুণং তৃষ্টাব।
তথা চ স্ত্রয়তে। তৎ সবিত্রোবাচ। বরুণায় ঠৈব রাজ্ঞে নিযুক্তোহসি তমেবোপধাবেতি স
বরুণং রাজানমুপসসারাত উত্তবাতিরেকত্রিংশতেতি। তে বরুণ পতয়ন্তঃ প্রৌঢ়ে বিরভ্যং
পতন্তোহনী দৃশ্যমানা বরুচন শ্রোনাদয়ঃ পক্ষিণোহপি তে কত্রং ভদীরং শরীরবলং ন ছাপুঃ।
নৈব প্রাপ্তাঃ। ভৎসদৃশং শরীরবলং পক্ষিণামপি নাতীত্যর্থঃ। তথা সহস্রদীরং পরাক্রমং

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর সবিতৃদেব কর্তৃক প্রেরিত (প্রযুক্ত) শুনঃশেপ নামক ঋষি, এই মন্ত্র হইতে
আরম্ভ করিয়া এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ এবং পরবর্তী সূক্তের মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বরুণদেবকে স্তব
করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষতি আছে; যথা,— "সেই শুনঃশেপ ঋষিকে সবিত্রা বালিয়াছিলেন;
আপনি দেবরাজ বরুণের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন, অতএব বরুণদেবেরই সমীপে গমন
করুন। শুনঃশেপ ঋষি, সবিত্রা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, পরবর্তী একত্রিংশৎ সূক্ত দ্বারা
স্তব করিতে করিতে দেবরাজ বরুণদেবের সমীপবর্তী হইয়াছিলেন।" তে বরুণঃ
অতি-বৃহৎ আকাশে উড্ডীন হইতেছে এই যে পরিদৃশ্যমান শ্রোন আদি পক্ষিগণ, ইহারাও
আপনার শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ আপনার বলের স্থায় পক্ষিগণের শারীরিক

তব সামর্থ্যমপি ন প্রাপুঃ । তথা মন্থাং স্বদীরং কোপমপি ন প্রাপুঃ । স্বরি ক্রুদ্ধে সক্তি সোচুমশক্তা ইত্যর্থঃ । অনিমেষং সর্বদা চরন্তীঃ প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্য আপস্বদীরং বলং ন প্রাপুঃ । বাতস্ত বায়োর্যে গতিবিশেষাঙ্গদীরমন্তুং বেগং ন প্রমিনন্তি । ন হিংসন্তি । অতিক্রমং কর্তুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ । তেহপি ন প্রাপুরিত্তি পূর্বত্রাঘরঃ ।

পতন্নস্তঃ । পত গতো । চূরাদিরদন্তঃ । লটঃ শত্ । শপ্ । শুণামাদেশো । অহুপ-
দেশাল্পসর্কধাতুকাদান্তেষু নিচঃ স্বরঃ । আপুঃ । আপল্ ব্যাপ্তৌ । লিটাসি দ্বির্ভাবহলাদি-
শেষো । অত আদেঃ । পা० ৭।৪।৭০ । হিত্যান্তঃ । অত্র ন সহো ন মন্থমিত্যাদিভিরাপুরিত্যন্ত
সম্বন্ধান্তমপেক্ষয়া প্রাথম্যাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমা তিঙ্ বিভক্তির্ন নিহন্ততে । চরন্তীঃ । বা
হুন্দনীতি পূর্বসবর্ণদীর্ঘঃ । প্রমিনন্তি । মীঞ্ হিংসারাং । ক্রাদিত্যঃ শ্মা । শ্মাভ্যন্তরোরাতঃ ।
পা० ৬।৪।১১২ । উত্য়াকারলোপঃ । মীনাতের্নিগমে । পা० ৭।৩।৮১ । ইতি হ্রস্বৎ । প্রত্যয়-
স্বরঃ । তিঙ্ চোদান্তবতি । পা० ৮।১।৭১ । ইতি গতিরমুদান্তঃ । যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ । ৬ ।

• • •

বল নাই । সেটরূপ আপনার ক্রোধকেও প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ পক্ষিগণ আপনার ক্রোধ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না । সর্বদা বিচরণশীল অর্থাৎ প্রবাহরূপে গমনশীল জলসমূহ আপনার বলকে প্রাপ্ত হয় না । বায়ুর যে গতিবিশেষ, তাহারিও আপনার বেগকে হিংসা করে না, অর্থাৎ আপনার পরাক্রম অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । ‘ইহারা সকলেই আপনার তুল্য শারীরিক বল প্রাপ্ত হয় নাই এবং আপনার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ নহে’—এইরূপ পূর্বের সহিত অম্বয় করিতে হইবে ।

“পতন্নস্তঃ” এই পদটি গত্যর্থক ‘পত্’ ধাতুর উত্তর চূরাদি হেতু ‘লিঙ্’ করিয়া, লটের স্থানে শত্ (অৎ) প্রত্যয়, ‘শপ্’ প্রত্যয়, শুণ ও ‘অম্’ আদেশে সিদ্ধ হইয়াছে । এখানে সর্কধাতুক ল-কারহেতু অমুদান্তস্বরের প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু ‘অৎ’ এই উপদেশ থাকায় নিচের স্বরই বর্তমান হইয়াছে । “আপুঃ” এই পদটি, ব্যাপ্ত্যর্থক আপুটে (আপ্) ধাতুর উত্তর লিটের ‘উস্’ প্রত্যয় করিয়া দ্বিভ, হলাদিশেষ এবং “আপুঃ” এই ক্রিয়াপদের “ন সহোন্-মন্থাং” এই পদের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এবং তদপেক্ষাও এই ক্রিয়াপদ প্রথম বলিয়া, “চাদিলোপে বিভাষা” এই সূত্র দ্বারা তিঙ্ বিভক্তির নিঘাত স্বর হয় নাই । “চরন্তীঃ” এই পদটির জস্ বিভক্তিতে, “বা হুন্দসি” এই সূত্র দ্বারা ছন্দোবিষয়ে পূর্ব সবর্ণ ও দীর্ঘ হইয়াছে । “প্রমিনন্তি” এই পদটি প্র-পূর্বক হিংসার্ববিশিষ্ট ‘মীঞ্’ ধাতুর উত্তর লটের পুরঠৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখানে “ক্রাদিত্যঃ শ্মা” সূত্র দ্বারা ‘শ্মা’ (না) প্রত্যয়, “শ্মাভ্যন্তরোরাত” (পা० ৬।৪।১১২) এই সূত্র দ্বারা ‘শ্মা’ এর আকারলোপ, এবং “মীনাতের্নিগমে” (পা० ৭।৩।৮) এই সূত্র দ্বারা ঙ্-কারের হ্রস্ব হইয়াছে । এই পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে এবং “তিঙ্ চোদান্তবতি” (পা० ৮।১।৭১) সূত্র দ্বারা ইহার গতির (প্র-এর) অমুদান্তস্বর হইয়াছে ; যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতস্বর হয় নাই ॥ ৬ ॥

• • •

ষষ্ঠ (২৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

—† †—

প্রচলিত ভাষ্য-সমূহের মত এই যে, এ ঋক ব্রহ্মদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ সূচিত হয়। গায়ত্রের ভাষ্য প্রভৃতিতে সে ভাব ব্যক্ত আছে, দেখিতে পাইবেন।

আমরা কিন্তু মনে করি, এ ঋকে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে ; —তিনি ব্রহ্মদেব নামেই অভিহিত হউন, আর যে নামেই অভিহিত হউন। তদনুসারে ঋকের মর্মার্থ হয় এই যে,—‘হে ভগবন্! মর্ত্য কোনও জীবই আপনার সমকক্ষ নয়। কিবা শারীরিক বলে, কিবা পরাক্রমে, কিবা ক্রোধ-মহনে (আপনার অব্যাহত গতি-প্রবাহে বাধা প্রদানে) সংসারে কেহই সমর্থ নহে। কেবল মর্ত্য জীবের কথাই বা বলি কেন ?—প্রকৃতির অঙ্গীভূত গেই যে প্রচলিত নদীপ্রবাহ, অথবা ভীষণ মূর্তি গেই যে বাত্যাঘাত—আপনার প্রভাবে নিকট তাহারা কেহই দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না।’

প্রচলিত ঋকের সহিত আমাদের পরিগৃহীত উক্তরূপ অর্থের কি বিভিন্নতা, ঋকের কয়েকটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বোধগম্য হইবে। ঋকের একটা প্রধান শব্দ—‘বয়শ্চন’। এই শব্দে সকলেই ‘পক্ষী’ অর্থ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গভ্যর্থক ‘বি’ বা ‘অজ্’ ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া বোধ হয় ‘পক্ষী’ অর্থ কল্পনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ‘বয়শ্চন’ শব্দে কেন শ্যেন প্রভৃতি ‘পক্ষী’ অর্থ কল্পনা করিব ? আমরা মনে করি, ঐ শব্দে ‘বয়োধর্মশীল, জন্মজরামরণরূপ গতিশীল, মর্ত্য জীব-মাত্রকেই’ বুঝাইতেছে। এইরূপ ‘পতয়ন্তুঃ’ শব্দে ‘পতনোন্মুখঃ’ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বয়োধর্মশীল মর্ত্য জীব স্বভাবতঃই পতনের পথে অগ্রসর হয়। এখানে ‘পতয়ন্তুঃ’ ও ‘বয়শ্চন’ শব্দদ্বয়ে গেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ভাবাপন্নঃ (পতয়ন্তুঃ বয়শ্চন) কোনও জীবই আপনার শ্রায় বল প্রাপ্ত হয় না, আপনার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না,—ইহাই ঋকের একাংশের মর্মার্থ। তাহারা আপনার তেজঃ সহিতে পারে না,

তাহারা আপনার কোপ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না'; অর্থাৎ, জগতে এমন কেহই নাই যে, ভগবানের সমকক্ষতা-লাভে বা তাঁহার কার্যে বাধা-প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। এখানে এই ভাবই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষী জাতির সম্বন্ধ আনিয়া মন্ত্রার্থকে উপহাসস্পন্দ করা হইয়াছে মাত্র।

নদীপ্রবাহ সাধারণতঃ ভীষণ বেগসম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। বাত্যা-বর্ত্তের ভীষণতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এখানে বলা হইয়াছে,—‘ভগবানের শক্তির নিকট ব্যষ্টিভাবে সে সকলই তুচ্ছ। কিবা নদীর বেগ, কিবা বাত্যার প্রকোপ, কেহই ভগবানের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। ব্যষ্টি কখনও কি সমষ্টির সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ হয়? কণা কি কখনও অনন্তের গহিত তুলিত হইতে পারে? বিন্দু কি কখনও মহাভাগরের গহিত প্রাত্যর্গিতায় সমর্থ হয়? এখানে, এ ঋকে, ভগবানের সেই অগীম অনন্ত মহিমার বিষয়ই পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মন্ত্রার্থ এই যে,—‘অগীম অনন্ত-শক্তিশালী তেমন যে তুমি, আমার প্রতি একবার করুণ-নেত্রে চাহিয়া দেখ। আমি যে বিমন সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। সে বন্ধন যতই দৃঢ় হউক না কেন; আপনার দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তাহা আপনিই টুটিয়া যাইবে।’ প্রার্থনা—‘আপনি একবার করুণ-নেত্রে এ অকিঞ্চনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।’ (১ম—২৪সূ—৬খা)। *

* এ ঋকের দুই প্রকার প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) ‘বে বরুণদেব আকাশে উড্ডীরমান পক্ষী সকল আপনার সদৃশ বল প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার ক্রোধ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। সর্বদা প্রবাহিত এই জল-সমূহ আপনার স্রাব বল প্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা বায়ুর গতি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাও আপনার বল প্রাপ্ত হয় না।’ (২) ‘হে বরুণ এই উড্ডীরমান পক্ষীগণ তোমার স্রাব বল তোমার স্রাব পরাক্রম তোমার স্রাব ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই। এই অনিমিষবিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না।’

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারও এই মন্তব্যই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

“For thy power, thy strength, thy anger even these birds fly up, do not reach.”

সর্বত্র সারণের অনুসরণ হেতুই ‘বয়শ্চন’ পদিক্রম প্রাপ্ত হইয়াছে।

গপ্তমী ঋক্।

(প্রথমঃ মন্তলং। চতুর্বিংশসূক্তং। গপ্তমী ঋক্।)

অবুধে রাজা বরুণে বনশ্চোধরং

স্তূপং দদতে পুতদক্ষঃ।

নীচীনাঃ সুরূপরি বৃধ এষামস্মৈ

অন্তনিহিতাঃ কেতবঃ স্ম্যঃ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অবুধে। রাজা। বরুণঃ। বনস্য। উধরং। স্তূপং। দদতে। পুতদক্ষঃ।

নীচীনাঃ। স্মুঃ। উপরি। বৃধ। এষাং। অস্মৈ ইতি। অন্তঃ।

নিহিতাঃ। কেতবঃ। স্ম্যঃ। স্ম্যঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্দাসুসারিণী-বাখ্যা।

'পুতদক্ষঃ' (পবিত্রবলশালী) 'রাজা' (রাজমানঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (অতীষ্টসাধকঃ বরুণ-
দেবঃ) 'অবুধে' (মূলরহিতে প্রদেশে, অনন্তে অন্তরীক্ষে) 'বনশ্চ' (সংসাররূপত্ব অরণ্যত্ব)
'উধরং' (উচ্চং, প্রকৃষ্টং) 'স্তূপং' (সজ্জং, কারণং ইত্যর্থঃ) 'দদতে' (ধারয়তি); অন্তঃ
'কেতবঃ' (জ্ঞানানি, জ্ঞানরক্ষারঃ) 'নীচীনাঃ' (অধোমুখাঃ, অকিঞ্চনানাং হৃদয়েহপি সঞ্চার-
শীলাঃ) 'স্মুঃ' (অস্মুঃ, তিষ্ঠন্তি); 'এষাং' (জ্ঞানরক্ষীনাং) 'উপরি' (উপরিভাগে) 'বৃধঃ'
(মূলপ্রদেশঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) অস্তি ইতি শেষঃ; তজ্জ্ঞানত্ব বিস্তমানত্বাৎ দৃষ্টিপূর্ণদেশে
ধাবতি ইতি ভাবঃ; 'কেতবঃ' (জ্ঞানরক্ষারঃ) 'অস্মৈ' (অস্মাকং) 'অন্তনিহিতাঃ' (অন্তরে
প্রতিষ্ঠিতাঃ) 'স্ম্যঃ' (ভবেয়ুঃ, ভবত্ব ইত্যর্থঃ)। অরং ভাবঃ—জ্ঞানরূপত্ব ভগবতঃ
করণাধারা সর্বত্র প্রবাহিত; সা করুণা অস্মাকং হৃদয়ে প্রবাহিতা ত্বা অস্মত্যাং
বুলজ্ঞানং প্রবচ্ছত্ব ইতি প্রার্থনা। (১ম—২৪ম—৭ম)।

বঙ্গভাষায় ।

পবিত্র-শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, অশীষ্টপ্রদ বরুণদেব, মূলরহিত প্রদেশে
অনন্তে অস্তরীক্ষে গংগান-রূপ অরণ্যের মূল কারণকে ধারণ করিয়া
আছেন; তাহাতে জ্ঞানরশ্মিগমূহ অধোমুখ অর্থাৎ অতি অকিঞ্চনের
হৃদয়েও লক্ষ্যরিত হইতেছে; সেই জ্ঞানরশ্মিগমূহের উপরিভাগে মূল-
প্রদেশে (ভগবান্) অর্থাৎ; অর্থাৎ, সেই জ্ঞান আছে বলিয়াই দৃষ্টি সমস্ত
সমস্ত মূলদেশে ধানিত হয়; জ্ঞানরশ্মি গমূহ আমাদের অস্তরে
প্রতিষ্ঠিত হইক । (ভাব এই যে,—জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের করুণাধারা
সর্বত্র প্রবাহিত; সেই করুণা আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া
আমাদিগকে মূলজ্ঞান প্রদান করুন এই প্রার্থনা ।) ॥ (ম—২৪সূ—৭খ) ॥

* * *

সারণ-ভাষ্য ।

পুত্রদক্ষ: শুক্রবলো বরুণো রাজাবুধ মূলরহিতে অস্তরীক্ষে তিষ্ঠন বসন্ত বসনীরন্ত তেজসঃ
ভূপং সজ্জসংঘাতরোঃ । মিতীনা: সূঃ । উর্দ্ধদেশে বর্তমানস্ত বরুণস্ত
রশ্মিঃ ইত্যাদ্যাহার্যঃ । তে অধোমুখাতিষ্ঠন্তি এষাং রশ্মীনাং বৃশো মূলমূপহি তিষ্ঠতীতি
শেষঃ । তথা সতি কেতবঃ প্রজ্ঞাপকা: প্রাণা অস্মেহ্মান্বস্থনিহিতা: স্থাপিতা: স্মাঃ । মরণং
ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।

অবুয়ে । ন বিজ্ঞতে বৃশো মূলমসোতি বহুব্রীচৌ নঞস্বভামিত্যন্তরপদাস্তোদাত্তৎ ।
ভূপং । তৈস্তা শক্ষসংঘাতরোঃ । স্মাঃ সস্প্রসারণমুচ্চ চেতি পপ্রজ্ঞাঃ । তৎস্মিরোগেন
যকারস্য সস্প্রসারণং পরপূর্ন্বয় উকারাদেশশ্চ । নিদিত্যন্তবস্তেরাজ্যদাত্তৎ । দদতে ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গভাষায় ।

পবিত্রবলশালী বরুণদেব, মূল (আদি) রহিত অস্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ তেজঃসমূহকে
উপরিদেশে (অর্থাৎ সকলের উপর) ধারণ করিতেছেন । উর্দ্ধদেশে বর্তমান বরুণদেবের
রশ্মিগমূহ, (ইহা অধোমুখ করিতে হইবে) অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে । এই
রশ্মিগমূহের মূল (অর্থাৎ আদি) উপরিদেশে বিজ্ঞমান রহিয়াছে । এই জ্ঞানই আমাদের
প্রাণগমূহ, আমাদের অস্তরে স্থাপিত হইয়াছে (অর্থাৎ আমাদের মস্তক হইবে না) ।

সেই 'বৃশ' অর্থাৎ, মূল ইহার' এইরূপ বহুব্রীচ সম্বন্ধে নিম্নের বলিয়া, "অবুয়ে" এই
পদটির "নঞস্বভাষ্য" এই স্বত্র দ্বারা পরবর্তী পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । "ভূপং"
এই পদটি, শক্ষ এবং সজ্জসংঘাতর্ক বিশিষ্ট 'তৈস্তা' দ্বারা উক্ত "স্মাঃ সস্প্রসারণমুচ্চ" এই
স্বত্র দ্বারা 'প' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিম্নের হইয়াছে । এখানে উক্ত
স্বত্রদ্বারা 'প' প্রত্যয়ের স্মিরোগ বণতঃ দ্বারা 'য'কারের সস্প্রসারণ, পরপূর্ন্বয় এবং

ভৌবানিকঃ। নীচীনাঃ। নিপূর্কানকতেঋষিতাদিনা কিন। অনিদিভামিতি নসোপুঃ।
অচপুস্বাৎ স্বাৰ্ধে বিভাষাকেরদিক্ স্মরণাৎ। পা০ ৫৪।৮। ইতি ঋঃ। আরমিত্যাদিনা
ভসোনাদেশঃ। আরনাদিষু উপদেশিবচনঃ স্বরসিদ্ধার্থমিতি বচনাদীকার উদাত্তাঃ। অচ
ইত্যাকার লোপে চাবিত দীর্ঘত্বঃ। স্কুঃ। গাতিহেতাদিনা। পা০ ২৪।৭। সিতৌ
লুক্। আতঃ। পা০ ৩৪।১০। ইতি কেঙ্কুসাদেশঃ। উসাপদাত্তাৎ। পা০ ৫৪।৯।
ইতি পররূপত্বঃ। বহলঃ হ্রস্বসামাঙবোগেংপীতাডাগমাত্বাৎ। অশ্বে। সুপাৎ হ্রস্বসিদ্ধি
সপ্তম্যঃ শে। আদেশঃ। স্ম্যঃ। অন্তেলিঙি স্মসোরাম্মাপঃ। (১ম—২৪২—৭৭)।

সপ্তম (২৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

— † + † —

এই ঋকের পদবিভাগ বিষয় প্রতিলিকা-মূলক। অর্ধোঙ্কারে তাই
বিষয় সত্যস্বর দেখিতে পাই। অতরাং, এই ঋকের যে অর্থ আনুষ্ঠানিক
উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার কারণ প্রথমে নিবৃত্ত করা যাইতেছে।

ঋকে 'রাজা বক্রণ' পদ আছে। আয়রা মনে করি, তদ্বারা পরনৈশ্বর্ঘ্য-
সম্পন্ন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। বক্রণের পূর্বে 'রাজা' শব্দই
শ্রেষ্ঠত্বের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'অবু স্ক' পদে 'মূলগৃহিত প্রদেশ' অর্থ

উকারাদেশ হইয়াছে। নিঃপ্রত্যয়ের অমুগৃহিতে প্রত্যয়ের নিষ-হেতু ইহার আদিবর্ধ
উদাত্ত হইয়াছে। "দদতে" এই পদটি, তাদিগণীর 'দদ' ধাতুর উত্তর লটের আশ্রয়দেয়
প্রথম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নীচীনাঃ" এই পদটিতে 'নি' পূর্কক 'অনচ'
ধাতুর উত্তর "ঋষিক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'কিন্' প্রত্যয় করিয়া "অনিদিভাৎ" এই সূত্র
দ্বারা ঋ-এর লোপে 'অচ' এতরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনস্তর উক্ত 'অচ' এর পর "স্বাৰ্ধে-
বিভাষাকেরদিক্ স্মরণাৎ" (পা০ ৫৪।৮) এই সূত্র দ্বারা 'খ' প্রত্যয় ও "আরন" ইত্যাদি
সূত্র দ্বারা সেট 'খ' প্রত্যয়ের স্থানে ইন্ আদেশ করিয়া উক্ত "নীচীনাঃ" পদটি সম্পন্ন
হইয়াছে। 'আরনাদিষু উপদেশিবচনঃ স্বরসিদ্ধার্থঃ' এত নিয়মে ইহার ঐ কার উদাত্ত
হইয়াছে। অস্থলে "অচঃ" এই সূত্র দ্বারা অ-কারের লোপ করিয়া "চৌ" এই সূত্র দ্বারা
দীর্ঘ হইয়াছে। "স্কুঃ" এই পদটিতে "গাতিহা" (পা০ ২৪।৭) এই সূত্র দ্বারা সিতের
লোপ, "আতঃ" (পা০ ৩৪।১০) এই সূত্র দ্বারা ক-এর স্থানে 'কু' আদেশ, "উসাপদাত্তাৎ"
(পা০ ৫৪।৯) এই সূত্র দ্বারা পররূপত্ব এবং "বহলঃ হ্রস্বসামাঙবোগেংপী" এই সূত্র
দ্বারা অটু (পদের আদিতে অ) আগম নিষক হইয়াছে। "অশ্বে" এই পদটিতে "সুপাৎ
হ্রস্বক্" এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভাক্তর স্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে। "স্ম্যঃ" এই পদটি,
'অস' ধাতুর উত্তর লিঙ বিকৃতিতে "স্মসোরাম্মাপঃ" সূত্র দ্বারা ধাতুর আদিবর্ধ অ-কারের
লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—২৪২—৭৭)।



সূচিত হয়। তাহা হইতে ‘অনন্ত অন্তরিক’ তাব আমনন করিতে পারি। ভগবানের আদি—ভগবানের উৎপত্ত, কে জানে? কাজেই তিনি অনাদি—তিনি মূলরচিত, স্তত্রায় অনন্ত। এখানে ‘অবুধ’ পদ তাঁহার সেই অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। ‘বনশ্চ স্ত্রপং’ শব্দদ্বয়ে ‘বননীয় বা স্ত্রপং গুণবিশিষ্ট তেলোয়ানি’ না বলিয়া আকরা ‘গর্ভব্যাপক তেলোয়ানি’ অর্থ গ্রহণ করি। ষাৎর্কের অনুসরণে ‘বনশ্চ’ শব্দের প্রতিনাক্য ‘ব্যাপক’ পদই সঙ্গত হয়। ‘কেতবঃ’ শব্দে ‘জ্ঞানরূপ রশ্মি’ এবং ‘নীচীনানং’ পদে ‘অকিঞ্চন-গণের হৃদয়ে সঞ্চারশীল’ অর্থই সঙ্গত। রশ্মি বা জ্যোতির মূল যে উপরি-ভাগে (‘উপরি বৃক্ষঃ’)—এতৎপ্রদে বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমে মনে হয়, হৃদয়ে জ্ঞান-লক্ষ্য হইলে, জ্ঞানমূলাধার যে ভগবান, তাঁহারই প্রতি-দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই ভাবই মেখানে ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ, এখানে আর এক ভাব মনে আসে। মনে আসে—মূল যে সহস্রারের পদ্য, এখানকার লক্ষ্য তাহারই প্রতি। যখন মূলাধারে জ্ঞান লক্ষিত হয়, তখন মূলস্বরূপ তাঁহাতেই সে জ্ঞান স্ত্র হইয়া থাকে।

‘উপরি বৃক্ষঃ’ বাক্যের লক্ষ্য যে সেই মূলস্বরূপ পরব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার শ্রীভগবানের উক্তিতে তাহাই প্রাপন্ন হয়। এই শব্দটিরই অনুরূপ উক্তি মেখানে দেখিতে পাই। গীতার শ্লোকে আছে,—

“উচ্চমূলমণ্ডাশাখমখণ্ডং প্রাহরব্যক্ষম। ছন্দাসি বস্তু পর্ণানি বস্তুং বেদ ন বেদগিৎ”

এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম এই যে,—‘কল্য ঞ্চ তাত পর্য্যস্ত থাকবে কিনা, তখিধয়ে আশ্চর্যতা হেতু সংসারকে অখণ্ড-বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সংসারের মূল উচ্চ’ অর্থাৎ উহার মূলাধার সেই পরব্রহ্ম। বৃক্ষের মূলাদেশ হইতে যেসকল শাখা-সমূহ উদ্গত হয়, সেইরূপ সেই পরব্রহ্ম হইতেই এই সংসার উৎপন্ন। তাঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়াই তাঁহার শাখা-সমূহকে, জীবগণকে, অধোমুখ বলা হইয়াছে। বেদরূপ-জ্ঞান সে বৃক্ষের পত্র; আর সেই মূলাধারকে বিনি জ্ঞানিয়াছেন, তিনিই বেদবিৎ’ পক্ষান্তরে আবার গীতার ঐ শ্লোকের অর্থ হয়,—সংসার পর্য্যস্ত ষাংবার মূল, আচ্ছাচক্র হইতেই ষাংবার আরম্ভ, তাংকেই উচ্চ’ কহে। আচ্ছাচক্রের নিম্নভাগ ‘মধঃ’ নামে অভিহিত হয়। তাহার উচ্চ’ গহসার—ব্রহ্মের স্থান। জীবঐশাহ-রূপে

অবিচ্ছিন্ন বলিয়াই তিনি অব্যয়। জানী বিনি, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। যে পরাংপর পরম পুরুষ হইতে সংসার-রূপ বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তাঁহাকে উর্দ্ধমূলরূপে নির্দেশ করা যায়। বৃক্ষ যেখান হইতে মূল আকর্ষণ করে, তাহাই বৃক্ষের মূল বলিয়া প্রখ্যাত হয়। সংসার-রূপ বৃক্ষ সেই পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এবং তাঁহা হইতে মূল প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত-ভাবে ধারণ করে বলিয়া, তাঁহাকেই সংসারের মূল বলা হয়। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি, ফলপুষ্প সম্বন্ধিত হইয়া, স্ব স্ব কার্য্যবস্তুর পরিচয় দেয়। সে হিণাবে, গাধারণ বৃক্ষের মূল নিয়ে ও কার্য্য উর্দ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে যে সংসার রূপ পাদপ উৎপন্ন হয়, তাহার কার্য্যক্ষেত্র নিম্নদেশে—এই সংসারে; আর, তাহার উৎপত্তিস্থান উর্দ্ধে—সেই জ্ঞানময়ের গার্গিণ্যে। তাই গাধারণ বৃক্ষের তুলনায় এই সংসার-বৃক্ষকে উর্দ্ধমূখ অথোশাখ বলা হয়।

এ বিষয়ে শ্রুতি-বাক্য (কঠোপনিষৎ ২.০) আছে,—‘উর্দ্ধমূলোহ-
বাক্শাখ এষোহমুখঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥’
অর্থাৎ,—এই অমৃতরূপ (অনিত্য) সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধদেশে।
তাহার শাখা-সমূহ অথোমুখ ও সনাতন। যিনি সেই মূলাধার, তিনি শুক্র
(উচ্ছল) ব্রহ্ম এবং অমৃতস্বরূপ।’ তবেই বুঝা যায়,—‘উপরি বৃক্ষঃ’
বাক্যে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পুরাণের ব্যাখ্যাও
অতি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পুরাণে আছে, (গীতার ভাষ্যে
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন),—

‘অবাক্শমূলপ্রভবশুক্রবানুগ্রহোখিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধমশ্বেচ বৈশ্বানরকোটরঃ ॥

মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ে পত্রবাংস্তথা। ধর্মাধর্মসু পুষ্পশ্চ স্মৃতঃখকলোদয়ঃ ॥

আজীব্যঃ সর্কভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষ সনাতনঃ। এতদ্ভ্রুক্শবনকৈব ব্রহ্মা চরতি সাক্ষিবৎ ॥

এতচ্ছিষ্য চ তিষ্য চ জ্ঞানেন পরমাসীনাঃ। ততশ্চানুগাতং প্রাপ্য তন্মারাবর্ত্ততে পুনঃ ॥’

অব্যক্ত মূলাশক্তি হইতে, তাঁহারই অনুগ্রহে, এই সংসার-রূপ বৃক্ষ উৎপন্ন।
জ্ঞান—এ বৃক্ষের স্কন্ধ-স্বরূপ; অর্থাৎ,—বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে যেমন শাখা-
প্রশাখা সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই জ্ঞানময় হইতে এই সংসার-বৃক্ষের
উৎপত্তি-পরিণাম সাধিত হইতেছে। ইন্দ্রাদি সেই বৃক্ষের কোটির-
স্বরূপ; আকাশাদি তাহার শাখা, বিষমাদি তাহার পত্রস্থানীয়। ধর্মাধর্মরূপ

ভাহার পুণ্ড, স্বৰূপঃখরূপ ভাহার ফলোদয় ; অর্থাৎ, সেই বৃক্ষের ধর্ম্যঃ ধর্ম্যরূপ পুণ্ড হইতে স্বৰূপঃখরূপ ফল সঞ্জাত হয় । এই সজাতন ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ সর্বভূতের আশ্রয়স্থল । এই ব্রহ্মরূপ অরণ্যে ব্রহ্ম সাক্ষিকরূপে নিলিখিতভাবে অবস্থিত আছেন । অর্থাৎ যে সংসারে জন্মভরামরণগতিবৎ ধর্ম্যে পুনঃপুনঃ ধর্ম্মগাভোগ করিতে থাক্য হইতেছে, ভাহার প্রধান কারণ — ভাহাদের কামনা-বাগনা । সস্তুরক্তস্তুমঃ—এই গুণত্রয়ের মধ্য দ্বিতীয়ই সেই কামনা বা বাগনা ত্রিমা করিয়া থাকে ; আর, স্তম্ভানাই এই সংসার-রূপ বৃক্ষ পরিবর্তিত হয় । কামনা-বাগনার যতই পরিবর্তন ঘটিবে, বক্রনও ততই দৃঢ় হইয়া আসিবে । স্তম্ভ-জ্ঞানই কামনা-বাগনাকে উন্মূলন করে । সংসার-রূপ অরণ্যও ভাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান-রূপ পরম অগ্নির সাহায্যে অজ্ঞানরূপ সেই অরণ্যকে ছেদন করিলে পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভাহার পর আর সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না ।

আমরা মনে করি, এ থাকেও সেই আর্খনা । আর্খনা এই যে,—
‘আমাদের অন্তরে, হে দেব ! সেই জ্ঞান প্রাতিষ্ঠিত কর, যে জ্ঞানের সাহায্যে মূলরহিত ভূমি, তোমার মূল সজান করিয়া পাই ;—অনাদি অনন্ত ভূমি, তোমার আদি নির্ণয় (নির্দ্ধারণ) করিতে সমর্থ হই ।’
ভাষার্থ,—‘হে দেব ! তোমার প্রকৃত স্বরূপ যেন জাগিতে পারি ; জ্ঞান-রূপ অসিত্তে যেন আমরা আমাদের অজ্ঞানতারূপ অরণ্যকে ছিন্ন করিতে সমর্থ হই ।’ (১ম—২৪সূ—৭শা) ।

* মূলরহিতের মূল, অনাদির আদি,—ইত্যাদি রূপ প্রসঙ্গ সত্যই প্রতিলিকা-মূলক । প্রচলিত বঙ্গাধ্ববাদ-সমূহেও সেই প্রতিলিকাই প্রবল হইয়া আছে । এই বৃক্ষের প্রচলিত দুইটা অধ্ববাদ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল ; যথা,—

(১) “যে বক্রনদেব পবিত্রনলসম্পন্ন, তিনি মূলরহিত অন্তরিক্ষ-প্রদেশে সূর্য্যরূপ জ্যোতির্গণিকে ধারণ করেন । ইহার কিরণ-সকল অধোমুখে প্রকাস পাইতেছে এবং ভ্রাতৃদিগের মূল উপরে স্থিতি করিতেছে । ইত্যাদিগের দ্বারা আমাদের অস্তর আলোকিত হইক, যেন আমরা প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারি ।”

(২) “বিশুদ্ধবল রাজা বক্রন মূলরহিত অন্তরিক্ষে থাকিয়া বননীর তেজঃপুঞ্জ উর্ধ্বে ধারণ করেন ; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখে কিন্তু ভাহাদিগের মূল উর্ধ্বে ; (তদ্বারা) যেন আমাদের মধ্যে আলো নিহিত থাকে ।”

অষ্টমী ষক্ ।

(প্রথমং মঙ্গলং । চতুর্বিংশতমং । অষ্টমী ষক্ ।)

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পশ্চামন্তেতবা উ ।

অপদে পাদা প্রতিধাতবেহকরুতাপবক্তা

হৃদয়বিধিচৎ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

উরুং । হি । রাজা । বরুণঃ । চকার । সূর্যায় । পশ্চাৎ । পশ্চামন্তেতবৈ ।

উঃ ইতি । অপদে । পাদা । প্রতিধাতবে । ষকঃ । উত ।

অপহবক্তা । হৃদয়বিধিঃ । চৎ ॥ ৮ ॥

মর্শ্বানুসারিনী ব্যাখ্যা ।

'রাজা' (রাজমানঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'বরুণঃ' (বরপ্রদঃ, অতীষ্টসাধকঃ বরুণদেবঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অন্তেতবৈ উ' (অন্তক্রমেণ উদয়াস্তমরৌ গন্তমেন) 'সূর্যায় পশ্চাৎ' (সূর্যায় পশ্চানং, মার্গং) 'উরুং' (বিস্তীর্ণং) 'চকার' (কৃতবান্) ; স দেবঃ এব সূর্যায় প্রতিষ্ঠাতা— ইতি ভাবঃ ; স দেবঃ 'অপদে' (পাদরহিতে, উপারহীনে, বিপন্নজনে) 'পাদা' (পাদৌ, উপারৌ) 'প্রতিধাতবে' (প্রক্ষেপ্তং, বিধাতুং) 'ষকঃ' (মার্গং—প্রদর্শয়তু ইতি ভাবং) ; 'উত' (অপিচ) স দেবঃ 'হৃদয়বিধিঃ' (হৃদয়মর্শ্বভেদিনঃ শত্রোঃ) 'চৎ' (অপি) 'অপবক্তা' (নিয়াকর্ষা, সংহর্তা—ভবতু ইতি ভাবং) । প্রার্থনারাঃ ভাবঃ বঃ দেবঃ সূর্যায়পি গন্তব্যপথে নিদ্রিতবান্, স উপারহীনস্ত বিপন্নস্ত অন্মাকং মুক্তপথে প্রদর্শয়তু । (১ম-২৪২-৮৭) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

গেই শ্রেষ্ঠ, অতীষ্টসাধক বরুণদেব, যথাক্রমে সূর্যের উদয়াস্তমর পথ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন ; (ভাব এই যে,—গেই দেবতাই সূর্যের

প্রতিষ্ঠাতা ।) সেই দেবতা পদহীন (উপায়হীন) বিপন্নভাবে পদঘর
বিধান করিয়া পথ প্রদর্শন করুন ; আর সেই দেবতা হৃদয়শর্মভেন্দী
শক্ররও সংহারকালী হউন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বে দেবতা
সূর্যেরও গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তিনি উপায়হীন বিপন্ন
আমাদিগের যুক্তিপথ প্রদর্শন করুন ।) । (১ম—২০সূ—৩খা) ।

সারণ-ভাষ্যং ।

বরুণো রাজা সূর্য্যায় সূর্য্যাক্ত পহাং মার্গমূকং বিস্তীর্ণং চকার । ঋশ্বঃ প্রসিদ্ধো । উত্তরায়ণ-
দক্ষিণায়ণমার্গাক্ত বিস্তারঃ প্রসিদ্ধঃ । কিমর্থমেবং কৃতবানিতি তদ্রূপে । অশ্বতবা উ ।
অনুক্রেমেণোদয়াস্তমসৌ গন্তমেব । তথাপদে । পাদরহিতেহস্তরিক্কে পাদা প্রতিধাতবে । পাদৌ
প্রক্ষেপ্তুং । অকঃ মার্গং কৃতবান । পূর্ক্বে রথত মার্গঃ অত্র পাদরোরিতি বিশেষঃ । যদা ।
অপদে যুপে বহ্নেন মরা গন্তমশক্যে তু প্রদেশে পাদৌ প্রক্ষেপ্তু যুপারং বহ্নবিমোচনরূপং করোষি-
ত্যর্থঃ । উত অপি চ হৃদয়াবিধাশ্চিদন্দীরবেধকত শক্রোরপ্যবক্তাপবাদতা নিরাকর্তা ভবতুঃ ॥

চকার । লিট্বিরেণাকার উদাত্তঃ । হি চোত নিঘাতপ্রাতবেধঃ । পহাং পথিমধ্য-
ভূকামাৎ । পা০ ৭।১।৮৫ । ইতি দ্বিতীয়ায়ামপি ব্যত্যয়েনাম্ব । পথিমধ্যত পতস্ চ ।
উ০ ৪।১২ । ইতি প্রত্যয়ান্তেনাস্তোদাত্তে প্রাপ্তে পথিমথোঃ সর্কনামস্থানে । পা০ ৬।১।১২২ ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

দেবরাজ বরুণদেব, সূর্য্যাদেবের পথকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন । মন্ত্রহ 'হি' শব্দের অর্থ
প্রসিদ্ধি । এস্থলে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণরূপ সূর্য্যপথের বিস্তারই প্রসিদ্ধ হইয়াছে । কি
নিমিত্ত এইরূপ মার্গ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে,—“অশ্বতবা উ” ; অর্থাৎ,
সূর্য্যাদেবের ক্রেমাঘরে উদয় ও অস্ত গমন করিবার নিমিত্ত, এবং পাদহীন অস্তরিক-
প্রদেশে পাদঘর ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত মার্গ (পহা) করিয়াছিলেন । পূর্ক্বে পদের রথের
মার্গ, এস্থলে পাদঘরের মার্গ করিয়াছিলেন—ইহাই বিশেষ । অথবা, হে বরুণদেব । পদহীন
অর্থাৎ যুপে আবদ্ধ বলিয়া গমন করিতে অসমর্থ যে আমি, সেই আমাকে তু-প্রদেশে
পাদঘর প্রক্ষেপ করিবার জন্ত, এই যুপ বহ্ননের মোচনরূপ উপায় করুন ; এবং আমাদিগের
বেধক স্বরূপ যে শক্র, তাকে দূরীকৃত করুন ।

“চকার” এই পদটীতে লিট্ বিভক্তির বরহেতু অকারটী উদাত্ত হইয়াছে এবং “হিচ” এই
সূত্র দ্বারা নিঘাত বর নিবদ্ধ হইয়াছে । “পহাং”—এস্থলে, “পথিমধ্যভূকামাৎ”
(পা০ ৭।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনেও পরিবর্তে আকার হইয়াছে ।
এই ‘পথি’ শব্দটী, ‘পৎ’ ধাতুর উত্তর “পতস্ চ” (উ০ ৪।১২) এই সূত্র দ্বারা ই প্রত্যয়
করিয়া ত-কারের স্থানে ধ-কার আদেশে নিম্পন্ন । ইহাতে উক্ত ‘পথি’ শব্দের অস্তোদাত্ত-
বর হর ; কিন্তু “পথিমথো সর্কনামস্থানে” (পা০ ৬।১।১২২) এই সূত্র দ্বারা আদিবর উদাত্ত

ইত্যাদ্যাদিভ্যং । অশ্বেতবৈ । অন্তপূর্বানন্তেভ্যমর্থে সেনেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ । তবৈচাত্বাশ্চ
 যুগপৎ । পা० ৬২৫১ । ইত্যাদিতরোরুদাত্ত্বং । পাদা । অপাং স্মৃগিত্যাকারঃ । প্রতি-
 ধাতবে । ষধাত্বেভ্যমর্থে ইতি সূক্তেণৈব তবেন্ প্রত্যয়ঃ । তাদৌ চ নিতি । পা० ৬২৫০ ।
 ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরভং । অকঃ । করোতেচ্ছন্দসি লুঙলঙলিট ইতি লোড়র্থে
 লঙ্ । তস্য তিপ্ । মন্ত্বে ষসেত্যাदिना চ্চেলুক্ । শুণো রপরভং । চল্ভাবভ্যঃ ।
 পা० ৬১১৬৮ । ইতি তিপো লোপঃ অডাগমঃ । হ্রস্ববিধঃ । হ্রস্ব্ হরণে । বৃহোঃ যুক্হকৌ
 চ । উ० ৪১০০ । ইতি কয়ম্ । বাধ তাদুনে । কিপ্ । নদীবৃত্তিত্যাदिना । পা० ৬১১১৬ ।
 সূর্বপদস্য দীর্ঘভং । কহন্তরপদ প্রকৃতিস্বরভং । (১ম—২৪ম—৮ম) ॥

অষ্টম (২৬০) ঋকের বিশদার্থ ।

— † + † —

এ ঋকেও 'রাজা বরুণঃ' পদদ্বয়ে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতিই
 লক্ষ্য রাখিয়াছে । যিনি সূর্যের গতিপথ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন,
 অর্থাৎ বাহ্যিক নির্দেশে ঐ জগৎলোচন সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন
 নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রামামাণ রাখিয়াছেন, তাঁহার বিষয় স্মরণ করিতে হইলে,
 'রাজা বরুণঃ' নামে পরমেশ্বরকেই নির্দেশ করে না কি ?

হইয়াছে । "অশ্বেতবৈ" এই পদটি, অন্ত পূর্বক 'ইন্' ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেনেন" এই সূত্র
 দ্বারা 'তবৈ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে "তবৈচাত্বাশ্চ যুগপৎ" (পা० ৬২৫১)
 এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর ও অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে । "পাদা" এস্থলে "অপাং স্মৃক্"
 সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হইয়াছে । "প্রতিধাতবে" এই পদটি, 'প্রতি'
 পূর্বক ধা ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেনেন" এই সূত্র দ্বারা 'তবেন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন
 হইয়াছে । এস্থলে "তাদৌ চ নিতি" এই সূত্র দ্বারা গতির ('প্রতি' এই পদের) প্রকৃতিস্বর
 হইয়াছে । "অকঃ" এই পদটি, 'কৃৎ' ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙলঙলিটঃ" এই সূত্র দ্বারা
 ছন্দো-বিষয়ে লোটের অর্থে লঙ্ বিভক্তির 'তিপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে
 "মন্ত্বে ষস" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্চ এর লোপ, অন্তস্বর শুণ, রপরভ, "চল্ভাবভ্যঃ"
 (পা० ৬১১৬৮) এই সূত্র দ্বারা তিপের লোপ এবং পদের আদিতে অট্ (অ) আগম
 হইয়াছে । "হ্রস্ববিধঃ" এই পদটিতে, হ্রস্বার্থবিশিষ্ট 'হ্রস্ব্' (হ্র) ধাতুর উত্তর "বৃহোঃ
 যুক্হকৌচ" (উ० ৪১০০) এই উনাদিক সূত্র দ্বারা 'কয়ম্' প্রত্যয় করিয়া 'ঈর্দম' পদটি
 সিদ্ধ হইয়াছে এবং 'বাধ' ধাতুর উত্তর 'কিপ্' প্রত্যয়ে 'বিধঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
 এস্থলে উত্তর পদে সমাস করিয়া "ন'ত্বতি" (পা० ৬৩১১৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব পদের
 (অর্থাৎ 'হ্রস্ব' পদের) দীর্ঘ হইয়াছে । ইহার কংপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর । ৮ ॥

* * *

এ নাকে তাঁহাকে 'রাজা বর্ষণঃ' বলিয়া সম্বোধন করার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। বর্ষণদেব নামে প্রধানতঃ বৃষ্টির অধিপতিকে বুঝাইয়া থাকে। বর্ষণই তাঁহার বর্ষণধের স্তোত্রক। সংসার যখন ধরকরতাপে দগ্ধীভূত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তিনি তখন বারিক্রমে বিগলিত হইয়া সংসারকে শাস্তি-শীতলতা প্রদান করেন। অতীষ্টার্থণে—শাস্তিশীতলতা-প্রদানেই তাঁহার বর্ষণ নামের সার্থকতা। এ সূক্তে বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, দারুণ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া পাপতাপতণ্ড জন ভগবানকে অস্থান করিতেছে। তিনি যেমন বর্ষণের দ্বারা সংসারের শাস্তিদান করেন; সেইরূপ প্রার্থনাপূরণ করিয়া, মুক্তির পথ প্রদর্শন করুন। ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম।

পরমেশ্বরই বা কি, আর দেবগণই বা কি? পরমেশ্বরের বিভূতিই বা কি, আর দেবতার মধ্যেই বা সে বিভূতি কি প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে?—গেই তত্ত্ব বোধগম্য হইলেই বর্ষণদেবকে জলাধিপতিরূপেও দেখিতে পারি, আবার বর্ষণদেবকে পরমেশ্বর্যম্পন্ন পরমেশ্বররূপেও পরিকল্পনা করিতে পারি। ভগবন্নিভূতি যখন সমষ্টিভূত, তখন তাহাতে আমাদের মনে এক ভাবের জন্ম হয়। আবার সে বিভূতি যখন ব্যষ্টিভাবে বিকাশ পায়, তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে অস্ত্রভাবের উদয় হইতে পারে। কার্য দেখিয়াই কারণ অনুমান করা হয়। বর্ষণদেব যখন একমাত্র বারিবর্ষণরূপ কার্যের দ্বারা পরিচিত হন, তখন তাঁহাতে ভগবান্ভূতির আরোপ করি; কিন্তু যখন তাঁহাতে সূর্যোপস্থাপন প্রভৃতি অষ্টাব কার্য প্রকাশ পায়, তখন তিনি পরমেশ্বরের মধ্যেই গণ্য হন। সলিলরাশি যখন নদীপ্রবাহে প্রবাহিত হয়, তখনই সে 'নদীর জল' সংজ্ঞা লাভ করে। কিন্তু গেই জল আবার যখন মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন সে মহাসমুদ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আর তাহার পৃথক গণ্য নাই,—তখন আর তাহার পার্থক্য অনুভবেরও উপায় থাকে না। এখানে, এ নাকে, বর্ষণদেব সে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পরমেশ্বরের গৃহিত অভিন্ন ভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

অপ্যং তিনি পদ দান করেন; চলচ্ছন্দ-বিরহিত জনে তিনি চলচ্ছন্দদানে পরিচালিত করিয়া থাকেন; শত্রু-সংহারে তিনি নিঃশঙ্ক

করিয়া থাকেন; পরিশেষে তিনি বন্ধন-মোচনে মুক্তির পথে অগ্রসর
করিয়া দেন। তাঁহার মাঝামাঝি অস্ত আছে কি? তাই ঋকে তাঁহার
পরিচয়ে বলা হইয়াছে—‘রাজা বরুণঃ’। রাজা যেমন বন্ধনেরও কর্তা,
আবার মুক্তিদানেরও কর্তা; রাজা যেমন প্রকৃতি-পূজার কর্ম্মানুগারে
তাঁহাদিগকে বন্ধমোক্ষ প্রদান করেন; এখানে বরুণদেৱের ‘রাজা’ বিশেষণ
সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। (১ম—২৪সূ—৮খ)।

নবমী ঋক্ ।

(প্রথম মণ্ডলং । চতুর্বিংশসূক্তং । নবমী ঋক্ ।)

শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রযুবী গভীরা

সুমতিষে অস্ত ।

বাধস্ব দূরে নিঃসতিং পরাটৈঃ কৃতকিদেনঃ

প্র যুমুক্তাস্মৎ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

শতং । তে । রাজন্ । ভিষজঃ । সহস্রং । উবী । গভীরা । সুমতিঃ ॥

তে । অস্ত । বাধস্ব । দূরে । নিঃসতিং । পরাটৈঃ ।

কৃতং । চিৎ । এনঃ । প্র । যুমুক্তি । অস্মৎ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

‘রাজন্’ (হে অগ্রকাশ বরুণদেৱ) ‘তে’ (তব) ‘শতং সহস্রং’ (অশেষাণি) ‘ভিষজঃ’
(ঔষধানি) সতি ইতি শেষঃ; (হে দেব! স্বং হি অশেষপ্রকারেণ বন্ধনমোচনকর্ম্মঃ—ইতি
তথ্যঃ) ‘তে’ (তব) ‘সুমতিঃ’ (অমদমুগ্রহবুদ্ধিঃ, অসৎ প্রতি করুণা-প্রদর্শনেচ্ছাঃ), ‘উবীঃ’

(বিত্তীর্ণাঃ, প্রতুতাঃ) 'গভীরা' (হিরা) 'অস্ত' (ভবতু) ; 'নির্ধতিং' (অশাকং অনিষ্টকারিণীং
পাপবুদ্ধং) 'পর্যট্টেঃ' (অশক্ত পরাশুণীং কৃৎ) 'দূরে বাধয়' (অশক্ত অস্তরে ব্যবধানে স্থাপন,
দূরীকৃত) ; 'চিৎ' (অশান্তিরহুষ্টিঃমপি) 'এনঃ' (পাপন) 'প্রমুষ্টি' (অশক্তঃ একর্ষণ মুক্তং কৃত,
বিদূরিত) । প্রার্থনারাঃ ভাবঃ—অশ্মান পাপাৎ পরিজাহি মোক্ষং দেহি । (১ম - ২৪সূ—২৪) ॥

বদান্তবাদ ।

হে স্বপ্রকাশ বরুণদেব ! আপনার অশেষ প্রকার ঔষধ আছে
(ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনিই অশেষ প্রকারে বন্ধনমোচনক্ষম ।
আমাদিগের প্রতি আপনার করুণা-প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রতুতও অচঞ্চল হউক
আমাদিগের অনিষ্টকারী পাপ-বুদ্ধিকে আমাদিগের নিকট হইতে পরাশু
করিয়া দূরীকৃত করুন ; আমাদিগের কৃত পাপকে আমাদিগ হইতে
সম্পূর্ণরূপে দূর করুন । (প্রার্থনার ভাবঃ—হে দেব ! আমাদিগকে পা
হইতে মুক্ত করুন এবং মোক্ষ প্রদান করুন ।) (১ম—২৪সূ—২৪)

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে রাজন. বরুণ তে তব শতংভিষজো বন্ধনিবারকপি শতসম্মা কাত্তৌষণানি বৈত্ভা বা সা
তে তব স্মতিরশ্মদগুগ্রহবুদ্ধকর্কী বিত্তীর্ণা গভীরা গান্তীর্ঘ্যোপেতা হিরাস্ত । নিষ্কতিমশ্মদি
কারিণীং অনর্ধতিং পাপদেবতাং পর্যট্টেঃ পরাশুখাং কৃৎ দূরে অস্তো ব্যবহিতে দেশে স্থাপি
তাং বাধয় । কৃতং চিদশ্মাত্তরহুষ্টিঃমপোনঃ পাপমশ্ততঃ প্রমুষ্টি । একর্ষণ মুক্তং নইৎ কু
স্মতিঃ । তাদো চেতি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরথে প্রাপ্তে মনস্তিত্যাদিনোস্তরপদাস্তোদাত্ত
সং'তভায়াং বিসর্জনীয়মকারত যুস্মত্তত্তকুঃষতঃপাদঃ । পা० চ. ১. ১০০ । ইতি য

সারণ-ভাষ্যের বদান্তবাদ ।

হে দেবরাজ বরুণ ! আপনার শতপ্রকার বন্ধনিবারক ঔষধ আছে । আপনার স্ম
অর্থাৎ আমাদিগকে অহুগ্রহ করা রূপে বুদ্ধ বিত্তীর্ণ গান্তীর্ঘ্যযুক্ত অর্থাৎ হিরা হউ
আমাদিগের অনিষ্টকারিণী যে পাপদেবতা, তাহাকে পরাশুধ করিয়া দূরদেশে (আম
দেশে থাকিব না, সেই দেশে) স্থাপন করুন এবং সে বাহাতে আমার নিকট পুন
না আসিতে পারে, এইরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করুন । আমরা যে পাপের অশ্র
করিতেছি, তাহাকে উত্তমরূপে বিনষ্ট করুন ।

"স্মতিঃ" এই পদটীতে "তাদো" এই শব্দ দ্বারা পূর্ব পদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত
কিন্তু "মনস্তিত্য" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে । সংহিত
বিশর্ভকাত স-কারের "যুস্মত্তত্তকুঃষতঃপাদঃ" (পা० চ. ১. ১০০) এই শব্দ দ্বারা যু হইয়া

বাহুঃ । বাধু বিলোড়নে । শপঃ পিতৃদাত্তস্বঃ । তিঙ্শ্চ লসার্কধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরু
এব শিষ্টান্তে । নিঋতিঃ । তাদৌ চেতি স্তেঃ প্রকৃতিস্বরঃ । মুমুধু । মুচলু মৌকশে ।
বহুলং হ্রস্বসীতি ঋঃ । হ্রস্বলুভো হেদিঃ । পা० ৬৮১০১ । তদ্ব্যপিন্ধেন ঙিহাদ্গুণাতাবহ
চোঃ কুঃ । পা० ৮২৩০ । ইতি কুবং । (১ম—২৪ম—২৫) ।

নবম (২৬১) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকৃষ্টিও বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা-মূলক । জরাব্য্যাধি আসিয়া যখন
দেহকে আক্রমণ করে, তখন ক্রমশঃ দেহের গাত্ৰ বন্ধ হইতে থাকে ।
ঔষধ-প্রয়োগে তাহাদের আক্রমণ প্রতিক্রম হয় । সেই আক্রমণ প্রতি-
রোধই এক পক্ষে বন্ধন-নিবারণ—বন্ধনমোচন । পক্ষান্তরে, নাগামোহরূপ
সংসারের যে বন্ধনে মানুষ অহর্নিশি বিজ্ঞাভূত হইতেছে, সে বন্ধন মোচনের
অসংখ্য প্রকার ঔষধও, হে ভগবন্, তোমারই নিকট আছে,—প্রার্থনায়
সেই তাকে প্রকাশ পাইতেছে । শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যানের সহিত
এ ঋকের সম্বন্ধ থাকিলে ব্যাধি ও ঔষধের উপমার সার্থকতা প্রতিপন্ন
না । পরন্তু, সাধারণভাবে সর্বপ্রকার বন্ধন-মোচনের ঔষধ অর্থাৎ
আমনন করিলে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষেই মঙ্গল প্রযুক্ত হইতে পারে ।

হে ভগবন্ ! আমাদের প্রতি আপনি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া
আমাদিগের নিকট হইতে 'নিঋতিকে' * (পাপকে) বিভা'ড়িত করুন

“বাহুঃ” এই পদটি, বিলোড়নাধক বাধু (বাধু) ধাতুর উত্তর গোটের আত্মনেপদের
মধ্যমপুরুষের একবচনে ‘শপ্’ আগম কারয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এহলে ‘শপ্’ প্রত্যয়ের
পিতৃহেতু অমুদাত্তস্বর এবং তিঙ্শ্চ লসার্কধাতুক লকারস্বর হেতু ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট
হইয়াছে । “নিঋতিঃ”—এহলে “তাদৌচ” এই পদটি, মৌকশার্ধক ‘মুচলু’ (মুচ) ধাতুর
উত্তর “বহুলং হ্রস্বসীতি ঋঃ”, “হ্রস্বলুভো হেদিঃ” (পা० ৬৪ ১০১) এই সূত্র
দ্বারা হি এর স্থানে ধি আদেশ এবং তাহা পিতৃ নহে বলিয়া ঙিহ হেতু ঙ্গের অভাবে নিষ্পন্ন
হইয়াছে । এহলে “চোঃ কুঃ” (পা० ৮২৩০) এই সূত্র দ্বারা চ এর স্থানে ক হইয়াছে । ২ ।

* ঋকের ‘নিঋতিঃ’ শব্দের অর্থ সারণ ‘পাপদেবতা’ লিখিয়া গিয়াছেন । ‘ঋত’ শব্দে
‘সত্য’ বুঝায় । যাহা সত্য নয়, তাহাই ‘নিঋতিঃ’ অর্থাৎ অসত্য । অসত্যই পাপ ।
সেই জন্যই ‘নিঋতিঃ’ শব্দে ‘পাপ’ অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে । সত্য-পথ হইতে দূরে যাওয়ার
নামই নিঋতি । ম্যাক্সমুলারও এই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ; যথা,—

“Nirriti was conceived, it would seem, as going away from the path of right,
the German *Vergessen*, Nirriti was personified as a power of evil or destruction.”

এবং আখাদিগকে সৰ্ব্বতোভাবে পাপ হইতে মুক্ত করুন,—ঐ
থকের ইহাই প্রার্থনা ও মৰ্ম্মার্থ । (১ম—২৪সূ—৯থ) ।

— . —

দশমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । চতুর্বিংশত্যঙ্কঃ । দশমী ঋক্ ।)

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং

দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ ।

অদকানি বরুণশ্চ ব্রতানি বিচাকশচন্দ্রমা

নক্তমেতি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশেষণঃ ।

অমী ইতি । যে । ঋক্ষাঃ । নিহিতাঃ । উচ্চা । নক্তং । দদৃশ্রে ।

কুহ । চিৎ । দিবা । ইয়ুঃ । অদকানি । বরুণশ্চ । ব্রতানি ।

বিচাকশৎ । চন্দ্রমাঃ । নক্তং । এতি ॥ ১০ ॥

. . .

মৰ্ম্মার্থসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বরুণশ্চ’ (অতীষ্টসাধকশ্চ বরুণদেবশ্চ) ‘ব্রতানি’ (ব্রতাবানি) ‘অদকানি’ (কেনাপি-
বিংসিতানি, সৰ্ব্বত্র অপ্রতিহতানি) ; ‘অমী’ (পরিদৃশ্যমানাঃ) ‘যে ঋক্ষাঃ’ (যে অসংখ্য
নৃকজনিবহাঃ) ‘উচ্চা’ (উচ্চৈঃ, হ্যাপ্রদেশে) ‘নিহিতাঃ’ (প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তি) ‘নক্তং’

(রাজ্যো) 'নদুশ্রে' (সর্কৈরপি পরিদৃশ্তে), 'দিবা' (অহানি) 'কুহঃ' (কুজ) 'চিৎ' (অপি) 'দ্বীযুঃ' (গচ্ছ্যযুঃ, অন্তরিতাঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) ; 'নক্তং' (রাজ্যো এব) 'চন্দ্রমা' (চন্দ্রঃ) 'বিচাকশৎ' (বিশেষেণ দীপ্যমানঃ) 'এতি' (গচ্ছতি) ; দিবসে স কুজ অপসৃতঃ ভবতি— ইতি শেষঃ ভগবতঃ বরুণদেবত্ব নিদেশেনৈবচন্দ্রনক্ষত্রাদিভ্যঃ রাজ্যো দ্ব্যঃপ্রদেশে দীপ্যমানং ভবতি—ইতি ভাবঃ । (১ম—২৩সূ ১০খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

অতীষ্টগাধক বরুণদেবের প্রাণ্য গর্ক্বত্র অপ্রতিহত ; পরিদৃশ্যমান এই যে অলংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ছালোকে প্রাতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যে সকলের পরিদৃষ্ট হন, দিবাভাগে তাঁহার কোথায় অন্তরিত হইলেন ; নিশাকালেই চন্দ্রদেব বিশেষ প্রকারে দীপ্যমান হন ; দিবসে তিনি কোথায় অপসারিত হইলেন ? (ভাব এই যে,—ভগবান্ বরুণদেবের নিদেশেই চন্দ্রনক্ষত্রাদি রাজ্যে ছ্যালোকে দীপ্যমান হইলেন ।) ॥ (১ম—২৩সূ—১০খ) ।

সারণভাষ্যং ।

অসী রাজ্যবিশ্বাতিদৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ । তথা চ বাজসনেয়িন আমনস্তি । ঋক্ষা ইতি হ স বৈ পুরা সপ্ত ঋষীনাচকত ইতি । যদ্বা । ঋক্ষাঃ সর্কৈরপি নক্ষত্রবিশেষাঃ । ঋক্ষাভূতিরিত্যে নক্ষত্রাণাং । নিং ৩২০ । ইতি বাস্কেনোক্তম্ । উচ্চা উচ্চৈরুপরিদৃশ্য-প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সান্ত তে ঋক্ষা নক্তং রাজ্যো নদুশ্রে । সর্কৈরপি দৃশ্যন্তে । দিবাভাগে কুহ চিৎযুঃ কাপি গচ্ছ্যযুঃ ন দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ । বরুণত্ব রাজ্যো ত্রতানি কক্ষ্মাণি নক্ষত্রদর্শনাদিরাপি অদক্ষান । কেনাপি আহংসিতানি । বিধ্ব বরুণত্বাজ্যৈব চন্দ্রমা নক্তং রাজ্যো বিচাকশৎ । বিশেষেণ দীপ্যমানঃ । এতি । গচ্ছতি ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

এই যে সপ্ত ঋষিগণকে আমরা রাজ্যকালে দেখিতে পাই, এ বিষয়ে বাজসনেয়িগণ এইরূপ পাঠ বলিয়া থাকেন,—“ঋক্ষ শব্দে পুরাকালে সপ্ত ঋষি আভিহিত হইয়াছেন ।” অথবা, সমস্ত নক্ষত্রবিশেষকে ঋক্ষ কহে । বাস্ক-নরক্কে কথিত হইয়াছে,—“ঋক্ষাভূতিরিত্যে নক্ষত্রাণাং” (নিং ৩২০) । এই ঋক্ষগণ যে উচ্চ অন্তরিক-প্রদেশে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহারা রাজ্যে দৃষ্ট হইলেন, দিবাতে কোথায় গমন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ ইহাদিগকে দিবাতে কেহই দেখিতে পার না) । দেবরাজ বরুণের নক্ষত্র দর্শনাদিরা । কক্ষ্ম-সমূহ, কেহই হিংসা করিতে সমর্থ হয় না ; এবং বরুণদেবের আজ্ঞাতেই চন্দ্রদেব রাজ্যকালে বিশেষরূপে দীপ্যমান হইয়া গমন করেন ।

নিহিতাসঃ । অজ্জসেরস্বক্ । ঋগ্বেদেণোত্তরপদাত্তোদাত্তবে প্রাপ্তে গতিরনন্তর
উত্তি গতেঃ প্রকৃতি স্বরস্বৎ । দদৃশ্রে । দৃশেলিটি ইরমো রে । পা० ৬।৪।৭৬ । ইতি রে
আদেশঃ । ব্যত্যয়েনাছাদাত্তস্বৎ । স্বত্বযোগাননিঘাতঃ । কুহ । বা হ চচ্ছন্দসি । পা०
৫।৩।১৩ । ইতি কিংকাকাকৃত্তরত্ব জ্ঞানো হাদেশঃ । কু তিহোঃ পা० ৭।২।১০৪ । ইতি কিং শক্ণ
কু আদেশঃ । স্থানিবস্তাবাঙ্গংস্বরেণাত্তাদাত্তস্বৎ । বিচাকশৎ । কশেদীপ্যার্থোদ্যঙলুগন্ত-
চ্ছত্প্রত্যয়ঃ । অত্যন্তানামাদিরিত্যাদাত্তস্বৎ । সমাসে কৃৎস্বরঃ । যদা । কাশতেকী
ব্যত্যয়েনোপধাস্বৎ । চক্ষমাঃ । চক্ষ্রে মো ডিৎ । উ० ৪।২২৭ । ইত্যসিপ্রত্যয়ঃ ।
কৃত্তরপদ প্রকৃতি স্বরস্বৎ প্রাপ্তে দাসীভারাদিহাৎ পূর্বপদ প্রকৃতি স্বরস্বৎ । (১ম—২৪ন্ব—১০ধ) ।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে চতুর্দশো বর্গঃ সমাপ্তঃ । ১ম - ২ম - ১৪ধ ।

দশম (২৬২) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকেও ভগবানের স্বরূপ কীর্তন করা হইয়াছে । দিবাতাগে
আলাকদানের জন্ম তিনি যেমন সূর্য্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন
(৮ম ঋক জ্রুদেণ্য) ; নৈশশোভাবিস্তারের জন্ম তিনি তেমনি দ্যলোক

“নিহিতাসঃ” এই পদটি “অজ্জসেরস্বক্” শব্দদ্বারা ‘অস্’ প্রত্যয়ে অহক্ (অস্)
আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ঋগ্বেদেণোত্তরপদাত্তোদাত্তবে প্রাপ্ত
হইলে “গতিরনন্তরঃ” শব্দ দ্বারা গতির (নি এর) প্রকৃতি স্বর হইয়াছে । “দদৃশ্রে” এই
পদটি ‘দৃশ্’ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে “ইরমো রে” (পা० ৬।৪।৭৬) এই শব্দ দ্বারা
লিটের স্থানে ‘রে’ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) ইহার আদি স্বর
উদাত্ত হইয়াছে এবং স্বত্বযোগবশতঃ নিঘাতস্বরের অভাব হইয়াছে । “কুহ” এই পদটি,
“বা হ চচ্ছন্দসি” (পা० ৫।৩।১৩) এই শব্দ দ্বারা ‘কিৎ’ শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিজাত
‘এল্’ প্রত্যয়ের স্থানে ‘হ্’ আদেশ এবং “কু তিহোঃ” (পা० ৭।২।১০৪) এই শব্দ দ্বারা
‘কিৎ’ শব্দের স্থানে ‘কু’ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে । “বিচাকশৎ” এই পদটি বি পূর্বক দীপ্ত-
অর্ধবিপিনষ্ট ‘কশ্’ ধাতুর উত্তর ষঙলুক করিয়া ‘বিচাকশ্’ ষঙলুক ধাতুর উত্তর ‘শত্’ প্রত্যয়ে
নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার “অত্যন্তানামাদিঃ” এই শব্দ দ্বারা আদি স্বর উদাত্ত হইয়াছে ।
বি এর সহিত সমাস হইয়া কৃৎস্বরই (শত্ প্রত্যয়ের স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে । অথবা
‘কাশ্’ ধাতুর উত্তর প্রণামীতে বিকল্পে উপধা-স্বরের হ্রস্ব করিয়াও উক্ত “বিচাকশৎ” পদ
সিদ্ধ হইবে । “চক্ষমাঃ” এই পদটি ‘চক্ষ্’ শব্দের উত্তর “চক্ষ্রে মো ডিৎ” (উ० ৪।২২৭)
শব্দ দ্বারা ‘অসি’ (অস্) প্রত্যয় করিয়া মকার আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার কৃৎ-
প্রত্যয়ান্ত পরবর্তী শব্দ প্রকৃতি স্বর হয় ; কিন্তু দাসীভারাদির মধ্যে উক্ত “চক্ষমাঃ” শব্দটি
ঋকাম, পূর্বপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে । ১০ ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ বর্গ সমাপ্ত । ১৪ ।

[১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১৫ বর্ণ।] চতুর্বিংশসূক্তঃ ।

১১০৯

অন্যদেবে নক্ষত্রপুঞ্জকে * এবং চন্দ্রদেবকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। সূর্য্য-
চন্দ্র-নক্ষত্রাদি সকলেই ভগবানের নির্দেশক্রমে পরিচালিত হইতেছে।
ভগবানের কর্মপ্রভাব কোথায় প্রতিহত? ভুলোকে ছালোকে সপ্তলোকে
সর্বত্র তাঁহারই অনুশাগন কার্য্য করিতেছে। তেমন যে শক্তিশালী
অপ্রতিহতপ্রভাব বরুণদেব, তিনি আমাকে রক্ষা করুন—আমার বন্ধন
মোচন করুন,—এ থাকের ইহাট প্রার্থনা। (১ম—২৪সূ—১০খা)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

একাদশীমন্ত্র বরুণমন্ত্র পশোর্কপাপুরোডাশয়োত্ত্বা যামীতি যে ঋচৌ যাজো। সৃত্রিতর্ক।
ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি যে অন্তভ্রাষ্টাং। আ• ৩৭। ইতি। বরুণপ্রথামেধু

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেবতাসম্বন্ধীয় 'একাদশীম' নামক পশুর বর্ণা এবং পুরোডাশের "ত্বা যামি" এই
ঋচুস্বর, যাজ্ঞা-মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আখ্যায়িক শ্রোত-সূত্রে সেইরূপ সৃত্রিত
হইয়াছে,—"ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান ইতি যে অন্তভ্রাষ্টাং" (আ• ৩৭) ইতি। 'বরুণ-

* ঋকের 'অক্ষাঃ' পদ আছে। 'অক্ষ' শব্দে সাধারণতঃ নক্ষত্রসমূহকেই বুঝাইয়া থাকে।
ভাষ্যকারগণ 'অক্ষা' শব্দে 'সপ্ত অক্ষরঃ' অর্থ আমনন করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জকে
লাটিন ভাষায় 'উর্বা মেজর' (Ursa Major) এবং 'উর্বা মাইনর' (Ursa Minor)
নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীকভাষায় উহার নাম—'আর্কটস' (Arktus)। ইংরাজী
ভাষায় উহার নাম—'গ্রেট বেরার' (Great Bear)। এই সপ্তর্ষির কল্পনা লইয়া আর্ধ্য-
গণের আদিবাস বিষয়ে অনেক গবেষণা চলিয়া থাকে। যাহারা মধ্য এশিয়া হইতে আর্ধ্য-
গণের ভারতগমন-যুক্তির পোষকতা করেন, তাঁহারা বলেন,—'ভারতবর্ষের উত্তর হইতে
সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইত। আর্ধ্যজাতির শাখা, গ্রীকগণ যখন বিচ্ছিন্ন
হইয়া যান, তখন তাঁহাদের উচ্চারণে নাম 'আর্কটস' রূপ পরিগ্রহ করে। সেই হইতে
অন্যভাবে 'আর্কটিক' (Arctic) অর্থাৎ উত্তরমেরুর কল্পনা করা হয়।' Vide; Max
Muller's Science of Language. কিন্তু যাহারা আর্ধ্যগণের উত্তর-মেরু-বাস
অন্যদের পোষকতা করেন, তাঁহাদের মত এই যে, ঋকে উত্তরের এবং অন্তের কথা কিছুই
নাই; সকল সময়েই বৃত্তাকারে সপ্তর্ষি নক্ষত্র অবস্থিত আছে। Vide B. G.
Tilak, The Arctic Home in the Vedas. কিন্তু সাধারণভাবে নক্ষত্র অর্থ
গ্রহণ করিলে কোনরূপ বিতর্কই আসিতে পারে না।

১১৩

ঋগ্বেদ-সংহিতা । [১ মণ্ডল, ৬ অষ্টক, ২৪ সূক্ত]

ঋকগণ্ড হবিষো যাজ্য ত্বা যামিতোবা পঞ্চম্যাং পৌর্নমাস্যামিতাজ্জ সূত্রিতং । ইমং মে বরুণ
শ্রীধ ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ । আ• ২।১৭ । ইতি । তামেতাং সূক্তে একাদশীমুচমাৎ ॥

একাদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্বিংশসূক্তং । একাদশী ঋক্ ।)

ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্ত্রে

যজমানো হবির্ভিঃ ।

অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন

আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্বং । আ । শাস্ত্রে । যজমানঃ । হবিঃভিঃ । অহেলমানঃ । বরুণ ।

ইহ । বোধি । উরুশংস । মা । নঃ । আয়ুঃ । প্র । মোষীঃ । ১১ ॥

* * *

মর্ষাকুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘উরুশংস’ (সর্কজনস্ততা) ‘বরুণ’ (হে অতীষ্ট সাধক বরুণদেব, ‘হবির্ভিঃ’ (হবির্ভিনৈঃ,
ভক্তিযুক্তাস্তৈঃ সচ) ‘ব্রহ্মণা’ (বেদমন্ত্রেণ) ‘বন্দমানঃ’ (স্তবন্) ‘ত্বা’ (ত্বাং, তব সৎকাশং)
‘তং’ (মুক্তিং, বন্ধনমোচনং) ‘যামি’ (যাচে, স্পার্ষয়ামি) অচমিতি শেষঃ ; ‘তদা’ (অতঃ)

‘প্রবাগ’ মন্ত্রসমূহে বরুণদেব-সম্বন্ধীয় হবির্মন্ত্রের “ত্বা যামি” এই ঋকৃটী যাজ্যাক্রমে পঠিত
হয় । “পঞ্চম্যাং পৌর্নমাস্যাং” এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—“ইমং মে বরুণ শ্রীধ
ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ” (আ• ২।১৭) । এই সূক্তে সেই একাদশী ঋক্ কথিত হইতেছে ।

* * *

'ইহ' (অশ্রাকং কর্শ্বনি) 'অহেলমানঃ' (অনাদরমকুর্শ্বন) 'বোধি' (বুধ্যস্ব, কৃপাপূর্ষকং অশ্রাকং প্রার্থনাং শৃণু ইত্যর্থঃ); 'যজমানঃ' (প্রার্থনাকারী বাচকঃ) 'শান্তে' (আশঙ্কে প্রার্থয়তে); 'নঃ' (অশ্রাকং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'মা প্রমোষী' (প্রমু্ষিতং মা কুরু, পাপ-কর্শ্বনি লিপ্তং তথা ধর্শ্বং মা কুরু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—পূজাপরায়ণা বয়ং ভক্তিয়ুতাস্তরৈঃ তব সকাশং মুক্তিং বাচামহে; অশ্রাকং জীবনং পাপকর্শ্বপরিচ্ছিন্নং কুরু; তন্মাদেব বন্ধন-মোচনং ভবিষ্যতি মুক্তিং চ লভেম। (১ম—২৪সূ—১১ধ)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্বজনস্তুবনীয়, অশীষ্টসাধক হে বরুণদেব! ভক্তিয়ুত অন্তরে সন্তোষ-বেদমস্তের দ্বারা স্তব করিয়া আপনার নিকট বন্ধনমোচন প্রার্থনা করিতেছি; অতঃপর আমাদিগের কর্মে অবহেলা না করিয়া কৃপাপূর্ষক আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করিতেছে; আমাদিগের জীবনকে প্রমু্ষিত অর্থাৎ পাপ-কর্মে লিপ্ত ও ধর্শ্ব করিয়েন না। (ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ আমরা ভক্তিয়ুত অন্তরে আপনার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি; আমাদিগের জীবনকে পাপকর্মে হইতে বিচ্ছিন্ন করুন; তাহাতেই বন্ধনমোচন হইবে এবং মুক্তি প্রাপ্ত হইব।) ॥ (১ম—২৪সূ—১১ধ)।

সায়ণ-ভাষ্যঃ।

হে বরুণ মুমূর্ষুরহং স্বাং প্রতি তদায়ুর্ধ্যামি। যাচে। কীদৃশঃ। ব্রহ্মণা প্রৌঢ়েন স্তোত্রেন বন্দমানঃ। স্তবন। সর্বত্র যজমানোহপি হবির্ভিস্তদায়ুর্ধ্যামস্তে। প্রার্থয়তে। স্বং চেহ কর্মণাৎহেলমানোহনাদরমকুর্শ্বন বোধি। অশ্রদপেক্ষিতং বুধ্যস্ব। হে উরুশংস। বহুভিঃ স্তব্য নোহশ্রদীরমায়ুর্ধ্যা প্রমোষীঃ। প্রমু্ষিতং মা কুরু ॥

সপ্তদশসংখ্যাকে যজ্ঞাকর্শ্বশীমতে যামীতি পঠিতঃ। চাশ্রকলোপশ্ছান্দসঃ অহেলমানঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! আমি যত্নসাপন্ন হইয়া আপনার নিকটে সেই প্রসিদ্ধ আয়ুঃ প্রার্থনা করিতেছি। আর আমি কিরূপ?—না, প্রসিদ্ধ স্তোত্র দ্বারা বন্দনার নিবৃত্ত। সর্বত্র যজমান হবনীর দ্রব্য প্রদান পূর্ষক সেই আয়ুঃ প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং আপনিও এই কার্যে অনাদর না করিয়া আমাদিগের বাঞ্ছিত অবগত হউন। হে ব্রহ্মণ প্রশংসনীয় (বরুণ) আপনি আমাদের আয়ুঃ অপহরণ করিবেন না।

সপ্তদশসংখ্যাকে 'যাচঞ' কর্ম শীমতে যামি, এইরূপ পঠিত হইয়াছে। 'যামি' এই পদে 'চ' হেতু 'চা' শব্দের লোপ হইয়াছে (ঐতর্য্যং 'যাচামি' 'চ' এই আংশিক শব্দে)

হেতু অনাদরে । অত্‌পদেশান্নসার্কীযাত্‌কাত্‌দাত্‌সে শপশ্চ পিযান্নদাত্‌সে সতি ধাতুর্ভূতঃ
শিভ্যতে । ততো নঞ-সমাসেব্যপূর্বপদপ্ৰকৃতিস্বরঃ । বোধি । বুধ অবগমনে । লোটঃ
সেধিঃ । বহুলং ছন্দসীতি বিকরণত লুক্ । বা ছন্দসি । পা० ৩৪।৮৮ । ইত্যপিযাত্‌ভাবেন
ঙ্‌যাত্‌বান্‌লুপধাতুশঃ । হবন্ত্যো হেধিরিতি হেধিরাদেশঃ । ধাতোরন্ত্যালোপছান্দসঃ ।
মোঘীঃ । মুঘ স্তরে । লোড়র্থে ছান্দসো লুঙ । বদন্ত্যেতি প্রাপ্তায়া বুদ্ধের্নেটি । পা० ৭২।৪
ইতি প্রতিবেশে সতি লুপধাতুশঃ । বহুলং ছন্দত্‌মাঙ যোগেপীত্যডভাবঃ । ১১ ।

একাদশ (২৬৩) ঋকের বিশদার্থ ।

ভাষ্যকারগণের মতে এ ঋকে আয়ু প্রার্থনা করা হইয়াছে । কিন্তু
আমরা মনে করি, এখানে ঋকন-মোচনের—মুক্তির প্রার্থনাই রহিয়াছে ।
যাঁহারা বৈদিক মন্তোচ্চারণে ভগবানকে আহ্বান করিতে পারেন, যাঁহারা
হৃদয়ের ভক্তিরূপ আত্মনীর ভগবদ্বক্ষেণে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন,
তাঁহাদের আয়ু কখনও খর্ব হয় না । তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান
কখনও অনাদর প্রকাশ করেন না । এখানে বলা হইতেছে,—‘হে দেব,
আমরা বৈদিক মন্তোচ্চারণে ভক্তিপ্লুত-অস্তুরে আপনার স্তুব করিতেছি । ভরণা,
—আমাদের কর্ম আপনার নিকট উপেক্ষিত হইবে না ; ভরণা,—আপনি
আমাদের জীবন-মুকুল প্রমুখিত হইতে দিবেন না ।’ (১ম—২৫সূ—১১খ) ।

লোপ করার ‘যামি’ এইরূপ পদ অবশিষ্ট রহিয়াছে) । ‘অহেলমানঃ’ এই পদটী
‘অনাদর’-বোধক ‘হেতু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; এবং উক্ত পদে অকারের উপদেশ-
হেতু ল ও সর্কধাতুসম্বন্ধে অহুদাত্‌সে এবং শপের ‘প’ ইৎ হেতু অহুদাত্‌সে হইলে
ধাতুর স্বর অবশিষ্ট থাকিল । নঞ-সমাস হইলে অব্যয় পূর্বপদের প্ৰকৃতিস্বর হইয়াছে ।
‘বোধি’ এই পদটী, অবগতি অর্থে ‘বুধ’ ধাতুর উত্তর লোটের সি বিভক্তির স্থানে হি
আদেশ, ‘বহুলং ছন্দস’ এই নিম্নম হেতু বিকরণের লুক্, ‘বা ছন্দসি’ (পা० ৩৪।৮৮)
এই সূত্রানুসারে অপিত সংজ্ঞা না হওয়ার ঙ্‌যাত্‌সংজ্ঞার অভাবহেতু লুপ উপধার গুণ, ‘হবন্ত্যো
হেধিঃ’ এই সূত্র দ্বারা হি-বিভক্তির স্থানে ‘ধি’ আদেশ এবং বৈদিক-প্রয়োগহেতু অন্তর্গ
‘ধ’ কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘মোঘীঃ’ এই পদটী স্তরে (চুরি করা) অর্ধ-
বোধক মুঘ ধাতুর উত্তর বৈদিক নিয়ম হেতু লোট অর্থে লুঙ্ বিভক্তি, ‘বদন্ত্যে’ ইত্যাদি
সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত বৃদ্ধির ‘নেটি’ (পা० ৭২।৪) এই নিয়মহেতু প্রতিবেশ হইলে লুপ-উপধার
গুণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, এবং উক্ত পদে ‘বহুলং ছন্দত্‌মাঙ যোগেপী’ এই সূত্র হেতু
লুপ (অ) আগম হইল না । (১ম ২৪সূ—১১খ) ।

शान्ती ऋक् ।

(अथर्व मण्डलम् । चतुर्विंशसूक्तम् । शान्ती ऋक् ।)

तद्वि॒श्व॑सु॒तं तद्वि॒वा॑ म॒ह्य॑मा॒ह्व॑सु॒द॒सु॒तं के॒तो॑ ।

हृ॒द आ॑ वि॒ च॒ष्टे॑ ।

शु॒नः॑शे॒पो य॑म॒ह्व॑द्गृ॒भी॒तः सो॑ अ॒स्य॑न् राजा॒

व॒रु॑णो॒ यु॒मो॒क्तु॑ ॥ १२ ॥

* * *

पद-विश्लेषणम् ।

त॒त् । इ॒त् । न॒क्त॑त् । त॒त् । दि॒वा॑ । म॒ह्य॑त् । आ॒ह्वः॑ । त॒त् । अ॒ह्व॑त् ।

के॒तः॑ । हृ॒दः॑ । आ॑ । वि॒ । च॒ष्टे॑ । शु॒नः॑शे॒पः॑ । य॑म् । अ॒ह्व॑त् ।

गृ॒भी॒तः॑ । सो॑ । अ॒स्य॑न् । राजा॑ । व॒रु॑णः॑ । यु॒मो॒क्तु॑ ॥ १२ ॥

* * *

वर्णाश्रयणी-वाक्या ।

'तत्' (तद्वत् तत्रात्) 'नक्तत्' (रात्रौ) 'दिवा' (दिवसे, सर्वकालः इत्यर्थः) 'इत्' (एव, कर्तव्यं इति वाच्यं), 'तत्' (तद्वत्, तद्वत्तत्) 'मह्यत्' (मे) 'आह्वः' (कथञ्चि, आह्व इति शेषः) ; 'हृद' (अन्तः मनसः, विवेकबुद्धिः) 'अह्वत्' (अह्वः) 'केतः' (प्रकाशितः, ज्ञानः इत्यर्थः) 'आविचष्टे' (विशेषण प्रकाशयति) ; 'गृभीतः' (गृभीतः संसार-बन्धनावहः, मारामोहग्रस्तः) 'शुनःशेपः' (पापात्मा) 'यम्' अतीतपुरकं देवम्) 'अह्वत्' (आर्षयति, आप्नुति इत्यर्थः) ; 'सः' (श्रेष्ठः) 'वरुणः' (अतीतपुरकः वरुणदेवः) 'राजा' (अन्तः अधिपतिः सन्) 'अस्यन्' (आर्षनाकारिणः) 'युमोक्तु' (वक्त्रमुक्तान् करोति, पापवहनाद्योचरति) । आर्षनाया तावः—पापिताता सः तद्वत्, अस्यन्, पापान् परित्रायेत् । (१५ - २७२ - १२४) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের উপাসনা রাত্রিকালে দিব্যভাগে সৰ্ব্বদা কর্তব্য ;—এ বিষয় জ্ঞানিগণ বলিয়া গিয়াছেন ; আমাদের অন্তরাত্মা (বিবেকবুদ্ধি) এই প্রজ্ঞা (জ্ঞান) বিশেষরূপে প্রকাশ করেন ; মায়ামোহগ্রস্ত পাপীত্মা, যে ভগবানকে প্রার্থনা করে—প্রাপ্ত হয় ; সেই শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপূরক বরুণ-দেব প্রার্থনাকারী আমাদের বন্ধনমুক্ত করেন। (প্রার্থনার ভাব এই হে,—পাপিত্মতা সেই ভগবান আমাদের পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন।)। (১ম—২৪সূ—১২খ)।

সায়ণ-ভাষ্যঃ।

তদিত্তদেব বরুণবিষয়ং স্তোত্রং নক্তং রাত্রৌ মহং শুনশেপারাহঃ। কর্তব্যবোধেনাভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি। তথা দিব্যপি তদেবাহঃ। হৃদৌ মদীরমনসো নিষ্কারায়ং কেতঃ প্রজ্ঞাবিশেষোপি তদেব কর্তব্যবোধেনাভিচেষ্টে। সৰ্ব্বতো বিশেষেণ প্রকাশয়তি। গৃভীতো। গৃহীতো যুপে বহুঃ শুনশেপ এতন্নামকো জনো যং বরুণমহ্বৎ আহুতবান্। স বরুণো রাজানান্ শুনশেপান্ যুমোক্তু বন্ধানুক্তান্ করোতু ॥

মহঃ। ঙ্গি চেত্যাঙ্গাদান্তঃ। আহঃ। ক্রবঃ পক্ষানাঃ। পা० ৩।৪।৮। ইতি ক্রজ্ঞো লটি বৈকুসাদেশঃ। ধাতোরাহাদেশশ্চ। হৃদঃ। পদদিত্যাদিনান্ পা० ৬।১।৬৩। হৃদয়-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রের কর্তব্যতাবিষয়ে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ শুনশেপ যে আমি, আনাকে সেই বরুণ-দেবের স্তোত্র রাত্রিকালে (উচ্চারণ করা) কর্তব্য এইরূপ বলিয়াছেন, এবং উহা দিব্যে কর্তব্য ইহাও বলিয়াছেন। (অর্থাৎ, বিচক্ষণ মূনগণ আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, বরুণদেববিষয়ক স্তোত্র রাত্রি বা দিব্যর সকল সময়েই করা উচিত।) আমার হৃদয়ে জাত প্রজ্ঞাবিশেষও 'তাহাই কর্তব্য'—এইরূপ বলিতেছে। (অর্থাৎ আমার মনে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে)। শুনশেপ নামক কোনও লোক যুপকাঠে বহু হইয়া যে বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণদেব শুনশেপ-নামধারী এরূপ আমাদের বন্ধন হইতে মুক্ত করেন।

'মহঃ' এই শব্দের 'ঙগি চ' এই নিরস হেতু আদিমর উদাত্ত হইয়াছে। 'আহঃ' এই শব্দটি 'ক্রবঃ পক্ষানাঃ' (পা० ৩।৪।৮) এই শব্দ দ্বারা ক্র দাতুর উত্তর লটি বিভক্তি, পরে 'বৈকুস' শব্দেপ এবং ক্র দাতুর স্থানে আহ আদেশ করিয়া গিত হইয়াছে। 'হৃদঃ' এই শব্দটিতে

অন্যত্র হ্রদাদেশঃ । উড়িনশ্চদাদীতি পঞ্চম্যা উদাত্ত্বং । শুনঃশেপঃ । শুন ইব শেপো
 হ্রস্বতি সমাসে শুনঃ শেপ-পুচ্ছ-লাঙ্গুলেব সংজ্ঞারঃ বধ্যা অলুগ্জবাঃ । পা० ৬৩২২৫ ।
 ইত্যলুক্ । পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরবে প্রাপ্ত উভে বনম্পত্যাদিষু । পা० ৬২১১৪০ । ইতি
 পূর্বোত্তরপদরোরুগপৎপ্রকৃতিস্বরবে । অহ্বৎ । হ্রস্বক্রো লুঙি লিপিসিচহ্রস্বৎ । পা० ৩১১৫৩ ।
 ইতি চেল্ঙাদেশঃ । আতো লোপ ইটি চ । পা० ৬১৭ ৬৪ । ইত্যাকারলোপঃ । অডাগম
 উদাত্তঃ । যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ । গৃভীতঃ । হ্রস্বহোত্ব ইতি ভবৎ । সো অস্মান্
 প্রকৃত্যাস্তঃপাদমিত প্রকৃতিভাবঃ । যুমোক্তু । বহুলং হ্রস্বগীতি বিকরণত্ব স্ : ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (২৬৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— † ÷ † —

এ ঋকের ঘোর সংশয়-মূলক শব্দ—শুনঃশেপ । শুনঃশেপকে অজি-
 গর্তের পুত্র ঋষিকুমার শুনঃশেপ বলিয়া মনে করিলে, এ ঋকের অর্থের
 গতি একপথ পরিগ্রহ করে । আবার ঋক্তার্থের অনুসরণে ভাবার্থের অনু-
 ধ্যানে এ ঋকের অর্থ আর এক ভাব প্রাপ্ত হয়, —
 ঋষিকুমার শুনঃশেপ যুগে আবদ্ধ হইয়া, যে বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া-
 ছিলেন, সেই বরুণদেবের আমরা উপাসনা করিতেছি ; তিনি আমা-
 দিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করুন ।’ কিন্তু পক্ষান্তরে ঋকের যে মার্ক-

‘পদৎ’ (পা० ৬১১৬০) ইত্যাদি শব্দগুলিরে হ্রস্ব শব্দ স্থানে ‘হ্রদ’ আদেশ এবং ‘উড়িনঃ’
 এই নিয়ম হেতু পঞ্চমী বিভক্তি উদাত্ত্বর হইয়াছে । ‘শুনঃশেপ এই পদটিতে কুকুরের
 শ্রায় লাঙ্গুল হইয়াছে যাহার’ (শুন ইব শেফো যত) এইরূপ সমাস হইলে ‘শুনঃশেপ’ পুচ্ছ
 লাঙ্গুলেব সংজ্ঞারঃ বধ্যা অলুগ্জবাঃ’ (পা० ৬৩২১৫) এই সূত্র দ্বারা বধ্যী বিভক্তির লুক্
 (লোপ) হইল না ; এবং পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলেও ‘উভে বনম্পত্যাদিষু’
 (পা० ৬২১১৪০) এই নিয়ম হেতু এককালে পূর্ব এবং উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ।
 ‘অহ্বৎ’ এই পদটি হ্রস্ব ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তি, পরে ‘লিপিসিচহ্রস্বৎ’ (পা० ৩১১৫৩)
 এই নিয়মামুসারে ‘চুর’ স্থানে অঙ্ আদেশ ও ‘আতো লোপ ইটি চ’ (পা० ৬১৪ ৬৬)
 এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । এবং উক্ত পদে অট্ (অ)
 আগম, উদাত্ত্বর হইয়াছে । যদ্বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাত হইল না । ‘গৃভীত’ এই পদে
 ‘হ্রস্বহোত্ব’ ইতি নিয়মহেতু গ্রহ ধাতুর ‘হ’ স্থানে ভ হইয়াছে । ‘সো অস্মান্’ এই স্থলে
 ‘প্রকৃত্যাস্তঃপাদম্’ এই নিয়মামুসারে প্রকৃতিভাব থাকিল অর্থাৎ ‘অস্মান্’ এই পদের
 আকারের লোপ হইল না । ‘যুমোক্তু’ এই পদের ‘বহুলং হ্রস্বগীতি’ এই সূত্র দ্বারা বিকরণের
 স্থানে স্ হইয়াছে । (১১৭—১৪২—১২৫) ।

অনীন অর্ধের অধ্যাহার হয়, তাহাতে বুকিতে পারি, প্রার্থী বলিতেছেন,—
 "পানীর উচ্চারকর্তা হে দেব ! পানী তানী যে মন্ত্রে যে ভাবে আপনাকে
 আহ্বান করিয়া পরিভ্রাণ পায়; আমরা অশেষ পানী, সেই মন্ত্রে সেই
 ভাবে, আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগকে সংসার-কারণারের
 এই দারুণ বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি-দান করুন ।"

ঋকের শেষাংশের মর্মার্থ ঐরূপই যটে । প্রথমাংশ প্রার্থনার কালা-
 কাল-বিষয়ক বিতস্তা নিরসন করিতেছে ভগবানের উপাসনার কি আর
 কালকাল আছে ? যঁাহারা বলেন,—দিন-বিশেষে তাঁহার উপাসনা করিতে
 হয়; যঁাহারা বলেন,—কালবিশেষে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়;
 তাঁহারা যে বিজ্ঞমগ্রস্ত,—এ যাক্ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে । যক্
 বলিতেছে,—'সর্বস্বরূপ সর্বময়ের উপাসনায় আবার দিন অদিন কি
 আছে ? দিন-রাত্রি সর্বকণই তাঁহার উপাসনার কাল । তাঁহার উদ্দেশে
 বিহিত কার্যই তাঁহার উপাসনা; সে কার্য মানুষ সর্বকণই করিতে
 পারে । তুমি কালকাল অনুগ্ৰহান করিও না । ভগবান সর্বকাল
 তোমার মস্তকের উপর বিস্তমান আছেন,—এই স্মরণ করিয়া, উর্জ-দৃষ্টি
 রাখিয়া, কার্য করিয়া যাও; তোমার উপাসনা কখনই নিফল হইবে না ।
 তাহাতে, তোমার এই যে বিষম বন্ধন, তখন তিনি আপনিই আগিয়া
 সে বন্ধন মোচন করিয়া দিবেন ।' (১খ—২.সূ—১২খ) ।

— . —
 ত্রেয়োদশী যক্ ।

(প্রথমঃ মঙ্গলঃ । চতুর্বিংশতকঃ । ত্রেয়োদশী যক্) ।

শুনঃশোপো হৃষ্মদগৃভীতস্রিষাদিত্যং ক্রপদেষু বন্ধঃ ।

অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যদ্বিষা অদব্বো

বি যুমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩ ॥

পদ-বিপ্রেষণং ।

শুনঃশেপঃ । হি । অহ্বৎ । গৃহীতঃ । ত্রিষু । আদিত্যে । ঋপদেষু ।

বন্ধঃ । অব । এনং । রাজা । বরুণঃ । সমৃজ্যাৎ । বিদ্বান্ ।

অদকঃ । বি । মুমোক্তু । পাশান্ ॥ ১০ ॥

মর্ধ্যাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ত্রিষু' (ত্রিবিধচ্ছাখ্যকেষু) 'ঋপদেষু' (সংসাররূপযুপকার্ঠেষু) 'গৃহীতঃ' (গৃহীতঃ, কর্মণা নিগৃহীতঃ) 'বন্ধঃ' (আবন্ধঃ চ) 'শুনঃশেপঃ' (নিকৃষ্টঃ পাপাত্মা) 'এনং' (বন্ধনং) 'অসমৃজ্যাৎ' (বিমোচনাৎ) 'আদিত্যে' (ভগবদ্বিত্বিতং, ত্রাণকারকং দেবং) 'অহ্বৎ' (আহুতবান্); 'হি' (তস্মাৎ) 'অদকঃ' (অপ্রতিহতপ্রভাবঃ) 'বিদ্বান্' (সর্বজ্ঞঃ) 'রাজা' (পরমৈশ্বর্যাশালী) 'বরুণঃ' (ভগবন্ বরুণদেবঃ) 'পাশান্' (বন্ধনানি) 'বিমুমোক্তু' (বিশেষেণ মুক্তিদানং করোতু ইত্যর্থঃ) । বিষমসংসারবন্ধনাবন্ধঃ পাপাত্মা অপি দেবারাধনা-প্রভাবেন মুক্তলাভং করোতীতি ভাবঃ । (১ম—২৪সূ—১৩শ) ।

বঙ্গাভুবাদ ।

ত্রিবিধচ্ছাখ্যক সংসাররূপ যুপকার্ঠে (কর্ম দ্বারা) গৃহীত ও আবদ্ধ নিকৃষ্ট পাপাত্মা, বন্ধন-মোচনের জন্ম (সেই) ত্রাণকারী দেবতার (যদি) শরণাপন্ন হয়; তাহাতে, সেই অপ্রতিহত-প্রভাব পরমৈশ্বর্যাশালী সর্বজ্ঞ ভগবান বরুণদেব তাহার বন্ধন-মোচন করেন । (ভাবার্থ—বিষম সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ পাপাত্মাও দেবারাধনা-প্রভাবে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়) ॥ (১ম—২৪সূ—১৩শ) ।

সারণ-ভাষ্যং ।

গৃহীতো বন্ধনার গৃহীতত্রিসখ্যাকেষু ঋপদেষু জ্যোঃ কাষ্ঠত যুপত পদেষু প্রদেশবিশেষেষু বন্ধঃ শুনঃশেপ আদিত্যাদিতেঃ পুত্রং যং বরুণমহ্বৎ । আহুতবান্ । হি যস্মাদেবং তস্মাৎ

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গাভুবাদ ।

বন্ধনের নিমিত্ত যুত শুনঃশেপ মূনি তিনটি যুপকার্ঠের প্রদেশবিশেষে বন্ধ হইয়া যে অদিতিপুত্র বরুণদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণদেব এই শুনঃশেপকে

ন বক্রণো রাটৈনং শুনঃশেপমস্বজ্যাৎ । অপস্বষ্টং বন্ধনাম্বিমুক্তং করোতু । বিমোকপ্রকার
এব স্পষ্টীকরিতো বিধান । বিমোকপ্রকারাতিজঃ । অদকঃ । কেনাপ্যাহংসিতো বক্রণঃ
পাশান্ বন্ধনরজ্জুবিশেষান্ বিমুমোক্তু । বিচ্ছিন্নৈনং মুক্তং করেতি ॥

ত্রিষু । ষট্টিত্রিচতুর্ভ্যা হলাদিঃ । পা० ৬।১।১৭২ । ইতি বিভক্তেকদাত্ত্বং । সংহিতায়-
মুদাত্ত্বরিতমোর্ধ্বং ইতি পর আকারঃ স্বর্যতে । সস্বজ্যাৎ । স্বজ বিসর্গে । প্রার্থনার্যং লিঙ্ ।
বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য স্মৃঃ । বিধান । বিদজ্ঞানে । বিদেঃ শত্বর্কস্মৃঃ । পা० ৭।১।৩৬ ।
উগিদচামিতি স্মৃৎ । হ্লেঙাদিসংযোগাস্তলোপো । সংহিতায় দীর্ঘাদিটি সমানপাদ এতি নকারস্য
ক্লম্বং । আতোহিটি নিত্যামিতি সাহুনাসিক আকারঃ । অদকঃ । দন্তু দন্তে । নিষ্ঠামনিদিতা-
মিতিনলোপে কৃষস্তথোধঃ । পা० ৮।২।৪০ । ইতি যৎ । অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরং ॥ ১৩ ॥

• • •

ত্রয়োদশ (২৬৫) ঋকের বিশদার্থ ।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে শব্দটির বিভিন্নরূপ অর্থ নিরূপিত হইতে পারে । যে
অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার স্মরণ এই যে,—‘তান-পদবিশিষ্ট যুগকার্ঠে
(হাড়কার্ঠে) লইয়া গিয়া শাম্বিকুমার শুনঃশেপকে বলিদানার্থ বন্ধ করা

বন্ধন হইতে মুক্ত করণ । বিমুক্ত-প্রকারকে স্পষ্ট করিতেছেন,—বিমুক্তবিষয়ে অভিজ্ঞ
ও কোনও পানী কর্তৃক হিংসিত নহে (অর্থাৎ কেহ যাহার হিংসা করিতে পারে না)
এইরূপ বক্রণদেব পাশনামক বন্ধন-রজ্জুসকল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করণ ।

‘ত্রিষু’ এই পদে ষট্টিত্রিচতুর্ভ্যা হলাদিঃ’ (পা० ৬।১।১৭২) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির
উদাত্ত স্বর হইয়াছে, এবং ‘সংহিতায়মুদাত্ত্বরিতমোর্ধ্বং’ এই নিয়মানুসারে পর আকার
স্বর হইয়াছে । ‘সস্বজ্যাৎ’ এই পদটিতে স্বজ ধাতুর উত্তর প্রার্থনা অর্থে লিঙ্ বিভক্তি ।
‘বহুলং ছন্দসি’ এই নিয়ম হেতু-বিকরণের স্থানে ‘স্মৃ’ হইয়াছে । ‘বিধান’ এই পদটি
জ্ঞানার্থ বিদ ধাতুর উত্তর ‘বিদেঃ শত্বর্কস্মৃঃ’ (পা० ৭।১।৩৬) এই সূত্র দ্বারা ‘শত্’ স্থানে
‘বহু’ আদেশ, ‘উগিদচাৎ’ এই সূত্র দ্বারা ‘হুম্’ এবং ‘হ্লেঙ্যাব্ভ্যঃ’ (পা० ৬।১।৩৮)
এই সূত্র দ্বারা সংযোগের অন্তলোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । আর ঐ পদ সংহিতাতে পঠিত
হওয়ার উক্তপদে ‘দীর্ঘাদিটি সমানপাদ’ (পা० ৮।৩।২) এই নিয়মানুসারে নকার স্থানে ‘ক’
(অহুনাসিক) হইয়াছে, এবং ‘আতোহিটি নিত্যম্’ (পা० ৮।৩।৩) এই নিয়ম হেতু
‘বিধান’ এই পদের আকার অহুনাসিকযুক্ত হইয়াছে । ‘অদকঃ’ এই পদটি দস্তাৰ্ধ দনভ
ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা (ক) প্রত্যয়, ‘অনিদতাম্’ (পা० ৬।৪।২৪) এই সূত্র দ্বারা নকারলোপ
এবং ‘কৃষস্তথোধঃ’ (পা० ৮।২।৪০) এই সূত্র দ্বারা নিষ্ঠার স্থানে ‘থ’ করিয়া সিদ্ধ,
এবং অব্যয় পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

• • •

হইয়াছিল। তাহাতে, আদিত্যপুত্র বরুণদেব তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবেন জানিয়া, তিনি সেই অশেষ-কমতামালী বিদ্বান্ রাজা বরুণদেবকে আশ্বাস করিয়াছিলেন।' এক দৃষ্টিতে ঋক্ হইতে ঐরূপ অর্থ অধ্যাক্ত হইতে যে না পারে, তাহা নহে। গেরূপ অর্থ, পূর্বাপর ভাব গজতির পক্ষে বিঘ্ন-বিধায়ক ; পরস্তু বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। অথচ, ঋক্‌টির মধ্যে অতি উদার মর্ককালের উপযোগী ভাব নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

ঋকের একটি প্রধান বাক্য—'ত্রিষু দ্রুপদেষু বন্ধঃ'। এই বাক্যের অর্থে, সায়ণ লিখিয়াছেন,—'ত্রিগংখ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাঠশ্চ যুপস্য পদেষু প্রদেশগিশেষেষু বন্ধঃ।' ইহা হইতেই সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ 'তিন পদ কাঠে বন্ধ' রূপ অর্থ আমনন করিয়াছেন। তিন খণ্ড কাঠে যে যুপকাঠ প্রস্তুত হয়, অথবা যুপকাঠের যে তিনটি পদ থাকে, ঐ 'ত্রিষু দ্রুপদেষু' বাক্য এইরূপ অর্থ আমনন করা হয়। কিন্তু তাহা নিতাস্তই কষ্টকল্পনামূলক। 'দ্রুপদ' শব্দের 'কাঠ' অর্থ পরিগ্রহণও বিশেষ আয়ত্ত-সাপেক্ষ। যাহা হউক, সায়ণ 'ত্রিষু দ্রুপদেষু' বাক্যের যে 'তিনটি কাঠ-নির্মিত যুপকাঠ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা প্রকারান্তরে তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু যে তিনটি কাঠই বা কি, আর সেই যুপই বা কি ? আমরা মনে করি, 'ত্রিষু' শব্দে 'ত্রিবিধদুঃখাত্মক' অর্থ স্তোতনা করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখই যুপকাঠের উপাদানস্থানীয়। 'যুপকাঠ' বলিতে এখানে সংসাররূপ যুপকাঠকে লক্ষ্য করিতেছে। সংসাররূপ যুপকাঠের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষ যে ত্রিবিধ দুঃখে জর্জরিত হয়, এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে। এ যুপকাঠ তিন খানি কাঠ নির্মিত যুপকাঠ নয় ;—এ যুপকাঠ সংসার-রূপ ত্রিবিধ-দুঃখাত্মক ;—এ যুপকাঠ ত্রিতাপমূলক।

অতঃপর ঋকের আর কয়েকটি বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। তাহাতেও ঐ ভাবই অধ্যাক্ত হইবে। ঋকের দুইটি শব্দ—'গৃহীতঃ' ও 'বন্ধঃ।' ঐ শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে 'গৃহীতঃ' ও 'আবদ্ধঃ' অর্থই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কিসের দ্বারা গৃহীত ও আবদ্ধ ? আমরা মনে করি, 'কর্মের দ্বারা—কর্মরূপ রজ্জু দ্বারা গৃহীত ও আবদ্ধ'। এখানে এই

ভাব প্রকাশ পাঠিতেছে । ঋকের আর একটি শব্দ—‘শুনঃশেপঃ ।’ ঐ শব্দের অর্থ যে পাপাত্ম, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । ‘শুনঃশেপঃ’ শব্দে অতি নিকৃষ্ট পাপীকে বুঝাইতে পারে । শব্দার্থের অনুসরণে ঐ শব্দে ‘কুক্কুরের লাঙ্গুল’ বুঝায় । হেয় যে কুক্কুর, তাহার যে নিকৃষ্ট অংশ লাঙ্গুল, তাহাতে অতি নীচ পাপী—এই ভাবই আনিতে পারে । অতঃপর ‘আদিত্যঃ’ পদ । ‘আদিত্তি’ শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে, পূর্বেই আমরা ব্যক্ত করিয়াছি । ‘আদিত্ত্য’ শব্দে সেই ‘আদিত্তি’ (অনন্ত) হইতে উৎপন্ন অর্থই আসে । সে আদিত্ত্য—ভগবদ্বিত্তি—দেবভাব । এখানে ‘আদিত্ত্যঃ’ পদে ত্রাণকারী দেবতা বুঝাইতেছে, ‘অবসৃক্য্যঃ’ পদে ‘বন্ধন-মোচনের জন্ম’ অর্থ গ্রহণ করা যায় । এই সকল শব্দের বিষয় বিশেষণা করিলে, ঋকের যে অর্থ দাঁড়ায়, বঙ্গানুবাদে তাহা লক্ষ্য করুন । পরবর্তী ঋকের সহিত এ ঋক্ গম্বন্ধ-বিশিষ্ট । এ ঋক মহিমা-জ্ঞাপক ; পরবর্তী ঋক্ প্রার্থনামূলক । চুই ঋকের একত্রে ভাবার্থ হয় এই যে,—‘সেই যে জগৎপাতা পাপিত্রাতা ভগবান, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, অতিনীচ পাপীও উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ; আমরা তাঁহারই করুণাকণা ভিক্ষা করিতেছি । তিন আমাদিগের বন্ধনমোচন করুন ।’ (১ম—২৪সূ—১৪শা) ।

— . —

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

অবভৃৎপেহব তে হেল ইতি বে ঋচৌ বরুণশ্চ হনিষে যাজ্ঞাত্ববাকো । গভ্রীসংঘাটৈশ্চ
শরিত্তে'ত খণ্ডে সূত্রিতঃ । অব তে হেলো বরুণ নমোভিরিত্তি বে । আ- ৬১৩ । ইতি ।
তমোরাস্তাঃ সূক্তে চতুর্দশীমুচমাং ।

. . .

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

অবভৃত অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান-কালে ‘অবতে হেলঃ’ ইত্যাদি দুইটি ঋক্ বরুণদেব-
সম্বন্ধী হবির যাজ্ঞা ও অশ্বক মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । আখ্যানায়ন সূত্রে ‘গভ্রীসংঘাটৈশ্চ-
শরিত্তা’ এই খণ্ডে ‘অবতে হেলো বরুণ নমোভিরিত্তি বে’ এইরূপ সূত্রে কৃত হইয়াছে ।
সূক্তে সেই ঋক্‌দ্বয়ের মধ্যে চতুর্দশ ঋক্‌টী কথিত হইতেছে ।

. . .

চতুর্দশী পাক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্বিংশসূক্তং । চতুর্দশী পাক্) ।

অব॑ তে॒ হেলো॑ বরুণ॑ নমোভিরব॑

যজ্ঞেভিরীমহে॑ হবিভিঃ ।

ক্ষয়নস্মভ্যমসুর॑ প্রচেতা॑ রাজম্নেনাংসি

শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪ ॥

• • •
পদ-বিশ্লেষণং ।

অব॑ । তে॒ । হেলোঃ । বরুণ॑ । নমোভিঃ । অব॑ । যজ্ঞেভিঃ । ইমহে ।

হবিঃভিঃ । ক্ষয়ন্ । অস্মভ্যং । অসুর । প্রচেত ইতি । প্রচেতঃ ।

রাজন্ । এনাংসি । শিশ্রথঃ । কৃতানি ॥ ১৪ ॥

• • •
মর্ষাসুরিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বরুণ’ (বরুণদেব, যদ্বা—সর্বাভীষ্টপূর্বক হে ভগবন !) ‘তে’ (তব) ‘হেলোঃ’ (ক্রোধং) ‘নমোভিঃ’ (নমস্কারৈঃ) ‘যজ্ঞেভিঃ’ (যজ্ঞৈঃ, সংকর্মাঙ্কুষ্ঠানেন) ‘হবিভিঃ’ (আহবনীমদ্রবৈঃ, পূজাদিকর্ষণা, তজ্যাস্ত্রাবেন চ ইত্যর্থঃ) ‘অবেমহে’ (অপনমনামঃ, অপনোদনার্থং প্রার্থনামঃ) ; অব (অপিচ) ‘অসুর’ (অনিষ্টক্লেপণলীল, অনিষ্টনিবারক) ‘প্রচেতঃ’ (পরমপ্রজ্ঞাযুক্ত) ‘রাজন্’ (দীপ্যমান বরুণদেব, যদ্বা—পরমৈশ্বর্যশালিন হে ভগবন) ‘অস্মভ্যং’ (অস্মদর্থে, অস্মাকং মঙ্গলার্থং) ‘ক্ষয়ন’ (অগ্নিন্ কর্ষণি নিবসন্) ‘কৃতানি’ (অস্মাভিরহুষ্ঠিতানি) ‘এনাংসি’ (পাপানি) ‘শিশ্রথঃ’ (শিথিলীকৃত, মোচয় ইতি ভাবঃ) । হে দেব ! অস্মাকং পাপকর্ম দৃষ্ট্বা ক্রোধপরায়ণো মা ভব । অস্মাকং পূজাং গৃহণ । অস্মদ্যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতঃ স্তু বলুঘনাশং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনাঃ । (১ম-২৪সূ-১৪শ) ।

• • •

বহ্নাহুবাদ ।

বরুণদেব অর্থাৎ সর্বাভৌটপূরক হে ভগবন্ । আপনাকে প্রণতি জানাইয়া এং যজ্ঞাদি সৎকর্মানুষ্ঠান অথবা ভক্তির এবং সম্ভাণের দ্বারা, আপনার নোষাপনয়নের প্রার্থনা করিতেছি । অনিষ্টদূরকারী পরমপ্রজ্ঞা-যুক্ত দীপ্যমান্ হে বরুণদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যশালী হে ভগবন্ । আমাদের মঙ্গলার্থ আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মমধ্যে অসম্মতি-পূরক আপনি আমাদের কৃত পাপ-সমূহ মোচন করুন । (ভাবার্থ—হে ভগবন্, আমাদের পাপ-কর্ম্ম দৃষ্টে ক্রোধস্বরায়ণ হইবেন না । আমাদের পূজা গ্রহণ করুন এবং আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের কলুষ নাশ করুন) । (১ম—২০সূ—১১খ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্য ।

হে বরুণ তে তব হেলঃ ক্রোধং নমোত্তির্নমস্বারৈরবেমহে । অবনয়ামঃ । তথা যজ্ঞঃ সাজাহুষ্ঠানেন পূর্ভার্হবির্ভিরবেমহে । বরুণং পরিতোষ্য ক্রোধমপনয়ামঃ । হে অশ্বর । অনিষ্টক্ষেপণশীল । প্রেচেতঃ । প্রেকর্ষণ প্রজ্ঞায়ুক্ত । রাজন্ । দীপ্যমান বরুণ । অশ্বভা-মন্দর্থে ক্রমস্বান্ ক্রমস্বি নিবসন্ কৃতান্ত্র্যাত্তিরনুষ্ঠিতান্ত্র্যাসি গাপানি শিশ্রথঃ । শ্রিধিতানি শিধিতানি কুরু ॥

হেলঃ । অশ্বনো নিবাদাদাদাত্ত্বং । যজ্ঞেতিঃ । বহ্নং ছন্দসীট্যাসভাবঃ । ঈমহে । ঈঙ্ গতো । বিকরণত লুক্ । ক্রমন্ । কি নিবাসগতোঃ । লটঃ শত্ । ব্যত্বারেন শপ্

সায়ণ-ভাষ্যের বহ্নাহুবাদ ।

হে বরুণদেব ! আমরা নমস্বারের দ্বারা এং যাবতীর অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান হেতু পূজনার এক্রপ হবির্ভব্যের দ্বারা সম্ভোষোৎপাদন পূরক আপনার ক্রোধ আপনাত করিতেছি অতএব হে অনিষ্টনাশকারী বিশুদ্ধবুদ্ধিশালী প্রকাশমান বরুণদেব ! আপনি আমাদের মঙ্গল এই যজ্ঞ-কার্যের নিকটে বাস করতঃ (সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া) আমাদের কৃত সমস্ত পাপরাশিকে শিথিল (অর্থাৎ নষ্ট) করুন ।

'হেলঃ' এই পদেতে 'অশ্বন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইং যোগের আদিবর্ণ উদাত্ত হইয়াছে । 'যজ্ঞেতিঃ' এই পদে 'বহ্নং ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু 'তিস্' বিতক্তির স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইল না । 'ঈমহে' এই পদটি গমনার্থক ঈ ধাতুর উত্তর গট্ বিতক্তির 'মহে' করিয়া বিকরণের লুক্ পূরক নিস্পন্ন হইয়াছে । 'ক্রমন্' এই পদটি নিবাস ও গমনার্থ-বোধক কি ধাতুর লোটের স্থানে শত্ প্রত্যয়, ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ ; এবং উক্ত পদ আমন্ত্রিত হওয়ার আদিবর্ণ উদাত্ত হইয়াছে । 'অশ্বর' এই পদটি 'অসেক্ষরন্' (উ• ১১০২) এই উদাত্তি স্বত্রানুসারে অস্ ধাতুর উত্তর 'উরন্' প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে, এবং

আমন্ত্রিত্বাদাহাদাত্বং। অস্মর। অসেকরম। উ. ১।৪২। আমন্ত্রিত্বনিষাতঃ। শিশ্রুঃ।
শ্রুধ দৌর্কল্যে। চুরাদিরমন্তঃ। ছান্দসে লুঙ নিশ্রিৎক্ষত্যঃ। পা. ৩।১৪৮। ইতি চ্চুক্ষুঃ।
দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। অন্নোপস্বাৎ। পা. ৭।৪১২। সম্বন্ধাবতাবেহপি। পা. ৭।৪২৩।
বহলং ছন্দসি। পা. ৭।৪২৮। উত্যাভ্যাসতেষং। পূর্ববদভতাবঃ। ১৪।

চতুর্দশ (২৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

‘কৃত অপরাধ করিয়াছি। কতরূপ পাপানুষ্ঠানেই প্রযুক্ত আছি। কত
প্রকারেই আপনার ক্রোধের কারণ হইয়াছি। এখন একটু একটু
বুঝিতে পারিতেছি। তাই প্রণত হইতেছি। অপরাধে ক্ষমাতিকা
চাহিতেছি। আপনার প্রীতিজনক কর্মানুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইতেছি। ক্রোধ
অপনয়নের জন্ম চেষ্টা পাইতেছি। হে দেব! আর বিরূপ থাকিবেন
না। আমি অনেক পাপ করিয়াছি; আমার সেই কৃত-পাপসমূহ
হইতে আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন।’ প্রধানতঃ এ ঋকের ইহাই
প্রার্থনা। পূর্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—‘আপনি অতি-নীচ পাপীরও
পরিত্রাণের উপায় বিহিত করেন। এখানকার ভাব এই যে, আমি
সেই পাপী; আমাকে পরিত্রাণ করুন।’

ঋকে বরুণদেবের একটা বিশেষণ আছে,—‘অস্মর’। ঐ শব্দে এখন
‘দেবদেবী’ অর্থ প্রচলিত। কিন্তু ঋষেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়,
‘অস্মর’ শব্দে দেবতাকেও বুঝাইত। সায়ণ সেই বুঝিয়াই ঐ শব্দে
‘অনিষ্টক্লেপণশীল’ অর্থ আমনন করিয়াছেন। এইরূপ ‘দেব’ শব্দও
অনেক স্থলে ‘অস্মর’ ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই।
একই শব্দ যে প্রয়োগ-নিশমে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে, ‘দেব’

উক্ত পদে আমন্ত্রিত্বের নিষাত হইয়াছে। ‘শিশ্রুঃ’ এই পদটিতে অকারান্ত চুরাদিগণীর
দৌর্কল্য বোধক শ্রুধ ধাতুর উত্তর বৈদিক লুঙ বিভক্তি করিয়া ‘নিশ্রিৎক্ষত্যঃ’ (পা.
৩।১৪৮) এই সূত্র দ্বারা ‘চি’ র স্থানে অঙ, পরে দ্বিকৃষ্টি ও হলাদি অবশিষ্ট থাকিলে,
অকার লোপ হেতু সম্বন্ধতাব না হইলেও ‘বহলং ছন্দসি’ (পা. ৭।৪২৮) এই সূত্র
দ্বারা অভ্যাসের (ধাতুর দ্বিকৃত ভাগের) স্থানে ইকার হইয়াছে; সেই জন্ম এখানে
পূর্বের স্থার অট্ (অ) আগম হইল না। ১৪।

ও 'অসুর' শব্দের প্রয়োগে বেদে তাহা সপ্রমাণ হয় । শব্দ—অসুভাবনা-মূলক । ভাবের সহিতই শব্দের সম্বন্ধ । এই জন্ম উক্ত আছে,—কেহ বিষ্ণু, কেহ বিষ্ণু, কেহ বা বিষ্ণবে, কেহ বা বিষ্ণবে ইত্যাদি রূপ ভ্রমাত্মক উচ্চারণ করিয়াও ভগবানকে প্রাপ্ত হন । মন লইয়াই কার্য্য । শব্দ লইয়া কার্য্য নহে । চিত্ত যদি শুদ্ধ থাকে, মন যদি কলঙ্কশূণ্য হয়, শব্দে কিছু আলো যায় না । দেবাসুর শব্দের পরস্পর-বিপরীত অর্থ সেই ভাব স্ফোভনা করে । * (১ম—২৮সূ—১৮খা) ।

* অথেন্দে অসুর শব্দ অনূন সত্তর বার ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথম অষ্টকে সাত বার, দ্বিতীয় অষ্টকে দশ বার, তৃতীয় অষ্টকে সাত বার, চতুর্থ অষ্টকে দ্বাদশ বার, পঞ্চম অষ্টকে আট বার, ষষ্ঠ অষ্টকে আট বার, সপ্তম অষ্টকে ছয় বার এবং অষ্টম অষ্টকে অষ্টাদশ বার 'অসুর' শব্দ দৃষ্ট হয় । কোন অষ্টকে কি সম্বন্ধে অসুর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী বিশদ তালিকা, মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে প্রদত্ত হইল ; যথা,—

মণ্ডল	হুক্ত	শ্লোক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত	মণ্ডল	হুক্ত	শ্লোক	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
১।	প্রথম অষ্টকে,—			৩য়	৫৫শ	১ম-১০ম	অসুরস্ব = ক্ষমতা
২ম	২৪শ	১৪শ	বরুণ	"	৫৬শ	৮ম	সম্বৎসর
"	৩৫শ	৭ম	সূর্য্যারশ্মি	৪র্থ	২য়	২৫ম	অগ্নি
"	৩৫শ	১০ম	সবিতা	"	৫৩শ	১ম	সবিতা
"	৫৪শ	৩য়	ইন্দ্র	৪।	চতুর্থ অষ্টকে,—		
"	৬৪শ	২য়	মরুদগণ	৫ম	১২শ	১ম	সবিতা
"	১০৮ম	৬ষ্ঠ	ঋত্বিকগণ	"	১৫শ	১ম	অগ্নি
"	১১০ম	৩য়	ঋষী	"	২৭শ	১ম	ক্রুরণ, অগ্নি, রাজপুত্র
২।	দ্বিতীয় অষ্টকে,—			"	৪১শ	৩য়	ক্রুর, সূর্য্য, বায়ু
১ম	১২২ম	১ম	ক্রুর	"	৪২শ	১ম	বায়ু
"	১২৬ম	২য়	ভাবযব্য রাজা	"	৪২শ	১১শ	ক্রুর
"	১৩১ম	১ম	স্বর্গলোক	"	৪৯শ	২য়	সবিতা
"	১৫১ম	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ	"	৫১শ	১১শ	পূষা
"	১৭৪ম	১ম	ইন্দ্র	"	৬৩শ	৩য়	মিত্র ও বরুণ
২য়	১ম	৬ষ্ঠ	ক্রুর	"	৬৩শ	৭ম	মিত্র ও বরুণ
"	২৭শ	১০ম	বরুণ	"	৮৩শ	৬ষ্ঠ	পর্য্যাক্ত
"	২৮শ	৭ম	বরুণ	"	১২শ	৪র্থ	অসুরস্ব = ইন্দ্র
"	৩০শ	৪র্থ	বৃকস্বরাঃ অসুর	৫।	পঞ্চম অষ্টকে,—		
৩য়	৫য়	৪র্থ	অগ্নি	৭ম	২য়	৩য়	অগ্নি
৩।	তৃতীয় অষ্টকে,—			"	৬ষ্ঠ	১ম	বৈশ্বানর
৩য়	২৯শ	১৪শ	অগ্নি	"	১৩শ	১ম	অসুরস্ব = ইন্দ্র
"	৩৮শ	৪র্থ	ইন্দ্র	"	৩০শ	৩য়	অগ্নি
"	৫৩শ	৭ম	ক্রুর	"	৫৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ

পঞ্চদশী ষক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । চতুর্বিংশত্যনুক্রমঃ । পঞ্চদশী ষক্) ।

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায় ।

অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো

অদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫ ॥

মণ্ডল	সূক্ত	ষক্	সম্বন্ধে প্রযুক্ত	মণ্ডল	সূক্ত	ষক্	সম্বন্ধে প্রযুক্ত
৭ম	৫৬শ	২৪শ	বীর	৮।	অষ্টম অষ্টকে,—		
"	৬৫শ	২য়	মিত্র ও বরুণ	১০ম	৫৩শ	৪র্থ	বলবান শক্র
"	৯৯ম	৫ম	বর্চী	"	৫৫শ	৪র্থ	অসুরত্ব = ক্রমতা
৬।	৬ষ্ঠ অষ্টকে,—			"	৫৬শ	৬ষ্ঠ	সূর্য্য
৮ম	১৯শ	২৩শ	সূর্য্য	"	৭৪শ	২য়	প্রবল
"	২০শ	১৭শ	মেঘ বা নল	"	৮২শ	৫ম	দেবগণ
"	২৫শ	৪র্থ	মিত্র ও বরুণ	"	৯২শ	৬ষ্ঠ	মেঘ
"	২৭শ	২০শ	দেবগণ	"	৯৩শ	১৪শ	রামরাজ্য
"	৪২শ	১ম	বরুণ	"	৯৬শ	১১শ	ইন্দ্র
"	৯০শ	৬ষ্ঠ	ইন্দ্র	"	৯৯শ	২য়	অসুরত্ব = বল
"	৯৬শ	৯ম	বলবান শক্র	"	৯৯শ	১২শ	ইন্দ্র
"	৯৭শ	১ম	ঐ	"	১২৪ম	৩য়	দেবগণ
৭।	সপ্তম অষ্টকে,—			"	১২৪ম	৫ম	ঐ
৯ম	৭৩শ	৭৪শ	১ম, ৭ম সোম	"	১৩২ম	৪র্থ	মিত্র
"	৯৯শ	১ম	ঐ	"	১৩৮ম	৩য়	দেবশক্র
"	১০শ	২য়	স্বর্গধারী দেব	"	১৫১ম	৩য়	ঐ
"	১১শ	৬ষ্ঠ	পুরোহিত	"	১৫৭ম	৪র্থ	ঐ
"	৩১শ	৬ষ্ঠ	যজ্ঞ	"	১০৭ম	২য়	ঐ
				"	১৭৭	১ম	ঐ

'অসুর' শব্দে যে দেবতাকে বুঝায় আর দেবশক্রকে বুঝায়, ইহা দ্বারা তাহা বোধগম্য হইবে। এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন।

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

উৎ । উৎক্রমৎ । বক্রণ । পাশৎ । ক্রম্মৎ । অব । অধমৎ । বি ।

মধ্যমৎ । শ্রথয় । অথ । বয়ৎ । আদিত্য । ত্রতে । তব ।

অনাগমঃ । আদিত্যে । তাম ॥ ১৫ ॥

মর্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'আদিত্য' (দ্যোতমান্) 'বক্রণ' (হে বক্রণদেব, যথা — অভীষ্টপূরণক হে ভগবন্!) 'উক্রমৎ' 'মধ্যমৎ' 'অধমৎ' (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ত্রিবিধ ছুঃখ-রূপ আত্মাদিগের (ইহসংসারের) বন্ধন শিথিল করিয়া দেন । প্রার্থনাকারী আমরা যেন নিষ্পাপ হইয়া আপনার কর্মে আপনার মেণায় (আপনার শাসনাধীনে) উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হই । (ভাবার্থ—হে পরমেশ্বর! আমাদেরকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত করুন । নিষ্পাপ করিয়া আমাদের মুক্তি দান করুন ।) ॥ (১ম—২৪সূ—১৫খ)

বঙ্গানুবাদ ।

দ্যোতমান্ হে বক্রণদেব অর্থাৎ অভীষ্টপূরণকারী হে ভগবন্! উত্তম মধ্যম অধম (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ত্রিবিধ ছুঃখ-রূপ আত্মাদিগের (ইহসংসারের) বন্ধন শিথিল করিয়া দেন । প্রার্থনাকারী আমরা যেন নিষ্পাপ হইয়া আপনার কর্মে আপনার মেণায় (আপনার শাসনাধীনে) উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হই । (ভাবার্থ—হে পরমেশ্বর! আমাদেরকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত করুন । নিষ্পাপ করিয়া আমাদের মুক্তি দান করুন ।) ॥ (১ম—২৪সূ—১৫খ)

সারণ ভাষ্যঃ ।

হে বক্রণ উত্তমমুংকুষ্টে শিরসি বক্রং পাশমম্মদমস্ত উচ্ছথায় । উৎক্রম্য শিথিলং কুরু । অধমং নিকৃষ্টেঃ পাদেচাবস্থতং পাশমবশ্রণায় । অবজ্জায়াধস্তাদনকৃম্ব্য বা শিথিলীকুরু । মধ্যমং

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে বক্রণদেব! আপনি উত্তম অর্থাৎ আমাদের মস্তকে আবদ্ধ পাশকে উর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্বক শিথিল করুন; এবং নিকৃষ্ট অর্থাৎ পাদস্থিত পাশকে তুচ্ছজ্ঞানে অথবা নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া, শিথিল করুন । আর মধ্যম অর্থাৎ নাভিদেশ পর্য্যন্ত স্থিত বে পাশ

নাতিপ্রদেশগতং পাশং বিশ্রথায়। বিষ্ণুশিখিলকুক। অপানস্তরং হে আদিত্য অদিত্যে
পুত্র বরুণ বরুণ শুনঃশেপান্তব ব্রতে স্বদীয়ে কক্ষ্যাদিতরে খণ্ডনরহিত্যারানাগলোহপরান-
রহিতাঃ। শ্রাম। ভবেম ॥

উত্তমঃ। তমপঃ। পিতৃদাত্তবান্দান্দান্দান্দে প্রাপ্ত উত্তমশশ্বত্মনৌ সর্বজ্ঞেতুত্বাদিত্ত
পাঠাদিত্তাদিত্তং। অধমঃ। অবস্তাবমাপমার্কেইরফাঃ কুৎসিতে। উ० ৫।৫৬। ঠতাবভেরমচ্।
বশ্ব ধঃ। শ্রথায়। শ্রথ দৌর্কল্যে। সংহিতারং ছোন্দসো দীর্ঘঃ। তব যুগ্মদঙ্গীর্জ-
সীত্যাছাদিত্তং। অনাগসঃ। বহুব্রীণৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরং। নঞশ্চ্যামিতি ত্ব বাভানে
প্রবর্ততে। যদা। আগস্মাক্দায়ামেধেতি। পা० ৫।১২১। মথর্থেনো বিনিঃ। তত্র
বিম্বতোলুগিতি লুক্। নঞসমাসেহবারপূর্বপদপ্রকৃতিস্বরং। ১৫ ॥

ইতি প্রথমত্রয়তীয়ে পঞ্চদশো বর্গঃ।

পঞ্চদশ (২৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

— : * : —

এ ঋকে ত্রিবিধ বন্ধন শিখিল করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা আছে। সে বন্ধনকে, এ ঋকে উত্তম মধ্যম এবং অধম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহা হইতে ভাষ্যকারগণ ঋসিকুণ্ডার শুনঃশেপেব কৃটিদেশে,

তাহাকে বিচিত্র কারয়া শিখিল করুন। অনস্তর (অর্থাৎ এইরূপে আত্মাদেবের পাশ বিমোচন হইলে) হে অদিত্যপুত্র বরুণ। শুনঃশেপ নামক আমরা আপনার কার্যে বিষয়ে খণ্ডনরহিতের (অর্থাৎ অবিচ্ছেদেব) জন্য অপরাধশূচ্য হইব। (এস্থলে ভাবার্থ এই যে, আপনি আমাদের পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিলে, আমরা অতঃপর অবিচ্ছেদে আপনার কার্যে ব্রতী থাকিব।)

'উত্তমঃ' এই পদটিতে 'তমপ্' প্রত্যয়ের 'প' ইং বাওরার অন্তান্ত্বচেষ্টেতু আদিবর্ণ উদাত্তস্বর এইরূপ সম্ভাবনার, 'উত্তম শশ্বত্মনৌ সর্বজ্ঞে' এইরূপ উত্তাদিগ্ন মধো পঠিত হওয়ার, অন্তবর্ণে উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অধমঃ' এই পদটি অব ধাতুর উত্তর 'অবস্তাবমাপমার্কেইরফাঃ কুৎসিতে।' (উ० ৫।৫৬) এই সূত্রানুসারে অমচ প্রত্যয়, এবং ক-কারের স্থানে 'ন' করিমা নিম্পন্ন হইয়াছে। 'শ্রথায়' এই পদ দৌর্কল্য-বোধক শ্রথ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে, এবং সংহিতাতে ছন্দোহ্রুয়ো ধৌর্ঘ হইল। 'তব' এই পদটিতে 'যুগ্মদঙ্গীর্জসি' এই নিয়মেতু আদিবর্ণ উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'অনাগসঃ' এই পদে বহুব্রীণী সমাস করিবার পর পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে; কিন্তু 'নঞশ্চ্যামিতি' এই নিয়মে ব্যতিক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে। অথবা আগস্মাক্দায়ামেধা (পা० ৫।১২১) এই সূত্র দ্বারা মতর্থে 'বিনি' প্রত্যয়, ও 'বিম্বতোলু' এই সূত্র দ্বারা সেই 'বিনি' প্রত্যয়ের লুক্, পরে নঞ সমাস করিয়া অব্যয়-পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ১৫ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত। ১৫ ॥

গলদেশ এবং পাদদেশ বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করলাম না । ত্রিতাপের, ত্রিবিধ দুঃখের, ভারতম্যের বিষয়ই উত্তম মধ্যম অধম শব্দ প্রকাশ করিতেছে । আধ্যাত্মিক, আধিপৌত্তক ও আধিতৌত্তক দুঃখ—উত্তম, মধ্যম ও অধম দুঃখ নামে কল্পনা করা যায় ।

‘আমার সেই ত্রিবিধ দুঃখ—পূর্বপ্রকৃত দুঃখ—আপনি দূর করুন । আমি যেন অবিচ্ছেদে আপনার অর্চনায় প্ররক্ত থাকিতে পারি । আমি যেন নিষ্কাপ দেহ হইয়া উন্নত স্থান প্রাপ্ত হই । অগদৌশ । আমার প্রতি করুণা-পরায়ণ হইয়া আমার প্রতি সেইরূপ অমুগ্রহ প্রদর্শন করুন ।’ ধাকের প্রার্থনার ইহাই মর্গ্যার্থ । (১ম—২৪সূ—১৫খ) ।

পঞ্চবিংশসূক্তানুক্রমণিকা ।

(সাংগাচার্যাকৃত)

ষষ্ঠিদিভ্যকবিংশত্ৰাচং দ্বিতীয় সূক্তং তথা চাত্ত্বজান্তুং । ষষ্ঠিৎসৈকতি । ঋষিচ্চাত্ত্ব-
স্মাদিত্তি পরিভাষায় শুনঃশেপ এব ঋষিঃ । আদৌ গায়ত্রমিত্তি পরিভাষিত্ত্বাদ্গায়ত্রী চন্দঃ ।
বারুণং ত্বিত্তি পূর্বে কৃত্ত্বাদ্দিপরিভাষায় বরুণো দেবতা । বিনিয়োগ উক্তঃ শৌনঃশেপা-
খ্যানে । বিশ্ণবাবনিয়োগস্ত । অতিপ্লবষড়চ ইদং সূক্তং চোত্রকশস্ত্রে স্তোমনিমিস্তমাবা-
পার্বং । অতিপ্লবপৃষ্ঠাহানামিত্তি খণ্ডে তথৈব সূত্রতং । ষষ্ঠিৎসৈকতি তে বিশ ইতি বারুণ-
মেতস্ত তুচমাবপেত মৈত্রাবরুণঃ । আ• ৭৫ । ইতি । তস্মিন্ সূক্তে প্রথমাসুচমাহ ।

পঞ্চবিংশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

দ্বিতীয় সূক্তটি ‘ষষ্ঠিৎ’ ইত্যাদি একবংশতি পঞ্চবিংশতি । কারণ, ‘ষষ্ঠিৎ সৈকা’
এইরূপ অগ্রক্রম করা হইয়াছে । ‘ঋষিচ্চাত্ত্বস্মাদিত্তি’ এই প্রকার পরিভাষা হেতু এই সূক্তের
শুনঃশেপ ঋষি । ‘আদৌ গায়ত্রম্’ এই পরিভাষা হেতু গায়ত্রী চন্দঃ । ‘বারুণং তু’ এইরূপ
পূর্বে উক্ত হওয়ার তুত্বাদি পরিভাষা-হেতু বরুণ দেবতা এবং পূর্বে শুনঃশেপের উপাখ্যানে
বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে । কিন্তু বিশেষ বিনিয়োগ এই যে, এই সূক্ত অতিপ্লবষড়চ-
প্রকরণে চোত্রকশস্ত্রে স্তোম এবং অবাপের নিমিস্ত বিনিমুক্ত হইয়া থাকে । যেহেতু
আখলায়ন সূত্রে ‘অতিপ্লবপৃষ্ঠাহানাম্’ এই খণ্ডে উক্ত অগ্ররূপ সূত্র কৃত হইয়াছে যে
‘ষষ্ঠিৎসৈকতি তে বিশ ইতি বারুণমেতস্ত তুচমাবপেত মৈত্রাবরুণঃ ।’ (আ• ৭৫) । সেই
সূক্তের এই প্রথম শব্দ কথিত হইতেছে ।

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— * —

প্রথমঃ সপ্তমঃ । দ্বিতীয়োহপ্যায়ঃ । যষ্ঠান্মুবাকঃ । পঞ্চবিংশসূক্তং ।
ষোড়শাদ্ উর্নাবংশশো বর্গঃ ।

• •

পঞ্চবিংশসূক্তং ।

— * —

এই পঞ্চবিংশসূক্তে ভগবান বরুণদেবেরই উপাসনা আছে। রাজসূর-বজ্রে এ মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এ সূক্তের মন্ত্র-সকলেরও শুনঃশেপ-পক্ষে একরূপ ব্যাখ্যা এবং সাধারণতাকে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা হঠতে পারে। যে ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় ঋষিকুমার শুনঃশেপ-সংক্রান্ত উপাখ্যান-মূলক।

এই সূক্তের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মানুষ কিরূপভাবে ভগবানের কার্যে উপেক্ষা প্রকাশ করে এবং শেষে কৰ্মফল ভোগ করিতে করিতে বিপন্ন অবস্থায় কিরূপভাবে পুনরায় ভগবানের দ্বারে করুণাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়, এ সূক্তে তাহাই প্রদান লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রভুত্বাত্মসন্ধিৎসু এ সূক্তে দেখিতে পাইবেন,—দূর অতীত-কালে, কিবা ব্যোমপথে কিবা জলপথে দেবগণের (আর্যগণের) গাতাবিধি ছিল। জ্যোতির্কিদগণ বুঝিতে পারিবেন,—এ সূক্তে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক পরম তত্ত্বকথা বিবৃত আছে। সমদর্শী দেখিবেন,—এ সূক্ত সকল কালে সকল লোকে, সর্বাধিপত্যের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ। যাহারা বেদমন্ত্র-সমূহে মনুষ্যের প্রভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন, পুরাকালে বরুণদেব যেন একজন সম্রাট বা রাজা ছিলেন; পরবর্ত্তিকালে ইন্দ্রদেব কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হন। ইরাণের সাক্ষ্যে প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব লইয়া যাহারা গবেষণা করিয়া থাকেন, তাহারা দেখিবেন, ইরাণের অহর-মজ্জুই বেদের বরুণদেব। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন মতের আভাস সূক্তের অভ্যন্তরে পতঙ্গীভূত হয়।

কিন্তু সূক্তের মূল লক্ষ্য সেই একই আছে। সেই পরাংপর পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে কি প্রকারে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহারই আকুল প্রার্থনা লইয়া এ সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রকটিত রহিয়াছে।

— * —

প্রথমমণ্ডলস্য । দ্বিতীয়াহুবাকে পঞ্চবিংশহুক্তঃ । ঋষি অভিজগর্তপুত্রঃ
 গুনঃশেপঃ । বরুণদেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অভিল্পবষড়্ছে
 হোত্রকশস্ত্রে রাজহুমযজ্ঞে বিনিমোগঃ ।

প্রথমঃ পাক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চবিংশহুক্তং । প্রথমঃ পাক্ ।)

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণব্রতং ॥

মিনৌমসি স্তুবিস্তুবি ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

যৎ । চিৎ । তিৎ । হিৎ । তে । বিশঃ । যথা । প্র । দেব । বরুণ । ব্রতং ।

মিনৌমসি । স্তুবিস্তুবি ॥ ১ ॥

মর্ষাহুসারীণী-ব্যাখ্যা ।

‘দেব’ (স্তোতমান) ‘বরুণ’ (হে বরুণদেব) ‘যথা’ (লোকে, জগতি) ‘বিশঃ’ (প্রজাঃ, অজ্ঞানাঃ) ‘যচ্চিদ্ধি’ (যদেব) ‘তে’ (তব) ‘ব্রতং’ (কৰ্ম, ভগবৎকৰ্ম) ‘স্তুবিস্তুবি’ (প্রতি-দিনঃ) ‘মিনৌমসি’ (প্রমাদেন কুপন্তি) । মোহঘোরগ্রস্তা বরুণ প্রমাদেন প্রতিদিনং বহু-পাপকৰ্ম্মাণি কুৰ্ম্মহে । তানি সৰ্ব্বানি পাপানি প্রক্ষালয়ঃ স্বামিতি শেধঃ । (১ম—২৫সূ—১৩) ॥

বঙ্গাভুগান ।

হে স্তোতমান বরুণদেব ! জগতের অজ্ঞজন আপনার ব্রতানুষ্ঠানে
 প্রতিনিয়ত প্রমাদ করিয়া আসিতেছে । (যুক্ত আমাদের কার্য্য—ব্রত-
 পালন—প্রতিদিনই প্রমাদপূর্ণ হইতেছে ; আমরাদিগের সেই সকল পাপ
 বিমুক্ত করুন ।) ॥ (১ম—২৫সূ—১৩) ।

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে বরুণ যথা লোকে বিশাঃ প্রজাঃ কদাচিৎ প্রমাদং কুর্কন্তি তথা বরমপি তে তব সঙ্কল্পি
যচ্চিকি যদেব কিঞ্চিদব্রতং কৰ্ম্ম স্তবিস্তবি প্রতিদিনং প্রমিনীমসি । প্রমাদেন হিংসিতবন্তঃ ।
তদপি ব্রতং প্রমাদপরিহারেণ সাদং কুর্কন্তি শেষঃ ।

যথা । লিৎস্বরেণাদ্যাদান্তে প্রাপ্তে যথোক্ত পাদান্তে । ফি० ৪।১৫ । ইতি সর্কানুদান্তস্বং ।
মিনীমসি । মীঞং হিংসায়াম্ । ইপন্তো মসিঃ । ক্র্যাদিত্যঃ স্মা । মীনাতের্নির্গমে । পা०
৭।৩৮১ । ইতি হ্রস্বস্বং । ঙ্গি হলাঘোরিতীকারঃ । নতি শিষ্টস্বয়বলীমন্তমন্তত্র বিকরণেভ্য
ইতি বচনান্তিঙ এব স্বরঃ শিচ্চতে । যদ্বৃত্তযোগান্নঘাতাভাবঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (২৬৮) ঋকের বিশদার্থ ।

—:।। : ।:—

মানুষের যখন আত্মকৃত পাপকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য পড়ে ; মানুষ যখন
দেখিতে পায়, সংসারে অসংখ্য অধার্মিক জন যে কর্ম্ম করিয়া বিপন্ন
হইতেছে, সেই কর্ম্মই সে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ; তখন তাহার হৃদয়ে
দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হয় । এ ঋকে সেই অনুতাপ স্তোতনা
করিতেছে । প্রার্থী কাহতেছেন,—জনসাধারণ অসংখ্যজন যেমন অপকর্ম্ম
করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি । আপনি
পাপাত্মা ; আপনি আমায় রক্ষা করুন ।

এ ঋকের সাহিত্য পরবর্তী ঋকের সম্বন্ধ আছে । এ ঋক্ আত্মগ্নানি-
মূলক, পরবর্তী ঋক্ মুক্তির প্রার্থনা-সূচক । (২ম—২৫সূ—১খা) ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে বরুণদেব ! যেমন জগতে প্রজাবর্গ কোন না-কোনও সময়ে কার্যো প্রমাদ করিয়া
থাকে (অর্থাৎ অসতর্ক হইয়া থাকে), সেইরূপ আমরাও প্রমাদ-হেতু প্রতিদিন আপনার
সম্বন্ধীয় যে কোনও ব্রত-কর্ম্মের প্রমাদ হিংসা করিয়াছি ; অর্থাৎ, অনবধানতা-দোষ পরিত্যাগ-
পূর্বক সেই ব্রত-কর্ম্মকে অঙ্গযুক্ত করুন (সম্পূর্ণ অঙ্গের ফল প্রদান করুন) ।

'যথা' এই পদে লিৎস্বর-০তু আদিবর্ণের উদাত্তে প্রাপ্ত হইলে 'যথো-পাদান্তে'
(ফি० ৪।১৫) এই ফিট্ সূত্রানুসারে লকল পদের অনুদান্তস্বর হইয়াছে । 'মিনীমসি'
এই পদটি হিংসার্ক-বোধক মীঞং ধাতুর উত্তর ইকারান্ত 'মসি' প্রত্যয় হইয়াছে । অতঃপর
ক্র্যাদিগণীয় হ্রস্বায় 'স্মা' প্রত্যয়, পরে 'মীনাতের্নির্গমে' (পা० ৭।৩৮১) এই সূত্র দ্বারা
হ্রস্ব, এবং 'ঙ্গি হলাঘোঃ' এই সূত্র দ্বারা ঙ্গিকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং ৬তম পদে
'নতিশিষ্টস্বয়বলীমন্তমন্তত্র বিকরণেভ্যঃ' এই বাক্যহেতু তিঙ্ বিভক্তির স্বর অবশিষ্ট থাকিল ।
আর যদ্বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত স্বর হইল না ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চাংশসূক্তঃ । দ্বিতীয়া ঋক্) ।

মা নো বধায় হত্বে জিহীলানশ্চ রীরধঃ ।

মা হৃগানশ্চ মশ্বে ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

মা । নঃ । বধায় । হত্বে । জিহীলানশ্চ । রীরধঃ ।

মা । হৃগানশ্চ । মশ্বে ॥ ২ ॥

• • •

মর্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব ! 'জিহীলানশ্চ' (অনাদরাৎ কুপিতস্য, ভগবৎকর্মসাধনে পরাজুখত্বাৎ ক্রুদ্ধস্য)
 তব 'হত্বে' (ষাতকেন) 'বধায়' (হননায়, বিনাশায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা রীরধঃ' (বিষয়-
 সংসর্গযুতান্ মা কুরু) ; 'হৃগানশ্চ' (অস্মাকং পাপকর্মণা অলংকার্যোণ ক্রুদ্ধস্য) তব 'মশ্বে'
 (ক্রোধায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা' (মা রীরধঃ, মা জিহি) । অস্মাকং কর্মজনিতাপরাধাৎ
 অস্মৎ প্রতি ক্রোধপরায়ণো মা তব, অস্মান্ বিষয়াসক্তান্ মা কুরু । বিষয়া হি সর্কানিষ্ট-
 মূলাঃ । অস্মান্ বিষয়াৎ দূরে রক্ষ ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৫সূ—২ধা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব ! ভগবৎকর্মসাধনে পরাজুখ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া
 ষাতকের দ্বারা বিনাশ-নিমিত্ত আমাদিগকে আর বিষয় সংসর্গে আবদ্ধ
 করিবেন না । আমাদিগের কৃত পাপ-কার্যের জন্য ক্রোধপরায়ণ হইয়া
 আমাদিগকে হনন করিবেন না । (ভাবার্থ—আমাদিগের কর্মজনিত অপরাধ
 জন্য আমাদিগের প্রতি ক্রোধপরায়ণ হইবেন না ; অপিত আমাদিগকে
 বিষয়াসক্ত করিবেন না । বিষয়ই সকল অনিষ্টের মূল ; সুতরাং বিষয়
 হইতে আমাদিগকে দূরে রক্ষা করুন ।) ॥ (১ম—২৫সূ—২ধা) ।

• • •

সায়ন-ভাষ্করঃ ।

হে বরুণ জিহ্বালানসানাদরং কৃতবন্তে। হ্রস্বে হস্তঃ পাপহননশীলস্য তব সঘন্ধিনে স্বং
কর্তৃকায় বধ্যম্ নোহস্মান্ মা রীরধঃ। সংসিকান্বিবরভূতান্ মা কুক। স্থগানস্য হনীম-
মানস্য ক্রুদ্ধস্য তব মন্ত্রবে ক্রোধায় মা অস্মান্ রীরধঃ ॥

বধ্যম্। হনশ্চ বধ ইত্যংস্তোত্রবধ্যম্। উজ্জাদিস্য পাঠাদস্তোত্রাতঃ। হ্রস্বে। হনু
হিংসাগতোঃ। কৃতনিভ্যাং কুঃ। উ. ৩.৩০। ঠিত্ব কু প্রত্যয়ঃ। পাতার্নকারস্য তকারঃ।
জিহ্বালানস্য হেড়্ অনাদরে। অস্মান্। গটঃ। কানচ্। দ্বিভাবচলাদিশেষহ্রস্বচূড়শ্চামি।
একারস্য ঙ্গিকারাদেশশ্চান্দসঃ। চিত ইত্যংস্তোত্রাতঃ। রীরধঃ। রাখ সাধ সংসিকৌ। চিত্তি
ণিলোপ উপধাহ্রস্বতঃ। দ্বির্বিচনচলাদিশেষ। হ্রস্বতঃ। দ্বিভাবচলাদিশেষ। ন মাঙ্ যোগ
ইত্যুভাবঃ। স্থগানস্য। হনীম্। লজ্জায়ং। অস্মান্। চি পৃষোদরাদিভাদতিমতরূপসিক্টিঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (২৬৯) ঋকের বিশদার্থ ।

পূর্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব ঋকে বলা
হইয়াছে,—‘শামরা প্রতিদিনই কত অকর্ম্য করিয়া আসিতেছি।’ এ
ঋকে বলা হইতেছে,—‘হে দেব! সেই সকল অপকর্ম্যের জন্য আর

সায়ন-ভাষ্কর বঙ্গভাষ্য

হে বরুণদেব! অনাদর-করণ জন্ত ক্রুদ্ধ ও নিখিলপাপনাশী এরূপ আপনি, আমাদিগকে
আপনার কর্তৃক বধের নিমিত্ত করিবেন না (অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে আপনার বধ্য
করিবেন না)। ক্রুদ্ধ যে আপনি, আপনার ক্রোধের নিমিত্ত আমাদিগকে বধ করিবেন না।

‘বধ্যম্’ এই পদটি ‘হনশ্চ বধঃ’ এই সূত্রানুসারে অবস্ত বধ পদ হইতে নিষ্পন্ন; এবং
উজ্জাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, ঐ পদের অন্ত্যের উদাত্ত হইয়াছে। ‘হ্রস্বে’ এই পদটি
হিংসা ও গমনার্থক হনু ধাতুর উত্তর ‘কৃতনিভ্যাং কুঃ’ (উ. ৩.৩০) এই সূত্রানুসারে কু
প্রত্যয়, পরে ধাতুর ন-কারের স্থানে ত-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ‘জিহ্বালানস্য’ এই পদটি
অনাদরার্থ হেল্ ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির স্থানে কানচ্ প্রত্যয়, দ্বিভ, হলের আদিবর্ণ
অবশিষ্ট থাকিলে পরে হ্রস্ব, (অর্থাৎ এ-কারের স্থানে ই-কার), চবর্ণত্ব (হ স্থানে জ) এবং
ডাশ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে বেদপ্রয়োগহেতু একারের স্থানে ঙ্গ-কার
হইয়াছে। আর ‘চিতঃ’ এই নিয়মহেতু অন্ত্যবর্ণের স্বর উদাত্ত। ‘রীরধঃ’ এই পদ, সংসিকি-
বোধক রাখ ধাতুর উত্তর চঙ্ পদের ক্রিলোপ, উপধাহ্রস্ব, দ্বিভ, চলন্তর আদিবর্ণের স্থিতি,
পরে ধাতুর হ্রস্ব, সম্বন্ধাব, ই-কার এবং অন্ত্যায়ের (দ্বিভুক্ত ধাতুর পূর্বভাগের) দীর্ঘ করিয়া
নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘ন মাঙ্ যোগে’ এই নিয়মানুসারে অট্ (অ) আগম হইল না। ‘স্থগানত্’
এই পদটি লজ্জার্থক স্থগ ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় করিয়া পৃষোদরাদির মধ্যে পঠিত
হওয়ায় ইচ্ছানুসারে সিদ্ধ হইয়াছে। ২ ॥

আমাদিগের প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না । দেখিবেন,—যেন আমরা বিষয় বিশেষে অর্জুর্ভূত না হই । আমাদের অপকর্মের জগু আপনি কোপাবিষ্ট হইলে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় থাকিবে না । আপনি করুণা-পুরঃসর বিষয়-সংসর্গ হইতে আমাদিগকে নিশিগ্ৰহ করুন ; আমরা যেন স্মৃতি লাভ করিয়া স্পৃহা পরিচালিত হই ।’ (১ম—২৫সূ—২৭) ।

— *

তৃতীয়া পাক ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চবিংশতঃ । তৃতীয়া পাক ।)

বি মূলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং ।

গীর্ভিবরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণ ।

বি । মূলীকায় । তে । মনঃ । রথীঃ । অশ্বং । ন । সন্দিতং ।

গীর্ভিঃ । বরুণ । সীমহি ॥ ৩ ॥

মন্ত্রাত্মসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বরুণ’ (হে বরুণদেব) ‘রথীঃ’ (রথস্বামী, শকটবান) ‘ন’ (যথা) ‘অশ্বং’ (ঘোটকং) ‘সন্দিতং’ (শৃঙ্খলবদ্ধং, রশ্মিযুতং কৃৎস্না পরিচালয়তীতি ভাবঃ), বয়ং তথা ‘তে’ (তব) ‘মূলীকায়’ (শ্রীতিসাধনায়) ‘মনঃ’ (অন্মাকং চঞ্চলচিত্তং) ‘গীর্ভিঃ’ (স্ত্রীতিভিঃ, তব পূজাতিঃ ইত্যর্থঃ) ‘বি সীমহি’ (বিশেষণ বস্মীমঃ) । উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব বন্ধনের রশ্মিযুতেন যথা সংযতো ভাঃ ১ঃ হে দেব, মম চঞ্চলচিত্তং তব পূজার্যং তথা বিনিযোজয়ামি ইতি ভাবঃ । (১ম—২৫সূ—৩৭) ।

বঙ্গাহুবাদ ।

হে বরুণদেব । রথী যেমন আপনার অশ্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সংযত রাখে, আমরা তেমনি আমাদের চঞ্চল-চিত্তকে আপনার পূজায় বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়াছি । (ভাবার্থ—উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব যেমন রশ্মি-বন্ধনের দ্বারা সংযত হয়, হে ভগবন ! সেইরূপে আমার চঞ্চল

বঙ্গভূবাদ ।

চিত্তকে আপনার পূজার বিনিযুক্ত করিওছি। আমাদিগের প্রতি
দৃষ্টিপাত করুন। (১ম—২৫ম—৩৫) ।

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে বরুণ যুলীকায়ামংসুথার তে তব মনো গীর্ভিঃ স্ততিভিক্বিদৌমহি। বিশেষণ
বগ্নীমঃ। প্রসাদরাম হতাবঃ। তত্র দ্ব্যস্তঃ। রথীঃ রথস্বামী সন্দতঃ সমাক্ ষণ্ডিতঃ
দূরগমনেন শ্রান্তমখং ন। অখমিব। যথা স্বামী শ্রান্তমখং বাসপ্রদানাদিনা প্রসাদরতি তবৎ
রথীঃ। মত্বর্থীয়ঃ ঙ্গিকারঃ। সন্দতঃ। দো অবথগুনে। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। স্ততিভিক্বি
মাস্থামিত্তি কিত্তি। পা০ ৭৪৪০। ইতৌকারান্তাদেশঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতি-
স্বরত্বং। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ টতি ভিস উদাত্ত্বরং। সৌমহি ষিবু তন্তসস্থানে। বাতায়েনা-
অনেপদং। বহুগং ছন্দগীতি বিকরণং লুৎ বসি লোপঃ। পা০ ৬। ৬৬। যথা ষিঞ্-
বন্ধন ইতাস্মাদ্বিকরণং লুৎ। দীর্ঘছন্দমঃ ৩ ৩ ৩

তৃতীয় (২৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাগা বড়ই হাণ্যোদ্দীপক। সে
অর্থে, বরুণদেবকে দেবতাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সে অর্থ-
'পরিশ্রান্ত ঘোটককে দগ প্রভৃতি প্রদান করায় যেমন পরিতৃপ্ত করা
হয়, তেমনি, হে বরুণদেব, আমাদেব সম্বন্ধে তোমাকে প্রসন্ন করবার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গভূবাদ ।

হে বরুণদেব! আমাদিগের সুখের জন্ত স্ততি-বাক্যের দ্বারা আপনার মনকে বিশেষরূপে
আকৃষ্ট করিব অর্থাৎ প্রসন্ন করিব। সেট বিষয়ে দৃষ্টান্ত ঘটরূপ, যেমন রথস্বামী দূর পথ-
গমন জন্ত পরিশ্রান্ত অখক বাসপুষ্টি প্রদানাদি দ্বারা শান্ত বা সন্তুষ্ট করে, সেইরূপ আমরাও
আপনার মনকে সন্তুষ্ট করিব।

'রথীঃ' এই পদে মত্বর্থে ঙ্গিকার হইয়াছে 'সন্দতঃ' এই পদটি খণ্ডন করা অর্থে 'দো'
ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' এই স্বরে দ্বারা ক্ত প্রত্যয়, 'স্ততিভিক্বি' 'মিত্তি কিত্তি' (পা০ ৭৪৪০)
এই স্বত্র দ্বারা ইকারান্ত আদেশ, পরে 'গতিরনন্তরঃ' এই নিয়ম হেতু গতির (সম এই-
উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়া নিস্পন্ন হইয়াছে। 'গীর্ভিঃ' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই
নিয়মামুসারে 'ভিস্' বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'সৌমহি' এই পদটিতে তন্তসস্থানার্থ
শিব ধাতুর উত্তর বাতিক্রম হেতু আয়নেপদ, 'বহুগং ছন্দসি' এই নিয়ম-হেতু বিকরণের
লুৎ এবং বৈদিক প্রমাণ বশতঃ দীর্ঘ করিয়া উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

জগৎ স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি ।’ কিন্তু থাকে অর্থ যে সম্পূর্ণ অক্ষরূপ, উহার মধ্যে যে তার এক সম্ভাব প্রকাশ পাইতেছে, অল্প অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে ।

আমরা দেখিতেছি, থাকে উপমাটী অতি স্বভাব-গজত । দুর্দমনীয় উদ্ভাস্ত অশ্বের সহিত এখানে মনের তুলনা করা হইয়াছে । অশ্ব যেমন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অশ্ব যেমন স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল ; মনও সেইরূপ স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল । অশ্বকে সংযত করিয়া, যথাপথে পরিচালিত করিতে হইলে—যথাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, শৃঙ্খলের দ্বারা, রজ্জুর দ্বারা রশ্মির দ্বারা, তাহাকে বন্ধন করার আবশ্যিক হয় । মন সম্বন্ধেও সেই ভাব । ভগবানের আর্চনরূপ, ভগবানের সেবারূপ, ভগবৎকর্ম্মরূপ বন্ধনের দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিতে না পারিলে, সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে । এখানে উপমায় সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে ।

পূর্ব পূর্ব থাকে আত্মাপরাধজনিত আত্মগ্ন'নির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । ভগবানের কর্ম্মে অবহেলা করিয়া যে অশ্রু'য়াচার হইয়াছে, তজ্জগৎ অনুশোচনার ভাব আদিয়াছে । এখানে বলা হইতেছে,—‘হে দেব ! দুর্দম ঘোটককে রথী যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করে, আমিও সেইরূপ বহু আত্মাপরাধের পর অনার্য গন্তুরকে আপনার প্রতি আমুরাগ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি ; গত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনি আমার প্রতি প্রণয় তউন ’

থাকে অন্তর্গত ‘মূলোকায়’ এবং ‘সন্দতঃ’ শব্দদ্বয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য থাকিলেই অর্থ-নিষ্কাশনে বিপরীত ভাব আনয়ন করিত না । ‘মূলোকায়’ শব্দের অর্থ, সঙ্গণ লিখিয়াছেন,—‘অশ্বৎ সুখায় ।’ আমরা বলি,—‘তে মূলোকায়’, অর্থাৎ—‘হে দেব, তোমার প্রীতিসাধনের জগৎ’ ; এইরূপ অর্থ ও অর্থ বোঝাই গজত । ‘সন্দতঃ’ শব্দে ‘শ্রাস্ত’ এইরূপ অর্থ ভাষ্যকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ঐ শব্দের প্রচলিত অর্থ—শৃঙ্খলিত ও বন্ধনপ্রাপ্ত । সে অর্থ গ্রহণ করিলে আর ‘কেড়াকে ধাম খাওয়ানর’ উপমাঃ দেবতার পক্ষে প্রযুক্ত হয় না । সুদিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন,—কোন অর্থ গজত হয় । (১ম—১—সু—৩৭) ।

চতুর্থী পক্ষ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পক্ষিবিশেষকং । চতুর্থী পক্ষ) ।

পরা হি মে বিমন্ডবঃ পতন্তি বস্মইষ্টয়ে ।

বয়ো ন বসতীরূপ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

পরা । হি । মে । বিমন্ডবঃ । পতন্তি । বস্মইষ্টয়ে ।

বয়ঃ । ন । বসতীঃ । উপ ॥ ৪ ॥

• • •

সংস্কৃতসাহিত্যী নামাঃ ।

‘বয়ঃ’ (পক্ষিণঃ) ‘ন’ (যথা) ‘বসতিঃ’ (নিগাসস্থানানি, স্বকুলারান ইত্যর্থঃ) ‘উপ’ (সামীপোন) ‘পতন্তি’ (পাতন্তি সন্ধাসম্বন্ধায় উক্তি যাবৎ) ‘ন’ (তথা, নিশ্চিতং) ‘মে’ (মম) ‘বিমন্ডবঃ’ (বৃক্ষকণ্ডঃ) ‘বস্মঃ’ (উত্তমত পনত্ব বা জীবনত্ব) ‘ইষ্টয়ে’ (প্রাপ্তয়ে) ‘পরা’ (শ্রেষ্ঠত্ব সামীপ্যং অনুসন্ধয়ন্তি ইতি শেষঃ) । পক্ষিণো যথা সন্ধাসমাগমে কুলারাতিমুখং প্রযাবন্তি, মদীয়া উন্নয়গামনো বৃক্ষনচয়াঃ তথা পক্ষিন্ জীবনসন্ধাসমাগমে জগৎপদানুসারিণো ভবন্তীতি ভাবঃ । (১ম—২৫ম—৪ম) ।

বঙ্গভাষায় ।

পক্ষিগণ মেগা (সন্ধাসমাগমে) কুলারাতিমুখে প্রযাবন্ত তয়, সেইরূপ আমার সদ্বুদ্ধিনিচয় (জীবনের এই গাম্যকালে) সেই পবনধন-লাভের জন্য গেষ্ট পরাপ্রের গামীপ্য অনুসন্ধান করিতেছে । (ভাবার্থ—সন্ধাসমাগমে পক্ষিগণ যেমন কুলারাতিমুখ প্রযাবন্ত তম ; সেইরূপ আমার জীবনসন্ধাসমাগমে আমার উন্নয়গাম্য বুদ্ধি নিচয় জগৎপদানুসারী হউক ।) । (১ম—২৫ম—৪ম) ।

• • •

সাধন-ভাষ্য ।

হে বরুণ মে মম শুনঃশোণাঃ বিমুক্তঃ ক্রোধরোহতা বুদ্ধয়ো বস্ত্রইষ্টয়ে বসীরসোহতিশয়েন
বসুভতো জীবনস্ত প্রাপ্তমে পরাপতন্তি । পরাশুখাঃ পুনরাবুত্তিরহিতাঃ প্রসরাস্ত । হি
শকোহনিমর্ষে সর্সজনপ্রসিদ্ধমাঃ । পরাপতনে দৃষ্টান্তঃ বয়ো ন । পক্ষিণো যথা বসতী-
নিবাসস্থানাত্মাপসামাপোন প্রাপ্নুর্নাম তদৎ ।

পতন্তি । পাদাদিত্বান্নিঘাঃ ভাবঃ । বস্ত্রইষ্টয়ে । বস্ত্রমক্ষুদাদিন্মঃতালুগিতি মতুপো লুক
টিলোপ ঈরনুনো যকারলোপচ্ছন্দাঃ । বসতীঃ । শত্ৰুবশুম টিতি ভ্রাপ উদাত্তবং । ৪ ॥

চতুর্থ (২৭১) ঋকের বিশদার্থ ।

* ——— *

হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে পূর্নকৃত অপকর্মের জন্ম আত্মগ্নানি
আগে । এ থাকে সেই আত্মগ্নানির ভাব ব্যক্ত করিতেছে । পক্ষিগণ
সারাদিন দূর-দূরান্তরে পনিক্রমণ করে । সন্ধ্যাসময়গমে তাহারা আপন
আপন কুলায়ানুগমানে ব্যাকুল-প্রাণে প্রধাবিত হয় । তখন তাহারা
যেন বুঝিতে পারে, তাহাদের শাস্তির স্থান তাহাদের কুলায় বাতীত
অন্য আর কোথাও নাই । সারাদিন বিশ্রামে কাটাওয়া, তাই তাহারা
সন্ধ্যার সময় আপন বাগায় ফিরিয়া যায় । এখানে প্রার্থনাকারীর সেই

সাধন-ভাষ্যের বঙ্গ-অবাদ ।

হে বরুণদেব ! শুনঃশোণ যে আমি, আমার ক্রোধশূন্য বুদ্ধি-সকল, অতিশয় সম্প্রতিযুক্ত
এরূপ জীবনের প্রাপ্তির আশায় পরাশুখ অর্থাৎ পুনরাবুত্তিরহিত হইয়া (পশ্চাদিকে লক্ষ্য
না করিয়া) অগ্রসর হইতেছে । বস্ত্রইষ্টয়ে শব্দটী টক অর্গ বিষয়ে সর্সজনের যে প্রসিদ্ধি
আছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছে । পরাপতনে বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে যে, যেমন
পক্ষিগণ আপন আপন বাসস্থানকে অতি নিকটবর্তী বলিয়া জ্ঞান কর, সেইরূপ (অর্থাৎ
পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস স্থানকে লক্ষ্য করিয়া যেমন দূরস্থ হইলেও নিকট মনে করতঃ
ক্রম গমন করে, সেইরূপ) ।

‘পতন্তি’ এই পদটীতে পাদাদিত্বহেতু নিঘাত হইল না । ‘বস্ত্র ইষ্টয়ে’ এই পদ, ‘বসুভতো’
শব্দের পরে ‘বিন্মতোলুক্’ এত সূত্র দ্বারা মতুপ্-প্রত্যয়ের লুক্-টিম লোপ এবং বৈদিক-
হেতু ‘ঈরনুন’ প্রত্যয়ের য-কার লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘বসতীঃ’ এই পদে ‘শত্ৰুবশুম’
এই নিয়মভঙ্গসারে ‘ভ্রাপ’ প্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে (১ম ২৫য় - ৫র্থ) ॥

অন্য উপস্থিত। তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবনের গ্রাহ ও
 অগ্রাহ দুই কালই তিনি উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিপথে কাটাওয়া আসিয়াছেন।
 এখন জীবনের গন্ধা। সমাগম বুঝিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে। তিনি
 এখন তাই ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—‘হে ভগবন!
 আমি গারাকৌশল অপকর্মে আত্মাহিত করিয়া আসিয়াছি। এতদিন
 আমার জ্ঞান হয় নাই—‘আমি কি করিতেছিলাম্! এখন আমি
 বুঝিতে পারিতেছি, গারাকৌশল আপনাত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কি
 অপকর্মেই করিয়া আসিয়াছি। এখন আমার আমার সুপাথ ফিরান
 ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমায় অনুগ্রহ করুন—করুণাপূর্ণ হইয়া
 আশ্রয় দান করুন।’ (. ম—৪ পু—৪ পা) ।

— . —

পঞ্চমী পাক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চবিংশতীয়া । পঞ্চমী পাক) ।

কদা | ক্ষত্রশ্রিয়ং | নরমা | বরুণং | করামহে ।

মূলীকারো উরুচক্ষুসং ॥ ৫ ॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

কদা | ক্ষত্রশ্রিয়ং | নরং | আ | বরুণং | করামহে ।

মূলীকারো | উরুচক্ষুসং ॥ ৫ ॥

. . .

মন্ত্রাভ্যুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘মূলীকার’ (অক্ষয় স্থখায় পরিভ্রাণায় ইত্যর্থঃ) ‘ক্ষত্রশ্রিয়ং’ (সর্কশক্রিয়মন্তঃ) ‘উরুচক্ষুসং’
 (সর্কজং) ‘নরং’ (বিশ্বস্ত নেতারং) ‘বরুণং’ (ভগবন্তং বরুণদেবং) ‘কদা’ (কামনকালে)

'আ করামহে' (পুসরাহরামহে) ? জীবনসীমাকে উপনীতহে । অত্ৰাপি যদি চেৎ
কগনৎশরণং ন অবাচিহ্মাহে, তর্হি কিসুণারো বিহতে । (১ম-২৫সূ-৫৭) ।

বজ্রাহুবাদ ।

আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত সেই সর্বশক্তিমান সর্বদয় বিশ্বপালক
ভগবান পরশু'দনকে (এগন না উ কিলে) আর কোন কালে আহ্বান
করিব ? (ভাবার্থ—জীবনসীমাকে উপনীত আনি । এখনও যদি
ভগবৎশরণ প্রার্থনা ন করি, তাহা হইলে আমার কি উপায় হইবে ? দিন
যে ফুরাইয়া আসিল) । (১ম-২৫সূ-৫৭) ।

সাদন-ভাষ্যে ।

মূলীকারাৎপ্রথার কদা কস্মিনকালে আকরামহে । অস্মিনকর্ম্মভাগতে করবাম ।
কীদৃশং । ক্ষত্রশ্রিয়ং বলসেবনং নরং নেতারণং । উরুচক্ষুসং । বহুনাং দ্রষ্টারং ॥

ক্ষত্রশ্রিয়ঃ । ক্ষত্রাণি শ্রয়তীতি ক্ষত্রশ্রীঃ । কিপ্ দীর্ঘশ্চ । কুহুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরসং ।
নরং । ঋদোরবিত্যবস্ত আত্মাদ'স্তঃ । করামহে । করোতের্কাভায়েন শপ্ । উরুচক্ষুসং ।
চক্ষুর্বহুনাং শিচ্চ । উ• ৪২৩২ । চতাস্তনু । শিচস্ত্যাবাৎখ্যাঞাদেশাভাবঃ । ৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে বোড়শো বর্গঃ । ১৬ ।

সাদনভাষ্যের বজ্রাহুবাদ ।

আমাদের সুখের নিমিত্ত কোন সময়ে বরুণদেবকে এই কর্ম্মে উপস্থিত করিতে
পারিব ? কয়েকটি বিশেষণের দ্বারা বরুণদেবের গুণ প্রকাশ করা হইতেছে । তিনি
কিরূপ ? না-বল-সেবাকারী (অর্থাৎ বলবান), নারক (অর্থাৎ লোকগণের সংকর্ম্ম-
প্রবর্তক) এবং বহু-বিষয়ের পরিদর্শক ।

'ক্ষত্রশ্রিয়ং' এই পদ, 'ক্ষত্রাণি শ্রয়তঃ' (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কে যে আশ্রয় করিষ্কা থাকে)
এইরূপ বাক্যে ক্ষত্রশ্রী, 'কিপ্ বচি' (পা• ৩২ ১৭৮) ইত্যাদি পাণিনি সূত্র দ্বারা কিপ্
প্রত্যয় ও দীর্ঘ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং উক্ত পদে কুৎ সম্বন্ধীয় উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর
হইয়াছে । 'নরং' এই পদটীতে 'ঋদোরপ্' এষ্ট নিয়মানুসারে অবস্তপদ আদিষ্বর উদাত্ত ।
'করামহে' এই পদটী কু শব্দের উত্তর ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ । 'উরুচক্ষুসং' এই
পদটী, 'চক্ষুর্বহুনাং শিচ্চ' (উ• ৪২ ৩২) এই উনাদি সূত্র দ্বারা অস্তুন প্রত্যয় করিয়া
সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং উক্ত পদে শিচৎ হওয়ার খ্যাঞ-আদেশ হইল না ॥ ৫ ॥

প্রথম বর্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোড়শ বর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চম (২৭২) ঋকের বিশদার্থ ।

— : . : —

জীবন-সঙ্ক্যা সমাগত । দিন ফুরাইয়া আসিল । আর কবে তোমার ডাকিব ? তুমি সর্বজ্ঞ, আমার অন্তর-বাহির সকলই তুমি অবগত আছ । তোমার অজ্ঞাত তো কিছুই নাই । তুমি সর্বশক্তিমান । অসম্ভব সম্ভব, তুমি সকলই করিতে পার । আমার জীবনে যাহা অসম্ভব ছিল, আমার কার্যে যাহা অসম্ভব আছে,—সে সকলই তুমি সম্ভব করিয়া দেও । তুমি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় । আমি নিপথে গিয়াছিলাম, এখনও তুমি আমায় সুপথে চালাইয়া লও । আর তো সময় পাইব না । বুঝিয়াছি, আর তো দিন থাকি নাই । দৃষ্টি পাড়িয়াছে ; তাই এখন তোমায় ডাকিতেছি,—
'হে দেয়ানয় ! আমার জীবনগতি ফুরাইয়া দেও । শেষ মুহূর্তেও যেন তোমার পরগাপন হইতে সমর্থ হই । (১ম—২৫সূ—৫ক) ।

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমঃ স্তোত্রং । পঞ্চবিংশদশম সূক্তং । ষষ্ঠী ঋক্) ।

তদিৎসমানমাশাতে বেনস্তা ন প্র যুচ্ছতঃ ।

ধৃতব্রতায় দাশুবে ॥ ৬ ॥

গদ-বিপ্লবণং ।

তৎ । ইৎ । সমানং । আশাতে ইতি । বেনস্তা । ন । প্র । যুচ্ছতঃ ।

ধৃতব্রতায় । দাশুবে ॥ ৬ ॥

মন্দাকিনী-ব্যাখ্যা ।

'ধৃতব্রতায়' (অশ্রুতিতর্করণে, ভগবৎসামান্যগুণিণে ইত্যর্থঃ) 'দাশুবে' (হবির্দত্তবতে, ভগবৎসম্বন্ধে প্রাপ্য সাধক ইতি বাবৎ) 'বেনস্তাঃ' (বেনাস্তৌ প্রার্থনাকারিণো মঙ্গলকাষণা-

মানো ভৌ দেবো মিত্রাবরুণৌ ইতি শেষঃ) 'সমানং' (অতিসামান্যং) 'তৎ' (অস্বাভির্দ্বং
হবিরিতি যাবৎ) 'ইৎ' (নিশ্চয়ং) 'আশাতে' (অশ্নু বাতে, প্রাপ্নু তে), ন প্রযুচ্ছতঃ (কদাচিদপি
প্রত্যাখ্যানং ন কুরুতঃ) । স ভগবান মিত্রাবরুণরূপেণ অশ্নাকং তক্তিসহযুতাং পূজাং
কুর্যতি ন চ কদাচিদপি প্রত্যাখ্যানতীতি ভাবঃ । (১ম—২৫সূ—৬৭) ।

বস্তুবাদ ।

ভগবৎসার্গানুগামী তদ্বৎসৃষ্টপ্রাণ সাধকের সদামঙ্গল-প্রার্থী ভগবান
(মিত্রাবরুণদেব) অতি সামান্য পূজাও গ্রহণ করিয়া থাকেন,—কদাচ
প্রত্যাখ্যান করেন না । (ভাবার্থ—মিত্রাবরুণরূপে ভগবান আমাদের
তক্তিসহযুত পূজা গ্রহণ করিয় থাকেন, কখনও তাহা প্রত্যাখ্যান
করেন না ।) । (১ম—২৫সূ—৬৭) ।

সারণ-ভাষ্যে ।

যুতত্রচার্য্যস্তিতকর্ষণে দাশুবে তর্কিত্বতে বজমানার বেনস্তৌ কামরমানৌ মিত্রাবরুণা-
বিত্তি শেষঃ । তাবুভৌ সমানং সাধারণং তদদশ্নাভির্দ্বং তদেব হবিরশাতে । অশ্নু বাতে ।
ন যযুচ্ছতঃ । কদাচিদপি প্রমাদং ন কুরুতঃ ।

আশাতে । অশ্নোতের্ণিটি ষির্ভাবহলাদিশেষে । অত আদেঃ । পা० ৭।৪।৭০ । ইত্যাদং ।
অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাদশ্নোতেশ্চ । পা० ৭।৪।৭২ । তিতি সৃডভাবঃ । বেনস্তা ।
বেনতিঃ কা'স্তকর্মা । স্পৃপাং স্পৃগু'ত্যাকারঃ । প্রযুচ্ছতঃ । যুচ্ছ প্রমোদে । দাশুবে । দাশু

সারণভাষ্যের বস্তুবাদ ।

অসৃষ্টিকর্মা (অর্থাৎ = যে কর্মা সৃষ্টান) করিতেছে ও হবনীর জ্বা দান করিয়াছে,
এইরূপ বজমানের উদ্দেশে শুভকামনাকারী মিত্র এবং বরুণদেব, তাঁহারা উভয়ে,
সম্মানভাগে বিতক্ত আমাদেগের কর্তৃক প্রদত্ত সেই হবি তক্রণ করুন এবং কখনও তাহাতে
প্রমাদযুক্ত না হউন ; অর্থাৎ সাবধান থাকুন ।

'আশাতে' এই পদটি অশ্-ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তি, পরে দ্বিত্ব হ্রস্বের আদিভাগ
স্থিতি, 'অত আদেঃ' (পা० ৭।৪।৭০) এই স্তম্ভ দ্বারা আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে
এবং 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচন-চেষ্টা ও 'অদশ্নোতেশ্চ' (পা० ৭।৪।৭২) এই নিয়ম-
চেষ্টা সৃষ্ট হইল না । 'বেনস্তা' এই পদটি কাস্তিকর্ষক বেন-ধাতু হইতে নিস্পন্ন, এবং ঐ পদে
'স্পৃপাং স্পৃগু' এই নিয়ম চেষ্টা আকার হইয়াছে । 'প্রযুচ্ছতঃ' এই পদটি, প্রমাদার্ধক বৃচ্ছ
ধাতু নিস্পন্ন । 'দাশুবে' এই পদটি দানার্ধ দান-ধাতুর উত্তর 'দাশ্বান্ সাস্বান্' এই স্তম্ভ

কান ইত্যাদিান্ গাহানিতি কহপ্রত্যয়ে নিপাতিতঃ । বসোঃ সশ্রসারণমিতি সশ্রসারণং ।
শাসিবসিধনীনাং চেতি বহুং ॥ (১ম—২৫২—৬ম) ॥

ষষ্ঠ (২৭৩) ঋকের বিশদার্থ ।

পূর্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—‘দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; আর ডাকিবার সময় কৈ?’ সেই আয়োজ্যেধনমূলক প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ এই ঋক বলিতেছে,—‘কেন গংগায়াত্রিও হও? এখনও যদি ভগবানের প্রতি স্মৃতি হও, এখনও তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে পার। তদুৎসৃষ্টপ্রাণি জনের তিনি নিয়ত মঙ্গলকামী। তোমার পূজার উপহার সামান্য বলিয়া তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া, যথাযোগ্য তাঁহার অর্চনা করিতে সমর্থ হইলে ন আশঙ্কা করিয়া, হতাশ হইবার কারণ কিছুই নাই। কেন-না, তিনি তক্তের গতি সামান্য পূজায়ই পরিতুষ্ট হন,—কোনও পূজাই তিনি প্রত্যাখ্যান কবেন না।’

পূর্বেই বলা হইয়াছে,—তাঁহার পূজায় কালাকাল নাই; পূর্বেই বলা হইয়াছে,—তাঁহার করুণার নিব্বার মানুষের ভাগিভূত প্রাণে শাস্তি-শীতলতা প্রদান জন্ম নিয়ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। এ ঋক তাহারই পোষকতা করিয়া কহিতেছে,—‘তোমার পূজার উপচার অতি সামান্য হইলেও, জীবনের শেষ-মুহুর্ত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও, তুমি হতাশ হইও না। এখনই হউক, যে অবস্থাতেই হউক, ভগবানের শরণাপন্ন হও; তিনি অবশ্যই তোমার গতি-যুক্তর উপায় বিধান করবেন।’

এ ঋকের ‘বেনস্তাঃ’, ‘আশাতে’ ও ‘প্রযুচ্ছতঃ’ পদত্রয় উপলক্ষে, ঋকের অর্থোদ্ধার পক্ষে, একটু কষ্টকল্পনার পাড়াতে হয়। সূক্তটি বরুণদেবতার উপাসনা-মূলক; এই একটা ঋক ত্রিম সূক্তের প্রায় সকল ঋকই একই বরুণ-দেবতার সম্বোধন সূচক। কিন্তু এ ঋক কর্তা ও ক্রিয়—উভয় পদই দ্বিগতনাস্তক। এই জন্মই ভাষ্যকারগণ এ ঋকে মিত্র ও বরুণ

যার কহ প্রত্যয়ে করিয়া নিপাতিত সিদ্ধ হইয়াছে। পরে ‘বসোঃ সশ্রসারণং’ এই বহু হেতু সশ্রসারণ এবং ‘শাসিবসিধনীনাং’ এই বহুহাসারের বহু হইয়াছে ॥ (১ম—২৫২—৬ম) ॥

ছুই দেবতাকে গম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
আমরাও সুলভঃ গেই অর্থই গ্রহণ করলাম । তবে আমাদের মনে হয়,
ইহার মধ্যে একটু গূঢ় তাৎপর্য আছে । 'বেনাস্তা' (বেনাস্তোঃ) পদ
ভগবানের বিবিধ-বিভূতি-প্রকাশক । এক বিভূতির ভাবে, তাঁহাকে অতীষ্ট-
বর্ষণকারী বরুণদেব বলিয়া মনে করিতে পারি ; অন্য বিভূতির (মিত্রের)
ভাবে তাঁহাকে মিত্ররূপে—সর্বজন-স্বহৃদভাবে প্রকাশমান দেখি । এখানে
তাঁহার গেই ছুই ভাৱের সমন্বয় সাধনোদ্দেশ্যেই দ্বিবচনাস্ত বিশেষণ প্রযুক্ত
হইয়াছে । তিনি এক, অথচ মিত্রভাবে তিনি প্রকাশমান ; তিনি এক,
অথচ বরুণরূপেও তিনি স্বপ্রকাশ আছেন । (১ম—২৫সূ—৬খ) ।

— . —
সপ্তমী বৃক ।

(প্রথমঃ সপ্তমঃ । পঞ্চবিংশত্যং । সপ্তমী বৃক) ।

বেদা যো বীনাং পদমন্তুরিক্ষেণ পততাং ।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিলেখনঃ ।

বেদ । যঃ । বীনাং । পদং । অস্তুরিক্ষেণ । পততাং ।

বেদ । নাবঃ । সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রাণ্যসারিনী-বাখ্যা ।

'যঃ' (দেবো বরুণঃ) 'অস্তুরিক্ষেণ' (আকাশমার্গেণ) 'পততাং' (বিচরতাং) 'বীনাং'
(পক্ষিণাং) 'পদং' (বিচরণমার্গে) 'বেদ' (জানাতি), স 'সমুদ্রিয়ঃ' (সমুদ্রে গচ্ছতঃ)
'নাবঃ' (নৌকারাঃ) 'আ' 'পদং' (সমাগুরূপেণ বিজানাতি) । হুতরঃ হি আকাশমার্গে
সমুদ্রমথৎ । অজিতাং না কুৎ । স দেবঃ সর্বগঃ সর্বপথাভিজঃ । তৎকরণা সর্বত্রৈব
বয়ঃ পুত্রিত্যেৎ মতামহে ইতি ভাবঃ । (১ম—২৫২ ৭৪) ।

বদাহুবান ।

যে বরুণদেব আকাশে পক্ষিগণের বিচরণ-মার্গ অবগত আছেন, তিনি সমুদ্রেরও নৌ-পথ পরিজ্ঞাত আছেন। (তাবার্থ—ভগবান সর্ষপধাতুত সর্ষত্র বিচরণকারী। ছুস্তন কোনও পথই তাঁহার অপরজ্ঞাত নহে। তাঁহার কৃপায় আমরা সকল স্থলেই পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারি।)। (১ম—২৫সূ—৭৩)।

সারণ-ভাষ্ণং ।

অস্তরিক্ষেণ পততামাকাশমার্গেণ গচ্ছতাং বীনাং পক্ষিণাং পদং যো বরুণো বেদ । তথা সমুদ্রৈঃ সমুদ্রেহবস্থিতো বরুণো নাবো জলে গচ্ছন্ত্যাঃ পদং বেদ । জানাতি । সোহবান্ বন্ধনান্ মোচয়তি শেবঃ ।

বেদ । বিদজ্ঞানে । বিদো লটো বা । পা० ৩।৪।৮৩ । ইতি তিপো নল্ । লিংবরুণো-ছাদাত্বং । হ্যচোহতত্তিত্ত্ব ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ বীনাং । নামভূতরতানিতি নাম উদাত্বং । পততাং । শতৃশ লসার্কধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ । নাবঃ । সাবেকা চ ইতি বর্ত্যা উদাত্বং সমুদ্রৈঃ । তাবর্থে সমুদ্রাভ্রাঙ্গঃ । পা० ৪।৪।১১৮ । ইতি ষপ্রতায়ঃ । (১ম—২৫সূ—৭৩) ।

সপ্তম (২৭৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— ৩।১ : ১।০ —

পরপারে গমন করিতে হইবে । এক দিকে নিম্নে অনন্ত-পারাবার ; অন্য দিকে অসীম অনন্ত ব্যোমপ্রদেশ । কেমনে যাইব—কি রূপে যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব ? মুমুকু সকলেরই চিত্তে এই চিন্তা

সারণভাষ্ণোর বদাহুবান ।

যে বরুণদেব ! আকাশমার্গে গমন-ভংগর পক্ষিগণের পদ জানেন এবং যে বরুণদেব সমুদ্রে থাকিয়া জলে গমন করিতেছে, এরূপ নৌকার পদ অবগত আছেন ; সেই বরুণ আমাদের বন্ধন-মুক্ত করুন ।

'বেদ' এই পদটী জ্ঞানার্থক বিদ ধাতুর 'বিদো লটো বা' (পা० ৩।৪।৮৩) এই সূত্র দ্বারা তিপের স্থানে 'নল্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং উক্ত পদে লিংবরুণো আদিবর্ণের-বর উদাত্ত, আর 'হ্যচোহতত্তিত্ত্বঃ' এই নিমসহেতু সংহিতায় ('বেদ' এই পদের আকারের) দীর্ঘ হইয়াছে । 'বীনাং' এই পদে 'নামভূতরতান্' এই নিমসহেতু নাম্ এই অংশের বর উদাত্ত । 'পততাং' এই পদে শপের 'শ' হইয় যাতার অন্ত্যাত্মক, এবং শতৃ প্রত্যয়ের লসার্কধাতুকস্বরীক স্বরহেতু ধাতুস্বর হইয়াছে । 'নাবঃ' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিমসহেতু বর্ষী বিভক্তির বর উদাত্ত । 'সমুদ্রৈঃ' এই পদটী তাবর্থে 'সমুদ্রাভ্রাঙ্গঃ' (পা० ৪।৪।১১৮) এই সূত্র দ্বারা সমুদ্র শব্দের উত্তর-উৎপত্তি অর্থে ষ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ১।

সদা-আগরু ক হয় । এই তো পরিদৃশ্যমান সংগার । এখানে তো কোনই
সুখ—কোনই শান্তি মাই ! ইহার অতীত সে কোন্ স্থান,—যেখানে
আমার অশ্রু সুখ-শান্তি অপেক্ষা করিতেছে ? সে কোন্ দেশ—
সে কোন্ অপরিচ্ছাদিত স্থান ।

এক দিকে দেখি—অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ ; অশ্রু দিকে দেখি—বিশাল
মহাসমুদ্র । আমার যাইবার পথ কৈ ? ঋক্ গলিতেছে,—‘কেন যথা ভয়
পাও ? তাঁহার শরণাপন্ন হও ; তিনি এ পথপ জানেন, তিনি সে পথও
জানেন ; তুমি পথই তিনি অবগত আছেন । যদি আকাশের দিকে যে
সম্মত প্রদেশ হয়, তিনি সেদিকেই তোমায় লইয়া যাইবেন ; আবার যদি
সেই অনন্ত মহাসমুদ্রের মধ্যেই যে দেশ থাকে, তিনি সেখানেও তোমাকে
লইয়া যাইবেন । তুমি পথের গির্জামিকায় কেন লিহরিত হও ? শরণ
লভ—তাঁহার, যিনি সর্বগ সর্বজ্ঞ ’ * (ম—২০সূ—৭শ) ।

অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । গকবিশেষঃ । অষ্টমী ঋক্ ।)

বেদ | মাসো | ধৃতব্রতো | দ্বাদশ | প্রজাবতঃ |

বেদা য উপজায়তে ॥ ৮ ॥

গদ-বিশ্লেষণঃ ।

বেদ । মাসো । ধৃতব্রতো । দ্বাদশ । প্রজাবতঃ ।

বেদা য উপজায়তে ॥ ৮ ॥

এই প্রকৃতিবিশেষ এই পদের অত্যন্তে দুটী সামগ্রী পাঠিতে পারেন । এখানে
প্রকৃতিবিশেষ—‘অস্তরিক-পথে আর্ষাভ্যেবগণের গতিবিধি ছিল ; আর সমুদ্র-পথের
বিহীনতাও তাঁদের অতিক্রমতা ছিল ।’ আধুনিক সভ্যজগতের অর্পণমান এঃঃ যোমবান
দুইধর্মই আভ্যে এই পদে পাওয়া যায় । এতদ্বয়ের বিশদ বিবরণ সংগ্রহিত
‘গৃহীত ইতিহাস’ গ্রন্থে বিশদরূপে আণোচিত হইয়াছে ।

মহাভারত-সংস্কৃত-ব্যাখ্যা।

‘বৃহত্ততঃ’ (বিশ্বমারকো বিশ্বশাসকো বা) ‘প্রজাবতঃ’ (ভরুৎপত্তমানা, প্রজাবিশিষ্টঃ) ম দেবঃ ‘দ্বাদশ-মাসঃ’ (চৈত্রাদীন ফাল্গুনাস্তান্ দ্বাদশমাসান) ‘বৈন’ (জানাতি) ‘মাস’ (মাস) ‘উপজায়তে’ (স্বয়মেব উৎপত্ততে, মলমাস তাত বাবৎ) ‘আ’ (সমাক প্রকারেণ) ‘বৈন’ (স জানাতি) ‘ইতি শেষঃ)। ভগবতঃ বরুণদেবস্ত অন্তশাসনেন কালাকালৌ প্রচরতঃ। সাহ সর্বতত্ত্বজ্ঞো বিশ্বশালকশ্চ। (১ম ২৫য় চঃ)।

বঙ্গভাষায়।

বিশ্বশালক বিশ্বশাসক প্রকৃতিপুঞ্জ বিশিষ্ট গেই বরুণদেব, দ্বাদশ মাসের বিষয় অবগত আছেন; আবার যে মাস আপনি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে মলমাস অনুকল্পিত হয়), তাহাও তিনি অবগত আছেন। (কাল ও অকাল, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই; সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন। তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ এবং বিশ্বের পালক।)। (১ম—২৫সূ—৮শ)।

সারণ-ভাষ্যঃ।

বৃহত্ততঃ স্বীকৃতকর্মবিশেষো যথোক্তমতিমোপেতো বরুণঃ প্রজাবতস্তদা তদাৎপাতমান-প্রজায়ন্তান দ্বাদশমাসৈশ্চৈত্রাদীন ফাল্গুনাস্তান্ দেব। জানাতি। স্বয়মোদশোহধিকমাস উপজায়তে স্বয়ংসরসমীপে স্বয়মেবোৎপত্ততে তমপি দেব। বাক্যশেষঃ পূর্ববৎ।

মাসঃ। পদ্বিত্যাদিনা। পা० ৬।১।৬৩। মাসশব্দস্য মালিত্যাদেশঃ। উড়িমত্যাদিনা শস উদাত্তং দ্বাদশ। ষো চ দশ চেতি বন্দ্বঃ। দ্ব্যষ্টনঃ সখ্যায়াঃ। পা० ৬।৩।৪৭। ইত্যাহং সংখ্যা। পা० ৬।২।৩৫। ইতি সূত্রেণ পূর্বপদ প্রকৃতিবরং। প্রজাবতঃ। প্রজা এবহি

সারণভাষ্যের বঙ্গভাষ্যঃ।

স্বীকৃত কর্মবিশেষ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডলখন করিয়াছেন, তিনি (অর্থাৎ উক্তাত্মকঃ মতিমবিত্ত একরূপ যে বরুণদেব) তৎকালে জায়মান প্রজাবর্গযুক্ত চৈত্র আদি ফাল্গুন পর্যন্ত দ্বাদশ মাসকে জানেন (অর্থাৎ সেই সেই প্রজাগণের সঞ্চিত সেই সেই মাসের বিষয় অবগত আছেন); এবং স্বয়ংসরের মধ্যে যে যেমোদশ অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের অধিক একটি মাস স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তাহাকেও জানেন (অর্থাৎ মলমাসের বিষয়ও অবগত আছেন)। এতদ্বারা বাক্যের অবশিষ্ট অংশ পূর্ব অঙ্কেই স্থায় (অর্থাৎ সেই বরুণদেব আমাদের কাছে বক্রন হইতে যুক্ত করন)।

‘মাসঃ’ এই পদটি ‘পদ্বৎ’ (পা० ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে মাস শব্দের স্থানে মাস্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ; এবং উক্ত পদে উড়িমৎ ইত্যাদি নিরমভেদু শস্ বিত্ত্বির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘দ্বাদশঃ’ এই পদ, ‘ষো চ দশ চ’ এইরূপ ষি ও দশ শব্দের বন্দ্ব সমাস; ‘দ্ব্যষ্টনঃ সংখ্যায়াঃ’ (পা० ৬।৩।৪৭) এই সূত্র দ্বারা ষি এই শব্দের ই-কারের স্থানে আকার, এবং ‘সংখ্যা’ (পা० ৬।২।৩৫) এই সূত্র দ্বারা পূর্বপদের প্রকৃতিবর হইয়া এইরূপে ষি হইয়াছে।



গতীতি তদভ্যাসিত্বিত্তি মতুপ্ । পা० ৫।২।২৪ । মাহুপধারা ইতি মতুপো বহুং । উপজারতে ।
 জনেঃ কর্ককর্তৃনি লই । কর্কবভাবাদানেনপদং বহু । পা० ৫।৩।৮৭ । জনাদীনামুপদেশ
 এবাৎ বক্তব্যং । পা० ৬।১।১২৫ । ইতি বচনাদচঃ কর্কৃযকি । পা० ৬।১।১২৫ । ইত্যাহা
 বাতকং । তিতি চোদাতবতি । পা० ৮।১।৭১ । ইতুপসর্গস্য নিষাতঃ । ম চ তিঙঙতিঙ
 ইতি নিষাতঃ । বদ্বভাৎ নিতানিতি প্রতিবেধাৎ ॥ (১ম—২৫সূ—৮ধ) ॥

অষ্টম (২৭৫) ঋকের বিশদার্থ ।

অনেক সময় দেবকার্য্যে কালকালের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । আবার,
 কাল ফুরাইয়া আগিল বলিয়াও অনেকে ভীত ও হতাশ হন । এ ঋকের
 মর্ম্ম এই যে,—‘নেই কাল ও অকাল সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন ।
 কালকালের ভাবনায় হতাশ হওয়ার আবশ্যক নাই । অকালে তাঁহার
 পরণাপন্ন হওয়ার পক্ষেও কোনও বাধা নাই । আবার আয়ুঃ-কাল যাহার
 ফুরাইয়া আগিয়াছে, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে ডাকিয়া আর কি ফল হইবে,
 এই হতাশে যে জন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—এ ঋক্ তাহারিগের মর্ম্মকে
 উদ্বোধনমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । * (১ম—২৫সূ—৮ধ) ।

‘প্রজাবভঃ’ এই পদ, ‘প্রজা এবাঃ সতি’ এই বাক্যে প্রজা শব্দের উত্তর ‘তদভ্যাসিত্বিন’
 (পা० ৫।২।২৪) এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয় এবং ‘মাহুপধারাঃ’ এই সূত্রহেতু মতুপের ম
 স্থানে ‘ব’ করিয়া নিপাত হইয়াছে । ‘উপজারতে’ এই পদটি, জন ধাতুর উত্তর কর্ককর্তৃবাচ্যে
 লটি কর্কবাচ্যের সঙ্গ হওয়ার আশ্রয়পদ ও বহু, এবং ‘জনাদীনামুপদেশ এবাৎ বক্তব্যং’
 (পা० ৬।১।১২৫) এই বার্তিক সূত্রানুসারে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং ‘অচঃ
 কর্কৃযকি’ এই নিরমাসুসারে আদিবর্ণের পর উদাত্ত ও ‘তিঙ চোদাতবতি’ (পা० ৮।১।৭১)
 এই নিরম-হেতু উপসর্গের নিষাত হইল । কিন্তু ‘বদ্বভাৎ নিতানিতি’ ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার
 ‘তিঙঙতিঙা’ এই সূত্র দ্বারা নিষাত হইবে না ॥ (১ম—২৫সূ—৮ধ) ॥

* এ ঋক্ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে । বৎসর-গণনার মলমাসের
 হিসাব যে অতিদূর অতীতকালে আর্ষ্যামুগণের অবিনিত ছিল না,—ইহাতে তাহাই জানা
 যাইতেছে । যে মাসে দুইটি অমাবস্তা-তিথির সমাবেশ হয়, অথবা যে চান্দ্রমাস রবিসংক্রান্তি-
 পরিপূর্ণ, তাকে মলমাস বলে ; যথা,—“অমাবস্তাধরং বজ্জ রবিসংক্রান্তিবর্জিতং । মলমাসঃ
 স বিজ্ঞয়ো বিস্কৃৎসপিতি কক্ৰটে ॥” এই মলমাস-তত্ত্বের বিবরণ অনবগত প্রাকার এক সময়ে
 ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানোলোচনার বিশেষ বিলম্ব উপস্থিত হইয়াছিল । তিথির কর-নিষিত
 এই বহুধানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

নবমী ঋক্।

(প্রথমঃ মন্তব্যঃ। পঞ্চবিংশদৃষ্টং। নবমী ঋক্।)

বেদ বাতস্য বর্তনিয়ুরোখাধস্য বৃহতঃ।

বেদা যে অধ্যাসতে ॥ ১ ॥

পদ-বিভঙ্গনমঃ

বেদ। বাতস্য। বর্তনিঃ। উরোঃ। খাধস্য। বৃহতঃ।

বেদ। যে। অধ্যাসতে। ১।

মর্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা।

স দেব 'উরোঃ' (বিস্তীর্ণত, অনন্তত) 'খাধস্য' (দর্শনীয়তা, প্রত্যক্ষমানত) 'বৃহতঃ' (শুণৈরধিকস্য প্রাণধরুপস্য) 'বাতস্য' (বায়োঃ, বায়ুদেবতা) 'বর্তনিঃ' (মার্গঃ, তত্ত্বমতি শেষঃ) 'বেদ' (জানাতি); 'যে' (দেবঃ) 'অধ্যাসতে' (উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি) 'বেদ' (জানাতি)। জীবস্য প্রাণধরুপং বায়ুরেব তদেগাত্ত্বমতি ভাবঃ। (১ম—২৫ম—৯ম)।

বঙ্গানুবাদ।

ঐ যে বিস্তীর্ণ অনন্ত প্রত্যক্ষমান প্রাণধরুপ বায়ু, তাহারও তত্ত্ব (পথ) তিনি অবগত আছেন। তাহারও অতীত যে দেবগণ, তাহঁদেরও তিনি পরিজ্ঞাত। (সর্বময়রূপে তিনি সকলেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন। তিনিই প্রাণ; তিনিই প্রাণাতীত)। (১ম—২৫ম—৯ম)।

সায়ণ-ভাষ্যঃ।

উরোঃকিস্তীর্ণস্য ঋষস্য দর্শনীয়স্য বৃহতো শুণৈরধিকস্য বাতস্য বায়োর্কর্তনিঃ মার্গঃ বেদ। বরণো জানাতি। যে দেবা অধ্যাসতে। উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি বেদ। জানাতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণদেব, বিস্তীর্ণ, দর্শনীয় এবং অধিক শুণৈর দ্বারা একরূপ বৃহৎ বায়ুর পথকে জানেন, এবং উপরে যে সমস্ত দেবগণ বর্তমান আছেন, তাহাদিগকেও জানেন।

বাতস্য অনিহতীত্যাদিনা তনপ্রত্যাস্তো বাতশকো নিহাদাত্যাস্তাঃ । বর্জনিঃ । বর্জতেহ-
নেমোত বর্জনিঃ স্তোত্রং । পা० ৬।১।১৬০ । ইতি স্তোত্রবাচকত্ব বর্জনিশক্ৰান্তোদাত্যশলিদ্ধা-
য়ুজাদিষু পাঠান্তত্ব প্রত্যয়স্বরেণ মণোদাত্যে প্রাপ্তেহস্তোদাত্যং । বৃহতঃ । বৃহস্পত্যৈকপ-
নখ্যানমিতি ওস উদাত্যং । অধ্যাপতে । লসার্কধাতুকান্দাত্যে সতি ধাতুস্বরঃ । ২ ॥

নবম (২৭৬) ঋকের বিশদার্থ ।

—•••—

এ ঋকের গৃহিত সাধারণ অর্থ এই যে,—সেই বরুণদেবতা, বায়ুর যে
পরিদৃশ্যমান বৃত্ত গতিপথ, তাহা অবগত আছেন ; অর্থাৎ কোন পথে কি
ভাবে বায়ু পরিচালিত হইতেছে ও অবস্থিত আছে, সে তত্ত্ব তাঁহার
আয়ত্তীভূত । আরও, বায়ুর অতীত দেবগণের বিস্ময়ও তিনি অপরিজ্ঞাত
নহেন । স্থূলভাবে ইহাও বুঝা যায়,—বায়ুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁহার
সকলই সুবিদিত ছিল । সে হিগাবে তাহার উপরের দেব বলিতে, সেই
সকল শক্তিকে বুঝায়—যদ্বারা বায়ুর গতিরোধ করিতে পারা যায় এবং
বায়ুর গতিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়া যথেষ্টভাবে পরিচালিত করা যায় । এ
পক্ষে আর্য্যগণ যে বায়ুস্তত্ত্ব অবগত ছিলেন, ইহাই উপলব্ধ হয় ।

অন্যপক্ষে আর এক অর্থ হয় এই যে,—‘বায়ুরূপে তিনি প্রাণস্বরূপ ।
প্রাণবায়ুরূপে জীবের দেহে তিনিই ক্রিয়া করিতেছেন । দেহের মধ্যে যে
বায়ু প্রবাহমান, তাহার ক্রিয়াশক্তিমূলে তিনিই বিদ্যমান ; আবার প্রাণ-
বায়ুর অতীত জ্ঞানাদিরূপ যে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব, তন্মধ্যেও তাঁহারই ক্রিয়া প্রকট
হইয়াছে । তদগতরূপে যখন তিনি বিকাশ পান, তখন তাঁহার মধ্যে
সকল বিভূতিই ক্রিয়া করে ’ (ম—১৫সু—২খ) ।

‘বাতত্ব’ এই পদে, ‘অসিহসি’ এই ১৬ বার। তন প্রত্যয় করিয়া শক্ৰ শিদ্ধ হইয়াছে ;
এবং উক্ত পদে তন প্রত্যয়ে ন ইৎ যাওয়ার আদিস্বর উদাত্য হইয়াছে । ‘বর্জনিঃ’ এই পদ
‘বর্জতেহনেম’ এই বাক্যে বৃত্ত ধাতু তইতে নিস্পন্ন হইয়াছে ; এবং উক্ত পদে ‘বর্জনিঃ স্তোত্রম্’
(পা० ৬।১।১৬০) এই নিয়ম দ্বারা স্তোত্রবাচক বর্জনি শব্দের ‘অস্তোদাত্যত্ব’ প্রতিপাদন নিমিত্ত,
উজাদি মধ্যে পাঠ করায়, তাহার প্রত্যয়স্বরের দ্বারা মণোদাত্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও অন্তস্বর উদাত্য
হইল । ‘বৃহতঃ’ এই পদে ‘বৃহস্পত্যৈকপনখ্যানমিতি ওস বিতাক্তর উদাত্যস্বর
হইয়াছে । ‘অধ্যাপতে’ এই পদে লসার্কধাতুক অনুদাত্য হইলে পরে ধাতুস্বর হইয়াছে । ২ ।

দশমী ষক্ ।

(প্রথমঃ সপ্তমঃ । পঞ্চবিংশসূক্তং । দশমী ষক্) ।

নি ষমাদ ধ্বতব্রতো বরুণঃ পশুতাস্মা ।

সাত্ৰাজ্যায় সূক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

নি । ষমাদ । ধ্বতব্রতঃ । বরুণঃ । পশুতাস্মা । ষা ।

সাত্ৰাজ্যায় । সূক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ধ্যাকৃতসাত্ৰী-বাখ্যা ।

‘ধ্বতব্রতঃ’ (বিশ্বধারকো বিশ্বশাসকো বা) ‘সূক্রতুঃ’ (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ) ‘বরুণঃ’ (ভগবান বরুণদেবঃ) ‘পশুতাস্মা’ (পশুতঃ) ‘সাত্ৰাজ্যায়’ (শাসনপালনসংরক্ষণায়) ‘ষা’ (সঙ্গতোভাষেন) ‘নিষোদতি’ (স্বস্থানে তিষ্ঠতি) । ষ দেবঃ স্বরূপেণ অবস্থিতং বিশ্বং পরিচালয়তি পালয়তি চ ইতি ভাবঃ । (১ম - ২৫ম - ১০ম) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বিশ্বধারক বিশ্বশাসক ভগবান বরুণদেব, প্রকৃতি-বর্গের শাসন-পালন-সংরক্ষণ জন্তু’ সর্বতঃ স্বস্থানে আধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । (১ম—২৫সূ—১০ধা) ।

* * *

দারণ-ভাষ্যং ।

ধ্বতব্রতঃ পুর্বোক্তো বরুণঃ পশুতাস্মা দৈবীষু প্রজ্ঞাবানিষদাদি । আগত্য নিষঙ্গবান্ ।
(ক্রিমৎ) । প্রজ্ঞানাং সাত্ৰাজ্যসিদ্ধার্থং সূক্রতুঃ শোভনকর্ম্ম ।

দারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ধ্বতব্রত (অর্থাৎ কর্ম্মবিশেষে নিযুক্ত) বরুণদেব আসিয়া দৈবী (দেবতালক্ষণীয়) প্রজ্ঞাগণের মনো বশিষ্ঠাছিলেন । কি জন্তু ?—না, প্রজ্ঞাবর্গের সাত্ৰাজ্য সিদ্ধির নিমিত্ত, মঙ্গলকর্ম্ম-তুৎপন্ন হইয়া বসিয়াছিলেন ।

নিষসাদ । সদেরপ্রভেতি বহুং । সাত্ৰাজ্যায় । সাত্ৰাজো ভাবঃ সাত্ৰাজ্যঃ । গুণবচন-
ব্রহ্মণাদিত্য ইতি স্মৃৎ । ঐত্থুতাদিনি'তামিত্যাহাদাত্তবং । স্মৃক্তুঃ । ক্ৰেবাদয়শ্চত্বাস্তর-
পদাহাদাত্তবং । ১০ ॥ ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে লপ্তদশো বর্গঃ ।

* * *

দশম (২৭৭) ঋকের বিশদার্থ ।

—: * :—

এ ঋক্ গরল ও সুবোধ্য । ভগবান স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন ।
তাঁহার ইচ্ছিতে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে । তিনিই বিশ্বের ধারক ।
তিনিই বিশ্বের পালক । তিনিই বিশ্বের নিয়ামক । তাঁহারই অনুশাসন
লক্ষিত্র ক্রিয়া করিতেছে । ঋকের ইহাই মর্ম্ম । (ঋ—২৫সূ—১০খা) ।

— . . —

একাদশী ঋক্ ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । পঞ্চবিংশস্তবঃ । একাদশী ঋক্) ।

অতো বিশ্বা^১ন্যদ্ভু^২তা চিকি^৩ত্বা^৪ অভি^৫ পশ্য^৬তি ।

কু^৭তানি^৮ যা চ^৯ কর্তা^{১০} ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অ^১তঃ । বি^২শ্বা^৩নি । অ^৪দ্ভু^৫তা । চি^৬কি^৭ত্বা^৮ । অ^৯ভি । প^{১০}শ্য^{১১}তি ।

কু^১তানি । যা । চ । কর্তা । ১১ ।

'নিষসাদ' এই পদে 'সদেরপ্রভেতি' এই সূত্র হেতু বহু হইয়াছে । 'সাত্ৰাজ্যায়' এই
পদটি 'সাত্ৰাজো ভাব' এই অর্থে সাত্ৰাজ্ শব্দের উত্তর 'গুণবচনব্রহ্মণাদিত্যঃ' এই সূত্র দ্বারা
স্মৃৎ হইয়াছে, এবং উক্ত পদে 'ঐত্থুতাদিনি'তাম' এই নিয়মাত্মক আদিব্রহ্ম উদাত্ত
হইয়াছে । প্রত্যয় করিয়া দিচ্ছ 'স্মৃক্তুঃ' এই পদটিতে 'ক্ৰেবাদয়শ্চ' এই নিয়মহেতু
উত্তরপদের আদিব্রহ্ম উদাত্ত হইয়াছে । ১০ ।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লপ্তদশ বর্গ সঙ্গাপ্ত ।

* * *

মর্শানুসারিণী-বাখা ।

'অতঃ' (অস্থানাৎ) 'চিকিৎসান্' (লক্ষ্যঃ ল ভগবান্ বরুণদেবঃ) 'বিখানি' (লক্ষ্যণি) 'অভূতা' (আশ্চর্যানি) 'যা' (যানি) 'কৃতানি' (চকারাণি) যানি 'চ' 'কর্ষা' (কর্তব্যানি) তানি লক্ষ্যণি 'অতিপশ্চতি' (লক্ষ্যতঃ অবলোকয়তি) । মনুষ্যা যানি কর্মাণি কুর্ষন্তি যানি চ করিয়ন্তি, লক্ষ্য ভগবান্ তানি লক্ষ্যণি বিজানাতীতি ভাবঃ । (১ম-২৫সূ-১১খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বিশ্বনাগী জীবগণ যে সকল অদ্ভুত কর্মের অনুষ্ঠান করে বা যে সকল কর্মকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে, সেই লক্ষ্য ভগবান্, আপন স্থানে গণিত্তি ও থাকিয়াই, তৎসমুদায় দেখিতে পান (১ম-২৫সূ-১১খ) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

অতোহস্মাদ্ধরণাষিখাভূতা মর্শাণাশ্চর্যাণি চিকিৎসান্ প্রজ্ঞাবানতিপশ্চতি । লক্ষ্যতোহব-
লোকয়তি । যা কৃতানি । যাত্মাশ্চর্যাণি পূর্বে বরুণেন সম্পাদিতানি । চকারাদত্মানি
যাত্মাশ্চর্যাণি কর্ষা । ইতঃ পরং কর্তব্যানি তানি লক্ষ্যণ্যতিপশ্চতীতি পূর্বত্রায়ঃ ।

অদ্ভুতা । শেছন্দনি বহুলমিতি শেলোপঃ । প্রত্যয়লক্ষণেন নপুংসকস্ত চ্ছলচঃ । পা०
৭।১।৭২ । ইতি শ্বম্ । নলোপঃ । চিকিৎসান্ । কিতজ্ঞানে । লিটঃ কনুঃ । অত্যানহলাদি-
শেষচূড়ানি । ববেকাজাদ্ব্যনামিতি নিয়মাদিডভাবঃ । কুর্ষানুসারিকাবুক্তৌ লংহিতায়াং ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

বুদ্ধিমান লোক এই (দৃশ্যমান) বরুণদেব হইতে লম্বিত আশ্চর্য্যজনক পদার্থ লক্ষ্যতাবে
দেখিয়া থাকেন । সে সকল আশ্চর্য্যকর বস্তু বরুণদেব পূর্বেই সম্পাদন করিয়াছেন । মন্ত্রে
চ-কার থাকায় অস্ত্র বাবতীর আশ্চর্য্যের প্রাপ্তি হইতেছে । অতঃপর বরুণদেব যে সকল
আশ্চর্য্য করিলেন, সেই সকল আশ্চর্য্যকর বস্তু বুদ্ধিমান লোক দেখিয়া থাকেন ।

'অদ্ভুতা' এই পদে 'শেছন্দসিবহুলং' এই সূত্র দ্বারা 'শি'র লোপ । 'প্রত্যয়লক্ষণেন
নপুংসকস্ত চ্ছলচঃ' (পা० ৭।১।৭২) এই পাণিনি সূত্র দ্বারা শ্বম্ প্রত্যয়ের ন-কারের লোপ ।
'চিকিৎসান্' এই পদটি জ্ঞানার্থ 'কিং' ধাতুর উত্তর 'লিট্' বিভক্তির স্থানে 'কনু' প্রত্যয়,
দ্বিত, পরে 'হল্'এর 'ফি' এই আদি ভাগ অবশিষ্ট থাকিল, এবং ঐ ভাগের 'ক' স্থানে,
'চ' হইল । অনস্তর 'ববেকাজাদ্ব্যনাম' এই নিয়মসূত্রে ট্ হইল না । লংহিতায় গুরুত্ব
ও অমুনাসিক বর্ণ উক্ত হইয়াছে । তদনুসারে ঐ পদ নিস্পন্ন হইল । 'পশ্চতি' এই পদটি
'পাঙ্গা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে দ্বন্দ্ব-ধাতুর স্থানে 'পশ্চ' আদেশ করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে । 'কর্ষা'।

পশ্চতি । পাত্রেত্যাদিনা দৃশ্যে পশ্চাদেশঃ । কৰ্ব্বা । কৃত্যার্থে তর্কৈকেনকেচ্ছনঃ । পা.
৩৪।১৪ । ইতি করোতেচ্ছন । নিহাদাহাদাত্তৎ । পূর্ববচ্ছেলোপঃ । ১১ ।

* * *

একাদশ (২৭৮) ঋকের বিশদার্থ ।

তুমি যে কর্ম্মই অনুষ্ঠান কর, আর যে কার্ম্মের বিষয়ই অনুধ্যান কর, প্রকাশ্যেই তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, আর গোপনেই তোমার কর্ম্ম তুমি সম্পাদন করিতে প্রযত্নপর হও, সর্ব্বত্র ভগবান্ সকলই জানিতে পারেন । তিনি তাঁহার স্বস্থানে বসিয়াই সকল দেখিতে পান । গোপনে কুকার্য্য করিয়া যে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে; লোকে কেউ দেখিতে পাইল না, সুতরাং তুমি যে পরিত্রাণ পাইয়া গেলে; তাহা কদাচ মনে করিও না । তোমার পাপ-পুণ্য সকল, কার্য্যই ভগবান্ প্রত্যক্ষ করিতেছেন । কর্ম্মাকর্্ম্মের ফলাফল—পুরস্কার ও দণ্ড—তোমার জন্ম পুরোভাগে অপেক্ষা করিতেছে এ থাক্ তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছে; কহিতেছে,—‘ভগবানের দৃষ্টি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত রহিয়াছে; তোমার সকল কর্ম্মই তিনি দেখিতে পাউতেছেন । সাবধান ! কদাচ কুকার্ম্ম প্রবৃত্ত হইও না ।’ (১ম—২৫ম—১১শ) ।

— § ০ § —

ঋদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চদশপৃষ্ঠঃ । ঋদশী ঋক্ ।)

স নো বিশ্বাহা স্ক্রতুরাদিতাঃ সুপথা করং ।

প্র ৭ আয়ুষি তারিষং ॥ ১২ ॥

পদটী ক পাতুর উত্তর ‘কৃত্যার্থে তর্কৈকেনকেচ্ছনঃ’ (পা. ৩৪।১৪) এই নিয়মাত্মসারে ‘ছন’
প্রত্যয়ে এবং ‘শেচ্ছনসি’ এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ‘শি’র লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
এই পদে ‘ছন’ প্রত্যয়ের ‘ন ইৎ’ ষাওয়ান আদি-বর্ণের উদাত্তবর হইয়াছে । ১১ ।

* * *

পদ-বিভ্লেষণঃ ।

সঃ । নঃ । নিখাহা । সুহৃৎ । আদিত্যঃ । সুপথা ।

করৎ । প্র । নঃ । আয়ু । মি । তারিষৎ ॥ ১১ ॥

* * *
সর্ষানুরাগী-বাধ্যা ।

'সুহৃৎ:' (পরমপ্রাজঃ, সর্ষজঃ) 'স আদিত্যঃ' (স ভগবান্ বরুণদেবঃ) 'নিখাহা' বিশেষু অহঃস্ব, সর্ষকালেষু) 'নঃ' (অস্মান) 'সুপথা' (সুপথান্, লক্ষ্যার্গগতিনঃ) 'করৎ' (কৰোতু), 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ু' 'মি চ' (আয়ুঃকালানি চ) 'প্র তারিষৎ' (প্রতারিষতু, প্রবর্ধিতু) । সর্ষজঃ স ভগবান্ সর্ষকালেষু অস্মাকং সংসর্ষানুরাগং আয়ু'চ সর্ষথা প্রবর্ধিতু ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৫সু—১২খ) ।

* * *
বঙ্গানুবাদ ।

সেই সর্ষজ ভগবান্ বরুণদেব সদাকাল আমাদিগকে সংপথানুবর্তী করুন এবং আমাদিগের (সৎকর্ম্মশীল) আয়ুঃ পরিবর্ধিত করুন । (ভগবানের অসুগতে আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল আয়ু লাভ করি,— জীবন যেন সংকর্ষ্মেই অতিবাহিত হয়) । (১ম—২৫সু—১০খ) ।

* * *
সারণ-ভাষ্যঃ ।

সুহৃৎ: শোভনপ্রাজঃ স আদিত্যো বরুণো নিখাহা সর্ষেষহঃস্ব নোহস্মান সুপথা শোভনমার্গেন গহিতান্ কবৎ । কৰোতু । কিঞ্চ নোহস্মাকমায়ু'ষি প্রতারিষৎ প্রবর্ধিতু ।

সুপথা । স্বতী পূজারামিতি লমাসে ন পূজনাত্ । পা० ৫।৪।৬৯ । ইতি সমাসান্ত-প্রতিবেদ্যঃ । অবার-পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্ত পদাদিশ্চন্দ্রি বহুলমিত্তান্তর পদাহাদান্তস্বঃ ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

মঙ্গলবুদ্ধি সেই বরুণদেব সকল দিনে আমাদিগকে সংপথের লহিত মিলিত করুন (অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে প্রতিদিন সংপথে প্রবর্তিত করুন) ; এবং আমাদিগের আয়ুঃ বর্ধিত করুন (দীর্ঘজীবন দান করুন) ।

'সুপথা' এই পদটি 'সুপথিন' শব্দের উত্তর তৃতীয়র একবচনে নিম্পন্ন । ঐ পদে 'স্বতী পূজারাম' এই লিচমানুসারে পূজার্ব 'স্ব' ও 'পথিন' শব্দের লমাস হইলে 'ন পূজনাত্' (পা० ৫।৪।৬৯) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত । অ প্রত্যয় । তৎপল মা । অবার-পূর্বপদের প্রকৃতি-স্বর প্রাপ্ত হইলে, 'পদাদিশ্চন্দ্রি বহুলমিত্তান্তর' এই নিয়মবশতঃ উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত

যথা তৃতীয়া আলাদেশঃ । পা० ৭।১।৩৯ । অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরং লিংস্বরেণ বাধাতে
ক্রমাদনশেচকম ভবতি অবহত্রীহিবাৎ । বহত্রীহৌ হি তবিধীয়তে । আহাদান্তং ঘাচ্ছন্দসি ।
পা० ৩।২।১১৯ । ইত্যোক্তমপি ন ভবতি । পথিন্ শক্ভাস্তোদাস্তবাৎ । করৎ । করোতেলোটি
ব্যত্যয়েন শপ্ । শপো লুক্ লেটোহডাটাবিত্যভাগমঃ । ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ । যথা
ছান্দসে লুঙি কৃমৃদুকৃহিত্যঃ । পা० ৩।১।৫৯ । ইতি চেন্নঙ্ । বদৃশোহঙি ঞ্ণঃ । পা०
৭।৪।১৬ । ইতি ঞ্ণঃ । বহলং ছন্দস্তমাঙযোগেহপীত্যাভাবঃ । প্রাণঃ । উপসর্গাবহলং ।
পা० ৮।৪।২৮।১ । ইতি নসো ঞ্ণৎ । তারিবৎ । তারয়তেলেটাভাগমঃ । বহলং লোটিভি
সিপ্ । আদেশ প্রত্যয়োরিতি বৎ । ১২ ।

* * *

দ্বাদশ (২৭৯) ঋকের বিশদার্থ ।

— — ::: * ::: — —

পূর্বের কয়েকটি ঋক্ ভগবানের মহিমা-জ্ঞাপক । এ ঋক্ প্রার্থনা-
মূলক । লোকের পাপপুণ্য সকল কৰ্ম্মই ভগবান্ দেখিতে পান, তাঁহার
ভীক্ষু-দৃষ্টির নিকট কিছুই গোপন থাকিবার নহে,—মনে যখন এই ভাবের
উদয় হয়,—মানুষ যখন এ তত্ত্ব জ্ঞয়জন্ম করিতে পারে ; তখনই তাহার
ভগবানের শরণাপন্ন হয় । এখানে গেই ভাবই ব্যক্ত দেখিতেছি ।
ভগবানের মহিমার বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সারভূত প্রার্থনার বিষয় কি

হইয়াছে । অথবা তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে 'লুক্' আদেশ (পা० ৭।১।৩৯) । যদি ক্রতু প্রকৃতি
শক্ থাকে, তাহা হইলে 'লিং' স্বরের দ্বারা অব্যয়পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর বাধিত হয় । (এই
স্থলে) তাহা হইবে না ; কারণ, বহত্রীহি লমাস হয় নাট । বহত্রীহি লমানেই অব্যয়পূর্ব-
পদের প্রকৃতিস্বর বিধিত হইয়া থাকে । 'আহাদান্তং ঘাচ্ছন্দসি' (পা० ৩।২।১১৯)
এই নিয়মামুসারে আদিস্বর উদাস্তব হইবে না ; কারণ, পথিন্ শক্ভের অন্তস্বর উদাস্ত
হইয়াছে । 'করৎ' এই পদটি, কৃ ষাতুর উত্তর লোট পরে বিপর্যায়ের 'শপ্' প্রত্যয়, 'শপ্'
এর লুক্, অনন্তর 'লেটোহডাটো' এই নিয়মে লোটের স্থানে 'অট্' আগম এবং 'ইতশ্চ-
লোপঃ' এই শব্দ দ্বারা ই-কারের লোপ করিয়া গিক্ হইয়াছে । অথবা, বৈদিক 'লুঙ', পরে
'কৃমৃদুকৃহিত্যঃ' (পা० ৩।১।৫৯) এই শব্দ দ্বারা 'চি'র স্থানে 'অঙ্' প্রত্যয়, 'ঋ-বৃশোহঙি ঞ্ণঃ'
(পা० ৭।৪।১৬) এই শব্দ দ্বারা ঞ্ণ করিয়া গিক্ হইয়াছে ; কিন্তু, 'বহলং ছন্দস্তমাঙযোগেহপি'
এই নিয়মামুসারে 'অট্' (অ) আগম হইল না । 'প্রাণঃ' এই শব্দে 'উপসর্গাবহলং' (পা०
৮।৪।২৮।১) এই নিয়মামুসারে 'নস্'এর ন-কার 'ণ' হইয়াছে । 'তারিবৎ' এই পদটি তারি
ষাতুর উত্তর লোট পরে অট্ আগম এবং 'বহলং লোটি' এই নিয়মামুসারে 'সিপ্' প্রত্যয়
করিয়া গিক্ হইয়াছে । 'আদেশ প্রত্যয়োরিতি বৎ' এই শব্দ দ্বারা উপলব্ধি বৎ হইয়াছে । ১২ ।

* * *

নাছে—তাহা বুঝিয়া, মাধক এখন কহিতেছেন,—‘হে ভগবান ! আপনি
গর্ভজ, আপনি সকলই জানিতোছেন ; আপনার অনুকম্পা ভিন্ন আমার
আর উপায়ান্তর নাই ; তাই করযোড়ে মিনত করিতেছি, আপনি আমায়
সংপথানুষ্ঠান করুন। আমার চিত্ত চঞ্চল ; সে মনাই নিপথে প্রদাহিত
হয়। তাহাকে সংযত করিয়া সুপথে পরিচালন পক্ষে আপনিই একমাত্র
মহায় ; আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন। আমার আয়ু বৃদ্ধি
করিয়া দেন। আয়ুবৃদ্ধিত গাঙ্গে গাঙ্গে আমি যেন সংকল্পে জীবনকে
শুস্ত করিতে পারি। সংকল্পশীল আয়ুই এখন আমার প্রার্থনীয়। কেন-ন’,
তাহাই আমার শ্রেয়ঃপাদক।’ (১ম—১৫সূ—১৬খ)।

— . —
ত্রয়োদশী পদক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলং । পঞ্চবিংশসূক্তং । ত্রয়োদশী পদক) ।

বিভ্রদ্ভ্রাপিং হিরণ্যায়ং বরুণো বস্ত নির্গিজং ।

পরি স্পশো নি ষেদিরে ॥ ১৩ ॥

* * *
পদ-নিম্নেষণং ।

বিভ্রং । ভ্রাপিং । হিরণ্যায়ং । বরুণঃ । বস্ত । নিঃস্থনিজং ।

পরি । স্পশঃ । নি । সেদিরে ॥ ১৩ ॥

. . .
মর্ষান্তসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘বরুণঃ’ (সে ভগবান) ‘হিরণ্যায়ং’ (কনককিরণযুক্তং, জ্যোতির্ময়ং) ‘নির্গিজং’ (কলঙ্ক-
হিতং) ‘ভ্রাপিং’ (আকাশবৎ অনন্তরূপং) ‘বিভ্রং’ (ধারয়ন) ‘বস্ত’ (বিশ্বং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে),
‘স্পশঃ’ (স্পর্শঃ, তত্ত জ্যোতির্নিবহঃ) ‘পরি নিষেদিরে’ (লক্ষ্যতো ব্যাপ্তবস্তঃ) । নিম্নলিখো
জ্যোতির্ময়ঃ সে ভগবান্ অনন্তরূপেণ লক্ষ্যত্র স্বাকরণং বিকিরয়তি । (১ম—২৫সূ—১৩খ) ।

বজ্রানুবাদ ।

এই ভগবান বরুণদেব, জ্যোতির্ষ্ময় কলঙ্ক-পরিশূণ্য অনন্তরূপ গ্রহণ-পূর্বক, বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ; তাঁহার রাশ্মিরাঞ্জি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । (১ন—২৫সূ—১৩খ) ।

* . *

লায়ণ-ভাষ্য ।

হিরণ্যমং স্তবর্ণময়ং জ্রাণিং কবচং বিভ্রজারয়ন বরুণোনির্বিজং পুষ্টং স্বশরীরং বস্ত্রা
আচ্ছাদয়তি । স্পশো হিরণ্যস্পর্শিনো রশ্ময়ঃ পরিনিষেদিরে । সর্বতো নিষণাঃ ।

বিভ্রং । বিভ্রুঃ শতরি নাত্যস্তাচ্ছতুঃ । পা० ৭।১।৭৮ । ইতি মুমতাঃ । অভ্যস্তা-
নামানিরিত্যাদাস্তবং । জ্রাণিং । জ্রা কুংসায়াং গতো । জ্রাপয়তীষুনকুংসতাং গতিং
জ্রাপয়তীতি জ্রাপিঃ কবচং । অতি-হ্রীত্যাदिना । পা० ৭।৩।৫৬ । পুগাগমঃ । ঔগাদিক
ইপ্রত্যয়ে পি লোপঃ । হিরণ্যমং । ঋত্বায়াস্বাবাস্বমাধ্বীতিরণ্যানি ছন্দসীতি তিরণ্যশ্চা-
ধ্বিকারার্থে বিহিতস্ত ময়টো মশ্বলোপো নিপাতিতঃ । বস্ত্রা : বস আচ্ছাদনে । লঙ্ঘ্যাদাদিহা-
চ্ছণো লুক্ । পূর্ববদভ্যবঃ । নির্বিজং । নিজিস্ শৌচপোষণয়োঃ । স্পশঃ । স্পশ
বাধনস্পর্শনয়োঃ । ক্বিপ্ চৈতি ক্বিপ্ । নিষেদিরে । মদুবিপরপগত্যাদনেষু । অম্ব-
গত্যর্থং কশ্মনি লিটো হাত্যাণলোপো । লদেরপ্রত্যেরিতি ষৎ । ১৩ ।

লায়ণ-ভাষ্যের বজ্রানুবাদ ।

বরুণদেব স্তবর্ণময় বর্ম্ম ধারণকরতঃ স্বীয় পরিপুষ্টে (স্কুল) শরীরকে, আবৃত করিয়া
পাকেন । তাঁহার সেই স্বর্ণময় বর্ম্মের কিরণ-লম্ব হ সর্বদিকে রহিয়াছে ।

'বিভ্রং' এই পদে 'ভৃ' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' পরে 'নাত্যস্তাচ্ছতুঃ' (পা० ৭।১।৭৮) এই
স্বত্রানুসারে মুগ্ হহণ না ; এবং 'অভ্যস্তানামাদি' এই নিয়মানুসারে আদি-স্বর উদাস্ত
হইয়াছে । 'জ্রাণিং' এই পদটি কুংসা-(নিন্দা) ও গতার্থ জ্রা ধাতু হইতে নিস্পন্ন ।
'জ্রাপয়তি' অর্থাৎ কুংসিত গতি (দশা) পাওয়ায় যে, জ্রাপি শব্দে তাহাকেই বুঝাইতেছে ।
'জ্রাপি' শব্দের অর্থ কবচ (বর্ম্ম) । 'অতি-হ্রী' (পা० ৭।৩।৫৬) ইত্যাদি স্বত্র দ্বারা জ্রা
ধাতুর উত্তর 'পুক্' আগম, এবং ঔগাদিক 'ই' প্রত্যয়, পরে 'নি'র লোপ হইয়াছে । 'হিরণ্যমং'
এই পদটি 'ঋত্বায়াস্বাবাস্বমাধ্বী হিরণ্য্যানি ছন্দসি' এই স্বত্র দ্বারা তিরণ্য শব্দের উত্তর 'বিকার'
অর্থে বিহিত 'ময়টু' প্রত্যয়ের নিপাতনে 'ম'কারের লোপ করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে । 'বস্ত্রা'
এই পদটি আচ্ছাদনার্থ 'বস্' ধাতুর উত্তর 'লঙ' পরে অদাদিগণীয় ঔত্তর লগের লুক্ কারয়া
সঙ্ঘ হইয়াছে ; কিন্তু পূর্বের জ্রা অটু (অ) আগম হইল না । 'নির্বিজং' এই পদটি শৌচ ও
পোষণার্থ 'নিজ' ধাতু হইতে নিস্পন্ন । 'স্পশঃ' এই পদ বাধন ও স্পর্শার্থ 'স্পশ' ধাতুর
উত্তর 'ক্বিপ্ চ' এই স্বত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া লিঙ্ঘ হইয়াছে । 'নিষেদিরে' এই পদটি
(লদ্ব ধাতুর অর্থ বিসরণ, গমন ও অগমাদ) গমনার্থ 'মদু' ধাতুর উত্তর কশ্মনাচো 'লিটু', পরে
মূল ধাতুর অকারের স্থানে একার ও ঋক্ভাগের লোপ, এবং 'লদেরপ্রত্যে' এই স্বত্রানুসারে
লকারের ষৎ করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে । ১৩ ।

ত্রয়োদশ (২৮০) শব্দের বিশদার্থ ।

এই শব্দের কয়েকটি শব্দের ভাব পরিগ্রহ উপলক্ষে শব্দটির নানারূপ অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে। 'দ্রাপিং' শব্দে সাধারণতঃ 'কবচ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। তাহাতে বুঝা যায়, বক্রগদেব যেন স্তম্ভের কবচ ধারণ করিয়া আছেন। 'স্পশঃ' শব্দে কেহ কেহ ভূত্য অর্থ গ্রহণ করেন। 'পতি নিষেদিরে' পদে 'চারিদিক ঘেরিয়া বসিয়া আছে'—এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হয়। এই সকল ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসরণে শব্দের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'নিষ্কলঙ্ক (খাদ্যহিত) গোপার পদক গলায় দেলাইয়া বক্রগদেব বসিয়া আছেন; আর, তাঁহার ভূত্যগণ তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।'

কিন্তু পূর্বে পূর্বে শব্দের লিখিত সম্বন্ধের বিষয় বিচার করিলে এবং ঐ শব্দ-কয়েকটির মুখ্য লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, কখনই ঐরূপ অর্থ আনয়ন করা যাইতে পারে না। পরন্তু, শব্দ-কয়েকটির মাতৃগত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা এই কথাগুলির যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহারই মার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। 'দ্রাপিং' শব্দের বাৎপত্যর (সামগ-ভাষ্য দেখুন) প্রতি লক্ষ্য করিলে, উক্ত কবচ অর্থ অতি কষ্ট-কল্পনামূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু, 'দ্রাপ' শব্দের আকাশ অর্থ সকল অভিধানেই পাওয়া যায়। তদনুসারে ঐ 'আকাশং অনন্তরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। মাৎস্য হইলেই 'নির্গিজং' শব্দের 'কলঙ্কপরিশূন্য নিষ্কলঙ্ক' ভাব আসিতে পারে। 'স্পশঃ' শব্দের সামগই 'রশ্ময়ঃ' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'রশ্মি' বলিতে তাঁহার মস্তকভাগই বুঝাইয়া থাকে। তিনি সদ্ভাবে সর্ষপ ব্যাধি রহিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। ফলতঃ, সর্ষপরূপ সর্ষপ্যাপী ভগবানকে বুঝাইতে যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, ঐ সকল শব্দে তাহাই বুঝাইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধ কল্পনা করা নিঃস্বপ্নমাত্র। তাহাতে বিভ্রমই আনয়ন করে। (১ম—১৫ম—১০ম)।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶ୍ଳୋକ ।

(ଶ୍ରୀଧର ମଂଜୁଳା । ମଂଜୁଳା ଶ୍ଳୋକ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶ୍ଳୋକ) ।

ନ ଯଂ ଦିପ୍ସନ୍ତି ଦିପ୍ସବୋ ନ ଜ୍ଞହ୍ୟାଣୋ ଜନାନାଂ ।

ନ ଦେବଭିମାତୟଃ ॥ ୧୪ ॥

ମନ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

ନ ଯଂ । ଦିପ୍ସନ୍ତି । ଦିପ୍ସବୋ । ନ । ଜ୍ଞହ୍ୟାଣଃ । ଜନାନାଂ ।

ନ । ଦେବଃ । ଭିମାତୟଃ । ୧୪ ॥

ସର୍ବୋପାସନା-ବ୍ୟାଧା ।

'ଦିପ୍ସନ୍ତି' (ଦିପ୍ସନ୍ତି) 'ସଂ' (ଯଜୁର୍) 'ନ ଦିପ୍ସନ୍ତି' (ନ ଦିପ୍ସନ୍ତି, ସଂ ଶାନ୍ତି ଦି-ଅନ୍ତରାଃ
ପରିତ୍ୟାଗଃ ଇତି ଥାବ), 'ଜନାନାଂ' (ଲୋକାନାଂ) 'ଜ୍ଞହ୍ୟାଣଃ' (ଜ୍ଞହ୍ୟାଣଃ, ଶୋଷଣଃ) 'ନ' (ସଂ ନ
ଜ୍ଞହ୍ୟନ୍ତି ସଂ ମାରିଧ୍ୟାଂ ଶୋଷଣବତାବଂ ପରିତ୍ୟାଗଃ ଥାବ), 'ଭିମାତୟଃ' (ମାପ୍ୟାୟଃ)
'ଦେବଃ' (ତଂ ଉଗ୍ରବନ୍ଧଃ ବରୁଣଦେବଃ) 'ନ' (ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତି) । ମର୍ତ୍ତ୍ୟେହିମି ଅସଂହ୍ୟାୟଃ ଉଗ୍ରବନ୍ଧବନ୍ଧନ
ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତା ବଦନ୍ତି ଥାବ । (୧ମ ୧୧୨-୧୧୩) ।

ବଦାହୁନାମ ।

ହିଂସକଗଣ (ମଂଜୁଳାରେ ଉ-ଅନ୍ତରାୟମୟ) ଯେ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରନ୍ତି
ପାରେ ନା (ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ୟପଦ ହଟିଲେ ହିଂସା ଲୋପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେ) ମନୁଷ୍ୟାଦିଗଣ
ଶୋଷକାରୀ (ଅଜ୍ଞଗଣ) ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ପାରେ ନା (ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ୟପଦ
ହଟିଲେ ଆର୍ପଣାର ପାପବୃଦ୍ଧି ପରିତ୍ୟାଗ କାରଣେ ବାଧା ହେ), ପାପ ହେଉ
ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀମର୍ଥ ହେ ନା । (୧ମ-୧୧୨-୧୧୩) ।

সারণ-ভাষ্যং ।

দিম্পবো হিংসিতুমিচ্ছন্তো নৈরিণো যৎ বক্রণং ন দিম্পন্তি । ভীতাঃ সন্তো হিংসিতু-
মিচ্ছাং পরিত্যজন্তি । অনানাং প্রাণিনাং ক্রুহ্বাণো স্রোদ্ধারোহপি যৎ বক্রণং প্রীতি ন ক্রুহন্তি ।
অভিমাভয়ঃ পাপ্যুনাঃ । পাপ্যু বা অভিমাভিরিতি স্রুতাস্তরাৎ । দেয়ং তৎ বক্রণং স্পৃশন্তি ॥
দিম্পন্তি । দস্ত, দস্তে । অস্মৎসনি সনীনস্তুর্ক্বেত্যাদিনা । পা০ ৭২৪২ । উভতাসঃ ।
তলস্তুচ্চ । পা০ ১২১০ । উভাত্ত তলগ্রহণস্ত জাতিবাচিৎস্বাৎ সনঃ কিৎস্বাদস্ত উচ্চ । পা০
৭৪৫৬ । ইতি দকারাৎপবস্তাকারস্তেকারঃ । অনিদিতামিতি ন লোপঃ । ভবভাবাতান-
শ্চান্দসঃ । পা০ ৮২৩৭ । অত্র লোপোহভ্যাসস্ত । পা০ ৭৪৫৮ । উভাত্তালোপঃ ।
শপঃ পিৎস্বাদস্তস্বৎ । তিঙ্শ্চ লসর্ক্বধাতু কস্বরেণ । সনো নিবান্নিৎস্বরেণাত্তস্বৎ । যদ্ব-
বস্তযোগাদনিষাতঃ । দিম্পনঃ । সনস্তাদস্তেঃ সনাশংলভিক উঃ । পা০ ৩২১৬৮ । উভাপত্যয়ঃ ।
প্রত্যয়স্বরঃ । ক্রুহ্বাণঃ । ক্রুহ জিঘাংসারঃ । অস্ত্রোক্তোহপি দৃশুস্তে ইতি কনিপ । প্রত্যয়স্ত
পিৎস্বাদস্তস্বৎ ধাতুস্বরেণাত্তস্বৎ । ১৪ ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হিংসাপরাধম শক্রগণ ভীত ভয়ং মে বক্রণদেবের প্রতি হিংসানাননা পরিত্যাগ করে,
এবং প্রাণিস্রোহিরাও (জীবঘাতকেরাও) মে বক্রণদেবের প্রতি ভয়নাতিপ্রায় প্রকাশ করে
না । অভিমাভি শব্দের অর্থ পাপ ; কারণ, 'পাপ্যু বা অভিমাভিঃ' এইরূপ অপর স্রুতি আছে ।
পাপ-দম্বুৎ সেই বক্রণদেবকে স্পর্শ করে না ।

"দিম্প'ন্ত" এই পদ, - দস্তার্থ 'দনস্ত' ধাতুর উত্তর সন করিয়া দিম্পন্ত হইয়াছে ।
'সনীনস্তুর্ক্বে' (পা০ ৭২৪২) এই সূত্রানুসারে উট্ (উস) হইল না ; এবং 'তলস্তুচ্চ'
(পা০ ১২১০) এই সূত্রে 'তল'এর জাতিবাচিৎস্বাৎ সন প্রত্যয়ের কিৎস্বাব হইল ।
এই অস্ত্র 'দস্ত উচ্চ' (পা০ ৭৪৫৬) এই সূত্রানুসারে দ কারের পরস্থিত অ কারের স্থানে
ই-কার এবং 'অনিদিতাঃ' এই সূত্র দ্বারা ন-কারের লোপ হইয়াছে । আর ঐ পদে বৈদিক
প্রয়োগ-হেতু, 'একাচোবশঃ' (পা০ ৮২৩৭) ইত্যাদি সূত্র-প্রাপ্ত, ভব, ভান . (দ-কারের
স্থানে ধকার) হইল না ; এবং 'লোপোহভ্যাসস্ত' (পা০ ৭৪৫৮) এই সূত্র দ্বারা বিক্রান্ত
ভাগের লোপ, শপের 'প' ইৎ যাওয়ার অন্ত্যস্ত স্বর এবং ল ও সর্ক্বধাতু লক্ষ্যীয় স্বর দ্বারা
তিঙ্-প্রত্যয়ের স্বর অন্ত্যস্ত আর সন প্রত্যয়ের ন কার ইৎ যাওয়ার নিৎস্বরের দ্বারা
আ'দ-বর্গ উদাত্তস্বর হইয়াছে । যদ্বস্তযোগেহেতু নিষাত হইল না । দিম্পনঃ এই পদ -
সহে দনস্ত ধাতুর উত্তর 'সনাশংলভিক উঃ' (পা০ ৩২১৬৮) - এই সূত্রানুসারে 'উ'-প্রত্যয়
করিয়া সিদ্ধ । উক্তপদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে । 'ক্রুহ্বাণঃ' জিঘাংসারচক ক্রুহ ধাতুর উত্তর
'অস্ত্রোক্তোহপি দৃশুস্তে' এই সূত্রানুসারে ক'নপ করিয়া দিম্পন্ত হইয়াছে । উক্ত পদে প্রত্যয়ের
'প' ইৎ যাওয়ার অন্ত্যস্ত স্বর হইলে পর, ধাতুস্বর দ্বারা আদিবর্গ উদাত্তস্বর হইয়াছে ॥ ১৪ ॥



চতুর্দশ (২৮১) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—‘বক্রগ-দেবতার এতই প্রতাপ যে, শক্রগণ তাঁহার শক্তির নিকট ঘেঁসিতেও পারে না, পাপ (অসুরগণ) তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। প্রচলিত অর্থ যাহাই থাকুক, এ ঋকের ভাব নড়ই উচ্চ। ভগবানের একটু নিকটস্থ হইতে পারিলে, হিংসার ভাব দূরে যাইবে, রক্তশোষক ত্রিপুগণ নিঃশেষ হইবে, পাপ-প্রবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে। হিংসক তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না, শোষণকারিগণ তাঁহার নিকট গিয়া প্রতিহত হয়, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে,—এ সকল ঋকের ভাবার্থ কি ? ভাবার্থ কি এই নহে,—ভগবৎ-সামীপ্য-লাভে সমর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শক্রের উপদ্রব দূরীভূত হয়। পরন্তু সংসহযুত হওয়ায়, অসদৃশ্য পর্যায়ে সদৃশ্যে পরিণত হইয়া যায়। শক্রভাবেই হউক, আর মিত্রভাবেনই হউক, ভগবৎ-সম্বন্ধসাত্রই হিংস্রক হিংসারিত্তি পরিত্যাগ করে, রক্তশোষক মন্বৃতির পোষক হইয়া দাঁড়য়, পাপের পরিণতি পুণ্য-সংক্রমে পুণ্যময় হইয়া আসে। হে মানব! তোমরা ভগবানের গহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে চেষ্টা করিত হও,—কোনও শক্রের বিভীষিকা তোমাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন না। শক্রও মিত্র হইয়া আসিবে,—ইহাই এ ঋকের মর্মার্থ (১ম — ২২সূ — ১৪শা) ।

— § ০ § —

পঞ্চমশী শাক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ : পঞ্চদশমৃক্ । পঞ্চমশী শাক্ ।)

উত যো মানুষেধা যশশ্চক্রে অসাম্যা ।

অস্মাকমুদরেধা ॥ ১৫ ॥

পদ-নিম্নলিখণ।

উত । যঃ । মানুষেষু । আ । যশঃ । চক্রে । অসামি ।

আ । অস্মাকং । উদরেষু । আ । ১৫ ॥

* * *

মর্কটসারিনী বাণ্যা ।

'উত' (অপিচ) 'যঃ' (ভগবান) 'মানুষেষু' (মর্কটজনতিতসামনেষু) 'অসামি' (সম্পূর্ণ) 'যশঃ' (শ্রেয়ঃ) 'আ চক্রে' (মর্কটতোভাবেন কৃতবান), ম ভগবান 'অস্মাকং' (পার্বিনঃ) 'উদরেষু' (দেহপারণাদিভিঃ উপায়ৈঃ) 'আ' (যথাপ্রয়োজনং কৃতবানি'ত, শেষঃ) । মর্কটজনশ্রেয়োগামনেষু ভগবতো মতিমা মর্কটপা প্রকটিতা ইতি ভাষঃ । (১ম ২৫৭ - ১৫৮) ।

* * *

বঙ্গামুদাদ ।

যে ভগবান্ মর্কটজনের হিতসামনোদ্দেশ্যে (মৎপারে) মর্কটতোভাবে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়োগামন করিয়া রাখিয়াছেন ; সেই ভগবান্ আমাদের দেহপারণ প্রভৃতির উপায়-বিধান দ্বারা (মর্কটপা) আমাদের যথা-প্রয়োজন ইচ্ছাগামন করিয়া থাকেন । (১ম - ১৫সূ - ১৫৮) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যং ।

উত অপিচ যো বরুণো মানুষেষু যশোভনমচক্রে । মর্কটঃ কৃতবান্ । ম বরুণঃ কুর্কমপা মর্কট অসামি । সম্পূর্ণঃ চক্রে ন তু নুগং কৃতবান্ । বিশেষতোহস্মাকমুদরেষু মর্কটশচক্রে ।

মানুষেষু । মনোজ্ঞাতাবক্রোতো যুক চ । পা० ৪।১।১৬। ইত্যঞ্ । ঐন্দ্রতাদি-
নিত্যমিত্যাদ্ভাদান্ত্বং । চক্রে । প্রত্যয়স্বরঃ । অসামি । অন্যরে নঞ্ কুনিপাতানামিতি

সারণ ভাষ্যের বঙ্গামুদাদ ।

পুনশ্চ, যে বরুণদেব নরলোকের নিমন্ত স্থলে অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) করিয়াছেন ; সেই বরুণদেব অন্নসমুদয়কে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কোনও অংশ অন্ন করেন নাই । বিশেষতঃ, আমাদের উদরের নিমন্ত পর্যাপ্ত অন্ন দান) করিয়াছেন ।

'মানুষেষু' এই পদটি 'মনোজ্ঞাতাবক্রোতো যুক চ' (পা० ৪।১।১৬) 'এই স্ত্রোত্রেরা যশু-
শব্দের উত্তর অঞ্ এবং যুক প্রত্যয় করিয়া 'নমস হইয়াছে, এবং ঐ পদে 'ঐন্দ্রতাদিনি'তাম'
এই নিরুপাধানে আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে । 'চক্রে' এই পদে প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে । 'অসামি'

বক্তব্যঃ । পা० ৬২২।১ । ইত্যাব্যপূর্বপদপ্রকৃতিব্রহ্মঃ । যশঃ । অশেষুর্ভি চেতাশ্বনু ।
উদরেষু । উদিত্বপাতেরজলৌ পূর্বপদান্তালোপশ্চ । উ० ৫।১৯ । ইত্যনু । গিৎসবঃ ।
গতিকারকোপপদানিত্তাস্তরপদপ্রকৃতিব্রহ্মঃ । ১৫ ।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়েষ্টানশো বর্গঃ ।

* * *

পঞ্চদশ (২৮২) শব্দের বিশদার্থ ।

— — — . : . : . — — —

আমরা যুত, আমরা অকৃতজ্ঞ, তাই তাঁহার করুণার কথা শ্রবিত হই ।
সর্বতোভাবে তিনি জীবের তিত-গাণনের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন ।
কিন্তু জীবের শ্রেয়ঃ হয়, তৎপক্ষে তাঁহার দৃষ্টি সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছ ।
তিনি আমাদেরকে এই যে দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রদান করিয়াছেন, সে
তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন । কিন্তু ঘোর ভ্রান্ত অজ্ঞ আমরা । আমরা
পথ দেখিয়াও দেখিতে পাই না,—তাঁহার করুণার বিষয় জানিয়াও
জানিতে পারি না । এ নাকু তাঁহার যে ই ম হমার বিষয় আমাদেরকে
স্মরণ করাইয়া দিতেছে ।

এ শব্দেরও দুইটী শব্দের অর্থ উপলক্ষে শব্দের অতি-উচ্চ ভাবে
একটু খর্ষ করা হয় । শব্দে আছে—‘যশঃ’ ; ভাষ্যকারগণ তাহার
অর্থ করিয়াছেন—‘অমঃ’ । কিন্তু ঐ শব্দের অতি সঙ্গত ও সমাচীন প্রতি-
বাক্য, আমরা মনে করি, ‘শ্রেয়ঃ’ । এইরূপ ‘উদরেষু’ পদেও, আমরা
মনে করি, ‘উদরেতে’ অর্থ নহে ; ঐ শব্দের প্রতিব্যাপক ও সঙ্গত
অর্থ—দেহধারণার উপায়ে । আমরা যে এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি,
কি উৎকর্ষ কি গাণনার ফলে সে দেহের গাণন্যতা গাণিত হইবে, তিনিই

এই পদটিতে ‘অশয়ে মঞকুনিপাতানামিতি বক্তব্যঃ’ (পা० ৬২২।১) এই বক্তব্য সূত্র দ্বারা
অব্যয়-পূর্বপদের প্রকৃতিব্রহ্ম হইয়াছে । ‘যশঃ’ এই পদ ‘অশেষুর্ভি’ এই সূত্র দ্বারা অশ্-ধাতুর
উত্তর অক্ষর প্রত্যয় ও যুটী আদেশ করিয়া সঙ্ক ০ হয় । ‘উদরেষু’ এই পদ ‘উদিত্বপাতের-
জলৌ পূর্বপদান্তালোপশ্চ’ (উ० ৫. ১) এই সূত্র দ্বারা (উৎ পূর্বক পা ধাতুর উত্তর)
অনু প্রত্যয় করিয়া দিচ্ছ ০ হয় । উক্ত পদে গিৎসব, এবং ‘গতিকারকোপপদাৎ’ এই
নিয়মানুসারে উত্তরপদের প্রকৃতিব্রহ্ম হইয়াছে । ১৫ ।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয়েষ্টানশো বর্গ সমাপ্ত ।

* * *

তাঁহার উপায় প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না—
ইহাই আমাদের বিলম্ব। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছিতে লক্ষ্য করি, আপনার
ইন্টপথ চিনিয়া লইতে লক্ষ্য হই, আমাদের শ্রেয়ঃ অবশ্যস্তাবী হয়। এ
ধাক্ আমাদিগের সেই আভাষ প্রদান করিতেছে। (১ম—২৫সূ—১৫ধা) ৬

মোড়শী ধাক্ ।

(পঞ্চমং মণ্ডলং । পঞ্চবিংশ-সূক্তং । মোড়শী ধাক্ ।)

পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্বাতীরনু ।

ইচ্ছন্তীররুচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লষণং ।

পরা । মে । যন্তি । ধীতয়ঃ । গাবঃ । ন । গব্বাতীঃ । অনু ।

ইচ্ছন্তী । উরুচক্ষসং । ১৬ ॥

* * *

মর্ধ্যাহুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'গাবঃ' (রক্ষয়ঃ) 'ন' (যথা) 'গব্বাতীঃ' (পৃথ্বীব্যাপকা ভবন্তীতি শেষঃ) তদ্বৎ
'উরুচক্ষসং' (সর্ষজ্জরঃ) 'ইচ্ছন্তীঃ' (কাজ্জন্তীঃ, ভগবৎপদমিলনং ঈঙ্গন্তী) 'মে' (মম)
'ধীতয়ঃ' (বুদ্ধয়ঃ) 'পরা' (নিবৃত্তিরহিতাঃ, অনিচ্ছেন ইতি যাবৎ) 'অনু যন্তি' (অনু-
গচ্ছন্তি) । রক্ষয়ো যথা স্বতঃসঞ্চালিতা ভবন্তি, মম বৃত্তিনিবহাঃ তথৈব ভগবৎপদাক্কারিণো
ভবন্ত ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম—২৫সূ—১৬ধা) ॥

* * *

বঙ্গাহুসারিণী-
বঙ্গাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

রক্ষিকণা-সমূহ যেমন স্বতঃ-সঞ্চালিত হইয়া পৃথিবীব্যাপ্ত হয়, আমার
বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ অনিচ্ছেন সেইরূপ সেই সর্ষজ্জরঃ ভগবানের সঙ্ঘিত মিলিত
হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে (করুক) । (প্রার্থনার ভাব 'এই যে,—
রক্ষি যেমন স্বতঃ-সঞ্চালিত হয়, আমার বৃত্তিনিবহ সেইরূপ ভগবৎ-
পদাক্কারিণী হউক ।) । (১ম—২৫সূ—১৬ধা) ॥

সারণ-ভাষ্য ।

উক্কচকসং বহুত্ৰিষ্টব্যং বক্রণমিচ্ছন্ততীর্থে শীতয়ঃ শুনঃশেপশ্চ বুদ্ধয়ঃ পরা যন্তি । পরাঘুপা
নিবৃত্তিরহিতা গচ্ছন্তি । তত্র দৃষ্টান্তঃ । গাবো ন । যথা গাবো গব্যতীরসু গোষ্ঠান্তহলক্য
গচ্ছন্তি তৎ ।

গব্যতীঃ । গাবোহত্র যুসন্ত ইত্যধিকরণে স্কিন্ গোৰ্ঘ্যতো ছন্দসি । পা० ৬।১।৭৯।২ ।
ইত্যাদেশঃ । দানীভারাদিভ্যাং পূৰ্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরস্বৎ । যথা যুতির্ঘনৎ । গব্যৎ যবনমজ্জৈতি
বহুত্ৰীহৌ পূৰ্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরস্বৎ । ইচ্ছন্তী । ইষু ইচ্ছার্যৎ । লটঃ শত্ । তুদাদিভ্যাঃ শঃ ।
ইষুগমিবমাঙ্ ইতি ছৎ । অত্রপদেশাল্লসার্কধাতুকানুদাত্তবে বিকরণস্বরঃ শিচ্ছতে । ১৬ ।

* . *

ষোড়শ (২৮৩) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকটি অতি উচ্চ সম্ভাবপূর্ণ । কিন্তু এ ঋকের প্রচলিত অর্থ
এই যে,—‘গরু গকল যেমন গোয়ালের দিকে ছুটিয়া যায়, শুনঃশেপের
বুদ্ধি সেইরূপভাবে বহুত্ৰিষ্টা বক্রণদেয়কে (পাইবার) ইচ্ছা করিতেছে’ ।
এ মতে, ‘গাবঃ’ পদে গাভীগণ এবং ‘গব্যতীঃ’ শব্দ ‘গোষ্ঠ’ (গোয়াল)
অর্থ গ্রহণ করা হয় । বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু ঐ দুই শব্দের ঐ
দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম না । ‘গাবঃ’ শব্দে আমরা এখানে ‘রশ্মি’

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

বহুজন-দর্শনীয় বক্রণদেবের দর্শনাভিলাষিনী আমার (শুনঃশেপের) সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিগৃহীত-
শূন্য হইয়া তদ্বন্দেবে গমন করিতেছে । উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই ; যথা,—যে রূপ গাভীগণ
গোষ্ঠকে (শীত বাগস্থানকে) লক্ষ্য করিয়া অবিরত গমন করে, সেইরূপ ।

‘গব্যতীঃ’ এই পদ, গো-শব্দ-পূৰ্ব্বক যু পাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে ; যথা,—‘গো-সমূহকে
এই স্থলে মিলিত করা হয়’ এইরূপ বাক্যে অধিকরণ-বাচ্যে যু পাতুর উত্তর স্কিন্ প্রত্যয়,
‘গোৰ্ঘ্যতো ছন্দসি’ (পা० ৬।১।৭৯।২) এই হ্রস্ব দ্বারা (গো-শব্দের ও-কারের স্থানে)
‘অব’ আদেশ, এবং দানী ভারাদির মধ্যে গঠিত হওয়ায় পূৰ্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ।
অথবা, ‘যুতি’ শব্দের অর্থ যবন (মিলন), ‘গো সকলের মিলন হয় এখানে,’ এইরূপ
বহুত্ৰীহি সমালোচনার পর পূৰ্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । ‘ইচ্ছন্তী’ এই পদ, ইচ্ছার্ক ‘ইষু’
ধাতুর উত্তর লুটের স্থানে শত্, পরে তুদাদিগণীয় হওয়ায় ‘শ’ প্রত্যয় এবং ‘ইষু গমি যমাং
ছঃ’ এই হ্রস্বস্বারে ব-কারের স্থানে ‘ছ’ করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে । উক্ত পদে অকারের
উপদেশ করার ল-সার্কধাতুক স্বর অনুদাত্ত হইলে বিকরণস্বর অবশিষ্ট রহিল । ১৬ ।

* . *

(কিরণ) অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'গব্বাতীঃ' শব্দে গোষ্ঠ (গোয়াল) অর্থ প্রচলিত কোন-গ্রন্থে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, ঐ শব্দের উৎপত্তি-মূল 'গো' (পৃথিবী)+ 'ঘ' (ন্যাশ্ত)+ ক্তি (ভাবে) অনুসন্ধান করিলে ঐ শব্দে 'পৃথিবী-ব্যাপকতা' ভাবই মনে আসে। তাহাতে ঋকের ভাব ও অর্থ অতি সমীচীন ও সঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়।

রশ্মি (জ্যোতিঃ) আপনি স্বতঃ-বিস্মৃত হয়। চিত্তবৃত্তিমূহ (বুদ্ধি) সেইরূপ ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে আপনিই বিস্মৃত হউক, ইহাই ভাবার্থ। 'গাবঃ' (রশ্ময়ঃ) পদ বহুবচনান্ত প্রযুক্ত হওয়ার এক নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। সর্বদ্রষ্টা ভগবান্ সংস্করণ ; সং-ই সতের সহিত মিলিত হয়। সংসারের অসংখ্য সংকর্ম্ম সংস্করণ সেই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত রহিয়াছে। রশ্মিরাজি যেমন আপনা-আপনি ইতস্ততঃ ন্যাশ্ত হয়, সংকর্ম্ম-সমূহও সেইরূপ আপন-আপনি সেই সংস্করণে বিস্মৃত হইয়া আছে। আমাদের চিত্তবৃত্তিমূহ (বুদ্ধি-সমূহ) সেই সকল সংকর্ম্মের মধ্য দিয়া অবিচ্ছেদে সেই সংস্করণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে প্রচেষ্টা হউক, সংকার্য্য-সম্পাদনে আকাঙ্ক্ষা করুক,—ইহাই এখানকার অভিপ্রায়।

ঋকে ক্রিয়াপদ আছে—বর্তমান-কালের (লটের) ; তাহাতে ভাবার্থ হয় এই যে,—'আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহ অবিচ্ছেদে তাহাতে ব্যাপ্ত হইবার কামনা করিতেছে' ; অর্থাৎ,—প্রার্থনাকারী গাথক আপনার মনোবৃত্তি-দিগকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারিণী করিয়া যেন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন—এই ভাব বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী ঋকে সে ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। অপিচ, ঋকটীকে যদি প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি, তাহাতেও কোনও ত্রুটি আসে না। 'লট' (বর্ত্তমানকাল) স্থলে 'লোট' (অনুজ্ঞা) সূচক প্রতিবাক্য ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিলেই সে অর্থ নিশ্চয়ীকৃত হয়। যাহা হউক, এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে,—'সদ্বৃত্তি-সহযুক্ত হইয়া আমি যেন অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারি, আমার যেন সেই আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হয়। হে ভগবন্ ! আমায়, তুমি সেই বুদ্ধি, সেই শক্তি প্রদান কর,—আমি যেন জগৎকোলে রশ্মিকণার স্থায় তোমার কোলে গদ্বভাবে বিরাজ করিতে পারি।' (১ম—২৫সূ—১৩ঋ)।

সপ্তদশী ঋক্ ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । পদবিশেষ বৃজঃ । সপ্তদশী ঋক্) ।

সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভূতং ।

হোতেব কদসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সং । নু । বোচাবহৈ । পুনঃ । যতঃ । মে । মধু । আভূতং ।

হোতাভূতং । কদসে । প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

* * *

মর্শ্বানুগারিনী-ব্যাখ্যা ।

'যতঃ' (ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনায়ঃ) 'মে' (মম) 'মধু' (মধুরং হবিঃ, ভক্তিসুধাং) 'প্রিয়ং' (তবপ্রীতিার্থং) 'আভূতং' (সম্পাদিতং, সঞ্চিতং) ; যে দেব । তৎ তৎ 'কদসে' (অন্মানি, গ্রহণং করোমি) ; 'পুনঃ' (অপিচ) 'নু' (অধুনা), 'হোতেব' (হোতৃবৎ, সংকর্ষণপরাশ্রয়ঃ লাপক ইব) 'সং বোচাবহৈ' (সমাকপূজাং করবাবহৈ, আবাং মন্ত্রীকং উক্তি বাবৎ ; যবা, পূজাং করতৈব অহমিতি শেবঃ, যবা—আবাং প্রিয়সম্ভাষণং করবাব ইতি ভাবঃ) । হে দেবঃ কুগরা মম পূজাং গৃহাণ ; যস্মাৎ অহমপি সতৈব তব পূজাপরায়ণোমি ; যবা, আবাং পরস্পরং প্রিয়সম্ভাষণমর্থো ভবান, তৎ কুরু ইতি ভাবঃ । (১ম-২৫সূ-১৭খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

ভগবৎ-প্রীতিসাধনকামনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায়, আমার ভক্তিসুধা তাঁহার প্রীতির অমৃত সঞ্চিত হইয়াছে । হে দেব । আপনি তাহা গ্রহণ করুন । আর, এখন হইতে আমি (অথবা মন্ত্রীক আমি) যেন মদ্য সংকর্ষণ-পরাশ্রয় সাধকের ম্যায় আপনার অর্চনায় ব্রতী থাকি ; অথবা আমবা—আপনি ও আমি—উভয়ে, হোতার ম্যায় পরস্পর যেন প্রিয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হই । (১ম-২৫সূ-১৭খ) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বতো যস্মাৎ কারণাৎ মে মজ্জীবনার্ধঃ মধুরং হবিরাভূতং । অঞ্জঃসবাথো কর্শনি সম্পাদিতং ।
অতঃ কারণাচ্ছোভেব হোমকর্ত্তেব হমপি প্রিয়ং হবিঃ ক্ষমসে অশ্রাসি । পুনর্হবিঃস্বীকারা-
দুর্দ্ধং তৃপ্তং জীবয়হং চ ত্বু অবশ্যঃ সংবোচাবটৈহ । সন্তুয় প্রিয়বার্ত্তাং করবাবটৈহ ॥

বোচাবটৈহ । লোভর্থেছান্দনে লুঙি ক্রবো বচিঃ । অস্ততিবক্তীতি চেন্নুভাদেশঃ । বচ
উমিত্তুমাগমে ঞ্ণঃ । যাত্যয়েন টেরেৎ । যথা লোট্ এব লুঙাদেশঃ । স্থানিবস্তাবটৈদৎ ।
আভূতং । লগ্রহোর্ডঃ । গতিরমন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরৎ ॥ ১৭ ॥

• • •

সপ্তদশ (২৮-৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এই ঋকের পদবিষ্টি একটু জটিলতাপূর্ণ। সেই জন্য এ ঋকের
অর্থ বিভিন্নরূপে নিষ্কাশন করা হয়। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ভাবার্থ
হয় এই যে,—নধ্যভূমিতে নীত যুপকাঠে আবদ্ধ শুনঃশেপ যেন বলিতে-
ছেন,—আমার জীবন-স্বার্থ আমি মধুর হবিঃ সম্পাদন করিতেছি ;
হোমকর্ত্তার স্মার আপনিও সেই প্রিয় হবিঃ ভক্ষণ করুন। হবিগর্ভণে
আপনি পরিতৃপ্ত হইলে আমরা উভয়ে (আপনি ও আমি) প্রিয়-সস্তাষণে
প্রবৃত্ত হইব। 'বোচাবটৈ' ক্রিয়াপদ উত্তম-পুরুষের স্থিচনাস্ত মনে
করিয়া এবং তৎসহ 'সং' শব্দের যোগে, 'আমরা উভয়ে প্রিয়সস্তাষণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

যে কারণে আমার জীবনধারণার্থ মধুর হবিঃ 'অঞ্জসব' নামক কর্শ সম্পাদন করিয়াছি ;
সেই কারণে হোমকর্ত্তার স্মার তুমিও প্রীতিকর হবিঃ ভোজন করিয়া থাক। হবিঃ-গ্রহণের
পরে লক্ষতৃপ্তি তুমি এবং জীবিত আমি, উভয়ে মিলিয়া অবশ্যই প্রিয়-সস্তাষণ করিব।

'বোচাবটৈ' এই পদটি ক্রধাতুর উত্তর লোটের অর্থে বৈদিক লুঙ, পরে ক্র-ধাতুর
স্থানে 'বচ' আদেশ ; 'অস্ততি ব্যক্তি' এই শব্দ দ্বারা 'চি'র স্থানে অঙ, 'বচ উম্' এই
শব্দ দ্বারা 'উম্' আগম হইলে উ-কারের ঞ্ণ, এবং বিপর্যয়ে টির স্থানে ঐকার করিয়া
সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা লোটের স্থানেই লুঙের আদেশ, এবং স্থানিবস্তাব (অর্থাৎ লুঙের
লোট্ সানুশ্চ) হেতু ঐ-কার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'আভূতম্' এই পদে 'ল গ্রহোর্ডঃ'
এই নিরসানুসারে ক্র-ধাতুর 'হ' স্থানে 'ত' ; এবং 'গতিরমন্তরতান্' এই শব্দ দ্বারা গতির
('আ' এই উপসর্গের) প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে।

• • •

করি'—এইরূপ অর্থ নির্ধারণ করা হয়। 'যতঃ' পদের প্রয়োগে, 'আমার (শুনঃশেপের) জীবনরক্ষার্থ' অর্থ নির্ধারিত হইয়া থাকে। ●

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। 'যতঃ' পদ পূর্ব থাকেব সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। পূর্ব থাকে প্রকাশ পাইয়াছে,—প্রার্থীর অন্তর-বৃত্তিসমূহ ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছে। এখানে 'যতঃ' পদ সেই অবস্থারই স্মৃতি করিতেছে। মর্ম এই যে,—'ভগবানের কার্যে আত্মনিয়োগ জন্য ইচ্ছুক সেই যে আমি' ইত্যাদি। 'বোচাবট্ঠে' ক্রিয়াপদ ছান্দগ-প্রয়োগ। বচ-ব্যত্যয়ে (একবচনের স্থলে দ্বিবচন) ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ধরিলে, 'আপনার প্রার্থনায় অর্চনায় আমি ব্রতী হই'—এই ভাব আসে। আবার দ্বিবচনের ক্রিয়া স্বীকার করিলে, দুইজন কর্তার অধ্যাহার আবশ্যিক হয়। তাহাতে যজ্ঞকার্যে সজ্জীক প্রার্থনার বিষয় মনে হইতে পারে 'সজ্জীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'—এই শাস্ত্র-বাক্য হিন্দুর চিরমাণ্ড। যজ্ঞ-কার্যে পতিপত্নী উভয়ে ব্রতী থাকিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে, মনে করিতে পারি। তার পর, পরস্পর (আপনার ও আমার) প্রিয়মস্তাষণ আরম্ভ হয়—এরূপ অর্থও অসম্ভব নহে। যখন সকল মনোবৃত্তি ভগবৎপদাক্ষানুসারিণী হয়, যখন সস্তাবরাগি পরিষ্কৃত হইয়া সেই শুদ্ধমন্ত্ররূপে মিলিত হইতে পারে, তখন সাধকে ও সাধ্যে, আরাধকে ও আরাধ্যে, সকল ব্যবধান বিদূরিত হয়;—তখন পরস্পরের সাযুক্য-সম্মিলনে প্রিয়মস্তাষণ প্রকট হইয়া পড়ে। সে ভাবও এখানে পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। 'তোতেব' পদের সার্থকতা তৎপক্ষে বেশ উপলব্ধ হয়। যজ্ঞ-কার্যের সময় হোতৃগণ পরস্পর সমপদবীন্দ্র হইয়া যেরূপ সস্তামগাদিতে সমর্থ হন, তোমার সহিত সেইরূপ সস্তাষণের সার্থক্য আসুক,—ঐ পদে ইহাও বুঝাইতে পারে।

* দায়ণ-ভাষ্য অবলম্বনে যে বক্তব্যবাদ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার দুই প্রকার অমুখ্যক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) "যেহেতু আমার নিম্পাদিত মধুর লোমরস আপনি আনন্দ-পূর্বক পান করেন, অতএব এক্ষণে আমরা উত্তরে পুনর্বার আলাপ করিব অর্থাৎ যজ্ঞে পুনর্বার আপনার স্তব করিব।" (২) "হে বরুণ! যেহেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১৯ বর্গ। } পঞ্চবিংশত্যুক্তং ।

১২৭১

ফলতঃ, সংকর্ষের দ্বারা সংরূপের সহিত মিলনের কামনাই এ থাকে
সর্বথা প্রকাশ পাইতেছে । (১ম—২৫সূ—১৭শা)

— — — — —

অষ্টাদশী পাক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চবিংশত্যুক্তং । অষ্টাদশী পাক) ।

দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্রমি ।

এতা জুষত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

দর্শং । নু । বিশ্বদর্শতং । দর্শং । রথং । অধি । ক্রমি ।

এতাঃ । জুষত । মে । গিরঃ ॥ ১৮ ॥

* * *

মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বিশ্বদর্শতং’ (সর্বদর্শনং তং ভগবন্তঃ) ‘নু’ (খলু, নিশ্চিতং) ‘দর্শং’ (দর্শিতবান
অভিমতি শেষঃ) ; ‘ক্রমি’ (ক্রমায়াং ভ্রমো) ‘রথং’ (স্বদীয়বানং, গতিমিতি যাবৎ) ; ‘অধিদর্শং’
(সমাক্ দৃষ্টবানস্মি) ; ‘এতা’ (উচ্চার্যমাণাঃ) ‘মে’ (মম) ‘গিরঃ’ (স্তম্ভাঃ) ‘জুষত’
(দেবিতবান ভগবান ইতি শেষঃ) । সংকর্ষাঘ্নিতঃ সাধকঃ ভগবদর্শনং লভতে । ল হি ভগবতঃ
গতিবিধিং পশ্যতি । তত্র সাধকস্ত স্তোত্রোণি ভগবন্তং প্রাপ্নোতি । (১ম ২৫সূ—১৮শা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

মেই সর্বদর্শী ভগবানকে আমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছি ; পৃথিবীতে
তাঁহার গতিবিধি সম্যকরূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ; আমার
উচ্চারিত স্তোত্রসমুদায় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে । (তিনি আমার
স্তোত্রসমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন) । (১ম—২৫সূ—১৮শা) ।

* * *

দায়ণ-ভাষ্যঃ ।

বিশ্বদর্শতং নটৈর্কর্কর্শনীমমদনুগ্রহার্থমত্রাবিত্ত্বং বরুণং দর্শং হু । অহং দৃষ্টবান্ ধলু ।
কমি কমারাম্ ভুমৌ রথং বরুণসম্বন্ধিনমধিদর্শং । আধিকোন দৃষ্টবান্ধি । এতা উচ্চাৰ্যামাণা
মে গিরো মদীরাঃ স্ততীর্জুযত । বরুণঃ লেবিতবান্ ।

দর্শং । দৃশেরিরিতো বা । পা० ৩।১।৫৭ । ইতি চেন্নরজাদেশঃ । ঋদুশোহতি গুণঃ ।
পা० ৭।৪।১৬ । ইতি গুণঃ । বিশ্বদর্শতং । দৃশেভূমৃদৃশীতাদিনা । উ० ৩।১০২ । অতচ্-
প্রত্যয়ান্তো দর্শতশব্দঃ । মরুৎখাদিহাৎপূর্কপদান্তোদাত্ত্বং । যথা বিশ্বং দর্শনীমমত্তেতি
বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞারাম্ । পা० ৬।২।১০৬ । ইতি পূর্কপদান্তোদাত্ত্বং । কমি । আতো
ধাতোঃ । পা० ৬।৪।২৪০ । ইত্যত্র ইতি যোগনিভাগাদাকারলোপঃ । ১৮ ।

* * *

অষ্টাদশ (২৮৫) ঋকের বিশদার্থ ।

সাধনার একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিলে, সাধকের যে
দৃষ্টি লাভ হয়, এ ঋক্ তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছে । কর্ম্ম সংসহযুত
হইলে, ভগবানকে পাইবার পথে একটু অগ্রগর হইতে পারিলে, ভগবান
তখন সাধকের প্রত্যক্ষ হন । সে অবস্থায়, সাধক ভগবানকে নিশ্চয়ই
দেখিতে পান ; সে অবস্থায়, ভগবানের গতিবিধি সমস্তই তাঁহার

দায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

দর্শজন-দর্শনীম এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-নিমিত্ত (আমাদিগকে অনুগ্রহীত
করিতে) এই কর্ম্মস্থলে আবিত্ত্বং বরুণদেবকে আমি দেখিয়াছি ; (এবং) এই ভূমিতে
(পৃথিবীতে) বরুণদেবের রথকে প্রকাশ্যতানে দেখিয়াছি । আর আমি যে লম্বস্ত স্ততি
করিতেছি, সেই বরুণদেব আমার সেই লম্বস্ত স্ততি লেবা (অম্বুব) করিয়াছেন ।

'দর্শং' এই পদটা 'দৃশেরিরিতো বা' (পা० ৩।১।৫৭) এই শ্রুতানুসারে 'দৃ'র স্থানে
'অঙ' আদেশ এবং 'ঋদুশোহতি' (পা० ৭।৪।১৬) এই শ্রুত দ্বারা গুণ করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছে । 'বিশ্বদর্শতং' এই পদে 'দৃশ' ধাতুর উত্তর 'ভূমৃদৃশি' (উ० ৩।১০২) ইত্যাদি
শ্রুত দ্বারা 'অতচ্' প্রত্যয় করিয়া 'দর্শত' শব্দ নিম্পন্ন । আর, মরুৎখাদির মধ্যে পঠিত
হওয়ার পূর্কপদের অন্তস্থর উদাত্ত হইয়াছে । অথবা, 'বিশ্ব (সমস্ত) দর্শনীম (হর) ইহার'
এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হইলে 'বিশ্বং সংজ্ঞারাম্' (পা० ৬।২।১০৬) এই নিয়মানুসারে
পূর্কপদের অন্তস্থর উদাত্ত হইয়াছে । 'কমি' এই পদ (কমা শব্দের উত্তর লপ্তমীর এক-
বচনে তি) পরে 'আতো ধাতোঃ' (পা० ৬।৪।২৪০) এই শ্রুত 'আতঃ' এই প্রকার যোগ-
বিভাগ করা হেতু আকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ১৮ ।

* * *

প্রত্যক্ষীভূত হয় ; সেই অবস্থাতেই তাঁহার স্তোত্রগম্বুহ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এ ঋক্, সেই অবস্থায় মানুষকে পৌঁছাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে । ঋক্ যেন বলিতেছে,—‘মানুষ ! একটু অগ্রগর হও, তাহা হইলে, তুমি নিশ্চয়ই সেই সর্বদর্শী ভগবানকে দেখিতে পাইবে ; তাহা হইলে, তাঁহার গতিপথ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে ; তাহা হইলে, তোমার স্তুতিমন্ত্র তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারিবে ’ প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের অর্থ এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমায় সেই শক্তি দাও, আমি যেন তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আমি যেন তোমার গতিপথ দেখিতে পাই, আমার স্তোত্রাদি যেন তোমার সেবার, তোমার কর্মে বিনিয়ুক্ত হইতে পারে ।’ (১ম—২৫সূ—১৮খা) ।

ভাষ্যানুক্রমণিকা ।

বরুণপ্রথালেশ্বিনং মে বরুণেতি বরুণস্ত হবিষোহমুবাচ । পঞ্চমাং পৌর্ণমাতামিতি খণ্ডে স্মৃত্ত্বং । ইমং মে বরুণ শ্রুধী ত্বা বামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ । আ•২।১৭ । ইতি । তামেতাং স্তোত্রং একোনবিংশীমুচমাহ ।

উনবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চবিংশসূক্তং । উনবিংশী ঋক্ ।)

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমত্যা চ যুড়য় ।

ত্বামবস্থ্যরা চকে ॥ ১৯ ॥

সামগ্ৰতাচ্ছাণ্ডকমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

‘বরুণ প্রথাল’ নামক চাতুর্থাঙ্ক-ধাণ্ডে ‘ইমং মে বরুণ’ এই মন্ত্র, বরুণদেব-সম্বন্ধীয় হবিঃ জ্বোয়র অমুবাচ । ‘পঞ্চমাং পৌর্ণমাতাম্’ এই খণ্ডে ‘ইমং মে বরুণ শ্রুধী ত্বা বামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ’ (আ• ২।১৭) এইরূপ স্মৃতি করা হইয়াছে । স্তোত্রং সেই এই একোনবিংশ ঋক্ কথিত হইতেছে ।

পদ-বিশ্লেষণ ।

ইমং । মে বরুণ । শ্রুতি । তবং । অস্ত । চ । যুড়য় ।

ভাং । ভাস্ত্যঃ । তা । চকে ॥ ২ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-নাথ্যা ।

'বরুণ' (হে বরুণদেব !) 'মে' (মম) 'ইমং' (উচ্চার্যমাণং) 'তবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাং) 'শ্রুতি' (শৃণু), 'যুড়য় চ' (সুখর চ, সুখপানকং কুরু); 'অনস্ত্যঃ' (পরিত্রাণকামঃ অহং) 'ভাং' (ভাস্ত্যঃ) 'চকে' (স্তোমি, প্রার্থয়ামি) । হে দেব ! পরিত্রাণকামনয়া অহং ভাং প্রার্থয়ামি ; শৃণু তং প্রার্থনাং, সুখকং নিদায় ইতি ভাষ্যঃ । (১ম—২৫ম—১৯পা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে বরুণদেব ! আমার উচ্চারিত এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আমার সুখপান করুন । পরিত্রাণকামী আমি আপনার উদ্দেশ্যে এই স্তব (প্রার্থন) করিতেছি । (১ম—২৫ম—১৯পা) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে বরুণ মে মর্মানুসারিণী-নাথ্যাঃ তবমাহ্বানং শ্রুতি । শৃণু । কুরু । অস্ত্যামিন্ দিনে যুড়য় । অহানং সুখর । অনস্ত্যঃ বরুণেচ্ছুবতং ভাং বরুণমাতিমুপোনা চকে । শকয়ামি । স্তোমীভার্থঃ ॥
শ্রুতি শ্রু শ্রবণে । লোটো ঠিঃ শ্রুশৃণু কুরু ক্রচ্ছন্দসীতি তেজিরাদেশঃ । বহুণঃ ছন্দসীতি বিকরণস্ত লুক । অস্ত্যামিন্ দৃশ্যত ইতি সংহিতাস্য দীর্ঘঃ । অনস্ত্যঃ । অস-লক্ষ্যং লুপ আত্মনঃ কাচ । ক্রচ্ছন্দসীতি প্রত্যয়ঃ । আচকে । কৈ গৈ শক্ । অস্ত্যামিন্-টা-

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে বরুণদেব ! আপনি আমার এই আহ্বান শুণুন ; এবং অস্ত আমাকে সুখী করুন । আত্মরক্ষাভিলাষী আমি আপনাকে লক্ষ্যে ডাকিতেছি ; অর্থাৎ, আপনার স্তব করিতেছি ।

'শ্রুতি' শ্রবণার্থ শ্রু ধাতুর উত্তর লোটের 'হি', 'শ্রু শৃণু প্ কুরু ক্রচ্ছন্দসি' এই পত্রোত্ত-
লারে 'হি'র স্থানে 'ধি' আদেশ, 'বহুণঃ ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা বিকরণের লুক এবং
'অস্ত্যামিন্ দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতার 'দি'র ঠি-কারের দীর্ঘ করিয়া লিখ হইয়াছে ।
'অনস্ত্যঃ'—এই পদ অস-লক্ষ্যের উত্তর লুপ, আত্ম-লক্ষ্যার্থে কাচ, প্রত্যয়, এবং
'ক্রচ্ছন্দসি' এই পত্রোত্তসারে 'উ' প্রত্যয় করিয়া লিখ হইয়াছে । 'আচকে' এই পদটি

দেচঃ। পা० ৬১৪৫। ইত্যায়ং। বিভাচুবে। আতো লোপ ইটি চ। পা० ৬৪৬৪।
ইত্যাকারলোপঃ। তিঙ্‌তিঙ্‌ ইতি নিঘাতঃ। ১৯।

উনবিংশ (২৮-৬) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋক্‌ মাদাসিধা প্রার্থনামূলক । পূর্ব পূর্ব ঋকে ভগবানের ঐশ্বর্যের
বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে ; তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে প্রত্যক্ষীভূত
হন, তাহার আশায় পাওয়া গিয়াছে। এখানে স্পষ্টে করিয়া সংক্ষেপে
সেই প্রার্থনার বিষয়ই খ্যাপন করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—‘হে
দেব ! আমি আত্মতপস্বী জন্ম—আমি নিজের পরিত্রাণ-লাভের জন্ম—
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমায় রক্ষা করুন;—আমার
সুখসাধন-পক্ষে সহায় হউন।’

ঋকের ‘অনস্ম্যঃ’ পদের প্রতিবাক্যে ‘রক্ষণেষুঃ’ এবং ‘মুড়য়’ (মূলয়)
শব্দের প্রতিবাক্যে ‘প্রাণমে ভব’—এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু মুখ্য
লক্ষ্য যে পরিত্রাণ-কামনা, সুখসাধনেচ্ছা, মোক্ষ-লাভ-লক্ষ্য,—পূর্বাপর
আলোচনায় তাহাটী গোপনীয় হয়। আমরা সেই লক্ষ্যের অনুসরণেই
এই প্রার্থনার অর্থ গ্রহণ করিলাম। (১ম—২৪সূ——১৯ ঋ)।

বিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চবিংশসূত্রং । বিংশী ঋক্)।

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গমশ্চ রাজসি ।

স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০ ॥

শব্দার্থ ‘টক’ ধাতুর উত্তর লিট্, পরে ‘আদেচঃ’ (পা० ৬১৪৫) এই সূত্র দ্বারা (ঐ কার
স্থানে) আকার, স্বিত্, ‘ক’-স্থানে চ-কার, ‘আতো লোপ ইটি চ’ এই সূত্র দ্বারা ‘চকা’ এই
ভাগের আকার-লোপ, এবং ‘তিঙ্‌তিঙ্‌’ এই নিয়মে নিঘাত করিয়া লিট্ হইয়াছে। ১৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণ ।

ঈং । বিখন্ড । মেধির । দিবঃ । চ । গমঃ । চ । রাজসি ।

গঃ । যামনি । প্রতি । শ্রুধি । ২৬ ।

* * *

স্মৃতিস্মারিতী-ব্যাখ্যা ।

'মেধির' (মেধাবিন, জ্ঞানস্বরূপ হে দেব) 'ঈং' (জ্ঞানাত্মকঃ) 'দিবশ্চ' (দ্রালোক-
তাপি) 'গমশ্চ' (ভুলোকতাপি) 'বিখন্ড' (লক্ষিত্ত জগতঃ মধ্য) 'রাজসি' (বিশ্বমান
অ'স), 'স' (লক্ষ্যবাপী ঈং) 'যামনি' (অসদীয়েঃ মঙ্গলপ্রাপ্তে) 'প্রতি শ্রুধি' (প্রতি-
শ্রবণং কুরু, প্রত্নাস্তরং দেহি, অস্মান্ প্রতি প্রসমো ভব ইতি তাংঃ) । হে দেব ! ঈং
হি জ্ঞানরূপেণ দ্রালোকং ভুলোকঞ্চ সৰ্বং বিশ্বং বাপ্য চিরনিশ্চয়ান অপি, অস্মাকং
প্রার্থনাং শ্রুধা মঙ্গলপ্রাপ্তং কুরু । (১ম-২৫সূ-২০খ) ।

* * *

বঙ্গভাষ্যবাদ ।

হে জ্ঞানস্বরূপ ! কিবা দ্রালোকে, কিবা ভুলোকে—সৰ্বলোকে,
জ্ঞানাত্মক হইয়া, আপনি বিশ্বমান রহিয়াছেন । সেই যে সৰ্ব্বাত্মক
আপনি, আমাদিগের মঙ্গল-পাথনের জন্ত, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন
হউন (কৃপা করুন) । (১ম-২৫সূ-২০খ) ।

* * *

সারণ-ভাষ্য ।

হে মেধাবিন্ স্বরূপদেব ! ঈং দিবশ্চ দ্রালোকতাপি গমশ্চ ভুলোকতাপি । এবমাত্মকশ্চ
বিখন্ড লক্ষিত্ত জগতো মধ্য রাজসি । দীপাসে । স তাদৃশস্তং যামনি মেমপ্রাপ্তেঃসদীয়ে
প্রতিশ্রুধি । প্রতিশ্রবণামাজ্ঞাপনং কুরু । সাক্ষ্যামৌতি প্রত্নাস্তরং দেহীত্যর্থঃ ।

দিবঃ । উড়িমিত্যাদিনা বৰ্জ্যা উদাস্তঃ । গমঃ । গমেতোত্বুনাযসু পঠিতং ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গভাষ্যবাদ ।

হে মেধাবিন্ স্বরূপদেব ! তুমি সৰ্গ ভুলোক (মর্ত্য) এবং তবদীর পাতাল লোক, এই
সমস্ত জগতের মধ্যে বিরাজ করিতেছ । তখনিধ তুমি আমাদিগের মঙ্গলপ্রাপ্তি বিষয়ে
নিজ্ঞাপন কর; অর্থাৎ, 'তোমাদিগকে রক্ষা করিব'—এইরূপ প্রত্নাস্তর দান কর ।

'দিবঃ' এই পদে 'উড়িম' ইত্যাদি নিয়মে বর্জী বিভক্তির উদাস্ত স্বর হইয়াছে ।
'গমঃ'—'গম' শব্দ ত্বু নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে । 'গমঃ' এই পদ, 'পাতো ধাতোঃ'

আতো খাতোরিতাত্ৰাত ইতি যোগবিতাগাতো লোপ ইতি প্রতিবেদেহপি ব্যত্যয়নাকার
লোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিবরণেণ বিতক্তেফদাঘং। যামনি। বা প্রাপণে। আতো মনিন্
কনিক্সনিপশ্চেতি মনিন্। নিশ্বাদাহাদাত্তঘং। ঞ্চদি। উক্তং। ২০।

* * *

বিংশ (২৮৭) ঋকের বিশদার্থ ।

সেই জ্ঞানময় ভগবান দু্যলোকেও আছেন, ভুলোকেও আছেন ;
তিনি জ্ঞানরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জ্ঞানদানে—আমাদের
শ্রেয়ঃ-সামনে, তিনি সদা ব্রতা রহিয়াছেন। আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, আমরা
তাঁহাকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—
'হে ভগবন্ ! আপনি জ্ঞানস্বরূপ ; জ্ঞানাত্মক হইয়া আপনি সর্ব্বত্র বিরাজ
করিতেছেন। মৃত আমি ; আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না—
দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। প্রার্থনা,—আমার মন্যে আপনার
বিকাশ হউক,—আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, প্রদম হউন।'
মূলতঃ ঋকের ইহাই মর্ম্ম। (১ম—১৫সূ—২০ধা)।

একবিংশী ঋক্ ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । পঞ্চবিংশ সূক্তং । একবিংশী ঋক্)।

উদুত্তমং যুযুক্তি নো বি পার্শং মধ্যমং চূত ।

অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

এই সূক্তে 'আতঃ' এইরূপ যোগবিতাগ হেতু, 'আতোলোপঃ' এই সূক্তে দ্বারা প্রতিবেদ
হইলেও, বিপর্যায়ক্রমে আকারের লোপ করিয়া লিখ হইয়াছে ; উক্ত পদে উদাত্ত-
নিবৃত্ত বরণ দ্বারা বিতক্তের বরণ উদাত্ত হইয়াছে। 'যামনি' এই পদটি প্রাপণার্থ 'যা'
ধাতুর উত্তর 'আতোমনিন্ কনিক্সনিপশ্চ' এই সূক্তে দ্বারা 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া লিখ
হইয়াছে ; এবং ঐ পদে 'মনিন্' এর ন-কার ইৎ বাওয়ার, ঞ্চদি-বরণ উদাত্ত হইয়াছে।
'ঞদি' - এই পদ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ২০।

* * *

পাদ-বিশ্লেষণঃ।

উৎ। উৎহৃতমঃ মুমুক্তি। নঃ। বি। পাশং। মধ্যমং চৃত।

অব। অধমানি। জীবমে ॥ ২১ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন! 'নঃ' (অস্মাকং) 'উৎহৃতমঃ' (আধ্যাত্মিক দুঃখরূপং, জন্মগতং) 'পাশং' (বন্ধনং) 'উৎ' (উৎকৃষ্ট) 'মুমুক্তি' (মোচন), 'মধ্যমং' (আধিদৈবিক দুঃখরূপং, জরামূলকং) 'পাশং' 'নিচৃত' (বিচ্ছিন্ন কর) 'জীবমে' (জীবিত্বং, জীবনরক্ষার্থং) 'অধমানি' (আধিতৌতিক দুঃখা নকপান, মরণক্রাসকারিণঃ) 'পাশানি' 'অবচৃত' (অবকৃষ্ট নাশয়)। আধ্যাত্মিকাদিদৈবিকাদিতৌতিকদুঃখরূপঃ ত্রিবিধপাশঃ অথবা জন্মজরামরণমূলকো ত্রিবিধপাশঃ মনুষ্যান সদা বধ্যতি। হে দেব! অং তং ছিকি। (:ম ২৫৭—২ পা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন! আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখরূপ (অথবা জন্মগত) দুঃখ পাশ আপনি মোচন করুন; আধিদৈবিক দুঃখরূপ (অথবা জরামূলক) বন্ধন বিচ্ছিন্ন করুন; এবং আমাদের জীবনরক্ষার জন্য আধিতৌতিক-দুঃখরূপ (অথবা মরণক্রাসকারী) পাশকে আপনি নাশ করুন, (আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি ঘটুক)। (ম—২৫সূ—২:পা)।

* * *

লায়ণ-ভাষ্যঃ।

মোহস্মাকমুক্তমঃ শিরোগতঃ পাশমুমুক্তি। উৎকৃষ্ট মোচয় মধ্যমমরণগতঃ পাশং নিচৃত। বিয়জ। নাশয়। জীবমে জীবিত্বমসমানি মদীয়ান পাদগতান্ পাশান্ নিচৃত। অবকৃষ্ট নাশয় ॥

লায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বরুণদেব! তুমি আমাদের (আমার) শিরোস্থিত পাশকে উর্ধ্বে আকর্ষণপূর্বক মোচন কর। উদরস্থিত পাশবস্তুরূপকে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আমার জীবনমিচ্ছায় জন্ত আমার পাদস্থিত পাশবন্ধনকে অপোভাগে আকর্ষণপূর্বক নষ্ট করুন।

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১৯ বর্গ।] পঞ্চবিংশ সূত্রং ।

১১৭৯

উত্তমঃ । উচ্ছাদিব পাঠাদস্তোদাস্তবঃ । মুমুক্তিঃ । মুচল্ মোক্ষণে । বহুলং ছন্দমীতি
বিকরণস্ত স্পৃঃ । ষিত্ববিঃ । তলাদিশেষঃ । ছবল্ভো হোঙ্কিঃ । পা० ৬৪।১০।১ । ইতি
হোঙ্কিরাদেশঃ । তিঙ্ঙ্ভিঙ্ ইতি নিঘাতঃ । চৃত । চ্ৰী তিৎসাগ্ৰহ্নয়োঃ । লোটো হিঃ ।
তুদাদিত্যঃ শঃ অতো হেরিত হেলুক্ । জীবসে । জীব প্রাণধারণে । তুমর্ষে মেহ্মেনিত্যমে
প্রত্যয়ঃ । প্রত্যয়স্বয়ং ২১ ।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে একোনিবংশো বর্গঃ । ১৯ ।

একবিংশ (২৮৮) ঋকের শিদার্থ ।

এ ঋকে উত্তম বন্ধন, মধ্যম বন্ধন ও অপর বন্ধন,— এই ত্রিবিধ বন্ধন-
মোচনের প্রার্থনা আছে । তাহা হইতে ভাষ্যকারগণ স্থির করিয়াছেন
যে, অজগতি পুত্র শুনঃশেপকে বলিদানের জন্য বন্ধন করা হয় ।
তাহার দেহের উত্তম-প্রদেশ মস্তকে, মধ্যম প্রদেশ কটিদেশে এবং অপর-
প্রদেশ পদদ্বয়ে বন্ধন-রজ্জু ছিল সেই তিন প্রদেশের বন্ধন মোচনের
জন্য যে প্রার্থনা করে । ঋকে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে :

আমরা কিন্তু ঋকের সেই অর্থ স্বীকার করি না । আমাদের মত এই
যে,—এ ঋক মকল কাণে মকল অবস্থায় পরিজ্ঞানকামী মকল মানুষের
প্রার্থনা-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । ত্রিবিধ-দুঃখ-রূপ বন্ধন অথবা জন্ম-
মারা-মরণ-রূপ বন্ধন—ঋকের মকল গুঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া বুঝা যায় ।
মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা—দুঃখানন্মুক্তি ত্রিবিধ দুঃখরূপ মোক্ষ-মুক্তি-
প্রাপ্তি । মস্তকের রজ্জুবন্ধন ছিল হইলে অথবা কোমরের দড়ি

'উত্তমঃ, এই পদ উচ্ছাদিব মদ্যো পাঠিত হওয়ার অন্তর উদাত্ত হইয়াছে । 'মুমুক্তিঃ'
এই পদ, মোক্ষার্থ মুচ পাতুর উত্তর 'বহুলং ছন্দমি' এই স্বত্রানুসারে বিকরণের স্থানে
স্পৃ, ষিত্ব, 'চল্' এর আদিভাগস্থিত, 'ছবল্ভো হোঙ্কিঃ' (পা० ৬৪।১০।১) এই স্বত্র দ্বারা
'হি'-স্থানে 'ধি' আদেশ, এবং 'তিঙ্ঙ্ভিঙ্' এর নিয়মানুসারে নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
'চৃত' এই পদ, তিৎসাগ্ৰ চৃত পাতুর উত্তর লোটোব 'হি', পরে তুদাদিগণীয় হওয়ার 'শ'
প্রত্যয় এবং 'অতো হেঃ' এই স্বত্রানুসারে 'হি' বিতক্তির লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
'জীবসে' প্রাণধারণার্থ জীব পাতুর উত্তর 'তুমর্ষে মেহ্মেন' এই স্বত্র দ্বারা অসে প্রত্যয়
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; উক্ত পদে প্রত্যয়স্বয়ং হইয়াছে । ২১ ।

প্রথম মস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিবংশ বর্গ সমাপ্ত ।

খুলতে পারিলে অথবা পদব্ধ বন্ধন-মুক্ত হইলেই যে মানুষের দুঃখ-নিরুত্তি বা পরম-সুখপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে । তুচ্ছ সেই রজ্জুর পাশ ছিন্ন করার জন্য যে নিত্যগত্য ধাঙ্গুলের অবতারণা, তাহা কদাচ মনে করা যায় না । আমরা মনে করি, এখানে এ থাকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । ত্রিবিধ দুঃখের নামই নিঃশ্রেয়সু মুক্তি । অথবা, জন্ম-জরা-মরণ-গতি-রোধের নামই মুক্তি । আধ্যাত্মিক দুঃখই উত্তম বা দুঃখ-পক্ষে চরম-দুঃখ বলিয়াই মনে করা যায় । আধিদৈবিক দুঃখ সে হিসাবে মধ্যম এবং আধিভৌতিক দুঃখ অধম নামে অভিহিত হইতে পারে । আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ বন্ধনকে যে যথাক্রমে অধম মধ্যম উত্তম গংজায় গংজিত করা হইয়াছে, তাহার কারণ একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হয় । আধিভৌতিক দুঃখ দূর করা যে প্রকার আয়াস-পাপেক্ষ, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দূর করার পক্ষে ওদপেক্ষা অধিকতর ও অধিকতম আয়াস আবশ্যিক করে । তাই অধম মধ্যম উত্তম পর্য্যায়ে উছাদিগকে স্তম্ভ করা হইয়াছে । জন্ম-জরা-মরণ-পক্ষেও এইরূপ ভাব মনে আনিতে পারে । জন্মই উত্তম বন্ধন ; কেন-না, জন্ম না হইলে তো আর জরা, মরণের কবলগত হইতে হয় না । জরা যে মধ্যম বন্ধন এবং মরণ যে অধম বন্ধন, এই দৃষ্টিতে তাহাও প্রতীত হয় । মানুষ বরং জরা সহিতে পারে ; কিন্তু মরণের চিন্তাও তাহার পক্ষে অগম্য । কত মমতা—কত বন্ধন আঁগিয়া তখন তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়ায় ! জন্মে যে বন্ধন হয়, সে বন্ধন বরং কর্ম দ্বারা ছিন্ন করা যায় ; সে হিসাবেও সে বন্ধনকে উত্তম বন্ধন বলা যাইতে পারে । কিন্তু মরণের যে বন্ধন—যে কামনা, যে আকাঙ্ক্ষা মরণ-লহচর হইয়া বিস্তমান—তাহা ছিন্ন করা বড়ই কঠিন,—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম-পাপেক্ষ ; সুতরাং অধম পদবাচ্য । এইরূপে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের দিক দিয়া জন্ম-জরা-মরণ-রূপ ত্রিবিধ বন্ধনের দিক দিয়া, এ ঋকের অর্থ-লক্ষিত হইয়া থাকে ; এবং সেই অর্থই আমরা লক্ষ্যতীন বলিয়া মনে করি ।

তাহা হইলে, ঋকের প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—‘হে ভগবন ! পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে জন্ম-জরা-মরণের মধ্যে পড়িয়া, ত্রিতাপে প্রাণ

জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। একবার করুণানেত্রে চাহিয়া দেখুন। এ অধম
অভাজনকে পরিভ্রাণ করুন। বন্ধন অক্ষিপ্তে চারিদিকে। পাপের পাশ
অস্তক বেড়িয়া আছে,—কুঁচস্তায় অগস্ত্যাবে মস্তক পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।
সে বন্ধন ছেদন করুন; আমার মস্তক তটতে কলুপচিত্তা নিদূরিত হউক।
আমার মথাদেশে বন্ধনদশা-প্রাপ্ত; আমার মথ্য দেহ—হস্তাদি-কটিদেশ,
কি অপকর্মই না করিতেছে। আপনি আমার সে বন্ধন মোচন করুন;
আমি যেন আর পাপ-কর্ম প্রবৃত্ত না হই। আমার দেহের অধমাংশ
(পাদাদি) নিয়ত অগস্ত্যপথে প্রধাবিত থাকিয়া, নিত্যই পাপকর্ম-রূপ বন্ধনে
আবদ্ধ হইতেছে। আপনি-ভাহাদের সে সকল বন্ধন নাশ করুন। পদধর
যেন আর পাপ-পথে অগ্রগত হইয়া পাপলিপ্ত না হয়। সর্বপ্রকারে আমি
যেন বন্ধন-মুক্ত হইতে পারি,—আমার চিত্তা যেন বন্ধনহতুভূত পাপকর্ম
লিপ্ত না হয়,—আমার দেহ যেন বন্ধনমূল পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না
হয়,—আমার পদধর যেন বন্ধন কারণ পাপ-পথে অগ্রগত হইতে না
পারে। আমি যেন কায়মনোবাক্যে সর্ববিধ পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে
নির্লিপ্ত থাকিতে পারি। এ পক্ষেও আমার ত্রিবিধ বন্ধনের প্রমত্ত আদিতে
পারে। মানসিক বন্ধনকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বন্ধন বলিতে পারি। মনই
তো সর্ববিধ বন্ধনের সর্বপ্রধান মূল। কায় ও বাক্য এই ভাবে অধম
ও মধ্যম বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সূত্রে সাত্ত্বিক রাজসিক ও
তামসিক গুণত্রয়কেও উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে
করা যাউতে পারে। কারণ, গুণই বন্ধন; গুণাভীত না হইতে পারিলে
বন্ধন-নিমুক্তি ঘটে না। তাই গীতায় সুশাস্ত্রে শ্রীভগবান কহিয়াছেন,—
“ত্রেগুণ্যা বিময়া যেনা নিস্ত্রেগুণ্যা তদর্জুন।” ফলতঃ, ‘হে ভগবন্!
আপন আমার কামনাশূন্য মন্ত্ৰভাবাপন্ন মদুগুণাশ্রিত করুন।’ ইহাই এ
ধকের প্রার্থনার মর্ম্ম। * (১৯—২৩সূ—২১ব)।

* চতুর্বিংশ সূক্তের শেষ ষড়কীও এই ধকের সাক্ষত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। পদাবস্থাস বিভিন্ন
হইলেও মর্ম্মাধ উভয়েরই অভিন্ন। সেখানেও ত্রিবিধ পাপমোচনের প্রার্থনা। এখানেও
ত্রিবিধ পাপ-মোচনের প্রার্থনা। ভাস্কর্য্যগণ সে ধকের অর্থেও মন্তকের ‘বন্ধন, কটিদেশের
বন্ধন এবং পদধরের বন্ধন মোচন-রূপ প্রার্থনা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ধকের যে সকল
ইয়োজী অর্থবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতেও সমান ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কেন রজু দ্বারা

ষড়্বিংশ সূক্তানুক্রমণিকা ।

(সারণাচাৰ্যাকৃত্য) ।

ষসিষেতি দশর্চঃ তৃতীয়ং সূক্তং । অজ্ঞানক্রমাতে । ষসিষ্য দশায়েরং স্থিতি । শুনঃ-
শেপ ঋষিঃ । গায়ত্রী ছন্দঃ । ইদমন্তরং ৮ সূক্তমায়েরং । প্রোক্তরমুবাক আগ্নেয়ে ক্রতো
গায়ত্রে ছন্দশ্চেতদাদিসূক্তধরমমুবক্তবান্ । তথা ৮ সূক্তিতং । বাসঘা হীত সূক্তমোকৃতমা-
মুকুরেদিতি । অগ্নিন্ সূক্তে প্রথমামুচমাহ ।

ষড়্বিংশ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

তৃতীয় সূক্ত 'বসিষ' ইত্যাদি দশটি ঋক্ নিশিষ্ট । এই সূক্ত বিষয়ে ক্রম বলা যাইতেছে ।
'বসিষা' প্রভৃতি দশটি ঋক্ অগ্নিদেব-সম্বন্ধিনী উক্ত ঋক্-সমূহের দেবতা অগ্নি । শুনঃশেপ
ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ । এই সূক্ত এবং ইহার পরস্থিত সূক্ত অগ্নিদেব-সম্বন্ধীর । প্রোক্তকালীন
অমুবাকে অগ্নিদেব-সম্বন্ধীর যজ্ঞে এবং গায়ত্রী-ছন্দে এতদাদি (তৃতীয় সূক্তাদি) সূক্তধর পরে
কথিত হইবে । উক্ত প্রকারেই সূত্র করা হইয়াছে ; যথা - 'বসিষ্ঠাণী'ত সূক্তমোকৃতমা-
মুকুরেৎ' ইতি । এই সূক্তে প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে ।

কাহারও মস্তক, পদ ও কটিদেশ বন্ধন করা আছে ; আর সেই বন্ধন মোচনের জন্তু প্রার্থনা
চলিয়াছে । চতুর্বিংশ সূক্তের প্রোক্ত ঋকের ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ।
ভাষ্যে প্রোচোর ও প্রতীচোর তাই উপলব্ধ হইবে সে অনুবাদ ; যথা,—

“O Varuna, lift thy highest rope, draw off the lowest,
remove the middle ; then, O Aditya, let us be in thy service
free of guilt before Aditi.”

ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিও অনুধাবন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । চতুর্বিংশ
সূক্তের পঞ্চদশ ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা, “হে বরুণ ! আমার উপরের পাশ উপর
দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, আর মমোর পাশ খুলিয়া
শিথিল করিয়া দাও । তৎপরে হে অদিত্যপুত্র । আমরা তোমার ব্রত ধণ্ডন না করিয়া
পাপরহিত হইয়া থাকিব ।” তবে একজন বাণ্যাকার একটু ভাবের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন
যদিও বুঝিতে পারি । তাঁহার অনুবাদ,— “হে বরুণদেব ! আমাদের সর্ববিধ অর্থাৎ উত্তম
(অত্যন্ত ঘোর), মধ্যম (তদপেক্ষা নূন) এবং অধম (সামান্ত) পাপ মোচন করুন ।
অনন্তর হে জগদীশ্বর বরুণদেব, আমরা যেন নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হইয়া আপনার শাসনে
অবস্থানপূর্বক উন্নতি-লাভ করিতে পারি ।” এই পঞ্চবিংশ সূক্তের আলোচ্য ঋক্ সম্বন্ধেও
তাঁহার উক্তি,— “হে বরুণদেব আমাদের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাদেরকে উর্ধ্বতম,
মধ্যম এবং অধম প্রভৃতি সর্বপ্রকার পাপ-পাপ মোচন করুন ।”

ঐ ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমঃ মণ্ডলঃ। দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ। ষষ্ঠোহুক্তবাক্যঃ। ষড়্বিংশশ্লোকঃ।
১১৭ একবিংশশ্লোকঃ।

ষড়্বিংশশ্লোকঃ।

এ শ্লোকের ঋক্‌শ্লোক বক্রন্দশা-প্রাপ্ত ঋষিকুমার সুনঃশেপের উচ্চারিত বলিয়া কথিত হইল। তিনি অগ্নিদেবতাকে সম্বোধন করিয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, ইতাই কিম্বদন্তী। আমরা কিন্তু সাধারণভাবে সকলের পক্ষে সকল সময়েই ঋক্‌শ্লোক প্রয়োগের সার্বকর্তা অনুভব করি। সেই এক বদ্যভূমে নীত সুনঃশেপ বলিয়া নহে,—সংসার-বদ্যভূমে বিষম বক্রন্দশাগ্রস্ত সকল মানুষের মুক্তিলাভ-পক্ষেই এ প্রার্থনার সাফল্য দৃষ্ট হয়।

অতঃপর শ্লোকান্তর্গত ঋক্‌শ্লোকের বিশেষত্ব-বিশেষে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। হুই একটা মন্ত্বে, প্রথম দৃষ্টিতে, দেবতা-বিশেষকে যেন মানুষোচিত আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইবে। চতুর্থ ঋকে “সীদন্তু মনুষ্যো যথা” বাক্যে “তোমরা মানুষের জায় আসিয়া উপবেশন কর”—এইরূপ অর্থ সাধারণ-দৃষ্টিতে অধ্যাহৃত হয়। তাহার পোষকতা-কল্পে ব্যাখ্যা-কারগণ পুরাণের ও কাব্যের উপাখ্যান-সমূহের অবতারণা করেন। এইরূপ, পঞ্চম ঋকে, “পূম্বী হোতারশ্চ” পদদ্বয়ে, ‘অগ্নিদেব যেন পূর্বে কোনও যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন’, এই ভাব আমনন করা হয়। তাছাড়াও মানুষরূপে দেবতার কল্পনা দেখা যায়। ব্যাখ্যা-কারগণ বলেন,—‘এখানে আর্ষাগণের পূর্ব-বাস-স্থানের প্রসঙ্গ আছে। সেখানে তিনি হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন।’ ইত্যাদি। আরও, অগ্নিপূজার যে কোনও দূর লক্ষ ছিল না, পরন্তু নানারূপে উৎপন্ন অগ্নিমাত্রই যে লোকের উপাত্ত ছিল, অগ্নির জ্বলন্ত মুক্তি দোষিয়া উন্নত আদিম অসভ্য জাতির যে অগ্নির পূজায় ব্রতী হইত, দশম ঋকের “সংসো যহো” প্রত্যয়িত বাক্য তাহাই অনেক মনে করিয়া থাকেন।

স্বচ্ছ সুরিমল বেদ-কপ দর্পণে আত্ম প্রাকৃতিক প্রতিফলিত হয়। যিনি যে ভাবে ভাবুক, যিনি যে স্তরের সাধক, তিনি বেদ-মধ্যে সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। এ সকল তাহারই দৃষ্টান্ত মাত্র। কোন ঋকের কি নিগূঢ় তত্ত্ব, তাহা আমরা যথাস্থানেই ব্যক্ত করিব। তবু পিপরীত-প্রকৃতির মানুষের মনে কত বিপরীত-ভাবই আসিতে পারে, তাহা লক্ষ্য করাইব। ঋক্‌শ্লোক এই মূঢ়তা প্রকটন করা গেল।

প্রথমমণ্ডলত বঠোহুবাংকে বড়্বিংশ-বৃক্তং । ঋষি অজিগর্তপুত্রঃ সুনঃশেপঃ ।
অগ্নিদেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । আশ্বেষবজ্জে বিনিরোগঃ ।

প্রথম বাক্য ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । বড়্বিংশ-বৃক্তং । প্রথম বাক্য) ।

বসিষা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং পতে ।

সেমং নো অধ্বরং যজ ॥ ১ ॥

সদ-বিলেখনঃ ।

বসিষা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণি উর্জাং পতে ।

সঃ ইমং নঃ অধ্বরং যজ ॥ ১ ॥

মন্ত্রানুগারিণী ব্যাখ্যা ।

‘মিয়েধ্য’ (হে বজ্রনযোগা, অর্চনাই) উর্জাং পতে’ (বলপ্রাণপ্রদাতা জ্ঞানদেব) ‘বস্ত্রাণি’ (আচ্ছাদকানি, অম্বাকঃ অজ্ঞানরূপাবরণানি) ‘বসিষা’ আচ্ছাদক, আবৃত্তং কুরু, অপসারয় ইতি বাবৎ) ; ‘হি’ (তেন অজ্ঞানাপসরণেন) ‘সঃ’ (অজ্ঞানাপসারকঃ স্বঃ ‘নঃ’ (অম্বদীপঃ) ‘ইমং’ (আবৃত্তমানং) ‘অধ্বরং’ (যোগাদি সংকল্প) ‘যজ’ (সম্পাদয়) । প্রার্থনার্তাঃ ভাবা- হে জ্ঞানদেব ! স্বরূপজ্ঞানলাভায় যা বাধা অস্তি তৎসর্বং বিদূষয়, পরং তু অহমদর্শনযোগ্যা প্রজ্জলিতভেজঃসম্পন্নঃ ত্বা সংকল্পসম্পাদকঃ তব । (১ম ২৩য় ১ক্ত) ।

বঙ্গানুবাদঃ ।

হে সদ-অর্চনাই বলপ্রাণপ্রদাতা জ্ঞানদেব ! আপনি আমাদিগের অজ্ঞান রূপ আবরণ অপসৃত করুন ; সেই অজ্ঞানাপসারণ দ্বারা, অজ্ঞানাপসারক আপনি, আমাদিগের যোগাদি সংকল্পানুষ্ঠান নিস্পাদন করিয়া দিউন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব ! স্বরূপজ্ঞানলাভ নিমিত্ত যে বাধা আছে, সে সকল দূর করুন ; পরন্তু আমাদিগের দর্শনযোগ্য প্রজ্জলিত ভেজঃসম্পন্ন ও সংকল্পসম্পাদক তউন ।) *

* ওল্ডেনবর্গ (H. Oldenberg) এই পকের একরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন ;—
“Clothe thyself with thy clothing of light), ① sacrificial (god),
lord of all vigour, and then perform the worship for us.” আলোক দ্বারা
অহমকারকে অবাৎ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতাকে আবৃত করার আবশ্যিকতা প্রকাশ্য গাইয়াছেন ।

সারণ ভাষ্যঃ।

বক্রণেনাঘিন্ত্তৌ প্রেরিতঃ স্তনঃশেষ এতদাদিত্ত্বধেনাঘিন্ত্তৌৎ। তথা চান্নামতে।
তং বক্রণ উবাচাশ্রিতৈ দেবানাং মুখঃ স্তনদয়তমঃ। তং হু স্তন্থপ ঘোংস্ক্যামীজি
সোহ্মিৎ তুষ্টাবাত উত্তরাতির্ষাবিংশতোতি।

হে নিরোধ মেধস্ত বক্রস্ত যোগা। উর্জ্বাং পতে। অন্নানাং পালকাগি বস্ত্রাণাচ্ছাদ-
কানি তেজাসি বাসব। আচ্ছাদনঃ। প্রজ লতপ্তেজসা তপেতাপঃ। হি যদাৎ প্রজ লতপ্ত-
দ্বাৎ স তাদৃশস্তঃ নোহস্বদীমমমধবরং বল। নিস্পাদয়।

বসিষ। বসবাচ্ছাদনে। লোটি থাসা সে। পা. ৩৪৮.। সবাতাং বামৌ। পা. ৩৪৯।
নস্মান্তমথে। পা. ৩৪৯:৭.। ত্যাক্ষধাতুকান্দাক্ষধাতুকপ্তেডুলাদে'বতীভাগমঃ। লসাক্ষধাতুকা-
দান্ত্বে ধামুশ্বরঃ। অশ্বেষামপি দৃশ্ততে ইতি সংহিতায়ান্দীর্ঘঃ। মিরেপা মকারৈকারয়োর্ধা-
শাগমশ্চ:ন্দসঃ। উর্জ্বাং পতে। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাস্তবস্ত্রাবাৎ বধ্যামন্ত্রিতস্ত সমুদায়শ্চাষ্টমিকৌ-
বাতঃ। সেমং। সোহ্‌চি লোপে চেৎপাদপূরণমিতি সোপোপঃ। ১।

সারণ-গাথোর বঙ্গাহু দ।

স্তনঃশেষ মুনি বক্রণ কর্তৃক অগ্নিদেবের স্তুতি-বধয়ে প্রণোদিত (উপনিষ্ট) হইয়া 'এতৎ'
প্রভৃতি দুইটি সূক্ত দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছেন; স্তুতিতেও তাহদের উক্ত আছে, 'তং বক্রণ-
উবাচ' ইত্যাদি। ঐ স্তুতির অর্থ,—আগ্নি, দেবগণের মুখ-স্বরূপ, এবং অতিশয় (সর্বাধিক)
দয়ালু (মহাত্মা)। অতএব তুমি তাহার স্তব কর। অতএব সেই স্তনঃশেষ (অগ্নি-
অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে) আশ্বোৎসর্গ করিক' এই বলিয়া ষাটবিংশতি পকের দ্বারা অগ্নির
স্তব করিয়াছিলেন।

হে পবিত্র যজ্ঞের উপযুক্ত যাবতীয় অন্নের বক্ষক অগ্নিদেব। আপনি আচ্ছাদক তেজঃ-
সমূহ অঙ্গে ধারণ করুন; অর্থাৎ সতেজে প্রজলিত হউন। যেহেতু আপনি প্রজলিত হইলে,
সেই হেতু প্রজলিত আপনি আমাদের এত যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

'বসিষ' এই পদটি আচ্ছাদনার্থ বস ধাতুর উত্তর লোট, 'থাসা সে' (পা. ৩৪৮.) এই
সূত্র দ্বারা 'থাস' এর স্থানে 'সে', এবং 'সবাতাং বামৌ' (পা. ৩৪৯) এই সূত্র দ্বারা
ব ও অস; অনন্তর 'ছন্দস্যন্তরথা' (পা. ৩৪৯:৭) এই নিয়মামুসারে 'আক্ষধাতুক' সংজ্ঞা-
হওয়ার 'আক্ষধাতুকপ্তেডুলাদে' (পা. ৭২:১০) এই সূত্র দ্বারা ইট আগম, ল-সাক্ষি-
ধাতুকের অল্পদান্ত্বর হইলে ধাতুশ্বর, এবং 'অশ্বেষামপি দৃশ্ততে' এই নিয়মামুসারে সংহিতায়
দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মিরেপা' এই পদে 'মিথা' পদের ম-কার ও এ-কার—এই
বর্ণদ্বয়ের মধ্যে বদ-প্রয়োগ-হেতু 'ইর' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "উর্জ্বাম্পতে" এই
পদে, 'সুবামন্ত্রিতে' (পা. ২:১২) এই নিয়মামুসারে পরাস্ত্রত্বা তৎকার বর্জী'বস্ত্রকান্তের সঙ্কিত-
মিলিত সমুদায় আমন্ত্রিত পদের অষ্টমিক নিষাৎ হইয়াছে। 'সেমং' এই স্থলে সোহ্‌চিলোপেতেৎ
'পূদপূরণম্' (পা. ৬:১:১৩৪) এই নিয়মামুসারে 'হু' বিক'র লোপ হইয়াছে। ২।

প্রথম (২৮-৮) ঋকের বিশদার্থ ।

—:§.§:—

এ ঋকের একটী সমস্তাপূর্ণ শব্দ—‘স্তুগি নিষ ।’ তাহার অর্থ এই যে,—‘আবরণকে আবৃত কর ।’ আবরণকে আবৃত করার তাৎপর্য, আবরণকে অপসৃত করা যদি বলি—‘অঙ্ককারকে আবৃত কর’; তাহাতে ‘অঙ্ককারের উপর অঙ্ককার ঘনীভূত করা’ অর্থ আসে না । একটী কালীর দাগকে আবৃত করিতে হইলে যেমন তাহার নিপত্রীত সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, এখানেও সেই ভাব বুঝা যাইতেছে । কলঙ্কের দ্বারা কলঙ্ক ঢাকা যায় না । অগত্যের দ্বারা অসত্য ঢাকা যায় না । তাহাতে কলঙ্ক ও অসত্য অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে মাত্র । সুতরাং এখানে বুঝিতে হইবে, এ ঋকের মর্ম এই যে,—‘হে জ্যোতির্ময়্য ! আপনি আমার দৃষ্টির বাধা অপসারণ করুন । আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই । কেন-না, আপনি প্রত্যক্ষীভূত প্রকট হইলেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে । আমার দৃষ্টির অন্তরায়ভূত বাধাকে আপনি বাধা প্রদান করুন । নে যেন সম্মুখে আসিয়া আর আমার দৃষ্টির গতি রোধ না করে । অর্থাৎ, আমি যেন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই । আপনি যে অর্চনায়, আপনি যে বনপ্রাণদাতা, আপনি যে পারজাতা,— তাহা যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারি ।’ (১ম—২৬সু—২৮) ।

— . —

দ্বিতীয়া শ্লোক ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষড়্বিংশ-শ্লোকং । দ্বিতীয়া শ্লোক ।)

নি নো হোতা বরেণাঃ সদা যবিষ্ঠ মনুভিঃ ।

অগ্নে দিবিত্বতা বচঃ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

নি । নঃ । হোতা । বরেণ্যঃ । সদা । যবিত্তে । মম্বতিঃ ।
 অগ্নে । দিবিত্তা । বচঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রান্তসারিনী-বাখ্যা ।

‘সদা ‘যবিত্তে’ (চিরনবীন) ‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানদেব) ‘বরেণ্যঃ’ (পূজার্থঃ) অঃ ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘মম্বতিঃ’ (হৃদয়-স্তুতিভিঃ, ভাস্করসম্বৃত্তিঃ) ‘দিবিত্তা’ (দীপ্তিমতা, দিব্যম) ‘বচঃ’ (বচসা, মস্ত্রেন স্তুষমানঃ সস্তুষ্টে: সম) ‘হোতা’ (হোমসম্পাদনকারী, দেবভাবান্নাং আহ্বাতা ইত্যর্থঃ) ভূত্বা ‘নি’ (নিষীদ, অস্মাকং কৰ্ম সম্পাদয় ইত্যর্থঃ) । প্রার্থনার্যঃ ভাবঃ— হে দেব ! অস্মাকং হৃদিনির্গতৈঃ দিব্যমস্ত্রৈঃ সস্তুষ্টে: সম অস্মান পালয় (১ম—২৬সূ—২৭) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

চিরনবীন হে জ্ঞানদেব । বরেণ্য আপনি, আমাদের হৃদয়ের স্তুতি-
 পূজিত দিব্যস্তুতিমাঙ্গ স্তুষমান সস্তুষ্ট হইয়া, হোতৃ রূপে অর্থাৎ দেবতাব-
 গমূহের আহ্বাতা হইয়া আমাদের কৰ্ম সম্পাদন করিয়া দিউন ।
 (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদের হৃদিনির্গত দিব্যমন্ত্র-
 গমূহের দ্বারা সস্তুষ্ট হইয়া আমাদের পালন করুন) । (১ম—২৬সূ—২৭) ।

সারণ-ভাষ্যঃ ।

সদা যবিত্তে সর্কদা যুবতম হে অগ্নে বরেণ্যে । বরণীঃস্তঃ নেহস্মাকং হোতা হোম-
 নিস্পাদকো ভূত্বা দিবিত্তা দীপ্তিমতা বচো বচসা স্তুষমানঃ সম নিষীদেতি শেষঃ । কীদৃশস্তং ।
 মম্ব ৩ অঙ্গানটৈঃ স্ত্রৈজো ভূয়ুক্ত ইতি শেষঃ ॥

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে চিরযৌবনযুক্ত অগ্নিদেব । বরণীঃ (মাননীয়) আপনি আমাদের হোমনিস্পাদক
 এবং দীপ্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা স্তুষমান (অভিনন্দিত) হইয়া বসুন । এই স্থলে ‘নিষীদ’
 ক্রিয়া উহা আছে । আপনি কীরূপে—না, জ্ঞাপক (প্রকাশক) তেজোরামবিশিষ্ট ।
 এই স্থলে ‘যুক্তঃ’ এই পদ উহা আছে ।

* এই পদের ইংরাজী অনুবাদ (ওল্ডেনবর্গের) এইরূপ দৃষ্ট হয় ;—“Sit down,
 most youthful God, as our desirable Hotri, through our
 prayerful) thoughts, O Agni, with thy word that goes to

যবিত্ত। যুবশব্দাদির্ভনি স্থূলদূরেত্যাদিনা বগাদিপরত লোপঃ। পূর্বতোকারত শুণচা
 অবাদেশঃ আমন্ত্রিতনিঘাতঃ মন্বভঃ মনজ্ঞানে। অশ্বেতোহপি দৃশুত ইতি মনিন্প্রত্যয়ঃ।
 নিঘাতানাত্ত্বঃ। দিব্বজ্ঞতা। দিবু ক্রীড়াদৌ। ঠক্শতিপৌ ধাতুনির্দেশ ইতীক্প্রত্যয়
 তেন ধাতুবাচিনা। দাবশকেন চ ধাতুার্থো দীপ্তির্লক্ষ্যতে। যদা ঠগাদিকে। তাবে কি প্রত্যয়ঃ।
 দিবিশব্দাৎ মতুপি তকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদা। বহুগকার্ধবের্ভাব ইতক্। মতুপি তর্গৌ
 স্তর্গেইত ভদ্বাজ্জগ্ধাভাবঃ। বচঃ। সুপাঃ স্লুগ'ত তৃতীয়ৈকবচনত লুক্ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (২৮৯) ধাকের বিশদার্থ ।

—: : :—

এ ধাকে অগ্নিদেবকে 'মদাযুবতম' বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান অগ্নি
 লক্ষ্যেও এ বিশেষণ সেমন প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার অগ্নির মধ্য
 দিয়া অগ্রমর হইয়া যে জ্ঞান-স্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি,
 তাঁহার সম্বন্ধেও এ বিশেষণ সমভাবেই প্রযুক্ত হয়। মতাই তিনি চির-
 নবীন, মতাই তিনি মদাযুবতম। এইরূপ যুবতম যিনি, তিনিই হোম-
 সম্পাদনের উপযুক্ত। ক্রান্তি নাই, বিরাম নাই, বিরক্তি নাই;—পাপী।

'যবিত্ত' এত পদ 'যুবন' শব্দের উত্তর ইতন প্রকার, পরে 'স্থূলদূর' ইত্যাদি স্থলে ধারা
 বগাদির পরভাগের লোপ, পূর্বস্থিত উ-কারের শুণ ও-কার, অনস্তর ঐ ওকারের স্থানে
 'অব্' আদেশ, এবং আমন্ত্রিতপদের নিঘাত কারিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'মন্বভঃ'—এই পদ
 জ্ঞানার্থ মন্ব ধাতুর উত্তর 'অশ্বেতোহপি দৃশুতে' এই নিয়মানুসারে 'ম'নন' প্রত্যয় করিয়া
 নিপ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ পদের 'ন' হৎ যাওয়ার আদিম্বর উদাত্ত 'দিব্বজ্ঞতা' এই পদ,
 ক্রীড়াদিগচক দিব্ ধাতুর উত্তর ঠক্শতিপৌ ধাতুনির্দেশে (পা० ৩৩.১০৮ বা ২)
 এই নিয়ম ধারা ঠক্ প্রত্যয়, তৎপরে সেট ধাতুবাচক দিবিশ শব্দের ধারা দীপ্তিরূপ ধাতুর
 অর্থ লক্ষিত হইতেছে। অথবা, ঠগাদিক পি প্রত্যয় কারিয়া দিবিশ শব্দ হয়। সেই দিবিশ
 শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়, এবং বেদ প্রয়োগসমতঃ 'মতুপ্' পরে ত-কারের আগম
 করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা বাহুল্যক দিব্ ধাতুর উত্তর ভাববর্ধক ইতক্ প্রত্যয় করিয়া
 'দিবিত্ত' শব্দ হয়; উক্ত শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; আর ঐ পদে
 'ভমৌমর্গে' (পা० ১১৪ ১২) এই নিয়মানুসারে 'ভ'-সংজ্ঞা হওয়ার 'জশ্' ভাব হইল না।
 'বচঃ' পদে 'সুপাঃস্লুক্' এত স্থলে ধারা তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের লোপ হইয়াছে ॥ ২ ॥

heaven." শব্দের 'মন্বভঃ' পদে "with thy wise thoughts"—এইরূপ অর্থ
 তিনি আনন্দ করেন। 'দিব্বজ্ঞতা বচঃ' বাক্যে "with thy word" অর্থ তাঁহার
 মতে হইবে ২৪। আমাদের অর্থ যথাহানেই প্রকাশ করিমাছি।

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ২০ বর্গ।] ষড়্বিংশসূক্তং।

১৫৮৪

ভাপীর উদ্ধার-পক্ষে ভেমন সহায়ক ভো প্রয়োজন। এ জীবন-যজ্ঞে তাঁহাকে ভিন্ন অশ্রু আর কাহাকে হোতৃপদে বরণ করিবে ?

কিন্তু তাঁহাকে হোতৃপদে বরণ করিতে হইলে বরণ কার্যে ভোনার কোন সামগ্রীর প্রয়োজন ? 'মম্মভিঃ' আর 'দিবিত্বতা বচঃ'—সেই সামগ্রীর গন্ধান দিতেছে। পাক বলিতেছে—'মম্মভিঃ' হৃদগত ভক্তি-দ্বারা, আর 'দিবিত্বতা বচঃ' অর্থাৎ দৈবী মস্তুর দ্বারা তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে। চাই—হৃদয়। চাই—মস্ত। তাহাতেই তিনি মস্তুষ্ট হইবেন। তিনি মস্তুষ্ট হইলেই জীবন-যজ্ঞ সার্থক হইবে। (১ম—২৬সূ—২খ)।

তৃতীয়া পাক।

(প্রথমং মন্তব্যং। ষড়্বিংশসূক্তং। তৃতীয়া পাক।)

আ হি স্মা সুনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে।

সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। হি। স্ম। সুনবে। পিতা। আপিঃ। যজতি। আপয়ে।

সখা। সখ্যে। বরেণ্যঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রানুসারিত্বী-ব্যাখ্যা।

'পিতা' (পালনকর্তা) যথা 'সুনবে' (পুত্রায়), 'আপিঃ' (বন্ধুঃ) যথা 'আপয়ে' (বন্ধবে), 'সখা' (প্রিয়ঃ) যথা 'সখ্যে' (প্রিয়ায়) 'আ যজতি স্ম' (সমাক পোষয়তি স্ম তদ্বৎ) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ) হে দেব! অমান রক্ষ ইতি শেষঃ। বন্ধুঃ সখা পিতা ইব, হে দেব, অমানকং মঙ্গলং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—৩খ)।

বজ্রাভিবাদ ।

পিতা যেমন পুত্রকে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে, সখা যেমন সখাকে সম্যক-
রূপে রক্ষা করেন, হে বরেন্দ্র দেব, আপনি আমাদেরকে সেই ভাবে
রক্ষা করুন । (ভাব এই যে,—বন্ধু সখা ও পিতা যেমন, হে দেব, সেই-
রূপভাবে আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ।) । (১ম—২৬সূ—৩খ) ।

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নি বরেন্দ্রঃ বরনীঃ পিতাপি পিতৃস্থানীরন্স্বঃ সুনবে পুত্রস্থানীরান্ন মহমতীঃ
দেহীতি শেষঃ । হি স্নেতি নিপাত্ত্বরঃ সর্কধেতামুমর্ষমাচষ্টে । অতীষ্টদানে দৃষ্টান্তধরমুচ্যতে ।
বধাপিস্কুরাপরে বন্ধন আবজতি হি স্ম । সর্কধা দদাতীতি শেষঃ । সখা প্রিয়ঃ সখ্যে
প্রিয়রাতীষ্টে সর্কধা দদাতি তথা তমপি দেতি ।

স্মা সুনবে নিপাত্ত্ব চেতি দীর্ঘঃ । বজ্রীত্যস্ত সখা সখ্য ইত্যত্রাপানুসঙ্গাস্তদপেক্ষয়েৎ
প্রথমোতি চাদিলোপে বিভাষেতি ন নিহন্ততে । বধা হি চেতি নিষাত্ত্বপ্রতিষেধঃ । সখো । সমানে-
খাশ্চোদাত্ত ইতি সখিশব্দ ইন্ প্রত্যয়ান্ত আছাদাত্তঃ । সুনঃ পিতৃদাত্ত্বদাত্ত্বে স এব শিক্ততে । ৩ ।

তৃতীয় (২১০) ঋকের বিশদার্থ ।

— :: † : † :: —

পূর্বে ঋকে 'হোতা' পদ আছে । তাহাতে অগ্নিদেবকে হোতৃপদ-
প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । এ ঋকের 'বজ্রতি'
ক্রিয়াপদে সেই সম্বন্ধই রক্ষা পাইতেছে । তাহাতে ঋকের অর্থ হয়,—

সারণ-ভাষ্যের বজ্রাভিবাদ ।

হে অগ্নিদেব । আপনি বরনীঃ ও পিতৃস্থানীর আপনি পুত্রস্থানীর আমাকে অতীষ্ট
দান করুন । এই স্থলে 'অতীষ্টে দেতি'—এই অংশ উহা রহিয়াছে । 'হি ও স্ম' এই
নিপাত্ত্বর 'সর্কধা' এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে । অতীষ্ট-দান বিষয়ে দুইটি দৃষ্টান্ত
কথিত হইতেছে ; বধা,—বন্ধুকে সর্কধাপ্রকারে অতীষ্ট দান করে, এবং প্রিয়জন
প্রিয়জনকে সর্কধাপ্রকারে অতীষ্ট দান করে । এই উভয় স্থলে 'দদাতি' এই ক্রিয়াপদ উহা
সেইরূপে আপনিও অতীষ্ট দান করুন ।

'স্মা সুনবে' এই পদে 'নিপাত্ত্ব চ' এই নিরস দ্বারা 'স্ম' এর অকারের দীর্ঘ হইয়াছে ।
'বজ্রতি' এই পদের 'সখা সখ্যে' এই স্থলেও অস্তবজ (সখ্যক ভেদ, এবং ঐ সম্বন্ধাপেক্ষার
এই প্রথম বিভাক্ত হইতেছে । এইরূপ উক্ত পদে 'চাদিলোপ বিভাষা' (পাং ৮।১।৬৩) এই
সুত্রানুসারে নিষাত্ত্ব প্রতিবন্ধ হইয়াছে । 'সখো' এই পদ 'সমানেখাশ্চোদাত্ত' এই নিরসানুসারে
ইন্-প্রত্যয়ান্ত সখিশব্দ হইতে নিষ্পন্ন ; এবং ঐ পদে আদিবর উদাত্ত হইয়াছে, আর সূত্রের
'প' ইৎ বাওরায় অনুদাত্ত বর হইলে, সেই আদি উদাত্তবরই অবশেষে থাকিল । ৩ ।

পিতা যেমন পুত্রের প্রতি স্নেহবান হন, বন্ধু যেমন বন্ধুর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হন, প্রিয় যেমন প্রিয়ের প্রতি প্রেমবান হন, হে দেব, আপনি সেইরূপ স্নেহানুরাগ-প্রেমের গহিত আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

‘স্ব’ বোলে (আবর্তিত স্ব) ক্রিয় পদ অতীতকালের বলিয়া মনে করা হইতে পারে। তাহাতে এলা যায়,—আত দূর অতীত কাল হইতে পিতা, বন্ধু বা মখা যেমন পুত্র বন্ধু ও মখার প্রতি স্নেহ-ব্যবহার বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, আপনি সেইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। পিতৃত্বাবেই হউক, মখাত্বাবেই হউক, আর বন্ধুত্বাবেই হউক, হে দেব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহপাশায়ণ হউন। ফলতঃ, ভগবানের করুণা-প্রার্থনাই এ ক্ষেত্রের মুখ্য লক্ষ্য। (১ম—২৬সূ—৩৭)।

— ৪ —

চতুর্থী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মওলঃ । মড়্‌বিংশ সূক্তং । চতুর্থী ঋক্) ।

আ নো বর্হী রিশাদসো বরুণে মিত্রো অর্ষমা ।

সীদন্তু মনুষো যথা ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আ । নঃ । বর্হিঃ । রিশাদসঃ । বরুণঃ । মিত্রঃ । অর্ষমা ।

সীদন্তু । মনুষঃ । যথা ॥ ৪ ॥

মন্ত্রাধিকারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব ! ‘রিশাদসঃ’ (শক্রনাশকঃ) ‘নঃ’ (অস্বাকঃ) ‘বর্হিঃ’ (বজ্র, কর্মাহুষ্ঠানঃ প্রতি ইত্যর্থঃ) । ‘আ’ (আগচ্ছ), ‘মনুষঃ যথা’ (মনুষ্য ইব প্রত্যকঃ ভব) ; ‘বরুণঃ’ (অতীতবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) ‘মিত্রঃ’ (মিত্রস্থানীরঃ মিত্রদেবঃ) ‘অর্ষমা’ (গতি-কারকঃ অর্ষমাদেবঃ) ‘সীদন্তু’ (আগচ্ছন্ত, প্রত্যাকীভূতাঃ ভবন্ত) । সর্বো দেবঃ অস্মিন্-রকন্ত-ইতি ভাবঃ । (১ম - ২৬সূ - ৩৭) ।

বঙ্গভাষ্য ।

হে দেব ! শক্রাংকারকারী আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞে আগমন করুন,—অনুষ্ঠান স্থায় প্রতীকীভূত হউন ; আপনার লিখিত অক্ষীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবঃ এতৎ যাত্কারক অর্ঘ্যমা দেবত্ব আগমন করুন । (ভাব এই যে,—সকল দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ।) ॥ (১ম—২৬সূ— ৩) ।

সারণ-ভাষ্য ।

হে অগ্নে বরুণদেবো দেবাত্ত্বক্ৰম্ভা পোরিতা রিশাদসো ত্রিসকানদত্তো নোহমদীক্ বর্ষিষ্ণমাসীদন্তু । তত্র দৃষ্টোঃ । যথা মনুষ্যঃ প্রজাপতের্গজমাসীদন্তি তদ্বৎ ।

বর্ষী রিশাদসঃ বিসর্জনীমু ক্ৰে ক্ৰেতে বোরি । পা० ৮৩১৪ । ঠাঁতি রেকলোপঃ । চুলোপে পূর্ক্ৰ দীর্ঘোৎপঃ । পা ৬৩১১১ । ঠাঁতীকারক্ দীর্ঘৎ । রিশাদসঃ । রিশ ত্রিসারঃ । রিশস্তি ত্রিসম্বীতি রিশাঃ শত্রুঃ । ঠাঁত্ৰপমজ্ঞাপীকিরঃ কঃ । তানদস্তীতি রিশাদসঃ । সর্কধাতুভোক্তনু ক্ৰতত্ত্বরণমপ্রকৃতিস্বরৎ । সীদন্তু । সদ্ বিশরণাগতাবসাদনেষু । পাত্রেভাদিনা সীদাদেশঃ । শপঃ পিহাদনুদাত্তৎ । শত্ৰু লসার্কধাতুক স্বরেন ধাতুস্বরঃ শিচ্চতে । মনুষ্যঃ । মন জ্ঞানে । মজ্ঞতে জ্ঞানাতীতি মনুঃ প্রজাপতিঃ । জনেক-

সারণভাষ্যের বঙ্গভাষ্য ।

হে অগ্নিদেব ! আপনার বক্ষু বক্ষণ প্রভৃতি দেবগণ আপনা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ত্রিসকগণকে ভক্ষণ (নাশ) করিতে করিতে আমাদিগের (আমার যজ্ঞের) নিকটে আসুন, (যজ্ঞে উপস্থিত হউন) । উক্ত বিষয়ে দৃষ্টোঃ এই,—যে রূপ মনুষ্যগণ প্রজাপতির (সম্রাটের) বক্ষ সন্নিধানে গমন করিয়া থাকে, সেটরূপ ।

'বর্ষী রিশাদসঃ' এই স্থলে বিসর্গের স্থানে 'ক্' করা হইলে 'বোরি' (পা० ৮৩১৪) এই সূত্র দ্বারা রেকলোপ ; এবং 'চুলোপে পূর্ক্ৰ দীর্ঘোৎপঃ' (পা० ৬৩১১১) এই সূত্র দ্বারা ঠাঁ-কারের দীর্ঘ হইয়াছে । 'রিশাদসঃ' এই পদটি, 'ত্রিসা করে যাহারা' এইরূপ অর্থে ত্রিসার্ক রিশ ধাতুর উত্তর 'ঠাঁত্ৰপমজ্ঞাপীকিরঃ কঃ' এই সূত্র দ্বারা ক পতায় করিয়া 'রিশ' শব্দ নিস্পন্ন । তাহার অর্থ শত্রু । অতঃপর 'রিশ (শক্র) সকলকে ভক্ষণ করে যাহারা' এই অর্থে রিশ শব্দ পূর্ক্ৰ অদ্ ধাতুর উত্তর 'সর্কধাতুভোক্তনু' এই সূত্র দ্বারা অনু প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; এবং ঐ পদে ক্রদন্তের উত্তর পদ-প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে । 'সীদন্তু' এই পদটি সদ্ ধাতুর স্থানে 'পা ত্রা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'সীদ' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । সদ্ ধাতুর অর্থ—বিসরণ, গমন ও অবসাদন । উক্ত পদে শপের 'স' উৎসর্গে বাওয়ার অনুদাত্ত নব, আর লসার্কধাতুক স্বরের দ্বারা 'শত্ৰু'-প্রত্যয়ের ধাতুস্বর অন'শর্ হইয়াছে । 'মনুষ্যঃ' এই পদটি (যিনি সর্ক বিষয় জ্ঞানে, তিনি মনু ; মনু শব্দের অর্থ প্রজাপতি) জ্ঞানার্থ মনু ধাতুর উত্তর 'জনেকানিচ্চ' (উ० ২১:২১২)

সিনিচ্চ। উ•২।১১।১১৩। ইত্যাম্বুতৌ বহুশমভ্রাপীতৌগাদিক উসিপ্রত্যয়ঃ। নিষাদা-
হ্মাদান্তবৎ। যথা। যথোতিপাদান্তে। ফি• ৪।৫। ইতি সর্কাম্বুদান্তঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্থ (২৯১) ঋকের বিশদার্থ ।

— : ১০১ : —

এ ঋকের কয়েকটী পদ বিতর্কমূলক বাসনা প্রতিপন্ন হয়। ‘মনুষ্যে যথা’ বাক্যের অর্থে গায়ত্রীলিখিয়াছেন,—‘যেনন প্রজাপতির যজ্ঞে’। তাহাকে মর্ম্ম এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, প্রজাপতি মনুষ্য যজ্ঞে বক্রাধিক দেবগণ যেমন আধষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইভাবে আপনারা আশিমা এই যজ্ঞে আসন্ন গ্রহণ করুন। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার বলেন,— ‘মনুষ্যে যথা’ বাক্যে ‘মনুষ্যের ঋষি প্রত্যক্ষীভূত হইয়া’ এইরূপ অর্থই গঙ্গাজ হয়। এইরূপ, ‘নিশাদশ’ পদের অর্থে, কেহ লিখিয়া গিয়াছেন—‘ইন্দ্রক শক্রদের নাশকারী’, কেহ লিখিয়াছেন—‘ঐশ্বর্য্যগর্ভগরোদ্ভব’ ইত্যাদি। তাহা পরে ‘নিশাদশঃ’ শব্দ যে কাহার বাহ্য প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ কোন পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও নানা মতামত আছে। *

এখন, আমরা ঋকটির যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা আলোচনা করা যাইতেছে। ‘মনুষ্যে যথা’ পদদ্বয়ে ‘মনুষ্যের ঋষি প্রত্যক্ষীভূত হউন’ অর্থই গঙ্গাজ ও অধিক ভাব-প্রকাশক হয়। আমরা

১১৩) এই সূত্র হইতে ‘উসি’র অন্তর্গত হইলে ‘বহুশমভ্রাপী’ এই উপাদি সূত্র দ্বারা উপাদিক উসি শব্দের ক্ষরিত্বা সন্ধ হইয়াছে। ঐ পদে ন হং বাঙমার আদি স্বর উদাত্ত ‘যথা’ এই পদে ‘যথোতি পাদান্তে’ (ফি• ৪।৫) এই ক্ষিট সূত্র দ্বারা গর্ভস্বরহ অন্তর্গত হইয়াছে। ৪ ॥

* ঋকের একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতোছি ; তাহাতে বিতর্কের বিষয় বোধগম্য হইবে। যথা,—ওল্ডেনবর্গের ইংরাজী অনুবাদ ;—
“May Varuna, Mitra, Aryaman, triumphant with riches, sit down on our sacrificial grass as they did on Manu’s.” রমানাথ স্বরস্বতীর অনুবাদ ; “শক্রবাতক মিত্র, বক্রণ এবং অর্যামন্ দেব আমাদিগের যজ্ঞে আগমন পূর্বক কুশাগনের উপর, মাণুষ্যের ঋষি প্রত্যক্ষ, উপবেশন করুন।” সূক্তটির সকল মন্ত্রই অগ্নিদেবের সন্মোদনমূলক। সাময়্য তাত অগ্নিদেবকে উপাসক করিমাহ বক্রণাদি দেবত্মকে সন্মোদনের ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ, আমাদের মানুষী চক্ষুচক্ষু অশরীরী মূৰ্ত্তি শুভগত্ব দেবতাকে দর্শন করিতে পারে না । সুতরাং ভক্তের আকাজক্ষা মিটে না । ভক্ত তাঁহ, অরূপে রূপের আরোপ করিয়া, অগুণে গুণের স্ফোভনা দ্বারা, আপনার দেবতাকে আকাজক্ষামূৰ্ত্তি রূপগুণে বিভূষিত করিয়া লন । এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে । সাধক ভক্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে দেব ! আপনাকে আমি দেখিতে পাইতেছি ন ! আপনি একবার দয়া করিয়া রূপ-গুণে বিভূষিত হইয়া আমায় দেখা দেন । আপনাকে চাক্ষুশ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার চক্ষুর সার্থকতা হউক,—আমার জীবন তিরিয়া যাইক । আপনি বসুধরূপে আসুন, আপনি মিত্ররূপে আসুন, আপনি আৰ্য্যমন্ (দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য) রূপে আসুন । ভিন্ন ভিন্ন রূপে আপনাকে দেখিতে পাইলে, আপনার স্বরূপ-স্তান স্ফুট হইবে,—আপনার অভিন্নত্ব বুঝিতে পারিব । শত্রুনাশ-কার্য্য তখনই সমাধা হইবে,—আপনার যজ্ঞ আগমন তখনই সার্থক হইল মনে করিব ।’ রূপগুণের আরোপ করিয়া, মনুষ্য-রূপে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয় । এ থাকে সেই আভাষই প্রচ্ছন্ন আছে । (ম—২৩শ্ল—৩) ।

পঞ্চমো ঋক্ ।

(পঞ্চমঃ মণ্ডলঃ । ষড়্-বিংশত্যুক্তঃ । পঞ্চমো ঋক্) ।

পূর্ব্য হোতারস্য নো মন্দস্য সখ্যস্য চ

ইমা উ যু শ্রধী গিরঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশেষণঃ ।

পূর্ব্য । হোতাঃ । অস্য । নঃ । মন্দস্য । সখ্যস্য । চ ।

ইমাঃ । উঃ ইতি । যু । শ্রধী । গিরঃ ॥ ৫ ॥

সর্গানুশাসিনী-বাখা।

'পূর্বা' (অনাদে) 'তোতঃ' (তোমসম্পাদক, সর্গকর্মসম্পাদক হে দেব।) 'মঃ' (অনদীয়া) 'অত্র' (প্রবর্তমানস্য সিন্ধাশ্রীমামস্য বা কর্মস্য) 'সখাস্য' (সখিতস্য, সখকরকার্য ইতি যাবৎ) 'মন্দব' (অস্বাকং পূজাধারং হং প্রকট্টো ভব) ; 'উ চ' (অপিচ) 'ইমাঃ' (অস্বাতি-কচারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্ত্রীঃ) 'সু শ্রধি' (সমাক শৃণু)। অরং ভাবঃ—অস্বাকং কর্মণা সহ ভব সখিবৎ চিরমিলনং বা অত্র, তথা অস্বাকং কন্ম সৃষ্টু ভবতু। (১ম ২৩হ ৫ধ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অনাদি, সর্গকর্ম-সম্পাদক দেব! আমরাদিগের এই নিত্যকৃত কর্মের সহিত আপনার সখিত-স্বক রক্ষার জন্য আমরাদিগের পূজায় আপনি প্রকট্ট হউন; আর, আমাদের উচ্চারিত এই স্তুতিমন্ত্র আপনি সমাক-রূপে শ্রবণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্মের সহিত আপনার সখিত বা চিরমিলন হউক এবং আমরাদিগের কর্ম সৃষ্ট হউক।) (১ম—২৩সূ—৫ধ)।

সারণ-ভাষ্যঃ।

হে পূর্বা অনাদে: পূর্কমুৎসর তোতহোমস্পাদকারে মোহানদীয়াস্যা প্রবর্তমানস্য বঙ্গস্য সখাত্ চান্দনশ্রীমস্য চ সিন্ধাবৎ মন্দব হং কট্টো ভব। ইমা অস্বাতিঃ প্রমুজ্য-মানা গির উ যু স্ত্রীতরূপা বাচোহপি শ্রধি শৃণু।

পূর্বা। আমন্ত্রিতাহ্যনাতহং। তোতরিতাত্ নামন্ত্রিতে সমানধিকরণ ইতি পূর্কস্ত বিস্তমানহাদাষ্টমিকো নিঘাতঃ। অত্র। উড়মমিত বচ্যা উদাত্তবৎ। মন্দব। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকাস্তিগতিবু। শপঃ পিত্বানুদাত্তহং। তিউশ্চ লসার্কধাতুকস্বরেণ ধাতুবরঃ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অরং প্রকৃতির (আমাদিগের ও অস্ত্রান্ত বাবতীর প্রাণিগনের) পূর্ক-ভাত, হোম-নিম্পাদক হে অগ্নিদেব! আমরাদিগের (আমার) এই প্রবর্তমান বঙ্গ সিন্ধির স্ত্রী এবং আমরাদিগের প্রতি অঙ্গুগ্ধের নিমিত্ত আপনি সন্তুষ্ট হউন। আর আমরা যে স্তুতি করিতোছি, সেই স্ত্রীরূপ বাক্য শ্রবণ করুন।

'পূর্ক' এই পদে আমন্ত্রিতের আ'দ-বর উদাত্ত। 'তোতঃ' এই পদের 'নামন্ত্রিতে সমানধি-করণে' এই নিয়মে সিদ্ধ হইয়াছে। 'অত্র' এই পদে 'উড়মম' এই নিয়মামুসারে বঙ্গী বিভাক্তর উদাত্ত বর হইয়াছে। 'মন্দব' এই পদ 'মান' ধাতু হইতে নিম্পন্ন। স্তুতি, মোদ (কর্ষ), মদ (গর্ষ), স্বপ্ন (নিদ্রা), কাস্তি (কামনা) এবং গমন এই সকল অর্থে মদি (মন্দ) ধাতু প্রযুক্ত হয়। উক্ত পদে শপের 'প' ইং যাওয়ার অসুদাত্ত বর; এবং লসার্কধাতুক বর দ্বারা

অপাদানাবিতি পর্যাদানাদষ্টমিকনিষাতাভাবঃ। সখ্যাত্। সখ্যাঃ কৰ্ম সখ্যাৎ। সখ্যাব্যঃ।
 পা० ৫১ ১২৬। ইতি বস্তুভাৱঃ। যত্তেতি লোপে প্রত্যয়স্বরঃ। উ যু। হ্রস্বঃ। পা०
 ৮৩ ১২৭। ইতি বস্তুভাৱঃ। প্রথি। প্র প্রণে। প্র শৃণু কৃৎস্ব্যচ্ছন্দসীতি খেধিরাধেপঃ।
 বহুৎ ছন্দসীতি লপোলুক্। ৫।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে বিংশো বর্গঃ ॥

পঞ্চম (২৯২) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতার সহিত কর্মের কথা কি প্রকারে স্থাপিত হয়? কর্ম দেব-
 মন্ত্রকৃত ভগবদ্বাদেশে বিনিমুল হইলই কর্মের সহিত ভগবানের
 (দেবতার) সংঘ হইল। ‘আপনি আমাদের পূজায় পরিতুষ্ট হউন;
 আমাদের কর্ম আপনার সহিত মন্ত্রকৃত হউক। অর্থাৎ,—‘হে ভগবন্।
 আমাদের কর্ম সকল এমন মন্ত্র হউক,—যেন মন্ত্ররূপ আপনার সহিত
 তাহাদের মন্ত্র অটুট অক্ষুণ্ণ থাকে’ ইত্যাদি এ ঋকের প্রার্থনার মর্মার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত ‘পূর্ব্বা’ পদটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ প্রায় সকলেই
 ‘প্রার্থনাকারীর (শুনঃশেপের) পূর্ব্ব কাত’ এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া
 গিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থ মন্ত্রও বালিয়া মনে হয় না। সকল কালে
 সকলেই, এই মন্ত্র উচ্চারণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন। তাহাতে
 কোন পূর্ব্ব, তাহা স্থির হয় না; ‘পূর্ব্বের পূর্ব্ব’ এইরূপ মঙ্গল করিতে
 করিতে, অনন্ত পূর্ব্ব বনাদি অর্থে মন্ত্রও হইয়া আসে। ‘সখ্যাত্’ পদে
 ‘সখিত্যব রক্ষার জ্ঞাত’ অর্থে মন্ত্রও হয়। (.ম—২৩সু—১ ঋ)।

ভিত্তির ঋতুর বহুগাছে। আর, অপাদানাদো’ এই পর্যাদান হেতু আষ্টমিক নিষাত হয় নাই।
 ‘সখ্যাত্’ এই পদে ‘সখ্যার কর্ম’ এই অর্থে সখা হয়। সখি শব্দের উত্তর ‘সখ্যাব্যঃ’ (পা० ৫১।
 ১২৬) এই সূত্র দ্বারা য-প্রত্যয়। ‘যত্’ এই সূত্র দ্বারা ই-কারের লোপ হইলে প্রত্যয় স্বর
 ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ‘উ যু’ এই স্থলে ‘হ্রস্বঃ’ (পা० ৮৩। ১২৭) এই সূত্রানুসারে য
 হইয়াছে। ‘প্রথি’ এই পদ প্রণার্থ প্র ঋতুর উত্তর (লোট্ ‘প্রি’) ‘প্রশৃণু-কৃ-বৃত্ত্যচ্ছন্দসি’
 এই সূত্র দ্বারা ‘প্রি’র স্থানে ‘ধি’ আদেশ, এবং ‘বহুৎ ছন্দসি’ এই নিয়মহেতু লপের লুক
 ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৫।

প্রথম ঋকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিংশ বর্গ সমাপ্ত। ২০।

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ষড়্বিংশসূক্তং । ষষ্ঠী ঋক্ ।)

যচ্চিক্ৰি শশ্বতা তনা দেবংদেবং যজামহে ।

হে ইন্ধুয়তে হবিঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

যৎ । চিক্ৰি । হি । শশ্বতা । তনা । দেবংদেবং । যজামহে ।

হে ইতি । ইৎ । হুয়তে । হবিঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

হে জ্ঞানদেব ! 'যচ্চিক্ৰি' (যজাপি) বয়ং 'শশ্বতা' (শাশ্বতেন, নিত্যেন সদাপদন্তেন) 'তনা' (বিস্তৃতেন হবিষা, প্রকৃত্বেন পূজোপচারেণ) 'দেবং দেবং' (বিভিন্ন দেবং) 'যজামহে' (পূজয়ামহে), তথাপি তৎ 'হবিঃ' (সৰ্বং আহবনীমঃ সৰ্বা পূজা ইত্যৰ্থঃ) 'হে ইৎ' (ইমি ইব) 'হুয়তে' (পূজয়তে, বৰ্ত্ততে ইত্যৰ্থঃ) । জ্ঞানং হি সৰ্বদেবময়ং ; সৰ্বদেবানাং পূজয়া সহ জ্ঞানং সম্বন্ধংতঃ - ইতি ভাবঃ (১ম-২৬সূ-৬খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদঃ ।

হে জ্ঞানদেব ! যদিও আমরা সদাকাল অর্শেন পূজাপকরণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিয় আশিঙেছি ; তথাপি সকল পূজা আপনা-তেই বৰ্ত্তিতেছে । (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সৰ্বদেবময় ; সকল দেবতার পূজায় গড়েই জ্ঞান গছকয়ুক্ত ।) ॥ (১ম-২৬সূ-৬খ) ॥

সামগ-ভাষ্য ।

হে অগ্নে যজ্ঞি যজ্ঞি পশতা ঋগ্বেদে নিতোম তমা বিবৃতেম হবিষা দেবং দেবদত্ত-
যজ্ঞক বরুণেন্দ্রাদিরূপং মানাবিধং দেবতাবিশেষং বজামহে । তথাপি তদ্বিঃ সর্কং যে
ইবযোব হুরতে । অতো দেবাস্তরবিষয়ো যাগোহপি তদীর্ষব সেবেতাব্যঃ ॥

তনা । তদু বিস্তারে । কিপ্ চোত্ কপ্ । বহা পচাভচ্ । হুপাং হুলুগিতি
তৃতীয়া আকারঃ । দেবং দেবং । নিতাবীন্দ্রোয়িত্তি বির্ভাবঃ । তত পরমাস্ত্রেড়িত্ত-
মিত্তাভ্রস্ত্রেড়িত্ত সংজামহুদাত্তং চেতি সর্কাত্তদাত্তং । বজামহে । নিপাটৈর্ভাষ্যদিত্তেতি-
নিষাতপ্রতিবেধঃ । যে । যুয়ুৎকাৎসপ্তমোকনচনত্ হুপাং হুলুগিতি শে আদেশঃ । যমাবেক-
বচন ইতি মপর্যাস্তঃ তস্য আদেশঃ । শেষলোপেহতো ঞ্চন চিত্ত পরপূর্কতং শে ইতি প্রগৃহ-
সংজামাঃ প্লুত্ প্রগৃহ্যা অচি । পা০ ৬।১২৫ । ইতি প্রকৃতিভাবঃ । হুরতে । অকুৎ-
সাক্ষণাত্তুকরোঃ পা০ ৭৪২৫ । ইতি দীর্ঘঃ । ৬ ।

ষষ্ঠ (২৯৩) ঋকের বিশদার্থ ।

— ১০১ —

এখানে ঋকের ভেদ-ভাব বিদূরিত হইয়াছে এখানে তিনি
বাক্যে পানিয়াছেন যে, সকল দেবতাই এক । তাহঁতীয় পনাতম ব্রহ্মই

সামগ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব! যজ্ঞ ও নিত্য এবং নিবৃত্ত (প্রচুর) হর্ষিত্বা দ্বারা অস্ত্রাক্ত বরুণ ইন্দ্র
প্রভৃতিরূপ নানা প্রকার দেবতা-বিশেষের যাগ (পূজা) করিয়া থাকি ; তথাপি সেই
হর্ষিত্বা তোমাতেই হুত (অর্পিত) হইয়া থাকে ; অর্থাৎ, অস্ত্রাক্ত দেব-বিষয়ক যাগও
তোমারই সেবা (আর্চনা) স্বরূপ হয় ।

‘তনা’ এই পদ, বিস্তারাব ‘তন’ বাতু উত্তর ‘কিপ্ চ’ এই সূত্র দ্বারা কিপ্ প্রত্যয়,
অথবা, পচাভি হেতু অচ্ (অণ) প্রত্যয়, এবং ‘হুপাং হুলুক্’ এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির
স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘দেবং দেবং’ এই স্থলে ‘নিতাবীন্দ্রোঃ’ এই সূত্র-
সারে বিদ, এবং ‘তস্য পরমাস্ত্রেড়িত্তম’ (পা০ ৬।১২) এই সূত্র দ্বারা আস্ত্রেড়িত্ত সংজা হইলে,
‘অহুদাত্তক’ (পা০ ৬।৩) এই সূত্র দ্বারা সমুদার পদের অহুদাত্ত স্বর হইয়াছে । ‘বজামহে’
এই পদে ‘নিপাটৈর্ভাষ্যদিত্ত’ (পা০ ৬।৩০) এই সূত্র দ্বারা নিষাত প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে ।
‘যে’ এই পদটি ‘যুয়ুৎ’ শব্দের উত্তর সপ্তমীর একবচনের স্থানে ‘হুপাং হুলুক্’ এই সূত্র দ্বারা
‘শে’ আদেশ, ‘যমাবেক বচনে’ এই সূত্র দ্বারা ‘যুয়ুৎ’ এই ম-পর্যাস্ত অংশের স্থানে ‘য’ আদেশ,
‘শেষে লোপঃ’ (৭২১০) এই সূত্র দ্বারা শেষ অংশের লোপ, অনন্তর ‘অতোঞপো’ (পা০ ৬।
২৭) এই সূত্র দ্বারা পরপূর্কত (পররূপ একাদেশ, পূর্ববর্ণের সাহিত পরবর্ণের যোগ) এবং
‘শে’ (পা০ ৬।১৩) এই সূত্র দ্বারা প্রগৃহ-সংজা হইলে, ‘প্লুত্ প্রগৃহ্যা অচি’ (পা০ ৬।১২৫)
এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘হুরতে’ এই পদে অকুৎ-সাক্ষণাত্তুকরোঃ
(পা০ ৭৪২৫) এই সূত্র দ্বারা হু হাতুর উকারের দীর্ঘ হইয়াছে । ৬ ।

যে নানা দেবরূপে আপন বিহুতি বিস্তার করিয়া যাচ্ছেন, এখানে গাণকেশর
 তাহা বোধগম্য হইয়াছে। আলোক-সুস্ত যেন কেন্দ্রস্থান হইতে
 চারিদিকে রশ্মিরূপে বিস্তৃত হয়; এং সেই অগাধ্য অনন্ত রশ্মিমালার
 অনুসরণে অগ্রগত হইতে হইতে পরিণেমে যেমন গোট কেন্দ্রস্থানে
 উপনীত হওয়া যায়; এখানেও সেই ভাব স্ফোভনা করিতেছে। যে
 দেবতার বা ভগবানের যে বিভূতির মধ্য দিয়াই পূজা-উপচার প্রেরিত
 হউক না কেন, সকলই সেই অভিন্ন একে সিয়া মিলিত হইবে, সেই
 কথাই এখানে ব্যক্ত আছে।

একেশ্বরবাদীগণ যে বহুদেবোপাসকগণের প্রতি বিক্রোপের দৃষ্টি গলালন
 করেন, এটী পক্ষেই মর্শ্যার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাঁতাদের সে দৃষ্টি নিশ্চয়ই
 সফুঁচত হইতে পারিবে। হিন্দু যে অগাধ্য অগণ্য দেবদেবীর পূজা
 করেন, তাহার মূল লক্ষ্য এইখানে প্রকটিত রহিয়াছে। বিশ্বনাথ বিশ্ব-
 ব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশ্বের যে অঙ্গেরই সেবা
 করিবে, তদ্বারা তাঁতারই সেবা-পূজা সম্পন্ন হইবে। এ ঋক্ সেই উক্তই
 ভারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। « (১ম—২০সূ—৩৩) »

— * —

সপ্তমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মন্তনঃ । বড়বিশ্বসূক্তং । সপ্তমী ঋক্ ।)

প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্বপতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ ।

প্রিয়া স্বগায়ো বয়ং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণঃ ।

প্রিয়ঃ । নঃ । অস্তু । বিশ্বপতিঃ । হোতা । মন্দ্রঃ । বরেণ্যঃ ।

প্রিয়াঃ । সুহৃৎস্বয়মঃ । বয়ং ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (২০৪) ঋকের বিশদার্থ।

—*—

আমার হৃদয়ের প্রেম-ভক্তির দ্বারা ভগবানের প্রীতি-সম্পাদনে আমি যেন সমর্থ হই ;—তিনি যেন আমার বরুণী ও প্রিয় জন। তাহা হইলে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সদ্‌জ্ঞানলাভ করিয়া, আমিও তাঁহার প্রিয় হইতে পারিব। হে ভগবন! তুমি আমাদের প্রিয় হও, আমরা তোমার প্রিয় হই, আমাদের ও তোমার মধ্যে যেন অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।
মার্থাস্থা এই ঋকের উহাই মর্থার্থ * (১ম—, ৩ম— ঋ)।

— . —
অষ্টমী শ্লোক।

(প্রথম মণ্ডলঃ। বড় বিংশসূক্তঃ। অষ্টমী শ্লোক।)

স্বগ্নয়ো হি বার্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ।

স্বগ্নয়ো মনামহে ॥ ৮ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ।

স্বগ্নয়ঃ হি বার্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ।

স্বগ্নয়ঃ মনামহে ॥ ৮ ॥

মর্থাস্থাস্থারিতী-বাখ্যা।

স্বগ্নয়ঃ (সদ্‌জ্ঞানরূপাঃ) 'দেবাসো' (দেবাসো) 'নঃ' (অস্বদীয়) 'বার্যং' (বরুণীয়াঃ মণ্ডলঃ, সদ্‌জ্ঞানরূপং . শ্রেষ্ঠত্বমং) 'দধিরে' (যুক্তবস্তঃ) ; 'চি' (তস্মাৎ) 'নঃ' (প্রার্থনাকামিণঃ)

* ঈংরাজী অনুবাদে ঋকৃটীর অর্থ কিক্রম বিকৃত হইয়া আছে, লক্ষ্য করুন ;—“May he be dear to us, the lord of the clan the joy-giving, elect Hotri ; may we be dear (to him), possessed of good Agni (i.e., of good fire) . গৃহে অগ্নি-রক্ষা করিলেই তাঁহার প্রিয় হইব, —এই কি মর্থার্থ ?

'অগ্নিঃ' (সদজ্ঞানবৃত্তাঃ সত্যঃ) তান দেবান 'মনামহে' (যদি ধারণামহে বধা কু ধারণেম)। অগ্নিঃ তাবঃ—জ্ঞানেন সহ জ্ঞান-বরূপত্ব দেবত্ব সম্বন্ধ বিজ্ঞতে ; হে মম মঃ স্বং জ্ঞানাদিকারী তন। (১ম—২৬ত ৬শ)।

বঙ্গানুবাদ।

সদজ্ঞানস্বরূপ দেবগণ আত্মাদিগের অস্ত সদজ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ-ধঃ ধারণ করিয়া আছেন। সেই ধন প্রাপ্তির জন্য, প্রার্থনাকারী আমরা, সদজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া, সেই দেবগণকে অনুপ্রাণিত করিতেছি—যেন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। (তাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত জ্ঞানস্বরূপ দেবতার সম্বন্ধ আছে ; হে আমার মন, তুমি জ্ঞানাদি-কারী হও।)। (১ম—২৬সূ—৬শ)।

সারণ-ভাষ্যঃ।

অগ্নিঃ শোভনান্নিবৃত্তা দেবাসো দীপ্যমানা পশ্বিজো নোঃমনীঃ বার্বঃ বরনীঃ চবিচি বসাদিধিরে। যুতনস্তঃ। তস্মাদহং অগ্নিঃ শোভনান্নিবৃত্তাঃ সস্তো মনামহে। স্বাং বাচামহে। বার্বঃ। বৃঞ্ বরণে। বৃঙ্ সংতকৌ। ঋতলোর্গাং ঈউৎকৈত্যাঙ্গিনাঙ্গাদাস্তৎ। দধিরে। ইত্যাঙ্গিনাঙ্গাদাস্তৎ। হি চৌত নিষাতপ্রতিষেধঃ মনামহে, মন জ্ঞানে, ব্যত্যয়েন শপ্। ৬।

অষ্টম (২১৫) ঋকের বিশদার্থ।

সারণ-ভাষ্যানুগতঃ এ ঋকের অর্থ হয় এই যে, 'শোভন-অগ্নিবিশিষ্ট ঋষিকগণ আত্মাদের বরণীয় হইয়া ধারণ করিয়া আছেন। অতএব, আমরা শোভন-অগ্নিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি।' কেহ আবার

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সদজ্ঞান-অগ্নিবৃত্তা দীপ্তিশালী ঋষিকগণ বেহেতু আমাদের বরণীয় (শ্রেষ্ঠ) চর্জিত্বঃ ধারণ করিয়াছেন ; সেই হেতু, আমরা শুভকর অগ্নিবৃত্তা হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি। 'বার্বান্' এই পদ বরণার্থ বৃ(ঞ) কিংবা সান্ত্বগার্থ (বৃঙ্) ধাতুর উত্তর 'কলোর্গাং' এই সূত্র দ্বারা প্যৎ প্রত্যয় করিয়া নিস্পন্ন উক্ত পদে 'ঈউৎকৈ' (পাং ৩। ২১৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদিবর উদাস্ত হইয়াছে। 'দধিরে' এই পদে উত্তরে প্রত্যয়ের 'চ' ইৎ বাওরার অন্তবর উদাস্ত, এবং 'চিচ' এই সূত্র দ্বারা নিষাতের নিষেধ হইয়াছে। 'মনামহে' এই পদে জ্ঞানার্থ মনু ধাতুর উত্তর (লট্ মহে) ব্যতিক্রমে শপ্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ৬।

ব্যক্তির অর্থ করিয়া গিয়াছেন ;—‘যেহেতু অগ্নিদেব হুপ্রাণ হইলে সর্ব-
দেবতা সম্বন্ধে হন, অতএব আমরা অগ্নিদেবকে হুপ্রাণ করিয়া অপর
দেবগণকে উপাঙ্গনা করিচোছি।’ এইরূপ, নানা ভাবে নানা অর্থ
প্রচলিত আছে।

আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহার বিবরণ একটু অনুমান
করিয়া দেখুন। ‘স্বপ্নঃ’—‘স্ব-অগ্নি’ হইতে ব্যুৎপন্ন হয়। ‘স্ব-অগ্নি’
কাহাকে বুঝায়? সদ্জ্ঞানরূপ অগ্নিই ‘স্ব-অগ্নি’ বলিয়া মনে করি ?
‘দেবাসঃ’ পদ, ‘দেবাসঃ’ পদের পরিবর্তে বেদে ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ—
‘দীপ্যমানা কাঁচিঃ’ হওয়া বড়ই কষ্টকল্পনা-মূলক। পরন্তু ‘দেবগণ’ অর্থই
সঙ্গত। দেবগণ কেমন? না—তাঁহারা ‘স্বপ্নঃ’ অর্থাৎ সদ্জ্ঞানস্বরূপ
(সূক্ষ্ম শুদ্ধ-সত্ত্বভাবিত) ; যাহা বদ্যভাবাপন্ন, তাহার গাহিত মিলনের আশা
করিলে, বদ্যভাবাপন্ন হওয়াই আবশ্যিক। বহু ক্ষেত্রে বহু প্রকারে এ তত্ত্ব
ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তি বলা
হইয়াছে,—‘মানুষ। তোমরা যদি জ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও, যদি
জ্ঞানধন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কর ; জ্ঞানের আধিকারী হইবার চেষ্টা
পাও। হৃদয়কে সদ্জ্ঞানে জ্ঞানার্ঘ্য কর ; জ্ঞানস্বরূপ দেবগণ তোমাদের
আধগত হইবেন।’ নক্টী একাদারে প্রার্থনামূলক ও আত্মস্বাধীন-
সূচক,—ইহাই মনে করা যাইতে পারে ॥ (১২—২ সূ—৩ অ) ॥

নবমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ষড়্বিংশসূক্তঃ । নবমী ঋক্ ।)

অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাং ।

মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ ॥ ১ ॥

পদ-কিন্নয়নং ।

অথ নঃ । উভয়েমাং । অমৃত । মর্ত্যানাং ।

নিমঃ । সন্তু । প্রহাস্তয়ঃ । ৯ ॥

সংস্কৃত-সংহিতা-ব্যাখ্যা

'অথ' (সদজ্ঞানলাভানন্তরঃ) 'অমৃত-মর্ত্যানাং' (অমৃতানাং অমরদেবানি মর্ত্যানাং মরণমর্শিণো মনুষ্যানাং) 'নঃ' (আমাকং) 'উভয়েমাং' (দেবমনুষ্যয়োশ্চৈব ইতি বাবৎ) 'নিমঃ' (পরস্পরং) 'প্রহাস্তয়ঃ' (প্রকৃষ্টাঃ সখকাঃ) 'সন্তু' (সকতোভাৱেন) 'সন্তু' (ভবতু) ।
হে জ্ঞানদেব! যৎ ব্রহ্ম সৎ মতিসম্বন্ধং স্থাপিত্ব সমর্ষোহস্মি, তৎ কুর্ষিত প্রার্থনা ॥ ৯ ॥

সংস্কৃত-বাদ ।

অনন্তর (সদজ্ঞানলাভানন্তরঃ) অমরদেবগণের এবং মরণমর্শী এই মনুষ্যগণের—আমাদের উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃষ্টে সখ্য স্থাপিত হউক । (হে জ্ঞানদেব! সদজ্ঞানলাভপূর্বক আমরা যেন দেবগণের গাহত সখ্য-স্থাপনে সমর্থ হই, তাহাই করুন—এই (প্রার্থনা) । ম—১৩সু—৯খ) ।

* * *

সংস্কৃত-ভাষ্যং ।

হে অগ্রে অমৃত মরণরহিতায়ে । অথু কস্মিন্চানানন্তরং মর্ত্যানাং মনুষ্যানাং নোহস্মাক-
মন্ত্রস্থামিনস্তব চোভয়েমাং নিমঃ পরস্পরং প্রশস্তয়ঃ প্রশংসারূপা বাচঃ সন্তু । সমাগচ্ছিত-
মিতি যজমানবিষয়া প্রশংসা । সমাগচ্ছিতম্ভাষ্যবিষয়া ।

অথ । নিপাতস্ত চোতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ । অমৃতঃ অপাদাদাবতি পর্য্যাদায়াং

সংস্কৃত-ভাষ্যের সংস্কৃত-বাদ ।

হে মরণরহিত অগ্নিদেব! কস্মিন্চানানের অনন্তর মনুষ্য (মরণশীল) আমরা ও
আমাদের প্রভু তুমি, এইরূপ আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রশংসারূপ বাচ্য (আলাপ)
হউক । ষণ্মাণ্ড অশুভিত হইয়াছে, এই প্রকার যজমান-বিষয়িনী প্রশংসা, আর যথেষ্ট
অশুভ করিয়াছেন, এইরূপ অগ্নি বিষয়ে প্রশংসা ।

'অথ' এই স্থলে 'নিপাতস্ত চ' এই শব্দদ্বারা সংহিতার দীর্ঘ হইয়াছে । 'অমৃত' এই
পদে 'অপাদাদৌ' এইরূপ পর্য্যাদান হেতু আদ্যের উদাত হইয়াছে । 'মর্ত্যানাং' প্রাগত্যগাধ

যান্তিকমাত্ৰাদান্ত্বং । মর্ত্যানাং । মৃঙপ্রাণত্যাগে । অসিহনীত্যাদিনা তনুপ্রত্যয়াণো
মর্ত্যশব্দঃ । তন্মাত্ৰবে ছন্দসি । পা० ৪।৪।১১০ । ইতি যৎ । যতোহনাব ইত্যাহাদান্ত্বং ।
সন্ত । ঞসোরজোপঃ । প্রশস্তয়ঃ । নাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরং । ৯ ।

নবম (২১৬) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের পদবিভাগ জটিল ও বিভিন্ন বিপরীত অর্থ-সূচক। সাধারণতঃ
এ ঋকের অর্থ হয় এই যে, 'যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের পর আমরা (মর্ত্যগণ)
ও তোমরা (অমর দেবগণ) পরস্পর যেন পরস্পরের প্রশংসা-সূচক
বাক্য উচ্চারণ করি ' *

ঋকের অন্তর্গত 'অমৃত' পদটী লম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই
অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের সিদ্ধান্ত । আমরা কিন্তু 'অমৃতমর্ত্যানাং' পদটীকে
ছন্দমালান্ত পদ বলিয়া নির্দেশ করিলাম । 'উভয়েষাং' পদ, মেরুপ
নির্দেশের এক প্রধান কারণ । যদি 'অমৃত' পদকে লম্বোধন-পদ বলিয়া
গ্রহণ করি, তাহা হইলে অন্ত্যমুখে 'মর্ত্যানাং উভয়েষাং' বাক্যের অর্থ
হয়,—'হে অমৃত ! মর্ত্য আমাদের উভয়ের পরস্পরের' ইত্যাদি । কিন্তু
তাহাতে ভাব-গঙ্গাত থাকে কি ? পূর্বাধিক ঋকের সহিত তাহার সম্বন্ধও
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । 'আমরা তোমার প্রশংসা করিব, তোমরাও আমাদের

মৃঙ্বাতুর উত্তর 'আসহসি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'তনু' কাররা 'মর্ত' শব্দ হয় । সেই 'মর্ত্য'-
শব্দের উত্তর 'তবে ছন্দসি' (পা० ৪।৪।১১০) এই সূত্র দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'মর্ত্য' পদ
সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে 'যতোহনাবঃ' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাস্ত হইয়াছে ।
'সন্ত' এই পদে 'ঞসোরজোপঃ' (পা० ৬৪১১) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইয়াছে ।
'প্রশস্তয়ঃ' এই পদে 'নাদৌ চ' এই সূত্র দ্বারা গতির (উপসর্গের) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ৯ ॥

* এহ ঋকের দুইটা বঙ্গানুবাদ এবং একটা ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ।
তাহাতে ঋকে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, বোধগম্য হইবে;—(১) "হে অমর অগ্নিদেব
আপনার এবং আমাদের অনুষ্ঠান সমাক্ বলিয়া স্বীকার করুন এবং আমরা আপনার
অনুগ্রহ সমাক্ বলিয়া গ্রহণ করি।" (২) "হে অমর, তুমি অমর, আমরা মর্ত মনুষ্য,
আইস আমাদের পরস্পর প্রশংসা করি।" (৩) " And may there be among
us mutual praises of both the mortals, O immortal one (and the
immortals)."

প্রশংসা করিবে,—আরাধ্য আরাধকে কি একরূপ সর্ভমূত্র থাকা সম্ভাব্য ? বিশেষতঃ, পূর্ব্ব থাকে যে ভাবের জ্যোতিষ আছে, জ্ঞানময় দেবতার গামীপ্য-লাভে জ্ঞানলাভে প্রবুদ্ধ হওয়ার যে আশা পাওয়া যায়, তাহাতে এ থাকের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের গার্থকতা আমাদের পরিগৃহীত অর্থেই সমাক্ষ প্রাপ্ত হয় । সদৃজ্ঞানলাভ দেবগামকর্ষপ্রাপ্তির হেতুভূত । সদৃজ্ঞান-লাভ করিতে পারিলে, দেবগায়ুজ্য অবাৎস হইয় । এখানে সেই ভাবই পরিষ্ফুট দেখি । পূর্ব্ব থাকের প্রার্থনার মর্ম্ম ছিল,—'হে ভগবন্ ! সদৃ জ্ঞানস্বরূপ আপনি ; আমি যেন সদৃজ্ঞানযুক্ত হইয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি ।' এ থাকে সেই প্রার্থনাই বিশদীকৃত ; এখানে বলা হইতেছে, এখানকার ভাব এই যে,—'মরণসহিত অমর দেবতার সহিত মরণধর্ম্মী মানুষের সম্বন্ধ বড় কঠিন । হে ভগবন্ ! আমি যেন সদৃজ্ঞান লাভ করি । আর, সেই সদৃজ্ঞান-লাভের ফলে, অমর আপনার সহিত এই মর-আমার যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় ।' গায়ুজ্যাদি মুক্তির যে অবস্থা, এখানে তাহারই স্তরগত পন্থার ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে । প্রকৃষ্ট সদৃজ্ঞান-লাভের পরই অমরের সাহিত মরের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় । ইত্যাহ এ থাকের ভাবার্থ ॥ (১ম—২৬সূ—২ধা) ॥

দশমী পাক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ষড়্‌বংশসূক্তঃ । দশমী পাক) ।

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ ।

চনো ধাঃ সহসো যহো ॥ ১০ ॥

গদ-বিশ্লেষণঃ ।

বিশ্বেভঃ । অগ্নে । অগ্নিভিঃ । ইমং । যজ্ঞঃ । ইদং । বচঃ ।

চনঃ । ধাঃ । সহসঃ । যহো । ইতি ॥ ১০ ॥

মর্দ্বাপ্তসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'সহসঃ' (সর্কস্যা বলসা) 'যহো' (আশ্রয়) 'অয়ে' (হে জ্ঞানদেব) 'বিশ্বেতিঃ' (সর্কতিঃ) 'অগ্নিতঃ' (জ্যোতির্ভিঃ, প্রকাশরূপে: ইতি যাবৎ) 'ইমং' (প্রবর্তমানং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ষ) 'বচঃ' (স্তোত্রঃ চ) 'ধাঃ' (অধাঃ, ধারয়, গ্রহণং কুরু ইতি শেষ:) ।
প্রার্থনারা: ভাবঃ - সর্কস্যাং শক্তীনাং আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব, অস্মাকং কর্ষ বচঃ চ যেন ভবসম্বন্ধপুতো ভবতু. তৎ কুরু । (১ম—২৬সূ - ১০খ) ।

বঙ্গভূবাদ ।

সকল শক্তির আশ্রয়-স্থান হে জ্ঞানদেব । সর্কপ্রকার প্রকাশরূপে
দ্বারা (জ্যোতিঃরূপে, জ্ঞানরূপে) আপনি আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদিকর্ষ
ও স্তোত্র গ্রহণ করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে, —সকল শক্তির
আশ্রয়ভূত হে জ্ঞানদেব ! আমাদিগের কর্ষ এবং বাক্য যেন আপনাকে
সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা করিয়া দেন ।) ॥ (১ম—২৬সূ—১০খ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং ।

সহসো বলসা বচো পুত্র হে দেবতাক্রমায়ে বিশ্বেতিবন্ধিভিঃ সর্কস্যাৎবনীয়াদিভির্লুক-
শ্বমিমমস্মদৌঃ স্বমিমমস্মদৌঃ বচঃ স্তোত্রং চ সেবমানশ্চানোহন্নঃ ধাঃ । অশ্রভাং ধেহি ।

বিশ্বেতিঃ বহুগং ছন্দসীতি ভিস ঐশাদেশাভাবঃ । চনঃ । চাযু পূজানিশামনমোঃ ।
চায়েরনে হ্রস্বশ্চত্য়ন্ন । তৎসঙ্গিযোগেন শুভাগমশ্চ । নিবাদাত্তাদান্তবৎ । ধাঃ । লুঙ
গাতিস্থেতি সিচো লুক্ । বহুগং ছন্দসামাঙ্ঘোগেৎপি তাডভাবঃ । সহসো বহো ইতি
স্ববামস্তিতে ইতি পরাস্বভ্যাদামস্তিতসা চোতি বষ্ঠামস্তিতসমুদায়ো নিতত্তে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে একবিংশো বর্গঃ ॥ ২১ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গভূবাদ ।

হে বলপুত্র অগ্নিদেব ! আপনি আচরণীয় প্রভৃতি সমস্ত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া
আমাদের এই যজ্ঞ এবং এই স্তোত্র ভজনা করিয়া আমাদিগকে তন্ন প্রদান করুন ।

'বিশ্বেতিঃ' এই পদে 'বহুগং ছন্দসি' এই সূত্র হেতু ভিসের স্থানে ঐশ্ব আদেশ হয়-
নাই । 'চনঃ' এই পদ চার ধাতুর উত্তর 'চায়েরনে হ্রস্বশ্চ' এই সূত্র দ্বারা অস্মন্ন প্রত্যয়,
ও তৎ-সঙ্গিযোগ-হেতু শুটু আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ঐ পদে 'ন' ইৎ যাওয়ায়
আদিষর উদাস্ত হইয়াছে । 'ধাঃ'—এই পদ, ('স' ধাতুর উত্তর) লুঙ, পরে 'গাতিস্থা'
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'সিচ' প্রত্যয়ের লুক্ (লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; ঐ পদে
'বহুগং ছন্দসামাঙ্ঘোগেৎপি' এই সূত্র হেতু অটু আগম হয় নাই । 'সহসো বহো' এই
স্থলে 'স্ববামস্তিতে' এই সূত্র দ্বারা পরাস্বভূত হওয়ায় 'স্ববামস্তিত চ' এই সূত্র দ্বারা
'স্ব্যস্তপদ ও স্বামস্তিত পদ' এই উভয়াক্ষর সমুদায় পদের নিবাস্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

প্রথম সূক্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ সমাপ্ত ।

দশম (২১৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— :: : :: — •

এই ঋকটীর সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের মধ্যে যে গবেষণা চলিয়াছে, প্রথমে তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে । তাহার বলন—‘সহঃ যহে’ পদদ্বয়ের অর্থ—‘বলের পুত্র’ । তদনুগারে অধ্যাহার করা হয়,—বলের (শক্তির) দ্বারা ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখানে সেই অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে ; বলা হইতেছে,—‘হে বলের পুত্র অগ্নি ! আপনি অশ্রুত অগ্নিসকলের (গার্হপত্য, আহবনীয়া প্রভৃতি) সহিত আমাদের এই যজ্ঞ ও স্তোত্র ধারণ করুন ।’ #

এক প্রকার অগ্নি, অশ্রুত অগ্নির সহিত আগিবেন—ইহার তাৎপর্য কিছু বুঝিয়া পাওয়া যায় না । অগ্নির বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন অগ্নির বিষয় ধারণা করা যায় বটে ; কিন্তু এক অগ্নির মধ্যে গেই সকল অগ্নির অনিষ্ঠান কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ? অতএব, আমরা মনে করি, এখানে ঐ পরিদৃশ্যমান অগ্নির বিষয় বলা হয় নাই । ‘বিশ্বেতিঃ অগ্নিভিঃ’ পদদ্বয়ে ঐ জ্বলন্ত অগ্নির প্রতিও লক্ষ্য নাই । ‘বিশ্বেতিঃ অগ্নিভিঃ’ পদদ্বয়ে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ অগ্নি—জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি—এই ভাবই প্রকাশ পায় । এই দৃশ্যমান অগ্নির মধ্যেই তোমার বিশ্বব্যাপী জ্ঞানময় মূর্তি যেন প্রকাশ পায়—দেখিতে পাই ; আর, আমার কৰ্ম ও বাক্য যেন গেই জ্ঞানের সহিত, তোমারই সহিত, সম্বন্ধযুক্ত হয় । ইহাই ঐ ঋকের প্রাপনার অর্থ বলিয়া মনে করি ॥ (:ম—২৩সু—১০খা) ॥

* পরিদৃশ্যমান অগ্নির অতীত অগ্নিকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, ঋকের ইংরেজী অনুবাদে (ওল্ডেনবর্গ ও ম্যাক্সমুগারের অনুবাদে) তাহা বোধগম্য হইতে পারে । সে অনুবাদ, - “With all Agnis (i.e., with all thy fires), O Agni, accept this sacrifice and this prayer, O young (son) of strength.” এই ইংরেজী অনুবাদে লুডউইগ, বোলনার ও কুন প্রভৃতি জর্মন পণ্ডিতগণের অনুসরণ আছে বলিয়া প্রকাশ ।

— * —

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

*

প্রথমঃ মণ্ডলং । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । বক্তোহনুবাকঃ । সপ্তবিংশসূক্তং ।

ষাণ্ডিনাদ্ চতুর্দশো বর্গঃ ।

সপ্তবিংশসূক্তং ।

—:४:—

এই সূক্তের ঋক্‌গুলিও পবিকুমার শুনঃশেপের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। পরন্তু বেদবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস করিবার উপযোগী কতকগুলি পদ এবং বাক্য, এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত ঋক্-সমূহের ভিতর হইতেও বাহির করা হইয়া থাকে। মানুষের চিন্তার গতি যেমন যেমন পথে প্রণাবিত, ঋগ্বেদে সেই অর্থেই প্রকাশ পায়।

এ সূক্তের বিবদমান বাক্য—‘শবসা সূহু’ (২য় ঋক্); উহার অর্থ করা হয়—‘বলেদ-পুত্র’। পূর্ব সূক্তের (১০ ঋক্) ‘সওসো যহো’, আর এই সূক্তের ‘শবসা সূহু’—সে হিসাবে একই অর্থপ্রাপক। এইরূপ ‘সারত্যং নবাসং’ (এই সূক্তের ৪ ঋক্) বাক্য দেখিয়া, পবিকুমার নতন স্তোত্র রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন—এবিধ অর্থ আমনন করা হয়। বলা বাহুল্য, বেদবাক্যের পৌরুষ-স্থাপন-পক্ষে এইরূপ প্রচেষ্টাই চলিয়া আসিতেছে। তার পর, ‘সিদ্ধুর্গা উপাকে’ বাক্যে সোমরস-প্রস্তুতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। ফলতঃ, দেবতার যে মানুষ বা মানুষ হইতে উৎপন্ন, স্তোত্র যে মানুষের রচিত বা প্রণীত এবং সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যই যে দেবতার পূজার প্রকৃষ্ট সামগ্রী, এক দৃষ্টিতে, এই সপ্তবিংশ সূক্ত দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

হায় বেদ!—লোক-বিশেষের হস্তে পড়িয়া তোমার এমনই দুর্দশা উপস্থিত! বাণী হউক, জ্ঞানভঃ আমরা বাহা বুঝিতেছি, যদ্যানে তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ সত্য-স্বরূপ; তিনিই সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

সপ্তবিংশ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সারণাচার্যাকৃত)।

অশ্বং ন শ্বেতি ত্রয়োদশর্চঃ চতুর্ধং সূক্তং। পূর্বাঙ্গদৃশ্যাদয়ঃ। ত্রয়োদশী নমো-মহত্যা
ইত্যাদিষ্টিপ্-ছন্দঃ। বিশ্বদেবা দেবতা। তয়া চাপ্তক্রাস্থং। অশ্বং সপ্তোনা গায়ত্রৈহত্যা
দৈবী ত্রিষ্টুবিতি। প্রোতরমুগাকাম্বিনশজ্জোরুতমানর্জ্জতস্ত সূক্তস্ত বিনিয়োগ উক্তঃ।

তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামুচমাৎ।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্ত বর্ষ্ঠোহম্ববাকৈ সপ্তবিংশসূক্তং। ঋষি অজিগর্তপুত্রঃ শুনঃশেপঃ।

অগ্নিদেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। আবেদনযজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

প্রথমো পাক্।

(প্রথমং সর্গলং। দশবিংশ সূক্তং। প্রথমো পাক্।)

অশ্বং ন ত্বা বারবস্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।

সত্রাজন্তমধ্বরাণাং ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ।

অশ্বং। ন। ত্বা। বারবস্তং। বন্দধ্যা। অগ্নিং। নমোভিঃ।

সত্রাজন্তং। অধ্বরাণাং ॥ ১ ॥

* * *

মর্ধ্যানুসারিণী ব্যাপ্যা।

‘অশ্বং’ (ব্যাপকং, রশ্মিং) ‘ন’ (ইব) ‘বারবস্তং’ (ব্যাপনিবারকং, অপ্রকাশকং, জান-
স্বরূপং ইত্যর্থঃ) ‘অধ্বরাণাং’ (যজ্ঞানাং, সংকর্মণাং) ‘সত্রাজন্তং’ (স্বামিনং, নিষ্পাদকং) ‘ত্বা’
(ত্বাং) ‘অগ্নিং’ (জ্ঞানদেবং) ‘নমোভিঃ’ (স্তুতিভিঃ) ‘বন্দধ্যা’ (বন্দিত্বং প্রবৃত্তা ত্বানি,

সপ্তবিংশ-সূক্তের ভাষ্যানুক্রমণকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্ধং সূক্ত ‘অশ্বং ন ত্বা’ ইত্যাদি ত্রয়োদশ সংখ্যক পাক্ বিশিষ্ট। ঋষি, ছন্দ
(দেবতা) পূর্বাঙ্গ সূক্তের তুল্যা। ‘নমো মহত্যাঃ’ ইত্যাদিরূপ ত্রয়োদশী পাকের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্-
এবং বিশ্বদেব (সমস্ত দেবগণ) দেবতা উক্ত প্রকারই অশ্বক্রাস্থ (অশ্বক্রমণকার উল্লিখিত)
হইরাছে। ‘অশ্বং সপ্তোনা গায়ত্রৈহত্যা দৈবী ত্রিষ্টুপ্’ ইতি। প্রোতরমুগাক ও আম্বিন-
শজ্জ বিনিয়োগ উক্তমা পাক্ বর্জিত সূক্তের বিনিয়োগ (গবন্ধ) উক্ত হইরাছে। সেই সূক্তে
প্রথমো পাক্ কথিত হইতেছে।

অনুসরণং করবাণি ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রাহরণং আয়োজ্যোধকঃ । ভাবঃ তিঃ—রশ্মিবৎ স্বপ্রকাশং
কর্মসংকর্মসম্পাদকং জ্ঞানদেবং বরং অগ্রসরম । (১ম—২৭সূ—১৭ক্) ।

বঙ্গানুবাদ ।

রশ্মির গ্ৰায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ), গর্ভযাজ্ঞের (সকল সংকর্মের)
সম্পাদক (প্রভু) সেই জ্ঞানদেবকে আমি (যেন) বন্দনায় প্রবৃত্ত
হই,—আমি যেন অনুসরণ করি । (মন্ত্রটি আয়োজ্যোধক । ভাব
এই যে,—রশ্মিবৎ স্বপ্রকাশ গর্ভকর্মসম্পাদক জ্ঞানদেব যেন
অনুসরণ করি ।) ॥ (১ম—২৭সূ—১৭) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং সম্রাজস্তং সম্রাটস্বরূপং স্বামিনমগ্নিং ভ্রাঁং নমোভিঃ স্তুতিভিক্কন্দধৌ
গ্নিত্বং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । অত্র দৃষ্টান্তঃ । বারবস্তং বালযুক্তমধ্বং ন । অখমিব ।
মখো যথা বালৈর্কীধকানু মশকমক্ষিকাদীনা পরিভরতি তথা ত্বমাপ জ্বালাগ্নিরম্বিরোধিন
পরিহরসীত্যর্থঃ ॥

বারবস্তং । মতুপঃ পিষাদমুদাত্তং । ঘঞে' ঞ্জোদাদাদাত্তো বারবসঃ । কর্ষাত্ত
ইত্যাদাত্তত্তং ব্যত্যায়েন ন প্রবর্ত্ততে । যদ্বা বারগতি দংশকানিতি বারঃ । পচাত্তচ্ ।
কপিলাদিহাস্তরিক্কলঃ । বুধাদিঃ । বন্দধৌ । বাদ অভিবাদনস্ততোয়াঃ । ইদিতো মুগ্
ধাতোরিতি মুগ্ । তুমর্থে সেগেনিত্যৈপ্রত্যয়ঃ । প্রত্যয়স্বরঃ । সম্রাজস্তং শপঃ পিষাদমু-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

(হে অগ্নিদেব) যাবতীয় যজ্ঞের সম্রাট-স্বরূপ ও প্রভু এইরূপে আপনাকে স্তুতি-বাক্য
দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এই স্থলে 'প্রবৃত্তা ক্রিয়াপদ উহা আছে । উক্ত
নিম্নে দৃষ্টান্ত, এই ; আপনি কিরূপ,—না, কেশযুক্ত অশ্বের তুল্য, অর্থাৎ অথ বেক্রপ নির্জ
পৃচ্ছ কেশ-সমূহ দ্বারা বিরাক্তকর মশক-মাফকা প্রভৃতিকে নিবারণ করে, সেইরূপ আপনিও
অকীর জ্বালা-সমূহ দ্বারা আমাদিগের বিরোধীগণকে নিবারণ করিয়া থাকেন ।

'বারবস্তঃ' এই পদে 'মতুপ্' প্রত্যয়ে 'প' ইৎ যাওয়ায় অমুদাত্তস্বর হইয়াছে । ঘঞের
'ঞ' ইৎ হওয়ায় 'বার' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । কিন্তু 'কর্ষাত্তঃ' এই নিম্নম
হেতু ব্যতিক্রমে অস্তস্বর উদাত্ত হয় নাই । অথবা 'দংশকগণকে নিবারণ করে' এই অর্থে
চুরাদিগণীর 'বু' ধাতুর উত্তর পচাদি হেতু অচ্. (অন) প্রত্যয় করিয়া বার শব্দ হয় ; এবং
বার শব্দ কপিলাদির মধ্যে পঠিত হওয়ায়, বিকল্পে 'ল' হয় নাই । 'বন্দধৌ' এই পদ
অভিবাদনার্থ বাদ ধাতুর স্থানে 'ইদিতো মুগ্ ধাতোর' এই শব্দ দ্বারা মুগ্ আগম করিলে
'বন্দ' হয় । অতঃপর 'তুমর্থে সেগেন্' এই শব্দ দ্বারা 'অধৌ' প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়স্বর

দীপ্তবৎ । শকুন্তলসার্কধাতুকশ্বরেণ ধাতুশ্বরঃ শিখ্যতে । সমাসে কৃত্তরপদপ্রকৃতিবয়ে
ন এব । অধ্বরাণাং । নঞ-স্বত্য়ামিত্তরপদোদাত্তবৎ ॥ ১ ॥

প্রথম (২৯৮) ঋকের বিশদার্থ ।

— : : —

ঐ ঋকের বড় সমসামূলক পদ বাক্য—‘অশ্বং ন বারিশ্বতং’ । ভাষ্ক-
কারগণ উহার অর্থ করিয়া গিয়াছেন—‘অশ্বের শ্বার পুচ্ছযুক্ত’ । তাহা
হইতে টানিয়া বুনিয়া ভাব আনা হইয়াছে,—“অশ্ব যেমন পুচ্ছ-সঞ্চালনে
দংশ-মশকাদিকে দূরীভূত করে, অগ্নিদেব সেইরূপ আমাদের জ্বালায়ন্ত্রণা
(শক্রদিগকে) দূর করেন ।” ‘ঘোটক যেমন পুচ্ছযুক্ত’* —এবং বিধ
উপহার কোনও মার্ধকতাই আমরা দেখিতে পাই না । অগ্নির শিখার
সহিত ঘোটকের পুচ্ছের সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহাতে
কি ভাব প্রকাশ পায় ? দংশ-মশকাদির বিষয় মনে করা—বড় দূর কল্পনার
কথ । সুতরাং তাহা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি না ।

আমরা মনে করি, এখানে জ্ঞানের নিময় এবং জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির
উপমা বিজ্ঞান রহিয়াছে, জ্ঞান-রূপ রাশি স্বতঃস্ফুরিত হয়, অজ্ঞান-
অন্ধকার-রূপ বাধা তাহার নিকট তর্জিত্তে পারে না । এখানে ঐ উপমা,
যে অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতোছে, তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হইতেছে ।
সাধারণ অগ্নি বা জ্যোতিঃ স্বতঃস্ফুরণশীল হইলেও, তাহার গতিপথে
বাধা থাকিতে পারে । কিন্তু জ্ঞানাগ্নির নিকট অজ্ঞানরূপ বাধা আপনিই
দূরীভূত হয় । এখানে উপাস্ত অগ্নির সেই অলৌকিক তত্ত্বই ব্যক্ত
হইয়াছে । এই অগ্নির মধ্য দিয়া আমি যেন সেই জ্ঞানাগ্নির অধিকারী
হই,—ঋকের ইহাই মর্শার্থ ॥ (১ম—১৭ম—১৩) ॥

করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘সম্রাজস্বতং’ এই পদে শব্দের ‘প’ হইবে যাওয়ার অধ্বন্যাত্মক হইয়াছে,
এবং লসার্কধাতুক শ্বরেণ দ্বারা ‘শকু’ প্রত্যয়ের ধাতুশ্বর, আর সমাস হইলে পর কৃত্তর
উত্তর পদবর দ্বারা সেই ধাতুশ্বরই অবশিষ্ট রাখিয়াছে । ‘অধ্বরাণাং’ এই পদে ‘নঞ-
স্বত্য়াঃ’ এই শব্দ দ্বারা উত্তর-পদের অস্ত্যধ্বর উদাত্ত হইয়াছে । ১ ॥

* ম্যাক্সমুলারের বেদে, ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে, ইংরাজীতে লক্ষ্যী কি অবরব ধারণ
করিয়া আছে, তাহাও দেখুন,—“With reverence I shall worship thee who
art long-tailed like a horse, Agni, the king of worship.”

দ্বিতীয়া ষক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । সপ্তবিংশসূক্তং । দ্বিতীয়া ষক্ ।)

স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সূশেবঃ ।

মীঢ়ান্ অস্মাকং বভূয়াৎ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সঃ ঘা নঃ । সূনুঃ । শবসা । পৃথুপ্রগামা । সূশেবঃ ।

মীঢ়ান্ । অস্মাকং । বভূয়াৎ । ২ ।

* * *

সংগ্ৰাহসারিণী ব্যাখ্যা ।

'শবসা' (শবস্ত, বসস্ত, শক্তাঃ) 'সূনুঃ' (পুত্রঃ, আশ্রয়ঃ) 'পৃথুপ্রগামা' (সপ্তপ্রগমনশীলা, দর্শিত্ববিদ্যমানঃ) 'স ঘা' (স এন জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সূশেবঃ' (সূসুখঃ, পরমসুখসাধকঃ) ভবতু, 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং) 'মীঢ়ান্' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্ট-নির্জনঃ) 'বভূয়াৎ' (ভবতু) । দর্শিত্বজিনাঃ আশ্রয়ভূতঃ জ্ঞানস্বরূপঃ স অগ্নিদেব অস্মাকং সুখবর্ধনং অভীষ্টপূরণং চ কুরু ইতি প্রার্থনা (১ম - ২৭ম - ২৮) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ

সকল পুত্র আশ্রয়, দর্শিত্ববিদ্যমান সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব আমাদের পরমসুখসাধক হউন, এবং প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট তিনি সর্কথা পূরণ করুন । (১ম—২৭ম—২৮) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

স ঘা ন এবাগ্নিনে অস্মাকং সূশেবঃ সূসুখো ভবত্বিত শেষঃ । কৌদূশঃ । শবসা বসস্ত সূনুঃ পুত্রঃ । পৃথুপ্রগামা । পৃথুপ্রগমনঃ । কিঞ্চ । অস্মাকং মীঢ়ান্ কামানাং বর্ষিতা বভূয়াৎ । ভবতু ।

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

সেই অগ্নিই আমাদের লক্ষ্যে শুভ সুখদাতা হউক । এই স্থলে 'ভবতু' ক্রিয়াপদ উহ । অগ্নি কিরূপ,--না, বলের পুত্র এবং সুলভাবে প্রস্থানকারী (অর্থাৎ সুলভূষ্টির প্রত্যক্ষীভূত) । পুত্র, (সেই অগ্নিদেব) আমাদের প্রতি অভিলাষ-বর্ষণকারী হউন ।

বা নঃ । ঋচি তুহুধমক্ষুতক্ষুত্রোকৃষ্ণাণাম্ । পা০ ৬৩১৩৩ । ইতি দীর্ঘঃ । শব্দা
 স্পাং স্পো ভবন্তীতি ঙলটাদেশঃ । পৃথুপ্রগামা । প্রকর্ষণে গমনং প্রগামঃ । হলশ্চি
 ষঞ্ । পৃথুঃ প্রগামা যতানো পৃথুপ্রগামা । স্পাং স্পলুগিতি পূর্বসবর্ণ আকারঃ । বহুব্রীহে
 পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ । স্পশেবঃ । ইনশীঙ ভ্যাং বন । উ ১।১৫১ । ইতি শেবশ্চ
 বনপ্রত্যয়ান্ত আত্মদাস্তঃ । ততো বহুব্রীহৌ নঞসুভ্যামিত্যন্তরপদান্তোদাস্তে প্রাপ্ত আত্ম
 দাস্তঃ ষাচ্ছন্দগীতাস্তরপদাত্মদাস্তঃ । মীটান । মিহ লেচন ইত্যস্মাৎ কসুপ্রত্যয়ান্তো দাখা
 লাস্থান মীটান্শ্চতি নিপাতিতঃ । বভূয়াৎ । ভবতেচ্ছন্দসস্ত লিট্শ্চিঙাৎ তিঙো ভবন্তীতি
 লিঙাদেশঃ । ষাস্তুটস্থানিনস্তাবাদর্কিতুক্কাচ্ছবভাঃ । ষির্কচনে ভবতেরঃ । পা০ ৭৪১০
 ইত্যস্মৎ । তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ । যদা । এতস্মাদেব লিঙি ছান্দস্যঃ । ভবতের
 ইতি লিটি বিহিতমভ্যাগস্ত দর্কি বিধয়চ্ছন্দসি বিকল্পান্ত ইত্যস্মৎ ॥ ২ ॥

* *

দ্বিতীয় (২৯৯) ঋকের বিশদার্থ ।

এখানে গাধারগ-দৃষ্টিতে 'গনস' সূক্তঃ' পদদ্বয়ে 'বলের পুত্র' অর্থাৎ
 বল-উৎপন্ন (ঘর্ষণোৎপন্ন) অর্থাৎ লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায় ।

'বা নঃ' এই স্থলে 'ঋচি তুহুধমক্ষুত্রোকৃষ্ণাণাম্' (পা০ ৬৩.১৩৩) এই সূত্র দ্বারা
 দীর্ঘ হইয়াছে । 'শব্দা' এই পদে 'স্পাং স্পো ভবন্তীতি' এই সূত্র দ্বারা ঙসের স্থানে টা
 আদেশ হইয়াছে । 'পৃথুপ্রগামা' : এই পদের সাধনক্রম এই,—'প্রকৃষ্টরূপে গমন' প্রগাম
 শব্দের অর্থ । প্র পূর্বক গম ধাতুর উত্তর 'হলশ্চি' এই সূত্র দ্বারা 'ষঞ্' করিয়া প্রগাম
 শব্দ সিদ্ধ হয় । পরে 'পৃথু প্রগাম যতানো' 'পৃথুপ্রগামা' এইরূপ লমাস হইলে 'স্পাং
 স্পলুক্' এই সূত্র দ্বারা পূর্ব সবর্ণ স্থানে আকার, এবং বহুব্রীহি লমাসে পূর্বপদের
 প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । 'স্পশেবঃ' এই পদটিতে শী ধাতুর উত্তর 'ইন শীঙ ভ্যাং বন' (উ
 ১।১৫১) এই সূত্র দ্বারা বন প্রত্যয় করিয়া 'শেব' শব্দ হয় ; আর ঐ শব্দের আদিস্বর
 উদাস্ত । অনস্তর বহুব্রীহি সমাস হইলে 'নঞসুভ্যাম্' সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তবর্ণ
 উদাস্তস্বর প্রাপ্ত হইলে 'আত্মদাস্তং ষাচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর
 উদাস্ত হইয়াছে । 'মীটান' এই পদ লেচনার্ক মিহ ধাতুর উত্তর 'কসু' প্রত্যয় করিয়া
 'দাখান লাস্থান মীটান্শ্চ' এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে । 'বভূয়াৎ' এই পদ
 ভূ-ধাতুর উত্তর বৈদিক লিটের স্থানে 'তিঙ্ঙতিঙো ভবন্তীতি' এই সূত্রে 'লিঙ' আদেশ, এবং
 ষাস্তুটের স্থানিৎ হওয়ার 'আর্কিতুক্' সংজ্ঞা-হেতু শব্দের অন্তান, 'ষির্কচনে ভবতেরঃ' (পা
 ৭৪।১০) এই সূত্র দ্বারা আকার, 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা নিঘাত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
 অথবা ভূ ধাতুর উত্তর লিঙ্, পরে বৈদিক নিয়মে 'স্পৃ' এবং 'ভবতেরঃ' এই সূত্র দ্বারা লিট্-
 বিভক্তিতে বিহিত যে আকার, তাহা এই স্থলে 'অভ্যাসস্ত দর্কি বিধয়চ্ছন্দসি বিকল্পান্তে' এই
 নিয়ম করিয়া উক্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২ ॥

প্রচলিত ব্যাখ্যাগমূহে সেই অর্থই প্রকট হইয়া আছে। যিনি যে সৃষ্টিতে দেখিবেন, সেই অর্থই প্রতিভাত হইবে,—ঋগ্বেদের ইহাই বিশেষত্ব। যাহা হউক, আগরা কিন্তু 'শব্দা সূনুঃ' পদদ্বয়ে 'শক্তির আশ্রয়-স্থান' অর্থই গ্রহণ করি 'বীজ-মূল বৃক্ষ, কি বৃক্ষ-মূল বীজ,— ইহা যেরূপ নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন; শক্তি হইতে অগ্নি, কি অগ্নি হইতে শক্তি, তাহাও সেইরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, আদার-আবেশ-ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—এই তত্ত্বই, তত্ত্ব-পক্ষে অভিন্ন-ভাবই, উপলব্ধ হয়। শক্তিরূপে যিনি অগ্নির উৎপাদক হন, অগ্নিরূপে তিনিই আবার শক্তিকে উৎপাদন করেন; উৎপাদক ও উৎপন্ন এ পক্ষে অভিন্ন সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যেমন, জল ও বৃষ্টি—নামভেদ প্রকারভেদ মাত্র; পরন্তু বস্তুপক্ষে উভয়ই অভিন্ন। এখানে 'শব্দা সূনুঃ' এবং 'পৃথগ্গামা' সেই অগ্নিকেই বুঝাইতেছে,—যিনি শক্তি হইতে উৎপন্ন, অগ্নি শক্তিরই হেতুভূত এবং বিশ্বব্যাপক। ফলতঃ যিনি স্রষ্টা অগ্নি সৃষ্টি, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত; এখানে বিশেষরূপে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অগ্নিরূপে, তেজোরূপে, জ্যোতিরূপে তিনি যে বিশ্বব্যাপ্ত,—'পৃথগ্গামা' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তিনি যে সাকার ও নিরাকার,—'শব্দা সূনুঃ' পদদ্বয়ে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করি। সৃষ্টিকর্তা পিতারূপে তিনি অব্যক্ত, নিরাকার স্রষ্ট পুত্ররূপে তিনি ব্যক্ত (সাকার), উৎপত্তিমূল-রূপে অদৃষ্ট, উৎপন্ন-রূপে পরিদৃশ্যমান;—এ ভাবও এখানে মনে আনিতে পারে। সেই যে অগ্নি-দেবতা, সেই যে ভগবান অগ্নিদেব, তিনি আমাদের সুখবৃদ্ধি করুন এবং অশ্রীপূরণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। (১৩—২৭সূ—২৭)।

— . —
তৃতীয়া পাক।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ। সপ্তবিংশ সূক্তঃ। তৃতীয়া পাক।

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ ।

পাছি সদমিধিষায়ুঃ ॥ ৩ ॥

বিখায়ুঃ । ইণ্ গভাবিত্যাম্ভাবে এভেণিচ্চ । উ० ২।১১৪ । ইভূসিঃ । নিখমরনং
গমনং যন্তেতি বহুব্রীহিঃ । বহুব্রীহৌ বিখং সংজ্ঞারামিতি পূর্কপদাত্তোদাত্তৎ ১ ৩ ॥

• • •

তৃতীয় (৩০০) ঋকের বিশদার্থ ।

—: ১. ১. :—

মানুষের কর্ম্মানুগারে, মানুষের ধ্যান-ধারণা-অনুভাবনা-ক্রমে, ভগবান তাহাদিগের নিকটে ও দূরে অবস্থিতি করেন । তিনি বিশ্বায়ু বিশ্বপ্রাণরূপে মর্ক্কত্র পরিণাপ্ত হইলেও, মানুষ গর্ক্কদা তাঁহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায় না ; কখনও দেখে—তিনি কতই দূরে আছেন ; কখনও দেখে—তিনি নিকটে আগিতেছেন । এ ঋকে মানুষের সেই বিভ্রমের বিষয় বলা হইয়াছে । আর বলা হইয়াছে,—‘মানুষ, যদি তুমি গর্ক্কদা তাঁহাকে নিকটে দেখিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হও ; তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন এই মানব-জন্মের গর্হিত নিত্য-মস্কৃযুত পাপ-সমূহকে বিদূরিত করেন ।’ পাপ বিদূরিত হইলেই, অজ্ঞান অন্ধকার অপগরিষ্ঠ হইলেই, পুণ্যস্বরূপ তাঁহার — জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার — অদিষ্ঠান হইবে । তাই ঐ প্রার্থনা,—‘হে দেব ! আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন ।’

‘মর্ত্ত্যায় অঘায়াঃ’ পাদঘয়ে, ভাষ্যকারগণ মর্ত্ত্যালোকদের (মনুষ্যরূপ শত্রুদের) হিংসা (বৈরিভাব)-রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের ধারণা এই যে, এ ঋকে অর্গ্য অনার্যের বিরোধ-প্রদগ্ধ উত্থাপিত হইয়াছে । হিংস্র অস্ত্রগণের শত্রুতা হইতে রক্ষা করুন,—এ হিংস্র ঋকের ইহাই প্রার্থনা হয় । আমরা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিগ্রহ করি । ‘অঘ’-শব্দে পাপকে বুঝায় । অদৃষ্টেশতঃ মনুষ্য-জন্ম হয় ।

পাদাদিত্ত-হেতু নিষাত হয় নাই । ‘বিখায়ুঃ’—গমনার্থ ‘ই(ন)’ দাতুর উত্তর ভাববাচ্যে (স্বার্থে) ‘এভেণিচ্চ’ (উ० ২। ১১) এই সূত্র দ্বারা ‘উসি’ প্রত্যয় করতঃ ‘আয়ুস্’ শব্দ হয় । অনন্তর বিশ্ব (মর্ক্কত্র) ‘আয়ুস্’ (গমন হয়) বাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া ‘বিখায়ুঃ’ পদ গিচ্চ হইয়াছে । আর ঐ পদে ‘বহুব্রীহৌ বিখং সংজ্ঞারাম্’ (পা० ৬। ১। ১০৬) এই সূত্রে পূর্কপদের অন্তর উদাত্ত হইয়াছে । ৩ ।

• • •

মনুষ্য-জন্ম কৰ্মফল-ভোগেত হেতুভূত । 'জন্মাৎ' পদের প্রকৃত অর্থ, আমরা তাই মনে করি,—জন্ম-মহ সঞ্জাত । মনুষ্য-জন্মে মানুষ যেমন কৰ্মফল-ভোগ করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই নূতন নূতন পাপ-কৰ্মে প্রবৃত্ত হয় । একটা অমত্যকে চাপা দিবার জন্ম মানুষ নূতন নূতন অমত্যের আশ্রয় লইয়া থাকে । একটা পাপের ফল ভোগ করিতে হইলে আশঙ্কায়, পাপী নূতন পাপে প্রবৃত্ত হয় । চোর চুরি করিয়া পাপ করে ; শেষে সে পাপ ঢাকিবার জন্ম, যে তাহাকে চুরি করিতে দেখিয়াছে, তাহার তত্যা-কার্য্যে সাহস করে । এইরূপে পাপের উপর পাপের পশরা লঙ্কিত হইতে থাকে । জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ-মাত্রেয়ই এই অবস্থা । এখানকার 'মর্ত্যাৎ অঘায়োঃ' পদদ্বয়ে সেই অবস্থা স্মৃতিভিত্তিক করিতেছে । প্রার্থনায় জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্ ! যে পাপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাই মনে ; সেই পাপের ফলভোগই অমহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । সে পাপের উপর আর যেন নূতন পাপে প্রবৃত্ত না হই । দয়াময় ! দয়া কর,—মনুষ্য-জন্ম মহকৃত পাপমহ হইতে উদ্ধার কর ।' (১ম—২৭সূ—৩৩) ।

চতুর্থী শ্লোক ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । পদবিংশত্যঙ্কঃ । চতুর্থী শ্লোকঃ ।)

ইমম্ সু ভ্রমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং ।

অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ইমম্ । উঃ ইতি । সু । স্বঃ । অস্মাকং । সনিং । গায়ত্রং । নব্যাংসং ।

অগ্নে । দেবেষু । প্র । বোচঃ ॥ ৪ ॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে দেব!) ‘স্বঃ অস্মাকং’ (স্বঃ অসং প্রার্থনাকারিণং) ‘মনিং’ (আহবনীয়ং, হবিঃ) ‘নব্যাসং’ (চিরনূতনং) ‘গায়ত্রঃ’ (স্তোত্রং চ) ‘দেবেষু’ (লর্কেষু) ‘সু’ (স্তুত্বরূপেণ, অস্মাকং স্তমঙ্গলার্থং) ‘প্রা বোচ’ (প্রক্রহি, প্রাণয় ইতি যাবৎ) । অস্মদভীষ্টপূরণার্থং অস্মাকং পূজাং সর্কান, দেবান, প্রাণয় ইতি প্রার্থনা । (১ম—২৭ম ৪ম) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের আহবনীয় (পূজা এবং) (আমাদের উচ্চারিত এই) চিরনূতন গায়ত্রী স্তোত্র, আমাদের স্তমঙ্গল-বিধানার্থ, সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন । (১ম—২০সূ—৪ম) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে স্বস্মাকসম্মং সর্কানমিমমু সু পুরোদেপেংস্তুষ্ঠীমমানমপি মনিং হবিদানং নব্যাসং নবতরং গায়ত্রং স্তুতিরূপং বচোহপি দেবেষু দেবানাংগ্রো প্রবোচঃ । প্রক্রহি ।

উ যু নিপাতস্ত চেতি সংহিতাস্য দীর্ঘস্বঃ । স্তত্র ইতি স্বঃ । নব্যাসং । নব-শকাদীয়স্তুনীকারলোপশ্ছান্দসঃ । ঈয়স্তুনো নিষাদাত্মনাস্ত্বং । বোচঃ । ছন্দসি লুঙ্ লুঙ্ লিট্ । ইতি লোডর্থে প্রার্থনাস্য লুঙ্ গ্যস্তিবক্তীতি চে, রজাদেশঃ । বচ উম । ৪ ।

• • •

চতুর্থ (৩০১) শ্লোকের বিশদার্থ ।

— * —

এ শ্লোকের ‘নব্যাসং’ এবং ‘প্রা বোচ’ পদ-দুইটি উপলক্ষে নানা মতাস্তর সৃষ্ট হইয়াছে । ‘নব্যাসং’ শব্দে ‘নবরচিতঃ’ অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদবিবেচিগণ কহেন,—‘এই দেখুন, বেদ যে অপৌরুষেয়া নহে, বেদের

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব! আপান অন্বংসবক্ষীয় এই পশুখে অনুষ্ঠীয়মান হবিঃব্যাসংস্বার এবং অতীত অতিনব স্তুতিরূপ বাক্য এই উত্তরের কথা দেবগণের নিকট জ্ঞাপন করুন ।

‘উ যু’ এই স্থলে ‘নিপাতস্ত চ’ এই নিয়মে সংহিতাস্য দীর্ঘ, এবং ‘স্তত্রঃ’ এই স্থলে ‘স্বঃ’ হইয়াছে । ‘নব্যাসং’ এই পদ নব শব্দের উত্তর ‘ঈয়স্তুন’ এবং ঐ প্রত্যয়ের বৈদিক প্রয়োগহেতু ঈকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; আর ঐ পদে ‘ঈয়স্তুন’ এর ‘ন’ ইৎ যাওয়ায় আদিত্ব উদাস্ত । ‘বোচঃ’ এই ক্র পদ, (ক্র বা বচ ধাতুর) ‘ছন্দসি লুঙ্ লুঙ্ লিট্’ (পা० ৩৪৬) এই স্থত্র দ্বারা প্রার্থনারূপ লোট্ অর্থে ‘লুঙ্’, অনন্তর ‘গ্যস্তিবক্তি’ ইত্যাদি স্থলে ‘চি’র স্থানে ‘অঙ্’ আদেশ এবং বচ, স্থানে উন্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ৪ ।

মন্ত্রগুলি যে গৌরব নুতন রচিত হইয়াছিল, এইখানে তাহার প্রমাণ দেখুন । কিন্তু তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চাহেন না যে,—গায়ত্রীমন্ত্র চিরনুতন, আর গেই ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে 'প্র বোচ' পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'মানুষ-রূপ দেবতা অগ্নি, অগ্নি মামুষরূপ দেবতাকে যেন এই মন্ত্র-রচনার ও হৃদয়ানের কণা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন ; গেই ভাব এখানে ব্যক্ত হইয়াছে ।' পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, মন্ত্র তাঁহার চক্ষে গেই ভাবই প্রকটিত করিবে । এখানেও তাই । নিত্য মনাতন এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে,—'হে অগ্নিদেব ! আপনিই একমাত্র অগ্নিরূপে জ্যোতি-রূপে পরিদৃশ্যমান ; অগ্নি দেবগণ দৃষ্টির অধীত । তাই আপনারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আমার পূজা-অর্চনা আপনিই সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের অনুকম্পার অধিকারী করুন !' (.ম—২৭সূ—৪ ক) ।

— * —

পঞ্চমী বাক্ ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । পঞ্চবিংশতঃ । পঞ্চমী বাক্ ।)

আ নো ভজ পরমেষা বাজেষু মধ্যমেষু ।

শিক্ষা বস্মো অন্তমস্য ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আ । নঃ । ভজ । পরমেষু । আ । বাজেষু । মধ্যমেষু ।

শিক্ষা । বস্মঃ । অন্তমস্য ॥ ৫ ॥

* * *

মর্গানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব! 'নঃ' (অস্মান্) 'পরমেষু' (উৎকৃষ্টেষু পরমার্থসম্বন্ধিষু) 'বাজেষু' (যোক্তরূপ-ধনেষু) 'আ' (লম্যক্) 'ভজ' (প্রাপয়) ; 'মধ্যমেষু' (স্বর্গাদিলাভরূপেষু বাজেষু প্রাপয় ইতি শেষঃ) ; 'অন্তমন্ত' (অন্তিকন্ত, ইহসংসারসম্বন্ধিনঃ) 'বশ্বঃ' (ধনানি, সংকর্ষণহয়ুতানি, জ্ঞানস্বরূপাণি) 'আ' (লক্ষিতোভাবেন) 'শিক্ষ' (দহি) । অস্মান্ সংকর্ষণহয়ুতান্ কুরু, অস্মাকং স্বর্গাদিনুধকামনায়া যজ্ঞপ্রযুক্তিকং দেহি, অন্তিমেষুপি মোক্ষং প্রাপয় । ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম ২৭সূ-৫ম) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব! পরমার্থ-গম্বক্ষীয় (উৎকৃষ্টে) যোক্তরূপ ধন লম্যকরূপে আমাকে প্রদান করুন ; স্বর্গাদিলাভ কামনামূলক যজ্ঞরূপ মধ্যম ধন আপানি আমায় প্রদান করুন ; ইহসংসার-গম্বক্ষী সংকর্ষণহয়ুত জ্ঞানরূপ ধন লক্ষিতোভাবে আপানি আমায় শিক্ষা দেন । (১ম—২৭সূ—৫ম) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নে পরমেষুৎকৃষ্টেষু ছালোকবর্তিষু বাজেষমেষু নোহস্মানান্তক । সপতঃ প্রাপয় । মধ্যমেষুস্তরিকালোকবর্তিষু বাজেষান্তক । অন্তমন্তান্তিকতমন্ত জুলোকন্ত মম্বক্ষীনি বশ্বো বহুনি শিক্ষা । দেহি ।

শিক্ষ বিজ্ঞাপাদানে । শপঃ শিষ্যাকাতুশ্বরঃ দ্ব্যচোহ্তস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ । অন্তমন্ত্য । অন্তিকতমস্য তমেতাদেশ্চতি তিকশকলোপঃ । ৫ ।

ইতি প্রথমস্য দ্বিতীয়ে দ্বাবিংশো বর্গঃ । ২২ ।

* * *

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব! আপানি, আমাদিগকে সর্বতোভাবে স্বর্গলোকস্থিত উৎকৃষ্ট অন্ন এবং আকাশলোকস্থিত অন্ন পাওয়ান (অর্থাৎ আমরা যেক্রমে উক্ত দ্বিবিধ অন্ন লাভ করিতে পারি, তদুপায় বিধান করুন ; অথবা উক্ত দ্বিবিধ অন্ন আমাদিগকে দান করুন) । আর অতি নিকটস্থিত এই যে জুলোক (পৃথিবী), এতৎলক্ষীয় ধনরত্ন-সমূহ (আমাদিগকে) দান করুন ।

'শিক্ষ' এই পদ 'বিজ্ঞাপাদনার্থ শিক্ষা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । ঐ পদে শপের 'প' ইৎ যাওয়ান ধাতুশ্বর এবং 'দ্ব্যচোহ্তস্তিঙঃ' এই নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে । 'অন্তমন্ত্য' এই পদ অন্তিকতম শব্দের 'তমেতাদেশ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'তিক' ভাগের লোপ করিয়া লিখ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত ।

* * *

পঞ্চম (৩০২) ঋকের বিশদার্থ ।

—: :—

এ ঋকের মানুষের ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকটিত দেখি । মানুষ ইহসংসারে সুখ-সম্পদ কামনা করে । সংকর্ষণহযুত জ্ঞানরূপ ধন মে সুখের শ্রেষ্ঠ-সুখ । স্বর্গাদি কামনায় প্রধানতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । স্বর্গসুখ মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয় । মে সুখলাভকে মধ্যম সুখলাভ বলা যাইতে পারে । সেই সুখ-লাভের পথে অগ্রণত হইতে হইতে, স্বর্গসুখ প্রাপ্তি-পক্ষে চেষ্টা করিতে করিতে, মোক্ষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি মঞ্চালিত হয় । মোক্ষই উৎকৃষ্ট । তাই 'পরমেষু বাজেয়ু' বলা হইয়াছে । ইহলোকের কর্ম একান্ত শিক্ষণীয় ; তাই 'অস্ত্যশ্ব বসঃ' প্রাপ্তে 'শিক্ষ' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিতেছি । এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্ ! আমরা যেন ইহসংসারে থাকিয়া সংকর্ষণ সম্পাদনে অভ্যস্ত হই,—আপনি আমাদের সংকর্ষণ পস্থা-প্রদর্শনে শিক্ষা দান করুন । সংকর্ষণই জ্ঞান সঞ্চারিত হয় । জ্ঞানই সংসারের পরম ধন । দ্বিতীয় প্রার্থনা,—আমরা যেন কামনা-পরবশ হইয়াও যজ্ঞাদি-সংকর্ষণানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই । থাকুক কামনা, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—কামনা যদি সংকর্ষণ প্রযুক্ত হয় । স্বর্গলাভ-কামনা করিয়াই আমরা যেন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই । হে ভগবন্ ! মে মতিও আমাদের দেও । চরম প্রার্থনা,—এই সকল কর্মের মধ্য দিয়া, নানারূপ আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির ভিত্তর দিয়া, আমাদের মেই পরম-সুখ মুক্তি প্রদান করুন । সংসারে সংকর্ষণানুষ্ঠানের শিক্ষা পাইতে পাইতে, স্বর্গাদি মূলক যজ্ঞাদি-সংকর্ষণের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ-ধন লাভ হউক ।' মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্মার্থ । (.ম—২৭সূ—৩৭) ।

* এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্লভ্য । প্রার্থনাকারী কি ধন চাহিতেছেন, তাহাতে তাহা বোধগম্য হয় না । তিনটি অশ্ববাদ উদ্ধৃত করিতেছি ;—(১) "পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদের দেও প্রদান কর, অস্তিকস্থ ধন প্রদান কর ।" (২) "হে ঋগ্বেদে আপনি আমাদের স্বর্গলোকান্তর উৎকৃষ্ট ধন, অস্তিকলোকস্থিত মধ্যম ধন

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । গণ্ডবিংশসূক্তং । ষষ্ঠী ঋক্ ।)

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিক্কোরুখা উপাক আ ।

সত্যো দাশুবে ক্ষরসি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

বিভক্তা । স'সি । চিত্রভানো । ইতি চিত্রভানো । সিক্কোঃ ।

উক্ষৌ । উপাকে । আ । সত্যঃ । দাশুবে । ক্ষরসি ॥ ৬ ॥

মর্মানুশারিণী-ব্যাখ্যা ।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রর শিশ্নুত হে দেব) 'উক্ষৌ' (উর্শ্বি, তরঙ্গঃ) 'উপাকে' (সমীপে, অন্তরে) 'সিক্কোঃ' (সিক্কু, অর্ঘ্যঃ) 'আ' (ইব) হং 'বিভক্তা' (বিভিন্নভূতে অবস্থিতা) 'সাসি' (ভবসি) ; 'দাশুবে' (হবির্দন্ততে, প্রার্থনাকারিণে) 'সত্যঃ' (অবিলম্বেন) 'ক্ষরসি' (কক্ষণাৎ বর্ষণং করোষি) । অং হি অর্ঘ্যঃ স্তোত্রো হি তরঙ্গঃ ; অহং কক্ষণং যাচে ; মৎপ্রতি সদায়ো ভব ; হরয়া কৃপাং কুরু । ইতি প্রার্থনা । (১ম—২৭ম—৬ম) ।

বঙ্গানুবাদ ।

বিচিত্র-শিশ্নুত হে দেব, তরঙ্গের মধ্যে যেমন অর্ঘ্যের বিস্তার, বিভিন্ন
দেহে আপনি সেইরূপ বিস্তৃত বিভক্ত হইয়া আছেন । এই প্রার্থনাকারীর
প্রতি অবিলম্ব কক্ষণের ধার বর্ষণ করুন । (১ম—২৭ম—৬ম) ।

এবং ভুলোকস্থিত অধম ধন ইত্যাদি শরীরপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করুন।" (৩) ইংরাজী
অনুবাদ ; যথা,—“Let us partake of all booty that is highest and
that is middle (i, e. that dwells in the highest and in the middle
world) ; help us to the wealth that is nearest.” এ সকল অর্থে, স্বরূপ-
পক্ষে কোন ধন লক্ষীভূত, তাহা বুঝা যায় কি ?

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে চিত্রভানো বিচিত্রশ্রিয়ুক্তাগে বিতক্তা । বিশিষ্টা মনসা প্রাপয়িতানি । তত্র
দৃষ্টান্ত উচ্যতে । আকার উপমাৰ্থঃ । যথা সিন্ধোনদী উপায়ে সমীপ উর্ধ্বাবস্থিতরসোপ-
লক্ষিতঃ কুল্যাদিক্রমঃ প্রবাহে বিভক্তস্ত তদ্বৎ । দাশুবে হবির্দত্তবন্তে যজমানায় লক্ষ্যদানীমৈন
ক্ষরসি । কর্মফলভূতং বৃষ্টিং করোষি ॥

সিন্ধোঃ । সান্দ্র, প্রস্রবণে । স্যান্দেঃ সঙ্গমারণং ঘণ্ট । উ• ১১১ । ইতাপ্রত্যয়া ।
নিদিত্যনুবন্তেরাহাদান্তবৎ । উর্ধ্বঃ । অর্ধেকচ্চ । উ• ৪৪৫ । ইতি মিঃ । প্রত্যয়স্বরঃ ।
দাশুবে । ধৃতব্রতায় দাশুবে ইত্যাক্রোচ্চং ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (৩০৩) ঋকের বিশদার্থ ।

— * —

শিক্তে ও উর্ধ্বিতে যে সম্বন্ধ, জগদীশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ।
ব্রহ্মরূপ মহাগমুদ্রে জীবমজ্ঞে তরঙ্গ-মাত্র । ঋকের প্রথমমাংশে সেই তত্ত্ব
পরিব্যক্ত দেখি। এ মাংশ ভগবানের মহিমা-পরিষ্কাপক । ঋকের
শেষমাংশ ভগবানের করুণা-কণা-প্রার্থনামূলক । তবে এ ঋকের উপমান-
উপমেয় পদাবলি কিছু জটিলভাবাপন্ন হুতরাং শব্দটির অর্থ বিষয়ে
নানা মতান্তর দেখিতে পাই। 'আ' অব্যয় পদ উপমা-অর্থ-স্কাপক।
'উর্ধ্বো' ও 'সিন্ধোঃ' পদদ্বয়ে গিভক্তি ব্যত্যয় মাণ্ড করিতে হয় । 'বিভক্তা
অগি' পদদ্বয়ে যাঁহার প্রতি লক্ষ্য আছে, তাঁহাকে শিক্ত-স্থানীয় মনে
না করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না । অতএব, 'তরঙ্গের অভ্যন্তরে যেমন শিক্ত

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে বিচিত্রকিরণযুক্ত অগ্নিদেব ! আপনি বিশিষ্ট মনের প্রাপয়িতা (আপনিই বিশিষ্ট মন
দান করিয়া থাকেন) । উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলা যাইতেছে, - আকারের অর্থ উপমা।
যে রূপ লোক-লকল নদীর সমীপে উর্ধ্ব-তরঙ্গযুক্ত কুল্যা (ক্ষুদ্র নদী খাল) প্রভৃতির
প্রবাহকে বিভক্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ ; আপনি হবির্দাতা যজমানকে তৎকালেই (হবির্দানের
লক্ষ্যময়েই) কর্মফলস্বরূপ বৃষ্টি দান করেন ।

'সিন্ধোঃ' এই পদ প্রস্রবণার্থ সান্দ্র শব্দটির উত্তর 'স্যান্দেঃ সঙ্গমারণং ঘণ্ট' (উ• ১১১) এই
শব্দে উপাধিক উ-প্রত্যয় করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে । এই পদে "নিং" এই স্বত্রের অন্তর্গত
হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । 'উর্ধ্বঃ' এই পদে 'অর্ধেকচ্চ' (উ• ৪৪৫) এই শব্দে (৭
শব্দটির উত্তর) মি প্রত্যয়, এবং প্রত্যয়স্বর করিয়া লিঙ্ক । 'দাশুবে' এই পদের সাধন প্রণালী
'ধৃতব্রতায় দাশুবে' এই স্থলে কথিত হইয়াছে । ৬ ।

প্রভাব বা বিস্তার',—এইরূপ অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম।
 গায়ণ যে ভাবে উপমার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে উপমান উপমেয়
 অনুসন্ধানে স্বতঃই বিভ্রম আনয়ন করে। উর্শ্বির সমীপে গিক্কু, কি
 গিক্কুর সমীপে উর্শ্বি? কোন্ উপমা সঙ্গত? অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও
 এ ক্ষেত্রে নানারূপ কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ●
 আমাদের ব্যাখ্যা সাদাসিধা-ভাবেই সম্পন্ন হইল। (১ম—২৭সূ—৩খা)।

— * —
 সপ্তমী ষক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । সপ্তবিংশসূক্তং । সপ্তমী ষক্ ।)

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেযু যং জুনাঃ ।

স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥ ৭ ॥

* * *
 পদ-বিশ্লেষণঃ ।

বং । গগ্নে । পৃৎসু । মর্ত্যঃ । অবাঃ । বাজেযু । যং ।

জনাঃ । সঃ । যন্তা । শশ্বতীঃ । ইষঃ । ৭ ।

* * *

* গায়ণের ভাব তাঁহার ভাষ্যে ও ভাষ্যানুগত দেখুন। তাঁহার ভাষ্যানুগত দেখুন যে
 বঙ্গানুবাদ প্রচলিত, তাহাতে ঋকের অর্থ হইয়াছে,—“হে বিচিত্রাশ্মি অগ্নি! গিক্কুর সমীপে
 উর্শ্বির তুমি তুমি ধনের বিভাগকর্তা; হবাদাতাকে তুমি সত্ত্বকর্মফল বর্ষণ কর।” একজন
 অনুবাদক এখানেও আবার সোমরসের সম্বন্ধ লক্ষ্য করেন। তাঁহার অনুবাদ,—“হে বিচিত্র-
 প্রভাবিশিষ্ট অগ্নিদেব, বিন্দু বিন্দু করিয়া সোমলতা হইতে নিষ্কাশিত সোমরস প্রবাহের
 সমীপে (অর্থাৎ প্রভূত সোমরস পান দ্বারা পরিকৃপ্ত হইয়া) আপনি যজমানকে পান প্রদান
 করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তা পূর্ণ করেন।” ইংরাজীতে অনুবাদ আর এক মূর্তি
 গ্রহণ করিয়া আছে। যথা,—O God, with bright splendour, thou art
 the distributor. Thou instantly flowest for the liberal giver
 in the wave of the river, near at hand.”

মর্মানুগারিণী-ব্যাখ্যা ।

অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু, লংগাররূপলমরক্কেত্রেষু) 'যং' (পুরুষং) হং 'অবাঃ' (অবসি, রক্ষসি), 'যং' (পুরুষং) 'বাজেষু' (সমরাদনেষু, পাপসহযুদ্ধে) 'জুনাঃ' (প্রেরয়সি, নিষুক্ত করোষি), 'নঃ' (পুরুষঃ) 'শ্বতীঃ' (নিত্যানি) 'ইষঃ' (ধনানি, মোক্ষ ইতি যাবৎ) 'আ যন্ত' (নম্যাকু প্রাপোতি) । ভগবৎপ্রেরণয়া যো জনঃ লংগারসমরাদনে পাপসহ সংগ্রামপ্রবৃত্তো ভবতি, ভগবৎকৃপয়া ন হি পরাগতি লভতঃ । (১ম—২৭সূ - ৭ধ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! লংগাররূপ লমরক্কেত্রে যে পুরুষকে আপনি রক্ষা করেন, যে পুরুষকে আপনি পাপসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান ; সে পুরুষ মর্কভোভাবে নিত্যান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে । (১ম—২৭সূ—৭ধ) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে পৃৎসু সংগ্রামেষু যং মর্ত্যং যজমানমবাঃ । অবসি । রক্ষসি । যং পুরুষং বাজেষু সংগ্রামেষু জুনাঃ । প্রেরয়সি । স নরো যজমানঃ শ্বতীরিষো নিত্যাত্মনানি যন্তা । নিষুক্তং মগর্ভো ভবতি ॥

পৃৎসু । পদাদিষু মাংসপৃৎসু নামুপসংখ্যানং । পা० ৬১ ৬৩ ১ । ইতি পৃতনাশদগা পৃদাদেশঃ । দাবেকাচ ইতি বিভক্তকদাত্তং । অবাঃ । আবঃ । অকারাকারমোক্ষিপর্যায়ঃ । যদ্বা লোটাডাগমঃ । ইতশ্চেতি সিপ ইকারশ্চ লোপঃ । জুনাঃ । জু, ইতি গতার্থঃ সৌত্রো পাতুঃ । লঙঃ সিপ্ । ক্র্যাদিত্যঃ স্মা । বহুগং ছন্দস্যমাঙ্ যোগেহপি ত্যাডাগমাত্মনঃ । যদ্বত্ যোগাদনিবাতঃ । যন্তা । যনো নিব্বাদাত্তং । শ্বতীঃ । উগিতশ্চেতি ঙীপ্ ॥ ৭ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আপনি লংগ্রামে যে যজমানকে রক্ষা করেন, এবং যাহাকে লংগ্রামে প্রেরণ করেন ; সেই যজমান ও সেই মনুষ্য অবিনাশী অনসমূহকে নিরমিত (রক্ষা) করিতে সমর্থ হয় ।

'পৃৎসু' এই পদটী 'পদাদিষু মাংসপৃৎসু নামুপসংখ্যানং' (পা० ৬১.৬৩.১) এই সূত্রে পৃতনাশদেব স্থানে পৃৎ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ঐ পদে 'দাবেকাচঃ', এই নিরমে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে । 'অবাঃ' এই পদ 'আবঃ' এই পদের অকার ও আকারের বিপর্যায় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । অবা, (অব পাতুর উত্তর) লোট পরে অট্ (অ) আগম, এবং 'ইতশ্চ' এই সূত্রানুসারে লিপের ইকার লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । 'জুনাঃ' এই পদ সৌত্র (সুত্রোপলিখিত) গমনার্থ 'জু' পাতুর উত্তর লঙ-লিপ্, পরে ক্র্যাদিগণীয় হওয়ায় স্মা প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ঐ পদে 'বহুগং ছন্দস্যমাঙ্ যোগেহপি' এই সূত্র হেতু অট্ (অগ, অ) আগম এবং যৎ পদ যোগহেতু নিবাত হয় নাই । 'যন্তা' এই পদটীতে যন্ প্রত্যয়ের "ন" ইৎ যোগের আদিবর উদাত্ত হইয়াছে । 'শ্বতীঃ' এই পদে "উগিতশ্চ" এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' হইয়াছে । ৭ ।

সপ্তম (৩০৪) ঋকের বিশদার্থ ।

ভগবানের অনুকম্পাই সকল মঙ্গলের মূলভূত। তাঁহার প্রেরণাই পাপ-সহ সংগ্রামে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। সংসার—বিষম সংগ্রামের ক্ষেত্র। কত দিকে কত প্রকার শত্রু যে কত প্রকারে ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামে মানুষকে পর্য্যদস্ত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। পশু-শত্রু আছে, মানুষ-শত্রু আছে, কীটপতঙ্গ-মরীচিপাদি শত্রু আছে; দৃশ্য-শত্রু, অদৃশ্য-শত্রু, অস্ত্র-শত্রু, বহিঃ-শত্রু,—শত্রুর কি সংখ্যা করা যায়? সেই অসংখ্য অগণ্য শত্রুর গহিত সংগ্রামে, কি সাধ্য—মানুষ জয়লাভ করিবে। সে সমরাস্রমে, পাদে পাদেই তাহার পরাজয়ের ও বিপদের আশঙ্কা। সে ক্ষেত্রে ভগবান যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহার রক্ষার আর কি উপায় আছে? তার পর, পাপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া। সে প্রবৃত্তি কি মানুষে সহসা আসে? ভগবান যদি সে প্রবৃত্তি প্রদান না করেন, মানুষ কখনও পাপ-প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। অতএব, কিবা আত্মরক্ষা বিষয়ে, কিবা পাপসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া বিষয়ে, উভয়ত্র ভগবানের অনুকম্পা-লাভ প্রয়োজন। তিনি অনুগ্রহ না করিলে কোনদিকেই মানুষের নিকৃতি নাই। এ ঋকের প্রার্থনার তাই মর্গ এই যে,—‘হে ভগবান! এই বিষম সংসার-সমরাস্রমে আপনি আমায় রক্ষা করুন; আর পাপের সহিত সংগ্রামে আপনি আমায় প্রবৃত্তি দান করুন। আমি যেন আপনার রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, আপনার নির্দেশক্রমে পাপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।’ (১ম—২৭সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মত্তলং । সপ্তবিংশসূক্তং । অষ্টমী ঋক্ ।)

নকিরম্ম্য সহস্য পর্য্যেতা কয়ম্ম্য চিৎ ।

বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

নকিঃ । অশ্রু । সহস্র্য । পরিহৃত্য । কয়শ্রু । চিৎ ।

বাজঃ । অশ্রু । শ্রবাযাঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রাঙ্কসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সহস্র্য' (শক্রবিমর্দক হে দেব) 'অশ্রু' (তদ্রুক্ত, ভগবদ্রুক্ত) 'কয়শ্রু চিৎ' (কয়
অপি) 'পর্যোতা' (শক্রঃ) 'নকিঃ' (কোহাঁণ ন শস্তি) ; কিঞ্চ অশ্রু ভগবদ্রুক্ত
'শ্রবাযাঃ' (শ্রবণীয়াঃ, বিখ্যাতঃ, প্রকৃষ্টঃ) 'বাজঃ' (শক্তিঃ, মোক্ষরূপধনং) 'অশ্রু'
(বিস্তৃতে) । ভগবদ্রূপায়ণশ্রু জনশ্রু কোহাঁপি শক্রঃ নশস্তি । গ হি স্বভক্তিপ্রভাবেন
পর্যগতিং লভতে ইতি ভাঃ । (১ম - ২৭সূ - ৮খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

শক্রবিমর্দক হে দেব ! আপনার ভক্ত (ভগবদ্রুক্ত) জনের কাহারও
কোনও শক্র নাই (থাকিতে পারে না) । প্রকৃষ্ট পরমধন তাঁহাদেরই
থাকে (তাঁহারা ই মোক্ষরূপ পরমধনের অধিকারী হন) । (১ম - ২৭সূ - ৮খ) ।

* * *

সায়ণ ভাষ্যঃ ।

হে সহস্র্য শক্রণামস্তিত্বনশীলায়ে । অশ্রু তদ্রুক্ত যজমানশ্রু কয়শ্রু চিৎ কয়শ্রু পর্যোতা
নকিঃ । অক্রমিতা নশস্তি কিঞ্চাশ্রু যজমানশ্রু শ্রবাযা শ্রবণীয়া বাজোশ্রু । বল-
বিশেষোশ্রু ।

কয়শ্রু । যকারোপজনশ্রুঙ্গঃ । শ্রবাযাঃ । শ্রবণীয়াস্পৃহিগৃহিত্য আযাঃ । উ० ৩।১ ।
ইত্যায়াশ্রুতায়ঃ ॥ ৮ ॥

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে শক্রণাভবকারিন্ অগ্নিদেব ! তোমার ভক্ত অনির্দিষ্টনামা এই যজমানের
অক্রমণকারী নাই । আর এই যজমানের শ্রবণযোগ্য বিশেষ বল আছে (অর্থাৎ এই
যজমানের যে বিশিষ্ট সামর্থ্য আছে, তাহা শ্রবণযোগ্য) ।

"কয়শ্রু" এই পদে বেদ-প্রয়োগাধীন যকারাগম হইয়াছে । 'শ্রবাযাঃ' এই পদটি (শ্র-
ধাতুর উত্তর) 'শ্রবণীয়াস্পৃহিগৃহিত্য আযাঃ' (উ० ৩।১) এই সূত্রানুসারে আযা প্রত্যয়
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অষ্টম (৩০৫) ঋকের বিশদার্থ।



পূর্ব ঋকের ভাব এ থাকে যেন অধিকতর পরিস্ফুট ; পূর্ব ঋক এলা হইয়াছে,—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ আজ্ঞাকার্য্য সমর্থ হয়, ভগবানই মানুষকে পাপ-দমনে প্রবৃত্তি দেন । এখানে তাহারই মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে । ভগবান শত্রু-অভিভবকারী সত্য ; কিন্তু কাহাদের শত্রুকে তিনি অভিভূত বিমর্দিত করেন ? এখানে, তাঁহার ভক্তের প্রসঙ্গই অধ্যাক্ত হয় । যঁাহারা ভগবন্তুল ; ভগবান তাঁহাদিগকেই রক্ষা করেন, ভগবান তাঁহাদিগেরই শত্রুনাশে সহায় হন ; সংগারে তাঁহাদের শত্রু কেহ থাকিতেই পারে না ; কোনরূপ শত্রু অর্থাৎ অসুখের অশাস্তির কারণ না থাকায়, তাঁহারা প্রকৃষ্ট সুখে, পরমমন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মানুষ ! তোমরা ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও । তাঁহাতে নির্ভর কর । কোনই বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । তোমরা পরমসুখ প্রাপ্ত হইবে । (ঋ—২৭সূ—১ ঋ) ।



নবমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । সপ্তবিংশসূক্তঃ । নবমী ঋক্) ।

স বাজং বিশ্বর্ষণিরব্দিরস্তু তরুতা ।

বপ্রৈভিরস্তু সনিতা ॥১॥



পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সঃ । বাজং । বিশ্বর্ষণিঃ । অব্দিরস্তুঃ । তরুতা ।

বপ্রৈভিঃ । অস্তু । সনিতা ॥১॥



মর্গীক্সসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' (সর্কোৎকর্ষণবিধায়কঃ) 'সঃ' (ভগবান্ অগ্নিদেব) 'অর্ক্ণ্ডিঃ' (পাপকর্ষণ্ডিঃ, মীচৈঃ সহ সঙ্কয়ুতং ইতি যাবৎ) 'বাজং' (মনঃ পাপকর্ষণ্ড কর্ষণ্ডফলাৎ) 'তরুতা' (তারণিতা) 'অস্ত' (ভবতু) ; 'বিপ্রতিঃ' (জ্ঞানিভিঃ, জ্ঞানমাহাযোঃ) 'মনিতা' (ফলশ্চ দাতা, অশ্বাকং শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'অস্ত' (ভবতু) । স ভগবান্ সর্কান্ মমুখ্যান্ পাপাৎ ত্রায়ত ; জ্ঞানদানেন চ সর্কেষু স্মফলপ্রদো ভবতি ইতি ভাবঃ । (১ম ২৭সূ ৯শা) ।

বঙ্গ-ভূগীদ ।

সর্কোৎকর্ষণবিধায়ক সেট ভগবান্ অগ্নিদেব, আমাদেব পাপকর্ষণ্ডমঞ্জাত কর্ষণ্ডফল সমুত্তের তারণকর্ত্ত্বঃ ভায়ন ; জ্ঞানিগণের মাহাযো (জ্ঞান-মাহাযো) তিনি আমাদিগের পক্ষে স্মফলদাতা হন । (১ম—২৭সূ—৯শা) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

বিশ্বচর্ষণিঃ সর্কোৎকর্ষণবিধায়কঃ সোঃ অগ্নিঃ অর্ক্ণ্ডিঃ বিশ্ববাজং সংগ্রামং তরুতা তারণিতাস্ত ।
বিপ্রতির্মোহানিভিঃ অর্ক্ণ্ডিঃ সহিতস্ত্রোহয়িঃ মনিতা ফলশ্চ দাতাস্ত ॥

বিশ্বচর্ষণিঃ । বিশ্ব চর্ষণয়ো বস্ত । বহুব্রীহৌ বিশ্বঃ সংজ্ঞায়ামিতি পূর্কপদাস্তোদাত্ত্বঃ ।
অর্ক্ণ্ডিঃ । অ গতো । অস্ত্রোহোহপি দৃশ্যস্ত ইতি বনিপ্ । ভিত্তর্ক্ণ্ডসাবনঞঃ । পা-
৬৪ঃ ২৭ । ইতি নকারশ্চ ত্ব ইত্যয়মাদেশঃ । তরুতা । ত্ব প্লবনতরণয়োঃ । অশ্বাদ্-
গ্রসিতক্ণ্ডিতেত্যাদৌ ত্বনস্তো নিপাতিতঃ । নিপাতনাদেবেকারশ্চোবৎ ৯ ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গ-ভূগীদ ।

সর্কমমুখ্যসম্বিত সেট অগ্নিদেব অশ্ব সমুহ দ্বারা সংগ্রামে তারণকর্ত্ত্বা (রক্ষাকর্ত্ত্বা) হউক ; এবং সেই অগ্নি মেধাবীপাণ্ডুকগণের সহিত মিলিত ও সমুদ্রে চইয়া ফলদায়ক হউক ।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' এই পদে "বিশ্ব (সমস্ত) চর্ষণি (মেলক) মাহার" এইরূপে বহুব্রীহি গমণ হইলে 'বহুব্রীহৌ বিশ্বঃ সংজ্ঞায়াম্' এই নিয়মাত্মসারে পূর্কপদের অস্ত্রের উদাত্ত্ব চইয়াছে । 'অর্ক্ণ্ডিঃ' এই পদ—গমনার্থ পা দাত্ত্ব উক্ত 'অশ্বাদ্-গ্রসিতক্ণ্ডিতেত্যাদৌ' এই স্মৃতি বনিপ প্রচার করিয়া 'অর্ক্ণ্ডি' শব্দ হইল ; অনস্তর উক্ত শব্দের 'স্মৃ পদে' বর্ক্ণ্ডসাবনঞঃ (পা-৬৪ ৪১২৭) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে 'ত্ব' এরূপ আদেশ করা সঙ্গ হইয়াছে । 'তরুতা' এই পদটি প্লবন বা তরণার্থ কু মাহার উক্ত 'ত্বণ', পর 'গ্রসিতক্ণ্ডিতঃ' ইত্যাদি স্মৃতি নিপাতনে সিদ্ধ এবং এই পদে নিপাতনহেতু ই কারের স্থানে উকার চইয়াছে ৯ ॥

* * *

অন্যম (৩০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'অর্কিদ্ভিঃ' এবং 'বাজঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে নানা অর্থান্তর ঘটে। 'অর্কিদ্ভিঃ' অর্কিন্-শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনের বৈদিক পদ। 'অর্কিন্' শব্দের এক অর্থ—অশ্ব। 'বাজঃ' পদের এক অর্থ—গংগ্রাম। তদনুগারে ঋকের অর্থ করা হয়,—গংগ্রামে অশ্বের বা অশ্ব-মৈত্রের দ্বারা তিনি (অগ্নিদেব) পরিভ্রাণ করেন। সে মতে, 'বিশ্বচর্ষণি' পদে 'বিশ্ববাণীর পূজার্তি' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ তিনটি শব্দেরই অন্তর্গত অর্থ (অবশ্য কোষগ্রন্থাদিগম্য হ অর্থই) গ্রহণ করিলাম। আমরা বলি, 'বিশ্বচর্ষণি' পদের অর্থ—সর্কজনের উৎকর্ষ-নিষ্পাদক ; চর্ষণ' শব্দ উৎকর্ষ-সামান্যভাবমূলক। সকলেই যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সকলেই যাহাতে শ্রেয়োলাভ করেন, দয়াল ভগবানের ইহাই অভিপ্রায়। তাই তাঁহার বিশেষণ—'বিশ্বচর্ষণি'। তার পর 'অর্কিদ্ভিঃ' পদে কি বুঝায়, অনুমান করুন। 'অর্কিন্' শব্দের এক অর্থ—'নীচ', 'অপকৃষ্ট'। এখানে সেই অর্থই বিশেষ মঙ্গত হয়। 'বাজঃ' শব্দে 'মনই' (কর্মফলরূপ) বলা যাইতে পারে। অপকর্ম-দ্বারা যে কর্ম-ফলরূপ মন প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরিণাম-দুঃখপ্রাপ্ত যে পাপ মঞ্চয় হয়, 'অর্কিদ্ভিঃ বাজঃ' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সেই যে পাপকর্ম-জনিত দুঃখরূপ ফল, ভগবান তাহা বারণ করেন, সে কষ্ট হইতে তিনি পরিভ্রাণ করেন,—ঋকের প্রথমার্শের ইহাই লক্ষ্য। শেষার্শের মর্শ—স্রানের দ্বারা শ্রেয়ঃ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং সে পক্ষেও তিনিই মহাশয় করেন। ফলতঃ, পাপকর্মের নিবারণ পক্ষে এবং পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান-বিময়ে ভগবান সর্কপা প্রযত্নপর রহিয়াছেন ; মানুষের উৎকর্ষ-সামান্যই তাঁহার উদ্দেশ্য। তবে মানুষ, তুমি যদি তাঁহার অনুশাসন মান্য না কর, তাঁহার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি উদাসীন হয়, তোমায় পরিতপ্ত হইতে হইবে,—তাহা আর বিচিন্তে কি ? (১ম—২৭সূ—৯পা) । †

* ইংরাজীতে ও বাঙ্গালার শব্দটির যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এট,—'সর্ক-মহাপুঞ্জিত সেই অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে যুদ্ধে পার করাইয়া দিন ; মেধাবী

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

অপ্সোর্গামে হোতুরতিরিক্তোক্তে জরাবোধ তদ্বিবিড়্টি স্তোত্রিরস্তুঃ । যত্র পশবো
নোপধেরন্নতি খণ্ডে স্ত্রিতঃ । অতিরিক্তোক্তানি জরাবোধ তদ্বিবিড়্টি । আ० ৯'১১ ।
ইতি । তামেতাং স্তুক্তে দশমীমুচ্যতে ॥

* * *

দশমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্ব্যবিংশত্যুক্তঃ । দশমী ঋক্ ।)

জরাবোধ তদ্বিবিড়্টি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ান্ ।

স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

জরাবোধ । তৎ । তদ্বিবিড়্টি । বিশেবিশে । যজ্ঞিয়ান্ ।

স্তোমং । রুদ্রায় । দৃশীকং । ১০ ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

অপ্সু-স্বকীর প্রকরে হোতার অতিরিক্ত উক্ত পদে 'জরাবোধ' 'তদ্বিবিড়্টি' ইহা
স্তোত্রির স্তুঃ । আশ্বলায়ন গৃহ্যের 'যস্য পশবো নোপধেরন্ন' এই খণ্ডে 'অতিরিক্তোক্তানি
জরাবোধ তদ্বিবিড়্টি' (আ० ৯'১১) এইরূপ স্ত্রিত হইয়াছে । স্তুক্তে গেই এই দশমী ঋক
কথিত হইয়াছে ।

ঋত্বিকৃগণের (কর্মে পরিতুষ্ট হইয়া) ফলদাতা হউন ।" এ অশ্বক সায়ণের অশ্বক বটে ;
কিন্তু ইংরাজী অশ্বক বিচিত্র । যথা, "May he (the man), known
among all tribes, win the race with his horses ; may he with
the help of his priests become a gainer." অধিক আলোচনা নিম্নরোজন ।

মর্মানুসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'তৎ' (জনানাং পাপক্রাণকারণং) 'জরাবোধ' (স্তত্যা উদ্বুদ্ধমান, মাধনপ্রভাবেন জাগরণশীল, পৰিদৃশ্যমান না হে দেব) 'নিশে বিশে' (সৰ্বলোকে) 'বিবিড়্‌চি' (প্রবিশ, অধিষ্ঠিতো ভবসি) ; 'যজিয়ার' (যজ্ঞাদিকর্মানুষ্ঠাননির্দ্ধার্যং) 'রুদ্রায়' (মহতে তুভ্যং প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'দৃশীকং' (দর্শনীয়াং, সমীচীনং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং) গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ । জনহিতসাধক হে দেব ! ত্বং হি জনহিতসাধনায় সৰ্বলোকে পরিব্যাপ্তোহসি ; ত্বয়ং প্রদত্তং পূজাং গৃহণং ইতোহং প্রার্থনা । (১ম—২৭সূ—১০ধা) ।

বজ্রানুবাদ ।

মাধনপ্রভাবেন উদ্বুদ্ধমান হে দেব, পাপ হইতে মনুষ্যগণকে পরিজ্ঞানের জন্য আপনি সৰ্বলোকে অধিষ্ঠিত (অনুপ্রানিত) আছেন । আমাদের যজ্ঞাদিকর্মানুষ্ঠান-নির্দ্ধার করুন, সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন । (১ম—২৭সূ—১০ধা) ।

গায়ত্রী-ভাষ্যং ।

হে জরাবোধ জরা স্তত্যা নোদমানায়ে বিশে বিশে তত্তদ্বজমানরূপপ্রকারগ্রহাৰ্থং যজিয়ার যজ্ঞসম্বন্ধানুষ্ঠাননির্দ্ধার্যং তবেন যজনং নিবিড়্‌চি । প্রবিশ । যজমানোহপি রুদ্রায় ক্রুরায়গয়ে তুভ্যং দৃশীকং দর্শনীয়াং সমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং কয়োতীতি শেষঃ । অত্র যাক্ এবং বাপাতবান । জরা স্ততির্জরহেঃ স্ততিকর্ষণস্তাং নোদ তয়া নোদরিতরিত্তি বা ত'বিবিড়্‌চি তৎকুরু মনুষ্যস্ত যজিয়ার স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়াং । নিঃ ১০৮ ইতি ।

সারূপ-ভাষ্যের বজ্রানুবাদ ।

হে স্ততিনিবেশমান অগ্নিদেব ! (হে অগ্নি ! আগনাকে স্ততি দ্বারা জানাইতেছি), আপনি সেই সেই যজমানরূপ প্রকার প্রতি অনুগ্রহপূর্ণক যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-নির্দ্ধার নিমিত্ত সেই (যজমান-সম্বন্ধী) বাগ-স্থানে প্রবেশ করুন ; এবং যজমানও ক্রুররূপী (অস্তিতেজস্বী, প্রথর) এইরূপ আপনার দর্শনীয়া (অতি সুন্দর উপযুক্ত) স্তোত্র করিতেছে । এই স্থলে 'কয়োতি' ক্রিয়াপদ উক্ত । 'যাক্' মূনি এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—জরা শব্দের অর্থ স্তত ; কারণ জ্‌ যাতু স্ততিকর্ষণচক । তাহাকে (স্ততিকে) জানেন যিনি তৎপ্ৰবেশনে (জরাবোধ) অথবা স্ততি দ্বারা বোধনশীল হে অগ্নিদেব ! তাহী করুন (অর্থাৎ, আমরা যাহা প্রার্থনা করি) মনুষ্যের (যজমানের) যজ্ঞানুষ্ঠান-নির্দ্ধার নিমিত্ত যে স্তোত্র করিতেছি, তাহা আপনি ক্রমদেয়কে দেখাইবেন । (নিরুক্ত ১০৮) ।

জরানোথ। জৃষ্ বয়োভানো। অত্র তু স্ততর্ধঃ। ষিদ্ভিদ দিভোহিঙ্। পা० ৩৩১০৪।
ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ। তত্ঠাপ্। জরয়া স্তগা। নোধো যন্তাসৌ জরানোথঃ। যদা জরয়া
বোধাত ইতি জরানোথঃ। কর্মণি যঞ্। আমন্ত্রিতাদানান্তর্। বিবিড্। বিশ
প্রবেশনে। লোটো হি। বহুলং ছন্দগীতি শপঃ শ্লঃ। অভ্যাসহলাদিশেষো। ছবলুভ্যো
চৌর্কিরিতি হেদিবানেশঃ। মহত্বেহে। যদা বিশল ব্যাপ্তাবিত্যাম্লোৎসাহৈকবচনেভ্যান্ত
গুণাভাবঃ। বিশে বিশে। সাবেকাত ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তং। অনুদাত্তঃ চেত্যাম্বেড়িতানু-
দাত্তং। যজ্ঞায়। যজ্ঞবিগ্ভ্যাং যঞো। পা० ৫১৭১। ইতি ঘঃ। দৃশীক্।
অনিদৃশিত্যাং চ। উ० ৪১৭। ইতি কৌকনপ্রত্যয়ঃ। নিষাদাত্তাদাত্তঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্বা দ্বিতীয়ে জয়োবিশো বর্গঃ। ২৩।

* * *

দশম (৩০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের একটি জটিল শব্দ—‘জরানোথ’। গায়ত্রের অর্থে ঐ শব্দ
স্বতির দ্বারা উদ্ভবুৎসাহান্ অগ্নিকে বুঝাইতেছে। একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দে
‘যাজ্ঞিক বিপ্র’ অর্থ আগমন করিয়াছেন। তদনুগারে, স্বতিকাঙ্ক যাঁহার

বয়ঃক্রম-বোধক জৃ শব্দ; কিন্তু এই স্থলে স্বতিনোথক হইয়াছে। উক্ত শব্দের উত্তর
‘ষিদ্ভিদাদিভোহিঙ্’ (পা० ৩৩১০৪) এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয়; অনন্তর টাপ্ (আপ্, আ)
করয়া ‘জরা’ শব্দ হইল। পরে ‘জরা (স্বতি) দ্বারা নোধ (জান হয়) যাতার সে’ এইরূপ
বহুব্রীহি সমাস করিয়া; অথবা ‘জর’ (স্বতি) কর্তৃক বোধিত হন যিন’ এইরূপ অর্থে,
কর্ম্মবাচ্যে বৃশ শব্দের (উত্তর) যঞ্ প্রত্যয় করিয়া ‘জরানোথ’ এই শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে।
ঐ পদে আমন্ত্রিতের (সম্বোধনের) আদিম্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘বিবিড্’ এই পদটি
প্রবেশার্থ ‘বিশ্’ শব্দের উত্তর লোটের ‘হি’, ‘বহুলং ছন্দগীতি’ এই সূত্র দ্বারা ‘শপের স্থানে
শ্ল’ দ্বিঃ হলের আদিভাগস্থিত, অনন্তর ‘ছবলুভ্যো চৌর্কিঃ’ এই সূত্র দ্বারা ‘হি’র
স্থানে দি আদেশ, মহ এং যকারের স্থানে ড ও (তবর্গ) য স্থানে চ করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছে; অথবা ব্যাপ্তিবোধক ‘বিশ্’ শব্দের উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনে (হিঃ)
সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে স্বিকৃতভাগের গুণ হয় নাই। ‘বিশে বিশে’ এই স্থলে
‘সাবেকাতঃ’ এই সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তির স্বর, উদাত্ত, এবং ‘অনুদাত্তক’ এই সূত্র দ্বারা
আম্বেড়িত-সম্বোধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ‘যজ্ঞায়’ এই পদ (যজ্ঞ শব্দের উত্তর) ‘যজ্ঞ-
বিগ্ভ্যাং যঞো’ (পা० ৫১৭১) এই সূত্র দ্বারা য প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।
‘দৃশীক্’ এই পদ ‘অনিদৃশিত্যাং’ (উ० ৪১৭) এই সূত্র দ্বারা (দৃশ শব্দের উত্তর) ‘কৌকন’
প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ঐ পদে প্রত্যয়ের ‘ন’ ইং যোগ্য আদিম্বর উদাত্ত। ১০ ॥

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ের জয়োবিশো বর্গ সমাপ্ত।

* * *

স্তুতিতে ভগবান্ জাগরিত (উদ্বুদ্ধ) হন, ঐ শব্দ তাঁহাকেই লক্ষ্য করি-
তেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায়ই ঐ শব্দকে ব্যক্তি-বিশেষের বা দেবতা-
বিশেষের নাম-মাত্র বলিয়া বঙ্গনা করিয়া লইয়াছেন। * বলা বাহুল্য,
আমরা এ পক্ষে মায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। আমরা মনে করি, স্তুতির
দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, গাধনার দ্বারা, যিনি উদ্বুদ্ধ হ , গাধকের দর্শনীয়
হন, মনস্কের গোচরীভূত হন, সেই ভগবানই ঐ শব্দের লক্ষ্যস্থল। 'তৎ'
পদ পূর্ব-শব্দের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়াছে। মনুষ্যগণকে পাপ হইতে
পরিত্রাণ করিবার জন্য যঁাহার করুণাত হস্ত মদা প্রসারিত রাখিয়াছে, মর্ক-
লোকের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে তিনি মর্কজ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।
'বিশে বিশে বিবিড্' বাক্যে সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহা
হইলে আমাদের অম্বয়ানুগারে শব্দের প্রথমার্শের (তৎ জরীবোধ বিশে
বিশে বিবিড্) মর্মার্থ হয় এই যে,—'জীবের পরিত্রাণকামনাহেতু সাধনার
উপলক্ষীভূত হে দেব, আপনি বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।'
অতঃপর শব্দের শেষার্শের মর্ম,—'সেই যে আপনি, আমাদের কর্মমাত্রে
দিক্খি-প্রদানের জন্য আমাদের স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন।' 'দৃশীকং' পদ
দর্শনীয় সমীচীন অর্থ প্রকাশ করে। এখানে স্তোত্র একটু যেন গীতাবল
করা হইয়াছে। স্তোত্র যেন আপনার দর্শনীয় হয়, স্তোত্র যেন সমীচীন
অনুগ্রহ না হয়। যে-সে লোক, যে-সে অবস্থার অপকর্মকাতী জন, যাহা-
তাহা প্রার্থনা করিলেই যে, সে প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছবে,
তাহা নহে। মৎপথানুবর্তী জন যদি ঋয়াজ্জত প্রার্থনা করে, তবেই
শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন। এখানে প্রার্থনায় সেই আভাষই
প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—২৭সূ—১৭শ)।

* ওল্ডেনবর্গ 'জরীবোধ' শব্দ বিষয়ে লিখিয়াছেন "I think that Ludwig is right in taking Garabodha for a proper name.....'Vice Vice' may possibly depend on Yagniyaya so that we should have to translate "Administer this task : a beautiful song of praise to Rudra who is worshipful for every house." রমানাথ সরস্বতীর অর্থ,—“অরয়া স্তুত্যা শম্মিঃ বোধান্ জরীবোধে বিশে ইতি।”

একাদশী পাক্ :

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । সপ্তবিংশহুক্তঃ । একাদশী পাক্ ।)

স নো মই। অনিমানো ধুমকেতুঃ পুরুচন্দ্রঃ ।

ধিয়ে বাজায় হিম্বতু ॥ ১১ ॥

* * *
পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সঃ । নঃ । মহান্ । অনিমানঃ । ধুমকেতুঃ । পুরুচন্দ্রঃ ।

ধিয়ে বাজায় হিম্বতু ॥ ১১ ॥

* * *
মর্থ্যাসুরিণী-ব্যাখ্যা ।

‘মহান্’ (শ্রেষ্ঠঃ) ‘অনিমানঃ’ (পরিমাণরহিত, অতুলনীয়ঃ) ‘ধুমকেতুঃ’ (ধূমাৎ প্রকাশমানঃ, অক্ষরমধ্যগতালোকরশ্মিপ্রভঃ) ‘পুরুচন্দ্রঃ’ (পূর্ণদীপ্যমানঃ) ‘সঃ’ (অগ্নিদেবঃ) ‘ধিয়ে’ (জ্ঞানায়) ‘বাজায়’ (পরমার্থরূপদায় চ) ‘নঃ’ (অমান) ‘হিম্বতু’ (বর্জিতু) । হে দেব । অস্মাকং জ্ঞানং পরমার্থলাভঞ্চ বিধেহি ইতি ভাষঃ । (১ম—২৭ম ১১ক) ।

* * *
বঙ্গভাষ্যাদ ।

মহান্, অতুলনীয়, অক্ষরমধ্যগত, আলোকরশ্মিপ্রভ, পূর্ণদীপ্যমান্, সেই অগ্নিদেব, জ্ঞানে এবং পরমার্থরূপদানে (জ্ঞান ও পরমার্থ প্রদান করিয়া) (আমাদিগকে পরিবর্জিত করুন) (১ম—২৭ম—১১ক) ।

* * *
সারণ-ভাষ্যঃ ।

গোহ্মিনোহস্মান্ ধিয়ে কৰ্ম্মণে বাজায়ায় চ হিম্বতু । প্রীণতু । কৌতুশঃ । মহান্ । শুণাধিকঃ । অনিমানঃ । নিমানবর্জিতঃ । অপরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ । ধুমকেতুঃ । ধুমেন জাপ্যমানঃ । পুরুচন্দ্রঃ । বহনৌপ্তিঃ ।

সারণভাষ্যের বঙ্গভাষ্যাদ ।

সেই অগ্নিদেব আমাদিগকে কৰ্ম্মের ও অন্নের নিমিত্ত প্রীতিবৃত্ত করুন । অগ্নি কিরূপ ? না—অধিকশুণবৃত্ত, নিমানবর্জিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, ধূম দ্বারা জাপ্যমান (বাহারা সর্বা ধূম হইতে জাপা যায়) এবং বহ প্রতাপালী ।

মহী। অনীতাত্র সংহিতায় ন-কারেণ কৃত্বানাসিকাবুক্তৌ। অনিমানঃ। ন নিশ্চিতে
নিমানোহশ্চেতি বহুব্রীহৌ নঞসুভ্যামিত্যন্তরপদাস্তোদাত্ত্বঃ। ধূমকেতুঃ। ইষিযুদীক্ষিদসিঞ্জা-
ধূমতো। মক্। উ० ১১৪৩ চারঃ কিঃ। উ० ১১৭৩। বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঃ।
পুরুশ্চজ্জঃ। চদি আফ্লাদনে দীপ্তৌ চ অস্মাৎ স্ফাষিতঞ্চীত্যাदिना कर्तुरि रक्। पुरुश्चालৌ
চজ্জশ্চেতি লমাস্তোদাত্ত্বঃ। হ্রস্বাচ্ছ্রোস্তরপদে মস্ত্রে পা० ৬।১।১৫১। ইতি সূট্।
তস্ত শ্চুৎবেন শকারঃ। ধিয়ে। সাবেকাচ ইতি চতুর্থা উদাত্ত্বঃ। হিষত্। ঠান
প্রীগনার্থঃ। ইটিতো হুং ধাতোরিতি হুং। ১১।

* * *

একাদশ (৩০৮) ঋকের বিশদার্থ ।

—: : —

এ ঋকে দেবতার বিশেষণ এবং প্রার্থনীয় সামগ্ৰী লক্ষ্য করিবার
থাকে। দেবতাকে 'ধূমকেতু' বলা হইয়াছে। ঐ পদের মর্মার্থ এই
যে, ধূমের মধ্যে যেমন অগ্নির বিকাশ সম্ভবপর, তদ্রূপ পাপাকারের
মধ্যেও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে। পাপী! তুমি কেন
হতাশে অবলম্ব হইতেছ? তোমার দেবতা—ধূমকেতু; তাঁহার শরণাপন্ন

'মহী অনি' এই স্থলে সংহিতায় ন-কারের স্থানে 'ক' এবং অনাসিক বর্ণ হইয়াছে।
'অনিমানঃ' এই পদটীতে 'ইহার নিমান (ইরতা) নাই'—এইরূপ বহুব্রীহি লমাস
করিলে, 'নঞসুভ্যাম্' এই শব্দে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ধূমকেতুঃ'
এই পদটীতে (ধূ ধাতুর উত্তর) 'ইষিযুদীক্ষিদসিঞ্জাধূমতো। মক্' (উ० ১১৪৩) এই শব্দ দ্বারা
'মক্' করিয়া ধূম শব্দ সিদ্ধ। অনস্তর 'চারঃ কিঃ' (উ० ১১৭৩) এই শব্দ দ্বারা চার ধাতুর স্থানে
'কি' আদেশ করিয়া 'কেতু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরে ধূম ইহার কেতু (জাপক) হয় -
এইরূপ বহুব্রীহি লমাস করিয়া 'ধূমকেতুঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ পদে বহুব্রীহি লমাস্তে
পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'পুরুশ্চজ্জঃ' এই পদটির লামন-ক্রম এই - চদি (চন্দ) ধাতুর
উত্তর 'স্ফাষিতঞ্চি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কর্তৃপদে 'রক্' প্রত্যয় করিয়া 'চজ্জ' শব্দ সিদ্ধ। চদি
ধাতুর অর্থ - আফ্লাদন ও দীপ্তি। অতঃপর 'পুরুশ্চালৌ চজ্জশ্চেতি' এইরূপ লমাস্ত 'পুরুশ্চজ্জ'
পদের স্বর উদাত্ত এবং 'হ্রস্বাচ্ছ্রোস্তর পদে মস্ত্রে (পা० ৬।১।১৫১) এই শব্দদ্বারা সূট্
দ্বারা সেই 'সূটের' চ বর্ণের লিহিত যোগহেতু ন-কারের স্থানে শ-কার হইয়াছে। 'ধিয়ে' এই
পদে 'সাবেকাচঃ' এই শব্দদ্বারা চতুর্থা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হিষত্' এই
পদটী প্রীগন (প্রীতিজনন) অর্থে ঠবি ধাতুর উত্তর 'ইটিতোহুম্ ধাতোঃ' এই শব্দ দ্বারা
'হুম্' আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ১১।

* * *

হও ; ধূমের মধ্যগত অগ্নির ন্যায় তিনি তোমার পাপরাশির মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন ;—তোমার পাপের আধার দূরে যাইবে, পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে । গ্রহ-পক্ষেও ধূমকেতুর উপমা এখানে অথাসঙ্গিক নহে । ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ভীত ও ত্রস্ত হয় । কিন্তু যঁাহারা জ্যোতিষতত্ত্ব অবগত অছেন, তাঁহারা উহার উদয়-বিষয়ে আতঙ্কিত নহেন । সেইরূপ, পাপী যাহারা—দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের নিকট দেবতা ধূমকেতুবে ভীতিপ্রদ ; বিজ্ঞজন, তাঁহার উদয়-কারণ, অনুগম্যানে অবগত বলিয়াই আনন্দ-প্রাপ্ত । পূর্ণ-দীপ্তিমান সেই দেবতার নিকট জ্ঞান ও পরমার্থরূপ ধন প্রার্থনাই এ থাকের লক্ষ্য । প্রার্থনা,—‘হে দেব ! এই অজ্ঞানাক্রকারিত হৃদয়ে, ধূম মধ্যগত অগ্নির স্মায়, আপনি সমুদিত হউন ; আর, আমায় জ্ঞান ও আপনার সাম্ব্যলাভরূপ মোক্ষধন প্রদান করুন’ । (১ম—২৭সূ—১১শা) ।

— * —

দ্বাদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । সপ্তবিংশৎসূক্তং । দ্বাদশী ঋক্) ।

স রেবাঁ। ইব বিশ্‌পতির্দৈব্য কেতুঃ শৃণোতু নঃ ।

উক্‌থৈরগ্নিবৃহদ্ভানুঃ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

সঃ । রেবান্‌হইব । বিশ্‌পতিঃ । দৈব্যঃ । কেতুঃ । শৃণোতু । নঃ ।

উক্‌থৈঃ । অগ্নিঃ । বৃহৎ‌ভানুঃ ॥ ১২ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ন্যাথা ।

‘বিশ্বপতিঃ’ (বিশ্বপালকঃ) ‘দৈব্যাঃ কেতুঃ’ (দেবানাং দূতস্বরূপঃ) ‘বৃহদ্ভাসুঃ’ (পরম-
দীপ্তিমান) ‘সঃ’ (পূর্বেকপিতপ্রভাবসম্পন্নঃ) ‘অগ্নিঃ’ (অগ্নিদেবঃ) ‘উকৃথৈঃ’ (স্তুতিমন্ত্ৰৈঃ
অন্যাকমুচ্চারিতৈঃ প্রার্থনারা লক্ষ্যৈঃ লন ইতি যাবৎ) ‘রেবান্ ইব’ (দাতৃন ইব, ধনিন ইব)
‘নঃ’ (অস্মান) ‘শৃণোতু’ (শ্রদ্ধা অনুগ্রহং কৰোতু) । দাতা যথা প্রার্থনাকারিণঃ প্রার্থনাং
শ্রদ্ধা দয়ার্থো ভবতি, হে দেব, ত্বং মংপ্রতি, লদয়ো ভব । (১ম—২৭ম—১২খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বিশ্বপাতা, দেবগণের দূতস্থানীয়, পরমদীপ্তিমান সেই অগ্নিদেব,
আমাদিগের উচ্চারিত উকৃথ-স্তুতিমন্ত্ৰে (মন্ত্ৰম্ভে এইয়া), দাতাদিগের
শ্রায়, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন । (১ম—২৭ম—১২খ) ।

* * *

সারণ ভাষ্য ।

লোহগ্নিকৃথৈঃ স্তোত্রৈবৃক্তান্ নোহস্মান শৃণোতু । তত্ব দৃষ্টাসুঃ । রেবানিন । যথা
লোকে ধনবান রাজা বন্দিনাং স্তোত্রৈঃ শৃণোতি ত্বং । কৌদৃশঃ । বিশ্বপতিঃ । প্রজাপালকঃ ।
দৈব্যাঃ । দেবানাং লক্ষ্মী । অগ্নিঃ । দেবানাং হোতৈতি শ্রুতাস্তব । কেতুঃ ।
দূতস্বরূপকঃ । অগ্নিঃ । দেবানাং দূত আসীদিতি প্রুতৈঃ । বৃহদ্ভাসুঃ । প্রোচরশ্মিঃ ।
ন রেবান্ । এতত্তদোঃ । পা० ৬।১।৩২ ইতি লোপোপঃ । বয়েষ্মতো বহলমতি
মন্ত্রসারণং । পরপূর্কং । আদৃগুণঃ । ছন্দগৌর ইতি মতুপো ইতিপো বৎ । আরেশকাচ্চ মতুপ

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

সেই অগ্নিদেব স্তোত্রযুক্ত আমাদিগকে শ্রবণ করুন (অর্থাৎ স্তুতিনিরত যে আমরা,
আমাদিগের বাক্য-স্তুতি শ্রবণ করুন) । উক্ত নিয়মে দৃষ্টাস্ত, যেরূপ জগতে মনী বা রাজা
বন্দিগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করেন, তক্রূপ অগ্নি আমাদিগের স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করুন ।
অগ্নি কিরূপ ? প্রজাপালক এবং দেবতা-লক্ষ্মী (কারণ, শ্রুতাস্তরে অপর শ্রুতিতে ‘অগ্নিঃ
দেবানাং হোতা’ এইরূপ কথিত হইয়াছে । দূতের শ্রায় জ্ঞাপক ; কারণ, ‘অগ্নিঃ দেবানাং
দূত আসীৎ’ এইরূপ শ্রুতি আছে) এবং প্রবৃদ্ধিকরণশালী ।

‘ন রেবান্’ এই স্থলে ‘এতত্তদোঃ’ (পা० ৬।১।৩২) এই সূত্রে ‘সু’ বিভক্তির লোপ,
‘বয়েষ্মতো বহলম’ এই সূত্রে মন্ত্রসারণ (জ), পরপূর্কভাব, ‘আদৃগুণঃ’ (পা० ৬।১।৩০)
এই সূত্র দ্বারা গুণ, ‘ছন্দগৌরঃ’ এই নিয়মে মতুপ্-প্রত্যয়ের ম-স্থানে ‘ব’ এবং ‘রৈশকাচ্চ’

উদাত্তঃ, সক্তন্যঃ । পা० ৬।১।১৭৬।১ । ইতি মতুপ উদাত্তঃ । বিশপতিঃ ।
পরাদিশ্ছন্দসি বহুতমিত্তাস্তরপদাচ্'দাত্তঃ' । বৃহত্তামুঃ । বহুব্রীহৌ পূৰ্ণপদপ্রকৃতিস্বরঃ ॥ ২ ।

* * *

দ্বাদশ (৩০৯) শ্লোকের বিশদার্থ ।

—○—

এ শ্লোকের প্রধান বিতর্কমূলক পদ—‘রেনান ইব’ । উহার অর্থ—
‘বড়লোকের শ্রায়’—সাধারণভাবে এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে ।
তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—রাজার বা বড়লোকের নিকট বন্দীগণ
স্তুত-স্তুতি করিয়া যেমন কিছু ধন প্রাপ্ত হয়, এখানেও সেইরূপ প্রার্থনা করা
হইয়াছে । তবে যাঁহার শাসিকুমার শুনঃশেপকে এই মন্ত্রের উচ্চারণ-
কারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে,
শুনঃশেপ অর্থে ভিখারী হইতে পারেন না ;—যাঁহার প্রাণ লইয়া টানা-
টানি, যিনি বধ্য-ভূমে বলিদানার্থ নীত, অর্থ-প্রার্থনা তিনি কেন করিবেন ?
অতএব, স্তুতিবাদকগণের উপমা এখানে আসিতেই পারে না । আমরা
‘রেনান ইব’ পদ-স্বয়ং অর্থে ‘দাতৃন ইব’—প্রকৃত দাতার শ্রায়—অর্থ
পরিগ্রহ করিলাম । তাহাতে শ্লোকের ভাব হয় এই,—‘হে ভগবন!
প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়াছে ; আপনি দাতার শিরোমণি ;
প্রকৃত দাতার ন্যায় আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন । প্রকৃত দাতা যেমন
প্রার্থীর প্রার্থনা কখনই অপূর্ণ রাখেন না, হে বিশ্বপাতা পরম জ্যোতিষ্মান
দেবতা, আপনি আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাপরায়ণ হউন ।’ দাতার
স্বরূপ কি, তাঁহার বিশেষণ কি, তিনি কোন্ ধনের অধিকারী, তদ্বিসয়
উপলব্ধি করুন ; তার পর, তাঁহার নিকট মানুষ কোন্ ধনের প্রার্থী
হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেখুন । তাহা হইলেই শ্লোকের মর্ম্ম সম্যক
স্বদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । (১ম—২৭সূ—১২শা) ।

(পা० ৬।১।১৭৬।১) এই বক্তব্য (বার্তিক) শব্দে মতুপের স্বর উদাত্ত হইয়াছে ।
‘বিশপতিঃ’ এই পদে ‘পরাদিশ্ছন্দসি বহুতম’ এই নিয়মাকুলারে উত্তরপদের আদিবর
উদাত্ত হইয়াছে । ‘বৃহত্তামুঃ’ এই পদে বহুব্রীহি লম্বা হইলে পর পূর্ণপদের
প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । (১ম—২৭সূ—১২শা) ।

* * *

সায়নশাস্ত্রানুক্রমণিকা ।

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ অগাদাপনাংপূর্ব্ভাবিনি জপে নমো মহত্যা ইত্যোবা ত্র্যাক্ষৌদনে
প্রাশিষ্টমাণ ইতি খণ্ডে সূর্যো নো দিবস্পাত্তু নমো মহত্যা নমো অর্ভকেভ্যাঃ ।
আ• ১৪ । ইতি সূত্রিতং । তামেতাং ত্রয়োদশীসূচমাচ ।

ত্রয়োদশী পাক্ :

(প্রথমঃ সপ্তমঃ । সপ্তবিংশসূক্তঃ । ত্রয়োদশী পাক্ ।

নমো মহত্যা নমো অর্ভকেভ্যা

নমো যুবভ্যা নম আশিনেভ্যাঃ ।

যজাম দেবান্ যদি শক্রবাম

মা জ্যায়সঃ শংসমার্কি দেবাঃ ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ বিশ্লেষণঃ ।

নমঃ । মহত্যাঃ । নমঃ । অর্ভকেভ্যাঃ । নমঃ । যুবভ্যাঃ । নমঃ ।

আশিনেভ্যাঃ । যজাম । দেবান্ । যদি । শক্রবাম ।

মা । জ্যায়সঃ । শংসঃ । আ । র্কি । দেবাঃ ॥ ১৩ ॥

সায়নশাস্ত্রানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

দর্শপূর্ণমাসযোগে অক্ষ (যজ্ঞরপাত্ত্রবিশেষের) আদাপনের (শোধনের) পূর্বে যে জপ
হয়, সেই জপে 'নমো মহত্যাঃ' ইত্যাদি অক্ষ উচ্চারিত হয় । (কারণ) 'ত্র্যাক্ষৌদনে প্রাশিষ্ট-
মাণে' এই খণ্ডে 'সূর্যো নো দিবস্পাত্তু নমো মহত্যা নমো অর্ভকেভ্যাঃ' (আ• ১৪)
এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে । সেই এই ত্রয়োদশী অক্ষ কথিত হইতেছে ।

• • •

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'মহত্যাঃ' (প্রদিক্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোহস্মি) 'অৰ্ভকেভ্যঃ' (অপ্রদিক্বেভ্যঃ, ক্ষুদ্রেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোহস্মি) . 'যুবভ্যঃ' (তক্রণেভ্যঃ, নবপ্রদিক্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোহস্মি) . 'আশিনেভ্যঃ' (বৃদ্ধেভ্যঃ, লুপ্তগৌরবেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'নমঃ' (প্রণতোহস্মি) ; 'যদি শক্রবাম' (যদি সমর্থো ভবাম, যাবৎ অশক্ত ন ভূয়াম) 'দেবান্' (সর্কান দীপ্তিদানাদিশুগনিশঠান) 'যজাম' (যজামহে, ভজামহে) ; 'দেবাস্' (কে দেবনিবহা) 'জায়সঃ' (জ্যেষ্ঠস্ত, মদধিকশুগম্পন্নস্ত, পূজার্হস্ত দেবস্ত) 'লংসং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'আ' (সর্কতোভাবেন) 'মা বৃক্ষি' (অহং নিচ্ছিন্নং মা কাৰ্যং) । হে ভগবন । সর্কভ্যো দেবেভ্যঃ পূজায়াং মমানুসারং অবিচলং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম - ২৭সূ - ১৩খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

প্রদিক্বে দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি ; অপ্রদিক্বে দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি ; নবপ্রদিক্বেভ্যঃ দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি ; লুপ্তগৌরব দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি । যতক্ষণ আমাদের সামর্থ্য থাকিবে (যতক্ষণ আমরা অসামর্থ্য না হইব), সকল দেবতারই পূজা করা আমাদের কর্তব্য । হে দেবগণ ! আমাদের অর্চনীয় (আপনারা) যে সকল দেবতা আছেন, কোনও দেবতার অর্চনায় আমি যেন কদাচ বিরত না হই । (১ম - ২৭সূ - ১৩খ) ।

* * *

গায়ত্রী-তাম্রং ।

অগ্নিনা প্রেরিতঃ শুনঃশেপো বিখান্ দেবাননয়া তুষ্টাব । তথা চান্নারতে । তমগ্নিক্রবাচ বিখান্ দেবান্ স্তব্ধং হোত্রস্যক্ষ্যামীতি স বিখান্শেবাংস্রষ্টাব নমো মহত্যা নমো অৰ্ভকেভ্য ইত্যেতন্নচেতি ।

শুনঃশেপ যুনি অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত (উপদিষ্ট) হইয়া এষ্ট ত্রয়োদশী ঋক্ দ্বারা গিষ (সমস্ত) দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন । উক্ত প্রকারই স্রুতিতে আছে ; যথা, - 'তমগ্নিক্রবাচ বিখান্ দেবান্ স্তব্ধং ইত্যাদি । তাহার অর্থ এষ্ট, - অগ্নিদেব সেই শুনঃশেপকে বলিলেন, 'হে শুনঃশেপ যুনে ! তুমি সমস্ত দেবগণের স্তব কর । অন্তঃপর 'আমি দেবগণের উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিব' এই কথা বলিয়া সেই শুনঃশেপ যুনি 'নমো মহত্যা নমো অৰ্ভকেভ্যঃ এই ঋকের দ্বারা সমস্ত দেবগণের স্তব করিয়াছিলেন ।

মহাস্তো গুণৈরধিকাঃ । অর্ভকা গুণৈর্নানাঃ । ষুগনস্করণাঃ । আশিনা বয়লা ব্যাণ্ডী
বৃদ্ধাঃ । যণোক্তচতুর্কিধদেহযুক্তেভ্যো দেবেভ্যো নমোহস্ত । যদি শক্রবাম । কথঞ্চিদধনাদি-
সম্পত্ত্যা শক্তাশেচস্তদানীং দেবান যজামহে । দেবা জ্যায়সো জ্যোষ্ঠস্ত দেবতাবিশেষস্ত আ-
নর্কতঃ প্রসূতং শংসং স্তোত্রং মা বৃক্ষি । অহং বিচ্ছিন্নং মা কার্য্যং ।

আশিনেভ্যঃ অশু ব্যাণ্ডী । বহুলমন্ত্রজাপীতোগাদিক ইনচ্ প্রত্যয়ঃ । চিত ইত্যন্তো-
দাস্তবঃ । যজাম । শণঃ পিণ্ডাদমুদাস্তবঃ । তিঙ্শ্চ লগাক্ষিপাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ । শক্রবাম ।
শক্ শক্তৌ আডুস্তমস্তু পিচ্চৈতি তিঙঃ পিণ্ডস্তানাদমুদাস্তবঃ সতি বিকরণস্বরঃ । নিপাতৈ-
র্ধ্যাতুদিহস্তেতি নিষাতপ্রতিষেধঃ । জ্যায়সঃ । প্রশস্তশব্দদীর্ঘনি জ্য চ । পা० ৫।৩।৬১ । ইতি
জ্যাদেশঃ । জ্যাদাদীর্ঘসঃ । পা० ৬।৪।১৬০ । ইতীর্ঘস্বন ঙ্গিকারস্তাভঃ । নিষাদাদ্রাদাস্তবঃ । শংসং ।
হলশ্চৈতি ষঞ্ বৃক্ষি । ত্রশ্চ ছেদনে । বাত্যায়নান্ননেপদোত্তমপুরুষৈকবচনমিট্ চৌঃ পিচ্ ।
স্বরতিসূতীত্যাদিনা ইডভাবঃ । স্কোঃ সংযোগান্তোরিতুপধাসকারলোপঃ । ত্রশ্চাদিনা ষং ।
ষটোঃ কঃ সীতি কভঃ । আদেশপ্রত্যয়োরিতি ষত্বঃ । ন মাঙ্ যোগ ইত্যডভাবঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে চতুর্কিংশো বর্গঃ । ২৪ ॥

অধিকগুণসম্পন্ন অল্পগুণসম্পন্ন শিশু, যুবা এবং পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধ, এই চতুর্কিধ দেহ-
যুক্ত দেবগণকে নমস্কার করি । আর যদি আমি কোনও প্রকারে ধনাদি-সম্পত্তি দ্বারা সমর্থ
হই, তাহা হইলে যাগানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পূজা করিব । আমি দেবজ্যোষ্ঠ কোনও দেবতা-
বিশেষের সর্কত্রব্যাপ্ত স্তোত্রকে বিচ্ছিন্ন করিব না (অর্থাৎ আমি শক্রদা তাঁহার স্তব করিব) ।

'আশিনেভ্যঃ' এই পদটি ব্যাপ্তি-বোধক 'অশ' ধাতুর উত্তর 'বহুলমন্ত্রজাপি' এই উগাদি
সূত্র দ্বারা ইনচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ; এবং ঐ পদে 'চিতঃ' এই সূত্র দ্বারা অস্তস্বর উদাস্ত
হইয়াছে । 'যজাম' এই পদে শপের 'পা' ইং বাওয়ায় অমুদাস্ত স্বর, এবং তিঙের লগাক্ষি-
ধাতুক স্বর দ্বারা ধাতুস্বর হইয়াছে । 'শক্রবাম' এই পদ শক্তি (সামর্থ্য) বোধক 'শক্' ধাতু
হইতে নিষ্পন্ন । উক্ত পদে 'আডুস্তমস্তু পিচ্চ' এই সূত্র দ্বারা তিঙের 'পিং', তুল্যতা হেতু
অমুদাস্ত স্বর হইলে বিকরণস্বর, এবং 'নিপাতৈর্ধ্যাতুদিহস্তা' এই সূত্রানুসারে নিষাতের নিষেধ
হইয়াছে । 'জ্যায়সঃ' এই পদটি প্রশস্ত শব্দের উত্তর ঙ্গিকারস্তাভ প্রত্যয়, পরে 'জ্যচ' (পা०
৫।৩।৬১) এই সূত্রে 'জ্য' আদেশ, এবং 'জ্যাদাদীর্ঘসঃ' (পা० ৬।৪।১৬০) এই সূত্র দ্বারা 'ঙ্গিকারস্তাভ'
এর ঙ্গিকারের স্থানে ঙ্গাকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে 'ন' ইং বাওয়ায় আদিস্বর উদাস্ত
হইয়াছে । 'শংসং' এই পদটি 'শন্স' ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' এই সূত্র দ্বারা ষঞ্ করিয়া নিষ্পন্ন ।
'বৃক্ষি' এই পদ, - ছেদনার্থ 'ত্রশ্চ' ধাতুর উত্তর বাত্যায়-প্রযুক্ত লুঙের আয়নেপদের উত্তমপুরুষ
একবচন, ইট্ বিভক্তি 'চি'র স্থানে সিচ প্রত্যয়, 'স্বরতি সূত' ইত্যাদি সূত্রে দ্বারা ইট্ (ইম্) প্রত্যয়,
অভাব (নিষেধ) 'স্কোঃ সংযোগাদ্যো' এই সূত্রানুসারে উপধা সকারের লোপ, ত্রশ্চাদিহেতু ষত্ব,
'ষটো(ক)র্নি' এই সূত্র দ্বারা ষ-কারের স্থানে 'ক' এবং 'আদেশ প্রত্যয়য়ো' এই সূত্রে ষত্ব করিয়া
সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে 'ন মাঙ্ যোগে' এই সূত্রে হেতু অট (অ) আগম হয় নাই ॥ ১৩ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্কিংশ বর্গ সমাপ্ত । ২৪ ।



ত্রয়োদশ (৩১০) ঋকের বিশদার্থ ।

— + : * C * : + —

হে গর্বেশ্বর ! গর্ভময় ! তুমি তো সর্বত্র সর্বঘণ্টে বিরাজমান !
কোন দেবতায় তুমি নাই ? সকল দেবতাই তো তোমার বিভূতি ! তবে
কেন বিভ্রম আসে ? তবে কেন ভেদ-ভাব দেখি ? তবে কেন দেবতায়
ক্ষুদ্র বহৎ নীচ-মহৎ গুণের ন্যূনাধিক্য কল্পনা করি ? 'অমুক দেবতা বড়',
'অমুক দেবতা ছোট', 'অমুক দেবতায় গুণের অধিক্য আছে,' 'অমুক
দেবতায় গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি', 'অমুক দেবতা বৃদ্ধ মাহাত্ম্যশূণ্য
হইয়াছেন', 'অমুক দেবতা নবীন জাগৎ হইয়া উঠিয়াছেন',—এ সকল
চিন্তা কেন মনে আসে ? এ সকল গতি নীচ-কল্পনা-মূলক । ঐহ্যার
সামাগ্র্যমাত্র জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যিনি সামগ্ৰ্য একটু উচ্চস্তরে পদার্পণ
করিতে পারিয়াছেন, তিনি কখনই দেবতার মধ্যে ইতর-নিশেষ ক্ষুদ্র-
মহৎ দেখিতে পান না ; তাঁহার দৃষ্টিতে দেবতা সকলই সমান,—সকলই
অভিন্ন । তাই তিনি কোনও দেবতাকে ছোট ভাবিয়া উপেক্ষার চক্ষে
দেখেন না, অথবা কোনও দেবতাকে অল্প দেবতা অপেক্ষা তুলনায়
'বড়' ভাবিয়া তাঁহার পূজার ক্ষমতা অধিকতর আয়োজনে প্রবৃত্ত হন
না । দেবতার সম্বন্ধে কোনরূপ তর-ভয়ভাব সামকের হৃদয়ে আদৌ
স্থান পায় না । সকল দেবতার চরণেই তিনি সমান ভক্তিভরে
প্রণত হন,—সকল দেবতাকেই তিনি ধ্যান ধারণার সামগ্রী বলিয়া
মনে করেন ।

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ যেন ঐ ভাবের ব্যত্যয় না হয় ।
জ্ঞান থাকিতে, সংজ্ঞা থাকিতে, আমরা যেন কোনও দেবতাকে ভেদভাবে
দর্শন না করি ! ধনী তুমি ; দেবারাধনায় ধনের সদ্যবহার করিতে চাও ?
সকল দেবতার প্রতি সমান দৃষ্টিতে পূজায় প্রবৃত্ত হও । তুমি শাক্ত—
শক্তির উপাসক । তোমার প্রতিপালী শৈব—শিবের উপাসক । তাই,
তোমাদের দুই জনের মধ্যে কি দ্বন্দ্বই না চলিয়াছে । কিন্তু শিব-শক্তি কি
ভিন্ন ? ভ্রাস্ত ! কেন তোমার এ বিভ্রম আসে ? বৈষ্ণবের উপাস্ত-দেবতা
গিষ্ণুর প্রতিই বা কেন, হে শাক্ত, তোমার বিরাগ-ভাব দেখি ? আবার

নৈঋত্বই বা কেন, তোমার ইষ্টদেবতা কালীতারা-মহাবিক্কার নাম-শ্রবণে কার্ণ অক্ষু ল প্রদান করেন ? হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টান-পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে এ সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-বিতণ্ডার ভো অবাধই নাই। পরন্তু এক এক ধর্ম-গম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও কত দ্বন্দ্বই দেখিতে পাই। খৃষ্টানের রোমান-কাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট গম্প্রদায়ের মধ্যে, মুসলমান-দিগের সিয়া ও সুন্নি গম্প্রদায়-দ্বয়ের মধ্যে, কতকাল পরিয়া কি শোণিত-স্রাবী দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের আঙ্ক তাহা ভীষণ রক্ত-বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে—প্রত্যক্ষ করুন। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব পাণ্ডিত্য হিন্দু-গমাজকে কলঙ্ক-লুপ্ত করিয়া রাখেন নাই কি ? হিন্দুর গহিত গৌড়-দিগের, আগর গৌড়গণের সহিত জৈনদিগের কি ভীষণ দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল। ভ্রাস্ত্র ভেদ বুদ্ধই সকল বিতণ্ডার মূলভূত নহে কি ? মন্ত্র বলিতেছে,—
ভগবন্ কহিতেছেন,—‘ভেদ বুদ্ধ পরিত্যজ্যেৎ । যতক্ষণ জীবন আছে, যতক্ষণ সামর্থ্য পাও, সকল দেবতাকে—সকল দেবতাকে—ভগবানের সর্বপ্রকার বিভূতিকে—অভিন্নভাবে দর্শন কর,—এক ভাবিয়া পূজা করিতে অভ্যস্ত হও ।’

মন্ত্রের শেষ উপদেশ,—তুমি সকল দেবতাকে সমান ভক্তিগহকারে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাও,—‘হে দেবগণ ! আমার মতিগতি-প্রবর্ত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেও । আমি যেন সকল দেবতাকে অভিন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে সমর্থ হই। আমার হৃদয়ে যেন সংসারের সকল দেবতাব প্রতি সর্বথা সমান অনুরাগ গঞ্জাত হয়। কোনও দেবতার পূজা-অর্চনায় যেন আমার বিরক্তি না ঘটে,—বিরক্তি না আসে। কোনও দেবতার গহিত যেন আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়,—সকল দেবতার সর্বরূপ দেবতাবে আমার অন্তর যেন সদা পরিপূর্ণ থাকে। সর্বদেবতায় সমদর্শন, সকল প্রকার দেবতাবের নিকশ যেন আমাতে প্রাপ্ত হয়,—হে দেবগণ, তাহাই নিহিত করুন।’ বলা বাহুল্য, এই ভাবই শাধনার প্রকৃষ্ট ভাব,—এই অবস্থাই সাধকের পরম শ্রেয়ঃ অবস্থা। বিভিন্ন দেবতার পূজায় প্ররুণ হইতে হইতে, উচ্চাচ স্তরগত দেবতার আরাধনায় মৃশ্চচিত হইতে হইতে, তর-তম প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া দেবগণের সঙ্কান লইতে লইতে মানুষ শেষে এই অবস্থায়ই উপনীত হয়। অগ্রগর হইতে হইতে, ক্রমেই

ঠাঁতার ভেদভাব দূরে চলিয়া যায়। শেষে ঠাঁতার আত্মাঘোষ হয় ; শোনে
আনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবতারে প্রণত হইয়া প্রার্থনা জানান,—

“নমো মহেশ্ব্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুগভ্যো নমো আশিনেভ্যো ।

যজাম দেবান্ যদি “ক্রবাম মা জ্যায়লঃ শংসাম্যবুক্ষি দেবাঃ ।”

ঋষিকুমার শুনঃশোপের যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই সূক্তের এতৎ
ইতার পূর্ববর্তী সূক্ত-সমূহের নকশুলিত প্রবর্তনার বিষয় ভাষ্যকারগণ খ্যাণন
করিয়া আনিতেছেন ; সে দিক্ দিয়া দেখিলেও এই নকের একটী বিশেষ
সার্থকতা উপলব্ধ হয়। বন্ধন মোচনের অশ্রু, শুনঃশোপ, একে একে
বহু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে,
পরিশেষে যখন স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হইল, তখন ঠাঁতার ভেদভাব দূরে
গেল। প্রথমে তিনি দেবতাবিশেষকে প্রধান ও অপ্রধান ভাবিয়া অর্চনা
করিয়াছিলেন ; এখন তিনি সকলকেই এক বুঝিয়া প্রণতি জানাইলেন।
এই ভাবই বন্ধন-মোচনের মূলভূত। শুনঃশোপ কেন, সংগারে সকল
সামকেরই এই অর্থ। বন্ধন-মোচন এইরূপই সাদৃশ্য হয়। সর্বকালে
সর্বকালে এই শিক্ষাই সার শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইয়া আনিতেছে ও
আসবে। বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে নিত্যমত্য, বেদ যে আত্মজ্ঞান-
সামক,—এই সকল ভাবাই আনিতেছে। নকের তাই মুখ্য প্রার্থনা
—“হে দেবগণ! যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ আমার শক্তি
থাকিবে, ততক্ষণ যেন আমি সকল দেবতার প্রতিই সমভাবে অনুরক্ত
হই। আমি দীনাতিনীন আছি হীন ; সকলেই আমার অপেক্ষা গরিষ্ঠ ;
আমি যেন সকলকেই পূজা করিতে প্রস্তুত থাকি,—ঠাঁতাদের কাহারও
সহিত আমার সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়” দেবতার সকল সদৃশ্য
যেন মনুষ্য সম্বন্ধ হয়,—নকের ইতাই মর্ম্ম। * (১ম—২৭সূ—১০ব)।

* নকের শেষাংশের অর্থ একটু জটিল। তাই ব্যাখ্যাকারগণের কেহ লিখিয়া
গিয়াছেন,—“যেন বৃদ্ধদেবের স্ততি ছাড়িয়া না দিই।” কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—“যেন
কোনও জ্যেষ্ঠদেবের স্তোত্র অগত্যা না করি।” মুইর (Muir) সাহেবের অনুবাদ,—
“May I not, O gods neglect the praise of the greatest.” হেল্ডেন-
বর্গের অনুবাদ,—“May I not, O God, fall, as a victim to the curse
of my better” ঋষিগণ আমাদের অনুবাদ মিলাইয়া যুক্তিযুক্ত নির্ধারণ করিবেন।

ঐ ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ষষ্ঠোহষ্টকঃ । অষ্টাবিংশসূক্তঃ ।

পঞ্চবিংশঃ ষড়্বিংশশ্চ বর্গঃ ।

* . *

অষ্টাবিংশসূক্তঃ ।

এই সূক্তনির্মাণে সমস্তাঙ্গ। পূর্বের সাতাশটি সূক্তে যে সকল সমস্তার নিৰ্ণয় করা হইয়াছে, এখানে সেই সমস্তাকে অধিকতর উল্লিখিত করিয়া তুলিয়াছে। বেদবাক্যের অপেক্ষেবশতঃ লক্ষ্যমান জন, বিশেষতঃ নৈম মধো যাহারা অসভা আদিম জাতির মস্তাদিদানে দেবতার তুষ্টি সম্পাদনের নিয়ম বেষণা করিয়া থাকেন - তাঁহারা, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি দেখিয়া, ভালতাল ভাল দেখিয়া, নিশ্চয়ই লাক্ষাইয়া উঠিবেন।

সোম নামক লতা ছিল। উদ্বলনে সেই লতা রাখিয়া মূলের আঘাতে পিঁচিয়া তাতা হইতে রস বাহর করা হইত। মস্তন দণ্ড দ্বারা রমণীরা তাতা মস্তন করিত। পরিশেষে ছাকনী দ্বারা সে রস ছাঁকিয়া লওয়া হইত। তীব্র মাদকগুণ বিশিষ্ট সে রস ইঞ্জুদি দেবগণ অতি আদরের সহিত পান করিতেন। এ সূক্তের এক একটা পঙ্কের ব্যাখ্যা উপলক্ষে সাধারণতঃ এষ্ট প্রকার অর্থ নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে। গো-চর্মের উপর ঐ রস রক্ষিত হইত, এবং তাহাতে কোনও দোষ পাসিত না, একরূপ সিদ্ধান্তও অনেক করিয়া থাকেন। তার পর ঋষিকুমার গুণশেপের এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্পও সূক্তের মধো একটি রহিয়াছে,—তাস্তাভাবে তাহাও ব্যক্ত হয়।

কোন ঋক্ হইতে কি ভাবে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ করা হয়, এখানে তাহার একটু আভাস দিতেছি। সূক্তের প্রথম ছয়টি পঙ্কে 'উলুপল' শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ এক শব্দ হইতে উদ্বল ও মূল দ্বারা গোমলতা পেষণরূপ কর্মকে টানিয়া আনা হইয়া থাকে। 'যত্র' নার্যাপচানমুপচানং' পদাদি দেখিয়া, বজমানের পত্নীকে সোমরস মস্তনে ব্রতা করা হয়। শেষ পঙ্কের 'গোবধি হৃচি' পদবধে গো-চর্মের উপর স্থাপনের প্রণয় আছে। তার পর কাঠনির্মিত উদ্বল প্রভৃতি প্রাণিক পাত্রও নানা বিষয়ের নানা বস্তুনা অব্যাহত হইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ তিন্ন-দৃষ্টিতে স্বজ্ঞের ঋকগুলি লক্ষ্য করিলাম। 'সোম' শব্দ হইতে 'লোমলতার রণ' অর্থ আমনন করার শেষে পুঁঠ পাতার রণকে পর্য্যন্ত যাঁহারা তৎশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে জনয়ের বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'গ্রাবাই বা কি, 'উলুখল'ই বা কি, আর 'লোম মন্বনই' বা কি, যথান্বানে ব্যাখ্যা-মূলে তাহা লক্ষ্য করুন। তার পর আপন অন্তরকে সিজ্ঞাসা করিবেন। আপন অন্তরই তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে।

অষ্টাবিংশসূক্তানুক্রমণিকা ।

(সারণাচার্যাকৃত)

যত্র গ্রাবেতি পঞ্চমং হুক্তং নবচর্ষী। আদিতঃ ষড়্ভূতঃ। আযজী ইত্যাদ্যান্ত্রয়ো
গায়ত্রীঃ। আদিতশ্চতস্ফার্মিস্ত্রো দেবতা। ততো হে উলুখলদৈবতো। তদন্তরভাবিত্যা-
বলুখলমুললদেবতাকে। অন্ত্যায়ী উচ্ছিন্নমিত্যন্ত্য হরিশ্চক্রাধিবনচর্ষলোমানামন্বনমো দেবতা।
তথা চ বৃহদেবতায়ামুক্তং। চর্ষাধিবনীম্ব বা সোমং বাস্ত্যা প্রশংসতীতি। তদুক্ত-
মন্ত্রক্রমণাং। যত্র গ্রাবা নব ষড়্ভূতানি ষচ্ছিক্কোলুখলৌ পরে মৌললৌ চ প্রজাপতে-
হরিশ্চক্রাত্যাত্যা চর্ষপ্রশংসা বেতি। আদ্যাশ্চতস্রোহজ্ঞসবে সোমে বিনযুক্তাঃ। পঞ্চম্যা-
দ্যাশ্চতস্রোহ ভবে। অন্ত্যা স্রোণকলশে সোমাবনয়নে। তথা চ ব্রাহ্মণং। অথ হৈমং

অষ্টাবিংশসূক্তের ভাষ্যানুক্রমণকার বঙ্গানুবাদ।

এই পঞ্চম হুক্ত 'যত্র গ্রাবা' ইত্যাদি নয়টি ঋক-বিশিষ্ট। প্রথম হইতে ছয়টি ঋক
অন্বনমন্ত্র, এবং 'আযজী' ইত্যাদি তিনটি ঋক গায়ত্রীছন্দায়ুক্ত। প্রথম হইতে
ছড়্ভূতের দেবতা ইন্দ্র, তার পরে দুইটি ঋকের দেবতা উলুখল (উলুখল) এবং তৎপর
দুইটি ঋকের দেবতা উলুখল ও মুলল; আর শেষ (নবমী) ঋকের দেবতা হরিশ্চক্র,
অধিবন-চর্ষ ও সোম, হইাদের মধ্যে অন্ততম (যে কোনও একজন)। উক্ত প্রকারই
বৃহদেবতার উক্ত হইয়াছে; যথা,—'চর্ষাধিবনীম্ব বা সোমং বাস্ত্যা প্রশংসতীতি' ইতি। তাহার
অর্থ,—শেষ (নবমী) ঋক অধিবন-লক্ষ্মীর চর্ষের অথবা সোমের প্রশংসা করিয়া থাকে।
উক্ত শ্রুত্যানুসারে অনুক্রমণকার কথিত হইয়াছে যে, 'যত্র গ্রাবা নব' ইত্যাদি। তাহার
অর্থ এই, এক হুক্তে 'যত্র গ্রাবা' ইত্যাদি নয়টি ঋক আছে; তাহার মধ্যে ছয়টি ঋক
অন্বনমন্ত্র ছন্দবিশিষ্ট; 'ষচ্ছিক্ক' ও 'উলুখল ভে' এই দুইটি ঋকের উলুখল দেবতা,
তৎপরবর্তী দুইটি ঋকের দেবতা—মুলল, এবং লক্ষ্মণেশ্বিত ঋকটি প্রজাপতি বা হরিশ্চক্র-
সবক্ষিনী, অথবা চর্ষপ্রশংসাকর্ত্রী। প্রথম হইতে চারটি ঋক অজ্ঞসব নামক হোমে
বিনযুক্ত হইয়াছে, পঞ্চমী ঋক হইতে চারটি ঋক অতিষবে (যজ্ঞীয় জ্ঞানে) এবং নবমী
ঋকটি স্রোণকলশে সোমাবনয়ন (সোম-সংরক্ষণ) বিষয়ে বিনযুক্ত হইয়াছে। উক্ত
প্রকারই ব্রাহ্মণভাগে গুক্ত হইয়াছে,—'অর্শ চৈনং শুনঃশেণা' ইত্যাদি। তাহার অর্থ,—

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ২৫ বর্গ। | অষ্টাবিংশ-সূক্তঃ।

১৩৪৯

শুনঃশেপো-ঞ্জঃলবং দদর্শ তমেতাভিশ্চতস্বতিরক্তিস্বয়ান যচ্চক্রিৎৎ গৃহে গৃহে উভাঠৈনং
দ্রোণকলশমপাবিনানোচ্চিরং চষোভ'রতোতযচাঘণা'স্বয়্যারকে পূর্বাভিশ্চতস্বতিঃ দশাভা-
কারাভির্জুংবাং চকারেতি। তত্র প্রথমামুচ্যাহ ॥

• • •

প্রথমমণ্ডলস্ত যষ্ঠাঙ্ক্যাকে অষ্টাবিংশসূক্তঃ। পাবি-অভিগর্ভপুত্রা শুনঃশেপোঃ।

ইচ্ছৌলপলৌ দেবতা। ষড্ভুত্বঃ ত্রিশে-গায়ত্রীঃ।

অঞ্জ.সপে অভিষে চ বিনিয়োগঃ।

প্রথমা-শ্লোকঃ।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশসূক্তং। প্রথমশ্লোকঃ।)

যত্র | প্রাণা | পৃথুবুধ | উর্দ্ধো | ভবতি | সোতবে ॥

উলখলসুতানামবেদ্বন্দ্র | জঙ্কলঃ ॥ ১ ॥

* * *

শব্দ বিশ্লেষণঃ।

যত্র | প্রাণা | পৃথুবুধঃ | উর্দ্ধো | ভবতি | সোতবে।

উলখলসুতানাং | অণা | ইং | উং ই'ত | ইন্দ্র | জঙ্কলঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শুনঃশেপ মুনি এই অঞ্জ.সবকে দেখাছিলেন। তিনি 'যচ্চক্রিৎৎ গৃহে গৃহে'
ইত্যাদি ঋক্-চতুষ্টিয় দ্বারা সেই অঞ্জ.সব কর্মের অভিষে (পংস্বার) করিয়াছিলেন। অনন্তর
'উচ্ছিরং চষোভ'র' এই ঋক্ দ্বারা দ্রোণকলশের মতো সেই সোমকে রক্ষা (স্থাপন,
করিয়াছিলেন। সেই অভিষে (হোম) কর্ম অস্বারক হইলে (অর্থাৎ অস্বারস্ত কর্মে
'যাণা' শব্দ মুক্ত) পূর্বাভিশ্চতস্বতি শব্দ চতুষ্টিয় দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। সেই পক্ষয় সূক্তের
প্রথমা ঋক্ কাণ্ড হইতেছে।

* * *

মন্ত্রাণ্যপারনী ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'যত্র' (যস্মিন কৰ্ম্মণি) 'গ্রাণা' (পাৰ্বাগবিশ্বকো' হৃদয়ঃ) 'সোতবে' (ভগবৎশ্রীতর্ঘং, ভগবৎকার্যো হিত যাবৎ) 'পৃথুবুধঃ' (স্থূলমূলঃ, দৃঢ়তাম্পন্নঃ) 'উরুঃ' (উন্নতঃ, গস্তাবাপন্নঃ) 'ভবতি' (অস্তি), 'উলূখলনুতানাং ইব' (পেষণযন্ত্রানিষ্ঠানানাং মলরাহিতানাং দ্রব্যানাং ইব) 'অনেন' (গ্রহণীয় হিত মত্কা, স্বকীর্ষেণাবগতৈব) তৎকস্ম 'অলুৎসঃ' (ভক্ষয়, গ্রহণং করু) । সস্তাবিবর্জিতঃ পাবাগবিশ্বকঃ কঠোরহৃদয়ো যদা ভগবন্ত'স্তরসেন আক্রৌ ভবতি, ভগবান তদা তদহৃদয়ঃ বিশ্বকঃ পরক্রতঃ হিত মত্কা তত্র আধষ্ঠানং কেরোতি হিত ভাবঃ । (১ম ২৮২—১৩) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্রদেব ! যে কৰ্ম্মে পাৰ্বাগের স্তায় বিশ্বক এই হৃদয়, ভগবৎ-শ্রীত-গাধনের নিমিত্ত, দৃঢ়তাম্পন্ন ও গস্তাবাপন্ন (উন্নত) হয়, পেষণযন্ত্রানিষ্ঠান মলরাহিত দ্রব্যের স্তায় গ্রহণীয় আন করিয়া, আপন গেই কস্ম গ্রহণ করুন (করেন) । (১ম—২৮সূ—১৩) ।

সায়ণ-ভাষ্যে ।

হে ইন্দ্র যত্র যস্মিন্নঙ্গঃসবকৰ্ম্মণি সোতবেভতিবদর্ঘং গ্রাণা পাৰ্বাগঃ পৃথুবুধঃ স্থূলমূল উরুঃ উন্নতো ভবতি তস্মিন কৰ্ম্মণুলূখলনুতানাল,মুণেনোভিষুতানাং রসমবেৎ স্বকীর্ষেণাবগতৈব ভক্তগঃ । ভক্ষয় ।

পৃথুবুধঃ । বহুব্রীহৌ পূৰ্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ । ভবতি । নিপাটৈত্বাদিহস্তেতি নিষাত-প্রতিষেধঃ । সোতবে । বুঞ্ অতিষবে । তুমর্থে সেনেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ । নিষাদাহ-দাস্তবৎ । উলূখলনুতানাং । উলুখলেন নুতানাং । তৃতীয়া কস্মণীতি পূৰ্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র ! যে অঙ্গসব-কৰ্ম্মে অতিষন-নিমিত্ত পাৰ্বাগ (প্রস্তর) স্থূলমূল এবং উন্নত হয়, সেই অঙ্গসব কৰ্ম্মে উলূখল দ্বারা প্রস্তুত যে গোময়ল, তাহা নিজস্ব-রূপে আনিয়াই ভক্ষণ (পান) করুন ।

'পৃথুবুধঃ' এই পদে বহুব্রীহ লম্বান হইলে পূৰ্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । 'ভবতি' এই পদটিতে 'নিপাটৈত্বাদিহস্ত' (পা.১.৮.১৩০) এই সূত্র-হেতু নিষাত নিষিদ্ধ হইয়াছে । 'সোতবে' এই পদটি অতিষদর্ঘ স্ বাত্বর উত্তর 'তুমর্থে সেনেন' এই সূত্র দ্বারা তবেন্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এবং উক্ত পদে 'ন' হৎ বাওরায় আদিবর উদাত্ত । 'উলূখল-নুতানাং' এই স্থলে 'উলূখলেন নুতানাং' এইরূপ ব্যাপবাক্য এবং 'তৃতীয়া কস্মণী'

জন্তুঃ। গল অননে। অস্মাভ্যন্তো কৃশি লোপম্‌থাইমকবচনে লোটোহডাটানিত্তাভামঃ ।
ইতশ্চ লোপ ইত্তীকারলোপঃ । উপধারা উষং ন তলানিশেষাতাবশ্চ পৃষোদরানিহাৎ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৩১১) ঋকের বিশদার্থ ।

— . —

বিশ্বম সমস্তাপূর্ণ এই ঋক ! নাধারণ-দৃষ্টিতে, সায়ণাদির ভাষ্যের অনু-
সরণে, এ ঋক্‌ গোমলতা পেশণের অনুকূল ঘূর্ণিমূলক বলিয়াই মনে হয় ।
প্রচার এই যে, পামাণ খণ্ডের উপর গোমলতা পেশণ করা হইত সূলমূল
পাষণগণ্ডকে যখন যজ্ঞক্ষেত্রে উর্দ্ধভাবে স্থাপিত করা হয়, গোমররূপ
সাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া, তখনই ইন্দ্রদেব
যেন সন্তুষ্ট হন । উদূখল (উদূগল) হইতে নিঃসৃত গোমরসের গ্রাম
অর্থাৎ পারশ্রুত গোমরম মনে করিয়া তিনি তখনই তাণ্ডা পান করেন ।*

ঋক্‌টীতে গোমলতার কোনও নামগন্ধ নাই । আমাদের মনে হয়,
কোনও কালে কোনও প্রদেশে কি একটা প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ;
আর, তাণ্ডা উপলক্ষ করিয়া, যজ্ঞের অর্থ সেই ভাবেই গ্রহণ করা হইতে-
ছিল । কাহারও ব্যাখ্যায় প্রতি আমরা কোনরূপ দোষ-খ্যাপন করিতেছি
না । কর্ণাভ্যন্তে যজ্ঞ যখন যে ভাবে প্রয়োগ হইত, তদ্ব্যকারগণ তদনু-
সারেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন । কর্ণে প্রয়োগ-কালে যথাযথ উচ্চারণ
কর্যকরী হয়, অর্থের কোনও প্রয়োজন হয় না,—ইহাই এক সম্প্রদায়ের

এই সূত্রানুসারে পূর্বপদের প্রকৃত্যধর হইয়াছে । 'জলুঙলঃ' এই পদটি তক্ষণার্থ গলু ধাতুর
উত্তর যজ্ঞ ও তাণ্ডার লুক্ (লোপ), পরে লোট্ (লট্) মধ্যমপুরুষের একবচন,
'লোটোহডাটো' (পা. ৩. ৩. ৩৪) এই সূত্র দ্বারা অট্ (অ) আগম, 'ইতশ্চ লোপঃ' এই
সূত্র দ্বারা ইকার লোপ, এবং উপধা স্থানে উকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । পৃষোদরানিহ-
হেতু তলের আদি শেষ হইল না (অর্থাৎ হলন্তের পরভাগের লোপ হইল না) ॥ ১ ॥

* প্রচলিত দুইটি বঙ্গানুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ; (১) "হে ইন্দ্রদেব ! যে যজ্ঞস্থলে
সূল নিয়ন্তাগবিন্দিত পাষণ লোমকণ্ডমের নির্মিত প্রস্তুত হইতেছে, সে স্থানে আপনি উদূখলে
অভিযুক্ত সোমরস আপনীর আনিয়া পান করুন ।" (২) "যে যজ্ঞে সোমরসের অভিযুক্ত
সূলমূল প্রস্তুত উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উদূগল দ্বারা অভিযুক্ত সোমরস আপনীর
আনিয়া পান কর ।"

মত । সাহায্যাদি সেই সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে কর্মের উপযোগী অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে । অক্ষরূপ অর্থের (ভাবার্থ-গ্রহণের) তিনি আবশ্যকতাই মনে করেন নাই ।

আমরা অক্ষর মন্ত্রগুলিকে অক্ষর দৃষ্টিতে দেখ । আমাদের বিশ্বাস ও জ্ঞান এই যে,—মন্ত্রের অর্থ মার্কজ্ঞান, আর উহার প্রয়োগের উপযোগিতা বিভিন্ন কর্মের প্রতিপন্ন হয় । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ “তদ্বিবেক্য পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ” প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি । ঐ মন্ত্র শাক্তের, শৈবের, শৈবের সকল প্রকারপূজা-অর্চনার প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হয় । অর্থাৎ, উহার ভাবার্থ কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের বা কর্ম-বিশেষের উদ্দেশ্যস্বাক্ষর নহে । এইরূপ, এই মন্ত্রটিকেও আমরা কর্মবিশেষের (গোমলতার রূপ প্রস্তুতের সময়ের মাত্র) উপযোগী বলিয়া মনে করি না । মন্ত্র নিত্যগত্যসং প্রতীত হয় । উহার প্রয়োগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্মের সমস্তই নহে ।

অতঃপর, ঋকটির মধ্যে যে গভীর ভাব—নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিহিত আছে, তাহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা পাঠ্যেছি । শাক্তের এক একটি শাক্তের প্রতি লক্ষ্য করুন ; সে ভাব পরিগ্রহ হইবে । ‘গ্রাবা’ পদ সামাগার্থবোধক । গ্রহণার্থক ‘গ্রহ’ শব্দ উহার মূল । হৃদয় সদস্য ভাব-রাশি গ্রহণ কর বলিয়া ঐ শব্দে হৃদয়কে বুঝাইতে পারে । ‘গ্রাবা’ পদ বিশেষভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্য,—ঐ পদে সামাগার্থ বিশুদ্ধ কঠোর হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে । মনুষ্যমাত্রই পাপ-কর্মের অধীন । পাপের প্রভাবে হৃদয় সামাগার্থ কঠিন বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে । প্রথমে এইরূপ সামাগার্থ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইল । ভাবে বল হইল,—‘তুমি যত বড় পাপীই হও না কেন, সামাগার্থ বিশুদ্ধ হৃদয় যে তুমি, তুমিও উদ্ধার পাইতে পারি’ কেন হইলে ? কি প্রকারে ? ‘পৃথুবুধ’ এবং ‘উর্ধ্বঃ’—পদদ্বয় তাহাই বাক্ত করিতেছে ; বলিতেছে,—‘যদি তুমি সুলভ অর্থাৎ ভগবানের প্রতি দৃঢ়চিত্ত হইতে পার, যদি তুমি উন্নত অর্থাৎ সন্তোষাপন্ন হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার উদ্ধার লাভ ঘটিবে । হও না কেন—পাপী ! হও না কেন—অভিশপ্ত ! ভয় কি ? একবার ‘গোত্রে’ অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি-সাধনোদ্দেশ্যে দৃঢ়চিত্ত ও

সদ্যাবগমস্থিত হও দেখি। ভগবান্ তোমাঃ উদ্ধার করিবেন।' কেমন-
ভাবে উদ্ধার করিবেন? 'উল্খলসুতানামিন' ইত্যাদি ব্যাক্যে তাহাই
প্রকাশ পাইয়াছে; পাপীর চিত্ত যখন ভগবানের প্রতি গৃস্ত হয়, তে
যখন ভগবানের প্রতি একাগ্র হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টি-গম্পন্ন ও মৎকর্মে মতিযুক্ত
হইতে পারে; অতীত কর্মের জগু তখন তাহার অন্তরে দারুণ আত্মগ্লান
উপস্থিত হয়। উল্খলের উপমায় এখানে সেই সার্থকতা দেখি। উল্খলে
মুসলাঘাতে ষাণ্ডাদি যেরূপ পুনঃপুনঃ আহত ও পিষ্ট হইয়া নিস্তম
অবস্থায় নির্গত হয়; আত্মগ্লানি-রূপ মুসলের আঘাতে পামাণ হ্রদয়ে
চিত্তবৃত্তগমূহ সেইরূপ আহত ও পিষ্ট হইয়া কলঙ্ক-রহিত অবস্থায়
পর্যাবসিত হইয়া থাকে। মিস্তম বা মলরাহিত শম্ভার (চাউলাদি)
যেমন লোকের ভক্ষণীয় হয়; ভগবানে গৃস্ত হইলে, পাপীর চিত্তবৃত্তি-গমূতও
সেইরূপ ভগবানের গ্রহণীয় হইয়া থাকে। পাপী। ভয় করিও না;
ভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত হও। উল্খলে নিষ্পেষিত শম্ভাদির
শায় নিষ্পেষিত হইয়া কলঙ্করহিত হও। ভগবান্ তোমাঃ অবশ্যই
দয়া করিবেন। ঈকের ইহাই সর্ম্মার্থ। (১ম—২৮ সু—১৪) ॥

— * —
দ্বিতীয়া শক্ ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । অষ্টাবিংশসূক্তঃ । দ্বিতীয়া শক্ ।)

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিবণ্যা কৃত্বা ।

উল্খলসুতানামবোদ্রন্দ জঙ্গুলঃ ॥ ২ ॥

* * *
পদ-নিশ্লেষণঃ ।

যত্র । দ্বৌঃ । জঘনা । অধিবণ্যা । কৃত্বা ।

উল্খলসুতানাম্ । অব । ইৎ । উঃ । ইতি । ইন্দ্র । জঙ্গুলঃ ॥ ২ ॥

* * *

অক্ষরানুগারনী-ব্যাখ্যা ।

'যত' (যদা) 'জঘনা টব' (জঘনো, জঘনপ্রদেপো টব, সমাক্ষিলনপয়ো ইতি যাবৎ) 'ঘো' (দেহমনো) 'অধিবণ্যা' (অধিবণো, ভগবৎকর্ষনী) 'কুতা' (কুতো, বিনগৃহ্যে) ভবতঃ, তদা 'উল্লুপলস্তানং টব' (শেবণযন্ত্রনিষ্কাশিতানাং মলারহিতানাং স্রব্যানাং ইব) 'অবেৎ' (গ্রহণীয় ইতি যথা) 'জল্লল' (জল্লর গ্রহণং কুরু) । বয়ং যদা ভগবৎকর্ষণে অবিচ্ছিন্নভাবেন দেহমনো নিনিষোজয়াম, তদা ভগবৎকর্ষণং লভাবহে উভোৎ প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম ২৮৭—২৯) ।

* * *

স্বাক্ষরানুগার ।

যখন জঘনপ্রদেপের শ্রায় (যুক্তভাবে অভিন্ন চটয়া) দেহমন ভগবৎকর্ষণে নিনিযুক্ত হয়, তখন শেবণযন্ত্র-নিষ্কাশিত মলারহিত স্রবোর শ্রায় গ্রহণীয় মনে করিয়া আপনি শে কর্ষকে গ্রহণ করেন (কুরুন) । (১ম—২৮ সু—পা) ।

* * *

সায়ণ ভাষ্য ।

যস্মিন কর্ষণাধিবণ্যা উভে অধিবণফলকে দ্রাবিব জঘনা । যৌ জঘনপ্রদশাবিব । জঘনং জঘন্যাকরিত্তি যাস্কঃ । নিঃ ২ ২০ । কুতা । নিস্তীর্ণে কৃতক সম্পাদিত । অজ্ঞৎ পূর্ষিতৎ । জঘনা । ভস্ক্রেঃ শরীরাবহবে ঘেচ । উঃ ৫।৩২ । ইতি তন ধাতোরন্ । দ্বিত্বঃ । কর্দ্মাদি-নিষ্ঠান্যাদাদিত্বঃ । স্তপাৎ স্তলুগিত্যাকারঃ । অধিবণ্যা । যুঞ্জ অধিবনে । লুট্ । ভবে চন্দ্রনীতি মৎ । উপসর্গাৎ স্তনোত্তী ত মতং । ত্বিৎপ্রবিত্ত ইতি অরিত্বঃ । ন চ যাতাহনাব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুগার ।

ভে ভগবৎকর্ষণে । য কর্ষণে অধিবণন সম্বন্ধীয় ফলকল্পে দুইটা জঘন-প্রদেপের সদৃশ নিরুক্ত-প্রান্তে যাস্ক 'জঘনং জঘন্যাকতা' এইরূপ বলিয়াছেন । নিস্তীর্ণ করা চটয়াছে (সম্পাদিত চটয়াছে) । অপর অজ্ঞৎ (যাকী) অংশের ব্যাখ্যা পূর্ষিত্বের স্তায় চটবে । (অর্থাৎ শেই কক্ষ্মে উদ্ভূপল দ্বারা প্রান্তে সোমরল ভোজন করুন ।

'জঘন' এই পদটি তন ধাতুর উত্তর 'ভস্ক্রেঃ শরীরাবহবে ঘেচ' (উঃ ৫।৩২) এই শ্রুত দ্বারা অচ্, পরে দ্বিত্ব, কর্দ্মাদির মাধ্যমে পঠিত হওয়ার মধ্য-স্বর উদাত্ত, এনং স্তপাৎ স্তলক' এই শ্রুত দ্বারা আকার করিয়া নিস্তীর্ণ চটয়াছে । 'অধিবণ্যা' এই পদটি অধিবণার্থে স্ত ধাতুর উত্তর লুট্ পরে 'অধিবণে তর য়ে' এই অর্থে 'কনে চন্দ্রাসি' এই শ্রুত দ্বারা যৎ প্রত্যয় এবং 'উপসর্গাৎ স্তনোত্তী' এই শ্রুতে স্বত্ব করিয়া লিঙ্গ হইয়াছে । উক্ত পদে 'ত্বিৎ অরিত্বঃ' এই নিয়মে অরিত্ব স্বর হইয়াছে; 'যাতাহনাবঃ' এই শ্রুত দ্বারা আধিবণ উদাত্ত হইল না ।

ইত্যাদি। তত্র তি নিষ্ঠা চ বাজনাং । পা० ৬:১২:০৫। ইত্যাদি। বৃহস্পতি-কর্তৃক
তদিত্তি। কৃত্য। পূর্বপদাকাং: । ২ ।

দ্বিতীয় (৩১২) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের বড় সমস্তা-মূলক শব্দ—‘জঘনা’ ও ‘অগম্যা’ । সাময়িক
হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত ভাষ্যকারের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা আমাদের
দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই এক মর্মের অর্থ
করিয়া গিয়াছেন । সকলেই ব্যাখ্যার মর্ম এই যে,—‘সোমরস প্রাপ্ত
করিবার জন্য দুই খানা প্রস্তুত যখন জঘনের ম্যায় বিস্তৃত হয় ’ ইত্যাদি । *
প্রথম ঋকে একখানা প্রস্তুতের বিষয় ভাষ্যকারগণ নির্দেশ করিয়াছিলেন ।
এখানে দুই খানা প্রস্তুত কর । করা হইল । কেন-না, মূলে ‘দ্বৌ’ শব্দ
আছে । কিন্তু জঘনের ম্যায় দুইখানা পাত্র কিরূপে থাকিবে, কেহই তাহা
ভাবিয়া দেখেন নাই । সোমরস-কণ্ডনরূপ অর্থ আমনন করিতে হইবে
বলিয়াই বোধ হয় দুই খানা পাত্র ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে । যাহা
হউক, ঋকটি ভালরূপে বুঝিতে চলে, ‘জঘনা’ পদের প্রকৃত মর্ম
অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যিক ‘জঘন’ শব্দে ‘মিলনস্থান’ ‘সঙ্গস্থান’
ভাব ব্যক্ত করে । তাই ‘জঘন’ শব্দে “কটিদেশের সম্মুখভাগের নিম্ন-
দেশ” বুঝায় ; তাই “সঙ্গামমুনয়োর্মমো পৃথিৱ্যা জঘনাং স্মৃতঃ”, “প্রয়াগং
জঘনস্থানমুপস্থমুময়ো বিভঃ” প্রভৃতি বাক্য শিল্প-প্রায়োগ মমো পরিগণিত ।
তাহা হইলে, “দ্বৌ জঘনৌ হব” বাক্যে “দুইয়ের মিলনের ম্যায়” ভাব
প্রকাশ পাইতেছে । অতঃপর বুঝিয়া দেখুন, সে দুই—কোন দুই ? দুই

যেহেতু উক্ত সূত্রে ‘নিষ্ঠা চ বাজনাং’ (পা० ৬:১২:০৫) এই সূত্রের অর্থ-বিহীন-হেতু অচ-ধম-
গিণিষ্ট শব্দেই আদিবর উদাস্ত হইয়া থাকে । ‘কৃত্য’ এই পদে ‘সুপাং স্মৃকৃ’ এই সূত্র দ্বারা
আকার হইয়াছে । ২ ।

* ঋকের দুইটি বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । তাহাতেই ব্যাখ্যার উৎসাহ হইবে । যথা,—
“হে ইন্দ্রদেব, যে স্থানে সোমকণ্ডন করিবার নিমিত্ত উপযোগী ফলকণ্ডর, জঘনবনের ভাষ্য
গিণীর্ণ হইয়াছে, সে স্থানে আপনি উদ্বল সংকৃত সোমরস আপনার অবগত হইয়া পান
করুন ” (২) “যে যজ্ঞে দুই জঘনের ভাষ্য অভিব্যক্ত ফলকণ্ডর বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র, সেই
যজ্ঞে উদ্বল দ্বারা অভিব্যক্ত সোমরস আপনার জানিয়া পান করুন ।”

থানা পাথর পড়িয়া থাকিলেই যে ভগবান কৃপাপরায়ণ হন, তাহা মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র ।

আমরা তাই নির্দিশ করি, এখানে স্থূল প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের বিষয় কথিত হয় নাই । এখানে দেহের সহিত মনের জঘন বা সাম্মিলন বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়াছে । দেহ আর মন—এই দুই যদি অভিন্নভাবে এক হইয়া ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? এ ক্ষেত্রে নিঃস্পন্দন যন্ত্র নিঃসৃত (উলূখল-নিঃসৃত) নির্গল-জ্বল্য গ্রহণের উপমার সার্থকতাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । দেহ আর মন—একযোগে অভিন্নভাবে ভগবৎ-কার্যে বিনিমুক্ত হওয়ার পক্ষে বিশেষ বাধা ও অন্তরায় আছে । সেই সকল বাধা ও অন্তরায় উত্তীর্ণ হওয়াই নিঃস্পন্দন-যন্ত্রের মধ্য হইতে নির্গত হওয়া পাপের কত প্রলোভন ! পূণ্যপথে অগ্রসর হওয়ার কত অন্তরায় ! তাহাতেই উলূখলের পেমণ-শাঘাত পাইয় বহির্গত হওয়ার উপমা আসে । ফলতঃ, দেহ-মনে এক হইয়া যখন ভগবানের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে, তখনই শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইবে,—ইহাই নাকের তাগার্থ । (১ম—২. পূ—২. ঋ) ॥

— * —

তৃতীয়া-শুক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । অষ্টানিঃপৃষ্ঠকঃ । তৃতীয়া শুক ।)

যত্র নার্যাপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে ।

উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ বিশেষণঃ ।

যত্র । নারী । অপচ্যবং । উপচ্যবং । চ । শিক্ষতে ।

উলূখলসুতানা । অবঃ । ইং । উঃ ইতি । উদ্ভূ । জল্গুলাঃ । ॥ ৩ ॥

মর্শ্বানুসারিণী-বাণী।

'যত্র' (যস্মিন্ কর্মণি) 'নারী' (গাধ্বী-রমণী) 'অপচাবং' (অপচরং, অলংকর্ষজনিতকরং) 'উপচাবং চ' (সংকর্ষজনিতলাভকং) শিক্তে (জায়তে) ; তৎকর্ষং বং পেমণমণনিঃসৃতানাং মলর'হতানাং প্রাণানাং ইব মস্তা গ্রহণং কেরোতি টাতি ভাবঃ । (১ম-২৮সূ-৩ধা) ।

* . *

বজ্রাশ্রুপদ।

যে কর্ম দ্বারা গাধ্বী-রমণী অলংকর্ষের অশ্রুভফল এবং সংকর্ষের শ্রুভফল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন ; সেই কর্মকে বিশুদ্ধ জানিয়া, হে ভগবান, আপনি গ্রহণ করেন। (১ম-২৮সূ-৩ধা) ।

* . *

সাম্বল-ভাষ্যং।

যত্র যস্মিন কর্মণ নারী পত্ন্যাংচাবং শালায়ানির্গমনমূপচাবং চ শালাপ্রাপ্তিঃ চ শিক্তে অভ্যাসং কেরোতি । অস্তং পূমং ॥

অপচাবং । চূড়ং গতো । ঋদোরপিতাপ্ । গুণাবাদেশো । ঋপাদিনা । পা. ৬২.১৪৪ । উত্তরপদান্তোদাস্তং । শিক্তে । শিক্ত নিস্তোপাদানে । অহাদেশাল্পমস্বাভূতাত্ত্ববৈ-
খাত্ত্বরঃ । নিপাতৈতর্ঘাদিহস্তোতি নিষাত প্রতিশেষঃ । ৩ ॥

* . *

তৃতীয় (৩১৩) ঋকের বিশদার্থ।

— ০ † ০ † ০ —

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম পরিগ্রহণ করা বড়ই কঠিন। সাম্বল ভাষ্যের অনুরাগে ঋকের মর্মার্থ হয় এই যে, যে কর্মে নারী গৃহে বহিতে নির্গমন ও গৃহে প্রবেশ করে, সেই কর্ম ভূমি গ্রহণ কর। পাম্চাত্ত্য-পাণ্ডিত্যের কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন যে,—গোমরম মস্থঃ

সাম্বল-ভাষ্যের বজ্রাশ্রুপদ।

হে ইন্দ্রদেব! যে কর্মে পত্নী (যজ্ঞমানের) যজ্ঞশালা হস্তে নির্গম ও যজ্ঞশালায় প্রবেশরূপ প্রাপ্তি অভ্যাস করিয়া থাকে। অপরাধে পূম ঋকের স্তম্ভ। অর্থাৎ, সেই কর্মে আপনি উদুখল দ্বারা প্রস্তুত সোমরস পান করুন।

'অপচাবং' এই পদটি অগ-পূষক গমনার্থ 'চূ' ধাতুর উত্তর 'ঋদোরপ' এই স্বত্র দ্বারা অগ-
শ্রুণ এবং অব আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে 'ঋপাদিনা' (পা. ৬২.১৪৪)
এই স্বত্র দ্বারা উত্তরপদের অন্ত্যের উদাস্ত হইয়াছে। 'শিক্তে' এই পদটি নিস্তোপার্থ,
শিক্ত পাতু হইতে নিষ্পন্ন। উক্ত পদে অকারোপদেশ হেতু ল সার্বধাতুক অশ্রুদাস্ত বর হইলে
ঋ পাতু বর, এবং 'নিপাতৈতর্ঘাদিহস্তোতি' ইত্যাদি স্বত্র দ্বারা নিষাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ৩ ॥

করিবার সময়, রমণীরা যখন মস্থন-রজ্জুর অপনয়ন ও উপনয়ন করে, তখন তুমি গেই কর্ম গ্রহণ কর । ●

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎপক্ষে দুই এক কথার আলোচনা আবশ্যিক মনে করি 'অপচ্যবৎ' এবং 'উপচ্যবৎ' এই দুইটি পদ লইয়াই বিশেষ সমস্ত । একত্রীকরণার্থ-মূলক (মন্ত্রকরণার্থ সূচক) 'চ্য' (বা 'চি') গাভু তইতেই উভয় পদ িপ্পানিত হইয়াছে । এক পদের উপসর্গ—'অপ', অন্য পদের উপসর্গ—'উপ' ; এক উপসর্গের অর্থ—ক্ষয়বোধক এবং অন্য উপসর্গের অর্থ—সঞ্চয়বোধক । তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে কর্ম অপচয় হয় এবং যে কর্মে সঞ্চয় হয়, সেট দুই প্রকার কর্মকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে । কিন্তু কোন কর্মে অপচয় এবং কোন কর্মে সঞ্চয় হয় ? মন্ত্রকর্মই সঞ্চয়মূলক এবং অমন্ত্রকর্মই অপচয়মূলক । এখানে সঞ্চয়ের লক্ষ্য—'মৎ' । মৎ যাহা, তাহাই লক্ষিত হয় । 'অমৎ' যাহা, তাহা ক্ষয়মূলক, তাহাই অপচয়িত হয় । তাহ হইলে নাকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—যেখানে যে মন্ত্রগার রমণী পর্য্যন্ত মদমৎ কর্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৎকায়া ব্রতী হয়, সেখানে—সে মন্ত্রগারেই শুভ মৎঘটিত হইয়া থাকে ; সেইখানেই ভগবানের আর্ভাব ঘটে । (১ম—২০ সু—৩৭) ॥

চতুর্থী শ্লোক ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । অষ্টাবিংশতঃ । চতুর্থী শ্লোক ।)

যত্র মস্থ্যং বিবধ্বতে রশ্মীশ্চামিতবা ইব ।

উলখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জঙ্গুলঃ ॥ ৪ ॥

• শ্লোকের 'অপচ্যবৎ উপচ্যবৎ' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষিত যত গল্পগোলা ঘটিয়াছে । লাবণের মত ভাস্করই দেখুন । পাশ্চাত্য-মতের নির্দর্শন-রূপে উইলসন সার্কেবের টিপ্পনী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল । যথা,—“The scholiast explain the terms Apachyava and Upachyava going in and going out of the hall. (Sala) ; but it would perhaps rather be moving up and down with reference to the action of the pestle.” কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উইলসন সাহেবের এই মতেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন ।

পদ বিশ্লেষণঃ ।

যত্র । মস্থাঃ । বিহবস্তে । রশ্মীন । যমিত্তৈঃ ।

উলখলহস্তানাং । অব । ইং । উং ইতি । ইন্দ্র । তক্ষুলঃ ।

মধ্যাহ্নানুষ্ঠান-গাথা ।

‘যত্র’ (যস্মিন কর্ম্মণি) ‘মস্থিত্বা ইব’ (সংঘমরূপে) ‘রশ্মীন’ (বন্ধনরজ্জু ইব) ।
‘মস্থাঃ’ (মনোরূপমস্থনদণ্ডঃ) ‘বিহবস্তে’ (বন্ধনং কৰোতি পুরুষ ইতি ধাবৎ) ভগবান
তৎকর্ম্ম প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ । (১ম—২৮৭—৪ম) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

যে কার্ম্ম সংঘম-রূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা মনোরূপ মস্থন দণ্ডকে মাজু
বন্ধন করিতে সমর্থ হয়, পেশগয়স্ত-নিষ্পন্ন মলানুষ্ঠিত জীবের জায় সেই
কর্ম্মকে, হে ভগবন, আপনি গ্রহণ করুন (করেন) (১ম—২৮৭—৪ম) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

যত্র যস্মিন কর্ম্মণি মস্থামানিরমণনাত্তুঃ মস্থনং বিনশ্চি । তত্র দৃষ্টান্তঃ । রশ্মীনবন্ধ-
নার্থম প্রগ্রহান যমিত্বা ইব । নিয়ন্তমিন । অস্তং পূষ ২ ।

মস্থাঃ । পথিমাথুক্তামাং । পা० ৭।১।৮৫ । ইতি দ্বিতীয়ায়ামপি বাতায়েনাৎ ।
প্রাতিপদিকস্বরগাশ্চোদাস্তবে পথিমাণোঃ সর্সনামস্থানে । পা० ৬।১।১২২ । উতাতাদাস্তবে ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্রদেব ! যে কর্ম্মে ঐতিকরণ দ্বিমথন-রূপ কার্ম্ম নিষ্পাদক মস্থন দণ্ড বন্ধন
করিয়া থাকেন । উক্ত বিবরে দৃষ্টান্ত এই,—নিয়মিত করিবার নিমিত্ত অথবন্ধনার্থ রশ্মি-
নমূহের জায় (অর্থাৎ যেকোন অথগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত অথবন্ধনোচিত রশ্মি বা
লাগামনমূহ বন্ধন করা হয়, তক্রপ) । অপর বাথ্যা পূষ-পূষী শব্দের জায় হইবে ।

‘মস্থাঃ’ এই পদটি (‘মথিন’ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে অম বিতাক্ত) ‘পথিমাথুক্তামাং’
(পা० ৭।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তিতেও বাতক্রম-ভেদে আকার করিয়া নিষ্পন্ন
হইয়াছে । উক্ত পদে প্রাতিপদিক স্বর দ্বারা অস্তস্বর উদাত্ত হইলে, ‘পথি, মথোঃ সর্সনাম
স্থানে’ (পা ৬।১।১২২) এই সূত্র দ্বারা আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে । প্রকারান্তরে ‘মস্থাঃ’
পদ পাঠিত হইতে পারে, ‘ইহা দ্বারা মপিত হয়’ এই অর্থে মস্থা শব্দ হয় । বিশেষভাবে মথি

যথা মধ্যাহ্নেহংয়েতি মন্থা । মধি বিলোড়ন ইত্যাম্বকগণেশ্চিৎ করণে যঞঃ । ততঃটাপ ।
 ঐত্রোদাদাদাদাস্তৎ । বিবপ্ততে । বন্ধ বন্ধনে । ক্রাদিতাঃ শ্ৰী । অনিদিতামিতি ন লোপে
 শ্ৰীতাস্তয়োরাভ ইত্যাকারলোপঃ । প্রত্যয়স্বর । তিঙি চোদাস্তবতি গতোর্নিষাতঃ ।
 ধমিতৈব । যম উপরমে । তুমর্ষে সেদেনতি তটৈপ্রত্যয়ঃ । ইডাগম্চ্ছন্দসঃ । যথা পাস্তা-
 তটৈপ্রত্যয়েশ্চডাগমে সতি গিলোচ্ছন্দসঃ । অম্বচ্চ তটৈব যুগপৎ । পাং ৬১১২০০ ।
 ইত্যাম্বকগণেশ্চিৎ ১৪ ॥

চতুর্থ (৩১৪) ঋকের বিশদার্থ ।

ভাষ্যকারগণ এ একটীকেও গেই গোমরগম্চ্ছন্দ-ন্যাপার-মূলক বলিয়া
 গ্রহণ করিয়া থাকেন । তাহাতে এখন ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এট যে,
 —‘যে স্থানে রশ্মি দ্বারা ঘোটককে বন্ধন করায় স্মৃতি, গোমরনের মন্থন-
 মণ্ডকে লোকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে, সেখানে উদূগলে নিঃসৃত গোম-
 রনের স্মৃতি, হে ইস্রদেব, গেই গোমরন পান করুন’ । কি হইতে কি অর্থ
 দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিয়া পাওয়াই কঠিন ।

আমরা কিন্তু ঋকে গোমরতার কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না ।
 এ ঋকে এক সরল স্পন্দর ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে । এখানে চিত্তগম্ভীর
 বিষয়ই লক্ষ্য রহিয়াছে । উপমায় বলা হইতেছে,—উচ্ছৃঙ্খল পশুকে যেমন
 রশ্মি-বন্ধনে সংযত করা হয়, উচ্ছৃঙ্খল মনকে সেইরূপ ধৃতি দ্বারা বন্ধন
 করিয়া ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত কর । চিত্ত-গম্ভীর ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র
 মুখ্য উপায় । সকল ধর্ম্ম—সকল শাস্ত্রই মূলকার্থ গেই ভক্ত নির্দ্ধারিত
 করিয়া গিয়াছেন । (:ম—২৮ সূ—৫খা) ।

(মন্থ) ধাতুর উত্তর ‘হলশ্চ’ এই সূত্র দ্বারা করণবাচ্য যঞ প্রত্যয়, তৎপরে টাপ, এম
 প্রত্যয়ের ‘ঞ’ হইয়াওয়ার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । ‘বিবপ্ততে’ এই পদটি বন্ধনার্থ বন্ধ
 ধাতুর উত্তর ক্রাদিমণীয় হেতু ‘শ্ৰী’ ‘অনিদিতাম’ এই সূত্র দ্বারা ন লোপ হইলে শ্ৰীতাস্তয়োরাভিঃ
 এই সূত্র দ্বারা ‘শ্ৰী’র আকার লোপ, প্রত্যয়স্বর এবং ‘তিঙি চোদাস্তবতি’ এই সূত্র দ্বারা
 গতিস্বর (বি-উপলর্গের) নিষাত করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘যমিতৈব’ এই পদটি উপরমার্গ যম
 ধাতুর উত্তর ‘তুমর্ষে সেদেন্’ এই সূত্র দ্বারা ‘তটৈব’ প্রত্যয় এবং বৈদিক প্রয়োগ হেতু ইট
 আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । অথবা, নি-(নিঃ, ঐত্র) প্রত্যয়ান্ত যম ধাতুর উত্তর তটৈ
 প্রত্যয়ের স্থানে ইট আগম হইলে বৈদিক প্রয়োগ হেতু ‘নি’র লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
 ‘অম্বচ্চ তটৈব যুগপৎ’ (পাং ৬১১২০০) এই সূত্র দ্বারা উক্ত পদের আদি ও অস্তস্বর উদাত্ত । ৪ ।

গায়ত্রীভাষ্যানুক্রমণিকা ।

অভিষবে বিনিযুক্তানু চতস্বষু মনো প্রথমা সূক্তে পঞ্চমী সূচমাৎ ॥

• • •

পঞ্চমী পঙ্ক ।

(প্রথমঃ সূচমাৎ । অষ্টাবিংশসূক্তঃ । পঞ্চমী পঙ্ক ।)

যচ্চিচ্চি ত্বং গৃহেগৃহে উল্খলক যুজ্যসে ।

ইহ ছ্যামন্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিভঙ্গনং

যৎ । চিৎ । হি । ত্বং । গৃহেগৃহে । উল্খলক । যুজ্যসে ।

ইহ । ছ্যামন্তমং । বদ । জয়তামিব । দুন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্শানুদারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব! 'যচ্চৎ' (যদি) 'ত্বং' (তব কৃপা হইতি যাবৎ) 'উল্খলকঃ' (উল্খলকং, উল্খলনিঃসৃতক্রব্যং, পেষণযন্ত্রনিকাশিতং মলরহিতং দ্রব্যং, ভগবন্তু'ক্রমুতং নিশ্চলং অন্তঃকরণং) 'গৃহেগৃহে' (প্রতিগৃহে) 'যুজ্যসে' (প্রযুজ্যসে, বিধায়সে) ; 'হি' (তদা) 'ইহ' (সংসারে) 'জয়তাং' (জয়ধ্বনিসূচকং) 'দুন্দুভিঃ ইব' (বাস্তমিব) 'ছ্যামন্তমং' (গভীরনিদ্রাং, আনন্দ-কল্পনাং) 'বদ' (কুরু, উচ্চারণ, স্বমিতি শেষঃ) । ভগবৎকৃপয়া যদা ইহসংসারে লক্ষ্মী লোকা বিশুদ্ধচিত্তাঃ ভবন্তি, তদা আনন্দস্ত গারং ন য়াতি । (১ম - ২৮সূ - ৫শ) ।

গায়ত্রী-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

অধুনা 'অভিষগ' বিষয়ে বিনিযুক্ত পঙ্ক-চতুষ্টয়ের মনো প্রথমা কিন্তু সূক্তে পঞ্চমী সূচমাৎ, তাহা কথিত হইতেছে ।

বঙ্গাবাদ ।

হে দেব ! যদি আপনি (অনুগ্রহ করিয়া) গৃহে গৃহে গিষ্ঠক নির্মল
অন্তঃকরণ (ভগ্নস্তম্ভজনের) প্রতিষ্ঠা (বিহিত) করেন (অর্থাৎ, সংসার
যদি গজ্জনে পরিপূর্ণ হয়), তাহা হইলে ইহসংসার জয়ধ্বনি-সূচক বাস্তব
শ্রী আনন্দকাল্লালে মুখরিত হয় (তাহা হইলে সংসারে আনন্দের আন
পরিণীমা থাকে না) । (১ম—২৮সূ—৫ম) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে উল্খলক যচ্চিদ্ধ যথাগ্নমবঘাতার্থং গৃহেগৃহে যুজ্যসে তথাপীত বৈদিকে কৰ্ম্মনি
তীত্রমুগলপ্রহারেণ হ্রামস্তম্ভশিখরেন দীপ্তং প্রভৃতধ্বনিযুক্তং শব্দং বদ । তত্র দৃষ্টোক্তঃ ।
জয়তামিন হ্রস্বতিঃ । যথা যুদ্ধে জয়ে প্রাপ্তবহ্নাং বাজ্ঞাং হ্রস্বাভির্ন্যাস্তং ধ্বনিং কয়োতি তদং ।

উল্খলশব্দং যাক্ষ এবং বাপাতনান । উল্খলমুরুকরং । বোকরং বোধার্থং বোক মে
কুর্নিত্যত্র বীতুল্খলমভবত্বুক্ত্যর্থং বৈ ততুল্খলমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেনেতি চ ব্রাহ্মণং ।
নি. ৯২০ । ইতি । উল্খলক । অপাদাদাবিতি পর্যাদাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবে ষাষ্টিক-
গাত্ৰাদান্ত্বং । যুজ্যসে । উপদেশোল্লসার্কধাতুকাঃ দাত্বং যক্শ্বরঃ শিষ্যতে । ন চ
তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ । নিপাটৈত্বদ্বিহস্তেতি প্রতিষেধাৎ । হ্রামস্তম্ভং । দীপ্তোক্ত-
দীপ্তার্থত্বং সম্পদাদিলক্ষণঃ কিপ্ । দিব উৎ । পা. ৬. ১. ১৩১ । ইত্যুত্বং । যগাদেশে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গাবাদ ।

হে উল্খল ! যদিও তুমি অবঘাত-কার্যের জন্ত প্রতি গৃহে নিযুক্ত থাকে, তথাপি এই
বৈদিক কৰ্ম্মে কঠিন মুগল-প্রহারে প্রভৃত ধ্বনিযুক্ত শব্দ উচ্চারণ কর । উক্ত বিষয়ে দৃষ্টোক্ত
এই,—যে রূপ যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত রাজগণের হ্রস্বতি নামক বাস্তবিশেষ মহাশব্দ করে, তদ্রূপ ।

যাক্ষ উল্খল শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যে উরু (মহৎ প্রশস্ত শব্দাদি) করে,
তাহাকে 'উরুকর' বলা হয় । উরুকর শব্দ হইতেই উল্খল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ,
ব্রাহ্মণভাগে 'বোকরং বোধার্থং' এই স্থলে 'বোক মে কুরু' এইরূপ অর্থ কাথিত হইয়াছে ;
সেই হেতু প্রতীতি হইতেছে যে, উরুকর শব্দই 'উল্খল' হইয়াছে । আরও ব্রাহ্মণভাগে
উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'উরুকরং বৈ ততুল্খলমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন' ইতি । (নি. ৯২০) ।

'উল্খলক' এই পদে 'অপাদাদৌ' এই শব্দ দ্বারা পর্যাদাদ হেতু আষ্টমিক নিঘাত
হইল না ; সুতরাং ষাষ্টিক আদিবর উদাত্ত হইয়াছে । 'যুজ্যসে' এই পদে অকারের
উপদেশহেতু লসার্কধাতুকের বর অল্পদাত্ত হইলে, যক্ প্রত্যয়ের বর অবশিষ্ট রহিল ;
কিন্তু 'তিঙ্ঙতিঙা' এই শব্দ দ্বারা নিঘাত হইল না ; কারণ, 'নিপাটৈত্বদ্বিহস্ত' এই শব্দ
দ্বারা নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । 'হ্রামস্তম্ভং' এই পদটি দীপ্তিবোধক দিব-ধাতুর উক্ত
সম্পদাদি অর্থে কিপ্, 'দিবউৎ' (পা. ৬. ১. ১৩১) এই শব্দ দ্বারা উপদেশ, পরে যগ.

ভ্রূষুভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাস্ত্বৎ । নমু দিব উদিতাজ প্রাতিপদিকং গৃহতে ন খাতুরিত্তা-
ক্ত্বাৎ । অক্ষদুরিত্তাদাবিত্রাপূর্টা ভবিতবৎ । পা० ৬:৪১৯ । এবং ত্বি দৌশ্টিমৎ
স্বর্গবাচকেন দিবপ্রাতিপদিকেন দৌশ্টিগ্গ্যত ইতুৎ ভবিত্তি ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে পঞ্চবিংশো বর্গ । ২৫ ।

* * *

পঞ্চম (৩১৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋক উল্খলের মন্বোধন-সূচক, —ভাষ্যকারগণ এইরূপ নির্দেশ
করিয়াছেন ‘উল্খলক’ পদ, যে হিগানে, মন্বোধনের প্রয়োগ । তাহা
হইলে, আমরা বলি, এখানেও ‘উল্খল’ শব্দে দিবকরূপ নিষ্পেষণ-ঘন
বুঝাইতেছে । অথবা আমরা মনে করি, ঐ পদে ছন্দগে বিভক্তি-ব্যত্যয়
ঘটিয়াছে ; ‘উল্খলক’ স্থলে ‘উল্খলকঃ’ এবং শব্দে বিগর্গলোপে
‘উল্খলক’ দাঁড়াইয়াছে । ঐ শব্দের অর্থ—‘উল্খল হইতে নিষ্কাশিত বিশুদ্ধ
দেয়্য’ ভাবে এখানে ঐ শব্দে বিশুদ্ধ নির্মল চিত্ত ক বুঝাইতেছে ‘স্বং’
কর্তৃপদ, মন্বোধ্য দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহাতে, ঋকের
প্রচলিত ব্যাখ্যা যে অর্থ অগ্ৰাহ্য হইত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায় ।

ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—“ও উল্খল, যত্বপি তোমাকে
মোক্ষকণ্ঠের নিমিত্ত গৃহে গৃহে ব্যবহার করা যায়, তথাপি এই বৈদিক
কর্মের তুমি ক্রমপ্রাপ্ত রাজ্যের চক্রার দ্বারা গভীরভাবে শব্দ কর ” কিন্তু
আমাদের অর্থে ভাব আসিতেছে এই যে,—‘ও গবন্ ! তোমার কৃপায়
আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ হউক ; সংগারের সকলেই গজ্জন সাধু ভগবন্ত
হউক । তাহা হইলে এই সুখপূর্ণ সংগারেই আনন্দের কল্লোল উথিত
হইবে ;’ রণজয়ী রাজার বিজয়বার্তার আনন্দ যেমন দুর্দভিনিদে
নিঘোষিত হয়, দুর্দমনীয় ত্রিপুত্রগণকে জয় করিয়া গদভাব-সম্বিত

আদেশ হইলে ‘ভ্রূষুভ্যাং মতুপ্’ এই শব্দ দ্বারা মতুপেব স্বয়ং উদাত্ত করিয়া শব্দ হইয়াছে ।
যদি এইরূপ আপত্তি হয়, “দিব উৎ” এই সূত্রে প্রাতিপদিক (শব্দ-মাত্র) গৃহীত হইতেছে,
শব্দ নহে - এই প্রকার কথিত হওয়ায়, ‘অক্ষদূ’ ইত্যাদি স্থলের দ্বারা এই স্থলেও উট্ট হইবে ;
তাহা হইলে দৌশ্টিয়ুক্ত স্বর্গবাচক দিব্ শব্দে দৌশ্টি লক্ষিত হইতেছে, (দিব্ শব্দে লক্ষণ দ্বারা
দৌশ্টি বুঝাইতেছে)ক স্তবরাং উকার হইবে । ৫ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত ।

হওয়ায়, তাগাদের মধ্যেও আনন্দ-কল্লোল সেইরূপ মুখারত হইয়া উঠিলে
সৃষ্ট প্রকৃতির আনন্দে স্রষ্টাও তখন আনন্দ প্রকাশ করিবেন, প্রকৃতির
পাটে আনন্দের তাগি স্বতঃ-প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলে । (১ম—২৮সূ—১৫)

— . —

ষষ্ঠী শ্লোক ।

(প্রথম মণ্ডলঃ । অষ্টাবাক্যসংহিতাঃ । ষষ্ঠী শ্লোক ।)

উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ ।

অথো ইন্দ্রায় পাতবে স্নু সোময়ুন্খল ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-নিষেধঃ ।

উত । স্ম । তে । বনস্পতে । বাতঃ । বি । বাতি । অগ্রঃ । ইৎ ।

অথো । ইতি । ইন্দ্রায় । পাতবে । স্নু । সোমঃ । উল্খল । ৬ ।

* * *

সম্বন্ধস্মারিণী-ব্যাখ্যা ।

'উত' (অপচ) 'বনস্পতে' (হে বিবেকরূপনিষেধঃ) 'তে' (তন) 'অগ্রমিৎ' (পুরত
ইব, সু-ক্কাপরি অবস্থত ইব) 'বাতঃ' (প্রাণনায়ুঃ) 'বিবাতি অ' (প্রসরতি স্ম, প্রবতি স্ম) ;
অং তি মনুজস্ত মনুজরামরণস্ত মোক্ষস্ত বা হেতুভূতঃ ; 'অপঃ' (অস্মাৎ কারণঃ ;
অদীয়শক্তিপ্রেরণায় ইতি বাবৎ) 'উল্খল' (হে নিষেধঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায় ইন্দ্রদেবস্ত
ইতি বাবৎ) 'পাতবে' (পানার্থঃ) 'সোমঃ' (ভক্তিসুধাঃ) 'স্নু' (স্নানস্কৃতং প্রস্তুতং বা
কুক) । অসং মনুঃ আশ্রোষোদনমূলকঃ । পাপবৃদ্ধিনাং নিষেধঃ স্বরূপো বিবেক অত্র
লক্ষ্যোক্তাঃ । হৃদমাংস ভক্তিসুধাং নিকাশনং কুরোতি ইতি ভাবঃ । (১ম ২৮সূ- ৬৫) ।

* * *

বর্জনবাদ।

হে বিবেকরূপ নিষ্পেষণযজ্ঞ! তোমারই মস্তকোপরি মনুষ্যের
প্রাণবায়ু বিস্তৃত রাখিয়াছে; (অর্থাৎ, তুমিই মনুষ্যের জন্মজরা-
মরণের বা মোক্ষের হেতুভূত); সেই কারণে (তোমারই শক্তি-
প্রেরণায় ইষ্টানিষ্টে গাধিত হয়—সেই কারণে) হে নিষ্পেষণ-যজ্ঞ,
ভগবান্ ইন্দ্রনেবের পানার্থ (আমাদের হৃদয়ের) ভক্তিস্বধা তুমি
স্বসংস্কৃত (প্রস্তুত) করিয়া দেও (১ম—২৮সূ—৬শা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উত অপি চ হে বনস্পতে উল্খলকণ বৃক্ষ হেতুগ্রমিত্ব পুরত এন বাতো বিবাতি স্ম।
দুরোপেতমুসলপ্রত্যৈরক্ষায়ুর্নিশেষেণ প্রসবতি খলু। অপোহনস্বরং হে উলুপল ইজ্ঞামেজ্ঞো-
পকারার্থং পাতনে পাতুং গোমং স্মহু। সোমভিসবং কুক।

বনস্পতে পারস্করাদিভ্যং সূট্। কার্ণো কারণশব্দঃ। পাতনে। পা পানে। তুমর্থে
সেসেন্ভিত্ত তবেনপ্রত্যায়ঃ। প্রিভ্যাদিনিভ্যামত্যাছাদিত্বঃ। স্মহু। উতশ্চ প্রত্যায়াদ-
সমযোগপূর্ষাদিত্ত হেলুক। বিকরণস্বরেণোহুদোত্ত্বঃ। পাদাদিত্বাদনিযাতঃ। উলুপল।
উল্লং সমশ্চতুলুখলঃ। পুষোনরাদিঃ। ৬।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ হে উলুপল-রূপ বৃক্ষ। তোমার মস্তকেই বেগবৃক্ষ (অতি দৃশ্য) মুসলাবতে বায়ু
নিষ্পেষকরণে প্রসৃত (প্রসবিত) হইতেছে। অতঃপর হে উলুপল! ইন্দ্রের উপকারার্থে পান
করবার নিমিত্ত মোমের অভিসব (প্রণয়ন) কর।

'বনস্পতে' এই পদে পারস্করাদি-হেতু সূট্ আগম হইয়াছে, এবং এই পদে সোমভিসব-
রূপ কার্ণ বিষয়ে কারণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পাতনে' এই পদটী পানার্থ 'পা' ধাতুর
উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্' এই সূত্র দ্বারা তবেন প্রত্যায় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত পদে
'প্রিভ্যাদিনিভ্যাম' এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'স্মহু' এই পদটী (স্বাদিগণীম)
সমযোগ উত্তর মোট্ হি (স্মু) 'উতশ্চ প্রত্যায়াদসংযোগপূর্ষিৎ' এই সূত্র দ্বারা 'হি'র লুক্
(লোপ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বিকরণ স্বরের দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে,
এবং পাদের আদিতে প্রযুক্ত-হেতু নিষাত হয় নাই। 'উলুপল' এই পদটী উর্দ্ধভাগে থ
(শৃগ, গহ্বর আছে) ইহার এই অর্থে নিষ্পন্ন উলুপল শব্দের সম্বোধনে সিদ্ধ হইয়াছে;
উক্ত উলুপল শব্দ পুষোনরাদির সম্যোপঠিত ॥ ৬ ॥

* * *

ষষ্ঠ (৩১৬) ঋকের বিশদার্থ ।

— ० † ০ † ০ —

এ ঋকের প্রচলিত অর্থের কোনই মর্ম গ্রহণ করা যায় না । ব্যাখ্যাকারগণ 'বনস্পতি' শব্দে "কাষ্ঠনির্মিত উদূখল" অর্থ আমনন করিয়াছেন ; এবং তাহাকে গম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে কাষ্ঠ-নির্মিত উদূখল, তোমার মাথার উপর বায়ু বহিতেছে । অতএব ইস্রদেবের পানের জন্ত গোমরগ অভিষুত কর ।' ইহাতে কি ভাব মনে আসে, সুধিগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন । যাহা হউক, পূর্বেই ভাষ্যকারগণ যে পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসরণেই আমরাও অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি । ঐচ্ছিত্যানৌচিত্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন ।

আমরা মনে করি, এখানে রূপকে এক পরমতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে । 'বনস্পতি' পদে আমরাও 'নিষ্পেষণ-যন্ত্র (প্রকারান্তরে উদূখলই) স্বীকার করিলাম । বন-পক্ষে, 'বনস্পতি' শব্দে বনের যিনি পতি পালক বা সংস্কারগামক, তাঁহাকে বুঝাইতে পারে ; অথবা, মহাবৃক্ষও বনস্পতি নামে অভিহিত হইতে পারে । সে অর্থে, বনকে যিনি আয়ত্তে রাখেন, বনের আগাছা প্রভৃতিকে যিনি উন্মূলিত করেন, বিংশ্র-জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে বনকে যিনি নিরাপদ করিয়া থাকেন, বনস্পতি শব্দে তাঁহাকেই বুঝায় । মহাবৃক্ষ-গম্বক্ষেও ঐরূপ উক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে । মহাবৃক্ষের তেজে আগাছা-সকল নিঃশেষ হয় । মহাবৃক্ষ ফলছায়া-দানে জীবকে পরিতৃপ্ত করে । এখন, সেই বনস্পতির গহিত বিবেকের-উপহার মাদৃশ্য অনুধাবন করুন । অন্তররূপ অরণ্যের অলদ্রুত্তিনিচয়কেই আগাছা জঙ্গল বা বিংশ্রজন্তুবৎ মনে করা যাইতে পারে । কামক্রোধাদি রিপু মেথানকার ভীষণ স্থাপদ-মল বা বিষবৃক্ষ । নিবেক যদি মেখানে বনস্পতি হন, অর্থাৎ বিবেক যদি মেখানে প্রদান হন, তাহাতে ঐ সকল জঙ্গল নির্মূল হইতে পারে এবং ঐ সকল বিংশ্রজন্তু নির্মূর্তিত হইয়া আসে । ঋকে তাই 'বনস্পতি' নামে অন্তরস্থ দেবতাকে গম্বোধন করা হইয়াছে । অঃপার 'অগ্রনিব বাঃ' বাক্যাস্তের গার্থকতা উপলব্ধি করুন । এ স্থলেও শব্দার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাব প্রকাশ পক্ষে গম্বতি প্রদর্শিত হইতেছে ।

তোমার মস্তকের উপর বায়ু—ইহার মর্ম কি মনে হয়? 'বাতঃ' শব্দে প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য করিতেছে। তোমারই মস্তকের উপর আছে—একবিধ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তোমারই প্রতিষ্ঠায় জীবনের মার্থকতা আছে। যখন তোমার মস্তকের উপর প্রাণবায়ু থাকে, অর্থাৎ যখন জীবন তোমার সুপ্রতিষ্ঠায় উন্নত হয়, তখনই লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তখনই নিঃস্পন্দন-গজ্ঞ-নিঃসৃত বিশুদ্ধ ভক্তিসুধা ভগবান প্রাপ্ত হন,—তখনই পরমপুরুষার্থ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। (১ম—২৮সূ—৬খ)।

— . —
মস্তুরী বাক্।

(প্রথম ম'স্তুরী। অষ্টাবিংশসূত্রং। মস্তুরী বাক্।)

আযজী বাজসাতমা তা হ্যুচ্চা বিজভূতঃ।

হরী ইবান্কাংসি বপ্সতা ॥ ৭ ॥

* * *

গদ-বিশ্লেষণং।

আযজী ইত্যাহযজী। বাজসাতমা। তা। হি। উচ্চা। বিজভূতঃ।

হরী ইবতি হরীহিব। অন্ধাংসি। বপ্সতা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্মানুগারিনী-ব্যাখ্যা।

'আ' (মর্কতাত্তবেন) 'যজী' (ভগবৎকার্যো বিনিযুক্তৌ দেহমনসৌ) 'হি' (নিশ্চয়ং) 'বাজসাতমা' (অগ্নাদিদানেন ইহলৌকিকসুখপ্রদৌ) 'উচ্চা' (উচ্চৈঃ, উন্নতপ্রদেশে ইতি বাবৎ) 'বিজভূতঃ' (বিশেষেণ বিহারং কুরুতঃ)। 'তা' (তৌ দেহাতুরৌ) 'হরী ইব' (জ্ঞানভক্তিরূপমশ্মী ইব) 'অন্ধাংসি' (অজ্ঞানানি, পাপানি) 'বপ্সতা' (বপ্পন্তৌ, ভক্ষকৌ, নাশকৌ) ভবতঃ ইতি শেষঃ। যদি বিহারস্তরৌ ভগবৎকার্যপরাগণৌ ভবতঃ, তদা জ্ঞানভক্তিসংস্কারেন মহুজাঃ পাগদুরীকরণমর্থা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—২৮সূ—৭খ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সর্কিতোভাবে ভগবৎকার্যে বিনিযুক্ত দেহ-মন, নিশ্চয়ই অম্মাদি-প্রদানে (মনুষ্যের) ঐহিক-সুখপ্রদ হয়, উন্নতপ্রদেশে (ভগবৎ-গাম্ভিৰ্য্যে) বচরণ করে; সেই দেহ মন, জ্ঞানভক্তিরূপে রশ্মির স্তায়, অজ্ঞানাক্রমের নামে গম্যর্থ হয় । (.ম—২০সূ—১পা) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে উলুখলমুসলে আযজী সর্কিতো বঙ্গসামনে বাঙ্গসাতমা অতিশয়নার প্রদে তা চি তে ষসূচা প্রৌঢ়স্বনর্ষধা ভবতি তথা বিজ্ঞতঃ । বিশেষণ পুনঃ পুনর্বিহারং কুরতঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ । অক্ষাংস্তন্নানি চন্দ্রকাদোনি খাণ্ডানি বস্মতো ভক্ষয়ন্তৌ তরী ইব । ইঙ্গ্রস্বাধাবিব অত্র যাক্ এণং বাচকৌ । আযজী আযজ্যে অন্নানি সম্ভুক্তমে হে ছাট্টৈর্কিহ্মিহ্মেতৌ তরী ইবান্নানি ভক্ষয়ন্তৌ । নি. ২৩৬ । চাত ॥ আযজী । যজেরোগাদিকঃ কবঃ ইপ্রত্যয়ঃ । কুহুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরং । বাঙ্গসাতমা । বাঙ্গং সাতমাতীত বাঙ্গস্যঃ । বঃ দানে । জনসনেত্যাদিনা নিট্ প্রত্যয়ঃ । বিড়ুনোরনুনা লকৃত্যাদিত্যান্ । কুহুত্তরপদপ্রকৃতি-স্বরং । আতিশায়নিকস্তমপ্ । সুপাং সুলুগিতি পূর্নসংপদার্থঃ । বিজ্ঞতঃ । হ্রস্ববর্ণো অস্মাদৃষঙলুক্যভ্যামহলাদিশেষোরংলশভেষু কৃতেষু ক্রািকৌ চ লুক্ । পা. ১৩৯১ ।

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে উলুখল! হে মুসল! সর্কিতকারে বঙ্গনিষ্পত্তির হেতু এবং অতিশয় (পর্যাপ্ত) অন্নপ্রদানকারী এবং ততোমরা উভয়ে যে প্রকারে উচ্চ ও গভীর শব্দ উচ্চিত হয়, সেই প্রকারে পুনঃপুনঃ বিহার করিয়া থাক । উক্ত দুইটি বিষয়ে দৃষ্টান্ত এষ্ট,—চণক (ছেণা) প্রভৃতি খাণ্ড-ভক্ষণে প্রবৃত্ত দুইটি ইন্দ্রঘোটকের স্তায় (অর্থাৎ যেকণ ইঙ্গ্র-ঘোটকদ্বয় চণক প্রভৃতি খাণ্ড ভক্ষণ করিতে করিতে শানন্দে বিহার করে, তদ্রূপ) । এই স্থলে যাক্ ঋধি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘অন্নসন্তোগকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই উলুখল ও মুসল ইহারা, খাণ্ড-ভক্ষণ-প্রবৃত্ত ইঙ্গ্র ঘোটকদ্বয়ের স্তায় অতিশয় বিহার করিয়া থাকে’ (নি. ২৩৭) ।

‘আযজী’ এই পদটী বঙ্গ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঔগাদিক ‘ই’ প্রত্যয় করিয়া গিত্ব হইয়াছে । উক্ত পদে কুদন্তের উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । ‘বাঙ্গসাতমা’ এই পদটী ‘বাঙ্গ (অন্ন) দান করে যে’ এই অর্থে দানার্থ ‘দা’ ধাতুর উত্তর ‘জননন্’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ‘নিট্’ প্রত্যয়, ‘বিড়ুনোরনুনা লকৃত্যাদিত্যান্’ এই সূত্র দ্বারা আকার; এবং কুদন্ত উত্তর-পদের প্রকৃতিস্বর । তদনন্তর অতিশয় অর্থে ‘বাঙ্গ সা’ শব্দের উত্তর তমপ. প্রত্যয় ও ‘সুপাংসুলুক্’ এই সূত্র দ্বারা পূর্নবর্ণের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘বিজ্ঞতঃ’ এই পদটী হরণার্থ ‘জ’ ধাতুর উত্তর যঙ, তাহার লুক্, ঘিষ, হল্-বর্ণের আদিভাগের স্থিতি, ঋ স্থানে অকার, এবং অশ্ ভাব (হ-কারের স্থানে জ-কার) করা হইলে ‘ক্রািকৌ চ লুক্’ (পা. ১৩৯১) এই সূত্রে কৃক্ আগম; তদনন্তর, প্রত্যয়-লক্ষণ দ্বারা ধাতু-সংজ্ঞা

ইতি কৃগাগমঃ । ততঃ প্রত্যয়লক্ষণেন ধাতুসংজ্ঞারং লিটি বিকচনং তস্ম । অদাদিবচোতি
নচনাচ্চপো লুক্ । গুণে প্রাপ্তে কিত্তি চেতি প্রতিষেধঃ । স্রগ্রহোভ্ৰুদসৌতিভ্ৰুৎ ।
প্রত্যয়স্বরঃ । হি চেতি নিষাতপ্রতিষেধঃ । বঙ্গতা । ভগ ভক্ষণ দীপ্তোঃ । লটঃ শত্ ।
জুহোত্যাদিত্যঃ শ্ৰুঃ । বসিতমোর্হিচি । পা० ৬ঃ৪১০০ । ইত্যানধালোণঃ । নামাস্তাচ্ছতুঃ ।
পা० ৭ঃ১১৭৮ । ইতি স্মৃতিপ্রতিষেধঃ । অভ্যস্তনামাদিরিত্যাহাদান্তবৎ । ৭ ॥

* * *

সপ্তম (৩১৭) ঋকের বিশদার্থ ।

ভগবৎ পশুক্ষয়ুত কর্ম্ম হইতেই ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান
ও ভক্তির উদয় হয় ; এবং সেই কর্ম্মপঞ্জাত জ্ঞান-ভক্তি হইতেই জী-
পরিজ্ঞান লাভ করে । এ থাকেই হইতেই মর্গী বলিয়া আমরা অনুমান করি ।

কি শব্দের কি ভাবে আমরা ঐরূপ অর্থ নির্দেশ করিলাম, তাহার
কিছু কারণ প্রদর্শন কর গাইতেছে । 'আয়জী' পদ, 'জা' উপসর্গ
পূর্বক 'যজি' শব্দের প্রথমার দ্বিবিচনে ব্যুৎপন্ন হয় । পূর্কার্থক 'যজ্' মাতুর
উত্তর 'ই' প্রত্যয়ে 'যজি' শব্দ উৎপন্ন । দ্বিবিচন-হেতু, এখানে পূজা-পক্ষে
দুইয়ের কর্তৃক প্রকাশ পাইতেছে । সাধারণ এ ক্ষেত্রে উদুখল ও মুগল—এই
দুইয়ের কর্তৃক অধ্যাহার করিয়াছেন । তাহাতে ঋকের এক লৌকিক ভাব
ব্যক্ত হয় বটে ; কিন্তু তদ্বারা আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের বিশেষ সহায়তা
প্রাপ্ত হওয়া যায় না । যে ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি, দেহ আর মন এই
দুইকে বুঝাইলেই বড় সমস্ত অর্থ ব্যক্ত হয় । ধাত্বার্থের পার্থক্যতাও
সেখানেই সর্ব্বতঃ প্রকাশ পায় । ভগবানের পূজা-কার্য্যে উদুখল আর
মুগল নিযুক্ত হওয়ার অপেক্ষা, দেহ ও মন যদি নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই
অধিক শ্রেয়োলাভের আশা করা যায় না কি ? উদুখল আর মুগল দ্বারা
পরমার্থ-পক্ষে কি শ্রেয়ঃ-সাধন সম্ভবপর ? দেহ আর মন লইয়াই যত কিছ

হইলে লিট (লট) বিভক্তির দ্বিবিচনে তস্ম, 'অদাদিবচ' এই বচন হেতু শপের লুক্, গুণের
প্রাপ্তি হইলে 'কিত্তি চ' এই সূত্র দ্বারা সেই গুণের নিষেধ, 'স্রগ্রহোভ্ৰুদসৌতিভ্ৰুৎ' এই সূত্র
দ্বারা 'হ' স্থানে 'ভ্ৰু', 'প্রত্যয়স্বর' এবং 'হি চ' এই সূত্র দ্বারা নিষাত-প্রতিষেধ করিয়া
নিষ্পন্ন হইয়াছে । 'বঙ্গতা' এই পদটি ভক্ষণদীপ্তিপোষক 'তস্ম' ধাতুর উত্তর লটের
স্থানে শত্, জুহোত্যাদি (ছাদি) গণীয় হেতু শ্ৰু, 'বসিতমোর্হিচি' (পা० ৬ঃ৪১০) এই সূত্র
দ্বারা উপধার লোণ, এবং 'নামাস্তাচ্ছতুঃ' (পা० ৭ঃ১১৭৮) এই সূত্র দ্বারা স্মৃতি নিষেধ করিয়া
নিষ্পন্ন হইয়াছে । উক্ত পদে 'অভ্যস্তনামাদিঃ' এই সূত্র দ্বারা লাদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । ৭ ॥

ব্যাপার । ইন্টানিস্ট তাহাদেবই কৰ্ম্মাকৰ্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে ।
 দ্বিধচিনাস্ত 'আযজী' পদ, উদুখল ও মুগল-স্বরূপেও, দেহ ও মনকেই লক্ষ্য
 করে । দেহ-মনই তো পাপ-ব্রতের পোষণ-যন্ত্র । দেহ-মন যদি দৃঢ়-
 গঙ্গলবদ্ধ হয়, কলুম-নিচয় পিঠে হইয়া যাইতে পারে । উপমার মার্থকতা
 সেই পক্ষে মঙ্গত বলিয়া মনে করি । পরবর্তী পক্ষে সে মঙ্গতি অধিক
 পরিষ্কৃট হইয়াছে, দেখিতে পাউবেন ।

অতঃপর ঋকের অন্যান্য শব্দের অর্থ-মঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন ।
 'বাজমাতমা' পদের অর্থ—অন্নাদিপ্রদানকারী ; ভাবে, ঐ পদে ঐহিক
 স্মৃথের বিষয়ই প্রকাশ্য পায় । যাহার দেহ-মন ভগবৎ-কার্য্যে নিযুক্ত
 হইতে পারিয়াছে, তিনি যে ঐহিক স্মৃথের অধিকারী হইবেন, তাহা আর
 আশ্চর্য্য কি ? তাহার পরের স্তম্ভেই ভগবৎ-সাম্বিন্দ্য-লাভের পথে অগ্রসর
 হওন । ভগবৎ-কার্য্যে নিযুক্ত দেহ-মন উন্নত-স্থানে বিচরণ করে,—
 ইহার মর্ম্ম এই যে, মৎকর্ম্মফলে ক্রমশঃ মানুস ভগবানের নিবট
 অগ্রসর হয় । এ সকল বিষয় অধিক বুঝাইবার আশ্চক্য বরে না ।

এ পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্রে দ্বিধচিনাস্ত 'হরী' পদের প্রয়োগ দেখিয়াছ
 তাহার সকল স্থলেই ভাষ্যকারগণ 'ইন্দ্র অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ।
 আমরা কিন্তু সকল স্থলেই 'জ্ঞানভক্তিরূপ রশ্মি' অর্থের মার্থকতা প্রতিপন্ন
 করিয়া আগিতেছি । জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই বুঝাইতেছে বলিয়া, 'হরী'
 শব্দ দ্বিধচিনাস্ত । কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংযোগের বিষয় খাপন
 করাই এ ঋকের মুখ্য লক্ষ্য । জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি-মল্লপাতে যে
 অজ্ঞানাকার বিদূরিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । দেহ-মন ভগবৎ-কৰ্ম্মানুরত
 হইলে, আপনিই জ্ঞান-ভক্তির উন্মেষ ঘটে ; তাহাতে আপনিই
 অজ্ঞানতা দূরে যায়, ক্রমশঃ মুক্তি পর্য্যন্ত অধিগত হইয়া আণে ।
 সেই তত্ত্বই এ ঋকে বিবৃত দেখি । * (.৩— .৮ সৃ— .১ পা) ।

* এ ঋকের যে বঙ্গানুবাদ অধুনা প্রচলিত আছে, পায়ণ-শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদে তাহার
 মর্ম্মানুধাবন করুন । অগিচ, কৌতুহল-নিহারণার্থ, প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদও নিম্নে
 প্রদত্ত হইল ; যথা, — "সমস্তোক্তাবে যজ্ঞের সামন এবং অতিশয় অন্নপ্রদ গেই উদুখল ও
 মুগল উত্তরে, তৃণাদি-ভক্ষণকারী অশ্বের ছায়, উচৈঃশব্দ-পূর্ব্বক সোমকাণ্ড ভক্ষণ করে
 অর্থাৎ সোমলতা কণ্ডন করিয়া রস নিষ্কাষিত করে ।"

অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । অষ্টাবিংশসূক্তং । অষ্টমী ঋক্ ।)

তা নো অন্ম বনস্পতী ঋষায়শ্বেভিঃ সোতৃভিঃ ।

ইন্দ্রায় মধুমং সূতং ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

তা নঃ । অন্ম । বনস্পতী ইতি । ঋষৌ । ঋষেভিঃ । সোতৃভিঃ ।

ইন্দ্রায় । মধুমং । সূতং ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রাত্মসাহিত্যী ব্যাখ্যা ।

'ঋষৌ' (জ্ঞানপথগমনশীলৌ) 'বনস্পতী' (বিন্যেকপরিচালিতৌ দেহুমনদৌ) 'তা' (হে, ভগবদারাদনাপরৌ) 'অন্ম' (অ'মন্ম'ত্ব'ন, অ'নিগ'ষেন ইতি যাবৎ) 'সোতৃভিঃ' (পূজাপরায়ণৈঃ) 'ঋষেভিঃ' (ই'ন্দ্রায়'দি'ভঃ সহ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবপ্রীতার্থং) 'নঃ' (অ'মদী'য়ং) 'মধুমং' (ম'ধুর্গাম'স্প'মং) 'সূতং' (হৃদি'নিঃ'সৃতং শুক্লি'সু'ধাং) সমর্পণত যুগ্মমিতি শেষঃ । হে দেহুমনদী! যুগ্মং বিন্যেকপরিচালনেন অচঞ্চলো ভূবা সর্বেশ্বর্যাপি সংযম্য ভগবদারাদনায় প্রবৃন্তো ভবথ ইতি ভাবঃ । (১ম-২৮য় ৮প) ।

* * *

বঙ্গভাষায় ।

বিন্যেক-পরিচালিত, জ্ঞানপথে গমনশীল, ভগবদারাদনা-পরায়ণ, হে দেহু-মন, তোমরা ঋগিলাস্ব পূজাপরায়ণ ইন্দ্রিয়াদি-সহ, ভগবান্ ইন্দ্রদেবেণ প্রীত-গামন অন্ম, আমাদিগের হৃদিনিঃসৃত মধুময় শুক্লি-সুধা তাঁহাকে সমর্পণ কর । (১ম-২৮শূ-৮প) ।

* * *

গায়ত্রী-ভাষ্যং ।

অস্ত্যশ্বিন কশ্মণি হে বনস্পতী উদূখলমুগলরূপো তো বুবাশ্বেষতির্দর্শনীর্গৈঃ সোতৃত্বির-
তিষমভেতুতিঃ সহ ঋষৌ তো দর্শনীমৌ ভূঃসম্মারৈজর্ষং মধুমং মাধুর্যোপেতং সোমজ্ঞাং
নোহসদীয়ং স্তং । অতিষুগুতং ।

তা । সুপাং সুলুগিতাকারঃ । নো অস্ত্য । প্রকৃত্যাস্তঃপাদমিতি প্রকৃতিভাষ্যঃ ।
বনস্পতী । উত্তমপদপ্রকৃতিবরে প্রাপ্তে আম'স্তুতশ্চেতি লক্ষ্যাদুদাত্ত্বং । প্লুতপ্ৰগৃহ্ম অচিতি
প্রকৃতিভাষ্যঃ । স্তং । যুগ্ম অতিষবৎ । বহুলং চন্দনীতি বিকরণশ্চ লুক্ । নিঘাতঃ । ৮ ।

* * *

অষ্টম (৩১৮) ঋকের বিশদার্থ ।

—• † ‡ •—

গায়ত্রীর ভাষ্যে এ ঋকের যে অর্থ প্রকাশিত, ভাষ্যানুগত তাহা লক্ষ্য
করুন । গায়ত্রীর এই ঋকের যে বঙ্গ'ভূবাদ প্রচলিত আছে, তাহার
মর্ম এই যে, কাষ্ঠ-নির্মিত উদূখলকে ও মুগলকে গম্বোধন করিয়া বলা
হইতেছে,—‘গোমাভিম্বকারী দাশাকর গহিত তোঃ রা ইন্দ্রদেবের জন্ম
গোমরগ প্রস্তুত কর ।’

ঋকে দ্বিবচনান্ত ‘বনস্পতী’ পদ আছে তাহ হইতে উদূখল ও
মুগল বহন করা হইয়াছে । কারণ, কাষ্ঠ হইতে উদূখল ও মুগল
প্রস্তুত হয় । তাহ—পেমণ-যন্ত্র । আমরা পূর্বে ‘বনস্পতে’ পদে
নিবেদকে গম্বোধন করা হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিয়াছি । এখনও সেই
ভাষ্যই অব্যাহত রাখিলাম । দ্বিবচনের জন্ম বিশেষ-পরিচালিত দেহ ও
মন দুইয়ের গম্বোধন স্থির হইল । এক পক্ষে দেহ ও মন—এই দুইয়ের

সায়ন-ভাষ্যের বঙ্গভূবাদ ।

হে উদূখল মুগলরূপ বৃক্ষশ্বয় । এই কর্মে তোমরা উত্তরে দর্শনীম (বিগুদ) অতিষবের
হেতুগণের দর্শনীম পবিত্র হইয়া ইন্দ্রদেবের জন্ম মাধুর্যযুক্ত (অতি-সুমিষ্ট) অমং-দ্রব্যকীর্ণ
সোমজ্ঞা প্রস্তুত কর ।

‘তা’ এই পদে ‘সুপাং সুলুক্’ এই স্বত্র দ্বারা আকার হইয়াছে । ‘নো অস্ত্য’ এই স্বলে
‘প্রকৃত্যাস্তঃপাদং’ এই নিরমাত্মপারে প্রকৃতিভাব হইয়াছে । ‘বনস্পতী’ এই পদে উত্তম
(বুন ও পতি) পদের প্রকৃতিবর প্রাপ্ত হইলে, ‘আমাস্তুতশ্চ’ এই বিশেষ নিরমভেতু সমুদায়
পদের অনুদাত্ত বর, এবং ‘প্লুত প্রগৃহ্ম অচি’ এই স্বত্র দ্বারা প্রকৃতি ভাব হইয়াছে ।
‘স্তং’ এই পদ অতিষবার্ঘ স (ঞ্) দ্বারা হইতে নিস্পন্ন । উক্ত পদে ‘বহুলং চন্দগি’ এই
স্বত্র দ্বারা বিকরণের লুক্, তৎপরে নিঘাত হইয়াছে ৮ ।

পেমণ যজ্ঞও বলা যাইতে পারে। দেহমনোরূপ পেমণ-যজ্ঞ কার্য্য করে—বিবেকের শক্তিতে। উদ্বৃথল ও মুগল পরিচালনায়ও যেমন শক্তির কার্য্য প্রয়োজন; শক্তি বাতীত তাহাদের কার্য্য যেমন অসিদ্ধ হয় না; এখানে বিবেককে সেই শক্তিস্থানীয় মনে করিতে পারি। কেবলমাত্র উদ্বৃথল ও মুগল পড়িয়া থাকিলেই পেমণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না,—ভাষ্যকারগণের কথিতরূপ গোমরণও নিঃসৃত হইতে পারে না। পূর্বে থাকের 'শায়জী' পদে, ভাষ্যকারগণ উদ্বৃথল ও মুগল অর্থ কল্পনা করিয়াছেন; আমরা দেহ ও মন অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এখানে 'শায়জী' বিশেষণে সেই উদ্বৃথল-মুগলের বা দেহ-মনের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'শায়' শব্দের প্রকৃত অর্থ—যাঁহার জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন। দেহ-মন যখন জ্ঞানপথে গমন করে, তখন তাহার উপর বিবেকের কর্তৃত্ব অনুভূত হয়। সেই জন্মই, সেই লক্ষ্য রাখিয়াই, আমরা 'বনস্পত্তী' পদের অর্থে 'বিবেকপরিচালিতো দেহমনো' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিলাম। গত্যর্থক 'শায়' ধাতু হইতে 'শায়জি:' পদ নিষ্পন্ন। ইন্দ্রিয়াদি মদা-বিচক্ষণ। ঐ পদে তাই ইন্দ্রিয়গণকে লক্ষ্য আছে, মনে কর যায়। অন্য পক্ষে, শায়স্বরূপ মদ্বৃত্তিনিবহকেও মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, মদমৎ সকল বৃত্তিকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারিণী করার ভাবই 'শায়জি:' শব্দে পদদ্বয়ে ব্যক্ত হইতেছে। আমরা তাই মনে করি,—'শায়জী' ও 'শায়জি:' পদদ্বয়ের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে মত্বর্থ সঙ্গত। ফলতঃ, এখানে দেহ-মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে আমার দেহ-মন! তুমি বিবেকপরিচালনে গচ্ছল হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়—সকল বৃত্তি পংযথ-পূর্বেক, ভগবদারামণায় প্রবৃত্ত হও। তাহাই শুভপ্রদ।' (১ম—২০সূ—৮ঋ)।

গায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

সোমাবনয়নে নিনিয়ুক্তাং সূক্তে নবমীমুচমাঃ ।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকান বঙ্গানুবাদঃ ।

নবমীর সোমাবনয়ন-কার্য্যে নিনিয়ুক্তাং সূক্তের সেই নবমী পদ কথিত হইতেছে।

নবমী পাক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাবিংশত্য়ুক্তং। নবমী পাক্।)

উচ্ছিফৎ চশ্বোভর সোমং পবিত্র আ সৃজ।

নি ধেহি গোরধি ত্বচি ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। শিষ্টং। চশ্বোঃ। ভর। সোমং। পবিত্রে। আ। সৃজ।

নি। ধেহি। গোঃ। অধি। ত্বচি ৯।

* * *

মর্য়াক্সসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উৎ' (অগিচ) 'শিষ্টং' (মৎসহযুতং) 'সোমং' (ভক্তিসুমাং) 'সৃজ' (লক্ষ্যং), 'পবিত্রে' (মলরহিত্তে) 'চশ্বোঃ' (হৃদ্যপাত্রে) তৎ 'আ ভর' (লম্যাক্রুপেণ প্রতিষ্ঠাপর), 'অধি ত্বচি' (বহিরাবরণাভ্যন্তরে) 'গোঃ' (ভগবজ্জ্যোতিঃ) 'নি ধেহি' (দানয়)। আশ্বোদোদনমূলকোদয়ঃ মন্ত্রাঃ। আশ্বহবরং পবিত্রং কৃত্বা ভগবজ্জানপরো তব ত্বচি আঃ (১ম ২৮১—২৮২)।

* * *

বঙ্গভাষ্যাদ।

মৎসহযুত ভক্তিসুমা মক্ষ্য্য কর ; নির্মল হৃদয়পাত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ; আর, বহিরাবরণ-অভ্যন্তরে (হৃদয়-মধ্যে) ভগবজ্জ্যোতিঃ ধারণ (প্রতিষ্ঠা) কর । (১ম—২৮ সূ—২৮২)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ।

হে ঋত্বিগিশেষ হরিশ্চন্দ্রদেবতাপক্ষে হরিশ্চন্দ্রেতি বা। চশ্বোঃ সোমস্ত ভস্মাৎ-সম্পাদকমোরধিবরণলকয়োঃ শিষ্টমভ্যবরাতিতোনাবশিষ্টং সোমযুক্তং। লকটস্তোপ'র তর।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গভাষ্যাদ।

হে ঋত্বিক-গণেশ ! হরিশ্চন্দ্র দেবতা পক্ষে, হরিশ্চন্দ্র এইরূপ সম্বোধন তইবে। সোম-রলের ভক্ষ্য (ভক্ষণ, পান) সম্পাদক (নির্বাহক) দুইটি অধিবরণ-ফলকে (পাত্র বিশেষে) অধিবরণ-কার্যাগ্রে অবশিষ্ট সোমরলকে লকটের উপরে আনয়ন করুন ; অতিযুত (অতিবরণ

সোমমভিষুতং সোমং পবিত্রে দশাপবিত্রে আশ্রুজ । আনীম প্রক্ষিপ । প্রক্ষেপে সত্যবশিষ্টং
সোমং গোম্বটানডুতে চক্ষুণ্যসি নিদেতি । অম্যারোণা স্থাপয় ।

চক্ষোঃ চক্ষু অননে । চক্ষুতে ভক্ষতেহত্রৈতি চক্ষুঃ । কৃষিচমীত্যাদিনা । উ• ১৮১ ।
ঊণাদিক উ প্রত্যয়ঃ । প্রত্যয়স্বরঃ । সপ্তমীদ্বিবচনস্তোদান্তস্বরিতয়োর্ঘণঃ স্বরিত ইতি স্বরিত-
ভ্রমুদান্তয়ণো হলপূর্বাতি ব্যত্যয়েন ভবতি । ভর । হ্রগ্রহোর্ভঃ । খেহি বনোরেদ্ভাব-
ভাস্যাসলোপশ্চেত্যেভ্যাসলোপো । নিঘাতঃ । ভচি । লানেকাচ ইতি বিভক্তেরুদান্তস্বং ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে মডবিংশো বর্গ ॥ ২৬ ॥

* * *

নবম (৩১৯) শ্লোকের বিশদার্থ ।

এ শ্লোকের কি বিষয় সমস্তাঙ্গুর্ণ অর্থই প্রচলিত আছে । ভাষ্যে ও
বঙ্গানুগানে প্রাকশ,— এখানে সোমলভার বস প্রস্তুতের প্রসঙ্গ রহিয়াছে—
তাহার কতক শকটের উপর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, কতক কুশের
উপর রক্ষা করিতে বল হইতেছে, কতক বা গোচর্মের উপর লক্ষিত
করার উপদেশ আছে । যেন শত্রুককে গাম্বোধন করিয়া ছোতা বা
যজমান ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন *

কার্যো বিনিযুক্ত) সোমবস আনয়ন-পূর্বক দশাপবিত্রে (কৃশ) নামক পাত্রে প্রক্ষিপ্ত করন ;
এবং প্রক্ষেপান্তে অবশিষ্ট সোমকে কৃষচক্ষু (কৃষচক্ষু-নির্ম্মিত পাত্রে) তুলিয়া রাখুন ।

'চক্ষোঃ' এই পদটি অক্ষণার্গ চক্ষু শব্দের উত্তর "ক্ষণ কবা হয় ইত্যতে" এই অর্থে 'কৃষি
চক্ষু' (উ• ১৮১) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঊণাদিক 'উ' প্রত্যয়, প্রত্যয়স্বর এবং সপ্তমীদ্বিবচনের
'উদান্তস্বরিতয়োর্ঘণঃ স্বরিতঃ' এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত স্বরিত স্বর, 'উদান্তয়ণোলপূর্বাৎ' এই
নিয়মে বিপর্যায় পূর্বক উক্ত স্বরের বিধান করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । "ভর" এই পদে 'হ্রগ্রহোর্ভঃ'
এই নিয়মে হ-স্থানে ভ হইয়াছে । 'খেহি' এই পদটি 'বনোরেদ্ভাবভাস্যাসলোপশ্চ' এই সূত্র
দ্বারা শা শব্দের উত্তর একার, এবং স্বর-ভ-ভাগের লোপ এবং নিঘাত করিয়া গিন্ধ হইয়াছে ।
'ভচি' এই পদে "লানেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা নিঘাতের স্বর উদান্ত হইয়াছে । ৯ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায় মডবিংশ বর্গ সমাপ্ত ।

* মঙ্গার্ধের প্রচলিত বঙ্গানুগান ; যথা (১) "হে ঋষিক ! অভিবন, ফলকক্ষয় হইতে
অবশিষ্ট সোম ঊঠাও, পবিত্রে (কুশের) উপর রাখ, গোচর্মের স্থাপন কর ।" (২) "হে
ঋষিক অবশিষ্ট সোমবস সোমভিষব-পাত্রদ্বয়ে স্থাপন কর এবং দশাপবিত্রে নামক পাত্রে
(কৃষি কুশোপরি) আনয়ন-পূর্বক প্রক্ষেপ কর । তদবশিষ্ট সোমবস গোচর্মের পরিস্থাপন কর ।"

কিন্তু ঐরূপ অর্থের কোনই কারণ নাই । আমরা দেখিতেছি, ঋক্ মরল সুন্দর ভাবপূর্ণ । একে একে থাকের কয়েকটা শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের অর্থের গার্থকতা উপলব্ধ হইবে । 'শিষ্টে' শব্দে কেন 'অবশিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করিব ? 'শিষ্টে' শব্দে সকল অভিধানেই অনুরূপ অর্থ বলে । 'সংসহযুত' অর্থই ঐ শব্দের স্তোত্রক । 'সোম' শব্দ-সম্বন্ধে শতাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি । 'পবিত্রে' শব্দে 'মলরহিত' অবস্থাই মঙ্গল । 'চক্ষোঃ' পদ 'হৃদপাত্ৰ' বলিয়াই বুঝি । 'ঐচি' শব্দ 'গোঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়াই বা কেন মনে করিব ? মধ্যে 'অগ্নি' পদ রহিয়াছে । তাহারই সহিত 'ঐচি' পদের সংযোগ স্বাভাবিক ও মঙ্গল । 'গোঃ' শব্দে জ্ঞান-জ্যোতিঃ—এ অর্থ অনেকত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি । এখানেও সেই অর্থ গ্রহণীয় । 'অধি ঐচি' পদদ্বয়ে ঐকের অভ্যন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, থাকের যে মর্ম্ম অধ্যাহৃত হয়, তাহা বঙ্গানুবাদেই দৃষ্টি করুন । আমরা মনে করি, সূক্তের শেষে, শেষ মন্ত্রে, এখানে এক পরম উচ্চতাই প্রকাশ পাইতেছে । পূর্ব পূর্ব থাকে বলা হইয়াছে,—এই সংসার-মহারণ্যে এই নরদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে হইলে, পদে পদে নিপদের বিভীষিকা আছে । বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু—কত শত্রু কত দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্ত বদন ব্যাদান করিয়া আছে । পেষণ-যজ্ঞে সকল শত্রুকে নিষ্পেষিত করিতে হইবে । তার পর ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চিত হইবে । সংকর্ম্ম-সংযোগেই ভক্তিসুধা সঞ্চিত হয়, 'শিষ্টে সোমঃ' শব্দে সেই ভক্ত বাক্ত করিতেছে । সংকর্ম্ম-সংযোগে ভক্তিসুধা সঞ্চয় করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর ; এবং তৎসাহায্যে জ্ঞানরূপ ভগবাজ্জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হও ; হৃদয়কে বিশুদ্ধ ভক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুমি ভগবানের আরাধনায় একান্তে মগ্ন হও—ইহাই থাকের মর্ম্ম । স্তরে স্তরে, কত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, কত প্রকার পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে, পারিশেষে শুদ্ধ-মস্ত্র অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে । সেই ভক্তই এই সূক্তে নিবৃত্ত । (১ম—২৮সূ—৯খ) ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— † • † —

প্রথমঃ মণ্ডলং । দ্বিতীয়োঃধ্যাকঃ । ষষ্ঠোহম্বাকঃ ।

উনত্রিংশৎসূক্তং । সপ্তবিংশো বর্গঃ ।

• • •

উনত্রিংশ সূক্তং ।

— • —

এ সূক্তটিও সেই ঋষিকুমার স্তনঃশেপের প্রার্থনামূলক বলিয়া কথিত হয়। ব্যতীত সেই ঋষিকুমার স্তনঃশেপ আপনার মুক্তির জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ঋষিকার ও ব্যাখ্যাকার গণের ব্যাখ্যা-বিবৃতি-ক্রমে এই তাই প্রকাশ পাঠয়া আসিতেছে। পিচ, ঐহারা বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সন্নিহান, তাঁহাদের সন্দেহ-দ্বির উপযোগী নানা সামগ্ৰীও এই সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অত্র পক্ষে আবার, এ সূক্তের সহিত অজিগর্ত-পুত্র সেই ঋষিকুমার স্তনঃশেপের কোনও বন্ধ আছে বলিয়াই মনে হয় না। পরন্তু বেদকে ঐহারা 'বেদ' বলিয়া জানিতেন ও বুঝিতেন। ঐহারা, তাঁহাদের দৃষ্টির উপযোগী নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি তব এই সূক্তের সহি একই ঋকের মধ্যে প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। একই বস্ত, দৃষ্টির তারতম্যানুসারে ব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। যদি বলিতে চাহেন,— 'সূক্তের ঋকগুলির মধ্যে কোনও উচ্চ ভাব নাই'; যদি বলিতে চাহেন,— 'ঋকগুলি মনস্ত্য আদিম অবস্থার রচিত'; ঋকের অর্থে, তাহাও অধ্যাহার করা যায়। আবার যদি ঐহারা কহিতে প্রবৃত্তি হয়,— 'সূক্তের ঋকগুলি পরমতত্ত্বপূর্ণ, উহা অত্রান্ত সত্য বন্ধে প্রকাশ করিয়া আছে'; ঋকগুলি তাহাই লক্ষ্য করিত পারা যায়। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সূক্তের প্রতি মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ,— "আ তু ন ইন্দ্র শংসয় গোবশেষু শুভ্রিষু শশ্রেষু তুবীময।" প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ—এমন কি সারণাচার্যের ভাষ্য পর্যন্ত—এক-টুকুও বলিতেছে,— 'এ অংশে ষোড়া ও গরু রূপ ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে।' কিন্তু ঐহারা মন্ত্রাভ্যাস-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদে দেখুন—কি ভাব কি অর্থ, ঐ অংশের অর্থভুক্ত হইয়া আছে। আমরা বলি, পরমাত্মা-স্বর্গীয় জ্ঞান-লাভের প্রার্থনাই ঐ অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ, ঈশ্বরের যদি আদিম অসত্য রাজা (মাতৃ-দেবতা) বলিয়া মনে করেন, তাহাও উপযোগী সামগ্ৰী 'সোমপাঃ' 'শিপ্রিন্' 'শচীবঃ' প্রভৃতি পদে তাহা প্রতিপন্ন

করা যায়। কিন্তু যদি তৎসবকে উচ্চ দেবত্ব স্বরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ঐ সকল শব্দের অর্থেই নূতন তাব স্বরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। পরমপূজ্য ঋষিগণ এই কারণেই বৈক অধ্যয়নে অধিকারী অনধিকারী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যা ও প্রচলিত ব্যাখ্যাটির আভাষ লউন। পরে আপনা আপনিই বুঝিয়া দেখুন—কোন্ ভাবে কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়।

উনত্রিংশ সূক্তানুক্রমণিকা ।

(সারণাচার্য্যকৃত)

যচ্চিচ্ছি সত্য সোমপা ইতি ষষ্ঠং সূক্তং সপ্তর্চং স্তনঃশেপশ্চাৰ্ষং পাংক্তমৈচ্ছং । অনুক্রমণিকা চ যচ্চিচ্ছি সপ্ত পাংক্তমিতি । পৃষ্ঠ্যষড়হস্ত পঞ্চমেহহনি মাধ্যম্বিনে সবনে হোত্রকা যচ্চিচ্ছি সপ্তর্চং সূক্তং । ত্রীংস্তুচান্ কৃষা-বস্বশস্ব ঐকৈকং কৃচমাবপেয়ন্ চতুর্থেহহনীতি ঋগ্বেদে যচ্চিচ্ছি সত্য সোমপা ইত্যেকৈকমেবমেব । আ• ৭।১১ । ইতি সূত্রিতং ॥

তত্র প্রথমামুচমাহ ॥

প্রথমা ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । উনত্রিংশংসূক্তং । প্রথমা ঋক্) ।

যচ্চিচ্ছি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি ।

আ তু ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু ।

সহশ্বেষু তুবীমষ ॥ ১ ॥

সারণাচার্য্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

‘যচ্চিচ্ছি সত্য সোমপাঃ’ এই ষষ্ঠসূক্ত সপ্ত-ঋক্-বিশিষ্ট। এই সূক্তের ঋষি স্তনঃশেপ, পাংক্তি-ছন্দ, এবং ইন্দ্র-দেবতা। অনুক্রমণিকায়ও ‘যচ্চিচ্ছি সপ্ত পাংক্তম্’ এইরূপ আছে। পৃষ্ঠ্যষড়হস্ত পঞ্চম দিনে, মাধ্যম্বিন সবন বিষয়ে, ‘যচ্চিচ্ছি’ ইত্যাদি সপ্ত-ঋক্-বিশিষ্ট সূক্তটি ‘হোত্রকা’ (হোতৃপ্রযোজ্য) রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ, ‘ত্রীংস্তুচান্ কৃষা...চতুর্থেহহনি’ এই ঋগ্বেদে ‘যচ্চিচ্ছি সত্য সোমপা ইত্যেকৈকমেবমেব’ এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। (আ• ৭।১১) উক্ত সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিলেখনং ।

যৎ । চিৎ । হি । সত্য । সোমহপাঃ । অনাশস্তাঃ হইব । অসি ।

আ । তু । নঃ । ইন্দ্র । শংসয় । গোষু । অশ্বেষু ।

শুভ্রিষু । সহস্রেষু । তুবীমঘ ॥ ১ ॥

যর্শানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘সত্য’ (সত্যজ্ঞানস্বরূপ) ‘সোমপাঃ’ (ভক্তিরসগ্রাহী হে দেব ।) ‘যচ্চিৎ’ (যত্নপি) ‘হি’ (নিশ্চিতং বয়ং) ‘অনাশস্তাঃ হইব’ (অপ্রশস্তাঃ, অনুপযুক্তা ইব, তবারাধনামাশ্রয়িত্বশেবঃ) ‘অসি’ (ভবামঃ) ; ‘তু’ (তথাপি) ‘তুবীমঘ’ (জ্ঞানাদিসমৃদ্ধিযুক্ত, সর্ববিকৃতিশালিন্) ‘ইন্দ্র’ (সর্বশ্রেষ্ঠ হে দেব) ‘অশ্বেষু’ (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিণ্যু) ‘শুভ্রিষু’ (শুভকরেষু, মোক্ষরূপ-মঙ্গলকারিণ্যু) ‘সহস্রেষু’ (সহস্রসংখ্যকেষু, সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) ‘গোষু’ (জ্ঞানালোকেষু) ‘নঃ’ (অন্মান্) ‘আ শংসয়’ (প্রশস্তান্, উপযুক্তান্ কুরু ষমিতি শেবঃ) । হে ভগবন্ ! যত্নপি বয়ং তব আরাধনায়ানুপযুক্তান্তথাপি ত্বং অনুগ্রহেণ মোক্ষসাধনং পরমপুরুষপ্রদর্শকং বিশুদ্ধজ্ঞানং লক্ষ্যং যথা বয়ং শক্যমন্তথা বিধেহি ইতি ভাবঃ । (১ম—২২ম—১ম) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে সত্যজ্ঞানস্বরূপ, ভক্তিরসগ্রহণকারী দেব ! যদিও আমরা আপনার আরাধনায় অনুপযুক্ত, তথাপি হে সর্বশক্তিশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আপনি অনুগ্রহ-পূর্বক আমাদেরকে কল্যাণকর মোক্ষের সাধক, পরমপথানুসারী এবং সহস্রারপুরুষ (পরমাত্মা) সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে (জ্ঞানালোক লাভের) উপযুক্ত করুন । অর্থাৎ—আমরা যাহাতে মোক্ষাদি-সাপাদক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, সেইরূপ বিধান করুন—ইহাই প্রার্থনা । (১ম—২২সূ—১ম) ।

সায়ণ-ভাষ্য ।

বিশ্বেদেবৈঃ প্রেরিতঃ স্তনঃশেপ এতদাদিকাদিভির্ষাবিংশতিসংখ্যাভির্গুভিরিত্যং তুষ্ঠাব।
তথা চ ব্রাহ্মণং । তং বিশ্বে দেবা উচুরিত্যে। বৈ দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সস্তমঃ
পারিষ্কৃত্যভং হু স্তহথ হোংস্রক্যাম ইতি স ইত্য়ং তুষ্ঠাব যচ্চিচ্চি সত্য সোমপা ইত্যানেন
সূক্তেনোক্তরত্বে চ পঞ্চদশভিরিতি ॥

হে সোমপাঃ সোমস্ত পাতঃ সত্য সত্যবাদিরিত্যং যচ্চিচ্চি যতপি বয়মনাশস্তা ইব স্মি।
অপ্রশস্তা ইব ভবামঃ । তথাপি হে তুমিব বহুধনেস্ত স্বঃ গোশ্বেষু শুভ্রিষু শোভনেসু
সহস্রেষু সহস্রসংখ্যাকেষু চ নিমিত্তভূতসু নোহ্মানাপংসর । সর্ষসঃ প্রশস্তান্ কুরু । অস-
দোষমনপেক গবাদীন্ প্রযচ্ছত্যর্থঃ ॥

সোমপাঃ । বিস্তুঃ । আমন্ত্রিতনিষাতঃ । অনাশস্তা ইব । শংস স্ততো । নিষ্ঠেতি
ভাবে কঃ । যস্ত বিস্তাষেতীট্‌প্রতিষেধঃ । নঞ বহুব্রীহৌ নঞ স্ত্যামিহ্যস্তরপ দাতোদাত্তৎ ।
স্মি । ইবস্তে স্মিঃ । তুমঃ । ঋচি তুসুঃব্যাদিনা দীর্ঘঃ । গোষু । সাবেকাচ ইতি
প্রাপ্ত বিভক্ত্যদ্বয়ং ন গো ষাণারবর্গেতি প্রতিষেধঃ । অশ্বেষু । অশ্বেষুতেহ্মানমিত্যর্থঃ ।

সায়ণ-ভাষ্যর বঙ্গানুবাদ ।

স্তনঃশেপ ঋষি বিশ্বদেবগণ কর্তৃক প্রণোদিত (উপদিষ্ট) হইয়া 'যচ্চিচ্চি' ইত্যাদি ষাবিংশতি-
সংখ্যক ঋক্‌ দ্বারা ইত্যের স্তব করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণভাগে উক্তপ্রকারই উল্লিখিত হইয়াছে,
যথা,—'তং বিশ্বেদেবা উচুঃ' ইত্যাদি । তাহার অর্থ,—বিশ্বদেবগণ সেই স্তনঃশেপকে
বলিয়াছিলেন যে—'ইত্য়ং দেবগণের মধ্যে ওগর্য্যো বলিষ্ঠ, অতিশয় সজ্জন এবং অত্যন্ত অতী-
দান-সমর্থ । অতএব হে স্তনঃশেপ, 'তুমি তাঁহাকে স্তব কর ।' অনস্তব, স্তনঃশেপ, তাঁহারই
'উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিব' এই বলিয়া 'যচ্চিচ্চি সত্য সোমপা' ইত্যাদি ঋক-বিশিষ্ট সূক্তের
দ্বারা এবং তৎপরবর্ত্তি সূক্তের পঞ্চদশ সংখ্যক ঋকের দ্বারা ইত্যের স্তব করিয়াছিলেন ।

হে সোমপানকারিন্ । সত্যবাদিন্ ইত্য়ং । যদিও আমরা অপ্রশস্তের ভায় (ধনাদিরহিত তুল্য)
হইয়া থাকি, তথাপি হে বহুধন (সমৃদ্ধি) শালিন ইত্য়ং । আপনি প্রশস্তির (সমৃদ্ধির) কারণভূত
বহু গো ও বহু অশ্ব এবং মঙ্গলকর (অতি হিতকর) সহস্র সহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট বস্ত্রবিধের
আমাদিগকে প্রশস্ত করুন ; অর্থাৎ আমাদের কোনও দোষ না দেখিয়া গো প্রভৃতি দান করুন ।

'সোমপা' এই শব্দ বিট্‌ প্রত্যয়ান্ত । উক্ত পদে আমন্ত্রিতের নিষাত হইয়াছে । 'অনাশস্তা
ইব' এই স্থলে 'অনাশস্তাঃ' পদটী স্ততি-বোধক শব্দ ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' এই সূত্র দ্বারা ভাব-বাচ্যে
ক্ত প্রত্যয়, 'যস্ত বিস্তাষা' এই সূত্র দ্বারা ইট্‌ (ইম্) নিষেধ, অতঃপর নঞ শব্দের সহিত বহুব্রীহি
সমাস করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; উক্ত পদে 'নঞ স্ত্যাম্' এই সূত্রের দ্বারা উত্তর পদের অন্তঃস্বর
উদাত্ত হইয়াছে । 'স্মি' এই স্থলে ইকারান্ত স্মি প্রত্যয় হইয়াছে । 'তুমঃ' এই স্থলে 'ঋচি
তুমুধমস্তুত' (পা०৬।৩.১৩৩) এই সূত্র দ্বারা 'তু'র উ-কারের দীর্ঘ হইয়াছে । 'গোষু' এই পদে
বিভক্তি-বিষয় 'সাবেকাচঃ' এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত উদাত্ত-স্বরের 'ন গোশ্বন্সাববর্গ' এই সূত্র
দ্বারা নিষেধ হইয়াছে । 'অশ্বেষু' এই পদ অশ্ব ধাতুর উত্তর 'পথে ব্যাপ্ত হয় (অনায়াসে গমন

অশিপ্রবীত্যাদিনা কন্থপ্রত্যয়ঃ। নিত্যাদাহ্যাদান্তৎ। তন্নিষু। শুভ দীপ্তৌ। অদিশদি-
ভূভিত্ত্যঃ ক্রিন্নিত্তি ক্রিন্-প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনাস্তোদান্তৎ ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৩২০) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

প্রচলিত অর্থে—এ ঋক্ অজিগর্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেপের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। বধ্যভূমে নীত ঋষিকুমার শুনঃশেপ যেন ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—‘হে বহুধনশালী সোমপানশীল ইন্দ্রদেব! আমরা অপ্রসিদ্ধ, আমাদেরকে বহু অশ্ব ও গরু প্রদান করিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন করুন।’ * এ প্রকার অর্থের অর্থোক্তিকতা সহজ দৃষ্টিতেই প্রতিপন্ন হয়। যে জন বধ্যভূমে নীত, যূপকাঠে আবদ্ধ, সে কি কখনও গবাশ্বাদি পশু-প্রাপ্তির প্রার্থনা করে? জীবন রক্ষার প্রার্থনা—মুক্তি-লাভের প্রার্থনাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা হওয়া সম্ভব। সে বিবেচনা করিতে গেলে, ঋকের ঐ প্রকার অর্থ কদাচ সম্ভব হয় না।

উদ্দেশ্য আর বিধেয়—এই দুই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এখানে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? উদ্দেশ্য—বন্ধন-মোচন—মুক্তিলাভ। কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্ভব-পর? সহস্র ঘোটক আর গরু পাইলে সে উদ্দেশ্য কদাচ সিদ্ধ হয় না। কি উপায়ে সে মুক্তিলাভ সম্ভবপর, ঋক্ তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়—বিশুদ্ধ জ্ঞান। পবিত্র জ্ঞানালোকে আত্মা আলোকিত না হইলে, মায়ার বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিতে

করে) যে,—এই অর্থে ‘অশি প্রবী’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা কন্থ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে প্রত্যয়ের ‘ন’ ইৎ, যাওয়ায় আদিষর উদাত্ত হইয়াছে। ‘তন্নিষু’ দীপ্তিবোধক ‘শুভ’ ধাতুর উত্তর ‘অদি শদি ভূ শুভিত্ত্যঃ ক্রিন্’ এই শব্দের দ্বারা ক্রিন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে বিপর্যয়-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত ॥ ১ ॥

* সাধারণের অভিমত, তাঁহার ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদে দেখুন। অপর. একটা প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; বধা,—“হে সত্যস্বরূপ, সোমপানশীল এবং বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব! যতপি আমরা অপ্রসিদ্ধ হইয়া না থাকি, তবে আপনি আমাদেরকে সহস্র-সংখ্যক গো ও অশ্ব প্রদানপূর্বক স্বরায় প্রসিদ্ধ করুন।”

পারে না। বিশুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলিত, ব্রহ্মমুখী হইয়া অসীম অনন্তে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জ্ঞান যখন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মে সংযোজিত হয়, তখনই তাহা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অসীম অনন্তস্বরূপে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। তাই ঋকে ‘অশ্বেষু’ (ব্যাপকেষু—পরম পথানুসারিষু) এবং ‘গোষু’ (জ্ঞানালোকেষু) এই পদদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে ‘অশ্বেষু’ এবং ‘গোষু’ অর্থে ‘ঘোটক’ এবং ‘গো’-সমূহ প্রার্থনা, কখনই ঋকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমার জ্ঞান বিশ্বব্যাপী হউক— ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

ঋকের প্রথমেই আরাধ্য দেব ‘সোমপাঃ’ ইন্দ্রের প্রতি ‘সত্যং’ (সত্য-জ্ঞানস্বরূপং) বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা কি? যদি কেবল গো-অশ্বাদি ধন-প্রার্থনাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ‘সমৃদ্ধিশালী’ ‘ধনশালী’ প্রভৃতি বিশেষণ ঋকের প্রারম্ভ হইতেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া ‘সত্যং’ বিশেষণ ব্যবহৃত হইল কেন? ‘সোমপাঃ’ বিশেষণ সে পক্ষে অতি সূচু প্রয়োগ মনে হয়। ঐ পদের অর্থ, আমরা সিদ্ধান্ত করি, ভক্তিরম-গ্রাহী। যিনি যে ভাবের যে গুণের অধিকারী, তাঁহার সেবকগণ সেই ভাবেরই ভাবুক হইয়া তাঁহার অনুবর্তী হইয়া থাকেন। এখানে ইন্দ্রিতে ধন হইয়াছে, তিনি সত্যস্বরূপ, তুমি সত্যের ভক্ত হও, তিনি সে ভাব গ্রহণ করিবেন। ‘সত্যং’ এবং ‘সোমপাঃ’ পদদ্বয়ের সমাবেশ—ঐ ভাবেরই স্মৃতি করিতেছে।

ঋকের অন্তর্গত ‘অশ্বেষু’ ও ‘গোষু’ পদদ্বয়ের আলোচনা, আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে। ঐ দুই শব্দে যথাক্রমে ভক্তি ও জ্ঞান লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ‘ব্যাপক’ অর্থে গ্রহণ করিলে, অশ্ব-শব্দে প্রেম ভক্তি প্রভৃতির ভাব আসে। ভগবন্তু, পরমপথানুসারী হইয়া, ব্যাপকতা লাভ করে। তনুস্তর প্রেমরূপে সর্বভূতে পরিবাণ্ড হইয়া পড়ে। তাই, শ্রীভগবান গীতায় ভক্তের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ধারণে বলিয়াছেন,—“অবেষ্ট সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।” জ্ঞানী ভক্ত, যখন সর্বভূতের প্রতি মিত্রের ও মিত্র-ভাবাপন্ন হইতে পারেন, তখনই তাঁহার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্বরূপ ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, তখনই তিনি অসীম অনন্তে পরিণত হইয়া অনন্তের জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই অত্ম-সম্প্রসারণের

নামই মনোযোগ বা মহানির্বাণ । এই ঋকে সেই মহাযোগের কথাই লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা হইয়াছে,—‘হে ভগবন! আমরা যাহাতে মোক্ষ-সাধক ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহারই বিধান করুন ।’ (১ম—২৯সূ—১ঋ) ।

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমঃ বক্তাঃ । উনত্রিংশ-সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

শিপ্রিন্ বাজানাং পতে শচীবস্বব দংসনা ।

আ তু ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু

সহশ্বেষু তুবিমঘ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

শিপ্রিন্ । বাজানাং । পতে । শচীবস্বব । তব । দংসনা ।

আ । তু । নঃ । ইন্দ্র । শংসয় । গোষু । অশ্বেষু । শুভ্রিষু ।

সহশ্বেষু । তুবিমঘ ॥ ২ ॥

মর্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘শিপ্রিন্’ (দীপ্তিমন্, জ্যোতির্ধর) ‘বাজানাং পতে’ (যজ্ঞাদিসংকর্ষণাং পালক) ‘শচীবস্ব’ (শক্তিশালিন্, সর্বাঙ্গশক্তিস্বক্ হে দেব ।) ‘তব’ (ভবতঃ) ‘দংসনা’ (অমুগ্রহ-বিতরণরূপঃ কার্যাবিশেষঃ, স্বভো বিম্বতে ইতি শেষঃ) । ‘তু’ (তস্মাৎ) ‘তুবিমঘ’ (সর্ক-বিভূতিশালিন) ‘ইন্দ্র’ (হে শ্রেষ্ঠদেব ।) ‘অশ্বেষু’ (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) ‘শুভ্রিষু’ (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) ‘সহশ্বেষু’ (সহস্রবধক্টিষু, সহস্রানুরূপানুকূলেষু) ‘গোষু’ (জ্ঞানালোকেষু) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘আ শংসয়’ (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু) । হে ভগবন! স্বং হি স্বতঃকরণাপরায়ণঃ; অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নঃ মাং জ্ঞানালোকদানেন পরিদ্রায়স্ব ইতি ভাবঃ । (১ম—২৯সূ—২৭) ।

বজ্রাম্বুবাদ ।

হে জ্যোতির্শস্য, যজ্ঞাদি-সৎকর্মের পোষক, সর্বশক্তিমনু দেব । (আমাদের প্রতি) আপনি স্বতঃ অনুগ্রহপরায়ণ । সেই জন্মই (আশা করি), হে পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব, আপনি আমাদেরকে সেই পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-লাভের উপযুক্ত করুন । (অর্থাৎ, আপনি স্বতঃকরণাপরায়ণ ; অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন আমাদেরকে সদজ্ঞানদানে পরিভ্রাণ করুন আপনি) । (১ম—২৯শূ—২ঋ) ।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে শচীবঃ শক্তিমনু শিপ্রিন্ শোভনহনুযুক্ত বাজানাং পতে । অন্নানাং পালক । তব দংসনা কর্মবিশেষোহনুগ্রহরূপঃ সর্বদা বর্ততে ॥ অন্তঃ পূর্ববৎ ॥

শিপ্রিন্ শিপ্রেন্নাসিকে বেতি ষাক্ষঃ । অত ইনিঠনাবিতি মত্বর্থী ইনিঃ । আমন্ত্রিতাত্ম্যাত্ম্যং । বাজানাং পতে । সুবামন্ত্রিত ইতি পরাজবস্তাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়-নিঘাতঃ । ন চামন্ত্রিতং পূর্বমবিষ্ণুমানবদিতি শিপ্রিন্তাত্ম্যাবিষ্ণুমানবদ্বেন পদাদপরাৎ-পাদাদিষ্মাচ্চ ন নিঘাতঃ । নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্তবচনমিত্যবিষ্ণুমানবত্বপ্রতিষেধাৎ । শচীবঃ । ছন্দসীর ইতি মত্বপো বৎ । মত্ববয়ো রুরিতি রুত্বে খরবসানয়োর্কিসর্জনীয়ঃ । পা० ৮।৩।১৫। পাদাদিষ্মাৎশিপ্রিতনিঘাতাভাবঃ ॥ ২ ॥

সায়ণভাষ্যের বজ্রাম্বুবাদ ।

হে শক্তিশালিন্, সুল্লর গণ্ডুলযুক্ত, অন্নপালক ইন্দ্রদেব । আপনার অনুগ্রহরূপ কর্ম-বিশেষ সর্বদাই বর্তমান আছে । অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব ঋকের মত ; (হে সমৃদ্ধিশালিন ইন্দ্র, আপনি আমাদেরকে বহু গো-অশ্ব প্রভৃতি দিয়া প্রশস্ত (সম্পদযুক্ত) করুন ।)

‘শিপ্রিন্’ এই পদটি (‘শিপ্র’ শব্দের অর্থ হনু ও নাসিকা এইরূপ ষাক্ষ ঋষি বলিয়াছেন) ‘শিপ্র’ শব্দের উত্তর ‘অত ইনিঠনৌ’ (পা० ৫।২।১১৫) এই সূত্রের দ্বারা মত্বার্থে (বিষ্ণুমানতা অর্থে) ‘ইনি’ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে আমন্ত্রিতের আদিষর উদাত্ত হইয়াছে । ‘বাজানাং পতে’ এই স্থলে ‘সুবামন্ত্রিত’ এই সূত্রের দ্বারা পরাজত্বাতা হেতু বঞ্জী বিভক্তি ও আমন্ত্রিত-পদের সমুদায় স্বর নিঘাত হইয়াছে । কিন্তু “আমন্ত্রিতং পূর্বমবিষ্ণুমানবৎ” (পা० ৮।৩।১২) এই সূত্রে ‘শিপ্রিন্’ এই পদ অবিষ্ণুমানবৎ (থাকিয়া না থাকার মত) তওয়ায়, পদ হইতে তির (পৃথক্) এবং পাদাদিষ্মিত হওয়ায়, ‘বাজানাং পতে’ এই স্থলে সমুদায় স্বর নিঘাত হইবে না । এইরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ,—“নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্তবচনম্” এই নিয়মহেতু অবিষ্ণুমানবস্তার প্রতিষেধ হইয়াছে । ‘শচীবঃ’ এই পদ ‘ছন্দসীরঃ’ এই সূত্রের দ্বারা মত্বপের (ম) স্থানে ব, ‘মত্ববসোরঃ’ এই সূত্র দ্বারা রু আদেশ হইলে ‘খর বসানয়ো বিসর্জনীয়ঃ’ (পা० ৮।৩।১৫) এই সূত্র দ্বারা রু (র) স্থানে বিসর্গ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে পাদাদিষ্ম-হেতু আমন্ত্রিত নিঘাত হয় নাই ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৩২১) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের মুখ্য অর্থ—উপসংহার—প্রথম ঋকেরই অনুরূপ । তবে তৎপক্ষে ঋকের প্রথম পংক্তির কয়েকটি শব্দ বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য । কেন-না, ঐ কয়েকটি শব্দের অর্থান্তরে ঋকের ভাব পরিবর্তিত হইয়া যায় । ‘শিপ্রিন্’ পদে যদি ‘সুনাসিকাবিশিষ্ট’ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেবতা ‘মানুষ’-পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়েন । কিন্তু ধাত্বর্থের অনুসরণে ‘দীপ্তিমান্ জ্যোতির্ময়’ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, দেবতত্ত্ব পরিষ্ফুট হইয়া আসে । এইরূপ, ‘শচীবঃ’ পদের সঙ্গে ইন্দ্রের শচীকে টানিয়া আনিলে, দেবতায় মানুষিক ভাব আসিয়া পড়ে । কিন্তু ‘শচীবঃ’ শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য—‘শক্তিশালিন্’ । ‘দংসনা’ পদ দুই প্রকারে প্রযুক্ত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি । ঐ পদ প্রথমা বিভক্ত্যন্ত ; অথবা, ‘সুপাংসুলুক্’ সূত্রানুসারে উহাকে তৃতীয়া-বিভক্তি-বিশিষ্ট বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে । প্রথম পক্ষে যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম । উহার ভাব—আপনি স্বতঃ-করণাশীল । তৃতীয়ার পদ হইলে ‘দংসনা’ স্থলে ‘দংসনয়া’ স্বীকার করিতে হয় । তাহাতে, ‘অনুগ্রহের দ্বারা’ (অনুগ্রহ করিয়া) আপনি আমাদিগকে পরম-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করুন— এইরূপ ভাব আসিতে পারে । সে পক্ষে উভয় পংক্তির সম্বোধনযোগ্য পদগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়া, মন্ত্যর্থ নির্ধারণ করা যাইতে পারে,— ‘হে দেব ! আপনি আমায় পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান দান করুন ।’ ফলতঃ, সকল দিক হইতে ঋকের মর্ম্ম হয় এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আপনি জ্ঞানাধিপতি জ্যোতির্ময় ; সকল সংকর্ম্মই আপনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সংকর্ম্মের অন্তরায়-স্বরূপ সকল বিষয়ই আপনি দূর করেন ; আপনি অশেষ শক্তিশালী ; পরন্তু আপনি জীবের প্রতি স্বতঃকরণাপরায়ণ । সেই জ্ঞানই, সাহসী হইয়া, প্রার্থনা করিতেছি,—ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানালোকে, আমার এ অন্ধতমসচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করুন ।’ ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ । (১ম—২৯সূ—২ঋ) ।

তৃতীয়া ঋক্ ।

প্রথমং মণ্ডলং । উনত্রিংশসূক্তং । তৃতীয়া ঋক্ ।)

নিষাপয় | মিথূদৃশা | সস্তামবুধ্যামানে ।

আ | তু | ন | ইন্দ্র | শংসয় | গোষশ্বেষু | শুভ্রিষু

সহশ্বেষু | তুবীমঘ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

নি | স্বাপয় | মিথূদৃশা | সস্তাং | অবুধ্যামানে ইতি ।

আ | তু | নঃ | ইন্দ্র | শংসয় | গোষু | অশ্বেষু | শুভ্রিষু ।

সহশ্বেষু | তুবীমঘ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব । অং 'মিথূদৃশা' (পরস্পরং যুগলরূপেণ দৃশ্যমানে অজ্ঞানাসম্বৃত্তৌ ইতি ভাবঃ)
'নিষাপয়' (নিশেষেণ নিদ্রিতে কুরু, যথা ন পুনঃ প্রবোধং প্রাপ্নুয়াতাং তথা বিনাশয় ইত্যর্থঃ) ;
'তে চ অবুধ্যামানে' (অস্মাকং সাধনাবিঘ্নকরণায় প্রবৃত্তিরহিতে সত্যৌ) 'সস্তাং' (নিদ্রিতে
ভবতাং বিনশ্চতামিত্যর্থঃ) । 'তু' (অপিচ) 'তুবীমঘ' (পরমৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে
দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গল-
কারীষু) 'সহশ্বেষু' (সহস্রসর্ষকিষু, সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু) 'নঃ'
(অস্মান্) 'আ শংসয়' (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু) । হে ভগবন্ । তৎপ্রসাদাৎ মম অজ্ঞানং
অসদবৃত্তিচ্চ বিনশ্চতু ; পুনশ্চ, অজ্ঞানাদিকৃতা বাধা ভবতু ; জ্ঞানালোকদানেন চ মম
অজ্ঞানাকারণং দূরীকুরু ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৯সূ—৩খ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্ ! আমাতে পরস্পর সঙ্গত-ভাবে দৃশ্যমান্ যে অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃতি—এতদুভয়কে আপনি নিদ্রিত করুন ; অর্থাৎ, উহারা যাহাতে আর উদ্বুদ্ধ না হয়, এইরূপে উহাদিগকে বিনষ্ট করুন । ঐ অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃতি আমার সাধনার বিঘ্ন-বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া নিদ্রিত হউক ; অর্থাৎ, বিনাশপ্রাপ্ত হউক । আর, হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুসারী মোক্ষ-রূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন । (১ম—২৯সূ—৩খা) ।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

মিথুদৃশা পরস্পরং সঙ্গতভেদে দৃশ্যমানে যমদৃতৌ নিষাপয় । নিত্রাং সূপ্তে কুরু । তে চান্মান্ মারয়িতুমবুধ্যমানে সতো সস্তাং । নিত্রাং প্রাপ্নুতাং । অত্র্যৎ পূর্কবৎ । নিষাপয় । সুযামাদিত্বাহৎ স্বত্বং । অত্রোষামপি দৃশ্যতে ইতি দীর্ঘঃ । মিথুনতয়া যুগলরূপেণ সন ইতি মিথুদৃশা ক্বিপ্ চৈতি দৃশেঃ কর্তরি ক্বিপ্ । কুহস্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । পূর্কবৎ পূর্কপদশ্চ দীর্ঘঃ । সূপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ । সস্তাং । স্বপ্নে স্বপ্নে । লোটি তসস্তাং । অদি-প্রভৃতিভ্য ইতি শপো লুক্ । প্রত্যয়স্বরঃ ॥ পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ । অবুধ্যমানে । নঞ সমাসেহব্যয়পূর্কপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৩ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র ! পরস্পর সঙ্গতভাবে দৃশ্যমান দুই যমদৃতীকে অত্যন্ত নিদ্রিত করুন । তাহারা আমাদিগকে মারিবার নিমিত্ত স্ফাগরিত না হইয়াই (পুনর্বার) নিদ্রা প্রাপ্ত হউক । অপরাংশের ব্যাধ্যা পূর্ক শব্দের মত ।

‘নিষাপয়’ এই পদে সুযামাদিত্ব-হেতু স্বত্ব, এবং ‘অত্রোষামপি দৃশ্যতে’ এই সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে । ‘মিথুদৃশা’ এই পদ, ‘মিথুনভাবাপন্ন হেতু যুগলরূপে যাহারা দেখিয়া থাকে’ এই অর্থে মিথুন শব্দ পূর্কক দৃশ ধাতুর উত্তর ‘ক্বিপ্ চ’ এই সূত্রের দ্বারা কর্তৃবাচ্যে ‘ক্বিপ্ প্রত্যয়, কুহস্তের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর, পূর্কের ঞায় পূর্কপদের দীর্ঘ, এবং ‘সূপাং সুলুক্’ এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘সস্তাং’ এই পদটী, স্বপ্নার্থ স্বপ্ন ধাতুর উত্তর লোটের তম, তাহার স্থানে তাম, এবং ‘অদিপ্রভৃতিভ্যঃ’ এই সূত্রের দ্বারা শপের লুকু করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে, এবং পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই । ‘অবুধ্যমানে’ এই পদে নঞ সমাস হইলে অব্যয়পূর্কপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (৩২২) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এ ঋকের অন্তর্গত 'মিথৃদৃশা' পদ, ভাষ্যকারগণকে বিষম সঙ্কট-সমস্যায় লইয়া গিয়াছে। সাধারণ ঐ পদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে অর্থ হয়, 'পরস্পর সঙ্গতভাবে দৃশ্যমান্ যমদূতীদ্বয়।' * সেই হইতে কল্পনা জল্পনায় ঋকটি অপরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। সাধারণের অর্থ অবশ্য অস্ফুট। 'যমদূতী' প্রতিবাক্যে তিনি কি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। আমরা মনে করি, এখানে 'মিথৃদৃশা' পদে অজ্ঞানতাকে ও অসম্বৃত্তিকে বুঝাইতেছে। ঐ দুইটী যেমন পরস্পর সঙ্গতভাবে সর্বদা অবস্থিতি করে, তাহাদের সে অবস্থিতির ভাব যেমন সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তেমন আর দ্বিতীয় কোনও সামগ্রী সন্ধান করিয়া পাই না। যমদূতী—উহা নহে তো আর কে? অজ্ঞানতা ও অসম্বৃত্তির ক্রিয়ার ফলে, মানুষকে নরকে নিমজ্জিত হইতে হয়। যমদূতী-রূপে তাহারাই মানুষকে নরকে টানিয়া লইয়া যায়। তাই তাহাদিগকে নিদ্রিত সংজ্ঞারহিত করিবার জন্য অর্থাৎ বিতাড়িত করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অজ্ঞানতা ও অসম্বৃত্তিনিচয় নিদ্রিত হইলে, সম্বৃত্তির বিকাশে হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। জ্ঞানের উন্মেষে ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋকের প্রার্থনার তাহাই তাৎপর্য। ঋকের শেষাংশ, পূর্ব পূর্ব ঋকের ন্যায়, জ্ঞানালোকের সাহায্যে অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকরণেরই প্রার্থনামূলক। (১ম—২৯সূ—৩খা) ॥

* ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে। (১) "যে ইন্দ্রদেব সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া পরস্পর দর্শন করিতেছে এবমূর্ত যমদূতীদ্বয়কে নিদ্রিত করুন, যেন তাগরা চিরকাল নিদ্রিত থাকে এবং আমরাদিগের কোনও উপদ্রব না করে। বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব আমাদের সছস্র-সংখ্যক গো ও অশ্ব প্রদান পূর্বক প্রশান্ত করুন।" (২) "যে (যমদূতীদ্বয়) পরস্পর পরস্পরকে দেখে, তাহাদিগকে সুপ্ত কর, তাহার। যেন অচেতন হইয়া থাকে। হে বহুধনশালী ইন্দ্র। শোভনীয় মহৎ কৃপা ও অশ্ব দান আমাদের প্রশংসনীয় করুন।"

চতুর্থী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । উনত্রিংশৎ-সূক্তং । চতুর্থী ঋক্ ।)

সসক্ত ত্যা অরাতয়ো বোধক্ত শূর রাতয়ঃ ।

আ তু ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু

সহশ্রেয় তুবীমঘ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

সসক্ত । ত্যাঃ । অরাতয়ঃ । বোধক্ত । শূর । রাতয়ঃ ।

আ । তু । নঃ । ইন্দ্র । শংসয় । গোষু । অশ্বেষু । শুভ্রিষু ।

সহশ্রেয়ু । তুবীমঘ ॥ ৪ ॥

মর্ধ্যামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘শূর’ (হে শক্তি মনু দেব ।) তব কুপয়া ‘ত্যাঃ’ (তে প্রসিদ্ধা অনিষ্টকরত্বেন ঈত্যর্থঃ) ‘অরাতয়’ (শত্রবঃ, সাধনাবিঘ্নকর্তারঃ, কামাদয়ঃ) ‘সসক্ত’ (নিদ্রিতাঃ নিস্তেজসঃ ভবন্ত) । ‘রাতয়ঃ’ (দানশীলাঃ, সাধনোপকারিণঃ, সাহিত্তিকভাবাদয়ঃ) ‘বোধক্ত’ (প্রবুদ্ধা ভবন্ত) । ‘তু’ (অপিচ) ‘তুবীমঘ’ (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) ‘ইন্দ্র’ (হে দেবরাজ) ‘অশ্বেষু’ (ব্যাপকেষু, পরমপথামুসারিষু) ‘শুভ্রিষু’ (শুভকরেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) ‘সহশ্রেয়ু’ (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রারপুরুষানুকূলেষু) ‘গোষু’ (জ্ঞানালোকেষু) ‘নঃ’ (তস্মান) ‘আ শংসয়’ (প্রশস্তান উপযুক্তান্ কুরু ।। হে ভগবৎ । তব প্রসাদেন মম নামাদয়ঃ অন্তঃশত্রবস্তথা খলাদয়ঃ বহিঃশত্রবশ্চ নিস্তেজসো ভবন্ত, মম সাহিত্তিকভাবাদয়শ্চ বিকসন্ত ; অপিচ, জ্ঞানালোকদানেন মম অজ্ঞানাক্ষকারং দূরীকুরু ইতি ভাবঃ । (১ম—২য়—৪র্থ) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

হে অসীমশক্তিশালিন দেব ! (আপনার প্রসাদে) আমার সেই অনিষ্টকারী, সাধনার বিঘ্নস্বরূপ, কামাদিরিপু ও খলাদি বহিঃশত্রুসকল নিস্তেজ হউক (তাহারা যেন আমাকে সাধনাচ্যুত করিতে না পারে) । আর, আমার সাধনার পকারী সাত্ত্বিক-ভাব প্রভৃতি (আমার মধ্যে) জাগরিত হউক (আমি যেন আপনার অনুগ্রহে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া সাধনা করিতে সমর্থ হই) । অপিচ, হে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবন ইন্দ্রদেব ! আপনি আমায় সেই পরম-পথানুগারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রার পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন । (১ম—২৯সূ—৪ধা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

ত্যা অস্মাভিরদৃশ্যমানাঃ পরোক্ষাস্তা অয়াতয়োহদানশীলাঃ শত্রবঃ সসস্ত । নিদ্রাং কুর্কস্ত । হে শূর শৌর্যযুক্তো রাতয়ো দানশীলা বন্ধবো বোধস্ত । অস্মান্ বুধ্যস্তাং । অগ্ন্যং পূর্ববৎ । সসস্ত । প্রত্যয়স্বরঃ । অঘাতঃ । রা দানে । মস্ত্রে বুযেত্যাदिना भावे त्तिन् । न विद्यते रातिरेषिति बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं । नः-सुभ्यामिति तु सर्के विधय-श्चन्दसि विकल्पस्त इति न भवति । यद्वा क्तिच्-क्तौ च संज्ञायामिति कर्त्तरि क्तिच् । नः-समासेहव्यपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं । बोधस्त । पादादिद्व्यतिङ्-तिङ् इति निघाताभावः ॥ ४ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র । যাহারা আমাদের দৃষ্টির অগোচর সেই অদানশীল শত্রুবর্গ নিদ্রিত হউক । হে বিক্রমশালিন ইন্দ্রদেব । ত্বংপ্রসাদে আমাদের দানশীল বন্ধুবর্গ আমাদের জ্ঞাত হউক (অর্থাৎ স্বয়ং প্রবুদ্ধ হইয়া আমাদেরকে প্রবোধিত করুক) । অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ।

‘সসস্ত’ এই পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে । ‘অঘাতঃ’ এই পদটি, দানার্থ রা ধাতুর উত্তর ‘মস্ত্রে বুযা’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ভাব বাচ্যে ত্তিন্ প্রত্যয় ; পরে ‘নাই রাতি (দান) ইহাতে’ এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব পদের প্রকৃতিস্বর করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু উক্ত পদে ‘সর্কে বিধয়শ্চন্দসি विकल्पे’ এই নিয়ম হেতু ‘নঃ-সুভ্যাম্’ এই সূত্রের কার্য্য হইল না । অথবা, ‘ক্তিচ্-क्तौ চ संज्ञायाम্’ এই সূত্র দ্বারা ক্টিচ্-প্রত্যয়, এবং নঃ-সমাস হইলে পর অব্যয়পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘বোধস্ত’ এই পদে পাদাদিৎ হেতু ‘তিङ্-तिङ्’ এই সূত্রের দ্বারা নিঘাত হইল না ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (৩২৩) ঋকের বিশদার্থ ।

— *

এ ঋক সরল ও সহজবোধ্য । শত্রু নিদ্রিত হউক ; মিত্র জাগরিত হউক । হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহকে দূরে অপসৃত কর ; সদ্বৃত্তিসমূহ হৃদয়ে জাগিয়া উঠুক । কুকর্মে কদাচারে আসক্তি লোপ পাউক ; মৎকর্মে সদাচারে প্রবৃত্তি উন্মোচিত হউক । এ যে এক শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, তাহা বলাই বাহুল্য ।

ঋকের অন্তর্গত ‘রাতয়ঃ’ ও ‘অরাতয়ঃ’ পদদ্বয়ে যে ভাব আনয়ন করে, তাহার আভাষ পূর্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি । আরাধনা-মূলক ‘বাধ্’ ধাতু ঐ দুই পদের ভিত্তিস্থানীয় । সে হিসাবে ঋকের প্রথম অংশের অর্থ হইতে পারে, - ‘হে দেব ! আমার হৃদয় আরাধনার ভাব জাগাইয়া দেও, আমি যেন ভগবদারাধনায় নিয়ত বিনিবন্ধিত হই । আর, আমার অনারাধনার ভাব—ভগবৎ-সেবায় বিরতির ভাব বিদূরিত কর । মোহ ঘুচাইয়া দেও । দিব্যজ্ঞান উদয় হউক ।’ ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে করি । (১ম—২৯সূ—৪খা) ॥

— * —

পঞ্চমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলং । উনত্রিংশৎ-সূক্তং । পঞ্চমী ঋক্ ।)

সামিন্দ্র গর্দভং যুগ নুবহুং পাপয়ামুয়া ।

আ তূ ন ইন্দ্র সংশয় গোধশ্বেষু শুভ্রিষু

সহশ্বেষু তুবীমঘ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সং । ইন্দ্র । গর্দভং । যুগ । সুবন্তং । পাপয়া । অমুয়া ।

আ । তু । নঃ । ইন্দ্র । শংসয় । গোষু । অশ্বেষু । শুভ্রিষু ।

সহশ্রেষু । তুবিহময ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ষামুসাবিনী-ব্যাখ্যা ।

‘ইন্দ্র’ (হে দেব ।) তং ‘অমুয়া’ (অনয়া) ‘পাপয়া’ (পাপরূপয়া অরাতিশক্ত্যা) ‘সুবন্তং’ (পাপকর্ম্মণি উদ্বোধয়ন্তং) ; ‘গর্দভং’ (গর্দভসদৃশং, অহংজ্ঞানং) ‘সংযুগ’ (সম্যক্ মারয়, যথা ন পুনরুদ্বৈজয়তি তথা বিনাশয়) ; ‘তু’ (অপিচ) ‘তুবিহময’ (পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন) ‘ইন্দ্র’ (হে দেবরাজ) ‘অশ্বেষু’ (ব্যাপকেষু, পবনপথানুসারিষু) ‘শুভ্রিষু’ (শুভ্রকর্ণেষু, মোক্ষরূপমঙ্গলকারিষু) ‘সহশ্রেষু’ (সহস্রসম্বন্ধিষু, সহস্রাবপুরুষাত্মকুলেষু) ‘গোষু’ (জ্ঞানালোকেষু) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘আ শংসয়’ (প্রশস্তান্ উপযুক্তান্ কুরু) । (১ম—২৯সূ—৫খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব ! সেই পাপরূপ অরাতিশক্তির দ্বারা পাপকর্ম্মে উদ্বুদ্ধমান গর্দভতুল্য আমার যে অহংভাব, আপনি তাহাকে সম্যক্রূপে বিনষ্ট করুন ; আর, হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আপনি আমায় সেই পরমপথানুসারী মোক্ষরূপ মঙ্গলপ্রদ সহস্রাব-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন । (১ম—২৯সূ—৫খ) ॥

* * *

সাম্বল-ভাষ্যঃ ।

হে ইন্দ্র অমুয়ানয়াম্ভিঃ শ্রয়মাণয়া পাপয়া নিন্দারূপয়া বাচা সুবন্তং স্তবন্তং । অপ-

সাম্বল-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র । অস্মৎকর্তৃক শ্রয়মাণ নিন্দারূপ বাক্যের দ্বারা স্তব করিতেছে অর্থাৎ আমাদের অপবন ঘোষণা করিতেছে, এতাদৃশ গর্দভতুল্য শত্রুকে সমূলে সংহার করুন । গর্দভের সহিত

ক্ৰুং প্রকটয়ন্তমিত্যর্থঃ । তাদৃশং গর্দভং গর্দভসমানবৈরিণং সংযুগ সম্যক্ মারয় । বধা
ভঃ শ্রোতুমশক্যং পরুষং শব্দং করোতি তথা শক্ররপি । অত্রং পূর্ববৎ ॥

গর্দভং তর্দ গর্দ শব্দে । কৃ শ্ শলিকলিগর্দিত্যেহতচ্ । উ• ৩।১২১ । চিত ইত্যন্তো-
ভবং । যুগ । যুগ হিংসার্যং । তৌদাদিকঃ । শশ্রু ভিত্তাদ্গুণাভাবঃ । মুবস্তং । পু
জা । শত্বদিপ্রভৃতিষাচ্ছপো লুক্ । শত্বভিষাদ্গুণাভাব উবঙাদেশঃ প্রত্যয়াছাদান্ত্বং ॥ ৫ ॥

• • •

পঞ্চম (৩২৪) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এ ঋকে ‘অহংভাব’ নাশের এবং জ্ঞানালোক-বিকাশের প্রার্থনা আছে ।
ক্ৰম ‘অহংভাব’ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশের
বিদ্যা থাকে না । এ ঋকের প্রথমাংশের প্রার্থনা,—‘হে ভগবন্ ! আমার
হংভাব নাশ করুন’ ; দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা,—‘তার পর জ্ঞানালোকে
আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক ।’ *

। সাদৃশ্য এই,—‘গর্দভ যেরূপ শুনিবার অযোগ্য (যাহা শুনিতে পারা যায় না এইরূপ)
রি (ককৃ শ) শব্দ করে, তক্রূপ শক্রও অশ্রাব্য নিন্দা-বাক্য বলিয়া থাকে ।’ অত্র অংশের
প্রা পূর্ব ঋকের সমান ।

‘গর্দভং’ এই পদটি, শব্দার্থ গর্দ ভাতুর উত্তর ‘কৃ শ্ শলি-কলি গর্দিত্যেহতচ্’ (উ• ৩.
এই উগাদি সূত্রদ্বারা অভচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । উক্ত পদে ‘চিতঃ’ এই
। অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে । ‘যুগ’ এই পদটি, তুদাদিগণীর হিংসার্থ যুগ ষাতু হইতে
; উক্ত পদে শ-প্রত্যয়ের ভিৎসংজ্ঞাহেতু গুণ হইল না । ‘মুবস্তং’ এই পদ স্ততিবোধক
তুর উত্তর শত্, পরে অদাদিগণীর হেতু শপের লুক্, শত্ প্রত্যয়ের ‘ভিৎ’ সংজ্ঞা হেতু
। ব এবং উবঙ্ আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । উক্ত পদে প্রত্যয়ের আদি-
দাত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

। বলা বাহুল্য, ঋকের এরূপ অর্থ প্রচলিত নহে । সাধারণের ভাব তাঁহার ভাষ্যে
। অত্র যাহারা অর্থ করিয়াছেন, তাঁহারা শুগবানের নিন্দাকারীদিগকে গর্দভ-পর্যায়-
করিয়া লইয়াছেন । তদনুসারে ঋকের মর্ম্মার্থ দাঁড়াইয়াছে,—“যে সকল গর্দভ আপনার
। আমাদের) নিন্দা করে, আপনি তাহাদিগকে বধ করুন! এবং আমাদেরকে গর্দ
। দান করুন।” ইত্যাদি । সাধারণের ভাষ্য কিছু চাপা । উহাতে ‘গর্দভ’ শব্দে
। অর্থ গৃহীত হইয়াছে । আমরা ঐ পদে ‘অহংভাব’ রূপ শব্দ অর্থই গ্রহণ করিলাম ।

এখন, আমরা কি সূত্রে কি কারণে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা নির্দেশ করিতেছি । ‘অমুয়া’ (‘অনয়া’) পদ, পূর্ব-ঋকের সহিত সংস্কৃত্যাপন করিতেছে । তদ্বারা ‘অরাতির শক্তির’ প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে । অরাতির শক্তি যে পাপ-স্বরূপ, ‘পাপয়া’ পদে তাহা উপলব্ধ হইতেছে । ‘সুবন্তং’ পদে ‘স্তুবন্তং’ অর্থ সায়ণ লিখিয়াছেন । আমরা সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ‘পাপকর্মান উদ্বোধয়ন্তং’ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম । অরাতি-শক্তির প্রশংসার দ্বারা পাপকর্মে প্রযুক্তির উন্মেষ হয় । তৎপ্রযুক্তির উন্মেষজনিত ফলই—‘অহংভাব’ । গর্দভের সহিত অহংভাব সর্বথা তুলনীয় । উচ্চ স্বরের জন্য গর্দভ প্রখ্যাত ; অহংভাবাপন্ন জনও আত্মস্পর্কার জন্য প্রখ্যাত । গর্দভও মূঢ় ; অহংভাবাপন্ন জনও বিমূঢ় । এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রথমাংশের মর্মার্থ হয় এই যে,— ‘শত্রুস্বরূপ পাপবুদ্ধির দ্বারা স্পর্কান্নিত যে অহংভাব, হে দেব, আপনি তাহাকে বিদূরিত করুন ।’ তাহা হইলে, ঋকের উপসংহার অংশের সহিত সর্বথা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় । অজ্ঞানতা—অহংভাব বিদূরিত হইলেই, জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে । ঋকের তাহাই প্রার্থনা । (১ম—২৯ম—৫খ) ।

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । উনত্রিংশৎ-স্কন্ধং । ষষ্ঠী ঋক্ ।)

পতাতি কুণ্ডাচ্যা দুরং বাতো বনাদাধি ।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসুয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু

সহশ্বেষু তুবীমষ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

পতাতি। কুণ্ড্ণাচ্যা। দূরং। বাতঃ। বনাৎ। অধি।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। শংসয়। গোষু। অশেষু। শুভ্রিষু।

সহশ্রেষু। তুবিহময ॥ ৬ ॥

মর্খানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! স্বং 'বাতঃ' (বায়ুঃ, তৎসদৃশঃ শোষণকঃ, সাধনাপ্রতিকূলঃ, সংসারভাবঃ, অহংভাবঃ) 'কুণ্ড্ণাচ্যা' (সস্তাপিত্বা স্বীয়শক্ত্যা সহ) 'বনাৎ' (বনং আলয়ং, ত্বনিবাসরূপং মদীয়হৃদয়ং অথবা তব দেবকং মাং পরিত্যজ্য) 'অধি' (অধিকং) 'দূরং' (দূরদেশং) 'পতাতি' (পতন্তু, গচ্ছতু)। 'তু' (অপিচ) 'তুবিহময' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশেষু' (ব্যাপকেষু, সহস্রার-পুরুষানুকূলেষু) 'গোষু' (জ্ঞানালোকেষু 'নঃ' (অগ্নান) 'আ শংসয়' (প্রশস্তানে উপযুক্তান কুরু)। হে ভগবন্! তব প্রসাদেন মম হৃদয়াৎ সাধনাপ্রতিকূলঃ সংসারভাবঃ দূরীভবতু; যথা ন পুনরাগত্য কথমপি পীড়য়েৎ তথা কুরু; অপিচ, জ্ঞানালোকদানে মম অজ্ঞ নাক্ষকারং দূরী কুরু ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—২৯সূ—৬) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার নিবাসস্থল আমার হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুসদৃশ শোষণকারী, সাধনার প্রতিকূল, সেই সংসারভার, স্বীয় সস্তাপিনী শক্তির সহিত, অধিক দূরদেশে গমন করুক। (অর্থাৎ, আপনার প্রসাদে আমার হৃদয় হইতে সাধনার প্রতিকূল সংসার-অনুরাগ আসক্তি দূরীভূত হউক; তাহা যেন আর পুনরায় আসিয়া কোনরূপ পীড়া দান না করে।) হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমায় সেই পরম পথানুসারী মোক্ষরূপ-মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক-দানে (আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন। (১ম—২৯সূ—৬) ॥

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

বাতোঃস্বংপ্রতিকূলো বায়ুঃ কুণ্ড্ণাচ্যা কুটিলগত্যা স স্বন্নান্ পরিত্যজ্য বনাদধ্যায়ণ্যাদপা-
বিকং দূরং বেণং পততি । পততু । অন্তঃ পূর্ববৎ ॥

পততি । লেট্যাড'গমঃ । কুণ্ড্ণাচ্যা । কুডি দাহে । অস্মাৎ ল্যাডন্তে কুণ্ডনশব্দে
উকারাৎ পরতাকারত্ব স্বকারশ্চান্দনঃ । ঋবর্ণাচ্ছেতি বক্তব্যমিতি গদ্যং । তদঞ্চতীতি
কুণ্ড্ণাচৌ । ঋবিগিত্যাদিনা কিন্ । অনির্দিতামিতি নলোপেহঞ্চতেশ্চেতি বক্তব্যং । পা.
৪।১।৩২ । ইতি ভীপ্ । অচ ইত্যাকার লোপঃ । চাবিতি পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বং । অঞ্চতেশ্চ
চৌ । পা. ৬।১।২২ । ইত্যাকারশ্চোদাত্ত্বং ॥ ৬ ॥

* . *

ষষ্ঠ (৩২৫) ঋকের বিশদার্থ ।

— † . † —

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—বায়ু (প্রতিকূল) বন হইতেও
দূরে অপসারিত হউক । আর, হে ইন্দ্রদেব ! তুমি আমাদেরকে গোক
ও ঘোড়া প্রদান কর ।'

এখানে 'বাতঃ' পদের মর্ম্ম কি—তাহা বুঝিতে হইবে ; 'বনাৎ'
পদের শব্দগত অর্থ "বন হইতে" সত্য ; কিন্তু এখানে 'বনাৎ' (বন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র । আমাদের প্রতিকূল বায়ু, বক্রগতিতে আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া বন হইতে
আরও অধিক দূরদেশে পতিত হউক । হে সমৃদ্ধিশালিন্ ইন্দ্র । আমাদেরকে বহু গো
অথ প্রভৃতি প্রদান করিয়া সমৃদ্ধিশালী করন ।

'পততি' এই পদে 'লেট' পরে থাকায় অট্ (অ) আগম হইয়াছে । 'কুণ্ড্ণাচ্যা' এই পদটি
দাহাৎ কুডি (কুণ্ড) ধাতুর উত্তর ল্যাট্ (অনট্, অন) প্রত্যয় করিয়া 'কুণ্ডন' শব্দ হইল ; পরে
বেদ প্রয়োগহেতু ঐ 'কুণ্ডন' শব্দে উকারের পরবর্তী অকারের স্থানে ঋকার ও 'ঋবর্ণাচ্ছেতি
বক্তব্যম্' এই বাস্তবিক সূত্রের দ্বারা গদ্য ; অতঃপর, 'তাহাতে (কুণ্ডনে) গমন করে' এই অর্থে
'কুণ্ডন' শব্দ পূর্বক 'অঞ্চ' ধাতুর উত্তর 'ঋবিগ্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কিন্ প্রত্যয়, 'অনির্দিতাম্'
এই সূত্রে 'ন' লোপ হইলে, 'অঞ্চতেশ্চেতি বক্তব্যং' (পা. ৪।১।৩২) এই বাস্তবিক সূত্রের দ্বারা
ভীপ্, 'অচঃ' এই সূত্রের দ্বারা অকার লোপ এবং 'চৌ' এই সূত্রে পূর্বপদের দীর্ঘ করিয়া
নিশ্পন্ন হইয়াছে । উক্ত পদে 'অঞ্চতেশ্চ চৌ' (পা. ৬।১।২২) এই সূত্রের দ্বারা
স্বাকার উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

* . *

হইতে) বলিতেই কি ভাব উপলব্ধ হয়, প্রণিধান করিতে হইবে। আর, 'কুণ্ডুগাচ্যা' পদের সহিত ঐ দুই পদ কিরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাও অনুধাবন করার আবশ্যিক হইবে। তাহা হইলে, ঋকের প্রকৃত তাৎপর্য আপনা-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইয়া আসিবে।

বাত বা বায়ু শোষক-গুণসম্পন্ন—বিতাড়নের ভাবমূলক। বায়ুর প্রসঙ্গেই এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বায়ুর দ্বারা কি শোষিত হইতেছে, বায়ুর দ্বারা কি বিতাড়িত হইতেছে? বিতাড়িত ও শোষিত হয়—স্নেহভাব, সত্ত্বভাব। এখানে তাই 'বাতঃ' পদে, স্নেহভাবশোষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবনাশক—অর্থ উপলব্ধ হয়। আর, তাহা হইতে সাধনার প্রতিকূল সাংসারিক মোহভাব-পোষক—এইরূপ অর্থই অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অহংভাব—সংসার-ভাব—কামক্রোধাদির বশ্যতা—অশেষ ক্লেশপ্রদ। যত ক্লেশ যত দুঃখ, সকলই উহাদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। 'কুণ্ডুগাচ্যা' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'কুণ্ডুগাচ্যা' পদে 'সন্তাপিনী শক্তি সহ' অর্থ আশ্রয় করা যায়। সাংসারিক ভাব (মোহাদি) যে সন্তাপ প্রদান করে, উহাতে তাহাই বলা হইয়াছে। অতঃপর বুঝিয়া দেখুন—সন্তাপিনী-শক্তি-সহযুত সেই যে মোহাদি—সেই যে সাংসারিক ভাব—তাহার আশ্রয়-স্থান কোথায়? সে কি এই হৃদয়ে নহে? হৃদয়-রূপ অরণ্যেই সেই হিংস্র জীব বসতি করে না কি? হৃদয়কে বন-স্বরূপে কল্পনা করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্বাপদ-স্বরূপ কামক্রোধাদি হিংস্র-রিপুগণ হৃদয়ে বসতি করে বলিয়াই অরণ্যের সহিত হৃদয়ের তুলনা হইয়া থাকে। পূর্বে ঋকে যে অহংভাবের বিষয় প্রথ্যাপিত হইয়াছে, এখানে তদ্বিষয়েও দৃষ্টি আসিতে পারে। সংসার-ভাব, মোহ, অহংভাব—সকলকেই এক পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা যায়। তাহাতে ঐ সরল ভাবকে হৃদয় হইতে দূরে অপসারিত করুন, —প্রার্থনায় এই ভাব আসিয়া থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের মর্মার্থ হয় এই যে,—
'হে ভগবন্! আমার অন্তর হইতে পরম পীড়াদায়ক অহংভাবকে (সংসার-ভাবকে) আপনি দূরে বিতাড়িত করুন; এবং তৎপরিবর্তে হৃদয়কে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া রাখুন।' (১ম—২৯সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং : উনত্রিংশৎ-সূক্তং । সপ্তমী ঋক্) ।

সর্কং পরিহ্রোশং জহি জন্তুয়া কুকদাশং ।

আ তু ন ইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু ।

সহশ্বেষু তুবীমঘ ॥ ৭ ॥

পদ-বিভেদণং ।

সর্কং । পরিহ্রোশং । জাহ । জন্তুয় । কুকদাশং ।

আ । তু । নঃ । ইন্দ্র । শংসয় । গোষু । অশ্বেষু । শুভ্রিষু ।

সহশ্বেষু । তুবীমঘ ॥ ৭ ॥

বর্ণানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব । স্বঃ 'সর্কং' (সমস্তং) 'পরিহ্রোশং' (আক্রোশকারিণং, মারয়া মামভিত্তবজা সংসারভাবং ইতি শেষঃ) 'জহি' (নাশয়) ; তথা 'কুকদাশং' (হিংসাপ্রদায়কং বা হিংসকমিত্যর্থঃ, শক্রবর্গং ইতি শেষঃ) 'জন্তু' (নাশয়) ; 'তু' (অপিচ) 'তুবীমঘ' (পরমৈশ্বর্যাসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে দেবরাজ) 'অশ্বেষু' (ব্যাপকেষু, পরমপথানুসারিষু) 'শুভ্রিষু' (শুভকরেষু, যোদ্ধরূপমঙ্গলকারিষু) 'সহশ্বেষু' (সহস্রসদ্বন্ধিষু, সহস্রার পুরুষাণুকূলেষু) 'গোষু' (জানালোকেষু) 'নঃ' (অস্মান) 'আ শংসয়' (প্রেপ্তান্ উপযুক্তান কুরু) । হে তগবন্ । তন্ন প্রজ্ঞাভেন যান্নাপ্রবণো বহুহেতুঃ সংসারভাবঃ এবং মম হিংসাতপঃ শক্রবর্গশ্চ বিনষ্টো ভবতু ; অপিচ, জানালোকদানেন মম অজ্ঞানাকারণং অহংভাবঃ দূরীকুরু ইতি ভাবঃ । (১ম-২২সূ-৭৪) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব ! আক্রোশকারী, মায়াময়, বন্ধনহেতুভূত, আমার সংসার-
গাকে আপনি নাশ করুন ; এবং আমার হিংসাকারী যাবতীয় শত্রুবর্গকে
বিস করুন । (হে ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে আমি যেন মায়াময় সংসারে
শাক্ষ্য না হই ; এবং আমার হিংসাপরায়ণ শত্রুবর্গ যেন বিনষ্ট হয় ।)
হ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আপনি আমায় সেই পরম-
পথানুসারী মোক্ষরূপ-মঙ্গলপ্রদ সহস্রার-পুরুষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দানে
আমায় ভগবদারাধনার) উপযুক্ত করুন । (১ম—২৯সূ—৭খ) ।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

পরিক্রোশমশ্রিষয়ে সর্কত আক্রোশকর্তারং সর্কং পুরুষং অহি । মারয় । কুকদাখমশ্র-
ষয়ে হিংসাপ্রদং শত্রুং অস্তয় । মারয় । অন্তং পূর্ববৎ ॥

পরিক্রোশং । ক্রুশ আস্থানে । পরিতঃ ক্রোশয়তীতি পরিক্রোশঃ । পচাশ্চ ।
হস্তরপপ্রকৃতিস্বরভং । অহি । হন হিংসাগত্যোঃ । হস্তেজঃ । পা० ৬৪.৩৬ । ইতি
আদেশঃ । তস্মাসিদ্ধবদস্তাভাদিত্যসিদ্ধবাদতো হেরিতি হেলুর্ক্ ন ভবতি । অস্তয় । অতি
নাশনে । চুরাদিত্যং স্বার্থিকো গিচ । শপঃ পিঙ্গাদনুদাস্তে গিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে ।
কুকদাখং । কৃৎ হিংসারং । কদাধারার্চিকলিত্যঃ কন্ । উ० ৩৪০ । ইতি কন্প্রত্যয়ঃ ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্রদেব ! আমাদের প্রতি সর্কতোভাবে আক্রোশকারী যে সকল মনুষ্য,
তাহাদিগকে সংহার করুন । আর আমাদের প্রতি হিংসাতৎপর শত্রুকে মারুন (নাশ
করুন) । অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব (প্রথমা) ঋকের স্থায় ।

‘পরিক্রোশং’ এই পদটি, পরি-পূর্বক আস্থানার্থ ক্রুশ ধাতুর উত্তর, পচাশি হেতু অচ্
(অন্) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে কদস্ত উত্তর পদের প্রকৃতি স্বর হইয়াছে ।
‘অহি’—হন ধাতু হিংসা ও গমন অর্থে প্রযুক্ত হয় । হিংসার্থ ‘হন’ ধাতুর উত্তর লোট্ হি,
‘হস্তেজঃ’ (পা० ৬৪ ৩৬) এই সূত্রের দ্বারা ‘হন্’ স্থানে ‘জ’ আদেশ, ‘অসিদ্ধবদস্তাভাৎ’
(পা० ৬৪.২২) এই সূত্রানুসারে জ-আদেশের অসিদ্ধতুল্যাভাভে ‘অতো হেঃ’ এই সূত্রের
দ্বারা ‘হি’র লোপ হয় নাই ; এইরূপে ‘অহি’ পদ নিশ্চয় হইয়াছে । ‘অস্তয়’ এই পদ, নাশ
করা অর্থে অন্ত ধাতুর উত্তর চুরাদিগণীয়হেতু স্বার্থে গিচ ; ঐ অস্তি ধাতুর নিশ্চয়ত্বের
লোট্ হি করিয়া নিশ্চয় হইয়াছে । উক্ত পদে শপ্ প্রত্যয়ের ‘প’ ইৎ ষাণ্ডায় অমুদাস্ত
স্বর হইলে, নিচ্ প্রত্যয়েরই স্বর অবশিষ্ট থাকিল । ‘কুকদাখং’—হিংসার্থ কৃ-ধাতুর উত্তর
‘কদাধারার্চিকলিত্যঃ কন্’ (উ० ৩৪০) এই সূত্রের দ্বারা কন্ প্রত্যয় ; ‘কিং’ শব্দের অমুদাস্ত

কিদ্ভিত্যম্বৃত্তেণ্ণাভাবঃ । তথা চ কুকো হিংসা । তাং দাশতি প্রযচ্ছতীতি কুকদাশুঃ বহল-
গ্রহণাদশতেরপি কুক উপপদে কুকে বচঃ কশ্চ । উ• ১।৬। ইত্যুণ্ । প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ ।
দ্বিতীয়ায়ামি পূর্বে প্রাপ্তে বা ছন্দসীতি তস্য বাধিত্বাদণাদেশঃ । উদাত্তস্বরিতয়োষণ
ইতি বিভক্তে স্বরিতত্বং ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে সপ্তবিংশো বর্গঃ ॥

• • •

সপ্তম (৩২৬) ঋকের বিশদার্থ ।

—: * : —

এ ঋক্—সূক্তের উপসংহার । এখানে সঙ্ক্ষেপে সকল ঋকের
সকল প্রকার প্রার্থনার সার মর্ম প্রদত্ত হইতেছে । এ ঋকের মর্মার্থ এই
যে,—‘বন্ধনহেতুভূত আমার সকল মোহ দূর করুন, আমার সর্বপ্রকার
শত্রুকে সংহার করুন ।’

ঋকের অন্তর্গত ‘সর্বং’ পদ সকল প্রকার বিপদ-নাশের প্রার্থনা-
সূচক । ‘পরিক্রোশং’ পদ সকল প্রকার শত্রুর আক্রোশ প্রকাশের
ভাব আনয়ন করিতেছে । যত প্রকার শত্রুর যত প্রকার আক্রোশ আছে,
সকল প্রকার আক্রোশ—সকল প্রকার শত্রুভাব—আপনি দূর করুন ।
‘কুকদাশুঃ’ পদেও শত্রুবর্গকেই বুঝাইয়া থাকে । কামক্রোধাদি রিপু-
শত্রুগণই ঐ ঋকের লক্ষ্য ।

সকল শত্রু বিমর্দিত বিভাড়িত হউক, হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত
হউক ;—স্বুলতঃ ঋকের ইহাই প্রার্থনা । (১ম—২৯সূ—৭খা) ।

হেতু গুণাভাব, এইরূপে নিম্ন কুক শব্দের অর্থ হিংসা । দাশ-ধাতুর অর্থ দান করা ।
অতঃপর, ‘হিংসা দান করে যে’ এই অর্থে বহলগ্রহণহেতু ‘কুক’ শব্দ-পূর্বেক ‘দাশ’ ধাতুর
উত্তর ‘কুকে বচঃ কশ্চ’ (উ• ১।৬) এই সূত্রের দ্বারা উন্ প্রত্যয়, ও প্রত্যয় স্বরানুসারে
উদাত্ত স্বর করিয়া নিম্ন ‘কুকদাশুঃ’ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়র একবচনে অম্ পরে পূর্বে
প্রাপ্ত হইলে ‘বা ছন্দসি’ এই বিশেষ সূত্রের দ্বারা সেই পূর্বে বাধিত হওয়ার যন্ আদেশ
হইল ; এই প্রকারে ‘কুকদাশুঃ’ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে ‘উদাত্ত স্বরিত-
য়োষণঃ’ এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্বর স্বরিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তবিংশ বর্গ এবং উনত্রিংশ সূক্ত সমাপ্ত ।

• • •

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— † • † —

প্রথমঃ মণ্ডলং । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ষষ্ঠোহনুবাকঃ । ত্রিংশৎ-সূক্তং ।

অষ্টাবিংশদারভ্যেকত্রিংশৎপর্য্যস্তবর্গপঞ্চকাঃ ।

• • *

ত্রিংশৎসূক্তং ।

— . —

যে সকল সূক্তে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ সূত্রিত হয়, এই সূক্তটি তাহারই শেষ সূক্ত। এ সূক্তের ঋক্-সংখ্যা পূর্ব পূর্ব সূক্তের ঋক্-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ; এবং এ সূক্তে ইন্দ্রদেবকে, অশ্বিনকে ও উষাদেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই সূক্তের ঋক্গুলির ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে বেদ-বিরোধিগণ আপনাদের যুক্তির নানারূপ সমর্থক প্রমাণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথকগুলি সিদ্ধান্ত বড়ই কৌতুকপ্রদ। বিতর্কক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তি উপস্থাপন-পূর্বক মীমাংসা খ্যাপন করা কর্তব্য। অতএব সকল কথাই প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

প্রথমতঃ, এ সূক্তে সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য পানের পক্ষে ইন্দ্রদেবের আগ্রহের বিষয় ব্যক্ত হয়। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—সূক্তের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ ঋকে তদ্বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। প্রথম ঋকে প্রকাশ,—জল দ্বারা যেমন গর্ত পূর্ণ করা হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ সোমরসের দ্বারা উদর পূর্ণ করেন ; তাহাতেই তাঁহার পরম তৃপ্তি। দ্বিতীয় ঋকে—কি করিয়া সোমরস সুস্বাদু করা হয়, তাহার বর্ণনা আছে। তদনুসারে, এক প্রকার সোমরস অমিশ্র এবং একপ্রকার সোমরস বিমিশ্র—এই দুই রূপ সোমরস ব্যবহৃত হইতে বুঝা যায়। ইহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধিকে (ভাংকে) সোমরসের পর্য্যায়ভুক্ত করেন। কেহ বা দধি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া, কেহ বা দুগ্ধ যবক্ষার ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া, সোমরস (সিদ্ধ) পান করিতেন, কেহ বা অবিমিশ্র একমাত্র ভাঙই গলাধঃকরণ করিতেন, ঐ ঋকে সেই ভাব প্রকাশ পায়। আর পর, চতুর্থ ঋকে ব্যাখ্যাকারগণ, পারাবতের উপমা দেখিতে পান। কামাতুর পারাবতের ঋগ্ ইন্দ্রদেব সোমরসের জ্ঞান ব্যাকুল ছিলেন, তদর্থে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এ হিসাবে ষোর মণ্ডপ-গুরু বর্ণনাই ইন্দ্রদেবের বর্ণনায় সমপ্রমাণ হইয়া থাকে। ইহার পর নবম ঋকে পুরাতন আবাস স্থানের অর্থাৎ আর্ধ্যগণের মধ্য এসিয়া হইতে আর্ধ্যাবর্তে আগমনের প্রমাণ আসিয়া পড়ে। এইরূপ বিবিধ বিচিত্র অর্থের অধ্যাহারে, বেদের বেদই লোপ করা হয়।

অথচ, ঐ সকল ঋকে অনুপম অনির্কচনীয় ভাবকুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। আমাদের ব্যাখ্যায় আমরা ছুই দিকই প্রদর্শন করিব। সুধীগণ উত্তর পক্ষ বিচার করিয়া সত্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। কোন্ ঋক্ প্রকৃত পক্ষে কি ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, ব্যাখ্যা-বিবৃতি-মুখে তাহা লক্ষ্য করুন। তার পর, আন্তিক্য-বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন,—কোন্ ঋকে কোন্ সূত্রে কোন্ তত্ত্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে।

ত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা ।

(সাধনাচার্যাকৃত)

আ ব ইন্দ্রমিতি দ্বাবিংশতাচং সপ্তমং সূক্তং স্তনঃশেপশ্চাৰ্শং গায়ত্রং । অস্মাকমিতোষা পাদনিচ্দগায়ত্রী । ত্রয়ঃ সপ্তকাঃ পাদনিচ্দিত্যুক্তত্বাৎ । শশ্বদিস্ত্র ইত্যোষা ত্রিষ্টুপ্ । আদিতঃ ষোড়শর্চ ঐন্দ্রাঃ । আশ্বিনাবশ্বাবত্যোত্যাগাস্তিস্র আশ্বিনঃ । কস্ত উষ ইত্যাত্যাস্তিস্র উষোদেবতাকাঃ । তথা চানুক্রমণিকা । আ বো দ্ব্যধিকাস্মাকং পাদনিচ্দং শশ্বত্রিষ্টুপ্ পয়ো তৃচাবাশ্বিনো যশ্চাবিতি ॥ প্রথমমৃচমাহ ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলশ্চ ষষ্ঠানুবাকে অষ্টাবিংশসূক্তং । শশ্বত্রিষ্টুপ্ পয়ো তৃচাবাশ্বিনো যশ্চাবিতি ॥

প্রথমা পাক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিংশৎ-সূক্তং । প্রথমা ঋক্)

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুং ।

য়ং হিষ্টং সিক্ ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

ত্রিংশৎ-সূক্তের ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

সপ্তম সূক্ত 'আ ব ইন্দ্রং' ইত্যাদি দ্বাবিংশতি সংখ্যক পাক্-বিশিষ্ট । এই সূক্তের পক্ষি স্তনঃশেপ, এবং ছন্দঃ গায়ত্রী । 'অস্মাকং' ইত্যাদি একটা ঋকের 'পাদ-নিচ্দং' নামক গায়ত্রী ছন্দঃ ; কারণ—ত্রয়ঃ সপ্তকাঃ পাদ-নিচ্দং এইরূপ কথিত হইয়াছে । 'শশ্বদিস্ত্র' এই পাক্টির 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দ । প্রথম হইতে ষোলটি ঋকের দেবতা ইন্দ্র । 'আশ্বিনাবশ্বাবতা' ইত্যাদি তিনটি ঋকের দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং 'কস্ত উষঃ' ইত্যাদি তিনটি পাক্ দেবতা 'উষস্' নামক দেবতা । অনুক্রমণিকায় উক্ত প্রকারই আছে ; যথা,—'আবে দ্ব্যধিকাস্মাকং পাদনিচ্দং.....আশ্বিনো যশ্চাবি' ইতি ।

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আ । বঃ । ইন্দ্রং । ক্রিবিং । যথা । বাজহয়ন্তঃ । শতহক্রতুং ।

মংহিষ্ঠং । সিক্ণে । ইন্দুহভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বাজহয়ন্তঃ’ (সৎকর্মসাধনমিচ্ছন্তঃ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) ‘বঃ’ (যুগ্মভাং, যুগ্মাকং অভ্যুদয়ার্থ-
মিতি শেষঃ) ‘শতহক্রতুং’ (প্রজ্ঞাসম্পন্নং) ‘মংহিষ্ঠং’ (সর্বব্যাপকং) ‘ইন্দ্রং’ (দেবং)
‘ইন্দুহভিঃ’ (ভক্তিসুধাভিঃ) ‘ক্রিবিং যথা’ (শস্যমিব) ‘আ’ (সম্যক্) ‘সিক্ণে’ (সিক্ণামি,
তর্পয়ামি) । লোকে যথা জলসৈকৈঃ শস্ত্রং সিক্ণতি, অহমপি তথা ভগবন্তং ভক্তিরসে-
ণাভিসিক্ণামি । ইতি ভাবার্থঃ । (১ম—৩০সূ—১৭) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্মসাধনেচ্ছু হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ! তোমাদের অভ্যুদয়ের জন্য, শস্যে
জলসিক্ণনেব ন্যায়, (সেই) প্রজ্ঞাসম্পন্ন সর্বব্যাপক ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসুধার
দ্বারা সম্যক্রূপে অভিসিক্ণন করিতেছি । অর্থাৎ,—লোকে যেমন ভগবন্নির
জন্য শস্ত্রকে সিক্ণন করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের বুদ্ধির
জন্য ভগবানের উপাসনা করিতেছি । (১ম—৩০সূ—১৭) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বাজহয়ন্তোহন্নমিচ্ছন্তো বয়ং স্তনঃশেপাঃ । হে ঋত্বিগ্য়জমানা বো যুগ্মাকং সস্বক্ণিনমিম-
মিদ্ভমিন্দুভিঃ সোমৈরাসিক্ণে । সর্বতঃ সিক্ণামহে । তর্পয়ামঃ । কীদৃশং । শতহক্রতুং ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

অধুনা অন্নাতিল্যবী স্তনঃশেপ আমরা, হে ঋত্বিগ্য়গণ হে যজমানগণ । যুগ্মস্বক্ণীয়
(তোমাদের) এই ইন্দ্রদেবকে সোমরসের দ্বারা তর্পণ (প্রীতিসম্পাদন) করিতেছি ।

শতসংখ্যাককর্ষ্যাপেতং । মংহিষ্ঠং । অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং । সেচনে দৃষ্টাস্তঃ । যথা যেন
প্রকারেণ ক্রিবিমবটং জলেন পূরয়ন্তি তদ্বৎ । ক্রিবিশব্দো বত্রঃ কাট ইত্যাদিষু চতুর্দশশু
কূপনামশু ক্রিবিঃ কূপঃ সূদ ইতি পঠিতং ॥

ক্রিবিং । কৃতী ছেদনে । কৃত্যত ইতি ক্রিবিঃ । ক্রিবিষ্বিচ্ছবিষ্বীত্যাদৌ । উ० ৪।৫৭ ।
কিন্ প্রত্যয়াস্তো নিপাতিতঃ । অতএব তশকলোপঃ । নিষাদাহ্যাদাস্তৎ । বস্ততস্ত ডুক্
করণে ক্রি বিভাগমশ্চ নিপাত্যত ইতি নিষণ্টুভাষ্যং । যথা । যথেনি পাদাস্ত ইতি
সর্কসাদাস্তৎ । বাজয়ন্তঃ । বাজমাঅন ইচ্ছন্তঃ । সূপ আঅনঃ ক্যচ্ । ন ছন্দশুপত্র-
শ্রেতীতদীর্ঘত্বয়োনিষেধঃ । অশ্বাষস্তাদিতি পুনর্দীর্ঘবিধানজ্ঞাপনাৎ । মংহিষ্ঠং । মংহিবৃদ্ধৌ ।
অতিশয়েন মংহিতা মংহিষ্ঠঃ । তুচ্ছন্দসি । পা० ৫।৩।৫২ । ইতি তুচ্ছস্তাদিষ্ঠন্থপ্রত্যয়ঃ ।
তুর্হিষ্ঠেঃ সূ । পা० ৬।৪।১৫৪ । ইতি তুলোপঃ । ইষ্ঠনো নিষাদাহ্যাদাস্তৎ । সিক্
গিচির করণে ব্যত্যাধেনৈকবচনং । শে মুচাদীনামিতি মুমাগমঃ ॥ ১ ॥

• • •

ইন্দ্রঃদব (শতক্রতু) কিরূপ ? না—শতসংখ্যাক কর্ষ্যযুক্ত এবং অতিশয় প্রবৃদ্ধ । সেচন (তর্পণ)
বিষয়ে দৃষ্টাস্ত এই,—যে রূপ সাধারণ লোকগণ কূপকে জল দ্বারা পূর্ণ করে, তদ্রূপ
ক্রিবি শব্দ ‘বত্রঃ কাটঃ’ ইত্যাদি চতুর্দশ কূপ নামের মধ্যে ‘ক্রিবি, কূপঃ, সূদঃ’ এইরূপ
পঠিত হইয়াছে ॥

‘ক্রিবিং’ এই পদটী, ছেদনার্থ ‘কৃৎ’ ধাতুর উত্তর ‘ছেদন করা হয় ইহাকে’ এই অর্থে
‘ক্রিবি স্বিচ্ছবিষ্বি’ (উ० ৪।৫৭) ইত্যাদি সূত্রে কিন্ প্রত্যয়াস্ত নিপাতনে সিদ্ধ । এইজন্য
‘ক্রিবি’ পদের তকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে ‘ন’ ইৎ হওয়ার
আদিষর উদাত্ত । কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে করণার্থ কৃ-ধাতুর উত্তর ক্রি, তাহার স্থানে নিপাতনে
‘বিট্’ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপ নিষণ্টুভাষ্যে কথিত হইয়াছে । ‘যথা’ এষ্ট পদে
‘যথেনি পাদাস্তে’ এই সূত্রের দ্বারা সর্কসর অনুদাত্ত হইয়াছে । ‘বাজয়ন্তঃ’ এই পদটী, ‘আয়
সম্বন্ধে বাজ (অন্ন) ইচ্ছা করিতেছে বাহার’ এই অর্থে, বাজ-শব্দের উত্তর ত ‘সূপ আঅন-
ক্যচ’ (পা० ৩।১।৮) এই সূত্র-দ্বারা ‘ক্যচ্’ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে
‘অশ্বাষস্তাৎ’ এই সূত্রে পুনর্দীর্ঘবিধানের জ্ঞাপন-হেতু ‘ন ছন্দশু পুত্রশু’ এই সূত্রের দ্বারা
ইকার ও দীর্ঘের নিষেধ হইয়াছে । ‘মংহিষ্ঠং’ এই পদটী, বৃদ্ধিবোধক মংহ ধাতুর উত্তর
তুচ্ প্রত্যয়, পরে ‘অতিশয় মংহিতা (বৃদ্ধিকর্তা)’ এই অর্থে মংহিতু এই তুচ্ছ শব্দের
উত্তর ‘তুচ্ছন্দসি’ (পা० ৫।৩।৫২) এই সূত্রের দ্বারা ইষ্ঠন্থ প্রত্যয়, এবং ‘তুরিষ্ঠেময়ঃ সূ’
(পা० ৬।৪।১৫৪) এই সূত্রের দ্বারা তুলোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে ‘ইষ্ঠন্থ’
প্রত্যয়ের ‘ন’ ইৎ হওয়ার আদিষর উদাত্ত হইয়াছে । ‘সিক্’ এই পদটী, রক্ষণার্থ ‘সিচ্’
ধাতুর উত্তর লটের উত্তমপুরুষ-বহুবচনের স্থলে বিপর্যয়-হেতু একবচন পরে, ‘শে মুচাদীনাম্’
এই সূত্রের দ্বারা মুম্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৩২৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—‘লোকে যেমন জলদ্বারা গর্ভকে পূর্ণ করে, ইন্দ্রদেবের উদর-রূপ গর্ভ সোমরস রূপ মাদক দেব্যের দ্বারা এইরূপ পূর্ণ করা হয়।’ সায়ণভাষ্যে কোন্ গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন আছে—এতদ্বারা কি মনে করা যাইতে পারে ?

ঋকের সমস্তামূলক পদ—তিনটি ; ‘বাজয়ন্তঃ’, ‘বঃ’ এবং ‘ক্রিবিং’ । ‘বাজয়ন্তঃ’ শব্দের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—‘অন্নাভিলাষী আমরা শুনঃশেপগণ ।’ তাঁহার ভাষ্যানুসারে ‘বঃ’ পদে ঋত্বিক্-যজমানগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ‘ক্রিবিং’ পদ, কূপ বা গর্ভ অর্থ খ্যাপন করিতেছে । সায়ণ-ভাষ্যে ‘বাজয়ন্তঃ’ পদের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ঋষি-কুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ লোপ পায় । অজিগর্ত-পুত্র শুনঃশেপ বধ্যভূমে নীত হইয়া যে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এখানে সায়ণের ব্যাখ্যাতেই তাহা অপ্রতিপন্ন হয় । কত জন শুনঃশেপ ? জন্মজন্মান্তরে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকাল ব্যাপিয়া, কত শুনঃশেপ, কত প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া বন্ধন-মুক্তির প্রার্থনা করিতেছেন,—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? আমরা পূর্নাপর যে অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, এখানে সায়ণের ভাষ্যে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । তার পর, আমরা ‘বাজয়ন্তঃ’ প্রভৃতি পদের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন । ‘বাজয়ন্তঃ’ পদের মূলীভূত ‘বাজ্জ’ শব্দে যজ্ঞাদি সংকর্মেই বুঝাইয়া থাকে । সেই সংকর্মের অভিলাষী (বাজয়ন্তঃ) বলিতে, কাহাদের প্রতি লক্ষ্য আসে ? সে কি সেই সম্ভাব-সমূহ নহে ? হৃদয়ে সম্ভাবের উন্মেষ না হইলে, যজ্ঞাদি সংকর্মে প্রবৃত্তি আসে কি ? অতএব, ‘বাজয়ন্তঃ’ শব্দে এখানে ‘শুনঃশেপ-রূপ’ আমরাই হই, আর অপর যে-কেহই হউন, সম্ভাবের অধিকারীকেই (সম্ভাবকেই) বুঝাইতেছে—মনে করিতে পারি । তাহা হইলে, ‘বঃ’ পদ প্রয়োগের সার্থকতাও সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হয় ; তজ্জন্য আর ঋত্বিক্-যজমানকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয় না । সেই সম্ভাব, ঋত্বিক্-

যজমান-রূপেই আস্থক, আর জ্ঞানী ভক্তসাধকরূপেই আস্থক, এখানে 'বঃ' পদে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর, 'ক্রিবিং' পদের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। ছেদনার্থক 'কৃণী' ধাতু হইতে 'ক্রিবিং' পদ নিষ্পন্ন। তদনুসারে, 'খনিত হয়' বলিয়া, 'ক্রিবিং' শব্দে কূপাদি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে সেচনের (সিঞ্চে পদের) প্রয়োজন কি আছে? আমরা মনে করি, ছেদন-সেচন শাস্ত্র-সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব, আমরা 'ক্রিবিং যথা' বাক্যে 'শাস্ত্রমিৎ' অর্থ পরিগ্রহ করিলাম।

এইবাব ঋকের ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন। জল-সেচনে কূপ পরিপূর্ণ করার ন্যায় দোমরসের দ্বারা ইন্দ্রদেবের উদর পূরণ করা অর্থই সঙ্গত হয়?—জলসেচন শাস্ত্রের পরিপূর্ণসাধনজনিত অন্নাদি-প্রাপ্তির ন্যায়, ভক্তিরসাভিমুখে ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আপনার শ্রেয়োলাভ-কামনাই অধিকতর সঙ্গত হয়? ঋকে যখন প্রার্থনার ভাব আছে; তখন, আপনার অন্তরস্থিত সত্ত্বভাবে সন্মোদন করিয়া বলাই সঙ্গত হয়,—'হে আমার অন্তরস্থ সত্ত্বভাবনমূহ, তোমাদের অভ্যুদয়-কামনায় আমি এই প্রজ্ঞানস্বরূপ সর্বব্যাপী ভগবান ইন্দ্রদেবকে ভক্তি-সুধাভিসারে তর্পণ করিতেছি; মনুষ্যগণ যেমন অন্নলাভাশায় শস্তুক্ষেত্রে জলসেচন করে। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন, আকাঙ্ক্ষার সমস্ত সাংগ্রাহী তাঁহাতে বিদগ্ধমান আছে; শস্তুক্ষেত্রে জলসেচনের ফলে, যেমন অন্নাদি-লাভে তৃপ্ত হওয়া যায়, ভক্তিসুধা-প্রদানে তাঁহার নিকট হইতে ভক্ত সেইরূপ অশেষ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' আমরা মনে করি, ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। (১অ—৩০সূ—১ধ)।

— • —
দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিংশৎ-সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং বা সমাশিরাং ।

এত্ৰ নিয়ং ন রীয়তে ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

শতং । বা । যঃ । শুচীনাং । সহস্রং । বা সংহআশিরাং ।

আ । ইৎ । উৎ ইতি । নিম্নং । ন । রীয়তে ॥ ২ ॥

• • •

মর্শানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘যঃ’ (দেবঃ) ‘শতং বা সহস্রং বা’ (অশেষপ্রকারেণ ঐত্যর্থঃ) ‘শুচীনাং’ (পবিত্রাণাং) ‘সমাশিরাং’ (সুরপরিপকানাং, সমাগনুষ্ঠিতানাং যজ্ঞানাং সমীপে ইতি শেষঃ) ‘এদুরীয়তে’ (আগচ্ছতি), ‘নিম্নং ন’ (কর্শাসমর্থমিব, অল্পজ্ঞানসম্পন্নং ইতি শেষঃ) স দেবঃ মাং প্রতি আগচ্ছতু । দেবো যথা শুদ্ধানাং সমাগনুষ্ঠিতানাং যজ্ঞানাং সমীপে আগচ্ছতি, তথা কর্শাসমর্থানাং অল্পজ্ঞানবিশিষ্টানাং মাদুশানাং সমীপে আগচ্ছত্বে ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০সূ—২ধা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

যে ইন্দ্রদেবতা, অশেষপ্রকার পবিত্রভাবে সম্যক্ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সমীপে আগমন করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রদেব, আমাদের গায় কর্শহীন (অল্পজ্ঞান) ব্যক্তির সমীপে আগমন করুন । (১ম—৩০সূ—২ধা) ।

* • •

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

যঃ ইন্দ্রঃ শুচীনাং শুদ্ধানাং সোমানাং শতং বা শতসংখ্যাকং সমূহং বা । সমাশিরাং সমীচীনেনাশীরাথেন শ্রপণদ্রব্যোণোপেতাং সোমানাং সহস্রং বা সহস্রসংখ্যাকং সমূহং বা এদুরীয়তে । আগচ্ছত্বেব । সোহস্মাননুগৃহ্নাত্বিতি শেষঃ । সোমপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ । নিম্নং ন । যথা নিম্নপ্রদেশমাপ আপ্নুবন্তি তদ্বৎ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

যে ইন্দ্রদেব শুদ্ধ (পবিত্র) সোমদ্রব্যের শতসংখ্যাক সমূহকে, অথবা সমীচীন (কর্শোপযুক্ত) আশীর-নামক শ্রপণদ্রব্যসম্বিত যে সোমদ্রব্য তহার সহস্রসংখ্যক সমূহকে প্রাপ্ত হইবেন ; সেই ইন্দ্রদেব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন । এই অংশ অথবা অধ্যাহার-দ্বারা বুঝিতে হইবে । সোমপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—অলরাশি যেমন নিম্নদেশকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ।

সমাশিরাং । শ্রীঞ্ পাক ইত্যন্ত সমাঙপূৰ্ণশ্চ কিপ্যপ্পৃথৈমিত্যাদাবাশীরাংশে
নিপাতিতঃ । বহুব্রীহৌ পূৰ্ণপদপ্রকৃতিস্বরতঃ । রীয়তে । রীঙ্ শ্রবণে । দিবাदिभ्यः श्रन् ॥ ২ ॥

* . *

দ্বিতীয় (৩২৮) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—‘জল যেমন নিম্নগামী হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ সোমরসের নিকট আগমন করেন ;—সে সোমরস অবিমিশ্রই হউক আর আশির প্রভৃতির সহিত মিশ্রিতই হউক ।’ কি ভাবে ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, সায়ণের ভাষ্য দেখিলেই বোধগম্য হইবে ।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ, ঋকে ‘সোম’ শব্দই নাই ; সূত্রাং সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের কল্পনা ভিত্তিহীন । জল-শব্দ-বাচক কোনও শব্দও মূলে দেখিতে পাই না । সূত্রবাং ‘জল রূপ নিম্নগামী হয়’ - এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবারও কোনও কারণ বিদ্যমান নাই । ‘সমাশিরাং’ পদে, ‘সুপরিপূর সম্যগনুষ্ঠিত যজ্ঞের’ ভাবই মনে আসে । আর ‘নিম্নং’ পদে, ‘নীচ কর্ম্মহী বা কর্ম্মাসমর্থ’ এতাদৃশ অর্থই অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় । ‘ন’ পদবে তুলনার্থক মনে করিলেও, ‘নিম্নং’ পদের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধ হয় সে পক্ষেও, নিম্নের ন্যায় যে আমি—স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন যে আমি—আমি প্রতিও তিনি করুণাসম্পন্ন হউন’,—প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পায় ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা ঋকের অর্থ করিলাম যাঁহারা সংকর্ম্মশীল, সদা-সাধুপথাবলম্বী, ভগবানের কৃপা তাঁহাদিগের প্রস্বতঃবর্ষিত হয় । তাঁহারা তো গতিমুক্তির উপায় প্রাপ্তই হন । কি আমাদের ন্যায় অকৃতী অভাজন কিরূপে তাঁহার কৃপালাভ করিবে ঋকের তাই প্রার্থনা—‘হে ভগবন্ ! এ অধম অভাজনের প্রকরুণানেত্রে দৃষ্টিপাত করুন ।’ (১ম—৩০সূ—২খা) ।

‘সমাশিরাং’ এই পদটি পাক করা অর্থে সম্ ও আঙ পূৰ্ণক ‘শ্রী’ ধাতুর উত্তর বিপরে ‘অপ্পৃথৈম্’ (পা০ ৩।১।৩৬) ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে আশির আদেশ করিয়া হইয়াছে । উক্ত পদে বহুব্রীহী সমাস হইলে, পূৰ্ণপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । ‘রীয়তে’ এই প শ্রবণার্থ আশ্বনেপদী রী-ধাতুর উত্তর দিবাदिगणीय বলিয়া, ‘শ্রন্’ করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে ॥ ২

তৃতীয়া ষক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ষক্।)

সং যন্মদায় শুশ্রিণ এণা হস্তোদরে।

সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ॥ ৩ ॥

• • •

পদ বিশ্লেষণং।

সং। যৎ। মদায়। শুশ্রিণে। এন। হি। অত্র। উদরে।

সমুদ্রঃ। ন। ব্যচঃ। দধে ॥ ৩ ॥

• • •

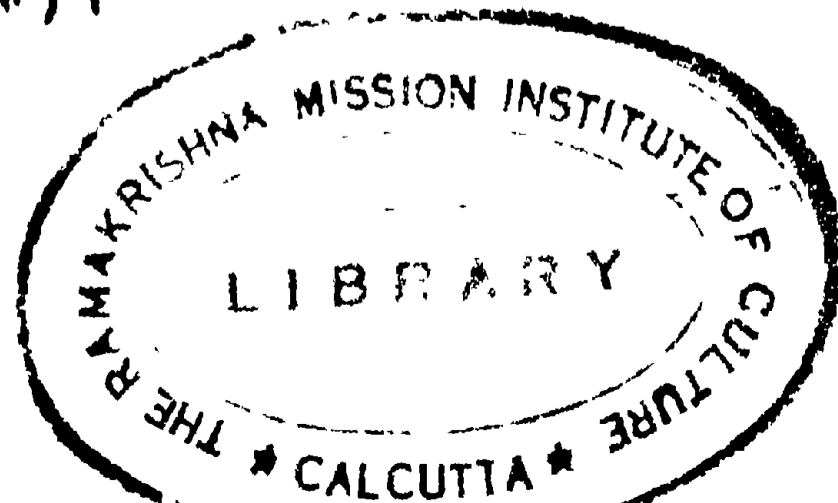
মর্গাভূতগার্বী-ব্যাখ্যা।

'সং' (সমঃ জ্ঞানঃ) 'সং' (সম্যক্) 'মদায়' (অন্যকঃ তর্কনিমিত্তং) 'শুশ্রিণে' (শক্র-শোষণায় চ) ভবতীতি শেষঃ; 'এণাছি' (অন্যেইমং জ্ঞানেন) 'সমুদ্রো ন' (অনন্তং ইব) 'অত্র' (দেহত) 'উদরে' (সমীপে) 'ব্যচঃ' (ব্যাপ্তিঃ) 'দধে' (প্রাপ্তা ভবতীতিার্থঃ)। অন্যকঃ স্বল্পং স্বল্পজ্ঞানং তদপি তর্কায় শক্রনাশায় চ সমর্থং ভবতি। অপিচ জ্ঞানমিদং সমুদ্রব্যাপ্তং সং আনন্ত্যং প্রাপ্তোতি ইতি ভাবঃ। (১ম-৩০২-৩১)।

• • •

বঙ্গভাষায়

সেই যে স্বল্প জ্ঞান, সম্যকরূপে আনাদিগের তর্কের নিমিত্তভূত ও শক্রনাশের হেতুভূত হয়, সেই জ্ঞান (ক্ষুদ্র হইলেও) অনন্তের স্থায় দেহতার সর্বেপে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। (তাব এই যে,—আনাদিগের স্বল্প যে জ্ঞান, তাহাও তর্ক ও শক্রনাশের নিমিত্ত সমর্থ হয়। অপিচ সেই জ্ঞান অনন্তকে প্রাপ্ত হয়।) (১ম-৩০২-৩১)।



সারণ-সংক্ষেপ ।

যৎ পূৰ্ব্বোক্তং শতং সহস্রং বা স্ত্রীয়াং বলাবত ইন্দ্রো মদার মদাৰ্বে সঙ্গতং ভবতি ।
এণা হু নটেন শতেন সগল্যেণ বাস্ত্ৰোত্তোদরে নাটো ব্যাপ্তির্দধে যুত ভবতি । ভু
দুগাথঃ সমুদ্রান। সমুদ্র ইব। যথা সমুদ্রমথো ভগং ব্যাপ্তং ভবৎ ॥

এণা। স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং তৃতীয়ায়া ডাঃ। বাঃ। বাঃ। কুঠা'দিবমমসি। পা.
১২।১১। ইতি ভিঃ। স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং
নিকাদাঃ দাস্তবঃ। মঃ। ফতায়সংগোদাস্তবঃ। ৩ চো'ত প্রতিবেদ্যমিযাভাভাবঃ । ৩৩ ।

* * *

তৃতীয় (৩২৯) ঋকের বিশদার্থ ।



এ ঋকের আর্থেও গোমরগের ব্যতারণা দেখতে পাই। ঐন্দ্রো মদার মদাৰ্বে
তর্কিত্বেনেণ নামিক প্রাকৃত-পরিমাণ গোমরগ, তাঁহার উদরকে সমুদ্র
নামায় শাস্তি,—ইতাই এ ঋকের প্রচলিত অর্থ ।

ঋকের পশ্চিম 'যৎ' শব্দ, পূর্বপদ সূচনা করিতেছে। ভাষ্যকারের
ব্যাখ্যায় প্রমাণ,—পূর্বে যে 'শতং বা' সহস্রং বা' বিশেষণের উল্লেখ

সারণ-সংক্ষেপ বঙ্গভাষায় ।

পূর্বে 'যৎ' শব্দ বা সহস্রাঙ্ক গোম-সমূহ, বলাবত ইন্দ্রো মদার মদাৰ্বে মিলিত হয়।
এই শব্দ ও সহস্রাঙ্ক গোমস্বরূপ এই ইন্দ্রের উদরে ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত হয় (অর্থাৎ
উৎসর্গক গোমস্বরূপ ইন্দ্রো মদার উদর পূর্ণ হয়)। উদর ব্যাপ্তি বিষয়ে বৃহস্পতি এই,—
সমুদ্রের তুল্য। অথ বেতন সমুদ্রমথো ব্যাপ্তং হয়, তক্রম উৎসর্গক গোমরগ ইন্দ্র মদের
উদরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ।

'এণা' এই পদে 'স্ত্রীয়াং স্ত্রীয়াং' এই স্ত্রীয়াং তৃতীয়াবর্জিত স্থানে ডা-আদেশ
হইয়াছে 'বাঃ' এই পদটিতে 'বচ্' ধাতুর 'কুঠা'দিবমমসি' (পা. ১২।১১) এই স্ত্রীয়াং
স্ত্রীয়াং আবেশে নিবেশিত 'প্রাঃ'—ইত্যা'দ প্রাকৃতপরে স্ত্রীয়াং (জি) হইল না।
অন্য প্রকারের 'ন' ইৎ যাওয়ায় আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে । 'দধে' এই পদটি, 'বা' ধাতুর
উদর ক্রমগোপ্য লিট্ বিদ্ব, (বিক্রম আবেশ) হ্রস্ব এবং জল্-কণ করা হইলে পর
'আঃ'গোপ্য হই 'চ' এই স্ত্রীয়াং আকার করিয়া লিট্ হইয়াছে। উৎসর্গক প্রত্যয়-
স্বরূপে 'যৎ' স্বর উদাত্ত । আর 'বচ্' এই স্ত্রীয়াং নিবেশিত হইয়াছে । ৩৩ ।

* * *

আছে, এই 'যৎ' পদ তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আগরা মনে করি, পূর্বক
 একে যে 'নিম্নং ন' বাক্য আছে; এই 'যৎ' শব্দ তাহাকেই সম্বন্ধ-প্রকাশক।
 'নিম্নং ন' বাক্য—সমস্ত জ্ঞান লক্ষ্যের জ্ঞান ব্যক্ত কর। অল্প অল্প জ্ঞানের
 উন্মেষ হইতে হইতে হৃদয়ে আনন্দ ঞ্জ হইয়,—রিপু-ক্রমণ ক্রমঃ পিনষ্ট
 হইয়া থাকে। 'সদাশ ও শুশ্বে' পদবয়ে সেই ভাবই জ্ঞান কবিতেছে।
 অতঃপর, সেই যে অল্প জ্ঞান, শব্দ কি প্রকারে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে
 প্রাপ্ত হয়,—পাকের দ্বিতীয় অংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে তিনি
 'সমুদ্রো ন'—অনন্তস্বরূপ। 'উদরে' পদেও আধার-স্থান বুঝায়। আমার
 যে স্থান, আমার যে পিতৃ, আমার যে নিষ্ঠা, আমার যে সংকল্প মুষ্ঠান—
 তাহার আশ্রয়স্থান কোথায়? আমার ভিন্ন কোন বস্তুই স্থিতিশীল
 হইতে পারে না। তাই 'উদরে' পদের সার্থক-প্রয়োগ দেখি। অনন্ত
 স্বরূপ ভগবানের উদররূপ আমার জ্ঞান ব্যাপ্তি লাভ করে। এখানে
 সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ভগবতী বিশ্বাত্ম; তাহার সাম্য-
 লাভই জ্ঞানের জগৎপ্রাপকত। (.ম—৩০সু—৩৮)

চতুর্থী পাক।

(প্রথমঃ মঙ্গলং । ত্রিংশৎ-সূক্তং । চতুর্থী পাক ।)

অয়মু তে সমভসি কপোত ইব গভধিং ।

বচস্তুচ্চিন্ন ওহসে ॥ ৪ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ ।

অয়মু উ ইতি । তে যৎ । সমভসি । কপোতঃ হইব । গভধিং ।

বচঃ । তৎ । চিং । নঃ । ওহসে । ৪ ॥

মন্ত্রাঙ্কনারিণী-বাণী ।

হে দেব । 'তে (স্বদর্ভং সম্পাদিতঃ) 'অয়ংউ' (অয়মপি জ্ঞানোৎপন্ন-শুদ্ধস্বভাবঃ) বৎ
'কপোত ইব গর্ভধিং' (কপোত-কপোতীবৎ) বৎ 'নমতসি' (সাততোন সনাক প্রাপ্নোষি
কেন সহ স্মিলিতো ভবসি উত্যং) 'তৎ' (শুদ্ধস্বভাবলভ্যুতং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বচ
স্তোত্রং) 'চিৎ' (নিশ্চিতমেন) 'ওৎসে' (প্রাপ্নোষি) । জ্ঞানলভ্যুতং লংকর্ষ্য স্তোত্রং
নিশ্চিতমেব ভগবৎসামোপ্য লভতে ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০-২ ৪ম) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেব । আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধ স্বভাব—
বাহার লবিত আপনার কপোত-কপোতীর স্যায় লক্ষ্যলন হয়, সেই
ভাবলভ্যুত আশ্রিত স্তোত্র (লংকর্ষ্য) আপনি নিশ্চিতই প্রাপ
হইয়া থাকেন । (ভাব এই যে,—জ্ঞানলভ্যুত লংকর্ষ্য এবং স্তোত্র নিশ্চিত
ভগবৎসামোপ্য লাভ করে) । (১ম—৩০সূ—৪ম) ।

• • •

লয়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে ইন্দ্র অয়ম । অয়মপি দৃশ্যমানঃ সোমস্তু স্বদর্ভং সম্পাদিতঃ । যৎ সোমং সহস্রসি
সনাক সাততোন প্রাপ্নোষি । তত্র দুঃসত্ত্বঃ । কপোত ইব । যথা কপোতাব্যং প
গর্ভধিং গর্ভধারিণীং কপোতীং প্রাপ্নোতি তৎ । তচ্চিত্ত্বাভেদ কারণারোহয়দীর্ঘ
ওৎসে । প্রাপ্নোষি ।

অতসি । অত সাততোগমেন । কপোত ইব । কবেরোতচ পশ্চ । উৎ ১ ৩২ । ইতে
তচ্ । ব্যতায়েন মধোদাস্তঃ । গর্ভধং । গর্ভোহস্তাৎ ধীরত উতি গর্ভধিং । কর্ষণাধিক

লয়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র । এই দৃশ্যমান সোমরস তোমারই অল্প সম্পাদিত হইয়াছে । যে সোমরস
ভুমি পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । উক্তবিষয়ে দুঃসত্ত্ব, — কপোতের তুল্য, যে
কপোত নামক সঙ্গী গর্ভধারিণী কপোতীকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ । সে কারণে
আমাদিগের বাক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । (সেই অল্পই আমরা তোমাকে আতিলাভ প্র
করিয়া থাকি ।)

'অতসি' এই পদটী, সাতত্যা (অবিরলভাব) সমসর্বা 'অত' বাতু হইতে নিশ
'কপোত ইব' এইস্থলে কপোত শব্দটী, 'কব' বাতুর উত্তর 'কবেরোতচ পশ্চ' (উৎ ১৩
এই উপনিষৎদ্বারা উত্চ প্রত্যয়, ও 'ব' হ্রসবে প করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত
বাতিক্রমকেতু মধ্য-বর উদাত্ত । 'গর্ভধিং' এই পদ, গর্ভ রক্ষিত (স্থাপিত) হই
স্বীকৃত এই অর্থে গর্ভলক্ষণক 'ধা' বাতুর উত্তর অধিকরণ-বাচ্যে 'কর্ষণাধিকরণে

চেতি কিপ্রত্যয়ঃ । কৃৎস্বরপদপ্রকৃতিস্বরসং । ওহলে । কৃৎস্ব চ্চিৎ উচিৎ অর্ধমে ।
ব্যত্যয়েনান্বয়েনপদং ॥ ৩ ॥

• • •

চতুর্থ (৩৩০) ঋকের বিশদার্থ ।

—† • †—

এই ঋকটির মধ্যে এক গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন রতিগাছে । অর্থাৎ, সাধারণতঃ ইহার যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা অতিশয় অসঙ্গত। এই ঋকের অন্তর্গত 'অয়মু' পদ সাধারণতঃ সোমরূপের সম্বন্ধে সূচনা করা হয় । সে পক্ষে কপোত-কপোতীর দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের উদ্দেশ্য-নির্দ্ধার সহায়ক হইয়া দাঁড়ায় । অর্থাৎ, সোমরূপে মানক-দ্রব্যের প্রতি উদ্দেশ্যের এতই আগ্রহ যে, তিনি কপোতীর অনুরোধে কপোতের স্তায় ভ্রাম্যমান থাকেন । একরূপ ব্যাখ্যা দেখিলে, বেদের এবং দেবতার প্রতি কিরূপে শ্রদ্ধা আনিতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয় ।

কিন্তু, একটু বিশেষণা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়,—কি শব্দ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে । সেই যে 'অয়মু' পদ, উহা পূর্বে ঋকের স্তম্ভ সম্বন্ধে ব্যাপন করে না কি ? পূর্বে ঋকে যে জ্ঞানোৎসবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এখানে সেই জ্ঞানোৎসব শুদ্ধস্বভাবের প্রতিই লক্ষ্য আনে । জ্ঞানোৎসব যে শুদ্ধস্বভাব, ভগবান তাহার সহিত অভিন্নভাবে নিষ্ঠমান থাকেন । সকল ক্ষেত্রে সর্বত্রই এ তত্ত্ব বিবৃত আছে । এ পক্ষে কপোত-কপোতীর মিলনের তুলনা অতি সঙ্গত বলিয়াই মনে হয় । প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কপোত-কপোতী সর্বদাই পরস্পরের সাহচর্যে অবস্থিত থাকে । একান্ত অবচ্ছিন্ন প্রণয়ের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত কবিমাত্রেরই কপোত-কপোতীর উপমা প্রদান করিয়া থাকেন । তাহাতে পরস্পর অনুরক্তির ভাব প্রকাশ পায় । সস্তম্ভ ও দেবতা যে অভিন্ন,—শ্রুতি এই জগুই তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ।

(পা. ৩৩০) এই সূত্রধারা 'কি' প্রত্যয় করিয়া লিখ হইয়াছে । উক্তপদে কৃৎস্ব-উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । 'ওহলে' এই পদ, অর্ধমে (পীড়ন) করা অর্থে 'উৎ' থাকু হইতে নিঃসৃত ; কিন্তু ব্যতিক্রমহেতু আন্বয়েনপদ হইয়াছে । ৩ ।

• • •

জ্ঞানায় আনো-শ্ম'সন নিমিত্ত প্রযজ্ঞান হও। অত'নেত গজে সজে-
 আপনিউ শুক্রসত্ত্বান বিকাশ পাঠবে। মে ভাবেব'নিকাশ হলেই
 জগদান আশিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন। জ্ঞানপুত কর্ম-সমুৎ
 স্বকৃষ্টি ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্ভূত-সহযুত যে স্তোত্র,
 তাহাটী জগদানেত নিবট আনোদে উপস্থিত হয়। মানুস যখন তখন
 যে বে বসন্ত'ম স্তোত্র-মাত্র উচ্চারণ করিয়াই, সুফল-ল'ভের আ'কাঙ্ক্ষা
 করে। যে স্তোত্র'দেব নিভ্রম, মনে মুখে এক হইয়া ভগবানকে
 জাহ্নস'ম স'ন'ন' শ'নিল—তিনি যে শ'কুটে তন না, তা'তা বন উ
 কাহ্নগা। এ শ'কু সেই তত্ত্বই নিশদভাবে প্রকাশ করিতেছে ; শ'ক
 ব'ল'গোছ,—'মানুস। তুমি জ্ঞানী হইতে চেয়ে কর, জ'য়া সদ্ভাবে পরিপূর্ণ
 কর ; অন্তরে বাহিরে শক্তিম হইয়া জগদানেত স্তবে প্রবৃত্ত হও ; তিনি
 আবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন।' (.ম—৫০.সূ—৪ধ)।

— * —

পঞ্চম পাক ।

(প্রথমঃ স্কন্ধঃ । ত্রিশৎ শ্লোকঃ । পঞ্চমো ংক্ ।)

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যশ্ তে ।

বিভূতিরস্ত স্মৃতা ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিভাগঃ ।

স্তোত্রং । রাধানাং । পতে । গির্বাহোঃ । বীর । যশ্ । তে ।

বিভূতিঃ । স্ত । স্মৃতা ॥ ৫ ॥

• • •

মর্শাভনারিনী-বাবা ।

'রাধানাং পতে' (অর্থাৎ নোপাধো'গনাং শ্রেষ্ঠ) 'বীর' (নাথকস্ত তই প্রবৃত্তীনাং দমনকারী)
'গির্সাতঃ' (স্ত্রীতরুণানাং বাক্যানাং প্রাপক, হে দেব ।) 'যন্ত' (মস্ত্রভাবসম্বন্ধনী) 'স্তোত্রং'
(স্ত্রুতঃ) স্বাং প্রাপ্নো'ত ; 'তে' (তব) 'নিভূ'তঃ' (ঐশ্বর্যমমৃ ক্তঃ) 'স্বনূতা' (মতাক্রুণা,
অক্ষয়) 'অস্ত' (তবত্ব, অসংপক্ষে ইতি শেবা) । মম স্তোত্রং মস্ত্রভাবসম্পন্নং তবত্ব ;
তেনৈব মমাত্মাদয়ো ভবতীতি ভাবঃ । (১ম ৩০-সূ - ৫ম) ।



বঙ্গভবাদ ।

উপাখ্যগণের শ্রেষ্ঠ, দুস্ত্রপ্রতি দমনকারী, স্ত্রুতিমস্ত্রের প্রাপক, হে দেব ।
মস্ত্রভাবসম্বন্ধযুক্ত আমাদের স্তোত্র আপনাকেই প্রাপ্ত হইল । আপনার
ঐশ্বর্যনিভূত আমাদের পক্ষে অক্ষয় হউক । (ভাব এই যে,—আমার
স্তোত্র মস্ত্রভাবসম্পন্ন হউক ; তাহার দ্বারা আমার স্ত্রুদয় হইবে ।)
(১ম—৩০-সূ—৫ম) ।



সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে ঈশ্বর রাধানাং পতে মনানাং পালক । গির্সাতো গী তরুজমান বীর শৌর্যোপেত ।
যস্ত তে তব স্তোত্রগীদৃশং ভবতি তস্ত তব নিভূতিস্মী স্বনূতা পরমতাক্রুণাস্তি ।
স্তোত্রং । মম্মী শ্রেষ্ঠো পুন । পাং ৩২ ১৩২ । মস্ত্রচানশ আচুচ্ । অথবা স্তোত্র-
বিদমিতাবেকং । ম-জ্ঞাপূর্বকো বিধিঅনিতা ইতি বুদ্ধিন' রাধানাং পতে । মস্ত্র-পাশ্রয়াদিভি
রুবাণি শর্গানি । অসমাপ্তত ইতি পরাজ-স্তানাং ষষ্ঠ্যামস্ত্রিতমমুদারত নিষাভাঃ । গির্সাতঃ
নত্ব প্রাপণে ব'হহাণক্রে ভাশ্ছদশাতি কারকপূর্বকানি বহতেরশ্রনপ্রত্যয়ঃ । গ'ত-

সায়ণ-ভাষ্যের সংগ্রহাদ ।

হে মনপালক, বাক্যকর্তৃক টেজমান (অর্থাৎ বাহ্যকে স্ত্রীতবাক্য বহন করিতেছে ;
এতাদৃশ স্ত্রীত প্রচারিত) শৌর্যশালিন । ঈশ্বর । যে তোমার স্তেত্র এই প্রকার স্বয়ং
সেই তোমার নিভূ'ত (পরমৈশ্বর্য) , প্রিও (গীতজনক) ও সত্যস্বরূপ হউক ।
'স্তোত্রং' এই পদটী, 'দাম্মীশম' (পাং ৩০ ৮২) এই সূত্রের 'স্ব' শব্দে উত্তর 'ইনু'
প্রত্যয়, পরে 'শর্শসু' আদিভেদে অচ্ (অ) করিয়া নিস্পন্ন ; অথবা, 'স্ত্রুতকর্তার ইতা
(এই বাক্য)' এই অর্থে 'স্তোত্র'-শব্দের উত্তর 'অণু' কারিয়া গিত্ব হইয়াছে । কিন্তু
'ম-জ্ঞাপূর্বক বিধি অনিতা' এই নিয়মভেদে বৃদ্ধ হইল না । 'রাধানাং পতে' এই স্থলে
'মমাক কার্য্যাদি সিদ্ধ তন্ন ইক দ্বারা' এই অর্থে নিস্পন্ন মাম-শব্দের অর্ধ মন । অতঃপর
'অসমাপ্তত' এই সূত্রে পরাজতুল্যতাহেতু স্ত্রী নিভূতি ও আমিত্তত পদ এতৎসমুদয়ের
নিষাভ হইয়াছে । 'গির্সাতঃ' এই পদ, 'গি' ও 'সাত'ও পূর্বপদ প্রকৃতস্বর তন্ন' এইরূপ
উক্তিভেদে গির-পূর্বক প্রাণাৎ '১৫' শব্দের উত্তর '১৫' শব্দে 'শ্চ'দগি' এই সূত্রানু-

কারকরোরপি পূর্বপদপ্রকৃতিবরং চেত্বাক্ষাৎ। পিদিত্যনুবৃত্তেরূপধাবুধিঃ। পূর্ব-
পদভবোরূপধারা ইতি দীর্ঘতাতাব্হান্দলঃ। ষাটিকমামিত্তাহানাতবঃ। বিভূতিঃ। তানৌ
চ পিতীতি গতেঃ প্রকৃতিবরং। ৫।

ইতি প্রথমত্র 'তীয়েচটো'বানো বর্গঃ। ২৮।

• • •

পঞ্চম (৩৩১) ঋকের বিশদার্থ।

—:~:—

এ ঋকের 'ষা' পদ পূর্বি-গকের সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে।
পূর্বি-গকে যে বলা হইয়াছে—শুদ্ধনৃত্তভাবে গহিত আপনার
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এখানে সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইতেছি।
তদুপ যে স্তম্ভ নিশ্চয়ই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবেই
পুনরাবৃত্তি-পূর্বক এখানে বলা হইতেছে,—আপনার বিভূত অর্থাৎ
আপনার সম্বন্ধ যেন আমাতে সঞ্চারিত হয় স্মর্য এই যে, আমি যেন
সাত্বিকগুণসম্পন্ন হইয়া আপনার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি,—
আমার স্তোত্রসমূহ যেন সংকর্মের গহন'বের গহিত সম্বন্ধ-নিশ্চিত হয়।
তাহাতেই আপনার বিভূতি আমাতে অক্ষয় হইতে পারে; তদ্বারাই
আমি আপনার গানোপ্যানি মুক্ত লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি।
আপন আরাধ্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনার কৃপায় দুঃস্বপ্ন'স্তম্বৎ দমত হয়,
স্তুতিরূপ বাক্য আপনার নিকটই পৌঁছিয়া থাকে। তাই প্রার্থনা করি,—
'সে ভগবন্! আপনি আমাদগকে আপনার সমীপে উপস্থিত হইবার
উপযোগী করিয়া লউন। আমাদের কর্মের প্রভাবে সংকর্ম সহযুত
স্তোত্রের বলে, আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই।' (সম—১০সু—৫খ)।

সারে 'অন্বন' প্রত্যয়, 'পিৎ' এর অন্ববৃত্তিবেত্ব উপধার বুদ্ধি করিয়া লিখ হইয়াছে।
বৈদিকবেত্ব পূর্বি (গির) পদের 'বোরূপধারাঃ' (পা. ৮।২.৭৬) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ
হইল না। উক্তপদে আন্বিতের আদি বর ষাটিক উদাত। 'বিভূতিঃ' এইপদে তানৌ
চ পিতী' এই সূত্রদ্বারা গতির (বি-উপসর্গের) প্রকৃতিবর হইয়াছে। ৫।

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অটোবংশ বর্ণনমাণ্ড।

• • •

বঙ্গী ণক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিংশৎ সূক্তং । বঙ্গী ণক্) ।

উর্ধ্বশিষ্ঠা^১ ন উতয়ে^২হস্মিন^৩ বাজে^৪ শতক্রতো^৫ ।

সমশ্চে^৬ষু ব্রবাবহৈ^৭ ॥ ৬ ॥

পদ-বঙ্গমণ্ডলং ।

উর্ধ্বঃ । শিষ্ঠা । নঃ । উতয়ে । হস্মিন । বাজে । শতক্রতো ইতি শতক্রতো ।

সং । সমশ্চে^৬ষু । ব্রবাবহৈ^৭ ॥ ৬ ॥

মহাভাসারিনী-ব্যাখ্যা ।

‘শতক্রতো’ (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হে দেব!) ‘হস্মিন’ (পরিদৃশ্যমানে, নিত্যসংঘটিতে) ‘বাজে’ (সদস্বৃত্তোঃ সংগ্রামে) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘উতয়ে’ (রক্ষণায়) ‘উর্ধ্বঃ’ (মুক্তি, হ্রস্ব, জ্ঞানস্বরূপঃ সম) ‘শিষ্ঠা’ (বর্জিত, সমিত্তি শেষঃ) ; এবং পতি ‘সমশ্চে’ (উন্নতভ্রমারস্বরেষু তব সামোপালাতান্তরং আনয়োঃ লক্ষ্যফলেষু) ‘ব্রবাবহৈ’ (সংলাপং করণাব, আবার লক্ষ্যলিতে) ভবাব উতার্থঃ) । হে ঋগণ! যদা ত্বং জ্ঞানরূপেণ মুক্তি, অধিষ্ঠিত্ব, তদা অস্মাকং মোক্ষপথঃ প্রদেস্তা ভবতীতি ভাবঃ । (১ম-৩-২-৬প) ।

বঙ্গীমুদ্রা ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব! এই পরিদৃশ্যমান (নিত্যসংঘটিত) সংগ্রামে (সদস্বৃত্তির সহিত অসদস্বৃত্তির হ্রস্ব) আমাদের রক্ষার জন্য আপনি মুক্তিদেশে (জ্ঞানস্বরূপে) অবস্থিত করুন । তাহা হইলে অস্ত উন্নত ভ্রমে (আপনার সামোপালাতান্তর ভাবার ফলে) আমরা উতয়ে সংলাপ করিতে সমর্থ হইব (অর্থাৎ, আপনার সহিত আমাদের সন্নিহিত সংঘটিত হইবে) । (১ম-৩-২-৬প) ।

শাণ্ডিল্য-ভাষ্য।

হে শতক্রতো শতসংখ্যাককর্মোপেত। অগ্নিনঃ প্রসজ্জো বাজে লংগ্রামে নোভস্মাকস্তুত্রে
-বক্ষণাধোঈ টমত উৎস্বনস্তিষ্ঠ। ত্বন। সং চাহ চ মিলিত্বাশ্বেষু কার্যাস্ত্রেষু সত্রবানহৈ।
সম্যক বিচারয়ানঃ। তিষ্ঠ। যাচোহস্তিত্তঃ স্তঃ সংচতায়ং দীর্ঘঃ। উত্তরে। উত্তিযুতীত্যা-
দিনা জিন উদাস্তৎ। অগ্নিনঃ উদ্দমিত্যা দিনা লপ্তম্যা উদাস্তৎ। ৬।

* * *

ষষ্ঠ (৩৩২) ঋকের বিশদার্থ।

—§:• •:§—

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শাকদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ লক্ষ্য না করিলে, এ
ঋকের অর্থ বড়ই বিসদৃশ হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত না
করা হইলে এ ঋকের এক ভাস্কর অর্থ দাঁড়ইয়া গিয়াছে। * তাহাতে
দেবতা ও মানুষ এই স্তরের জীবিশেষমালিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে
অর্থে, আর্গাগণের সহিত অনাগাগণের যুক্তিময়ক কথোপকথন-প্রসঙ্গও
অদ্বন্দ্বিত হইতে পারে। ফলতঃ, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহার-
বিষয়ক ব্যাপন যে ঐ ঋকে বর্ণিত আছে, ব্যাখ্যা-বিবৃতি দেখিয়া
সাপারগতঃ তাহাই মনে হয়।

কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। বিভিন্ন স্তর হইতে লক্ষ্য করিলে, ঋকের
বিভিন্ন ভাগ অদ্বন্দ্বিত হয়। আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহাতে

সাময়িকায়ের বঙ্গভাষ্যাদ।

হে শতক্রতো শতসংখ্যাক কৰ্মোপেত। আপনি, এত আবদ্ধ লংগ্রামে আমাদের বক্ষণনিমিত্ত
উৎস্বক হটন আপনি ও অগ্নি, উত্তরে মিলিয়া অল্প অল্প কার্য লম্বুতে যথার্থ
বিচার করিব।

'তিষ্ঠা' এই পদ, 'যাচোহস্তিত্তঃ' এই স্তব্ধারা সংচতায়ং দীর্ঘ হইয়াছে। 'উত্তরে'
এই পদ, 'উত্তিযুত' ইত্যাদি স্তব্ধারা 'জিন' পদ্যের স্বর উদাস্ত হইয়াছে। 'অগ্নিনঃ'
এই পদে 'উদ্দমিত্যা' ইত্যাদি স্তব্ধারা সপ্তমীবিভক্তির স্বর উদাস্ত হইয়াছে। ৬।

* প্রাচীন ও দ্রুত বঙ্গভাষ্যাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— 'হে শতক্রতো ইঞ্জনে
এই যুদ্ধ আমাদের বক্ষণ নিমিত্ত আপনি অংগর হটন। তাহ হইলে অল্প যুদ্ধেও আপনার
সহিত আশান করিব।' (২) 'হে শতক্রতু! এত লংগ্রামে আমাদের বক্ষণে উৎস্বক
হও; 'অল্প কার্যের বিষয় (তুমি ও অগ্নি) মিলিত হইয়া বিচার করিব।'

বাক্যের অন্তর্গত 'অস্মিন' 'উর্দ্ধঃ' এণ 'অশ্বেষু' এচ ত্রি-তী পদের মর্গানুধ বন করিলেই মার্গের মুখ্য লক্ষ্য অবগত হওয়া যায়। পূর্বে বাক্য ভগবানের একটি বিশেষণ আছে—'গৌর'; তাহার অর্থে—'ছোট প্রবৃত্তির দমনকারী' ভাব গ্রহণ করিয়াছি আর, যেখানে প্রার্থনা জানান হইয়াছে— 'আপনার বিভূত আমার পক্ষে অক্ষয় হউক' ভগবৎ-বিভূতি—মহা-শুণাম—মানুষের পক্ষে অক্ষয় হইতে গেলে, ভগবৎ-বিভূত হতে আপনাকে মণ্ডিত করিতে হইলে, কত প্রকার 'দ্বন্দ্ব' উপস্থিত হয়, কত প্রকার প্রতিবন্ধকতার সাহিত্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার আশঙ্কতা হয়, তাৎসহ্যই অনুমেয়। এখানে 'অস্মিন বাক্যে' পদদ্বয়ে সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাঁপন করিতেছে। মন্ত্রভাষের অপকারী হইতে হইলে, অসতের সাহিত্য দ্বন্দ্ব অবশ্যস্তু বী। 'অস্মিন বাক্যে' বাক্যে মদমদ্বৃত্তির সেই দ্বন্দ্বই নির্দেশ করে। তার পর, 'উর্দ্ধঃ তিষ্ঠ' পদদ্বয়ে কি বুঝায়, অনুমান করুন। 'যুদ্ধের সময় উর্দ্ধে অবস্থান করুন'—এরূপ বাক্যে কি কোনও অর্থ প্রকাশ করে? আন্যাত্মিক ভাবে ভাবনা হইলে, ঐ শব্দে কোনও মঙ্গল অর্থই প্রকাশ পায় না; পরন্তু, অপর কোনরূপ অর্থ আমনন করিতে গেলে, অনেক দূর ঘূঁরমা বেড়াইতে হয়। 'উর্দ্ধঃ' পদের আরও মঙ্গল অর্থ, তাই মনে কর—'মুক্তিলাভের জ্ঞান, মহাস্রীরে অবস্থিত শিব-শক্তি' সেই জ্ঞান উদিত হইলে, সেই শক্তি জাগিয়া উঠিলে, আর কোনও ভাবনাই স্থান পায় না। তখন, যে ভাব—যে অবস্থা থাকে, 'অশ্বেষু' পদে তৎপ্রতি লক্ষ্য আনতেছে। যে ভাব—সে, অবস্থাই—সামোপ্য লাভের অবস্থা। সেই ভাবে—সেই অবস্থায়—উপনীত হইতে পারিলে, পরস্পর কথোপকথনের অবস্থা আশ্রিত; অর্থাৎ, সামোপ্য-সম্মেলনের আশা সফল হইবে। ফলতঃ, এ বাক্যের প্রার্থনার মর্গ এই যে,—কে পরম প্রজ্ঞাবরূপ ভগবান। হই ম.সারে মদ্বৃত্তির দ্বিতীয় অবস্থায় যে চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, সে সংগ্রামে আপনি আপনার জ্ঞানময় মূর্তিতে আসিয়া আমার মাস্তকে অধিষ্ঠিত হউন; আপনি আমার মনোরথে অধিষ্ঠিত হইয়া সারথির পদ গ্রহণ করুন। আপনি জ্ঞানরূপে মণ্ডিত প্রাণিষ্ঠিত থাকিলে, আপনার গাও-মহাযত্ন লাভ করিলে, সে সংগ্রামে আমার বিজয় লাভ অবশ্যস্তু বী। মদমদ্বৃত্তির সংগ্রামে আপনাকে যদি মুক্তি দেনে

পাই, তাহা হইলে আমার কমলাত অবশ্যস্ত্রাবী। সে কমলাতের পরই
আপনার সামীপ্য-রূপ মুক্তি। সেট মুক্তিই—আপনাতে সম্মিলিত
হওয়া ।' ককের ইতাই সর্ম্মার্থ। পরবর্তী ককে এই মুক্তির স্তরই পরঃ
বিশদ-ভাবে প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম—৩০সূ—৩৭)।

— . —

সপ্তমী ঞক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ত্রিংশৎসূক্তঃ । সপ্তমী ঞক্) ।

যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে ।

সখায় ইন্দ্রমুতয়ে ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ ।

যোগেযোগে । তবঃস্তরং । বাজেবাজে । হবামহে ।

সখায়ঃ । ইন্দ্রঃ । উতয়ে ৭ ৭

* * *

সম্মানসারিনী-ব্যাখ্যা ।

'সখায়ঃ' (সংকর্মানুষ্ঠানকারী ভগবতঃ সখিসমূহাঃ স্মিরাঃ, কুপার্হা বরমিত্তি বাবৎ) 'যোগে
যোগে' প্রতি কর্মলংযোগে, লক্ষ্যকর্ম্মারভে) 'বাজে বাজে' (প্রতি সংগ্রামে, ইন্দ্রিরবৃত্তীনা
সংঘর্ষি সতি) উতয়ে' রক্ষণার অস্মাকং ইতি শেষঃ) 'তবস্তরং' (অভিব্যক্ত্যন্তঃ রক্ষণসমর্থে
'তস্তরং' (লক্ষ্যশ্রেষ্ঠং দেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ানঃ) । প্রতি কর্মারভে লক্ষ্যকর্ম্মি
রূপিত্তিঃ সহ হ্রঃস্মিরবৃত্তীনাং লক্ষ্যবোধঃস্ত্রাবী, তন্নিম্ন অস্মান্ পংরক্তিত্তুং ভগবতঃ কর্ম
শক্তিভক্তং দেবং আহ্বয়ানঃ ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০সূ—৭৩) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সংকর্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার প্রিয় হইয়া—আমর, আমাদের প্রত্যেক
কর্মের আরম্ভকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিমূহের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে,
আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, সেই অতি-বলবান্ সর্বশ্রেষ্ঠ
ভগবানকে (যেন) আহ্বান করি। (:ম— ০.সু—১৫)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যঃ।

যোগে যোগে প্রবেশে প্রবেশে তত্ত্বং কর্মাণক্ৰমে বাজে বাজে কর্মনিবাহিনি তদ্বা-
স্তমিন্ সংগ্রামে ভবন্তরমতিশয়েন বলিনমিত্তমুতয়ে রক্ষার্থং সখায়ঃ সখিবৎপ্রিয়া বরং
হবামতে । আহ্বয়ামঃ ।

যোগে যোগে । যুক্তির্ যোগে । তলশ্চতি যঞ্ । চাকোঃ কু শব্দভোমিতি কুত্ব । যঞ্
ক্রিয়াদাত্তাদাত্ত্বৎ । নিত্যাবীপ্পমোরিত্ত বীপ্পায়ঃ তিভাবে সত্যাত্ত্রিডী গান্দাত্ত্বৎ । ভবন্তরং ।
ভবনঃ শব্দাদস্যায়ামেধেতি । পা০ ৫২।১২১ । মর্থীয়ো বিনিঃ । তত্ত্ব জ্ঞান্দো লোপঃ । ৭ ।

* * *

সপ্তম (৩৩৩) শ্লোকের বিশদার্থ ।

— (+) —

প্রতি মূহুর্তে, প্রতি কর্মারম্ভের সময়, শাস্ত্রিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঞ্চিত
অসৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের সংঘর্ষ চলিয়াছে । সর্বদাই উহার পরস্পর
পরস্পরের নৈরী হইয়া রতিয়াছে । শ্লোকের উপর অংগতর প্রণব—

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

প্রবেশে প্রবেশে অর্থাৎ নেট নেট কর্মের আরম্ভে কর্মের বিরুদ্ধনক সেই সেই সংগ্রামে
সখার ভায় প্রিয় আমরা, রক্ষা নিমিত্ত অতিশয় বলবান্ ইন্দ্রদেবকে ডাকিতেছি ।

‘যোগে যোগে’ এই স্থলে যোগ—(মিলন) করা অর্থ বিশিষ্ট যুক্ত-পাত্তর উক্তর ‘তলশ্চ’ এই
সুত্রদ্বারা যঞ্, ‘চাকোঃ কু শব্দভোমিতি’ এই সুত্রদ্বারা কবর্গ (জ-স্থানে-গ) করিয়া নিপ্পন্ন যোগ
শব্দ নিপ্পন্ন হইয়াছে । এ স্থলে ‘যঞ্’ মাত্ৰ-পাঠ প্রবেশে যাত্ত্বৎ আদ প . উদাত্ত্বৎ এবং
‘নিত্যাবীপ্পমোরিঃ’ এই সুত্রদ্বারা বীপ্পা-শব্দে দ্বিঃ-তৎ-ল মাত্ৰ-পাঠের পর অন্ত্য-পাঠ হইয়াছে ।
‘ভবন্তরং’ এই পদটী, ভবস-শব্দের উক্তর ‘অস্যায়ামেধ’ (পা০ ৫২।১২১) এই সুত্রদ্বারা মর্থর্কে
‘বিনি’ প্রত্যয়, এবং বেদপ্রয়োগ হেতু উক্ত প্রত্যয়ের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ৭ ।

* * *

চার্দিক হইতেই কিছু হইতে চলিয়াছে। সে ক্ষেত্রে রক্ষার ভরণা—
একমাত্র ভগবান! সেই গবৎশক্তিমান যদি কৃপা কটাক্ষপাত করেন,
তবেই সে গংগ্রামে জয়লাভ কর যাক। এ থাকে সেই জয়লাভের উপায়
কার্তন করিতেছে। গদগদরক্তির গংগ্রামে গদরক্ত কেমন করিয়া জয়-
লাভ করবে? থাক তাহারই উপদেশ প্রদান ছলে কহিতেছে,—
'তুমি 'গথায়:' অর্থাৎ তাঁহার গথায়রূপ হইবার প্রমাণ পাও; তোমার
প্রতি কর্তব্য তাঁহার হিত গথায়ুত হউক; গদগদরক্তির গংগ্রাম-মাত্রেই
তুমি আত্মরক্ষার কামনায় তাঁহার শরণাগত হও.'

ধাকের দার্শন,—'আমরা যেন তাঁহার গথায়রূপ হইয়া, আমাদের
প্রতি কার্য্যে আমাদের প্রতি গংগ্রামে, তাঁহাকে আহ্বান করি.'

প্রার্থনা অতি সরল ও গঠক-বোধে বটে; কিন্তু হহার অভ্যস্তরে এক
অতি গভীর কাম্যত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। থাক বলিতেছে—'তাঁহার
গথায়রূপ হও, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হও।' কিন্তু কি প্রকারে তাঁহার
গথায়রূপ বা কৃপার হওয়া যায়? গংগ্রামানুষ্ঠানেই সে পক্ষের একমাত্র
মহায় নহে কি? যখন 'গথায়:' অর্থাৎ গথায়রূপ হইয়া আমরা তাঁহার
দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিব, তখন গংগ্রাম প্রভাবে তাঁহার গঠক
গথায়-স্থাপনের চেষ্টা পাইব,—এই ভাবই মনে করা কর্তব্য নহে কি?
'গথায়:' পদের উত্থাই সার্থক প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। গংগ্রামানুষ্ঠান
হওয়াই 'গথায়:' পদের লক্ষ্য। তার পর, কার্য্যমাত্রই যদি তাঁহার গঠক
গথায়ুত হয়; প্রতি কার্য্যে—প্রতি মুহূর্ত্তের জীবন-গংগ্রামে—বৎস
তাঁহাকে আহ্বান করতে সমর্থ হইবে; তাহা হইলেই তিনি যুদ্ধি-
প্রদেপে—গংগ্রাম-গন্দু মাঝে—আদর্শিত হইবেন;—তাহা হইলেই
তাঁহার সামোপ্য লাভ (পূর্ব্ব দাকের কাষিত) স্ফূর্ত্ত হইয়া আসিবে।
এ পক্ষে এক দৃষ্টি—পূর্ব্ব দাকেরই অমুরাতি। সামোপ্যাদি লাভের প্রদ
স্থাপন করিয়া, সামোপ্যাদি-লাভ কি প্রকারে গন্তব্য হইয়া থাকে,
এখানে তাহারই আভাষ দেওয়া হইতেছে। পরবর্ত্তী দাকে আবার
লক্ষ্য করিবেন, সামোপ্যাদি-লাভের পক্ষে লংগারে কি আদর্শ
বিজ্ঞান রাখিয়াছে। (.ম—৩০.সু—৭পা)

অষ্টমী পদক।

(প্রথমঃ মন্ত্রঃ। ত্রিংশৎসূক্তং। অষ্টমী পদক)।

আ স্বা গমদ্যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিকৃতিভিঃ।

বাজেভিরূপ নো হবৎ ॥ ৮ ॥

* * *

পর-নিম্নমণঃ।

আ স্বা গমৎ যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিঃ উতিহ্ভিঃ।

বাজেভিঃ উপ নঃ হবৎ ॥ ৮ ॥

* * *

মধ্যাক্ষরসংহিতা-ব্যাখ্যা।

'যদি' (যদা) স ইন্দ্রদেবঃ, 'নঃ' (অস্মাকং, আহ্বয়তাং) 'তব' (আহ্বানং) 'শ্রবৎ' (শৃণুগৎ), তদা 'সহস্রিণীভিঃ' (সহস্রসংখ্যায়ুক্তাভিঃ, অনেকাভিঃ) 'উতিহ্ভিঃ' (রক্ষাভিঃ স্বীরক্ষণসামন-কৃতিভিঃ) তদা 'বাজেভিঃ' (বাজৈঃ, কক্ষফলৈরিতার্থঃ সত) 'উপ' (সমীপং অস্মাকং ইতি শেষঃ) 'ব' (অশ্রুৎ, নিশ্চতং) 'অগমৎ' (আগচ্চৎ)। স দেবঃ অস্মাকমাহ্বানং শ্রবতী অস্মদ্রক্ষণনিমিত্তকং আহ্বানঃ রক্ষাকারিভিঃ রক্ষাভিঃ স কৃতিভিঃ সত অবশ্যমেবাস্মাকং সমীপমাগমিষ্যতি ইতি ভাবঃ। (১ম-৩০সূ ৮খ)।

* * *

বজ্রসুগম।

যখন (যদি) সেই ভগবান আমাদের আহ্বান শুনিলে পান, তখন (তাৎ হইলে) তিনি স্বীয় সহস্র (অর্থাৎ সমগ) রক্ষাকারী-শক্তির সহিত এবং আমাদের প্রদেয় সকল প্রকার কক্ষফলসমূহের সহিত অশ্রুত আমাদের নিকট আগিবেন। (১ম-৩০সূ-০৭)।

* * *

সায়ন-ভাষ্যে ।

বজ্রমিলিতো নোঽশ্বদীর্ঘে চনমাহ্বান-শৃণুৱাৎ । তদানীং অগ্নেন সতপ্রীণীভিক্তিত্ত্বির্ষহতিঃ
পাননৈর্কীর্ষিত্ত্বৈশ্চ সতাপ নমীপ আষ । অশ্বশৃণুৱাৎ আগচ্ছৎ ॥

যাঃ সচি ত্বশ্বশৃণুৱাৎ সচিভাৱাৎ দীর্ঘঃ । গমৎ । লিঙ-র্ষে লেট্ । লেটোঃডাটো-
র্ষিত্ত্বাডাগমঃ । ঠাৎশ্চ লোপ ঠকাকারলোপঃ । যযা ছান্দসে লুঙি পুৰ্বাদিছাত্ত্বাদিত্ত্বঃ
পরশৈশ্চনমৈষু ত দেহু বভাদেশঃ বহলং ছন্দত্রমাত্ত্বযোগেহপি তাত্ত্বাণঃ । শ্রগৎ । ঞ্ শ্রবণে ।
শৃণুৱাৎশ্চিট্টাডাগমঃ । বাভোক্তঃ । বহলং ছন্দনীতি তিন ঐগাদেশাভাৱঃ । হবৎ । ভাবেহু-
পদর্গতোতি স্বয়ত্তেরপ্ পশ্রপারগৎ চ । অপঃ পিৎবাদনুদাত্ত্বো বাত্বয়শ্চনামাত্ত্বাৎ ৷ ৮ ৷

• * •

অষ্টম (৩৩৪) ঋকের বিশদার্থ

— - § * - § - - -

এ পাক ভগবানের করুণার বিষয় অধিকতর স্পষ্ট করিয়া ব্যাপন
করিতেছে । ভগবানের নিকট তোমার প্রার্থনা যখন উপস্থিত হয়, তখন
তিনি কদাপি নিশ্চল থাকিতে পারেন না । প্রার্থনা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া-
গাত্ত তিনি আপনার করুণার ভাণ্ডার দ্বারা মুক্ত করিয়া দেন । সহস্র দিকে
সহস্র প্রকার পি পদে তোমাকে ঘেরিয়া আছে মহা ; কিন্তু তিনিও সহস্র

সায়নভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

যদি এষ্ট উচ্চারণ, আগাদের আছান শোনেন; তাহা হইলে, তিনি স্বয়ংই সহস্র সহস্র
রক্ষা (রক্ষাকর অস্ত্রাদি) ও অশ্বশৃণুর সচিভ আমাদের নিকটে অবশ্রুট আনিবেন ।

'যা' শব্দে 'সচি ত্বশ্বশৃণুৱাৎ সচিভাৱাৎ দীর্ঘ হইয়াছে । 'গমৎ'
এই পদটি, গম বাত্বর উত্তর লিঙ-র্ষে লেট্ । 'লেটোঃডাটো' এই শব্দদ্বারা অট্
(অ) আগম এবং 'ঠাৎশ্চ লোপঃ' এই শব্দদ্বারা ঠকাকার-লোপ করিয়া লিঙ হইয়াছে ।
অন্য বৈদিক লুঙি । 'পুৰ্বাদিছাত্ত্বাদিত্ত্বঃ পরশৈশ্চনমৈষু' এই শব্দদ্বারা 'চি'র স্থানে অট্-
আদেশ করিয়া লিঙ হইয়াছে । উক্তপদে "বহলং ছন্দত্রমাত্ত্বযোগেহপি" এই শব্দে অট্
(অ) আগম হয় নাই । 'শ্রগৎ' এই পদটি, শ্রবণার্থ ঞ্-বাত্ব হইতে নিস্পন্ন; পূর্বের শ্রা
লেট্ পরে অট্ আগম হইয়াছে । 'বাভোক্তঃ' এই পদে 'বহলং ছন্দনি' এই শব্দে তিন-
স্থানে 'ঐন্' আদেশ হইল না । 'হবৎ' এই পদটি, 'ভাবে হুপদর্গত' (পাঃ ৩৩৭৫) এই
শব্দদ্বারা 'হে' বাত্বর উত্তর অপ্ ও পশ্রপারগ করিয়া লিঙ হইয়াছে । উক্ত
পদে অপ্ প্রত্যয়ের 'প'ইং বাওয়ার অনুদাত্ত বরের প্রসক্তি ছিল, তৎপরেও বাত্বব-
হেতু আদিবর উদাত্ত হইয়াছে ৷ ৮ ৷

• * •

দিক হইতে তোমায় রক্ষা করিবার জন্য আপনাত রক্ষণশক্তি বিস্তার করেন; এবং তোমার সকল প্রকার কর্মের ফল, তোমার জন্য সজ্জিত করিয়া লইয়া তোমায় বিতরণ করিতে অগ্রসর হন।

একদা আর একবার পূর্বে থাকের সম্বন্ধ-বিষয় স্মরণ করুন। তাহা হইলেই, কি অবস্থায় তিনি তোমার রক্ষার জন্য সহস্র প্রকার উপায় ও কর্মফলসমূহ লইয়া আনিবেন, তাহা বোধগম্য হইবে। পূর্বে থাকের মর্মানুগারে প্রতি কর্মে এবং প্রতি সংগ্রামে তাঁহার শতগুণমাত্র হইলে তিনি কদাচ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রতি নির্ভরতাই তোমার একান্ত কর্তব্য। তাঁতাকে মুক্তিদেশে প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার কর্ম। আর, সেই কর্মই তোমার একমাত্র শ্রেয়ঃসাধক। এখানে এ থাকে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইল। (১ম—৩০ম—৮ম)।

—† * †—

নবমী পাক।

(প্রথমঃ সপ্তমঃ। ত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী পাক।)

অনু প্রভৃশ্চোকসো হ্বে তুবিপ্রতিং নরং।

যং তে পূর্বং পিতা হ্বে ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ।

অনু। প্রভৃশ্চ। ওকসঃ। হ্বে। তুবিপ্রতিং। নরং।

যং। তে। পূর্বং। পিতা। হ্বে ॥ ১ ॥

* * *

মর্মানুগারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মোক্ষোপায়কৃত শুদ্ধস্বভাব। 'পিতা' (জনকঃ, পিতৃপুরুষঃ) 'পূর্বং' (পুরাঃ, অবিচ্ছিন্নমতীতকালে) 'তে' (তুভ্যং, স্বদর্শং) 'যং' (দেবং) 'হ্বে' (আত্মত্বান)। অহমপি 'প্রভৃশ্চ' (পুরাতনত) 'ওকসঃ' (স্থানত্ব অনন্তত সম্বন্ধিনং) 'তুবিপ্রতিং' (বহু-

প্রতিগামিঃ, এতান্না নরকর্ষকর্ষনু উপস্থাতারং) 'নরং' (পুরুষরূপং, মেতানং, নরকর্ষিপ্র'তচ্ছিতং তং দেবং) 'অহু' (ক্রমেণ, কর্ষাক্রমেণ) 'হবে' (আহ্বয়ামি) । অহং-পুরুষা যং দেবং, সত্বতাবলাভার নরকর্ষনু আহুতবন্তঃ, অহমপি সত্বতাবোৎসর্ঘ্যং তং দেবং আহ্বয়ামি ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০ম ২য়) ।

* * *

নন্দাকৃত্যাদ ।

তে মোক্ষোপায়ভূত শুদ্ধসত্ত্বভান ! অনন্ত অতীতকাল চর্চিতে আমান পিতৃপুরুষগণ তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত যে ভগবানকে আহ্বান করিয়া আনিতে চান ; একনে আমিও, সেই পুরাতন, অনন্ত সশুদ্ধবৃত্ত, এককালে সকল সংকর্ষে উপস্থিত-স্বরূপ, নরকর্ষি-প্রতিষ্ঠিত (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) দেবকে যথ ক্রমে (প্রতিকর্ষে) আহ্বান করিতেছি । (১ম—৩০ম—২য়) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যে ।

পিতৃপু পুরাতনখ্যে কন্যঃ স্থানন্ত স্বর্গকর্ষনু সকাশাত্ত্বিপ্রতিং বহুন বজমানান প্রতি গম্যঃ নরং পুরুষমিহ্মমস্তু তপে । অহুক্রমেণ নরকর্ষয়ামি । যং তে আহ্বয়ামি পিতামহীয়ে জনকঃ পূর্ষঃ পুরা স্বকীয়কর্ষনকালে তপে । আহুতবান । তমাহ্বয়ামীতি পূর্ষত্রাণয়ঃ ।

ওকনঃ । নরকর্ষনুপ্রত্যাহ্বয়ঃ । তপে । হেত্রঃ স্পর্শায় শব্দে চ । ইতি বহলং চন্দ্রীতি সম্প্রসারণং পরপূর্ষত্বং । শুণে পাশ্বে কিঙ্টি চেতি প্র'তবেধঃ । উৎসাদেশঃ প্রত্যয়সংস্পর্শোদ্যোগঃ । পাদাদিহানিঘাতঃ । ত্বিপ্র'তং । ত্বনীনাং বহুনাং প্র'ত

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গাকৃত্যাদ ।

স্বর্গরূপ পুরাতন স্থান চর্চিতে বহু বজমানগণের নিকটে গমন করিয়া থাকেন, একপ পুরুষ শরীর ইন্দ্রবৎকে আমি অহুক্রমে সকল কর্ষে আহ্বান করিতেছি ; যে ইন্দ্রকে আমার পিতা পূর্ষ স্বকীয় কর্ষাকর্ষনকালে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমিও সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, এইরূপে পূর্ষ-বাক্যের সহিত অর্থ হইবে ।

'ওকনঃ' এই পদে 'নরকর্ষনু' এই বৃত্ত্বারা আদিবর উদাত্ত চর্চিয়াছে । 'হবে' এই পদটি, হেত্রঃ শব্দ স্পর্শা ও শব্দ, এই স্থলে শব্দার্থ হেত্রঃ শব্দ উত্তর ইট, পরে 'বহলং চন্দ্রী' এই বৃত্ত্বারা সম্প্রসারণ, পরপূর্ষত্বং, শুণপ্র'ত্বকালে 'কিঙ্টি চ' এই বৃত্ত্বারা শুণের প্র'তবেধ এত উৎসাদেশ করিয়া নিশ্চয় হইয়াছে । উক্ত পদে প্রত্যয়-বর দ্বারা অহুকর্ষ উদাত্ত ; আর, পাদাদিহানিঘাত হওয়ার নিঘাত হয় নাই । 'ত্বিপ্র'তং' এই পদের 'বহলোকে'র আত্মরূপে গমনকারী যে ভাবে' এইরূপ অর্থ । এই স্থলে 'প্র'তি শব্দ 'ভীমেন ভীম' এই

গত্বারং। অত্র প্রতিশব্দো ভীমসেনো ভীম উচিত্বৎ প্রতিগন্তৃ-শব্দং লক্ষয়িত্বা তদ্বারা তদর্থং লক্ষয়তি। অতঃ প্রতিঃ প্রাতি-নিমি-প্রতিদানয়োঃ। পা० ১৪২২। উচিত্বৎ-স্বপ্-গচন-স্বেনা-নিপাত-স্বাদ-নব্যয়-স্বে-পু-গ-গু-পে-তা-দি-না। পা० ২২১১। ন স্টী-স-মা-স-নি-বে-নঃ। ত-বে। ছে-এ-এ-লি-টি-ব-হ-ল-ং-ছ-ন্দ-নী-তি-পু-স-ব-ৎ-স-প্র-স-া-র-ণ-প-র-পূ-র-স-ে-। বি-স্ব-চ-ন-প্র-ক-র-ণ-ে-ছ-ন্দ-নি-ব-ো-ত-ব-জ-ন-্য-ং। পা० ৩১৮৩। ই-তি-বি-স্ব-চ-না-ভা-ব-ঃ। ব-হু-ত-যো-গ-া-নি-ষা-ত-ঃ। ২।

* * *

নবম (৩৩৫) শব্দের বিশদার্থ।

— † • † —

কক্টি বড়ই জটিল ও দুর্লভাশা। সুতরাং নানাদিক হইতে এ শব্দের নানারূপ অর্থ অধাঙ্ক হইয়া থাকে। শব্দের অন্তর্গত 'প্রত্ন' ও 'ওকসঃ' এই যে দুইটি পদ, ইহারা কত নিপনীর ভাণই জ্ঞাতনা করে। তার পর 'নরং' শব্দ। এ শব্দও হৃদয়ে নানা সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে। বেদমন্ত্রের পৌকসৎ ও অনিত্য শব্দাং পক্ষে এ শব্দ বেদবিরোধিগণের অন্তরূপ গণ্য হইতে পারে; আবার যঁহারা অশ্রুদেশ (মধ্য-এ'গয়া প্রভৃতি স্থান) হইতে আশ্রয়গণের ভারতর্মে আগমনমূলক যুক্তির পোষকতা করিতে চাহেন, এ শব্দ তাঁহাদেরও গভায় হইয়া থাকে; 'পিতা' পদ, 'পূরং' পদ— তাঁহাদেরকে আত্মপক্ষ-সমর্থনে স্পর্দ্ধাশ্রিত করে। এইরূপে, এ শব্দের সম্বোধনই বা কে, আর প্রার্থনাই বা কি,— এ বিষয়ে বড়ই সমস্যা পাড়তে হয়।

প্রয়োগের জায় (অর্থাৎ স্বরূপ ভীম' এই শব্দ ভীমসেনকে বুঝায় তক্রপ) লক্ষণ' দ্বারা প্রতি-
গন্তৃ-শব্দকে বুঝাইয়া সেই লক্ষণ প্রত্নগন্তৃ-শব্দ দ্বারা তদনুরূপ অর্থকে বুঝাইতেছে। এহ
তেই 'প্রতিঃ প্রাতি-নিমি-প্রতিদানয়োঃ' (পা० ১৪২২) এই শব্দের জায় (প্রত্ন'স্বত 'প্রতি'
শব্দের জায়) এতৎস্থলীয় প্রতিশব্দ, ত্রয়াগাচিৎসেতু নিপাত-ন-জা না ও৩য়াম অবার হইল না ;
সুতরাং 'পুসগুণ' (পা० ২২১১) ইত্যাদ শব্দদ্বারা স্টীসমাগু নিষক হইল না 'তবে' এই
পদটি ছে-ধাতুর উক্তর লিট; পরে 'বহলং ছন্দনি' এই শব্দ দ্বারা পুসের জায় স্প্রসারণ ও
পরপূরিতান, বিস্বপ্রকরণে 'ছন্দাস বোত বজনার' (পা० ৩১৮৩) এই শব্দ দ্বারা বিস্বচির-
অভাব করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে; উক্ত পদে সংগদেতু নিষাত হয় নাট। ২।

* এ বিষয়ে এ কাল পর্যন্ত নানা গবেষণা চলিয়া আসিয়াছে। বাবিশ শব্দের অষ্টাদশী
শব্দের টীকার নামরা দ্বারা আলোচনা করিয়াছি, এ প্রসঙ্গে তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যিক।

এখন, এই ঋকের যে ব্যাখ্যা আমরা নির্দেশ করিলাম, তাহাষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। সে আলোচনার পূর্বে, পূর্বাঙ্কর লিখিত এই ঋকের কি সম্বন্ধ আছে এবং পরবর্তী ঋকের লিখিতই বা এই ঋক কি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত, তাহাষয় একটু চিন্তা করা আবশ্যিক মনে করি। পূর্বাঙ্কর ঋক এই যে,—‘যদি আমাদের প্রার্থনা তাঁতার কর্ণে স্থান পাওয়াইতে পারি অর্থাৎ যদি আমরা ভগবানের করুণালাভের উপযুক্ত কর্মের কর্মী হই, তাহা হইলে তাঁতার অনুগ্রহ মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া আমাদের উদ্ধার করিতে আগিবে।’ এইবার দেখুন, এ ঋকের লিখিত সেই পূর্বাঙ্কর কি সম্বন্ধে গন্ধান কামিয়া পাই ? মনে করুন দেখ,—ভগবানের করুণালাভের উপযুক্ত কর্ম বা প্রার্থনা কি প্রকার ? আর মোক্ষলাভের উপাদানভূত সানগ্রাহ বা কি আছে ? সে কি গৎকর্মাদি দ্বারা সঞ্চারিত সেই শুদ্ধস্বভাব নাত ? আমরা তাই মনে করি,—এ ঋক আত্মসম্মানমূলক,—এ ঋক শুদ্ধস্বভাবকেই সম্মান করা হইয়াছে।

ঋকের লক্ষ্য—হৃদয়ে শুদ্ধস্বভাবের লক্ষ্য। আদর্শ যেমন কার্য-করী হয়, পারম্পর্য্য যে প্রকার কর্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, তেমন আর কিছুই নাত। পুত্র পিতৃপদাঙ্ক-অনুসরণে স্বতঃসামর্থ্যবান হয়। এখানে গেষ ভাবেই অনুপ্রেরণা দেখিতেছি। সানকের প্রার্থনা এই যে, তিনি মেন শুদ্ধস্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন। তাই তিনি সেই শুদ্ধস্বভাবরূপ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কেমনভাবে শরণ

“প্রভুত্বকলঃ” বাক্যে সানগ্রাহী স্বর্গদামরূপ অর্থ প্রাপ্ত করিয়াছেন। উৎসাহ এবং সানগ্রাহী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে এ ঋকে সানগ্রাহী অনুসারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে সর্বে স্বর্গে বরণ কেহই খাশন করেন নাত। কিন্তু অপরাপর অনেক ব্যাখ্যাকার এই হইতে আর্থাগণের পুঙ্গবাসের সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রচলিত একটা সানগ্রাহী উদ্ধৃত করিতেছি,—“ও হৃদয়ে আপনি আমাদের পুরাতন নিবাসস্থানের লক্ষ্যক প্রভু ছিলেন এবং আপনাকে হৃদয়ের পালক বলিয়া আমার পিতা পূর্বে প্রার্থনা করিতেন। অতএব তদনুসারে আমি এক্ষণে (আধুনিক নিবাসস্থানে) আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি।” বলা বাহুল্য, ইহাতে ইঙ্গিত সানগ্রাহ, সানগ্রাহী ও সানগ্রাহ এবং সম্বন্ধে স্থান-বিশেষ-প্রাপ্তক বলিয়া প্রতীকৃত হয়। সানগ্রাহ দৃষ্টিতে এক্ষণে অর্থ আসিতে পারে; কিন্তু সানগ্রাহ দৃষ্টি এ ঋক আর এক পদমত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আমাদের ব্যাখ্যায় তাহাই লক্ষ্য করুন।

লইয়াছেন ?—পিতৃগণ যেমনভাবে শরণ লইতেন। এইখানে মনে
 গাশয় আঁগিতে পারে,—বৃক্ষ বা কালাকালের প্রগল্ভ আছে, বৃক্ষ বা
 ব্যক্ত-বিশেষের লক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। মন্ত্র যে নিত্য।
 অনন্ত অতীতকাল হইতে অনন্ত-কোটি গাশক, এই-ই মন্ত্র এই-ই
 প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়া, ভগবানের গোবায় নিয়োজিত হইতেছেন ; এবং
 মন্ত্রের ও ভৎগতযুগ ক্রমের প্রভাবে কৃতকৃত্য হইয়া যাইতেছেন।
 এখানে এ একের অন্তর্গত 'পিতা' পদে কেবল তোমার আমার পিতাকে
 বুঝাইতেছে না ; পিতার পিতা, তাঁহার পিতা, অনন্ত অতীতের
 গাশক লক্ষ্যযুক্ত কর্ম-বিপাক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত সেই পিতৃপুরুষ-
 মাত্রকেই, ঐ পিতা শব্দে আকর্ষণ করিতেছে। 'পূর্বে' পদও ঐরূপ
 কেবল তোমার আমার পূর্বের ভাব স্মরণ করিতেছে না ;—ঐ পদে
 সেই অনন্ত অতীতের অনন্ত লক্ষ্য স্থাপন করিতেছে। পিতার পূর্বে,
 তাঁহারও পিতার পূর্বে—এইরূপ যে পূর্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া
 চেষ্টা ও দারগাশক্তি পর্যুস্ত হয়, এ পূর্বে—সেই পূর্বকেই বুঝাইতেছে।
 'প্রত্যন্ত ওকসঃ' পদদ্বয়ও সেই অনন্ত-ভাব-জ্ঞাপক। 'পুরাতন স্থান
 হইতে' এবংবিধ বাক্যে আধাত্মিক-লক্ষ্যে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পায়া।
 পুরাতন স্থান আর অন্ম কোথায় ? সেই এই পৃথিবী—সে এই জন্ম-
 জন্মরূপনিদানভূত এই সংসারই নহে কি ? তাঁহাদের বহা পুরাতন,
 আমাদের তাহা নূতন ; আবার আমাদের যাহা পুরাতন হইবে, ভবিষ্য
 গণের পক্ষে তাহাই নূতন হইবে না কি ? অতএব এক পক্ষে ঐ পদদ্বয়ে
 এই সংসারকেই (যাহারা ভারত ভিন্ন অন্ম দেশ হইতে আর্ষগণের
 আগমন-প্রগল্ভ উত্থাপন করেন, তাঁহাদগকে বলিতে পারি—এই ভারত-
 বর্মকেই) নির্দেশ করিতেছে * পক্ষান্তরে, লোকাতীত অপর রাজ্যের
 প্রতি দৃষ্টি নিষ্কপ করুন। যেখান হইতে আঁগিয়াছে, যেখান হইতে
 স্রীকুল উৎপন্ন হইতেছে, 'বতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তু,'—'প্রত্যন্ত
 ওকসঃ' পদদ্বয়ে সেই স্থানের প্রতিই লক্ষ্য আঁগিতেছে না কি ?
 পিতৃগণ কোথা হইতে আসেন ? পিতৃগণ কোথায় আছেন ? সে সেই

* ২৭শ্লোক 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থের বিতীয় পৃষ্ঠা, ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠায় এতাব্দে বিস্তৃত-
 ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে তৎপ্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

‘পুরাতন আবাদে’ নত কি ? অনন্ত অতীতকাল হইতে কোথায় অবাস্তব থাকিয়া, তাঁহারা ঐতিহাসিক শরণাপন্ন রহিয়াছেন ? হে ঐ অগম্যবাহুই কি তাঁহাদের ‘প্রদ্বোকঃ’ (পুরাতন বাসস্থান) নহেন ? তিনি অনন্তস্বরূপ ; জীক অনন্ত হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এবং অনন্তেরই উপাসনায় অনন্তে আশ্রয় পাইতেছে । পিতৃপুরুষগণ যঁাহারা পুরাতন আবাদস্থান হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহান করুণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুসরণ করার তাৎপর্য্য কি ? অনন্ত গৎকর্ম্ম দ্বারা অনন্তের সাম্যোপাদি প্রাপ্তি ভিন্ন মে লক্ষ্য অণু আর কি হইতে পারে ? ‘তুবিপ্রাতঃ’ পদও অনন্তভাবজ্ঞাপক । অনন্ত গৎকর্ম্মে তাঁহার সাম্য, ঐ পদে ব্যক্ত করিতেছে । উপগংগারে ‘নগং’ আর ‘অনু’ পদদ্বয়ের সাধকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । তুমি মানুষ ; গাংগা তুমি লোকাভীত সামগ্রীর দারণ্য করিতে পারিবে না । তাই তোমার ধ্যান-দারণ্য উপযোগী বস্তুর মধ্য দিয়া তোমার পরম-ভক্ত অরণ্য কর ইবার প্রয়াস প্রকাশ পাইয়াছে । ভগবানের অনুসন্ধানে তুমি কেন দূর ঘুরিয়া মর ? ঐ দেখ, তোমারই মধ্যে—নর-হৃদ-অভ্যন্তরে—শুদ্ধগত্বেভাব-রূপে ভগবান নিহিতমান রহিয়াছেন । দেখ,—বোঝ,—ধারণা কর ; ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আপন হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে । ‘অনু’ পদ কখনো আরে তাঁহাকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হওয়ার ভাব ব্যক্ত করিতেছে ।

এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, তখন বুঝিতে পারিবে—স্বাকের সম্মার্থ কি ? তখনই বুঝিবে, যাক্ তোমার তোমার গাংমুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া কাহিতেছে,—‘তোমার মোক্ষোপায়ভূত যে শুদ্ধগত্বেভাব, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর । তোমার পিতৃপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তুমি তোমার শুদ্ধগত্বেভাবকে পারি দ্বিত ও হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে চেষ্টা পাও । আর, সেই শুদ্ধগত্বেভাবকেই ভগবানের নিহিত স্বরূপ মনে করিয়া, আপনার মন্যে আচ্ছ কারবার জন্ত প্রার্থনা জানাও ।’ কোন অবস্থার পর কোন অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায়, এ যাক্ তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে । স্বর্গের মন্দির—মে’ক্ষের নিদান, ইহাতেই লক্ষ্য কর । (১ম—৩০সূ—২০) ।

দশমী পদক।

(প্রথমং মঙ্গলং । ত্রিংশৎ-সূক্তং । দশমী পদক ।)

তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহুত।

সখে বসো জরিত্ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ।

তং । ত্বা । বয়ং । বিশ্ববারা । আ । শাস্মহে । পুরুহুত ।

সখে । বসো । ইতি । জরিত্ভ্যঃ । ১০ ।

* * *

মর্ষাপ্তনারিনী-বাখ্যা।

'বিশ্ববার' (লক্ষ্মীপূজার) 'পুরুহুত' (লক্ষ্মীরাহুত) 'সখে' (পরমহিতৈষিন) 'বসো' (জগদাশ্রয়রূপ হে দেব) 'বয়ং' (তব কৰ্ম্মাধরতাঃ) 'জরিত্ভ্যঃ' (স্তুতিকারিণাং হিতার্থং) 'তং' (হিতৈষণাদিশুণ্যুতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শাস্মহে' (প্রার্থনামঃ) ।
হে জগদাশ্রয়রূপ জগবন্! ত্বং স্তুতিপারায়ণানং অস্মাকং মঙ্গলং সম্পাদয়
ইতোবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম ৩০সূ-১০প) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে জগতের পূজনীয়, সকলের আরাধনার মন, পরমহিতৈষী,
জগদাশ্রয়! আপনার কৰ্ম্মে নিযুক্ত আমরা, স্তুতপতায়ণ এই আমাদের
মঙ্গলার্থ, হিতৈষণাদি-শুণ্যুত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি;
(আপনি আমাদের মঙ্গল করুন) । (১ম-৩০সূ-১০প) ।

* * *

সারণ-তাস্থ্যং ।

তে নিখবায় নর্কীকরনীম পুরুতুত বহুভিঃ স্ব স্ব কর্মণ্যাহুত লখে সখিবৎপ্রিয় বসো নিগদ-
তেতো ইন্দ্র তং পূর্কোক্তগুণযুক্তং স্বং জরিত্যঃ স্তোতৃণামনুগ্রহার্থমাশামহে । প্রার্থনামহে ।
আশামহে । আঙ্ শাস্ত্র ইচ্ছায়াং । অদি প্রভৃতিভ্যঃ লপ ইতি লপো লুক্ । বসো ।
নামস্তিতে সমানাদিকরণ ইতি পূর্কপ্রাণিভ্রমানবস্ত্রনিবেশাৎ পরাজ-স্ত্রাবেচাপি স্তি
শেষ নিঘাতেন বাগ্ভিত্ত্বত্ চোঁত বা সর্কীকরনাস্তবং । জরিত্যঃ । জরতি স্তিতকথ্যা ।
তুচশিবািনস্তোদাস্তবং । ১০ ।

ইতি প্রথমত্র দ্বিতীয় একোনত্রিংশো বর্গঃ ।

* * *

দশম (৩৩৬) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এ ঋক ময়ল প্রার্থনামূলক । যখন মানুষ গদ্যভাবে অধিকারী
হইতে সমর্থ হয়, পূর্ক ঋকের আদর্শ অনুগারে মানুষে যখন গদ্য-
পরম্পরা বিকাশ পায়, তখন সে ভগবানকে এইরূপ প্রার্থনাই জ্ঞাপা
করিতে পারে । সে যখন আপন কর্ম প্রভাবে আপনি লখা-স্বরূপ হইয়া
সাঁড়ায়, তখন সে তো নিশ্চয়ই তাঁহাকে 'লখা' বলিয়া সম্বোধন করিবার
অধিকারী হয় । পূর্কের 'লখায়াঃ' (লখাস্বরূপ) হইয়াছিল । এবার

সারণতাস্থ্যের বঙ্গাঙ্গণাদ ।

হে সর্কীকরনরনীম ! স্ব স্ব কার্যে বহুজন যীহাকে আহ্বান করে, এতাবুশ লখার ভায় প্রিয়
(শ্রীতিজনক) সর্কীকরনের আশ্রয়স্থল ইন্দ্রদেব ! সেই পূর্কোক্ত সর্কীকরন প্রশংসাদিগুণযুক্ত যে
আপনি, স্তবকারিগণের প্রীত অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ।
তাবার্থ এই - হে সর্কীকরনরনীম ইন্দ্রদেব ! আপনি স্তবকারিগণকে অনুগ্রহীত করুন,
তাই আমাদের প্রার্থনা ।

'আশামহে' এই পদটী, আঙ্ পূর্কক লপ ধাতুর অর্ধ ইচ্ছা । ঐ ধাতুর উত্তর (লট-মহে)
লপ্ প্রত্যয়, 'আদি প্রভৃতিভ্যঃ লপঃ' এই সূত্র দ্বারা লপের লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । 'বসো'
এই পদে 'নামস্তিতে সমানাদিকরণে' পূর্ক সর্কীকর এই সূত্রে অবিভ্রমানবস্ত্র নিবেশেতু
পরাজ-স্ত্র'ব তইলে শেষ-ভাগের নিঘাত দ্বারা, অথবা, 'আম'স্ত্র'ত'চ' এই সূত্রে দ্বারা সর্কীকর
অনুদাস্ত হইয়াছে । 'জরিত্যঃ' এই পদ, স্ত'ত-বোধক জ, ধাতুর উত্তর 'তুচ্' প্রত্যয় দ্বারা
নিপ্পন্ন । ঐ পদে তুচ্-প্রত্যয়ের লিৎ-সংজ্ঞাতেতু অন্তবর উদাস্ত হইয়াছে । ১০ ।

প্রথম ঋকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত । ২০ ।

* * *

‘সখে’ বলিয়া সম্বোধন করিতে সমর্থ হইল। পূর্বাপর দুই একের গম্বক-সূত্র এই গদ্যেই উপলব্ধ হয়।

হে সখে! আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সর্ষপুত্র্য, আপনি সর্ষজনের আরাধ্য, আপনি সকলের আশ্রয়-স্থল, আপনি সখ স্বরূপ, আপনি বিঠৈতমণাদিন্তাংগাপেত। আপনি ভিন্ন কে আর আমাদের মঙ্গলগণন করিবে? তাই অনন্তমনা হইয়া আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব! আপনি আমাদের শ্রেয়ঃসাধন করুন। (১ম—৩০সূ—১০শ)।

— . —

একাদশী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলং। ত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অস্মাকং। শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাবুং।

সখে বজ্রনংসখীনাং ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিভ্রেশ্বনং।

অস্মাকং। শিপ্রিণীনাং। সোমপাঃ। সোমপাবুং।

সখে। বজ্রনং। সখীনাং ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্রাভিলাষী-ব্যাখ্যা।

‘সখে’ (বিসম্বরণরমোপকারিন্) ‘বজ্রনং’ (পত্রসংহারে বজ্রধারিন্) ‘সোমপাঃ’ (তাজিরসগ্রাহক, তাজি গ্রহ, হে দেব।) স্বঃ ‘সোমপাবুং’ (তাজিরসরক্ষকানাং) ‘সখীনাং’ (সখিবৎ রক্ষণীনাং) ‘অস্মাকং’ (অস্মাকানাং) ‘শিপ্রিণীনাং’ (জ্যোতিষতীনাং, উজ্জলপ্রভাবুজ্জানাং পরমার্থবুদ্ধীনাং সাধিকবৃত্তীনাং বা। অজ্ঞানং বিবেচি ইতি শেষঃ। হে তাজিরসগ্রাহক ভগবন্। বয়ঃ স্বদর্ভং তাজিরসং বহুতঃ নংরক্ষামঃ, স্বং হি অস্বংলব্ধিক্রমঃ পরমার্থবুদ্ধয়ঃ সাধিকবৃত্তয়শ্চ যথা বর্জিতা ভবন্তি, তথা কুরু ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ ১১শ)

* * *

বক্রাভঙ্গ

হে সখার স্যায় পরম উপকারক, শক্র প্রভি বক্রতুল্য কঠিন হৃদয়,
ভক্তিরসানুপ্রাপক (ভক্তিপ্রিয়) দেব । আপনার ঠাকুর, ভক্তিরসরসকর,
সখিবৎ-রক্ষণী। মে আমরা, আমাদের সম্বন্ধে আপনি উজ্জ্বলপ্রভাবুক্ত
পরমার্থ-বৃদ্ধি ও মাতৃকবৃদ্ধি-সকলের অঙ্গুণ্য বিধান করুন । আমরা
যেমন পরমাত্ম-স্বকৃপ্ত সম্বন্ধে লাভ করি । (১ম—৬০ পৃ—১১ খ) ।

• • •

নিপ্রীণাং ।

হে সোমপাঃ সোমত পাত্রে সপ মনিসং পিতৃ বক্রন জয়ক্রেম সখীনাং সখিবৎপ্রিয়ানাং
সোমপাবুঃ সোমত পাত্রে সপমস্বাকং নিপ্রীণীনাং দীর্ঘনাং স্নুভাং নাসিকাতাং বা বৃকানাং
গবাং সম্বৎসং সসাদানান্তি মেঘঃ ।

নিপ্রীণীনাং । অয়েতো ভানিতি ভীপ্ । তত্র পিতৃদমুদান্তে সতি প্রত্যয়ঃ পিতৃভে ।
সোমপাঃ । আমন্ত্রিত্ত সতি পিতৃদানামন্ত্রিত্তাদান্তঃ । সোমপাবুঃ । আতো মন্ত্রিত্তা-
দিবা বনিপ্ । অয়েতোমঃ । পাং ৬০ ১৩৪ । উতানোৎকারেণ গোপঃ । ১১ ।

• • •

একাদশ (৩৩৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— — — ১ — — —

এ ঋকের অন্তর্গত 'নিপ্রীণীনাং' পদ, ব্যাখ্যাকারগণকে বিশেষ
সম্মতির মন্যে ফলিয়াছে । কারণ এই পদ তটকে গাভীগণকে (গবাং)
টানিয়া আনিরাছেন । অগ্ন্য স্নাত্য কারগণের কেত না, সায়ণের

সায়ণভাষ্যের বক্রাভঙ্গ । -

হে সোমরসপানকারিন । সখার ভূলা প্রীতকর, বক্রপর উজ্জদেব । তোমার প্রসাদে
সখার স্যায় পিতৃ সোমপায়ী আমাদেব, দীর্ঘ তত্বদেশ অথবা দীর্ঘনাসিকাবুক্ত গো-সমূহ হউক ।
'হে উজ্জদেব । আপনার প্রসাদে আমাদেব তত্ব গাভী হউক, উহাট প্রার্থনা ।

'নিপ্রীণীনাং' এই পদে নিপ্রীণন শব্দের উত্তর 'অয়েতোভীপ' এই পত্র দ্বারা ভীপ, প্রত্যয়
হউয়াছে ; এবং সেই ভীপ-প্রত্যয়ের 'প' উৎ বাওয়ার অঙ্গুদান্ত বর হউলে, প্রত্যয়বর অবশিষ্ট
হউয়াছে । 'সোমপা' এই পদে বর্তমানকালে আমন্ত্রিত পদ কথিত হওয়ার, আমন্ত্রিত্ত-
পদের আদি-বর উদাত্ত হউয়াছে । 'সোমপাবু' এই পদটি, 'আতোমন্ত্রিত্ত' উত্তমটি
পত্র দ্বারা বনিপ্, প্রত্যয়, এবং 'অয়েতোমঃ' (পাং ৬০ ১৩৪) এই পত্র দ্বারা অকারের
সোপ করিয়া লিখ হউয়াছে । ৩১ ।

• • •

অনুসরণে, একে দীর্ঘনাগিকানিশিষ্টে গাভীগণের পতিবন্ধির কামনা প্রকাশ
পাইয়াছে—ক'রাছেন; কেহ বা, এই শব্দ প্রার্থনাকারীগণের দীর্ঘ-
নাগিকা বা স্রবদনের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে—অনুতন করিয়া লইয়াছেন।
একে ক্রিয়াপদ নাট বলয়, কেহ বা ক্রিয়াপদ গদ্যাহার করিয়াছেন;
কেহ বা, এই শব্দকে এতদ্বারা পরমার্থী শব্দকে 'যুগ্মক' স্বীকার
করিয়া একযোগে দুই শব্দের অর্থ-গাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
ভাবে বল বাজুলা, কোনও ব্যাখ্যাতেই পূর্বাগর ভাষ্যেও
বিষয়ে প্রমত্ত দেখতে পাঠ না।

আমরা 'শিপ্রিনীনা' পদে 'সাত্বিকরসীনা' উপাদিক্রমে অর্থ গ্রহণ
করিলাম। 'শিপ্রিন' শব্দ যে জ্যোতিঃ-অর্থ-স্রোতক, নানা স্থানে আমরা
ভাষ্য প্রতিপন্ন করিয়াছি। ণ নাগিকা বা তনু অর্থে যে ণ পদ ব্যবহৃত
হয় নাই, এমত্ অতিনিবেশসংকারে লক্ষ্য করিলেই তাহা স্রবদন
হইতে পারিবে। পরন্তু পরমার্থবুদ্ধ-শব্দে, শব্দভাষ্য-শব্দে, প্রার্থনাই
শে শব্দে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্বতঃই মনে আসে। 'সোমপাঃ',
'ব'জ্জন' প্রভৃতি শব্দ কি অর্থে কি ভাবে কাহার উদ্দেশ্যে
প্রযুক্ত, শে পক্ষে তাহা আর বুঝার জগৎ কদম স্বীকার করিতে হয় না।
প্রার্থনাকারীর শব্দে প্রযোজ্য 'সোমপাঃ', 'সখানাঃ' প্রভৃতি পদও
তখন পরম সন্তান-প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইল। শব্দভাষ্যে স্রবদনের সত্য

* দুই প্রকারের দুইটি অর্থবাদ (একাদশ ও ষোড়শ হুৎ স্বাকরত) নিয়ে উক্ত কা
গেল। যথা,—(১) "হে সোমপানসিধ, শে, বজ্জনার ইন্দ্রাদয় আমরা দীর্ঘকৃত্বসু-
সোমপানীনা এবং আপনায় সপিনৎপ্রিয়। স্তত্রাহ আমাদিগের"। ১১। (এই পর্যন্ত একাদশ
শব্দের অর্থ, এতদ্বারা পর ষোড়শ শব্দ অর্থ) "অভিলাষ পূরণ করুন এবং আপনায় নিকট
আমরা যাঁরা প্রার্থনা করি, সে হবে বজ্জন। তৎসমস্ত অগ্রগত পুত্রক আদ্যাদিকে
প্রদান করুন। ১২।" (২) "হে সোমপানী, শনা, বজ্জনরী হস্ত। আমরাও তুমি
শনা ও সোমপানী; আমাদের দীর্ঘনাগিক। গাণীদল বৃদ্ধি হউক। ১১। হে সোমপানী,
শনা, বজ্জনরী। এইরূপই হউক, তুমি একরূপ অচরণ কর, যেন আমরা মকলার্ঘ ভোমার
(অনুগ্রহ) কামনা করি। ১২।"

† প্রথম অধ্যায়ে, নবম সূক্তে তৃতীয় শব্দে, বিতীর অধ্যায়ে উনত্রিংশ সূক্তে বিতীক
শব্দে, "শিপ্রা" ও "শিপ্রা" শব্দ আছে। তাহাদের আমরা যথা গাণিত্যে, এতৎসমস্ত
কাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সাধু-গন্ধক-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ বুঝের অজ্ঞান-আঁক ভাঙাই
যে প্রকাশ পায়, এই ঋক্ সেই ভবুই খাপন করিতোছে। পরমায়-
সহকীয় গবুভান-ভাঙই এ ঋকের প্রার্থন। (১ম—৩০সূ—১১৭)।

৬ দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিংশৎসুতং । ষাটশী ঋক্)।

তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্ তথা কৃণুঃ ।

যথা ত উশ্মাণীষ্টয়ে ॥ ১২ ॥

• • •

পত্র-বিশেষণ - ।

তথা । তৎ । অস্তু । সোমপাঃ । সখে । বজ্রিন্ । তথা । কৃণুঃ ।

যথা । তে । উশ্মাণী । ঈষ্টয়ে ॥ ১২ ॥

• • •

মর্ধ্যানুসারিত্ব-বাণীঃ ।

'সোমপাঃ' (তক্তিরসগ্রাহক) 'সখে' (সখিতুল্য পরমোপকারিত্ব) 'বজ্রিন্' (ব্রহ্ম-
কঠিনস্বরস্বত, অজু নির্দয় হে দেব)। যৎ 'ইষ্টয়ে' (বজ্রার, আঘোৎকর্ষনঃকর্ষ-
নিমিত্তং) 'তে' (তব সমীপে) 'যথা' (যাদৃশং অতুগ্রহমিতি শেবঃ) 'উশ্মাণী' (কামরাগে,
প্রাণরামঃ, ইচ্ছামঃ বা) 'তথা' (তাদৃশং অতুগ্রহং) 'কৃণু' (কুরু) ; নিক, 'তৎ'
(অস্বদীরং আরক্তং কর্ম) 'যথা' (তাদৃশেন তবাতুগ্রহেণ পূর্ণং) 'অস্তু' (তবতু)। হে
দেব ! তৎ আঘোৎকর্ষসাধনার অনন্যাকাজ্জানুরূপং অতুগ্রহং কুরু ; স্বদতুগ্রহেণ চ
অস্বাকং বজ্রকর্ষ সম্পূর্ণং তবতু ইতি তাবঃ । (১ম—৩০সূ ১২৭)।

• • •

স্বাক্ষরঃ ।

ভক্তিপ্রিয়, লখার জায় উপকারক, লক্ষণে প্রতি স্বাক্ষরঃ কঠিন-লক্ষণ, হে দেব! আশ্রয়ার্থে লখণের নিমিত্ত আমরা আপনাত নিকটে যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, আপনি নেই অনুগ্রহ প্রদান করুন; আপনার অনুগ্রহে আমাদের আরক কৰ্ম্য পূর্ণ হউক । (১-৩ সূ-১ ঋ) ।

* * *

স্বাক্ষর-ভাষ্যঃ

হে সোমপাঃ লখে লক্ষণে ইষ্টেহক্লিন্মিহাৰ্যঃ হে স্বাক্ষরঃ লখে যেন প্রকারেণোশ্মিহাৰ্যঃ বরং কামরাস্তে । অং লখা কুরু । স্বাক্ষরানাধুনাতীষ্টে তপস্বি ।

রগু! কুনি তিসাক্ষরশেচ । উদ্বিন্মুঃ । নিমিত্ত-ধ্বারা-চ্ছড়া-প্রত্যয়ঃ । ভবলক্ষণ-রোগেন বকারক্ লক্ষণা । অতো লোপ ইতি তত্র লোপঃ । তত্র স্থানিবস্তানল্লবু-ল্লগতাবঃ । উতশ্চ প্রত্যয়ান্বয়যোগপূৰ্ণাদিতি হেজ্জক্ । উশ্মানি লখ কাঙ্কো । ইদেহা মসিঃ অনাদিহচ্ছাপা লুক্ । গ্রন্থিতাদিনা সম্প্রসারণঃ প্রত্যয়শব্দঃ । যদ্ব-ব্যয়োগাদ-নিবাতঃ । ইষ্টেহে । ইষ ইচ্ছাচারঃ । ক্লিনি তিত্ত্বত্ৰ শানিনেটপতিবসঃ । যদ্বা যদ্বতেঃ ক্লিনি বচিনপীতাদিনা সম্প্রসারণঃ । ব্রশ্চাদিনা যদ্ব ইষ্টেহা । পূৰ্ণান্ন পক্ষে যদ্ব ইষ্টেহে ক্লিনি উদ্বিন্মুঃ । দ্বিতীয়ে তু বাতাদেন ॥ ১২ ॥

* * *

স্বাক্ষর-ভাষ্যঃ স্বাক্ষরভাষ্যঃ

হে সোমপান কারিন, লখার জায় প্রীতিকর স্বাক্ষর উচ্চারণ! অক্লিষ্টসিক্ত নিমিত্ত আমরা, যে প্রকারে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি; তুমি নেই প্রকার অনুগ্রহ কর; অর্থাৎ তোমার প্রসাদে আমাদের লেট অভিল্য পূর্ণ হউক ।

'কুশ্ব' এই পদটি, ত্রিংশৎ ও করা অর্থে বোধক 'কুবি' শব্দে উত্তর উকার ঠে-ঠেতু গুণ, 'নিমিত্ত-ধ্বারা-চ্ছড়া' এই শব্দে দ্বারা উ-প্রত্যয়, লেট 'উ' প্রত্যয়ের সন্ধিস্থিত হেতু বকারের স্থানে অকরি, 'অতলোপঃ' এই শব্দে দ্বারা অকারের লোপ; লেট লুপ্ত অকারের স্থানে লি-লি-লি-লি লক্ষণ উপকার স্বগতাব, এবং 'উতশ্চ প্রত্যয়ান্বয়যোগপূৰ্ণাদি' এই শব্দে দ্বারা 'উ' লক্ষণে লুক্ কারিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । 'উশ্মানি' এই পদটি, কামনা-অর্থবোধক লখ শব্দে উত্তর উকারক মসি প্রত্যয়, অনাদি-হেতু শব্দের লুক্ (লোপ) এবং প্রত্যয়িত্তে সম্প্রসারণ (জি) করিয়া নিম্পন্ন; উচ্চ পদে প্রত্যয়শব্দ; বৎ-লক্ষণে যোগ-হেতু নিবাত হইল না । 'ইষ্টেহে' এই পদটি, ইচ্ছার্থে ঠে-ধাতুর উত্তর ক্লিন্মুঃ; পরে, 'তিত্ত্বত্ৰ' ঠেত্বাদি সূত্র দ্বারা টট্ (টম) নিবেদন করিয়া সিক্ত; অথবা বজ শব্দে উত্তর ক্লিন্মুঃ, পরে 'বচি স্বপি' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সম্প্রসারণ, এবং ব্রশ্চাদি-হেতু বকার হইলে ক্লিন্মের ত স্থানে 'ট' করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । পূৰ্ণ (ঠে ধাতু হইতে লখিম)-পক্ষে 'মস্তে বুব' এই সূত্র দ্বারা আন, দ্বিতীয় ('যজ' শব্দে হইতে লখিম)-পক্ষে ব্যতিক্রম দ্বারা ক্লিন্মের বর উদ্বিন্মুঃ হইয়াছে । ১২ ।

•

দ্বাদশ (৩৩৮) ঋকের বিশদার্থ ।

— . —

পূর্বে পাঠের সচিব সাধারণতঃ যে ভাবে এ ঋকের সম্বন্ধ স্থচিত হয়, তাহার আভাষ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে অর্থে পূর্বে ঋক গ্রন্থ করিয়াছি, এ ঋকের সচিত্র তাহার সম্বন্ধিত গিম্বু অনুমান করুন সম্ভবতঃ, সাত্বিক বুদ্ধির বা পরমার্থ-জ্ঞানের যে অভ্যাস হয়,—সেই ভগবানেরই অনুগ্রহে। আত্মসংকর্ষ-সামনের অস্ত্র পাশ্বে প্রস্তুত যে অনশুকর্তব্য, তাহা অসীকার করি ।। কিন্তু তৎপক্ষেই ভগবানের করুণা আবশ্যিক। এক্ষণে সেই করুণার প্রার্থনা প্রকাশ পাঠ-ভেদে। তাঁতাকে যখন সখার স্তায় উপকারী বলিয়া ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাঁতাকে যখন আমার অসুঃশত্রু নঃশত্রু সর্বপ্রকার শত্রুর বিমর্দক বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন, তাঁতাকেই অনুগ্রহে আত্মসংকর্ষ সাধিত হওয়ায় সাজে লক্ষ্য, যে সকল প্রকার জ্ঞেয় লাভ হইবে—সেই বিষয় হৃৎ প্রান্ত হয় সেই অনস্বাতেই সাধক প্রার্থনা করে,—‘ও ভগবান! আপনার অনুগ্রহে আমার আরক্ক-কর্ম পূর্ণ হউক; অর্থাৎ, আমার জন্ম সম্বন্ধে পূর্ণ হউক।’ এ ঋক্ সেই অবস্থার সেই প্রার্থনা, বন্ধে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৩০সূ— ২ধ)।

— . —

ত্রয়োদশী পাক ।

(প্রথম- ১৩৭। ত্রয়োদশী পাক)।

। । ।
 রেবতীনঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ ।

।
 কুমন্তো ষাভিমদেম ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

রেবতীঃ । নঃ । সঙ্খ্যানে । ইন্দ্রে । সন্ত । তু'বহবালাঃ ।

সুহৃৎসুঃ । যাতঃ । মনেম । ৩০৩

• • •

মর্থ্যাতুল্যাদিনী-কাথঃ ।

'ইন্দ্রে' (ইন্দ্রে, পরমাত্মনি) 'সঙ্খ্যানে' (সীতযুক্ত) 'সুহৃৎসুঃ' (স্বীতপত্ন্য, বরং) 'যাতঃ' (তুহনস্বতাইবঃ) 'মনেম' (অনিন্দমহুভনেম), 'নঃ' (অন্যাকং) 'তু'বহবালাঃ' (রেবতীঃ) (রেবতীঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্ত' (অনন্ত) । অগবৎসীতসাধনকামনয়া উৎসৃষ্টানাঃ পরং অগমানন্দপ্রাপং যৎ তুহনস্বতীং গতাংহেঃ, তৎসর্গঃ তপবাত্ত বিনিযুক্তো তবতু ইতি তাবঃ । (ম ৩০২-১০৩) ।

• • •

বঙ্গাশ্রয়ঃ ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রেদেবে) প্রীতযুক্ত হইলে, স্ত্রীতপরাগণ আমরা মে শুক্রস্বভাবে উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আত্মাদিগের সেই শুক্রস্ব-ভাবগম্বুহ পরমার্থযুক্ত (পারমাত্মায় য় গিনিবিস্ত) হউক । (ম—৩০২—১০৩) ।

• • •

সারণ-ভাষ্যঃ ।

সুহৃৎসুঃসংগতো বরং যাতঃসৈভিঃ সহ মনেম । ইন্দ্রেম । ইন্দ্রে পরমাত্মেৎসাত্তিঃ সহ স্বসুতে সাত নো'ন্যাকং তা গাবো রেবতীঃ কীরাকাদিগনগতাঃ তু'বহবালাঃ প্রতুতং বলাশ্চ পত্ন্যঃ ।

রেবতীঃ । রসিনকায়তুপি রয়োর্থতো বহুগামাত সস্ত্রারণং পরপূর্ষতা । হৃদসীঃ

সারণ ভাষ্যর বঙ্গাশ্রয়ঃ ।

অস্বকু আমরা বেঙ্গো-সবুতের দাত্ত আনন্দিত হইব, ইন্দ্রেদেব আমাদের পতিত হইবে ইন্দ্রে আমরা সেই গাতী লকল কীর, যুত প্রতুত রূপ সম্বন্ধিযুক্ত এবং প্রতুতবলসম্পন্ন হউক । তাগাৎ-এত,—অ মানেম কং ইন্দ্রেদেব সন্তই হউন, এবং আমরা যে সকল সাতী পাত করিয়া হই হইয়া থাকি ; সেই গাতী লকল ইন্দ্রেদেবের প্রদানে প্রচুৎ কীরকুত ত প্রতুতবলসম্পন্ন হউক, তৎই প্রার্থনা ।

'রেবতীঃ' এই পদটী, স্ত্রী-বাক্যের উত্তর মতুপ., পরে, 'রয়োর্থতো বহুগাঃ' এই স্ত্রী-র সস্ত্রারণ, পর পূর্কভাব, 'হৃদসীঃ' এই বক্তা দ্বারা মতুপের দ স্থানে 'ব.' 'বা হৃদসি'

ইতি মতুপো বহুঃ । বা ছন্দগীত পূৰ্ণসংগদার্থঃ । আরেন্দাক্ষ মতুপ উদাত্তবা বক্তব্য-
 মিত্তি রেন্দাক্ষরত্যাগ ভগতীত পূৰ্ণমেবোক্তং । পথমাদে । মন ত্ৰিপ্রযোগে । চৌমা-
 দিকঃ । পথমাদে । সহ মানসভাতি পথমাদঃ পচাত্তচ্ সধমানহরোহুন্দনি । পা০
 ৬০০৬ । ইতি পচনকৃত্ত সধাদেশঃ । খানানিনোত্তরণদাত্তোদাত্তে প্রাপ্তে পরানিন্দুন্দনি
 বহুলামত্ৰাত্তরণদাত্তাদাত্তং । ত্ৰিবিধাভাঃ ত্ৰুর্ভিত্ত সৌত্রো বাতুর্ভাভাঃ । অচ ইতি ত
 ইঃ । সাজাপূৰ্ণকরাদ্ভাঃপা ন ত্যাত্ত । বহুত্রীণো পূৰ্ণসংগদার্থিত্ববহুঃ । কুম্ভঃ । কুম্ভ
 পক্ষে অস্মাৎ কি প ত্ৰুগ্ভাবস্থান্দনঃ । হ্রস্বত্ভাঃ মতু'ব'ত মতুপ উদাত্তবঃ । মদেখ ।
 মদী ০র্ধ ব্যত্যায়েন নপ্ । অহুপদেশান্নান্নপাত্তুকাহুনাভে নপঃ পিছাদহুদাত্তবঃ ।
 ভতো বাতু'বঃ পিছতে । ১৩ ।

ত্রয়োদশ (৩৩১) ঋকের বিগদার্থ ।

এই সন্দেহেট এ ঋকের বিগদ বিপরীত কার্য প্রচলিত আছে ।
 কেহ অর্প করিয়াছেন,—“তন্দ্রদেশে আমাদিগের সহিত সোমরস পান
 করিয়া সমযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নানিষ্ট সম্পৎ প্রদান
 করুন, যদ্ব'রা আমরা অমযুক্ত হইয়া সমযুক্ত হইতে পারি ।” কেহ বা
 অর্প করিয়াছেন,—“তন্দ্র দ্য আমাদিগের প্রতি জগ্ন হইলে আমাদিগের

এই সন্দেহে পূৰ্ণসংগের দর্শন কারণ সিদ্ধ হইয়াছে । 'রেন্দাক্ষ মতুপ উদাত্তবা বক্তব্যম'
 এই পদটির সূত্র দ্বারা রেন্দাক্ষ উত্তর ও মতুপের স্বর উদাত্ত বঃ ; ইতি পূৰ্ণসংগ উক্ত
 হইয়াছে । 'পথমাদে' এই পদটি, 'সহ মানসভাতি তয়' এই অর্থে ত্ৰিপ্রযোগ-বোধন
 ৬০০৬ । এই সূত্র দ্বারা পচনকৃত্ত অচ্ (অন, অ) প্রত্যয়, 'সধমানহরোহুন্দনি'
 ০৬০০৬ । এই সূত্র দ্বারা সহ শব্দের স্থানে পধ-আদেশ করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে
 ত্তচ্ পদে যাদাদি হ্রস্ব উত্তরণপদের অন্তবর উদাত্ত প্রাপ্ত হইলে, 'পরানিন্দুন্দনি' বহুলাং
 এই বিশেষ্য অন্তমহেতু উত্তর পদের আদবর উদাত্ত হইয়াছে । 'ত্ৰু'বিধাভাঃ' এই পদটি, ত্ৰু'ভি
 অর্ধ-বাগ্য 'ত্ৰু' এই সৌত্র বাতু'র উত্তর 'অচ হঃ' এই সূত্র দ্বারা ত-প্রত্যয় করিয়া লি
 ত্তয়াছে ; সাজাপূৰ্ণকরাদ্ভাঃপা হ্রস্ব নাই ; এং বহুত্রীণি পমান হইলে পর পূৰ্ণসংগে
 'কুম্ভঃ' এই পদটি, পক্ষার্থ কুম্ভ বাতু'র উত্তর কিপ্ করিয়া বিপর
 উত্তরণদে ছান্দস প্রযোগে কুম্ভ হ্রস্ব হইয়াছে ; এং 'হ্রস্বত্ভাঃ মতুপ' এই সূত্র দ্বারা মতুপে
 বর উদাত্ত হইয়াছে । 'মদেখ' এই পদে ০র্ধ মদ বাতু'র উত্তর ব্যতিক্রমে নপ্ অকার
 উপদেশ হেতু ল-সামখাত্তক অহুদাত্ত বর প্রাপ্ত হইলে পদের প ইং ব্যত্যায়ে অহুদাত্ত বঃ
 ভৎপরে বাতু'র বর উপনিষ্ট হইয়াছে । ১৩ ।

(গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাণ্ড পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।” সায়ণের ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা পূর্বেবক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহাতে পূর্বাপর অর্থ সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটি শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—‘রেবতীঃ’ পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্বোতক ‘রয়ি’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি বিশেষণ সর্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া-প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া ষাঁহার বিধ্বাস করেন, ঠাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, ‘রেবতীঃ’ পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ‘রয়ি’ শব্দ ধনর্থবাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংজ্ঞাই ‘রেবতীঃ’ পদে ধ্যাপন করিতেহে না কি? তার পর—‘সধমাদ’; ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে ‘আনন্দযুক্ত’ ‘প্রীতিযুক্ত’ ‘শ্রদ্ধাসমগ্নিত’ প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে ‘সধ’ (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে এক সঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। ‘ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া’—এই ভাবই ‘সধমাদ’ পদে প্রকাশ পাইতেছে। ‘ক্ষুমন্তু’ পদে সায়ণ ‘অন্নবন্তুঃ’ লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক ‘ক্ষু’-ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত) যখন ঐ পদ ব্যুৎপন্ন, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সহিত—স্তুতির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই ‘ক্ষুমন্তুঃ’ পদে ‘স্তুতিমন্তুঃ’ ‘মন্ত্র-বিশিষ্টঃ’ অর্থ গ্রহণ করিতে চাই। পূর্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধমন্ত্র-

ভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে । সুতরাং 'তাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয় ।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্যো—ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয় । সেই ভাব—সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির-বিগ্ৰহান রত্নক—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ । কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ—ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়ঃলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি ? এখানে তাহাই সূত্রিত হইয়াছে । (১ম—৩০সূ—১৩ঋ) ॥

— . —

চতুর্দশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ত্রিংশৎ সূক্তঃ । চতুর্দশী ঋক্) ।

আ ষ ত্বাবান্ ত্বনাপ্তঃ স্তোতৃত্যো ধ্বক্ষবিয়ানঃ ।

ঋগোরক্ষং ন চক্রোয়াঃ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

আ । ষ । ত্বাবান্ । ত্বনা । আপ্তঃ । স্তোতৃত্যো । ধ্বক্ষো ইতি । ইয়ানঃ ।

ঋগোঃ । অক্ষং । ন । চক্রোয়াঃ ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-বাখ্যা ।

'ধ্বক্ষো' (অগ্গ্ৰাক্ষ হে দেব !) 'ত্বাবান্' (তৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অমুগ্রহপরাহরণঃ) নাস্তীতি শেষঃ ; 'চক্রোয়াঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্তমে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেপঃ, পরিধাংশবিশেষঃ) ভূমিংস্পৃশতি তদং, হে দেব ! 'স্তোতৃত্যোঃ' (স্তোতৃত্বাৎ অস্তীষ্টদিক্কার্থঃ) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অহমিতিশেষঃ) 'অনঃ' (ভবদীমানুগ্রহেণ) 'ষ' (অবশ্বঃ)

‘আ ঋণোঃ’ (স্বঃ প্রাপ্তুমাশয়ে)। মন্ত্রাভ্যন্তরে স্তৃষ্টি উপমা নিষ্ঠতে। অক্ষাংশো যথা চালকসাহায্যেনৈব ভূমিং স্পৃশতি, তদ্বৎ ভগবদমুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং ত্রাপ্নোতীতি ভাবঃ ॥ (১ম—৩০সূ—১৪৭) ॥

• • •
বঙ্গানুবাদ ।

জগদ্ধারক হে দেব ! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ মণি আর নাই ; চক্রে আবর্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব, স্তোত্রগণের অতীর্কসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি, আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (১ম—৩০সূ—১৪৭) ॥

• • •
সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে ধৃষ্ণা ধৃষ্টযুক্তো ভাবান্ স্বসদৃশো দেবতা বিশেষস্তমনাপ্তস্বানুগ্রহবশাৎ স্বয়মেবাপ্তঃ সন ইয়ানোহস্মাভির্ঘীচ্যমানঃ স্তোত্র-ঃ স্তোত্রাণামনুগ্রহাৎ তদভীষ্টার্থং য অবশ্যমা ঋণোঃ। আনীষ প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টম্ভঃ। চক্রোঃ যথাস্ত চক্রবোরক্ষং ন। যথাক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ ॥ ভাবান্ বতুপ্ প্রকরণে যুগ্মদন্ত্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানমিতি বতুপ্। প্রত্যায়োত্তরপদয়োশ্চিতি মপর্যস্তস্ত ভ্বেদেশঃ। আ সর্কনাম্নঃ। পা० ৬৩২১। ঠিতি দকারস্তাৎ। বতুপঃ পিতৃদমুদাত্ত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যত। অনা। মন্ত্রেষু ভাদেবায়নঃ। পা० ৬৪১৪১। ইত্যাকারলোপঃ। ধৃষ্ণা। ঐধৃষা প্রাগলভ্যে। ত্রিসিগৃধি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ধৃষ্টতায়ুক্ত (ধৃষ্ট) ঈশ্বরদেব ! তোমার সদৃশ কোনও দেবতা বিশেষ তোমার অনুগ্রহ বশতঃ (এ স্থলে) স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আমাদের কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্তাবকগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং অবশ্যই তাহাদের আশ্বিনযুক্ত বস্তু আনিয়া প্রক্ষেপ (প্রদান) করুন। সেই প্রক্ষেপ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন (অশ্বগণ) যথচক্রদ্বয়ের অক্ষকে প্রক্ষিপ্ত করে তদ্রূপ।

‘ভাবান্’ এই পদটী, (যুগ্মদ শব্দের উত্তর) বতুপ্ প্রকরণস্থিত ‘যুগ্মদন্ত্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং’ এই সূত্র দ্বারা বতুপ্ প্রত্যয়, ‘প্রত্যায়োত্তর পদয়োশ্চি’ এই সূত্র দ্বারা ‘যুগ্ম’ এই ম পর্যায়ভাগের স্থানে ভ্বে আদেশ, এবং ‘আ সর্কনাম্নঃ’ (পা० ৬৩২১) এই স্থানানুসারে ‘দৃ’ স্থানে আকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ পদে বতুপের প ২৩ যাওযায় অনুদাত্তস্বর-প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় প্রাতিপদিকের স্বর উপদিষ্ট হইল। ‘অনা’ এই পদে ‘মন্ত্রেষু ভাদেবায়নঃ’ (পা० ৬৪১৪১) এই সূত্র দ্বারা আকার লোপ হইয়াছে। ‘ধৃষ্ণা’ এই পদটী, প্রাগলভ্যতা-বোধক ‘ধৃষ’ ধাতুর উত্তর, ‘ত্রিসিগৃধিধ্বিক্ষিপেঃ কৃঃ’ (পা० ৩২১৪০)

শ্বিক্ৰিপেঃ কুঃ। পা० ৩২।১৪০। আমন্তিতাকুদাত্ত্বং। ইমানঃ। ঈঙ্ গতো। ছন্দসি
 লিট্। পা० ৩২।১০৫। তস্য লিটঃ কানজ্জি কানজাদেশঃ। অচি শ্বু ধাত্বিত্যাদিনা।
 পা० ৬৪।৭৭। ইত্যাদেশঃ। দ্বিক্ৰচনপ্রকরণে ছন্দসি বোতি বক্তব্যমিতি বচনদভ্যাসো ন
 ক্রিয়তে। চিত ইত্যাদেশাদাত্ত্বং। ঋণোঃ। ঋণ গতো। লঙি ক্যভ্যয়েন তিপঃ
 সিপীতশ্চৈতীকারলোপঃ। তনাদিকৃৎত্ উঃ। পা० ৩১।৭২। সার্কধাতুকগুণঃ। বহুলং
 ছন্দশ্চমাঙযোগেহপীত্যাদগমভাবঃ। বিকরণস্বরণোদাত্ত্বং। অক্ষং। অক্ষাদেবনস্ত্।
 ফি० ২।১২)। ইত্যাদাদাত্ত্বং। চক্রোয়াঃ চক্রয়োঃ। অকারশ্চোকারছন্দসঃ। ১৪ ॥

* * *

চতুর্দশ (৩৪০) ঋকের বিশদার্থ।

— : : —

জীব নিয়ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কোথায় শান্তি
 আছে, কিরূপে সে শান্তি অধিগত হইবে;—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না।
 সে কেবল নিয়তই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার
 বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে ব্যাকুল
 করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে
 সঙ্কটাবের সঞ্চাবের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব পূর্ব ঋকের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন)
 সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে;
 তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—‘হে ভগবন্! এই সংসাররূপ

এই সূত্রানুসারে ‘কু’ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে আমন্তিতের স্বর অনুদাত্ত্বাৎ
 ‘ইমানঃ’ এই পদটী গত্যর্থ ঈ ধাতুর উত্তর, ‘ছন্দসি লিট্’ (পা० ৩২।১০৫) এই সূত্রানুসারে
 লিট্ বিভক্তি, ‘লিটঃ কানজ্জি’ এই সূত্রানুসারে সেই লিটের স্থানে কানজ্জি-আদেশ, পরে ‘অচি
 শ্বু ধাতু’ (পা० ৬৪।৭৭) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঈঙ্ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।
 ঐ পদে দ্বিক্ৰ-প্রকরণে ‘ছন্দসিপেতি বক্তব্যং’ এই বাক্য-তেতু দ্বিত্ব করা হয় নাই। ‘চিতঃ’
 এ নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘ঋণোঃ’ এই পদটী, গত্যর্থক ‘ঋণ’ ধাতুর উত্তর
 ব্যতিক্রমে তিপের স্থানে লঙ, ‘সিপীতশ্চ’ এই সূত্র দ্বারা সিপের ইকার লোপ, পরে ‘তনাদি
 কৃৎত্ উঃ’ (পা० ৩১।৭২) এই সূত্রানুসারে উ আগম, এবং সার্কধাতুক গুণ করিয়া সিদ্ধ
 হইয়াছে। ঐ পদে ‘বহুলং ছন্দশ্চমাঙযোগেহপি’ এই সূত্র হেতু অট (অ) আগম হইল না।
 বিকরণ স্বর দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। ‘অক্ষং’ এই পদে ‘অক্ষাদেবনস্ত্’ (ফি० ২।১২)
 এই ফিট সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘চক্রোয়াঃ চক্রয়োঃ’ এই পদে বেদ
 প্রয়োগ হেতু অ-কার স্থানে ই-কার হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

* * *

চক্রনেমীর চক্র-আবর্তনে অক্ষাংশের ঠায় আমি অহর্নিশ ঘূর্ণিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ কচিৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শাস্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ঠায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশ পূর্বে ভূমি-স্পর্শ করিয়া স্থিরভাবে অবাস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-রূপ তাহার পুনরাশ্রয়-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমায় প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—
'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসার চক্রের ভীষণ আবর্তনে বিঘূর্ণিত রহিয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কস্মণ্ডোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তা পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কস্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত! আপনি দয়া করিয়া আমার সে কস্ম-গতি রোধ করিয়া দেন। আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়-প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (১ম—৩০সূ—৪৩) ॥ *

* এই শ্লোকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্রোঃ' বাক্যে, উপমান উপমের বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত-পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—'যক্রপ চক্রের উপর রথ আপন-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন্ লিখিয়াছেন,—"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve as the revolution of the wheel of a car turn upon the axle — Wilson. স্কটল্যান্ড লিখিয়াছেন,—"That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—Stevenson. রোমার বলেন,— "As a wheel is brought to a chariot."—Roor এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

পঞ্চদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিশং সূক্তং । পঞ্চদশী ঋক্ ।)

আ যদু বঃ শতক্রতবা কামং জরিতুণাং ।

ঋগোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

আ । যৎ । দুবঃ । শতক্রতো ইতি শতহক্রতো ।

আ । কামং । জরিতুণাং ।

ঋগোঃ । অক্ষং । ন । শচীভিঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘শতক্রতো’ (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব !) ‘যৎ’ (তৎসামীপ্যলাভরূপং ‘দুবঃ’ (ধনং) ‘জরিতুণাং’ (প্রার্থনাকারিণঃ মাদৃশাং) ‘আ’ (সতর্কভাবে) ‘কামং’ (কামাযোগ্যং, প্রার্থিতং) ; ‘শচীভিঃ’ (কর্মাভিঃ, চক্রবিবর্তনরূপশক্তিভিঃ) ‘অক্ষং ন’ (অক্ষাংশমব যুগ্যমানং) ‘আ ঋগোঃ’ (ত্বং প্রাপয়, হে দেব ! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং হং প্রার্থয়ামি ; অক্ষাংশস্ত ভূমিপ্রাপ্তিমব মাং ত্বাং প্রাপয় তৈত্যেং প্রার্থনা । (. ম—৩০সূ—১৫ঋ .)

বঙ্গানুবাদ ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে দেব ! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সতর্কভাবে কামনার বিষয় ; চক্রবিবর্তন-রূপ কর্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন । (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্মদ্বারা আন্ধি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই) । (. ম—৩০সূ—১৫ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

তে শতক্রতো ইন্দ্র বন্ধুবো ধনং কামিতার্থরূপময়া স্তোত্রভিরাপ্তবামস্তি তং কামং অরিতৃণাং
স্তোত্রুণামনুগ্রহায় আ ঋণোঃ। আনৌয় প্রক্ষিপ স। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শচীভিঃ কশ্মভিঃ
শকটোচিতব্যাপারবিশেষৈকং ন। যথাকং প্রক্ষিপস্তি তৎ ॥ শচীভিঃ। শচীশব্দঃ
শাক্ত্যবাদিভীনস্ত আদ্যদাস্তঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে ত্রিংশো বর্গঃ ॥

• • •

পঞ্চদশ (৩৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক, পূর্ব ঋকের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসার-
চক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্মফল। পূর্ব
ঋকে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ ঋকে সে ভাব পূর্ণ-পরিষ্কৃত। এ ঋকের
মর্ম এই যে,—‘হে ভগবন্! আমি যেন কর্মের দ্বারা (শচীভিঃ)
আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত
করিতে সমর্থ হই।’ চক্রবিবর্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়া-
ছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ
ভূমিপ্ৰাপ্ত হইতে পারে না। ভক্ত সাধক তাই জানাইতেছেন,—
‘আত্মকর্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার
আত্মকর্ম-তোমাতে সংন্যস্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনা-
কারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের
কামনা করি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐর্ষ্যের প্রার্থী নহি; আমি মান-যশ
প্রভৃতিরও কামনা করি না। আমি চাই—পরম-ধন—তোমার

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। স্তুতিকারিগণ যে অতিক্রান্ত ধন কামনা করেন; স্তুতিকারীদিগের প্রতি
অনুগ্রহ বনতঃ আপনি সেই (অভীষ্ট) বস্তু আনিয়া প্রক্ষেপ (প্রদান) করিয়া থাকেন।
উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—(অখগল) যেরূপ শকটোচিত ব্যাপার-বিশেষ দ্বারা চক্রের অক্ষকে
প্রক্ষিপ্ত করে, তদ্রূপ। শচীভিঃ” এই পদটি শাক্ত্যবাদিহেতু ভীন্প্রত্যয়ান্ত শচী শব্দ হইতে
নিপন্ন। ঐ পদের আদিব্বর উদাস্ত ॥ ১৫ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশৎ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

• • •

সামীপ্যাতরূপ পরম ধন । হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো—
জ্ঞানাধার । আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্য-লাভ পক্ষে
আমার সহায় হউন ।’ (১ম—৩০সূ—১৫ধা) ॥

— . —

ঘোড়শী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিশংসূক্তং । ঘোড়শী ঋক্ ।)

শাশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রথত্ত্বিজিগায় নানদত্তিঃ শাশ্বসত্ত্বিধনানি ।

স নো হিরণ্যরথং দংসনাবানুংস নঃ সনিতা

সনয়ে স নোহদাৎ ॥ ১৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

শাশ্বৎ । ইন্দ্রঃ । পোপ্রথৎহত্তিঃ । জিগায় । নানদৎহত্তি ।

শাশ্বসৎহত্তিঃ । ধনানি ।

সঃ । নঃ । হিরণ্যরথং । দংসনাবানু । সঃ । নঃ । সনিতা ।

সনয়ে । সঃ । নঃ । অদাৎ ॥ ১৬ ॥

• • •

মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

যঃ ‘ইন্দ্রঃ’ (দেবঃ পরমাত্মা) ‘শাশ্বৎ’ (নিত্যং, সর্বদা) ‘পোপ্রথত্ত্বিঃ’ (অতিশয়েন
মোক্শপ্রদাৎ শক্তিং প্রাপ্নুবত্তিঃ) ‘নানদত্তিঃ’ (ভগবত্ত্বং স্তবত্তিঃ) ‘শাশ্বসত্ত্বিঃ’ (প্রাণ-
সম্প্রসারণং কুর্বত্তিঃ কৰ্ম্মত্তিঃ, তৎস্বত্বকৰ্ম্মবিদ্যোগেন ইত্যর্থঃ) ‘ধনানি’ (অন্নকারণানি

কামনাদৌনি-সাধকানামিতি শেবঃ) 'জিগার' (জিতবান্) ; 'দংসনাবান্' (পরমকারুণিকঃ) 'সনিতা' (বাহিতফলদাতা) 'সঃ' (গুণৈঃ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা) 'সনয়ে' (আত্মোন্নতি-নিমিত্তং) 'মঃ' (অশ্বত্থং) 'হিরণ্যরথং' (চৈতন্যযুক্তং শরীরং) 'অদাৎ' (দত্তবান্) । পরমেশ্বরকৃপয়া বয়ং উৎকর্ষসাধনযোগ্যমদং চৈতন্যযুক্তং দেহং লব্ধবতঃ । কিঞ্চ অনেন দেহেন সাধনাং কুর্ষ্মহং কশ্মবন্ধনং ছেত্তুং পারয়ামি ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০সূ—১৬খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সর্বদা মোক্ষপ্রদা শক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ভগবানের স্তুতি (আরাধনা) করে এবং প্রাণকে সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ হয়,—এতাদৃশ কৰ্মসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ উক্তপ্রকার কৰ্মসমূহে প্রবর্তিত করিয়া) যে ভগবান্ পরমাত্মা, পুনর্জন্মের কারণ কামনা প্রভৃতিকে হরণ করেন ; পরমদয়ালু ও অভীষ্ট-দাতা সেই ভগবান্, আমাদের আত্মোন্নতি-সিদ্ধির জন্য, আমাদেরকে চৈতন্যযুক্ত শরীর দান করিয়াছেন । (তাব এই যে,—পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা উৎকর্ষসাধনযোগ্য এই চৈতন্যযুক্ত শরীর লাভ করিয়াছি । এই দেহের দ্বারা সাধনা করিয়া আমরা কশ্মবন্ধন ছেদন করিতে পারি ।) ॥ (১ম—৩০সূ—১৬খ) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

তুষ্ঠেনোন্নয়নং দত্তং হিরণ্যরথমনয়া প্রতিজ্ঞায়াহ । তথা চ ব্রাহ্মণং । তস্মা ইন্দ্রঃ স্তু রমানঃ প্রীতো মনসা হিরণ্যরথং দদৌ । তমেতন্নর্চা প্রতীয়ায় শশ্বদ্বিজ ইতীতি ॥

ইন্দ্রঃ শশ্বৎ সর্বদা ধনানি বৈবিস্বন্ধিনি জিগার । জিতবান্ । অশ্বৈরিত্তি শেবঃ । কীদৃশৈঃ । পোশ্বদ্বিঃ । ঘাসতক্ষণাস্তরভাবিনমোষ্ঠশকং কুর্ষ্বতিঃ । নানদত্তিঃ । নাদমাস্তগতং হ্রেবা-শকং কুর্ষ্বতিঃ । শাশ্বদ্বিঃ । পুনঃ পুনর্ভূশং বা শ্বদ্বিঃ । দংসনাবান্ কশ্মবান্ সনিতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

(স্তবে) সস্তু ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণময় রথকে (স্তনঃশেপ) এই ঋক্ দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার প্রমাণ ব্রাহ্মণভাগে কথিত হইয়াছে ; যথা—(তস্মা ইন্দ্রঃ রমানঃ ইত্যাদি) স্তরমান ইন্দ্রদেব, প্রীত হইয়া দৃষ্টচিতে তাকে (স্তনঃশেপকে সুবর্ণময় রথ প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি (স্তনঃশেপ) 'শশ্বদ্বিঃ' ইত্যাদি ঋক্ পাঠ পূর্বক সেই রথ ইচ্ছা (গ্রহণ) করিয়াছিলেন ।'

ইন্দ্রদেব, সর্বদা অশ্ব-সমূহদ্বারা শক্রদিগের ধন-সমুদায় জয় করিয়াছিলেন । অশ্বসমূহ বিক্রয়,—'ঘাসতক্ষণাস্তে ওষ্ঠশক, মুখগত হ্রেবা-শক এবং পুনঃপুনঃ অতিশয় খাদ-প্রখাদ ভোগ

দাতা স ইন্দ্রো নোঃস্বাকং সনয়ে লভুজনার্থং হিরণ্যরথং সূবর্ণেন নির্মিতং রথমদাৎ।
দত্তবান্। স নঃ স ন ইতি দ্বিকৃতিস্মারার্থং।

পোপ্রথতিঃ। প্রোথ্ পর্যাপ্তৌ। অদ্যৎলুক্যভ্যাসহলাদিশেষৌ। হ্রস্ব ইতি
হ্রস্বতে কৃতে ঙ্গা যঙলুকোঃ। পা০ ৭।৪।৮২। ইতি ঙ্গঃ। ধাতোরূপধারা উভং ছান্দসং।
অদ্যৎলুক্যভ্যাসহলাদিশেষৌ। জিগায়। জি ভয়ে। লিটা গলি
বুদ্ধির্দ্বির্চণেহচীতি স্থানিন্দ্রাবাজ্জ ইত্যস্ত 'দ্বর্কচনং। সনিটোজ্জঃ। পা০ ৭।৩।৫৭। ইত্য-
ভ্যাসাহ্রস্বত্ব কুত্বং। নানদত্তিঃ। গদ অব্যক্তে শব্দে। পূর্কৎলুকি দীর্ঘোহকিত
ইত্যভ্যাস্ত দীর্ঘঃ। পূর্কবদাতাদাত্বং। শাশ্বসত্তিঃ। শ্বস প্রাণনে। অস্ত্বৎ সর্কৎ পূর্কবৎ ॥
হিরণ্যরথং। সমাসস্ত্যস্তোদাত্বং। অদাৎ। গাতিস্থেতি সিচৌ লুক। দংসনাবান্।
দংসনক্ অপ্রো দংসো বেষ ইতি কর্ষনামসু পঠিতঃ। দংস এব দংসনা। তদস্তাত্তীতি
মতুপ্। দস্ততেহনেনেতি দংসনা ॥ ১৬ ॥

* * *

কবিত্তেছে, এতাদৃশ।' কর্ষযুক্ত ঙ দাতা সেই ইন্দ্রদেব আমাদের সন্তোষের নিমিত্ত সূবর্ণ-
নির্মিত রথ দান করিয়াছেন। আদর প্রকাশার্থে 'সঃ নঃ' 'স নঃ' এইরূপ বারম্বার উক্ত হইয়াছে।

“পোপ্রথতিঃ” এই পদটির সাধন-প্রক্রিয়া এইরূপঃ—পর্যাপ্তি বোধক ‘প্রোথ্’ ধাতুর
উত্তর যঙলুক, পরে দ্বিত্ব, হ্রস্বর্ণের আদিবর্ণস্থিত এবং “হ্রস্বঃ” এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব
করা হইলে ‘ঙগোযঙলুকোঃ (পা০ ৭।৪।৮২) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর উপধার স্থানে
ছান্দস উকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পদে ‘যঙলুক্যভ্যাসহলাদিশেষৌ’ এই
নিয়মানুসারে আদিষ্মর উদাত্ত হইয়াছে। ‘জিগায়’ এই পদটি, অর্থ ‘জি’ ধাতুর উত্তর লিটের
গল্ (গপ্—অ) বিভক্তি, পরে বুদ্ধি, ‘দ্বর্কচণেহচি’ এই সূত্রানুসারে স্থানিবত্তা-ধেতু
জি এই ভাগের দ্বিত্ব, এবং ‘সনিটোজ্জঃ’ (পা০ ৭।৩।৫৭) এই সূত্র দ্বারা দ্বিষের
পরভাগের স্থানে কু (কবর্গ জ স্থানে গ) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ‘নানদত্তঃ’
এই পদ অব্যক্তশব্দবাচক ‘গদ’ ধাতুর উত্তর ‘পোপ্রথতিঃ’ এই স্থলের ঙ্গা যঙলুক পরে
‘দীর্ঘোহকিতঃ’ এই সূত্র দ্বারা অভ্যাসের (দ্বিকৃতিভাগের) দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ। পূর্কের ঙ্গা
উক্ত পদে আদিষ্মর উদাত্ত হইয়াছে। ‘শাশ্বসত্তিঃ’ এই পদটি, প্রাপণার্থ ‘শ্বস্’ ধাতু হইবে
নিষ্পন্ন। ইহার সাধন-প্রণালী পূর্কের (‘পোপ্রথতিঃ’ এই পদসাধনের) ঙ্গা ‘হিরণ্যরথং’ এই
পদে ‘সমাসস্ত’ এই নিয়মানুসারে অস্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘অদাৎ’ এই পদে, ‘গাতি স্থা’ এই
সূত্র দ্বারা সিচের লুক হইয়াছে। ‘দংসনাবান্’ এই পদে ‘দংস’ শব্দ ‘অপ্রো দংসো বেষঃ’
এইরূপে কর্ষের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। দংস অর্থে দংসনা। ‘দংস নামক কর্ষ ইহা
আছে’ এইরূপ অর্থে দংসনা শব্দের উত্তর মতুপ্। ‘ইহা দ্বারা (পাপ) নাশ হয়’-
এই অর্থেও ‘দংসনা’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

* * *

ষোড়শ (৩৪২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব গ্রহণ করিল। ঋকের প্রচলিত অর্থানুসারে, ঋকে ইন্দ্রের অশ্বের বর্ণনা আছে, এবং সেই বর্ণনা-বিশিষ্ট-গুণোপেত অশ্বের অধিকারী ইন্দ্রদেব, মানুষের ভোগের নিমিত্ত স্তবর্ণময় রথ বা স্তবর্ণপূর্ণ রথ প্রদান করিয়া থাকেন। নানা-বিশেষণ-সম্পন্ন অশ্বের সাহায্যে যুদ্ধজয়, আর জয়লব্ধ ধন, রথ ভরিয়া দান—ইহাই এ ঋকের প্রচলিত অর্থ। *

ঐ যে প্রচলিত অর্থ, উহাতে একটি অশ্বকে টানিয়া আনা হইয়াছে; এবং মন্বন্তর কয়েকটি বিশেষণ পদ, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বালিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সে পদ কয়টি কি, তদ্বিষয় বিচার করিলেই অশ্বের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবে। একটি পদ—‘পোপ্রুথ্যদ্বিঃ।’ ‘প্রোথ্’ ধাতু হইতে ঐ পদ নিস্পন্ন; ঐ ধাতুর অর্থ—পর্যাপ্তি, সামর্থ্য। কিন্তু তাহা হইতে অশ্বের তৃণচৰ্বণজনিত শব্দ কি প্রকারে সঙ্গত হইত পারে? আমরা তাই সামর্থ্য ও পর্যাপ্তি অর্থ-শোতক প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের পরম-সুখ মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে প্রচুর কৰ্ম্মশক্তির প্রয়োজন। ঐ পদ সেই শক্তিবাহুর উপযোগী করিবার পক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এ পক্ষে, ‘পোপ্রুথ্যদ্বিঃ পদে ‘মোক্ষপ্রদ কৰ্ম্মশক্তিবিশিষ্ট’ অর্থই সঙ্গত হয়। দ্বিতীয় বিশেষণ—‘নানদদ্বিঃ।’ এই পদ হইতে ‘হ্রোমাশব্দকারী’ অর্থ আনয়ন করা হয়।

* ঋকের দুইটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেখুন। তাহাতে অর্থের পার্থক্য সম্বন্ধে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদ দুইটি; মধ্য,—(১) “অত্যন্ত (ফুফুর এইরূপ) গুষ্ঠ-শব্দকারী, হ্রোমা-রবম্বাবী, এবং শ্রান্তিতে বারবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, এবমূহ অশ্বগণের দ্বারা ইন্দ্রদেব সর্বদাশক্রদিগের ধন জয় করিয়া থাকেন। পরাক্রমশালী সেই ইন্দ্রদেব, আমাদের ভোগের নিমিত্ত স্তবর্ণ-পরিপূর্ণ রথ প্রদান করিয়াছেন।” (২) “ইন্দ্রের অশ্বগণ আহারের পর পর্যাপ্তিসূচক শব্দ করে, হ্রোমরব করে, ও বন বন খাদ নিষ্ক্ষেপ করে, সেই অশ্বগণ দ্বারা ইন্দ্র সর্বদাই রণ জয় করিয়াছেন; কৰ্ম্মবান্ ও দানশীল ইন্দ্র আমাদের গ্রহণার্থ হিঙ্গময় রথ দিয়াছেন।”

‘গদ’ ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন ; তাহার অর্থ—অব্যক্ত শব্দ ; কিন্তু ‘হ্রেমা’রব কি অব্যক্ত শব্দ ? কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—‘হ্রেমা’ কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা বোধগম্য হয় না ; অতএব, উহা ‘অব্যক্ত শব্দ’ বাচ্য হইতে পারে ।’ কিন্তু সেই শব্দ যে বোধগম্য হয় না, তাহার কেমন করিয়াই বা বলিতে পারি ! অশ্ব, অশ্বের ধ্বনি বুঝিতে পারে ; মানুষও তাহার শব্দ শুনিয়া ভাববিশেষ উপলব্ধি করে । স্বতরাং, এ পক্ষে ‘নানদন্তিঃ’ শব্দের সমীচীন বাক্য যে ‘হ্রেমারবকারী’, তাহা প্রতিপন্ন হয় না । আমরা বলি, ঐ শব্দের অর্থ—স্তুতি, ভগবানের আরাধনা । শব্দ, অথচ অব্যক্ত,—মন্ত্রাবৃতির ন্যায় আর কি হইতে পারে ? দুই প্রকারে এই অর্থের সম্ভব হয় । কেবল তোতাপাখীর ন্যায় ব্যক্তভাবে উচ্চারণ করিলেই কি মন্ত্রোচ্চারণ হইল ! কখনই না ; অন্তর-প্রদেশের অব্যক্ত ধ্বনিতে মন্ত্র যখন উচ্চারিত হইবে, তখনই মন্ত্রোচ্চারণের সার্থকতা উপলব্ধ হয় না কি ? মনের সহিত ডাকিতে হইবে, তাই মন্ত্রকে অব্যক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা হয় । অন্য পক্ষে আবার দেখুন, ভগবৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত ধ্বনি—স্তুতিমন্ত্র—স্বতঃই অব্যক্ত । ভগবন্মহিমা কি ভাষায়—ধ্বনিতে—ব্যক্ত করা যায় ? তিনি যে অচিন্ত্য অব্যক্ত । তাই তাঁহার স্তুতিমন্ত্রের গোটক ‘নানদন্তিঃ ।’ তৃতীয় বিশেষণ ‘শাশ্বসন্তিঃ’ । ঘোটকের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাস প্রক্ষেপশীল ; অর্থাৎ অশ্ব গেন যুদ্ধক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । ধাত্বর্থানুসারে—‘শ্বস প্রাণনে’ এতদর্থ—শ্বাস-ক্রিয়ার ভাব আসে বটে ; কিন্তু প্রাণকে সম্প্রসারণ পরিবৃদ্ধি করিবার জন্য যে শ্বাসক্রিয়া (প্রাণায়াম), তাহাই ঐ পদের লক্ষ্য নহে কি ? কাহার উদ্দেশে মন্ত্র প্রযুক্ত ? তিনি বিশেষধর বিশ্ব্যাপী পরমাত্মা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, প্রাণ-সম্প্রসারণ একান্তক আবশ্যিক । ‘শাশ্বসন্তিঃ’ পদ তাহাই গোটনা করিতেছে । যে শক্তি-সাহায়ে মোক্ষপথকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শক্তির অনুশীলন—ভগবানের আরাধনা ! তদ্বারাই প্রাণকে সম্প্রসারিত করে ; আর, তাদৃশ যে কর্ম, তাহাই ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিয়া থাকে । সে কর্মেই পুনর্জন্মের হেতুভূত কামনা প্রভৃতি বিনুগ্ধ

হয়; সেই কর্মের সাধনা জন্যই ভগবান্ আমাদিগকে হিরণ্যগর্ভ চৈতন্যযুক্ত দেহ (হিরণ্যয় রথ নহে) প্রদান করিয়াছেন। আমরা মনে করি, এ ভিন্ন অন্য অর্থ সঙ্গতই হইতে পারে না। (১ম—৩০সূ—১৬খ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রাতরনুবাক আশ্বিন ক্রতো গায়ত্রে চন্দ্রশাশ্বিনাবশ্বাবত্যোতি তৃচঃ। অশ্বিন ইতি ঋগেহশ্বিনা যজুরীরিষ আশ্বিনাবশ্বাবত্যা। আ. ৪১৫। ইতি সূত্রিতং।
তৃচে প্রথমঃ সূক্তে সপ্তদশীমুচ্যমাহ ॥

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমঃ মন্তব্যং। ত্রিশং সূত্রং। সপ্তদশী ঋক্।)

আশ্বিনাবশ্বাবত্যোতি যাতং শবীরয়া।

গোমদস্য হিরণ্যবৎ ॥ ১৭ ॥

পদ বিশ্লেষণঃ।

আ। অশ্বিনো। অশ্বহবত্যা। ইষা। যাতং। শবীরয়া।

গোমৎ। দস্য। হিরণ্যবৎ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

‘দস্য’ (শক্রমর্দকো, আধিব্যাধিনাশকো) ‘অশ্বিনো’ (অস্তরুহির্দ্বিবিঃব্যাধিনাশকৌ, ভগবদংশস্বকপৌ, হে দেবো) যুগং ‘ইষা’ (আয়নঃ ইচ্ছা, কৃপয়া ইতি ভাবঃ) ‘অশ্বাবত্যা’ (ব্যাপ্তিবৃক্তয়া) ‘শবীরয়া’ (সর্করুগামিত্যা গত্য) ময়ি ‘আ যাতং’ (প্রাপুতং); কিক্ অস্মান্ ‘হিরণ্যবৎ’ (শক্তিসম্পন্নং চৈতন্যযুক্তং বা) ‘গোমৎ’ (জ্ঞানালোকবিশিষ্টঃ) কুরন্তঃ ইতি শেষঃ। হে দেবো। কৃপয়া মম্ দ্বিবিধব্যাদিঃ শারীরং মানসিকঞ্চ নাশয়তং ইতোবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১৭খ)।

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরনুবাকে, আশ্বিন নামক যজ্ঞে, পায়ত্রী চন্দ্রঃ প্রকরণে, ‘আশ্বিনাবশ্বাবত্যা’ ইত্যাদি তৃচ ইষা থাকে। কারণ, ‘আশ্বিনায়নসূত্রে’ ‘অশ্বিনা যজুরীরিষঃ আশ্বিনাবশ্বাবত্যা’ (আ. ৪১:৫) এই ঋগে এইরূপ সূত্রিত আছে। উক্ত তৃচে প্রথমঃ, সূক্তে সপ্তদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

বজ্রানুবাদ ।

শত্রুবিমর্দক বহিরন্তরে ব্যাধিনাশক, হে অশ্বিনদ্বয় ! আপনাদের রূপা-
পুরঃসর, ব্যাপ্তিযুক্ত ও সর্বত্র গতিশীল হইয়া, আমাতে আগমন করুন ;
আপনারা আমাকে শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানালোকবিশিষ্ট করুন । (প্রার্থনার
ভাব, — হে দেবদ্বয় ! কৃপা করিয়া আমার শারীরিক ও মানসিক দ্বিবিধ
ব্যাধি নাশ করুন) ॥ (১ম—৩০সূ—১৭ঋ) ।

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

ইন্দ্রেণ প্রেরিতঃ স্তনঃশেপোহশ্বিনৌ তৃষ্টাব । তথা চ ব্রাহ্মণং । তমিহ উবাচাশ্বিনৌ
মুস্তহুধ ত্বোংস্রক্ষ্যামীতি সোহশ্বিনৌ তৃষ্টাবাত । উত্তরেণ তৃচেনেতি । হে অশ্বিনৌ
অশ্বাবত্যা বহুভিরশ্বৈর্যু কৃষা শবীরয়া প্রেগ্যমাণযেষাঃ সন্ন সচ আয়াতং । অশ্বিন্ কশ্বণ্যাগচ্ছতং
হে দশা । অশ্বিনৌ যুবয়োঃ প্রসাদাদোমমহুভির্গোভিযুক্তং হিরণ্যবদ্বহ্ননা হিরণ্যেন যুক্ত
মশ্বদীযং গৃহমস্থিত্তি শেষঃ ॥

অশ্বাবত্যা । মস্ত্রে সানামশ্বৈক্রিয়বিশ্বাদবশ্ত মতো । পা० ৬৩১৩ । ইতি দীর্ঘত্ব
ইষা সবেকাচ ইতি তৃতীয়য়া উদাত্তত্ব । যাতং । য' প্রাপণে । লোটি তসস্তং । অদাদি
ভ্রাচ্চপো লুক্ । শবীরয়া । শু গতো । কৃষুপ্ কটিশৌটিভ্য ঙ্গরন্ । উ० ৪৩০ ।
ইতীদং প্রত্যয়ো বহুবচনাদসাদপি ভবতি । নিস্বাদাত্ত্যদাত্তত্বং ॥ ১৭ ॥

সায়ণভাষ্যের বজ্রানুবাদ ।

স্তনঃশেপ অশ্বি, ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত (উপদ্রিহ) হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন ।
ব্রাহ্মণভাগে এইরূপ আশ্রিত হইয়াছে ; যথা,—ইন্দ্র তাহাকে (স্তনঃশেপকে) বলিয়াছিলেন,—
'হে স্তনঃশেপ । তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর ।' অনস্তর, 'তাহাদের উদ্দেশ্যেই অশ্বোৎসর্গ
করিব' এই বলিয়া সেই স্তনঃশেপ, ইহার ('শশ্বিক্রিঃ' এই শ্লোকের) পরবর্তী তৃচ দ্বারা অশ্বিনী-
কুমারের স্তব করিয়াছিলেন—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় । আপনারা উভয়ে বহু অশ্বযুক্ত ও
প্রেগ্যমাণ (যাগ প্রেরণ করা হইতেছে, এইরূপ) আমার সত্চিত এই কর্ণে উপস্থিত হউন । হে
অশ্বদ্বয় ! আপনাদের অনুগ্রহে আমরা দিগে গৃহ, গো ও বহু সুবর্ণযুক্ত হইক ।' এই শ্লকে
'গৃহম্' এই বিশেষ্য-পদ এবং 'অস্ত' এই ক্রিয়া পদ উহা আছে ॥

'অশ্বাবত্যা' এই পদটিতে 'মস্ত্রে সানামশ্বৈক্রিয়বিশ্বাদবশ্ত মতো' (পা० ৬৩১৩) এই সূত্র
দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে । 'ইষা' এই পদে 'সাবেকাচঃ' এই নিয়ম মূদারে তৃতীয়ার স্বর উদাত্ত
হইয়াছে । 'যাতং' এই পদটি প্রাপণার্থ 'যা' ধাতুর উত্তর লোট্ 'তস্' স্থানে 'তং' বিভক্তি,
এবং অদাদি-ভেতু শপের লুক্ করিয়া নিম্পন্ন হইয়াছে । 'শবীরয়া' এই পদটি গত্যাৎ 'ণ'
ধাতুর উত্তর 'ঙ্গরন্' প্রত্যয় করিয়া নিম্পন্ন । 'কৃষুপ্ কটিশৌটিভ্য ঙ্গরন্' (উ० ৪৩০) এই সূত্র
বিহিত ঙ্গরন্ প্রত্যয়, 'বহু' বচন-প্রযুক্ত, এই 'ণ' ধাতুর উত্তরও বিহিত হইতেছে । 'ন'
ইৎ যাঃস্বায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

সপ্তদশ (৩৪৩) ঋকের বিশদার্থ ।

কেহ কহেন,—এ ঋকে ষোটক দ্বারা বাহিত অম্মের এবং গাভীর ও স্তবর্ণের প্রার্থনা আছে । কেহ কহেন,—এ ঋকে ঘোড়া গরু অন্ন বা স্তবর্ণের প্রার্থনা আছে । ভাষ্যাত্মসেও সে ভাব কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

কিন্তু অশ্বিনদ্বয়ের স্বরূপ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে, ঐরূপ অর্থ কখনই মনে আসিবে না । অশ্বিনদ্বয় কে তাঁহারা ? দেববৈগু ও যমজ সন্তান বলিয়াই বা তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হইল কেন ? পূর্বেই এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে । * দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি— দুইরূপ ব্যাধি দুই দিক হইতে মানুষকে আক্রমণ করিয়া আছে । দুই দিক হইতে দুই ভাবে ভগবানের যে বিভূতি প্রকাশ পাইয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছে, সেই বিভূতিকেই অশ্বিনদ্বয় নামে অভিহিত করা যায় । তাঁহারা স্বইচ্ছায় (ইষা) অনুগ্রহ-পূর্বক আমাতে মিলিত হউন, আর তাহার ফলে আমার দৈহিক শক্তি ও মানসিক জ্ঞান সঞ্চিত হউক । ইহাই ঋকের সূক্ষ্ম মর্ম্ম । তবে ঋকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার পদ—‘অশ্বাবত্যা’, ‘শবীরয়া’ ও ‘ইষা’ ।

‘কৃপা করিয়া ব্যাপ্তিযুক্ত ও সর্বত্রগমনশীল হউন’—এবস্থিৎ বাব্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায় । ভাব এই যে,—‘আপনারা যদি সর্বব্যাপী না হন, আপনারা যদি সর্বত্র গমনশীল না হন, তাহা হইলে আমার ন্যায় পাপীর আর উদ্ধারের উপায় নাই । আমি যে শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানালোক-বিশিষ্ট হইব, আপনার কৃপা ভিন্ন তাহার কেনই ভরসা দেখি না । আমি অকৃতী, কর্ম্মসামর্থ্যহীন, আপনার অনুগ্রহই আমার একমাত্র ভরসা । আপনারা সর্বত্রব্যাপী না হইলে, এ পাপীর উদ্ধারের আর ভরসা কি ?’ ঐ তিন শব্দে এইরূপ আকাঙ্ক্ষার ভাবই প্রকাশ পায় । (১ম—৩ঃশূ—১৭খ)।

* তৃতীয় সূক্ত (অশ্বিন সূক্ত) বিশেষতঃ ১৪১ পৃষ্ঠা, ১৪২ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দেখুন ।

অষ্টাদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ত্রিংশৎ সূক্তঃ । অষ্টাদশী ঋক্ ।)

সমানযোজনো হি বাঁ রথো দশ্রাবমর্ত্য্যঃ ।

সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে ॥ ১৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

সমানযোজনঃ । হি । বাং । রথঃ । দশ্রোঁ । অমর্ত্য্যঃ ।

সমুদ্রে । অশ্বিনা । ঈয়তে ॥ ১৮ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দশ্রোঁ’ (হে আধিব্যাধিনাশকো) ‘অশ্বিনা’ (অশ্বিনৌ, ভগবদংশৌ) ‘হি’ (যদি) ‘রথঃ’ (দেহঃ) ‘বাং’ (যুবানুদিশ্র) ‘সমানযোজনঃ’ (অভেদমত্যা উপাসনানিষ্ঠঃ ভবেৎ), তদা ‘অমর্ত্য্যঃ’ (মরণহেতু-রোগাদিশূত্রো ভবতি) ততশ্চ দেহঃ ‘সমুদ্রে’ (সর্কানন্দময়ে পরমাত্ম-বিষয়ে) ‘ঈয়তে’ (জ্ঞানবান্ ভবতি) । ভবতোয়নুগ্রহেণ মমায়ং দেহঃ আধিব্যাধিশূত্রা ভূত্বা পরমাত্মতত্ত্বমনুসন্ধাতুং সমর্থো ভবতু ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০সূ—১৮ঋ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

আধিব্যাধিনাশক হে অশ্বিনয় ! যদি দেহ, আপনাদের উদ্দেশে অভেদমতিতে আরাধনাতৎপর হয়, (তাহা হইলে সেই দেহ) মরণজনক-রোগাদি রহিত হইয়া থাকে, এবং সর্কানন্দময় পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় । (ভাব এই যে—হে অশ্বিনয় । আপনাদের অনুগ্রহে আমার এই দেহ, আধিব্যাধিশূত্র হইয়া, পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে সমর্থ হউক, ইহাই প্রার্থনা) । (১ম—৩০সূ—১৮ঋ) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যং।

হে নশাবধিনৌ বাৎ যুবরোঃ সখ্যকী রথঃ সমানযোজনস্তল্যযোজনঃ। যুবরোধঁরোরেক
রথাক্রত্বাহতমার্থং সঙ্কমেব ঘূজ্যতে। যুক্তঃ স রথোহমর্ত্যো বিনাশরহিতঃ। অপ্রতিহত
গতিরিত্যর্থঃ। অত এবাধিনৌ হি যস্মাৎ সমুদ্রেহস্তরিক্ক ঈয়তে। গচ্ছতি। সমুদ্র ইত্যন্ত
রিক্কনামস্তু পঠিতং। সমুদ্রশব্দং বাঙ্ক এবং ব্যাচখৌ। সমুদ্রঃ কস্মাৎ সমুদ্রবস্ত্যস্মাদাপ
সমভিজ্রবস্ত্যানমাপঃ সংমোনস্তেহগ্নিন ত্তুতানি সমুদকো ভবতি সমুনস্তীতি বা। নিঃ ২।১০
সমানযোজনঃ। বহুব্রীহৌ পূর্কপদ প্রকৃতিস্বরস্বৎ। অমর্ত্য্যঃ। অব্যয়পূর্কপদ প্রকৃতিস্বরস্বৎ
ঈয়তে। ঈঙ্ গতো। অমুপদেশান্নসার্কধাতুকামুদাত্তে শুনো নিষাদাহ্যদাত্তৎ। ি
চোতি নিষাতপ্রতিষেধঃ। ১৮।

• • •

অষ্টাদশ (৩৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই ঋক্ এবং ইহার ভাষ্য লক্ষ্য করিলে, মনে হয়,—
এ ঋকে যে অশ্বিনয়ের রথারোহণে আকাশমার্গে গমন বিষয় বর্ণিত
হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই এক রথে আরোহণ করেন বলিয়া রথটীর

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তোমাদের উভয়েরই রথ সমানভাবে যোজিত। তোমরা
হইলেনই এক রথে আরুঢ় হও, সুতরাং উভয়ের জন্ত একেবারেই রথ যোজনা হইয়া থাকে
সেই সম্বন্ধিত রথ অবিনাশী অর্থাৎ অপ্রতিহতগতি। যেহেতু (ঐ রথ) অস্তরিক্কে
(শূক্ৰপথে) গমন করে। অতএব হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তোমাদের রথের গতি
অপ্রতিহত। 'সমুদ্র' শব্দ অস্তরিক্ক-নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। বাঙ্ক ঋকি 'সমুদ্র'
শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—কি হেতু সমুদ্র (হয়)। জলসমূহ ইহা হইতে সম্যক্
উৎপন্ন হইয়া (চারিদিকে) ধাবিত হয়, এবং ঐ জলসমূহ ইহার ভিত্তিমুখে প্রধাবিত হইয়া
থাকে। ইহাতে প্রাণিগণ অতি আনন্দ লাভ করে। ইহা উৎকৃষ্ট উদক (জল) যুক্ত, অথবা
ইহা (পৃথিবীকে) অতিশয় ক্লিন্ন (আর্দ্র) করে। (এই সকল অর্থে 'সমুদ্র' শব্দ নিম্ন হইবে)।

'সমানযোজনঃ' এই পদে বহুব্রীহি সমাসে পূর্কপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অমর্ত্য্যঃ'
এই পদটীতে অব্যয় (নঞ) পূর্কপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ঈয়তে' এই পদ, গত্যর্থক
ঈ ধাতু হইতে নিম্ন। উক্ত পদে অকার উপদেশ-হেতু লসার্কধাতুকস্বর অমুদাত্ত
হইতে পারিত; কিন্তু, 'শুন' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ যাওয়াক আদিস্বর উদাত্ত, এবং 'হি চ' এই
নিম্নমাত্মসারে নিষাত নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

• • •

‘সমানযোজনঃ’ বিশেষণ আছে। ‘অমর্ত্যঃ’ বিশেষণের ‘বিনাশরহিত’ অর্থ হইতে ‘অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট’ ভাব আমনন করা হইয়াছে। ‘সমুদ্রে’ পদে ‘অন্তরিক্ষ’ অর্থ পরিকল্পিত।

আমরা কিন্তু এ ঋক্টিতে অভিনব ভাব দেখিতে পাই। আমাদের মতে, ঋক্টি প্রার্থনা মূলক। এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—‘যেন আধিব্যাধি-শূন্য হইয়া আমরা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে সমর্থ হই।’ শরীর ব্যাধির আলয় রূপ। শরীর রোগমুক্ত হুস্থ না থাকিলে, সংকর্মানুষ্ঠানে সমর্থ হওয়া যায় না, এবং চিত্তের ব্যাধি—কামক্রোধাদির উত্তেজনাক্রম প্রবল রোগ—উপশমিত না হইলে, চিত্ত পরমেশ্বরে যুক্ত ও স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তাই এখানকার প্রার্থনা,—‘হে আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়। আমাদের অস্তর-বাহিরের রোগসমূহ নাশ করুন, আমাদেরকে পরম পথে পরিচালিত করিয়া দেন।’

আমরা যে শব্দের যে অর্থে উক্ত ভাব গ্রহণ করিলাম, তত্বে শব্দের বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যিক মনে করিতেছি। আমরা ‘রথঃ’ পদে ‘দেহঃ’ নির্দেশ করি। অশ্বিদ্বয় দেববৈগু। তাঁহাদের নিকট চিকিৎসার প্রার্থনা করাই সম্ভব। তাঁহারা রথারোহণে ভ্রমণশীল হউন বা না হউন, তাহাতে প্রার্থীর কোনই ইচ্ছা নাই। স্তত্রাং বৈগুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অথকে ‘দেহরথ’ বলিয়াই মনে করা যায়। ‘সমানযোজনঃ’ পদে ‘অভেদ-মতিতে উপাসনারত’ হওয়ার ভাবই অধিকতর সম্ভব—বলিতে পারি। দুই দেবতা একত্রে রথে আরোহণে, প্রার্থীর সম্বন্ধে কোনও ভাবই আসে না। মনে প্রাণে এক না হইলে, অভিন্নভাবে দেবতায় যুক্তচিত্ত না হইলে, ভগবানের কৃপা কি প্রাপ্ত হওয়া যায়? এখানে ‘সমানযোজনঃ’ পদে ভগবানের প্রতি মনঃপ্রাণ যুক্ত করার ভাবই আসে। এ দিকে, দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি যুগপৎ বিনষ্ট হইলে, একাগ্রচিত্তে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হওয়া যায়। ‘অমর্ত্যঃ’—মরণ রহিত—অবস্থা—তাহার ফল নহে কি? তাহাতেই ‘সমুদ্রে’ (পরমাত্মায়) সম্বন্ধবিশিষ্ট লীন হওয়া যায়। ‘সমুদ্রে’ শব্দে ‘অন্তরিক্ষ’ অপেক্ষা এখানে সর্বানন্দময় পরমেশ্বরকেই গোতনা করে। (১ম-৩০সূ-১৮ঋ)।

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ। ত্রিংশৎ সূক্তঃ। একোনবিংশী ঋক্)।

অগ্ন্যশ্চ | মূর্ধনি | চক্রং | রথশ্চ | যেমথুঃ।

পরি | ত্যামন্যদীপতে ॥ ১৯ ॥

• • •
পদ-বিশ্লেষণঃ।

নি | অগ্ন্যশ্চ | মূর্ধনি | চক্রং | রথশ্চ | যেমথুঃ।

পরি | ত্যাম | অন্যৎ | দীপতে ॥ ১৯ ॥

• • •
মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে অশ্বিনী ! যুবরোরনুগ্রহেণ 'অগ্ন্যশ্চ' (বধিতুমযোগ্যশ্চ, রক্ষণীয়শ্চ) 'রথশ্চ' ('দেহশ্চ') 'চক্রং' (একং গমনোপায়ং, নিষ্কামং কৰ্ম ইতি যাবৎ) 'মূর্ধনি' (শিরঃস্থিতপরব্রহ্মবিষয়ে) 'নয়েমথুঃ' (নিয়মিতবস্তো) 'অন্যৎ' (অপরং চক্রং-বাসনারূপং) 'ত্যাম' (স্বর্গং) 'পরি দীপতে' (সর্বতঃ ভ্রমতি)। হে অশ্বিনী ! যুবরোঃ প্রসাদনিমিত্তেন রক্ষণীয়ং ইদং শরীরং নিষ্কামকৰ্মদ্বারা পরব্রহ্মণি লীনং ভবতি ; তথা বাসনাধারা স্বর্গং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—১৯ঋ ॥

• • •
বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনী ! (আপনাদের অনুগ্রহে) বধের অযোগ্য (রক্ষণীয়) এই যে দেহ, উহার একটি চক্রকে (অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্মকে) শিরঃস্থিত পরব্রহ্মবিষয়ে নিয়মিত করিয়াছেন ; এবং উহার অপর একটি (বাসনারূপ) চক্র স্বর্গের দিকে ভ্রমিত হইতেছে। (হে অশ্বিনী ! আপনাদের প্রসাদে এই শরীর নিষ্কাম কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা পরব্রহ্মে লীন হয় ; এবং বাসনা দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৩০সূ—১৯ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অশ্বিনৌ যুবাময়্যস্ত হস্তং বিনাশয়িতুমশক্যস্ত দৃঢ়স্ত পৰ্বতস্ত বৃদ্ধমুপরি চক্রং ভবদীয়-
রথসম্বন্ধ্যকং নিয়েমথুঃ । নিয়মিতবন্তৌ । অশ্রুচক্রং পরি ভ্রাং হ্যালোকস্ত পরিভ
ঐষতে । গচ্ছতি ॥

অয়্যস্ত । অহননময়্যঃ । যত্রার্থে কবিধানং স্বাক্ষাপাব্যধিহনিবুধার্থং । পা० ৩.৩.৫৮৪ ।
ইতি হস্তেঃ কপ্রত্যয়ঃ । অয়মর্হতায়্যঃ । ছন্দসি চ । পা० ৫.১।১৭ । ইতি যপ্রত্যয়ঃ ।
প্রত্যয়স্বরেণাস্তোদাতকং । যেমথুঃ । যম উপরমে । কিতি মিট্যত একহল্মধ্যঃ
ইত্যেত্যান্ত্যাসলোপৌ ॥ ১২ ॥

• • •

উনবিংশ (৩৪৫) ঋকের বিশদার্থ ।

— :: —

এ ঋকের অর্থ নিষ্কাশন-পক্ষে বড়ই উদ্বেগ পাইতে হয় । প্রচলিত
কোনও ব্যাখ্যা দেখিয়াই ভাব উপলব্ধ হয় না । রথের একখানা চক্র
পশ্চতোপরি রক্ষা করুন, আর একখানা চক্র স্বর্গের দিকে পরিচালিত
হউক ! ইহাতে যে কি কথা বলা হইল, কি ভাব প্রকাশ পাইল, তাহা
বুঝিবার উপায় নাই । প্রায় সকল ব্যাখ্যাই এইরূপ প্রহেলিকাপূর্ণ ।
সেই প্রহেলিকা আবার অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে—‘অয়্যস্ত’
পদ । সায়ণ অনেক টানিয়া, প্রথমে মরণরহিত হইতে দৃঢ়, পরে দৃঢ় হইতে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় । তোমরা উভয়ে, যাহা বিনাশ করিতে পারা যায় না,—এইরূপ
কঠিন পৰ্বতের মস্তকে (শৃঙ্গের উর্দ্ধভাগে) ভবদীয় রথ সম্বন্ধী একখানি চক্রকে নিয়মিত
করিয়াছ ; অর্থাৎ, তোমাদের রথের একখানি চক্র পৰ্বতচূড়ায় পরিচালিত হয় । অপর আর
একখানি চক্র স্বর্গ-লোকের সর্বস্থানে গমন করে ।

‘অয়্যস্ত’ পদের অন্তর্গত অয়্য শব্দ হননান্তাব এই অর্থে নঞ-পূর্বক হন-ধাতুর উত্তর ‘হা
শ্রা পা ব্যধি হনি যুধ্যর্থঃ’ (পা० ৩.৩.৫৮।৪) এই সূত্রানুসারে যত্রার্থে ক প্রত্যয় করিয়া নিম্ন
অনন্তর, ‘অয়্য অর্থাৎ হননান্তাবের ষোগ্য (অবিনাশ)’, এই অর্থে ছন্দসি চ’ (পা० ৫।১।
৬৭) এই সূত্র দ্বারা য প্রত্যয় করিয়া নিম্ন অয়্য শব্দ হইতে ‘অয়্যস্ত’ এই পদ সিদ্ধ
হইয়াছে । উক্ত পদে, প্রত্যয়স্বর দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে । ‘যেমথুঃ’ এই পদটি,
উপরমার্থ (নিবৃত্তার্থ) ‘যম’ ধাতুর লিট—‘কিতি মিট্যত একহল্মধ্যঃ’ এই সূত্রানুসারে
এ-কার ও ষি-রূপ-ভাগের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১২ ॥

• • •

পর্কিত অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দুই একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দের 'মেঘ' অর্থ আমনন করিয়া লইয়াছেন। শেষোক্ত মতে, রথের এক চক্র মেঘে ও এক চক্র স্বর্গে স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, যে দিক দিয়াই দেখি, মন্ত্রার্থ যে বিষয় সমস্যাপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই।

আমাদের মনে মন্ত্রার্থ-সম্বন্ধে যে ভাব উদ্ভাসিত হইয়াছে, আমাদের মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। সে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে, অনেক কথা আলোচনার আবশ্যক হয়। আমরা সঙ্ক্ষেপেই তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'অশ্বাস্ত্র' পদের অর্থ, ধাত্বর্থ অনুসরণেই আমরা গ্রহণ করিলাম। তবে আমরা অর্থটা একটু ঘুরাইয়া লইলাম। ভাব অবশ্য ঠিকই রহিল। দেহ-রূপ রথ-পক্ষে ঐ শব্দের প্রয়োগ, তাবে 'রক্ষণীয়' অর্থ আনয়ন করে। যে দেহ বধের অযোগ্য, যে দেহ অরক্ষণীয়, আপনার অনুগ্রহে যে দেহ মরণরহিত হয়, সেই দেহরূপ রথের কার্য (চক্রপরিচালন-ব্যাপার) কিরূপে সাধিত হইতে পারে? এখানে তাহারই উল্লেখ দেখি। ভগবৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত কৰ্ম—সাধারণতঃ দুই প্রকার; সকাম-কৰ্ম ও নিকাম-কৰ্ম। ভগবৎ-লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ দুই কৰ্মেই শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত আছে। তাবে বেশ বুঝা যায়,—এখানে এক চক্রে নিকাম কৰ্ম বিষয়ে এবং অন্য চক্রে সকাম-কৰ্ম বিষয়ে উপদেশ আছে। সকাম-কৰ্মে স্বর্গলাভ; আর নিকাম-কৰ্মে পরব্রহ্মে লীন হওয়া-রূপ মোক্ষ,—এ তত্ত্ব সকল শাস্ত্রে সর্বত্র পরিব্যক্ত আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল্য উপদেশ তো ঐ তত্ত্বই শিক্ষা দেওয়া! এক 'মূর্ধনি' আর এক 'দ্বাং'—এই দুই পদ, সেই দুই স্থানের পরিচয় ব্যক্ত করিতেছে। এক চক্র (নিকামকৰ্ম) 'মূর্ধনি' (পরমাত্মনি—পরমাত্মাতে) লইয়া যায়; অন্য চক্র 'দ্বাং' (স্বর্গে) লইয়া যায়। দুই দেবতায়—যুগ্মভাবে—অধিব্রহ্মে, দুই চক্রে—দুই পথে,—স্বর্গে ও পরব্রহ্মে, ভগবৎ-সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত নিকাম ও সকাম দুই কৰ্মের ভাবই আনয়ন করে। ভগবানে সম্বন্ধযুক্ত হইলে সকাম নিকাম দুই কৰ্মই যুগ্মভাবে অবস্থিত থাকে। তাই উপাস্ত্র দেবতা—যুগ্মরূপে প্রকটিত; তাই দুই রথচক্র—দুই দিকে গতিশীল। ঋক্ এই গভীর ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যেন বলিতেছে,—'মানুষ! তোমার

গতিমুক্তির দুইটা পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। যে পথ হউক, তুমি এক পথ
অবলম্বন কর। ওদারাই তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে। কাম্য কৰ্ম্মই
হউক, আর নিষ্কাম-কৰ্ম্মই হউক, ভগবদুদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করিয়া যাও।
অভীষ্টলাভ আবশ্যই হইবে।' (১ম—৩০সূ—১৯ঋ)।

— • —

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা ।

প্রাতঃসূত্রাক আশ্বিন-ঋতু উষসে ক্রতো গায়ত্রে হৃদসি কন্ত উষ ইতি তুচঃ । অথোবস
ইতি খণ্ডে কন্ত উষ ইতি তিস্রঃ । আ० ৪।১৪ । ইতি সূত্রিতঃ ।

অগ্নিস্বৃচে প্রথমং সূত্রে বিংশীমুচ্যাহ ॥

• • •

বিংশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রিংশৎ সূত্রং । বিংশী ঋক্ ।)

কন্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভূজে মর্ত্যে অমর্ত্যে ॥

কং নক্ষসে বিভাবরি ॥ ২০ ॥

• • •

পদ-বিভ্রমণঃ ।

কঃ । তে । উষঃ । কধপ্রিয়ে । ভূজে । মর্ত্যঃ । অমর্ত্যে ।

কং । নক্ষসে । বিভাবরি ॥ ২০ ॥

• • •

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

প্রাতঃসূত্রকে আশ্বিন-ঋতু উষস-দেব সঙ্কীর্ত্তন যোগে গায়ত্রী-ছন্দে 'কন্ত উষঃ' এই
তুচ কথিত হইয়াছে কারণ, 'অথোবস' এই খণ্ডে 'কন্ত উষঃ ইতি তিস্রঃ' (আ० ৪।১৪)
এইরূপ সূত্র আছে। এই তুচে প্রথমা, সূত্রে বিংশী ঋক্ কথিত হইতেছে ।

• • •

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

‘কধপ্রিয়ে’ (স্তুতিসঙ্ঘটে) ‘অমর্ত্যে’ (অবিনাশিনি) ‘বিভাবরি।’ (অতিপ্রকাশযুক্তে, তেজস্বিনি) ‘উষঃ’ (হে উষোদেবতে) ‘কঃ মর্ত্যঃ’ (কো মনুষ্যঃ, মরণমর্মা) ‘তে’ (তব) ‘ভূজে’ (সংভজনায়, আরাধনাসমর্থো ভবতীতি শেষঃ), তথা ‘কং’ (মনুষ্যং) ‘নক্ষসে’ (প্রাপ্তোষি)। ভবানুগ্রহং বিনা কোহপি স্বাং প্রাপ্তুং ন শকুয়াং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—২০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতি সঙ্ঘটে, অবিনাশিনি, অতিতেজস্বিনি হে উষো দেবতে! (আপনার অনুগ্রহ বিনা) কোন্ মনুষ্য আপনাকে ভজনা করিতে সমর্থ হয়? এবং আপনিই বা কোন্ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হন? অর্থাৎ, আপনার অনুকম্পা ভিন্ন কেহই আপনাকে প্রাপ্ত হয় না। (১ম—৩০সূ—২০ঋ)।

• • •

সারণ-ভাষ্য।

অর্ধিত্যং প্রেরিতঃ স্তনঃশেপ উষসং তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং। ত্বমখিনা উচতুক্ষসং স্তু স্ত্বথ ত্বোৎস্রক্যাব ইতি স উষসং তুষ্টাবাত উত্তরেণ ত্বচেন তস্ত ক্ষমচূক্তায়ং বি পামো মুমুচে কনীর ঐক্ষাকস্তোদরং তবত্ব্যস্তমস্তামেবচূক্তায়ং বি পামো মুমুচেংগদ ঐক্ষক আসেতি ॥

হে কধপ্রিয়ে স্তুতিপ্রিয়ে। অমর্ত্যে মরণবহিত উষ এঃচ্ছন্দাভিধেয় উষঃকালান্তিম্যানিনি দেবতে। ভূজে তব ভোগায় মর্ত্যো মনুষ্যঃ কো বিত্ততে। হে বিভাবরি। বিশেষ প্রভাবশুক

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্তনঃশেপ, অর্ধিত্য কৰ্ত্তক প্রেরিত (উপনিষ্ট) হইয়া উষস্-দেবকে স্তু্য করিয়াছিলেন। উক্ত প্রকারই ব্রাহ্মণে আছে; যথা,—অর্ধিত্য, তাহাকে (স্তনঃশেপকে) বলিলেন,—‘হে স্তনঃশেপ। (তুমি) উষোদেবকে স্তু্য কর; অতঃপর আমরা, তোমাকে উৎসর্গ (তোমার-সহায়তা) করিব।’ অনন্তর তিনি (স্তনঃশেপ) উত্তর-ত্বচের দ্বারা উষস্-দেবকে স্তু্য করিয়া-ছিলেন। ঐক্ষ (মন্ত্র) উক্ত হইলে পর, সেই ঐক্ষাকের পাশ বিমুক্ত হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার উদর অতি অন্ন (কৃশ)। উক্তম ঐক্ষ (মন্ত্রটী) উচ্চারিত হইলে পর, ঐক্ষাকের পাশ যোচন হইয়াছিল (এবং) ঐক্ষাক নীয়েঃপ হইয়াছিলেন।’

স্তুতিপ্রিয়ে ও মরণবহিতে হে উষঃকালান্তিম্যানিনি দেবি। তোমার ভোগ নিমিত্ত মনুষ্য কে আছে? আর, হে বিশেষ প্রভাবশালিনি উষঃ দেবি। তুমি কোন্ পুণ্যকে প্রাপ্ত

উষো দেবি । কং পুরুষং নক্ষসে । প্রাপ্নোষি । তবোচিতং ভোগং দাতুং ন কোহপি মনুষ্যঃ
সমর্থঃ । অত এব স্বং কসপি পুরুষং ভোগাপেক্ষয়া ন প্রাপ্নোষি । ঈদৃশস্তব
মহিমৈত্যর্থঃ ॥

তে । তেময় বেকবচনস্ত । পা० ৮।১২২ । ইতি যুয়চ্চক্শু তে আদেশঃ সর্কানুদাত্তঃ ।
কথপ্রিয়ে । কথ বাক্যপ্রবন্ধে । চুরাদিরদন্তঃ । পাবতো লোপস্ত স্থানিবক্তাবাহুপথাবুদ্ধাভাবঃ ।
চিস্তিপূজিকথিকথির্চক্শ । পা० ৩৩।১০৫ । ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ । শেরনিচীতে গিলোপঃ ।
ততষ্টাপ্ । ষষ্ঠীসমাসে ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্কহলং । পা० ৬৩।৬৩ । ইতি হ্রস্বঃ ।
থকারস্ত থকারচ্ছন্দসঃ । আমন্ত্রিতানুদাত্তং । ভুজে । ভুজ পালনাত্যবহারয়োঃ ।
সম্পদাদিগণঃ ক্রিপ্ । সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরদাত্তং । মর্তাঃ । অসিহসীত্যাদিনা
তন্ প্রত্যয়ান্ত আত্যদাত্তঃ ।

নক্ষসে । ভৃক্ ঠৃক্ গক্ গতো । বিভাবরি । ভা দীপ্তৌ । বিপূর্কানুদাত্তো মনিনক্-
নিবনিপশ্চতি বনিপ্ । বনোরচ । পা० ৪।১৭ । ইতি ঙীপ্ । তৎসম্মিরোগেন নকারস্ত
রেকাদেশঃ । অদ্বার্থনস্তোহ্রস্বঃ । পা० ৭।৩।১০৭ । ইতি হ্রস্বক্ ॥ ২০ ॥

• • •

হইয়া থাকে ? অর্থাৎ, কোনও মনুষ্য তোমার উপযুক্ত ভোগ দান করিতে সমর্থ
নহে । অতএব, তুমি, ভোগপ্রত্যাশায় কোনও পুরুষকে প্রাপ্ত হও না । এইরূপই
তোমার মহিমা ।

‘তে’, ‘তেময়বেকবচনস্ত’ (পা० ৮।১২২) এই সূত্র দ্বারা যুয়দ্-শব্দের স্থানে তে
আদেশ হইয়াছে । উহার সমস্ত স্বর উদাত্ত । ‘কথপ্রিয়ে’ এই পদটি, বাক্যরচনার্থ তদন্ত-
চুরাদিগণীয় ‘কথ’ ধাতুর উত্তর নি (ঐ) অকার-লোপ, তাহার স্থানিবক্তা-হেতু উপধায়
বুদ্ধির-অভাব, ‘চিস্তিপূজিকথিকথির্চক্শ’ (পা० ৩৩।১০৫) এই সূত্র দ্বারা অঙ প্রত্যয়,
‘শের গিটি’ এই সূত্রানুসারে ‘নি’র লোপ ; অনস্তর, টাপ্ ষষ্ঠী সমাসে ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দ-
সোর্কহলং’ (পা० ৬৩।৬৩) এই সূত্র দ্বারা হ্রস্ব এবং ছন্দস প্রযুক্ত থ-কারের স্থানে ব-কার
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে আমন্ত্রিত স্বর অনুদাত্ত । ‘ভুজে’ এই পদটি, পালন ও
অত্যবহার (ভোজন) বোধক ভৃক্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিগণীয় ক্রিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছে । উক্ত-পদে ‘সাবেকাচঃ’ এই নিয়মানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে । ‘মর্তাঃ’
এই পদ, ‘অসি হসি’ ইত্যাদি সূত্রানুসারে তন্ প্রত্যয়ান্ত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ।
ঐ পদের আদি-স্বর উদাত্ত ।

‘নক্ষসে’ পদ, গতর্ধক গক্ ধাতু হইতে নিম্নর হইয়াছে । ‘বিভাবরি’ এই পদটি, বি-পূর্ক
‘দীপ্তিবোধক ‘ভা’ ধাতুর উত্তর, ‘আতোমন্নিবনিপশ্চ’ এই সূত্র দ্বারা বনিপ্
প্রত্যয়, ‘বনোরচ’ (পা० ৪।১৭) এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ এবং ঐ সূত্রের নিয়োগ-
হেতু ন-কার স্থানে রেক (র) আদেশ, ও ‘অদ্বার্থনস্তোহ্রস্বঃ’ (পা० ৭।৩।১০৭) এই
সূত্রানুসারে হ্রস্ব-করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২০ ॥

• • •

বিংশ (৩৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ উষোদেবতার (উষাদেবীর) উপাসনামূলক। ভাষ্যভাষে প্রকাশ এই যে, - সকল দেবতার উপাসনার পর শুনঃশেপ উষোদেবতার উপাসনায় উপদিষ্ট হন। এই ঋক্টিতে এবং ইহার পরবর্তী দুইটি ঋকে সেই উষোদেবতার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া, তাঁহার নিতট মুক্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

এই ঋক্টি প্রশ্নচ্ছলে বড় এক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। মানুষ কোনও দেবতার পূজা করিয়াই অহঙ্কারে আত্মহারা হয়; মনে করে— ‘আমি দেবতার পূজা করিয়াছি; দেবতাকে আমি অবশ্যই প্রাপ্ত হইব।’ কিন্তু সে তাহাদের বিষম বিভ্রম! দেবতাকে ভজনা করিতে সহসা কে সমর্থ হয়? দেবতাই বা সহসা কাহাকে প্রাপ্ত হন? মানুষের কি সাধ্য— মানুষ তাঁহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে! মানুষের কি কর্ম্মমহিমা— মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে? সকলই তাঁহার করুণা। তাঁহার করুণা ভিন্ন মানুষ তাঁহাকে পূজা করিতেই কি অধিকারী হয়? কখনই না। সে পূজা—পূজা নামেরই বাচ্য হয় না—যদি তিনি অনুকম্পা-প্রদর্শন না করেন! তার পর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া—সে তো দূরের কথা! দেবতার রূপা না হইলে, কে দেবতাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়? কর্ম্ম এই যে,—‘হে দেবতা! আমার পূজা বৃথা, আমার উপাসনা বৃথা, আমার কর্ম্ম নিষ্ফল,—আপনি যদি দয়া না করেন! আপনি সদয় হউন, আমাকে পূজার উপযুক্ত করুন, আপনাকে প্রাপ্ত হইবার শক্তি-সামর্থ্য আমাতে সঞ্চিত হউক।’

সূক্তের শেষে উপাস্ত্র দেবতাকে উষোদেবতা বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে। সূক্ত কয়েকটির এবং ঋক্-কয়েকটির সমাবেশ এ পক্ষে যথাপর্য্যায় হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অজ্ঞান-আধারে অনেক ঘোরা-ফেরার পর, আকুলি-ব্যাকুলি-ঐকান্তিকতার একশেষ হইলে পর, যেন দেবতার রূপাকটাক্ষপাত হইল;—তিনি যেন নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত

করিয়া দিলেন । উষোদেবতা—কে তিনি ? প্রগাঢ় নৈশ অন্ধকারের পর দিব্যমূর্তিতে দেখা দিলেন—কে তিনি ? জ্ঞানরূপা তিনিই উদ্ধারকারিণী নহেন কি ? এ দেবতার সাক্ষাৎ না পাইলে, অজ্ঞানতার পর জ্ঞানোদয় না হইলে, মুক্তির সম্ভাবনা ছিল কি ?

শুনঃশেপ—কুকুর-লাঙ্গুলবৎ হেয় জীব—পাপী মনুষ্য মাত্রকেই বুঝাইতেছে । জ্ঞান-দেবতার সাক্ষাৎ না পাইলে, তাহার উদ্ধারের কোনই আশা ছিল না । এখানে পাপী মাত্রকেই যে শুনঃশেপ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার একটু নিগূঢ় কারণ আছে । আমরা মনে করি, উপমান উপমেয় ভাবে শুনঃশেপ পদ পাপাত্মা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত । উষো দেবতার প্রকাশেই—জ্ঞানোন্মেষেই—সে সম্বন্ধ উপলব্ধ হয় । কুকুরের লাঙ্গুল স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ; আকর্ষণ না করিলে, কদাচ তাহা সম্প্রসারিত হয় না । পাপাত্মা মানুষমাত্রকে শুনঃশেপ অভিধানে অভিহিত করার তাহাই তাৎপর্য্য । শুনঃশেপ স্বতঃ-আকৃষ্ট, কিন্তু আকর্ষণে সম্প্রসারিত হয় । মানুষ ! তুমিও কি তদ্রূপ আকৃষ্টন-সম্প্রসারণ-শীল নহ ? ভাবিয়া দেখ দেখি—ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে তোমায় কত টানাটানি করিতে হয় ! নচেৎ, তুমি তো গুটাইয়াই আছ ! অনেক টানাটানির পর, এইবার উষোদেবতার নিকট পৌঁছিয়াছ । জ্ঞানোন্মেষে দেবতত্ত্ব তোমার অধিগত হউক,—ইহাই পরবর্তী ঋক্ কয়েকটির অভিপ্রায় । (১ম—৩০সূ—২০শ্র) ॥

— : : —

একবিংশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ত্রিংশৎ সূক্তঃ । একবিংশী ঋক্ ।)

বয়ং হি তে অম্নাহাস্তাদা পরাকাং ।

অশ্বে ন চিত্রে অরুগি ॥ ২১ ॥

পদ-বিশ্লেষণ।

বয়ং। হি। তে। অমম্মহি। আ। অন্তাং। পরাকাং।

অশ্বে। ন। চিত্রে। অকৃষি ॥ ২১ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘অশ্বে’ (ব্যাপনশীলে) ‘চিত্রে’ (বৈচিত্র্যবিশিষ্টে) ‘অকৃষি’ (জ্ঞানস্বরূপে, হে উষো দেবতে) তবানুগ্রহং বিনা ‘আ অন্তাং’ (সমীপপর্য্যন্তং, নিকটস্থিতং) ‘আ পরাকাং’ (দূরপর্য্যন্তং, দূরস্থিতং) ‘তে’ (তব স্বরূপং) ‘বয়ং’ (অর্চনাকারিণঃ) ‘ন অমম্মহি’ (বোদ্ধুং ন সমর্থ্যঃ)। হে দেবি! ত্বং তি সমীপস্থিতা অতিদূরস্থিতা চ; এতৎস্বরূপং তবানুগ্রহেণ বিনা দুর্কিঞ্জেয়ং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩০সূ—২১খ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈচিত্র্যসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে উষো দেবি! (আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত) নিকটস্থিত ও দূরস্থিত আপনার স্বরূপ আমরা অবগত হইতে সমর্থ হই না। (আপনি অন্তরে বাহিরে—দূরে ও নিকটে—সর্বত্র বিদ্যমান; আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আপনার এই স্বরূপ সকলেরই দুর্কিঞ্জেয়)। (১ম—৩০সূ—২১খ) ॥

* * *

সারণ-ভাষ্যং।

অশ্বে ব্যাপনশীলে। চিত্রে চায়নৌয়ে। অকৃষি আরোচমান উষঃকালান্তিম্যানি দেবতে তব স্বরূপমাস্তাং সমীপপর্য্যন্তমাপরাকাং দূরপর্য্যন্তং বয়ং মনুষ্যা নামম্মহি। ন বোদ্ধুং সমর্থ্যঃ। হিশব্দঃ প্রসিদ্ধো। দেবতামহিম্নঃ। পারাবারয়োরবিজ্ঞানমস্মাসু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥

সারণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপনশীলা, অর্চনৌয়া ও দীপ্যমানা হে উষঃকালান্তিম্যানি দেবি। মনুষ্য আমরা, সমীপ পর্য্যন্ত ও দূর পর্য্যন্ত তোমার স্বরূপকে মনে করিতে (বুঝিতে) সমর্থ নহি। হি-শব্দ প্রসিদ্ধি-বাচক। অর্থাৎ, দেবতা-মহিমার পারাবার-বিষয়ে অজ্ঞানতাই আমাদের স্বভাব প্রসিদ্ধি।

অমম্বহি । মন জ্ঞানে । বহলং ছন্দসীতি বহলবচনাৎ শুনো লুক । লুঙ লঙ ল্‌ঙ ক্‌ডুগাতঃ । হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ । অশ্বৈ । অশু ব্যাপ্তৌ । অশিপ্রবীত্যাদিনা
কন্থপ্রত্যয়ঃ । আমন্ত্রিতান্‌ঘাতস্বঃ ॥ ২১ ॥

• • •

একবিংশ (৩৪৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এ ঋকের দ্বিবিধ অর্থ প্রচলিত আছে । এক অর্থে, ‘অশ্বে ন চিত্রে’
বাক্যে ‘অশ্বের ন্যায় সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট’ ইত্যাদি-রূপ প্রতিবাক্য গৃহীত
হইয়াছে । সেখানে ‘ন’-পদ ‘ইব’-উপমাবাচক । অন্য অর্থে, ‘অশ্বে’
পদে ‘ব্যাপনশীলে’ ও ‘চিত্রে’ পদে ‘উজ্জ্বল্যসম্পন্ন’ রূপ প্রতিবাক্য দেখি ;
এবং সে ক্ষেত্রে ‘ন’ পদ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হয় ।
পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ প্রথমোক্ত মতের এবং সাধারণের
অনুসারিগণ শেষোক্ত মতের পরিপোষক । •

এই ঋকে সাধারণের ব্যাখ্যায় একটা আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য
করিবেন । ‘অশ্ব’ শব্দের যে ‘ব্যাপকতা’ অর্থ আমরা এ পর্য্যন্ত গ্রহণ

‘অমম্বহি’ এই পদটী, জ্ঞাতার্থ মন-ধাতুর উত্তর (শুন), ‘বহলং ছন্দসি’ এই সূত্রে
‘বহল’ উক্তিহেতু শুনের লুক করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে ‘লুঙ লঙ ল্‌ঙ ক্‌ডুগাতঃ’
এই নিয়মে লঙ উদাত্ত হইয়াছে, এবং ‘হিচ’ এই নিয়মে নিঘাত নিষেধ হইয়াছে ।
‘অশ্বৈ’ এই পদ, ব্যাপ্তার্থ ‘অশ’ ধাতুর উত্তর ‘অশিপ্র ব’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কন্থ প্রত্যয়
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে আমন্ত্রিতের আদিব্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

• • •

• ‘অশ্বে ন চিত্রে অরুবি’ বাক্যের অর্থে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন • Thou beautiful red
Dawn, thou like a mare.”—Maxmuller. রমানাথ লিখিয়াছেন,—“হে ঘোটকীর ন্যায়
বিচিত্রে ও লোহিত উষাদেবী ।” সাধারণের ভাষা যথাস্থানে দেখুন । রমেশ বাবুর অনুবাদ,—
“হে ব্যাপনশীল বিচিত্রে দীপ্যমান উষা ।” প্রথমোক্ত মতে—‘অমম্বহি’ ক্রিয়াপদে ‘ধ্যান করি’
অর্থ পরিগৃহীত ; শেষোক্ত মতে ‘ন অমম্বহি’ যুগ্মপদে ‘ন বোদ্ধুঃ সমর্থঃ’—‘বুঝিতে পারি না’
—এই অর্থ প্রকাশমান । এক ব্যাখ্যায়—“আমরা নিকট হইতে এবং দূর হইতে আপনাকে
ধ্যান করি” ; অন্য ব্যাখ্যায়—“আমরা নিকট হইতে অথবা দূর হইতে তোমাকে
বুঝিতে পারি না ।

করিয়া আসিয়াছি, বড়ই আনন্দের বিষয়, এখানে সায়ণের ভাষে সেই অর্থই দেখিতে পাই। বেদে 'ন' পদে সর্বত্র 'ইব' অর্থই প্রসিদ্ধ বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে, তাঁহারা এখানে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাইবেন। এই সূত্রে আমরা বলিতে পারি, আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছি, এখন তাহা দেখিয়া কেহ বিচলিত হইবেন না; শেষে অনেক স্থলে সায়ণের ব্যাখ্যাতেই তাহার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে।

মন্ত্রার্থ আলোচনায় বুঝিতে পারিবেন,—এ ঋকের ব্যাখ্যায় মুখ্যভাবে আমরা সায়ণেব অনুসরণ করিয়াছি। তবে আমাদের ভাব একটু রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবদ্ভূতি জ্ঞানরূপা উষোদেবতা—কোথায় আছেন? বুঝিতে পারিলে, তিনি অতি নিকটেই আছেন; আবার ধারণা করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি অতি-দূরেই সরিয়া পড়িয়াছেন। এ তত্ত্ব মানুষ সহসা বুঝিতে সমর্থ হয় না। তিনি নিকটে কি দূরে—এ সমস্যায় মানুষকে চিরবিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে ঋকের মর্ম এই যে,— 'তাঁহার অনুগ্রহেই তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই।' এই জন্ম কবি বলিয়া গিয়াছেন— 'তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক।' এখানকার প্রার্থনা,— 'হে দেবতা, আপনি নিকটেই থাকুন, আর দূরেই থাকুন, আমার প্রতি কৃপাপ্রায়ণ হউন, আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন।' (১ম—০০সূ—২১ঋ)।

— . —

দ্বাবিংশী ঋক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলং। ত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্।)

ত্বং তোহিরা গহি বাজেভি দুহিতদিবঃ।

অশ্মে রয়িং নি ধারয় ॥ ২২ ॥

•••

পদ্ম-বিশ্লেষণঃ ।

ভুং । ত্যোভিঃ । আ । গহি । বাজেভিঃ । ছুহিতঃ । দিবঃ ।
 -- -- --

অস্মে ইতি । রয়িং । নি । ধারায় ॥ ২২ ॥
 - - -

* * *

সর্বাশ্বসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘দিবো ছুহিতঃ’ (স্বর্গস্থ প্রবাহি, কামদুগ্ধে) হে দেবি । ‘ভুং আগহি’ (অশ্বং সকাশং অস্তঃপ্রদেশমাগচ্ছ) ; ‘শ্যোভিঃ’ (তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ আশ্বাংকর্ষকনৈকৈঃ) ‘বাজেভিঃ’ (কর্ষভিঃ) ‘অস্মে’ (অশ্বভ্যাং) ‘রয়িং’ (পরমধনং) ‘নি ধারয়’ (সম্যক্ প্রযচ্ছ) । হে অশীষ্টপুত্রিকে দেবি । অশ্বগ্রহেণ অশ্বংসকাশং আগত্য অশ্বাকং অভিলাষং পূরয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম—৩০সূ—২২খ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সর্বাশ্বীক্টসাদিকে হে দেবি ! আপনি আমাদের অন্তরদেশে আগমন করুন ; আর, (আমাদের) সেই প্রসিদ্ধ আশ্বাংকর্ষসাদক কর্ষদ্বারা আমাদেরকে পরমধন প্রদান করুন । (১ম—৩০সূ—২২খ) ।

* * *

সাম্বল-ভাষ্যঃ ।

হে দিবো ছুহিতর্ষদেবতায়াঃ পুত্রি । ঈষো দেবি ত্যোভির্কাজেভিঃশ্বরনৈঃ সহ ভুমাগহি । অত্রাগচ্ছ । অস্মে অশ্বাসু রয়িং ধনং নিতবাং স্থাপয় ॥

ত্যোভিঃ । বহুলং ছন্দসীতি ত্যচ্ছন্দাঙ্গিৎস ঐন্দাদেশাভাবঃ । গহি । অসকৃৎকং ।

সাম্বল-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্বালোক দেবতার পুত্রী ঈষঃ দেবি । তুমি সেট (প্রসিদ্ধ) অশ্বসমূহের সহিত এই যজ্ঞে আগমন কর । (আর), আমাদের নিকটে বিশেষরূপে ধন স্থাপন কর ।

‘ত্যোভিঃ’ এই পদে ‘বহুলং ছন্দসি’ এই যুক্তানুসারে ত্যদ্-শব্দের উত্তর ভিসের স্থানে ঐস্ হইল না । ‘গহি’ এই পদটী বহু বার সাধিত হইয়াছে । ‘ছুহিতদ্বিবঃ’ এই স্থলে

দুহিত'দ্বিবঃ। পরস্তাপি দিব ইত্যস্ত দিবো দুহিতরিত্যন্বয়ে সতি পূর্ববদ্যং স্ত্রবামস্তিত ঠতি পরাস্তবস্তাবেন ষষ্ঠ্যামস্তিতসমুদায়স্ত সর্ক্সানুদাত্তৎ। ষষ্ঠা কারকালং হি সংজ্ঞাপরিভাষমিতি ত্রাধেন স্ত্রবামস্তিত ইত্যাস্তামস্তিতস্ত চেত্যাষ্টমিকেন যোগেনৈকবাক্যত্বে সতি পরস্তাৎ পরাস্তবদ্য-ভাবে সতি সর্ক্সানুদাত্তৎ। কৃতস্বরয়োঃ ষষ্ঠ্যামস্তিতযোঃ পশ্চাদ্যত্যয়ো বহুলমিতি ব্যত্যয়প্রয়োগঃ। অশ্মে। স্ত্রপাংস্তুলুগিতি সপ্তমাঃ শে আদেশঃ ॥ ২২ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে একত্রিংশো বর্গঃ ॥

ইতি প্রথমমণ্ডলে ষষ্ঠ্যামস্তিবাক্যকঃ ॥

• • •

দ্বাবিংশ (৩৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

— : : —

যে সকল ঋক্স্মে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সহিত সম্বন্ধ খ্যাপিত হয়, এই মন্ত্রটি তাহার উপসংহার-মন্ত্র। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এ মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—‘হে দেবি! তুমি এস, আমাদিগকে অন্ন দেও এবং ধন দেও।’ শুনঃশেপ নামক কোনও ঋষিকুমার-সম্বন্ধে যে মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত নহে, এ মন্ত্রেও তাহা উপলব্ধ হয়। যে জন বধ্যভূমে বন্যার্থ নীতি, সে কি কখনও ধনের ও অন্নের প্রার্থনা করে? তার পর, ‘আমাকে দেও’ না বলিয়া ‘আমাদিগকে দেও’—এরূপ উক্তিই বা তাহার মুখে উচ্চারিত হইবে কেন? অতএব, সাধারণ পতিও পাপী মনুষ্যসম্বন্ধেই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিতে পারি।

‘দিবঃ’ এই পদটি পরস্মিত হইলেও তাহার ‘দিবঃ দুহিতঃ’ এইরূপ অর্থ হইলে পর, সেই দিবঃ পদের পূর্ববদ্যাবহেতু (দিবঃ) ‘স্ত্রবামস্তিতঃ’ এই নিয়মানুসারে, পরাস্ততুল্যতা হওয়ার ষষ্ঠ্য (দিবঃ) ও আম’স্তিতঃ (দুহিতঃ) পদ, এতদ্ব্যতীত সমুদায় পদের স্বতন্ত্র অর্থ হইবে। অথবা, ‘কারকালং হি সংজ্ঞাপরিভাষং’ এই ত্রায়-হেতু ‘স্ত্রবাম’স্তিতঃ’ এই সূত্রের ‘আম’স্তিত-‘স্ত’ এই আষ্টমিক যোগের সহিত একবাক্যতা হইলে ‘দিবঃ’ পদ পরবর্তী বলিয়া পরাস্ততুল্য হইবে। তৎপরে সর্ক্সস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। কৃতস্বর এরূপ ষষ্ঠ্য (দিবঃ) ও আম’স্তিত (দুহিতঃ) পদের পশ্চাৎ ‘ব্যত্যয়ো বহুলং’ এই নিয়মানুসারে ‘দুহিত’দ্বিবঃ’ এইরূপ বিপর্যয়-ক্রমে প্রয়োগ হইয়াছে। ‘অশ্মে’ এই পদে ‘স্ত্রপাংস্তুলু’ এই সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির স্থানে ‘শে’ আদেশ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গ ॥ ১১ ॥

প্রথম মণ্ডলে ষষ্ঠ অশ্ববাক্য সমাপ্ত ॥ ১ ॥

• • •

অতঃপর, বিবেচনা করিয়া দেখুন, মন্ত্রে কিসের প্রার্থনা আছে ? 'ত্যাভিঃ' 'বাজেভিঃ' 'রয়িং'—এই তিনটি পদের নিগূঢ় ভাব উপলব্ধ হইলেই সে তত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারিবে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ এখানে 'ত্যাভিঃ বাজেভিঃ' পদদ্বয়ের সহিত এক 'সহ' শব্দ যোগ করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদের অর্থ হইয়াছে—'সেই সেই প্রসিদ্ধ অম্ম সহ।' কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দ্রাব উপলব্ধ হয় না। 'সেই সেই প্রসিদ্ধ অম্ম'—বলিতে, কি কি প্রসিদ্ধ অম্ম বুঝায়, তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা বলি,—'বাজেভিঃ' পদের অর্থ—কর্মের দ্বারা (যজ্ঞাদি সংকর্মের দ্বারা)। 'ত্যাভিঃ' পদে 'আত্মোৎকর্ষ-সাধক' ভাব আসে। কারণ, আত্মোৎকর্ষ-সাধনের বিষয়—হৃদয়ে শুদ্ধমত্বভাব সঞ্চারের প্রয়াস—পূর্ব পূর্ব ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে। 'ত্যাভিঃ' অর্থাৎ 'সেই প্রসিদ্ধ' এতদ্বাক্যের সার্থক প্রয়োগ তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে, 'রয়িং' বলিতে যে ধনকে বুঝায়, তাহা ধন দৌলত-টাকাকড়ি রূপ ধন কখনই হইতে পারে না। পূর্বেও আমরা এই 'রয়িং' শব্দবাচক ধনের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। 'রয়িং'—এ ধন—পরম ধন। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ-রূপ ধনই 'রয়িং' পদের লক্ষ্য !

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের মর্মার্থ হয় এই যে,—'হে জ্ঞানদাতা দেবতা ! আপনি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউন। আপনি উষোদেবতা—উষার ন্যায় প্রতীয়মান। আমাদের হৃদয় অজ্ঞানতারূপ নৈশ আধারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। আপনি উষার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অন্ধান অন্ধকার দূর করুন। আপনার আগমনের ফলে—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—আমারা আত্মোৎকর্ষসাধক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব। সে কর্মই পরম-ধন প্রদান করে। আপনি আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হউন ; আমাদের কর্ম সংসহযুত হউক ; আমাদের দিগকে আপনি পরম ধনের অধিকারী করুন।' ইহাই উপসংহার—এগনকার প্রার্থনার মর্মার্থ। (১ম—৩০সূ - ২২শ)।

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— : : —

প্রথমং মণ্ডলং । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । সপ্তমোহনুবাকঃ । একত্রিংশৎসূক্তং ।

ষাত্রিংশৎপ্রভৃতি পঞ্চত্রিংশৎপর্যাস্তং চত্বারোবর্গাঃ ।

• • •

একত্রিংশৎসূক্তং ।

— • —

নূতন সূক্ত—নূতন ছন্দঃ—নূতন ঋষি—নূতন দেবতা । মন্ত্রের ভাবও অভিনবত্বপূর্ণ ।
নূতন নূতন অর্থ, নূতন নূতন ভাবে, পরিগৃহীত হইয়া থাকে ।

এই সূক্তের আঠারটি ঋকের মধ্যে, একভাবে সাংসারিক যুদ্ধ-বিগ্রহের—মানুষের নিত্য-
নিমিত্তিক কর্মের বর্ণনা লক্ষ্য হয় । অন্তর্ভাবে পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া
যায় । এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়,—মন্ত্রে ঋষি বিশেষের, রাজা-বিশেষের যজমান-পুরোহিতের এবং
ঋক্তিবিশেষের প্রসঙ্গ আছে । সেই দৃষ্টিতে আরও লক্ষ্য হয়, কোনও কবি যেন আপন
স্ববিশিষ্ট প্রকাশের জন্য মন্ত্র-কয়েকটি রচনা করিয়াছেন । তাহাতে, মন্ত্র বিষয় মহা
রাজার বিষয়, অগ্নিরাঃ ও যজ্ঞাতি রাজার যজ্ঞের প্রসঙ্গ,—মন্ত্র-মধ্যে নিবন্ধ । সে দৃষ্টিতে
দেখিলে, মন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌকষেয়ত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হয় । এ পক্ষে, এই আঠারটি
মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রই বেদের বেদত্বে বিঘ্ন আনয়ন করে ।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে ‘অগ্নিরাঃ’ পদে ‘আগ্নিরস’ ঋষিদিগের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচিত হয় ।
দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নিকে যজ্ঞমানের নিকট উপস্থিত হইয়া হোতার কার্যে ব্রতী হইতে দেখা যায় ।
চতুর্থ মন্ত্রে পুরুরবাঃ রাজাকে অগ্নিদেব অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া প্রকাশ আছে ।
সপ্তদশসংখ্যক মন্ত্রে যজ্ঞাতি প্রভৃতির যজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, এবং সে যজ্ঞে দেবগণ আসিয়া
কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশমান । অষ্টাদশ মন্ত্রে স্তোত্ররচক কবি
যে ঐ স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করা হয় । আরও কত রকম অর্থ কত
জনেই যে এই মন্ত্র সকলের মধ্য হইতে অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত
হইতে হয় । বিস্ময়ের কথা আর অধিক কি বলিব । সূক্তের পঞ্চদশ মন্ত্রে ‘জীবযাজ্ঞং যজতে’
পদ দেখিয়া পাঁচাত্তমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, যজ্ঞে গোবধের এবং গৌমাংস-ব্যবহারের প্রসঙ্গ
পর্ষাও ব্যাপন করিতেও কুঞ্জিত হইয়েন নাই ।

শ্লোক—১৮৫ (৫২ সং)

কদর্থ এমনই ভাবে বেদপুরুষের অঙ্গ কৃতবিকৃত করিয়া রাখিয়াছে । যেখানে পরম পরমাণু-
তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে ; বিভ্রান্তগণ সেখানে নানা বিরুদ্ধ ভাব প্রতক্ষ্য করিতেছেন । আমরা, মন্ত্রের
যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের আলোচনা করিয়া সুধিগণ
সহজেই সত্যতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন—ইহাই আশা । ভগবান সে আশা পূর্ণ করুন ।

একত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা ।

(সাংগাচার্য্যকৃতা)

সপ্তমেহ্নুবাকে পঞ্চ সূক্তানি । তত্র ত্বমগ্নে প্রথম ইতি প্রথমং সূক্তমষ্টাদশচ্ছন্দঃ ।
আগ্নিরসো হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ । অষ্টমৌষোড়শ্চষ্টাদশ্চত্বিঃ । শিষ্টা'ত্রিষ্টবস্তপরিভাষয়া জগতাঃ ।
অগ্নিদেবতা । তথা চানুক্রমণিকা । ত্বমগ্নে দ্বানা হিরণ্যস্তূপ আগ্নেয়ং ত্রিষ্টুবস্তাষ্টমৌ
ষোলশ্চৌ চেতি ॥ প্রাতঃসন্মুবাক আগ্নেয়ে ক্রত্বাশ্বিনশস্ত্রে চ ত্বমগ্নে প্রথম ইতি সূক্তং ।
অথৈতশ্চা রাত্রে রিতি খণ্ডে ত্বমগ্নে প্রথমো অগ্নিরা ঋষিন্ চিৎ সলোজা অমৃতো নিতুন্দত ।
আ• ৪২৩ । ইতি সূত্রিতং । অভিপ্লবষড়হস্ত তৃতীয়েহহস্তাগ্নিমারুতে শস্ত্র ইদং সূক্তং
জাতবেদস্ত'নিবন্ধানৌয়ং । তথা চতুর্থীয়াস্ত ত্র্যায়ামেতি খণ্ডে সূত্রিতং । ত্বমগ্নে প্রথমো অগ্নিরা
ঐত্যাগ্নিমারুতং । আ• ৭৭ । ইতি ॥ বাজপেয় আগ্নিমারুত এতৎসূক্তং জাতবেদস্তং নিবন্ধা
নৌয়ং তৃতীয়েনাভিপ্লবিকেনোক্তং তৃতীয়সবনমিত্যাতিদিশ্চত্বাৎ ॥ তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ ॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

সপ্তম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত আছে । তাহার মধ্যে প্রথম সূক্ত 'ত্বমগ্নে প্রথমঃ' ইত্যাদি
অষ্টাদশ (১৮) ঋক্ বিশিষ্ট । (প্রথম সূক্তের) ঋষি অগ্নিরা-পুত্র হিরণ্যস্তূপ । অষ্টমৌ,
ষোড়শী ও অষ্টাদশী এই তিনটি ঋকের ছন্দঃ—ত্রিষ্টুভ্ । ত্রিষ্টুভ্ অস্ত পরিভাষাহেতু
অবশিষ্ট ঋক্গুলি জগতী ছন্দঃ যুক্ত । এই সূক্তের দেবতা—অগ্নি । অনুক্রমণিকায় উক্ত
প্রকারই কথিত আছে ; যথা,—'ত্বমগ্নে দ্বানা' ইত্যাদি । তাহার অর্থ,—প্রথম আগ্নেয়
(আগ্নেদেব সম্বন্ধীয়) সূক্ত । হিরণ্যস্তূপ ইহার ঋষি । ইহাতে 'ত্বমগ্নে' ইত্যাদি দুই ন্যূন বিশিষ্টি
(১৮) ঋক্ আছে ; তাহার মধ্যে অষ্টমৌ, ষোড়শী ও অষ্টাদশী এই তিনটি ঋক্ ত্রিষ্টুভ্
ছন্দঃ-যুক্ত । ইতি । 'প্রাতর্' অনুবাকে 'আগ্নেয়' বাগে এবং 'আশ্বিন' শস্ত্র কর্ণে 'ত্বমগ্নে
& প্রথমঃ' এই সূক্ত হইয়া থাকে । (কারণ) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে 'অথৈতশ্চারাত্রেঃ' এই খণ্ডে
'ত্বমগ্নে.....নিতুন্দত' (আ• ৪১.৩) এইরূপ সূত্রিত আছে । 'অভিপ্লবষড়হ' বাগের
তৃতীয় দিনে অগ্নি ও মরুৎ দেবসম্বন্ধীয় শস্ত্র-কর্ণে এই সূক্ত 'জাতবেদস্ত' (অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয়)
বলিয়া নিশ্চিত করা যায় । কারণ,—'তৃতীয়াস্ত ত্র্যায়ামা'—এই খণ্ডে, উক্ত প্রকারই সূত্রিত
হইয়াছে ; যথা,—'ত্বমগ্নে প্রথমো অগ্নিরা ইত্যাগ্নিমারুতম্' (আ• ৭.৭) ইতি । অগ্নি
ও মরুৎ-দেব সম্বন্ধীয় বাজপেয় বাগে এই সূক্ত 'জাতবেদস্ত' বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়,—এই
বিষয় তৃতীয় অভিপ্লবিক (অভিপ্লব-কর্ষকর্তা) বলিয়াছেন । কারণ,—'তৃতীয়সবনং' এইরূপ
অতিদিশ্চ হইয়াছে । সেই (প্রথম) সূক্তে প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে ।

प्रथम मण्डलस्य सप्तमाशुवाके एकत्रिंशत्सूक्तं । अग्निशसो हिरण्यशुभ्र
ऋषिः । अग्नि-देवता, त्रिष्टुप्, छन्दः । अथ य क्रतेः
प्रातरशुवाके आश्विनश्वे विनियोगः ।

* . *

प्रथमा ऋक् ।

(प्रथमं मण्डलं । एकत्रिंशत् सूक्तं । प्रथमा ऋक् ।)

ॐ॒ अ॒ग्ने॒ प्र॒थ॒मो॒ अ॒ग्नि॒रा॒ ऋ॒षि॒र्दे॒वो॒

दे॒वा॒नां॒ अ॒भ॒वः॒ शि॒वः॒ स॒खा॒ ।

त॒व॒ व्र॒ते॒ क॒व॒यो॒ वि॒द्वान॒प॒मो॒ऽज॒य॒न्तु॒

म॒रु॒तो॒ ब्रा॒ह्म॒दृ॒ष्ट॒यः॒ ॥ १ ॥

* . *

पद विभ्रंशणं ।

ॐ॒ अ॒ग्ने॒ प्र॒थ॒मः॒ अ॒ग्नि॒रा॒ ऋ॒षिः॒ दे॒वः॒ ।

दे॒वा॒नां॒ अ॒भ॒वः॒ शि॒वः॒ स॒खा॒ ।

त॒व॒ व्र॒ते॒ क॒व॒यः॒ वि॒द्वान॒प॒मः॒ अ॒ज॒य॒न्तु॒ ।

म॒रु॒तः॒ ब्रा॒ह्म॒दृ॒ष्ट॒यः॒ ॥ १ ॥

* . *

मन्त्राशुमारिणी-व्याख्या ।

'अग्ने' (हे भगवन् !) 'अग्ने प्रथमः' (अग्ने हि सर्वेषां आदिभूतः) 'अग्निराः' (ज्ञान-
रूपः) 'ऋषिः' (आराधकः) 'देवः' (आराध्यः) 'देवानां' (दीप्तिवानादिशुनादिशुगानां,
•

দেবভাবসম্পন্নানাং) 'সখা' (সহচরঃ) 'শিবঃ' (মঙ্গলপ্রদঃ) 'অভবঃ' (ভবসি) ; 'তব ব্রতে' (তদীয়ে কৰ্ম্মণি, তব উপাসনায় ইতি যাবৎ) 'কবয়ঃ' (মেধাবিনঃ) 'বিদ্বনাপসঃ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নঃ), 'মরুতঃ' (মৰ্ত্ত্যাঃ, মৰুত্যাঃ চ) 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' (দীপ্যমানাবুধা, পরিত্রাণোপায়বিশিষ্টাঃ) 'অজায়ন্ত' (সজ্জাতা ভবন্তি) । ভগবন হি সৰ্ব্বমুলাধারঃ । তদাধারনয় জ্ঞানিনঃ মুক্তিং লভন্তে, জনসাধারণাশ্চ পরিত্রাণোপায়ং পশুন্তি । (১ম—৩১ম—১ম) ॥

* * *

বঙ্গামুবাদ ।

হে ভগবন্ ! আপনিই সকলের আদি, আপনিই জ্ঞানস্বরূপ, আপনিই আরাধক, আপনিই আরাধ্য, আপনিই দেবভাবের সহচর এবং মঙ্গলপ্রদ হইবেন ; আপনার কৰ্ম্মে (আপনার উপাসনায়) মেধাবিগণ পরমজ্ঞানসম্পন্ন হন, সাধারণ মনুষ্যগণ পরিত্রাণের উপায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । (ভগবদা-
রাধনায় জ্ঞানী অজ্ঞান উভয়েই শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হন) । (১ম—৩১ম—১ম) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নে ত্বং প্রথম আশ্র আঞ্জিরমানামৃষীণাং সৰ্ব্বৈকাং জনকত্বাৎ । তাদৃশাহঞ্জিরো-
নামক ঋষিরভবঃ । তথা চ ব্রাহ্মণং । যেহঙ্গারা আসংস্তেহঞ্জিরসোহভবন্তি । তথা যৎ
দেবো ভূত্বা দেবানামন্তেষাং শিবঃ শান্তনঃ সখাভবঃ । তব ব্রতে তদীয়ে কৰ্ম্মণি কবয়ো
মেধাবিনো বিদ্বনাপসো জ্ঞানেন ব্যাপু বানা জাতকৰ্ম্মাণো বা ভ্রাজদৃষ্টয়ে দীপ্যমানাবুধা মরুতো
মরুৎসংস্কৃতা দেবা অজায়ন্ত ॥

বিদ্বনাপসঃ । বিদ জ্ঞানে । বিদ্বা বেদনং । বহুলগ্রাণাদৌণাদিকো মবপ্রত্যয়ঃ ।
তদশ্রাস্তৌতি পামাদিগক্ষণো নঃ । পাঃ ৫।২।১০০ । প্রত্যয়স্বরেণাস্তোদাত্তৎ । বিদ্বনাশ্র-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গামুবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! তুমি আদি (সৰ্ব্বপ্রথম উৎপন্ন), তুমি অঞ্জিরস নামক ঋষিগণের
জনক ; সুতরাং তুমিই অঞ্জিরা নামে অভিহিত হইয়াছ । ব্রাহ্মণে উক্ত প্রকারই আছে ; যথা,—
'যে সকল অঙ্গার রহিয়াছে, তাহারা অঞ্জিরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।' তুমি স্বয়ংই
দেবতা হইয়া অত্র দেবভাগণের স্তামুখ্যায়ী সখা হইয়াছ । তদীয়ে কৰ্ম্মে মেধাবী জ্ঞান-
বাপ্ত (পূর্ণজ্ঞানী) অথবা সৰ্ব্বকৰ্ম্মজ্ঞ ও আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র) দ্বারা দীপ্যমান এইরূপ মরুৎ
নামক দেবগণ জন্মিয়াছে ।

'বিদ্বনাপসঃ'—জ্ঞানার্থ 'বিদ্' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বহুল-গ্রহণহেতু ঠেণাদিক মবপ্রত্যয়
করিয়া নিস্পন্ন । 'বিদ্বন' শব্দের অর্থ জ্ঞান ; 'তাহা হইবার আছে' এই অর্থে (পাণিনির ৫।২।
১০০ এই সূত্রানুসারে) পামাদিগক্ষণ 'ন' প্রত্যয় হইয়াছে ; এবং প্রত্যয়স্বর দ্বারা অস্ত্রস্বরকে

১ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৩১ বর্গ।] একত্রিংশৎ সূক্তং ।

১৪৭৭

পাংসি যेषাং তে বিদ্বানাপসঃ। পূৰ্বপদস্তাত্বেষামপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণাদবগ্রহসমভেদপি
দীর্ঘত্বং। অজায়ন্ত। জনী প্রাচুর্ভাবে। তস্ত শ্চনি জ্ঞাজনোজ্জা। পা० ৭৩৭৯।
ইতি আদেশঃ। ভ্রাজদৃষ্টঃ। ভ্রাজ দীপ্তৌ। ব্যত্যয়েন শত্। তস্ত লসার্কধাতুকানু-
দাত্ত্বে ধাতুস্বরঃ। ঋষো গতাবিত্যস্মৎ ক্ৰিচ্-ক্ৰৌচ সংজ্ঞামিতি ক্ৰিজন্ত ঋষ্টিশব্দঃ।
ততো বহুব্রীহৌ পূৰ্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৩৪৯) ঋকের বিশদার্থ ।

—:•:—

ঋকটি বিষম সমস্তা-সমাকুল। ভাষ্য ও ব্যখ্যা—সে সমস্তা
অধিকতর জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঋকটির সহিত বিবিধ
উপাখ্যানের সংশ্লিষ্ট সূচিত হইয়াছে। অঙ্গিরস নামক এক ঋষি বংশ
ছিল। অগ্নি—তঁাহাদের পূর্বপুরুষ। অগ্নি হইতে অঙ্গিরস-বংশের
উৎপত্তি হয়—এই জন্ম ঋকে ‘প্রথমঃ’ পদ দৃষ্ট হয়। অঙ্গিরস ঋষিবংশের
আদিভূত সেই অগ্নি ঋষি পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। দেবত্ব-লাভের পর,
তিনি দেবগণের উপকারী সখা হইয়াছিলেন; এবং তঁাহার বর্শ্মফলে
তীক্ষ্ণতায়ুধনসম্পন্ন মেধাবী মরুদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। এ ঋকের
ইহাই প্রচলিত অর্থ। #

উদাত্ত করিয়া ‘বদ্বনা’ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর ‘বিদ্বান অপস সকল যাহাদের তাহার’
এইরূপ অর্থে অন্যেষামপি দৃশ্যতে’ এই সূত্রানুসারে, ‘দৃশ্যতে’ এই দৃশ-ধাতু “গ্রহণ-হেতু
অবগ্রহকালেও পূর্বপদের দীর্ঘ হয়” এইরূপ নিয়ম, পূর্বপদের দীর্ঘ কারণ ‘বিদ্বানপসঃ’ পদ
নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘অজায়ন্ত’ এই পদটি, প্রাচুর্ভাবার্থ জন-ধাতুর স্থানে ‘শ্চনিজ্ঞা জনোজ্জা’
(পা० ৭৩৭৯) এই সূত্রানুসারে জ্ঞা আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ‘ভ্রাজদৃষ্টঃ’ পদে
দীপ্তার্থ ভ্রাজ-ধাতুর উপর বিপর্যয়ে শত্ প্রত্যয়; সেই শত্ প্রত্যয়ের ল-সার্কধাতুক অনুদাত্ত
স্বর হইলে ধাতুস্বর করিয়া ‘ভ্রাজৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর গতার্থ ‘ঋষ’ ধাতুর উত্তর
‘ক্রিচ্-ক্ৰৌচ সংজ্ঞাম্’ এই সূত্রানুসারে ক্ৰিচ্-প্রত্যয়ান্ত ঋষ্টি শব্দ হইল। তার পর বহুব্রীহি
সমাস হইলে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর করিয়া ‘ভ্রাজদৃষ্টঃ’ এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥

• প্রধানতঃ সারণের অনুসরণেই এইরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। ঋকের একটা
বাহালা ও একটা ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—(১) ‘হে অগ্নি। তুমি অগ্নির

আমরা মনে করি, ‘অগ্নে’ সম্বোধন এখনে ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত (সমষ্টিভূত কেন্দ্রীভূত বিভূতি-বিষয়ে) হইয়াছে । ‘ত্বং প্রথমঃ’ বাক্যে ভগবানই যে সৃষ্টির আদিভূত, তাহাই বুঝাইতেছে । ‘অঙ্গিরাঃ’ শব্দে (অঙ্গ—জ্ঞান+ইরন ইত্যর্থ) ‘জ্ঞানবিশিষ্ট—জ্ঞানস্বরূপ’ অর্থই সে পক্ষে সমীচীন হয় । ভগবান জ্ঞানের আধার—জ্ঞানময়, ‘অঙ্গিরাঃ’ শব্দ তাহাই প্রকাশ করিতেছে । এই ‘অঙ্গিরাঃ’ শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভূত হইলে, অপরাপর শব্দের বিষয়ে আর কোনই কূট সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না । ঋষিগণ, দেবগণ—সকলই যে তিনি বা তদাত্মভূত, তাহাতে আর সংশয় আছে কি ? ঋষি ও দেব শব্দ পর-পর সন্নিবিষ্ট থাকায়, আরাধক-আরাধ্যের ভাব প্রস্ফুট হয় । ‘দেবানাং’ শব্দে দীপ্তিদানাদি গুণের বা দেবভাবেরই দ্ব্যোতনা করে । সে পক্ষে ‘শিবঃ’ ও ‘সখা’ পদদ্বয়ের সংযোগ বড়ই সমীচীন অর্থ প্রকাশ করে । যেখানে দেবভাব, যেখানে সত্ত্বগুণের বিকাশ, সেখানেই ভগবান্ সহায় আছেন । হৃদয়ে সত্ত্বভাবাদি সামান্য মাত্র স্ফূর্তিনাভ করিলে, তাঁহার করুণার ধারা আপনিই বধিত হয় । তিনি যে মঙ্গলময় ! তাঁহার সখিত্ব লাভ ঘটিলে, মঙ্গল স্ননিশ্চিত ।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন । ‘কবয়ঃ’ এবং ‘মরুতঃ’ পদদ্বয় আমরা মনে করি পরস্পর বিপরীত ভাব প্রকাশের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘কবয়ঃ’ পদে, মেধাবী জ্ঞানিগণকে বুঝাইতেছে ; ‘মরুতঃ’ শব্দে মরণাল সাধারণ মনুষ্যগণকেই লক্ষ্য করিতেছে । সূচারু সঙ্গত অর্থ তাহাতেই প্রাপ্ত

ঋষিদিগের আদ ঋষি ছিলে ; দেব হইয়া দেবগণের মঙ্গলময় সখা হইয়াছ ; তোমার কর্ম্মে মেধাবী, জাতকর্ম্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” (২) ইংরাজী অনুবাদ,— “Thou O Agni, (who art) the first Angiras Rishi, hast become as god the king friend of the gods. After thy law the sages, active in their wisdom, were born, the Maruts with brilliant spears” কিন্তু যাক্বের নিরুক্ত অনুসারে অর্থ আবার অন্তরূপ হয় । সে মতে, ‘অঙ্গিরাঃ’ রূপক মাত্র ; ‘অঙ্গার’ হইতে ‘অঙ্গিরস’—অঙ্গার প্রজ্জ্বলিত হইলে জ্যোতিঃ নির্গত হয়—এই ভাব প্রকাশ পায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ঐরূপ মর্ম্ম ।

হওয়া যায়। জ্ঞানিগণ, ‘বিদ্যনাপসঃ’—পরমজ্ঞানসম্পন্ন হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ‘মরুতো ভ্রাজদৃষ্ঠয়ঃ’ বাক্যে, মরণশীল সাধারণ মনুষ্যও যে ভগবানের কস্মে বিনিযুক্ত হইলে পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পান, ইহাতে সেই ভাবই ব্যক্ত আছে। সায়ণ-ভাষ্যে ‘ভ্রাজদৃষ্ঠয়ঃ’ পদের অর্থ দেখি, ‘দীপ্যমানায়ুধাঃ’ অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত (শাণিত) অস্ত্রবিশিষ্ট। এ অর্থেও আমাদের ভাব সম্যক্ পরিষ্কৃত হয়। মোহের বন্ধন—মুক্তি-পথের প্রধান অন্তরায়। মরণশীল জীব নিয়তই সে বন্ধনে আবদ্ধ। জ্ঞানরূপ শাণিত-অস্ত্রই সে বন্ধন-ছেদনে একমাত্র উপায়! ‘ভ্রাজদৃষ্ঠয়ঃ’ পদে সেই লক্ষ্যই অব্যাহত দেখি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এ ঋকের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি সর্বস্বরূপ। কিবা দেবতা, কিবা মনুষ্য, আপনি সকলেরই মূলাধার। আপনার উপাসনায় রত হইলে, সকলেই পরিত্রাণ লাভ করে। এ অধম আপনার শরণাপন্ন; আপনি অনুগ্রহ করুন।’ (১ম—৩১সূ—১খ)।

— . —

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একত্রিংশং সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

ত্বমগ্নে প্রথমো তঙ্গিরন্তমঃ কবির্দেবানাং

পরি ভূষসি ব্রতং ।

বিভূর্ষিষ্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা

শযুঃ কতিধা চিদায়বে ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণ।

ত্বং । অগ্নে । প্রথমঃ । অগ্নিরঃস্বতমঃ । কবিঃ । দেবানাং ।
 - - - - -

পরি । ভূষসি । ব্রতং ।
 - - - - -

বিভূঃ বিশ্বস্মৈ । ভূষনায় । মেধিরঃ । দ্বিমাতা ।
 - - - - -

শযুঃ । কতিধা । চিৎ । আয়বে ।
 - - - - -

• • •
 মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘অগ্নে’ (হে ভগবন্) ‘ত্বং অগ্নিরঃস্বতমঃ’ (শ্রেষ্ঠজ্ঞাননিলাসঃ), ‘দেবানাং’ (দেবভাব-
 যুক্তানাং) ‘ব্রতং’ (যজ্ঞাদিসংকল্প) ‘পরিভূষসি’ (সর্বতঃ অলঙ্করোষি), ‘কবি’ (সর্বজ্ঞঃ),
 ‘বিশ্বস্মৈ’ (সর্বস্মৈ) ‘ভূষনায়’ (লোকায় লোকানুগ্রহার্থঃ) ‘বিভূঃ’ (বহুরূপধারকঃ),
 ‘মেধিরঃ’ (জ্ঞানধরুপঃ), ‘দ্বিমাতা’ (দ্বয়োন্মাপকঃ, পাপপুণ্য পরিমাণকর্তা) ‘আয়বে’
 মনুষ্যার্থঃ) ‘কতিধা’ (কতিভিঃ প্রকারৈঃ) ‘চিৎ’ (সর্বত্র) ‘শযুঃ’ (শয়ানঃ, বর্তমানঃ)
 অবস্থানঃ করোষীতি শেষঃ। লোকানুগ্রহার্থঃ স ভগবান্ সর্বত্র বহুবিরূপেণ
 অধিষ্ঠিত ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—২৫)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানের নিবাসস্থান ; আপনি
 দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্যগণের যজ্ঞাদিসংকল্প সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত করেন ;
 আপনি সর্বজ্ঞ ; লোক-সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, আপনি বহু-
 রূপধারী ; আপনি জ্ঞানধরুপ, এবং পাপ ও পুণ্যের পরিমাণকর্তা ;
 মনুষ্যগণের নিমিত্ত আপনি সর্বদা কত ভাবেই অবস্থান করিতেছেন !
 (অর্থাৎ লোকানুগ্রহের জন্য সেই ভগবান বহুরূপে সর্বদা সর্বত্র
 অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন)। (১ম—৩১সূ—২৫) ॥

• • •

সারণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে স্বঃ প্রথম আত্মঃ । অজিরন্তমোহতিশয়েনাজিরা ভূত্বা কবিশ্বেধাবী সন্
দেবানাশস্তোষাং ব্রতং কৰ্ম্ম পরিভূষসি । পরিতোহলঙ্করোষি । কৌদৃশস্বঃ । বিশ্বমৈ ভুবনায়
সমস্তলোকানুগ্রহার্থং বিভূঃ । বহুবিধঃ । আহবনীয়াত্মনৈকরূপধারীত্যর্থঃ । মেধিরো মেধাবান্ ।
দ্বিমাতা ষয়োৱরণ্যোরূপঃ । যদ্বা ষয়োৱলোকায়োনির্মািতা । আয়বে মনুষ্যার্থং কতিধা চিৎ
কতিভিঃ প্রকারৈঃ সৰ্ব্বত্র শযুঃ শয়ানঃ । তন্তয়নুশৃগৃহেবস্থিতস্ত তব প্রকারা ইয়ন্ত ইতি ন
কেনাপি জায়ত ইত্যর্থঃ ॥

ভূষসি । ভূব অলঙ্কারে । ভৌবাদিকঃ । বিভূঃ । বিপ্রসন্তোয়া ড্‌সংজ্ঞায়াং । পা.
৩।১।১৮০ । ইতি বিপূর্কাস্তবতেৰ্ভূপ্রত্যয়ঃ । কুহুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরভং । ভুবনায় ভূশূধ-
ত্রস্জিভ্যশ্চন্দসি । উ. ২।৭৮ । ইতি ক্যুন্ । যোরনাদেশে নিৎস্বরেণাহাদান্তভং । মেধিরঃ ।
মেধু সঙ্গমে চ । অস্মাধাহলক ইরন্ প্রত্যয়ঃ । নিৎস্বরঃ । দ্বিমাতা । দ্বৌ মাতারৌ ষস্তাসৌ
দ্বিমাতা । নদ্যত্শ্চ । পা. ৫।৪।১৫৩ । ইতি কপ্ প্রত্যয়ে ন ভবতি মাতৃমাতৃকয়োৰ্ভেদে-
গোপাদানান্দ্যতশ্চৈতি কবপি বিভাষ্যত ইতি তন্ত মাতৃশব্দবিষয়ে পান্ধিক্তোক্তিঃ । ত্রিচক্রা-

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব । আপনি সৰ্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন, (অতএব) অধিকরূপে অজিরা (উজ্জল)
ও মেধাবী হইয়া অত্র দেবগণের কৰ্ম্মকে অলঙ্কৃত (ভূষিত) করিয়া থাকেন । আপনি কিরূপে
সমস্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য বহুবিধ ; অর্থাৎ,—আহবনীয় প্রভৃতি বহু রূপধারী ।
মেধাবী, হইতে অরগি (অগ্নির উদ্দীপক কাষ্ঠ-বিশেষ) হইতে উৎপন্ন অথবা লোকহয়ের (স্বর্গ
ও মর্ত্যের) নির্মাণকর্তা, এবং আপনি সৰ্ব্বত্র মনুষ্যের জন্য কত প্রকারে শাসিত রহিয়াছেন ;
অর্থাৎ,—সেই সেই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত আপনার 'প্রকার' (ভেদ) এই পর্য্যন্ত, এইরূপ
সীমা কেহ জানে না বা জানিতে পারে না ॥

'ভূষসি' এই পদটি ভূদিগণীয় অলঙ্কারার্থ 'ভূব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । 'বিভূঃ' এই পদটি,
বি-পূর্কক 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'বি-প্র-সংজ্ঞো ড্‌ সংজ্ঞায়াং' (পা. ৩।১।১৮০) এই সূত্রানুসারে
'ভূ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । 'ভুবনায়' এই পদটি, ভূ-ধাতুর উত্তর 'ভূ-শূ-ধ-ত্রস্জিভ্যশ্চ-
ন্দসি' (উ. ২।৭৮) এই সূত্র দ্বারা ক্যুন্-প্রত্যয়, এবং 'যু' র স্থানে 'অন' আদেশ করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছে । উক্ত পদে নিৎ-স্বর দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । 'মেধিরঃ' এই পদটি,
সঙ্গমার্থ মেধ-ধাতুর উত্তর বহুল-প্রত্যয়-হেতু 'ইরন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে
নিৎ-স্বর হইয়াছে । 'দ্বিমাতা,—'দ্বাহার মাতা সে' এই অর্থে দ্বিমাতা পদ হয় । ঐ পদে
'নদ্যত্শ্চ' (পা. ৫।৪।১৫৩) এই সূত্র দ্বারা 'কপ্' প্রত্যয় হয় নাই ; তাহার কারণ, মাতৃ ও
মাতৃক শব্দ পৃথকভাবে গৃহীত হইয়াছে ; সুতরাং 'নদ্যত্শ্চ' এই সূত্রে 'কপ্' প্রত্যয় বিকল্পে
বিহিত হইয়া থাকে । অতএব মাতৃ শব্দ বিষয়ে সেই কপ্ প্রত্যয়ের বিকল্প-বিধান বলা
হইয়াছে । উক্ত 'দ্বিমাতা' পদে ত্রিচক্রাদি-হেতু উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে ।

দ্বিত্বান্তরপদাস্তোদাত্ত্বং। বদ্বা দ্বয়োর্মাতা দ্বিমাতা। সমাসশ্চেত্যস্তোদাত্ত্বং। শয়ুঃ।
শীঙ্ স্বপ্নে। ভৃশ্মশীত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। কতিধা। উত্যস্তশ্চ কিংশদশ্চ বহমণবতুডতি
সংখ্যা। পা० ১।১।২৩। ইতি সংখ্যাসংজ্ঞায়াং সংখ্যায়া বিধাথে ধা। পা० ৫,৩,৪২। ইতি
ধা প্রত্যয়ঃ। আয়বে। ছন্দসীগ ইত্যোতেরুণ প্রত্যয়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (৩৫০) ঋকের বিশদার্থ।

সেই ভগবান যে বিবিধরূপ পরিগ্রহ করিয়া অশেষপ্রকারে সংসারের
হিতসাধন করিতেছেন,—এ ঋকে সেই ভাবে ব্যক্ত আছে। ঋকের মুখ্য
ভাব সম্বন্ধে বিশেষ মতান্তর দেখিতে পাই না; তবে ভগবানের সম্বন্ধে
প্রযুক্ত কয়েকটি বিশেষণের অর্থ বিষয়ে বহুই মতান্তর সংঘটন করাইয়াছে।
'অঙ্গিরঃ' সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব ঋকেই প্রকাশ করিয়াছি।
এখানে ঐ শব্দের সঙ্গে একটি 'তম' প্রত্যয় আছে। তাহাতে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ
জ্ঞাপন করে। শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান তাহাতেই আছে, এখানে সেই ভাব বিশেষ
করিয়া বুঝাইতেছে। ঋকের অন্তর্গত আর একটি অভিনব শব্দ—'দ্বিমাতা'।
'দুইটি মাতা হইতে যাঁহার উৎপত্তি'—এইরূপ সমাস-নিষ্পন্ন পদরূপে ঐ
'দ্বিমাতা' পদকে নির্দ্ধারিত করিয়া (যদিও ঐ সমাসে 'দ্বিমাতৃক' পদ হয়)
'দুইটি কাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে উৎপন্ন'—এইরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।
কতদূর কষ্টকল্পনায় ঐরূপ অর্থ ব্যুৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই প্রতীত
হইবে। আমরা বলি, 'দ্বয়োঃ পাপপুণ্যয়োঃ মাতা পরিমাণকর্তা'
এইরূপ যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে উক্ত 'দ্বিমাতা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অথবা, 'ত' এর মাতা (পরিমাণকারী) এই অর্থে 'দ্বিমাতা' পদ হয়। 'সমাসস্ত' এই নিয়মে
অস্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শয়ুঃ' এই পদটি স্বপ্ন (নিদ্রা) বোধক শী-ধাতুর উত্তর, 'ভৃশ্ম-শি'-
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উ-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'কতিধা' এই পদটি, 'উতি' প্রাতঃস্বপ্ন
কিম্ শব্দের 'বহমণবতুডতি সংখ্যা' (পা० ১।১।২৩) এই সূত্র দ্বারা সংখ্যা-সংজ্ঞা হইলে পর,
'সংখ্যায়া বিধাথে ধা' (পা० ৫৩৪২) এই সূত্র দ্বারা ধা-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।
'আয়বে' এই পদটি, 'ছন্দসীগঃ' এই উগাদি সূত্র দ্বারা (ই-ধাতুর উত্তর) উন্ প্রত্যয়
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২ ॥

পাপপুণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিতই ভগবানের আরাধনা-উপাসনার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । ভগবৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলেই, ভগবৎ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হয় । ভগবানই যে পাপপুণ্যের পরিমাণকারী,—তাঁহার নিকটেই যে তুলা দণ্ডে পাপপুণ্যের বিচার হইয়া থাকে, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম-শাস্ত্রেই তাঁহার নিদর্শন দেখিতে পাই । * অতএব 'দ্বিগাতা' পদে 'দুই-কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন'—অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না । সর্বলোকে অশেষরূপে বিত্তমান থাকিয়া, সেই পরম কারুণিক ভগবান্ তুলাদণ্ডে পাপ ও পুণ্যের বিচার করিয়া, করুণা বিতরণ করিতেছেন,— ইহাই এ থাকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য । (১ম—৩১সূ—২ধা) ।

— . —

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একত্রিংশ সূক্তং । তৃতীয়া ঋক্) ।

ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব

সুকৃতূয়া বিবস্বতে ।

অরেজেতাং রোদসী হোত্বূর্যেহসম্বোভারময়াজে

মহা বসো ॥ ৩ ॥

• • •

* পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্য এবং আমাদের শাস্ত্রাদিতে তুলাদণ্ডে বিচারের বিষয় 'পৃথিবীর ইতিহাস', ৩য় খণ্ডে, ১৪৯—১৫০—১৫৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় আলোচনকৃত আছে । আমরা মনে করি, সেই ভাবই এখানে 'দ্বিগাতা' পদে প্রকাশ পাইয়াছে ।

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ত্বং । অগ্নে । প্রথমঃ । মাতরিশ্বনঃ । আবিঃ ।
 - - - - -

ভব । স্ক্রতুয়া । বিবস্বতে ।
 - - - - -

অরেজেতাং । রোদসী ইতি । হোত্বূর্ঘে । অস্নোঃ ভারং ।
 - - - - -

অশ্বকঃ । মহঃ বসো ইতি ॥ ৩ ॥
 - - - - -

• • •

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে ভগবন্ ।) ‘ত্বং প্রথমঃ’ (তুমিই আদিভূতঃ) ‘মাতরিশ্বনঃ’ (প্রাণবায়ু-
 স্বরূপঃ) ; ‘স্ক্রতুয়া’ (ভগবৎকর্মসাধনেচ্ছয়া) ‘বিবস্বতে’ (পরিচরতে, প্রার্থনাকারিণে)
 ‘আবির্ভব’ (প্রকটিতো ভব) ; ‘হোত্বূর্ঘে’ (ত্বয়ি হোত্বিঃ প্রার্থনাকারিত্বকরীয়ে সতি)
 ‘রোদসী’ (জ্বাপৃথিব্যো, দ্বিবিধশত্রু) ‘অরেজেতাং’ (অকম্পিতাং) ; প্রার্থনাকারিণাং ‘ভারং’
 (পাপভারং) ‘অস্নোঃ’ (নাশয়) ; ‘মহঃ’ (তেজঃস্বরূপ) ‘বসো’ (নিবাসভূত হে দেব ।)
 ত্বং ‘অশ্বকঃ’ (অশ্বকং অর্চনাং সম্পাদয়) । হে দেব অশ্বকং শত্রুণ জহি । অশ্বকং
 দেবারাধনঞ্চ সর্ষধা সকলং কুরু ইতি ভাবার্থঃ । (১ম—৩১সূ—৩৭) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনিই আদিভূত ; (বিশ্বের) প্রাণবায়ুস্বরূপ ;
 ভগবৎকর্মসাধনেচ্ছা এই প্রার্থনাকারীর সমীপে আপনি প্রকটিত হউন ;
 আপনি প্রার্থনাকারিগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইলে, স্বর্গমর্ত্যস্ব দ্বিবিধ শত্রু
 প্রকম্পিত হয় ; আপনি এই প্রার্থনাকারীদের পাপভার বিনাশ করুন ;
 হে তেজঃ-স্বরূপ, (জগতের) স্থিতির হেতুভূত দেব ! আপনি
 আমাদের দেবারাধনা সফল করুন । (১ম—৩১সূ—৩৭) ।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে স্বং মাতরিখনে প্রথমো মুখ্যো ভূত্বা বর্তসে। অগ্নিকায়ুরাদিত্য ইতি বায়ু-
পক্ষ্যা সর্কত্র মুখ্যাবগমাৎ। তাদৃশ্বঃ সূক্রতুরা শোভনকর্ষেচ্ছা বিবস্বতে পরিচরতে
জমানায়াবির্ভব প্রকটো ভব। তব সামর্থাৎ দৃষ্টা রোদসী ছাবাপৃথিব্যাবরেজ্ঞেতাৎ।
কম্পেতাৎ। ভাসতে বেজত ইতি ভয়বেপনয়োঃ। নি. ৩২১। ইতি যাক্ঃ। হোত্ববৃহ্যে
হাত্ববরণবৃক্কে কর্ষণ ভাঃ ভরণমসয়োঃ। উত্বানসি। হে বসো নিবাসহেতো বহু মহঃ
পূজ্যান্দেবানবজঃ। ইষ্টানসি ॥

মাতরিখনে। নিশ্বাণহেতুত্বান্নাতাস্ত্রিক্ঃ। তত্র স্থসিতি প্রাণিতীতি মাতরিখা বায়ুঃ।
শ্বস্কৃত্যাদৌ। উ. ২১৫৮। মাতরিখনশ্বঃ কনপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। সূক্রতুরা
সূক্রতুমাশ্বন ইচ্ছতি। স্বপ আশ্বনঃ ক্যচ্। অকৃত্বসার্কধাতুকয়োঃ ইতি দীর্ঘং। পা. ৭।৪ ২৫ ॥
ক্যজস্তশ্ব ধাতুসংজ্ঞায়াং অ প্রত্যয়াৎ। পা. ৩৩১.০২। ইতি ভাবেহকারপ্রত্যয়ঃ। ততঃপ।
সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ৈকবচনশ্চ ডাদেশঃ। টিলোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ততোদাত্তত্বং।
সংহিতারামশ্বেষামপি দৃশ্যতে ইতি পূর্বপদশ্চ দীর্ঘঃ। বিবস্বতে। বিবাসতিঃ পরিচরণকর্মা।
অপ্যাৎ সম্পদাদিলক্ষণঃ কিপ। ব্যত্যয়েনোপধাতুস্বত্বং। তদশ্বাস্তীতি মতুপ্। মাতুপধাতু

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। আপনি বায়ু অপেক্ষা মুখ্য (প্রধান) হইয়া আছেন। যেহেতু
'অগ্নিকায়ুরাদিত্যঃ' এষ্ট ক্রমে সর্বস্থলে বায়ু অপেক্ষা অগ্নির প্রাধান্য অবগত হওয়া যায়।
তথাবিধ আপনি, মঙ্গলকর কর্মের কামনায় পরিচর্যা-পরায়ণ যজমানের নিমিত্ত (তাহার
ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত) প্রকাশিত হউন। আপনার প্রভাব দেখিয়া আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত
হইয়াছে। নিরুক্ত-গ্রন্থে যাক্ 'ভাসতে বেজতে ইতি ভয়বেপনয়োঃ' (নি. ৩২১) এইরূপ বলিয়া-
ছেন। আর আপনি হোত্ববরণবিশিষ্ট কর্মে ভরণ (পুষ্টি) ধারণ করিয়াছেন। হে নিবাসকারণ
(আশ্রয়স্থল) বহুদেব। আপনি পূজনীয় দেবগণকে যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট করিয়াছেন।

'মাতরিখনে',—নিশ্বাণের কারণ বলিয়া মাতৃ শব্দের অর্থ অন্তরিক (আকাশ)। 'সেই
অন্তরিকে শ্বস-(প্রাণ) ধারণ করে যে' এই অর্থে 'শ্বস্কৃত্যাদৌ' (উ. ১।১৫৮) ইত্যাদি উনাদি
সূত্রে কন প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ মাতরিখন শব্দে বায়ুকে বুঝায়। 'সূক্রতুরা' এই পদটি,
যায় সূক্রতু (সু-কর্ম) ইচ্ছা করিতেছে' এই অর্থে সূক্রতু শব্দের উত্তর 'স্বপঃ আশ্বনঃ ক্যচ্'
এই সূত্রানুসারে 'ক্যচ্ প্রত্যয়, অকৃত্ব সার্কধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৪ ২৫) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ;
অনন্তর, ক্যচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ধাতু-সংজ্ঞা হইলে, 'অ প্রত্যয়াৎ' (পা. ৩।৩.১.০২) এই সূত্র
দ্বারা ভাববাচ্যে 'অ' প্রত্যয়, তাহার পর টাপ্, এবং 'স্বপষ্ঠসুলুক্' এই সূত্রে তৃতীয়ান্ন
একবচন স্থানে ডা আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত পদে উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বর দ্বারা
'সেই ডা প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত, এবং 'অশ্বেষামপি দৃশ্যতে' এঃ নিয়মানুসারে সংহিতায়
পূর্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'বিবস্বতে' এই পদটি, বি পূর্বক 'বাস' ধাতুর অর্থ পরিচর্যা।
এই বি-পূর্বক 'বাস' ধাতুর উত্তর সম্পদাদিগণীয় কিপ. প্রত্যয়, বিপর্যয়-হেতু উপধার হ্রস্ব
কারিয়া নিষ্পন্ন 'বিবস্' শব্দের উত্তর 'তাহা (পরিচর্যা) ইহার আছে' এই অর্থে 'মতুপ্'

ইতি মতোর্কৎ । তসৌ মত্বর্থে হৈত্বেন পদভাভাবাদ্ভাভাবঃ । মত্বপঃ পিণ্ডাদমুদাত্তৎ ।
 ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে । যোদসৌ । বা ছন্দসীতি পূর্বসবর্ণদীর্ঘৎ । হোত্ববৃথো । হোত্রা
 ত্রিগত ইতি হোত্ববৃথ্যা যজ্ঞঃ । বৃঞবরণে । বহুলগ্রহণাদৌগাদিকঃ । ক্যপ্ উদোষ্ট্য-
 পূর্বশ্চেতুৎ । হলি চেতি দীর্ঘঃ । যদ্বা বৃঞবরণ ইত্যাদ্যদেতিস্তৃণাশ্বিত্যাদিনা । পা.
 ৩১১০২ । ক্যপ্ । অনিত্যমাগমশাসনমিতি ভগতাবঃ । অকৃৎসার্কধাতুকয়োরিতি দীর্ঘে
 পূর্বসহৃদৌর্ধৌ । প্রত্যয়শ্চ পিণ্ডাদমুদাত্তৎ ধাতুস্বরঃ । কৃদন্তরপদপ্রকৃতিস্বরধ্বেন স এব
 শিষ্যতে । অস্বঃ । যঘ হিংসায়ামত্র ত্ব বহনর্থঃ । স্বাদিত্য শ্মুঃ । পাদাদিত্যনিধাতঃ ।
 অবজঃ । ভাবমিত্যশ্চ পূর্বপদশ্চ বাক্যাস্তরগতভাত্তদপেক্ষয়াশ্চ নিধাতো ন ভবতি । সমান-
 বাক্যে নিধাতয়দমুদাদেশা বক্তব্যঃ । যা০ ৮১ ১৮১ । ইতি বচনাৎ । মহঃ । মহ পূজার্থ
 কিপ্ চেতি কিপ । সুপাং সুপো ভবতীতি শসো ঙসাদেশঃ । সাবেকাচ ইতি ততোদাত্তৎ ।
 যদ্বা শসি মহচ্ছন্দস্তাক্ষন্দলোপশ্চান্দমঃ । বৃহস্পতোরূপসংখ্যানমিতি শস উদাত্তৎ ॥ ৩ ॥

• • •

প্রত্যয়, এবং 'মাতৃপধায়াঃ' এই সূত্র দ্বারা 'মত্ব'র স্থানে 'ব' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
 'তসৌ মত্বর্থে' এই নিয়মানুসারে 'ত' সংজ্ঞা হেতু-পদত্ব না হওয়ার 'ব' হইল না । উক্ত পদে
 মত্বপের প ইৎ যাওয়ার অনুদাত্ত-স্বর হইয়াছে ; আর 'যোদসৌ' এই পদে 'বা ছন্দসি' এই
 সূত্র অনুসারে পূর্বসবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে । 'হোত্ববৃথো' এই পদটি, "হোত্রা-কর্তৃক বৃত্ত
 (অকৃষ্টিত) হয়" এই অর্থে হোত্বগত পূর্বক বরণার্থ বৃঞ ধাতুর উত্তর 'বহুল' শব্দ গ্রহণ-হেতু,
 দৌগাদিক ক্যপ্ প্রত্যয়, 'উদোষ্ট্যপূর্বশ্চ' এই সূত্র দ্বারা উ আদেশ, এবং 'হলিচ' এই সূত্র
 দ্বারা দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । অথবা বরণার্থ বৃ(ঞ) ধাতুর উত্তর 'এতিস্তৃণাশ্ব'
 (পা০ ১১১০২) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্যপ্ প্রত্যয়, 'অনিত্যমাগমশাসনম্' এই নিয়মহেতু
 তক-অভাব 'অকৃৎ-সার্কধাতুকয়োঃ' এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইলে পূর্বের মত টকার দীর্ঘ
 করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । উক্ত পদে ক্যপ্ প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যাওয়ার অনুদাত্ত-স্বর
 হইলে ধাতুস্বর হইয়াছে, এবং কৃদন্ত-উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর বলিয়া সেই ধাতুস্বরই
 অবশিষ্ট রহিল । 'অস্বঃ' এই পদটির, সঘ ধাতুর অর্থ হিংসা, কিন্তু এইস্থলে বহনর্থ ।
 সেই বহনর্থ 'সঘ' ধাতুর উত্তর স্বাদিগণীয় হেতু 'শ্মু' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ।
 উক্ত পদে পাদাদিত্য হওয়ার নিধাত হইয়াছে । 'অবজঃ,' 'ভারম্' এই পূর্ব পদটি
 বাক্যাস্তরস্থিত হওয়ায় সেই পূর্বপদের অপেক্ষায় 'সমান বাক্যে নিধাত যুদ্যদমুদাদেশা
 বক্তব্যঃ' (যা০ ৮১ ১৮১) এই বচনহেতু 'অবজঃ' এই পদের নিধাত হইয়াছে । 'মহঃ' এই
 একটি পূজার্থ মহ ধাতুর উত্তর 'কিপ্ চ' এই সূত্র দ্বারা ক্যপ্ প্রত্যয়, ও 'সুপাংসুপো
 ভবতি' এই সূত্র দ্বারা শসের স্থানে 'ঙস্' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত পদে 'সাবেকাচ'
 এই সূত্র দ্বারা উক্ত 'ঙস্' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে । প্রকারান্তরে ছান্দস-প্রবৃত্ত
 'শস্' বিতক্তি পরে মহৎ-শব্দের 'অৎ' ভাগের লোপ করিয়া 'মহঃ' পদ সাধিত হয় । উক্ত
 পদে 'বৃহস্পতোরূপসংখ্যানম্' এই সূত্রানুসারে শস্ বিতক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

• • •

তৃতীয় (৩৫১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটিকে প্রধানতঃ পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশে ‘মাতরিশ্বনঃ’ শব্দে ‘বায়ু’ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলা হয়,—‘বায়ু দেবতারও পূর্বে সর্বপ্রথমে আপনার পূজা হইয়া থাকে !’ এতদনুসারে কেহ কেহ টিপ্পনী করিয়াছেন,—‘বায়বীয়, সূক্ত প্রভৃতির পূর্বে আগ্নেয়-সূক্তের সমাবেশের বিষয় এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে।’ এ অর্থে, বহু ঋষিতে মিলিয়া বেদ রচনা করেন, এবং আগ্নেয়-সূক্তের প্রথম মন্ত্র প্রথমে লিখিত হইয়াছিল,—এইরূপ একটা কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমরা সে ভাব পরিপোষণ করি না। আমরা ‘মাতরিশ্বনঃ’ শব্দে ‘প্রাণবায়ুস্বরূপঃ’ অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভগবান যে প্রাণবায়ুরূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, এখানে ‘মাতরিশ্বনঃ’ পদে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। বায়ু-প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নিৰ্বাহিত হয়,—‘মাতরিশ্বনঃ’ তাই প্রাণ-বায়ু। অগ্নিদেব যে ‘মাতরিশ্বনঃ’ নামে অভিহিত হন, ইহাই তাহার কারণ। এখানে অগ্নি নামে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি যে আদিভূত এবং প্রাণবায়ুরূপে সর্বত্র অবস্থিত, মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বিবৃত আছে। #

ঋকের দ্বিতীয় অংশের প্রচলিত অর্থ—‘যজ্ঞ-সুসম্পন্নের জন্য আপনি যজ্ঞমানের নিকট আগমন করেন।’ এ পক্ষে, আমাদের অর্থ বিশেষ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ অংশ প্রার্থনামূলক। এখানে ভগবদর্চনা-পরায়ণ সাধক আত্মসাক্ষাৎকার-লাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন।

ঋকের তৃতীয় অংশ একটু জটিল। এখানকার প্রচলিত অর্থ এই যে,—“আপনাকে আমরা হোতার কার্যে বরণ করিতেছি।” সে পক্ষে পরবর্তী অংশের সহিত ইহার সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া বলা হয়,—“আপনি হোতার কার্যে ত্রী হইলে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত

* মূলে ‘মাতরিশ্বন’ পদ আছে। ভাষ্যকার উহার রূপ ‘মাতরিশ্বনে’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ‘মাতরিশ্বনঃ’ রূপ গ্রহণ করিলাম। দুই রূপে একই প্রকার অর্থ প্রকাশ পায়। কেবল বিভক্তির পরিবর্তন মাত্র।

হইবে।” এ অর্থে, অগ্নিকে ঋষি বা মানুষ বলিয়া মনে করা যায়, এবং তিনি যে হোতৃকার্ষ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। * কিন্তু পূর্বাপর সৃক্তের মন্ত্রগুলির অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিতে গেলে, মানুষী ভাব তাঁহাতে অধ্যাহার করা যায় না। ও পিচ, শব্দ-কয়েকটি যথাবিন্যস্ত হইলে, উহার অর্থ সম্পূর্ণ অন্তরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ‘হোতৃবুধ্যো’ পদে, ‘আপনাকে হোতৃপদে বরণ করিলে’ অর্থ না করিয়া, ‘হোতৃগণ কর্তৃক আপনি বরণীয় অর্থাৎ সম্পূজিত হইলে’—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহাতে ঋকে সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়; ‘আপনি হোতৃগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইলে’ অর্থাৎ ‘মানুষ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে’, ঠাণ্ডা পৃথিবীর দ্বিবিধ শত্রু প্রকল্পিত হয়। শত্রু উভয় লোকেই আছে;—পৃথিবীত থাকিয়াও মানুষ পাপকর্ম্ম করিতে পারে, স্বর্গধামে উপনীত হইয়াও পাপকর্ম্মে প্রলুব্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। সেই লক্ষ্যই এখানে পরিদৃশ্যমান। মর্ম্ম এই যে,—‘ঐহারা ভগবদারাধনায় সদা ন্যস্তচিত্ত থাকেন, মর্ত্যের শত্রু ও স্বর্গের শত্রু কোনও শত্রুই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না অর্থাৎ কোনরূপ পাপকর্ম্মই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না।’

পরবর্তী অংশে, ‘হোতৃকর্ম্মের ভার গ্রহণ করা’ অপেক্ষা ‘পাপভার নাশ করার’ প্রার্থনাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। শেষ অংশে, ‘যিনি তেজঃস্বরূপ জগতের আশ্রয়ভূত, তিনি আমাদের অর্চ্চনা সফল করুন’—এই ভাবই প্রকাশ পায়। যিনি ভগবান, তিনি আবার হোতৃপদ গ্রহণ করিয়া, অপর কাহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন? ফলতঃ, ঋকের শেষ অংশদ্বয়ে তাঁহার হোতৃপদ-গ্রহণের ও অন্তদেবতার পূজাকর্ম্ম-সম্পাদনের ভাব উপলব্ধ হয় না। ঐ দুই অংশই পরমপ্রার্থনামূলক। ‘হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমার পাপভার লাঘব করুন, আর আমার পূজা সফল হউক’,—ইহাই ঋকের মুখ্যার্থ। (১ম—৩১সূ—৩খ)।

* সকল প্রকার অম্বাদেই এখানে মানুষভাবে অগ্নিকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা দেখি। ইংরাজী অম্বাদে লিখিত আছে,—“The two worlds trembled at (thy) election as Hotri.” অর্থাৎ, অগ্নিদেবকে হোতৃপদে নির্বাচন করিতে পারিলেই বিপন্নগণ যেন কম্পিত হইবে, এই ভাব প্রকাশ পায়।

চতুর্থী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একত্রিংশং সূক্তং । চতুর্থী ঋক্ ।)

ত্বমগ্নে মনবে ত্বামবাশয়ঃ পুরুরবসে স্কুতে স্কুতরঃ ।

স্বাত্রেণ যৎপিত্রোমুচ্যসে পর্যা ত্বা

পূর্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্বং । অগ্নে । মনবে । দ্যাং । অবাশয়ঃ । পুরুরবসে ।

স্কুতে । স্কুতরঃ ।

স্বাত্রেণ । যৎ । পিত্রোঃ । মুচ্যসে । পরি । আ । ত্বা ।

পূর্বং । অনয়ন্ । আ । অপরং । পুনরিত্তি ॥ ৪ ॥

• • •

মর্শামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে ভগবন্) 'মনবে' (লোকানুগ্রহার্থং) 'দ্যাং' (স্বর্গলাভতত্বং) 'অঃ অবাশয়ঃ' (প্রকটিতবানসি) ; 'স্কুতে' 'স্কুতিসম্পন্নং, তবার্জনপরায়েণ) 'পুরুরবসে' (বহুসৎকর্ম-শালিনি জনে) 'স্কুতরঃ' (অতিশয়েন অনুগ্রহপরায়েণো ভব) ; 'যৎ' (যস্মাৎ) 'স্বাত্রেণ' পাপাপ-নোদনে) 'যৎ পিত্রোঃ' (মাতাপিতৃত্যাং, জন্মকারণাৎ) 'মুচ্যসে' (মোচয়সে শরণাপন্নান্ বসান্ ইতি শেষঃ) ; তস্মাৎ সাধকাঃ 'ত্বা' (ত্বাং আরাধ্য) 'আ পূর্বং' (পূর্বজনকর্মফলং)

‘পুনঃ’ (পুনরপি) ‘আ পরং’ (পরজন্মকর্ষ্মসম্বন্ধে) ‘পরি’ (সর্বতোভাবে) ‘অনয়ন্’ (দ্বং
প্রাপন্নতি, নাশকস্তীত্যর্থঃ) । হে দেব । ত্বং শরণাগতানাং পাপমোচনে জন্মমৃত্যুনাশকঃ ।
তন্মাং সাধকাঃ ত্বাং আরাধ্য জন্মান্তরসম্বন্ধং দূরয়ন্তি ইতি ভাবার্থঃ ॥ (১ম—৩১সূ—৪৩) ।

বঙ্গাভুবাদ ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব ! লোকানুগ্রহের নিমিত্ত আপনি স্বর্গলাভের
তত্ত্ব প্রকটিত করেন ; এবং স্কৃতিসম্পন্ন বহুসংকর্ষ্মশালী আপনার
অর্চনাকারিগণের প্রতি আপনি বিশেষ অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন । যেহেতু,
পাপ-মোচন দ্বারা সাধকগণকে জন্মকারণ হইতে মুক্ত করেন, সেই হেতু
সাধকগণ, আপনাকে আরাধনা করিয়া পূর্বজন্মকর্ষ্মফল এবং পরজন্ম-
কর্ষ্মদম্বন্ধ সর্বতোভাবে নাশ করেন । (১ম—৩১সূ—৪৩) ।

সায়ণ-ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নি ত্বং মনবে মনোরহুগ্রহার্থং ত্বাং দ্যলোকমবাসঃ । শব্দিতবানসি । পুণ্য-
কর্ষ্মভিঃ সাধ্যো দ্যলোক ইতি প্রকটিতবানসি । স্কৃতে তব পরিচরণং কুর্ষ্মতে পুরুষস
এতন্মামকস্ত রাজোহহুগ্রহার্থং স্কৃৎসরঃ । অতিশয়েন শোভনফলকার্যভূঃ । যদ্যদা পিত্রোর-
রণ্যোঃ স্বাত্রেণ ক্ষিপ্ৰমথনেন পরিমুচ্যসে । পরিতো মুক্তো ভবসি । উৎপত্তস ইত্যর্থঃ ।
স্তদানীশ্বা অরণ্যোরুৎপন্নং ত্বাং পূর্ষং বেদেঃ পূর্ষদেশমানম্ । আহবনীয়ভবেন স্থাপিতবস্তঃ ।
পুনঃ পশ্চাদপরং পশ্চিমদেশমানম্ । গার্হপত্যরূপেণ প্রাপিতবস্তঃ । আহবনীয়কর্ষ্মানুষ্ঠানদূর্ষ-
গার্হপত্যরূপেণ ধারিতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥

অবাসয়ঃ । বাশু শব্দে । পুরুষবসে । পুরুতোভীতি পুরুষাঃ । ক শব্দে । অশ্বাদৌ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গাভুবাদ ।

হে অগ্নিদেব । আপনি মনুর প্রাতঃ অহুগ্রহ করিবার জন্ত, দ্যালোকের কথা বলিয়াছেন ;
(অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য-সমূহ দ্বারা দ্যলোক (স্বর্গ) সাধিত হয়, —এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন) ।
আপনার পরিচর্য্যাকামী পুরুষাঃ’ নামক রাজাকে অহুগ্রহীত করিবার নিমিত্ত (আপনি)
অত্যন্ত শুভফলপ্রদায়ক হইয়াছেন । আপনি, যৎকালে অরণ্যের সত্তর মথন দ্বারা মুক্ত
হইলেন (অর্থাৎ, অরণ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন) ; তৎকালে ঋত্বিক্গণ অরণ্যের
এইরূপ আপনাকে আহবনীয়রূপে বেদির পূর্বভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং বেদি
পশ্চিমভাগে (পশ্চাতে) ‘গার্হপত্য-রূপে আনয়ন করিয়াছিলেন ; (অর্থাৎ, আহবনীয় কর্ষ্ম-
স্থানের পর আপনাকে গার্হপত্যরূপে ধারণ করিয়াছিলেন ।)

‘অবাসয়ঃ’ এই পদটি, শব্দার্থ “বাসু” ধাতু হইতে নিস্পন্ন । ‘পুরুষবসে’ এই পদটি
‘পুরু (প্রশস্ত) শব্দ করে’ এই অর্থে পুরু শব্দ পূর্বক ‘ক’ ধাতুর উত্তর ঔনাদিধ

পাদিকেশ্বনি পুরসি চ পুরুরবাঃ। উ• ৪২৩১। ইতি পূর্বপদস্ত দীর্ঘো নিপাত্যতে।
সুকৃতে। সুকর্মপাপমন্ত্রপুণ্যেষু কৃৎসঃ। পা• ৩২৮৯। ইতি কিপ। ততস্তক্। পিত্রোঃ।
উদাত্তয়ণো হ্রস্বপূর্বাদিতি। বিভক্তেরুদাত্তয়ং। মুচ্যসে। অহুপদেশাঙ্গসার্কধাতুকাহুদাত্তয়ং।
যতপি সতি শিষ্টেশ্বরবলীহ্রস্বয়ত্র বিকরণেণ ইতি বচনাদিকরণস্বরঃ সতি শিষ্টোহপি লসার্ক-
ধাতুকস্বরস্ত বাধকো ন ভবতি। তথাপি ধাতুস্বরং বাধত্বে এষ ধাতুস্বরং স্নাস্বর ইত্যুক্তত্বাৎ।
অতো যক্ এষ স্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েচ্ছাছ্যনাত্তয়ং ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (৩৫২) ঋকের বিশদার্থ।

— : : —

এ ঋকগীতে নানা প্রকার অর্থ পরিকল্পিত হয়। রাজা মনুর সহিত অগ্নি-
দেবের কথোপকথন হইয়াছিল, রাজা পুরুরবাকে অগ্নিদেব অনুগ্রহ করিয়া-
ছিলেন, আবার দুইটী কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নিদেবের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল।
উৎপত্তি—কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে; কথোপকথন—মনু মহারাজের সহিত;
উপকারী বন্ধু—পুরুরবা রাজার। * কি প্রকারে এ সকল উক্তির
সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে, আমরা তাহা অনুভবেই আনিতে পারি

‘অহুম্’ প্রত্যয়, ও ‘পুরসিচ’ (উ• ৪২৩০) এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে পূর্বপদের দীর্ঘ
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ‘সুকৃতে’ এই পদটী স্ম পূর্বক ক্-ধাতুর উত্তর ‘সু-কর্ম
পাপমন্ত্র পুণ্যেষু কৃৎসঃ’ (পা• ২২৮৯) এই সূত্র দ্বারা কিপ্ প্রত্যয়; তাহার পর তৃক্
আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ‘পিত্রোঃ’ এই পদে ‘উদাত্ত যণে হ্রস্বপূর্বাৎ’ এই সূত্র
দ্বারা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘সতি শিষ্টেশ্বর বলীহ্রস্বয়ত্র বিকরণেণাঃ’
এই বচন হেতু বিকরণস্বর বর্তমানে শিষ্ট হইলে যদিও ল-সার্কধাতুক স্বরের বাধক হয় না;
তথাপি ধাতুস্বরকে বাধা দিতেছে। কারণ, ‘ধাতুস্বরং স্না স্বরঃ’ এইরূপ উক্ত হইয়াছে;
এই হেতু যক্ প্রত্যয়েরই স্বর প্রাপ্ত হইলে পর নিপাতন-ক্রমে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

* ঋকটির কিরূপ অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ একটী বাঙ্গালা ও
একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—(১) “হে অগ্নিদেব আপনি মনুষ্য;
জাতের আদি-পুরুষ মনুর উপকারার্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুণ্যকর্ম দ্বারা স্বর্গ লাভ করা
যায়। আপনি পুণ্যকর্মশালী পুরুরবা নৃপতিকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছেন যথাকালে
আপনি কাষ্ঠদ্বয় হইতে ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হইলেন, তখন ঋক্ ঋকেরা আপনাকে বেদীর পূর্বদিকে
আনয়ন পূর্বক আহবনীয়রূপে স্থাপন করেন এবং পুনর্বার বেদীর পশ্চিম দিকে আনয়ন
পূর্বক গার্হপত্যরূপে স্থাপন করেন।” ঋকের ইংরাজী অনুবাদ,—“Thou, O Agni,
hast caused the sky roar for Manu, for the well-doing, Pururavas.”

না । শব্দ-সমষ্টির ব্যাখ্যায় একটা ধারাবাহিক ভাবসঙ্গতি আবশ্যিক । যদি তাহা না হয়, তবে ব্যাখ্যা বিফল অথবা বেদ বিফল—দুইয়ের এক নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে ।

এখন, আমরা যে অর্থ - যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতি-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । ‘মনবে’ পদে কেন ‘মনু-মহারাজের’ সম্বন্ধ আমনন করি ? ‘মনুষ্যের জন্ম, লোকানুগ্রহের জন্ম’—এ ভাব কি ‘মনবে’ পদে সঙ্গত হয় না ? স্বর্গলাভ-তত্ত্ব কেবল তিনি মনুর নিকটই প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর কি অপর কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন না ? সাধকের নিকট, ভক্তের নিকট, তিনি যে নিয়তই পরমার্থ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন ! কোন্ কালে কখন একবার স্বর্গের বিষয় বিবৃত করিলেই কি ভগবানের কার্য শেষ হয় ? তার পর, স্মৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা পুরুরবাকে তিনি যে অতিশয় অনুগ্রহ করেন ;—এবস্থিধ উক্তিও নিত্যসত্যস্বরূপ বেদে ভগবানের সন্দেহ যথা প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কনাচ ধারণা হয় না । এক রাজা পুরুরবাই কি তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র ? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না । তিনি যে উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সর্বদা সমান অনুগ্রহ পরায়ণ আছেন,—ইহাই নিত্যসত্য ; আর সেই তত্ত্বই ঋকের এ অংশে পরিব্যক্ত । ‘পুরুরবা’ শব্দে, আমরা বলি, এখানে পুরুরবা নামক কোনও রাজার প্রতি লক্ষ্য নাই ; এখানে ঐ শব্দে বহুসংকর্মশালী মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইতেছে । দুই প্রকারে ঐ একই অর্থে আমরা ‘পুরুরবা’ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতেছি । ‘পুরু—দেবলোক + ‘রবস্’—স্বর = ‘পুরুরবস্’ শব্দ নিষ্পন্ন । অথবা, পুরুরব = ‘পুরু’—‘বহু’ + ‘রবস্’—কর্ম । প্রথমোক্ত ব্যুৎপত্তিক্রমে ‘পুরুরব.’ শব্দের অর্থ হয়—‘যাঁহার স্বর শব্দ বা স্তুতি দেবসমীপে উপস্থিত হয় ।’ অর্থাৎ, যিনি পরম ভক্ত সাধক, ঐ ব্যুৎপত্তিতে তাঁহাকেই নির্দেশ করে । অপর ব্যুৎপত্তিক্রমে ‘পুরুরবা’ শব্দে বহুসংকর্মশীল জনকে বুঝাইতে পারে । যাঁহার স্মৃতিসম্পন্ন পরমভক্ত, তাঁহাদের প্রতি ভগবান যে

being thyself a greater welldoer. When thou art loosened by power from thy parents, they led thee hither before and afterwards again,”—H. Oldenberg, Edited by MaxMuller,

অধিকতর অনুগ্রহপরায়ণ আছেন, মন্ত্রাংশে যেই ভাবই প্রকট রহিয়াছে। 'স্বাত্রেণ' পদ কি প্রকারে সাধিত হয়, সায়ণ তাহা নির্দেশ করেন নাই। তিনি স্থূলভাবে ঐ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন,—'ক্ষিপ্ত মথনেন।' তদনুসারে 'পিত্রোঃ' পদে 'অগ্নি কাষ্ঠদ্বয়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ, অগ্নিকাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সায়ণের এবং সকল ব্যাখ্যাকারের মতেই 'স্বাত্রেণ পিত্রোঃ' পদদ্বয়ের ইহাই ভাবার্থ। 'মুচ্চসে' ক্রিয়াপদ সে পক্ষে 'উৎপন্ন হয়' ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ কয়েকটি পদের সঙ্গত অর্থ 'পাপমোচন দ্বারা জন্মকারণ হইতে মুক্ত করা।' কি প্রকারে ঐ অর্থ আমনন করা যায় পদকয়েকটির বিশ্লেষণেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। 'স্বাত্র, = স্ব + ত্র — স্বার্থে ঋ। ইহাতে অর্থ হয়—শব্দ অর্থাৎ কুকুরের দ্বায় নীচস্বভাব হইতে ত্রাণ করা। তাহা হইতে 'স্বাত্রেণ' পদের অর্থ—পাপ অপনোদনের দ্বারা। 'পিত্রোঃ' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উহার প্রতিবাক্য 'মাতাপিতৃভ্যাং' গ্রহণ করিলাম। তাহাতে 'জন্মকারণ হইতে'—এই অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। 'মুচ্চসে' ক্রিয়াপদ অন্তর্ভাবিতগ্যার্থে 'মোচন করে' এই ভাব প্রকাশ করে। ইহাতেই ঐ অংশের নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়। জন্মকারণ পিতামাতার সংশ্রব হইতে চিরবিচ্যুত হওয়াই মুক্তি। পাপাপনোদন ভিন্ন সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। 'স্বাত্রেণ পিত্রোঃ মুচ্চসে'—এই বাক্য সেই মুক্তির অবস্থার বিষয়ই জ্ঞাপন করিতেছে। পরবর্তী অংশ উহার সহিত সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট। পিতামাতার সম্বন্ধ জন্মকারণ মুক্ত হইলেই বলা যাইতে পারে,— 'ভগবানকে আরাধনার ফলে সাধক সর্বতোভাবে পূর্বজন্মকর্মফল এবং পরজন্মকর্মসম্বন্ধ নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।' এবাংগিধ পরম মোক্ষ-তত্ত্বই ঋকের মধ্যে প্রার্থনার ছলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রার্থী বলিতে-ছেন,—'হে দেব! আপনি শরণাগত জনের পাপমোচনে তাহাদের জন্ম-মৃত্যুগতি রোধ করেন। আপনাকে আরাধনা করিয়া সাধক জন্মান্তর সম্বন্ধ দূর করিতে সমর্থ হয়। আমি যেন আপনার অর্চনা করিয়া আপনার রূপালাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৩১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একত্রিংশৎ সূক্তং । পঞ্চমী ঋক্ ।)

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন উত্ততক্ষচে ভবসি শ্রবায়ঃ ।

য আহুতিং পরি বেদা বষট্-

কৃতিমেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ত্বং । অগ্নে । বৃষভঃ । পুষ্টিবর্ধনঃ । উত্ততক্ষচে । ভবসি । শ্রবায়ঃ ।

যঃ । আহুতিং । পরি । বেদা । বষট্কৃতিং । একায়ুঃ ।

• অগ্নে । বিশঃ । আহবিবাসসি ॥ ৫ ॥

• • •

মর্শামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে ভগবন্ ।) ‘ত্বং বৃষভঃ’ (অতীষ্টসাধকঃ) ‘পুষ্টিবর্ধনঃ’ (সর্কধা পরিপুষ্টিবর্ধকঃ), ‘উত্ততক্ষচে’ (আরাধনাতৎপরায় তদনুগ্রহায়) ‘শ্রবায়ঃ’ (শ্রবণীধঃ, উপাসকানাং স্তোত্রৈরিত্যর্থঃ) ‘ভবসি’ (অসি) ; ‘যঃ’ (উপাসকঃ) ‘বষট্কৃতিং’ (বষট্কারম্বুক্তং, মহাসহস্রতং) ‘আহুতিং’ (আহ্বানং, হবনীয়ং) ‘পরিবেদ’ (সম্যক্ জানাতি, সমর্পয়তি) ‘সঃ একায়ুঃ’ (পূর্ণায়ুঃ, দীর্ঘায়ুঃ) ‘বিশঃ’ (ধনাঢ্য ভবতীতি শেষঃ) ; তেন ত্বং ‘অগ্নে’ (জনানাং পুরস্তাৎ) ‘আবিবাসসি’ (আয়স্বরূপং সর্কত্র প্রকাশয়সি) । অতীষ্টসাধকঃ স ভগবান উপাসকানাং পূজাং গৃহাতি ; উপাসকা চ সর্ক্রে দীর্ঘায়ুর্নিষ্ঠাঃ ধনাঢ্য্যঃ ভবন্তি ; তেষাং প্রতাবৈশ্ব ইহজপতী ভগবন্মহিমা প্রকটিতা ভবতীতি ভাবঃ । (১ম-৩১সূ-৫ধ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনি অভীষ্টসাধক এবং সর্বপ্রকারে পরি-
পুষ্টিবর্দ্ধক ; অর্চনাকারিদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনি তাঁহাদের
স্তোত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন । যে উপাসক, মন্ত্রসহযুত আহ্বান করিতে
সম্যক্ জানেন, অথবা আপনাকে মন্ত্রসহযুত হবনীয় সমর্পণ করেন ; তিনি
দীর্ঘায়ুঃ (পূর্ণায়ু) ও ধনাঢ্য হন ; তাঁহার দ্বারা (তাঁহার সংকল্পপ্রভাবে)
সাধারণের নিকট সর্বত্র আপনি আপনার ধরূপ প্রকাশ করেন । (অর্থাৎ,
উপাসকের সাহায্যেই ভগবন্তত্ত্ব প্রকটিত হয়) । (১ম—৩১ম—৫ম) ।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে ত্বং বৃষতঃ কামানাং বর্ধিতা পুষ্টিবর্দ্ধনো যজমানস্ত ধনানি পোষ্যতি বৃদ্ধিহেতুঃ ।
উত্ততক্ষ্ণ উক্ততয়া ক্ষ্ণা যুক্তায় যজমানায় তদনুগ্রহার্থং শ্রবায়ো মত্ৰৈঃ । শ্রবণীয়ো ভবসি ।
যো যজমানো বযট্ক্রাতঃ বযট্কার্যযুক্তামাহুতিং পরিবেদ । পরিতো জানাতি । সমর্পণ-
তীত্যর্থঃ । একায়মুখ্যায় সময়ে প্রথমং তং যজমানং বিশস্তদনুকূলাঃ প্রজা আশ্বিনাসি ।
সর্বত্র প্রকাশয়সি ॥

পুষ্টিবর্দ্ধনঃ । বৃধু বৃদ্ধৌ । অশ্বানিজন্তানন্দাদিত্বাৎ ল্যুঃ । লিৎস্বরেণোত্তরপদশ্রুতাদাত্ত্বং
কৃহস্তর মপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে । উত্ততক্ষ্ণে । যম উপরমে । জম্মাহুটপূর্কানিষ্ঠে ত
ক্রপ্রত্যয় অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনামুনাসিকলোপঃ । গতিরনস্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতি-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আপনি, যাবতীয় অভীষ্টফলবর্ধনকারী, যজমান-সম্বন্ধীয় ধনাদির পুষ্টি
ও বৃদ্ধির কারণ, এবং উক্তত ক্ষ্ণযুক্ত (অর্থাৎ ক্ষ্ণ নামক যজপাত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত ধারণ
করিয়াছেন, এইরূপ) যজমানের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা শ্রবণযোগ্য হইয়া
থাকেন । যে যজমান, বযট্কার-সংযুক্ত আহুতির বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত আছে (অর্থাৎ উক্ত-
রূপ আহুতি সমর্পণ করিয়া থাকে), হে অগ্নিদেব ! প্রধান অনবৃত্ত আপনি, সেই যজমানকে
ও তাঁহার অনুকূল প্রজাবর্গকে সর্বস্থানে প্রকাশিত (প্রতিষ্ঠা যুক্ত) করিয়া থাকেন ।

‘পুষ্টিবর্দ্ধনঃ’ এই পদটী, বৃদ্ধিবোধক ‘বৃধ’ ধাতুর উত্তর ‘নিচ্’ ; ‘পুষ্টি’ শব্দ পূর্কক ঐ
নিজস্ত ‘বৃধ’ ধাতুর উত্তর নদাদ হেতু ‘ল্যু’ (অন্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । উক্ত
পদে লিৎ-স্বর দ্বারা উত্তর (বর্দ্ধনঃ) পদের আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে ; এবং সেই উদাত্ত
স্বরই প্রকৃতি দ্বারা উপনিষ্ট হইয়াছে । ‘উত্ততক্ষ্ণে’ এই পদটীতে, উপরমার্থ ‘যম’ ধাতুর
উত্তর ‘উট পূর্কানিষ্ঠা’ এই সূত্র দ্বারা ‘ক্র’ প্রত্যয় ; তৎপরে ‘অনুদাত্তোপদেশ’ ইত্যাদি
সূত্র দ্বারা অনুনাসিক বর্ণের (মকারের) লোপ করিয়া উত্তত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত

শব্দঃ। উত্ততা ঋক্ বেনিতি বহুব্রীহৌ পূৰ্ব্বপদশ্ৰুতিশব্দঃ। বেদ। ষ্যচোহতস্তিঙ
ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে ষ্যত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩২ ॥

• • •

পঞ্চম (৩৫৩) ঋকের বিশদার্থ ।

— : • : —

এ ঋক্টির অর্থ-পরিগ্রহ-বিষয়ে এক ব্যাখ্যাকারের সহিত অন্য ব্যাখ্যা-
কারের প্রায় মতৈক্য দৃষ্ট হয় না। সায়ণ একরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ;
এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ, তাঁহাদের প্রত্যেকের গবেষণা অনুসারে, ভিন্ন
ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিয়াছেন। * ব্যাখ্যাকারগণের মতবৈধের প্রধান

শব্দে 'গতিরনস্তর' এই সূত্র দ্বারা গতির (উৎ উপসর্গের) প্রকৃতিশব্দ হইয়াছে। অনস্তর,
'উত্ততা (হইয়াছে) ঋক্ যৎকর্ক' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় পূৰ্ব্বপদের প্রকৃতিশব্দ
হইয়াছে। 'বেদ' এই পদে 'ষ্যচোহতস্তিঙঃ' এই সূত্র দ্বারা সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম-মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষ্যত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

• • •

* সায়ণের ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাঁহার পরিগৃহীত অর্থ উপলব্ধ হইবে।
অত্রান্ত ব্যাখ্যাকারগণ যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার হই একটা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।
(১) 'হে অগ্নিদেব, যে যজমান বষট্কারমজ্জোচ্চারণ পূৰ্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে সম্যক-
রূপে জানেন, তিনি হবির্দানের নিমিত্ত যজ্ঞপাত্র ধারণ করিয়া আপনার অঙ্গুগ্রহের নিমিত্ত
কামনাপুরক সম্পর্ধক আপনাকে মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করেন ; যেহেতু একমাত্র অন্নদাতা
(একমাত্র রক্ষক) আপনি সকল মনুষ্যকে সম্যক প্রকারে রক্ষা করেন।' (২) 'হে
অগ্নি ! তুমি অতীষ্টবর্ষী ও পুষ্টিবর্ধক ; যজমান ঋক্ উন্নত করিবার সময় তোমার যশ কীর্তন
করে ; যে যজমান বষট্কারযুক্ত আহুতি সমর্পণ করে, হে একমাত্র অন্নদাতা অগ্নি ! তুমি
প্রথমে তাকে, তৎপরে সকল লোককে আলোক দান কর।' (৩) "Thou, O
Agni, the bull, augments of prosperity, art to be praised by
the sacrificer who raises the spoon, who knows all about the
offering and (the sacrifice performed with) the word Vashat.
Thou (god) of unique vigour art the first to invite the clans—"
—H. Oldenberg. ইংরাজীতে 'বৃষভঃ' পদে ষাঁড় অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সায়ণও
পূর্বে ঐ শব্দে ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে ব্যত্যয় দেখা গেল।

কারণ—‘অগ্রে’ পদ। কেহ ‘অগ্রে’ স্থলে ‘অগ্নে’ পাঠ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রের শেষাংশে ঐ পদে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে—এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ; কেহ বা, ভগবানের করুণাবিতরণ-সম্বন্ধে অগ্নে ও পশ্চাতে—কাহারও পক্ষে অগ্নে ও কাহারও পক্ষে পরে—অর্থ আমনন করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশের অর্থ বিষয়ে বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। তবে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এক দিক দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা অপর দিক দিয়া একই ভাব লক্ষ্য করিতেছি। সায়ণাদির ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হয়,—‘যজমান ঋক্ উত্তোলন করিয়া তোমার যশঃকীর্তন করে।’ কিন্তু আমরা অর্থ করিলাম,—‘প্রার্থনাকারীর প্রতি কৃপা-প্রকাশের জন্য আপনি তাহাদের স্তোত্র শ্রবণ বা গ্রহণ করেন।’ আমাদের গৃহীত এই অর্থের সহিত মন্ত্রের প্রথমাংশের ও শেষাংশের ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হয়। ‘উত্ততঋচে’ পদে সাধারণতঃ ‘আরাধনাতৎপর’ অর্থ আসে। ‘শ্রবায়ঃ’ পদ, শ্রবণার্থ-মূলক ‘শ্র’ ধাতু হইতে নিস্পন্ন। তাহাতে ভাব আসে—ভক্তজনের স্তোত্র ভগবানের কর্ণে স্থান পায়। ভক্তের আহ্বান যে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সেই ভাবই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে। ‘একায়ুঃ’ শব্দের অর্থ—‘পূর্ণায়ুঃ’। ‘এক অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন—অখণ্ড হইয়াছে আয়ু ধীর—তিনিই একায়ু।’ অসৎকর্মের দ্বারা জীবের আয়ুঃ নিত্যই খণ্ডিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সৎকর্মের প্রভাবে সে ক্ষয়রহিত হয় ; অর্থাৎ সৎকর্ম দ্বারাই মানুষ পূর্ণায়ুঃ-লাভে সমর্থ হয়। ‘বিশঃ’ পদ—‘ধনাঢ্য’ অর্থ জ্ঞাপক। ঐ পদে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ধনাধিকারিত্বই প্রকাশ পায়। ভগবানের আরাধনায় যে জন একান্ত অনুরত, ইহলোকে সে জন ধনধান্যরূপ সম্পদের অধিকারী হয় এবং পরলোকে সে মোক্ষধনের প্রাপক হইয়া থাকে। সে সকল ভক্ত সাধকের সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই ইহসংসারে ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। কোথাও “আবিবাসসি” স্থলে “আবিবাসতি” পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতেও ভাবে ঐ একরূপ অর্থই আসে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ শব্দের ভাবার্থ হয় এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আপনি, অভীষ্টসিদ্ধকারী, সর্বপ্রকার শ্রেয়ঃসাধক

এবং ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে কখনও কুষ্ঠিত নহেন—সদাই উন্মুখ
রহিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা চিরসুখী ও দীর্ঘায়ু
হইয়া ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়েন এবং জগতে তাহা প্রকাশ
করিয়া থাকেন। (১ম—৩১সূ—৫ঋ) ।

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একত্রিংশং সূক্তং । ষষ্ঠী ঋক্) ।

ত্বম্বে^১ বৃজিনবর্তনিং^২ নরং^৩ সন্মন্^৪ পিপর্ষি^৫

বিদথে^৬ বিচর্ষণে^৭ ।

যঃ শূরসাতা^৮ পরিতক্শ্যে^৯ ধনে^{১০} দভ্রেভিশ্চিৎ^{১১}

সংহতা^{১২} হংসি^{১৩} ভূয়সঃ^{১৪} ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ত্বং । অয়ে । বৃজিনবর্তনিং । নরং । সন্মন্ । পিপর্ষি ।

বিদথে । বিচর্ষণে ।

যঃ । শূরসাতা । পরিতক্শ্যে । ধনে । দভ্রেভিঃ । চিৎ ।

সংহতা । হংসি । ভূয়সঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্শ্বাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বিচর্ষণে’ (বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তে) ‘অয়ে’ (হে ভগবন্ ।) ‘বৃজিনবর্তনিং’ (বিপথগামিনঃ)
‘নরং’ (পুরুষং) ‘সন্মন্’ (সচনীয়ে, যোগ্যে) ‘বিদথে’ (কশ্মপি) ‘ত্বং পিপর্ষি’ (ত্বং

পালয়সি, নিয়োজয়সি); উন্মার্গগামিনঃ জনাঃ ভবদনুগ্রহেণ সন্মার্গাবলম্বিনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। 'যঃ' (যস্যঃ) 'পরিতস্কো' (সর্বতঃ পরিব্যাপ্তে সঙ্কটসমাকুলে) 'ধনে' (ধনাধিকারে, আত্মরক্ষায়, পরমাত্মতত্ত্বাভায় ইতি যাবৎ) 'শূরসাতা' (শূরৈঃ সংভজনীয়ে যুদ্ধে, বিষমসংসারসমরাসনে) 'দর্ভেভিশ্চিৎ' (অন্নৈরপি, শৌর্য্যরহিতৈঃ পুরুষৈঃ) 'সমূতা' (সমাকুলে যুদ্ধে প্রাপ্তে সতি, তদনুগ্রহার্থং) 'ভয়সঃ' (প্রৌঢ়ান্ প্রতিপক্ষিণঃ শক্রন, অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবঃ সর্বান্) 'হংসি' (মারয়সি)। হে দেব! ত্বং হি পরমকরুণাপরায়ণঃ। তব কৃপয়া বিপথগামিনঃ জনাঃ সৎপথানুবর্তিনঃ ভবন্তি। সঙ্কটসমাকুলে বিষমসংসারসমরাসনে ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্নং নরং ত্বং পরিত্রায়সীতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—৬শ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশিষ্টজ্ঞান-নিদান হে ভগবন্ অগ্নিদেব! বিপথগামী পুরুষকে আপনিই যোগ্যকর্মে (সৎকর্মে) নিয়োজিত করেন; উন্মার্গগামিজন আপনার অনুগ্রহেই সন্মার্গাবলম্বী হয়); সঙ্কটসমাকুল ধনের অধিকারের জন্য (আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে) সংসার-সমরাসনে বিষম সমরে প্রবৃত্ত হইলে, অন্নশামর্থ্যবান্ পুরুষের দ্বারাই, সেই ভগবান্ শ্রবল প্রতিপক্ষ শক্রগণের (অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকলের) সংহার সাধন করেন। (ভাব এই যে,— হে দেব! আপনি পরমকরুণাপরায়ণ; আপনার কৃপায় বিপথগামী জন সৎপথানুবর্তী হয়। সঙ্কটসমাকুল বিষম সমরাসনে ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন মানুষকে আপনিই পরিত্রাণ করেন)। (১ম—৩১সূ—৬শ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিচর্ষণে বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তাথে ত্বং বৃজ্জনবর্তিনং বিপ্লুতমার্গং সদাচাররহিতং নরং পুরুষং সন্মন্ সচনীয়ে সমবেতং যোগ্যে বিদখে কর্মণি পিপাষ পালয়সি পুরয়সি বা। সৎ-কর্মানুষ্ঠানযুক্তং করোষীত্যর্থঃ। যস্যঃ পরিতস্কো পরিতো গৃহ্যব্যে ধনে ধনবচ্ছূরাণাং প্রিয়তমে শূরসাতা শূরৈঃ সম্ভজনীয়ে যুদ্ধে দর্ভেভিশ্চিদন্নৈরপি শৌর্য্যরহিতৈঃ পুরুষৈঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত অগ্নিদেব! আপনি, বিপথগামী অর্থাৎ সদাচারশূন্য পুরুষকে যোগ্যকর্মে পালন করেন; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। আপনি আভগমনযোগ্য ও ধনের আয় শূরগণের অতিপ্রীতিকর এবং শূর (বিক্রমশালা) সমূহের ভজনীয় (ক্রৌড়াস্থল) এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য অর্থাৎ বক্রমহীন পুরুষকেও উপযুক্ত করেন। নিকটগ্রহে যাস্ক, 'দলদর্ভকমিত্যন্থ' (নি.৩,২০) এইরূপে দল শব্দের অর্থ অন্ন বালমাছেন।

দ্রুমর্ভকমিত্যন্নস্ত । নি০ ৩২০ । ইতি ষাক্ঃ । সমতা সম্যক্ বোদ্ধুং প্রাপ্তে সতি তদনু-
গ্রহার্থং ভূমসঃ প্রৌঢ়ান্ পক্ষিপঃ শক্রন হংসি । মারয়সি । ঈদৃশস্তব মহিমৈত্যর্থ ॥

বৃজিনবর্তনিং বৃজিনা বর্তনির্ঘণ্তেতি বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । সন্মন্ । যচ
সমবায়ৈ । অত্রোভ্যোহপি দৃশস্ত ইতি মনিন্ । নেডুশি কৃতীতীট্ প্রতিবেধঃ । ত্রংকাদিদ্বাৎ ।
পা০ ৭৩৫৩ । কুত্বং । সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্ । পিপর্ষি । পৃ পালনপূরণয়োঃ ।
সিপি শ্লৌ দ্বির্ভাবহুস্বোরদত্বহলাদিশেষাঃ । অর্ধিপিপর্ত্যোশ্চত্যাস্যাস্তেত্বং । শূরসাতা । শু
গতো । শুষিচিমীনাং দীর্ঘশ্চৈতি শূরশক্ রন্থপ্রত্যয়ান্ত আত্মানাত্তঃ । বনষণসন্তুজা-
বিত্যন্ন্যৎ ক্তিন্তস্তঃ সাতিশক্ঃ । জনসনখনাং । সঞ্বলোরিত্যাৎ । শূরণাং সাতিঃ
সন্তজনমত্রৈতি বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ ।
পরিতক্স্যে । তক্ হসনে অস্মাদোণাদিকো ভাবে মক্ । তদর্হতীতি ছন্দসি চ । পা০
৫১৬৯ । ইতি যঃ । প্রাদয়ো গত্যাৎ প্রথময়েতি সমাসেহব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ।
দভ্রেতিঃ । দভু দন্তে । ক্ষয়িতকীত্যাদিনা রক্ । বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ ।

বিক্রমহীন পুরুষও যদি সম্যক্-রূপে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রাপ্ত (উপস্থিত) হয়, তাহা
হইলে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রৌঢ় (প্রবল) প্রতিপক্ষস্থিত শক্রগণকে
আপনি সংহার করিয়া থাকেন ।

‘বৃজিনবর্তনিং’ এই পদে ‘বৃজিন (পাপ-যুক্ত, অসৎ) ‘বর্তনি’ (পথ, আচরণ)
বাহার’ এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । ‘সন্মন্’
এই পদটী, সমবায় (সম্বন্ধ) বোধক ‘নচ’ ধাতুর উত্তর ‘অত্রোভ্যোহপি দৃশস্তে’ এই
নিয়মানুসারে মনিন্ প্রত্যয়, ‘নেডুশিকৃতি’ এই সূত্র দ্বারা ইটের (ইনের) নিষেধ,
ত্রংকাদিদ্বহেতু ‘(ত্রংকাদীনাঞ্চ’ পা০ ৭৩৫৩) সূত্রানুসারে কু-(চ-স্থানে ‘ক’) আদেশ,
এবং ‘সুপাংসুলুক্’ এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির লুক্ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে । ‘পিপর্ষি’
এই পদটী, পালন ও পূরণার্থ পৃ ধাতুর উত্তর লট্ সিপ্, ‘শ্লা’ ষিৎ, ব্রশ্ব, ঋ-স্থানে অকার ও
হলাদিয় অবশেষ, এবং ‘অর্ধি পিপর্ত্যে’ এই সূত্রানুসারে দ্বিরুক্ত ভাগের স্থানে ই-কার করিয়া
সিদ্ধ হইয়াছে । ‘শূরসাতা’ এই পদটির সাধন-প্রণালী এইরূপ, - প্রত্যর্থ শু ধাতুর উত্তর
‘শুষি-চিমীনাং দীর্ঘশ্চ’ এই সূত্রানুসারে ‘রন্থ’ প্রত্যয়ান্ত শূ-শব্দের আদিস্বর উদাত্ত ।
বন ও ষণ ধাতুর অর্থ সম্ভোগ ; সম্ভোগার্থক ষণ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া ‘কাতিন’
শক্ নিপ্পন্ন । তদুত্তর ‘জনসনখনাং’ সঞ্বলোঃ এই নিয়মানুসারে ‘আৎ’ করিয়া ‘সাতি’
শক্ নিপ্পাদিত হইয়াছে । ‘শূরণের সহিত সংভজন হয় ইহাতে’—এইরূপ বহুব্রীহি
সমাসে ‘সাতি’ শব্দের পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । ‘সুপাংসুলুক্’ এই নিয়মে উক্ত পদে
সপ্তমী বিভক্তিতে ডা আদেশ বিহিত । “পরিতক্স্যে” পদের সাধন-প্রণালী এইরূপ ;
যথা—তক্ ধাতুর অর্থ—হসন্ (হাসি) । উণাদিগণীয় বলিয়া তক্ ধাতুর উত্তর ভাবে মক্
প্রত্যয় । “তদর্হতীতি ছন্দসি চ” (পা০ ৫১৬৯) এই সূত্রানুসারে স প্রত্যয় । প্রাদাদি
প্রত্যর্থ মূলক । প্রথমে সমাসে অব্যয় পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে । “দভ্রেতিঃ;”—দভু

সমৃতা গতিরনস্তর ইতি গতে: প্রকৃতিস্বরং । পূর্ববদাকার: । হংসি । হস্তে: সিনি
নশ্চাপদাস্তস্ত ঝলি । পা० ৮।৩২৪ । ইত্যন্বস্বার: । যদৃক্তযোগাদনিঘাত: । ভূষস: ।
বহলৌপো ভূ চ বহোরিতি বহুশকাহস্তরশ্চোরশুন ঙ্গিকালোপো বহোভূভাবশ্চ ।
নিঘাদাহাদাস্তস্তঃ ॥ (১ম—৩১ম—৬ম) ॥

ষষ্ঠ (৩৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

পাপের প্রলোভন সংসারের চারিদিক ঘেরিয়া আছে। তাহারা
নিয়তই মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।
আর, তাহাদের সেই প্রলোভনের ফলে মানুষ নিয়ত উন্মার্গগামী
হইতেছে। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা,—তিনি সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে
সকলকে সতর্ক করিতেছেন। কোনও অসৎকর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই
বিবেকের অক্ষুশ-তাড়না মস্তকের উপর নিপতিত হয়। সে কি? সে
কি তাহার সাবধান করা নহে? সে তাড়নার ফলে যদি সাবধান
হইতে পারিলে, বিপথে পদক্ষেপ না করিলে, উদ্ধার পাইয়া গেলে।
কিন্তু যদি সে তাড়নায়ও নিরস্ত না হও, মদমত্ত বারণের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত
হইয়া, বিপথে প্রয়াণ কর; তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ঋকের
প্রথমংশ ভগবানের করুণার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। তিনি তোমায়
সাবধান করিতেছেন;—বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন করিও না।
উন্মার্গগামী না হইলে, সেই ভগবান্ তোমার কর্মপথ তোমায় দেখাইয়া
দিবেন,—তিনি স্বতঃপরতঃ তোমায় পালন করিবেন।

এ সংসার বিষম সমর-ক্ষেত্র। শত্রু অসংখ্য—অগণ্য। তাহাদের
প্রতাপ-প্রতিপত্তির অবধি নাই। বলদর্পে তাহারা এতই দর্পী যে,

ধাতুর অর্থ দস্ত—অধিকার। ‘ক্ষায়িত্বক’ ইত্যাদি নিয়মে উহাতে রক্ প্রত্যয়। বহুলং
ছন্দসী‘তি’ ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইহাতে ভিসের স্থানে ঐস আদেশ হইল না। ‘সমৃতা’;
পদে ‘গতিরনস্তরং’ এই নিয়মে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। পূর্বের ঞ্য় ইহাতে আকারাদেশ
হইল। “হংসি” এই পদে “হস্তে: সিনি” ইত্যাদি সূত্রানুসারে (পা० ৮।৩২৪) অন্বদাস্তস্বর
হইল। যদৃক্তযোগহেতু ইহাতে নিঘাতস্বর হইল না। “ভূষস:” এই পদে “বহলৌপো ভূ চ”
ইত্যাদি নিয়মে বহু শব্দের ঙ্গিশূন প্রত্যয়ের ঙ্গ-কারের লোপ হইল। তাবে বহু শব্দে ভূ
আদেশ। নিঘ-হেতু ইহার আদিস্বর উদাস্ত ॥ (১ম—৩১ম—৬ম) ॥

অতিবড় শক্তিশালী যোদ্ধাকেও তাহাদিগের নিকট পরাভূত ও বিপর্যাস্ত হইতে হয়। মানুষ সমরাস্রগে উপস্থিত হয় কি জন্য? ধনৈর্ধর্যা রাজ্যসম্পৎ লাভ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা-খ্যাপনই সমরায়োজনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু শত্রু যেখানে প্রবল-পরাক্রান্ত, শত্রু যেখানে অমিত-বলশালী, সেখানে জয়লাভের আশা স্তূদূরপরাহত; পরস্ত পদে পদে অপমানেরই সম্ভাবনা দেখা যায়। বাহিরের সমর-সম্বন্ধেও যে ভাব, অন্তরের যুদ্ধ-বিষয়েও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। বহিঃশত্রুর আশঙ্কা বরং অল্প; কিন্তু অন্তঃশত্রুই প্রবল অনিষ্টকারক। রাজ্য-মধ্যে আপনার প্রজাবর্গ যদি বিদ্রোহী হয়, অন্তঃশত্রু যদি প্রবল হইয়া উঠে, সে রাজ্যের সে রাজার শ্রেয়ঃ আছে কি? অন্তরের যুদ্ধ সম্পর্কে এ তত্ত্ব বিশেষভাবে বোধগম্য হওয়া কর্তব্য।

দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া, তুমি কোন্ ধনের আকাঙ্ক্ষা কর? সেই পরমতত্ত্ব মোক্ষ-ধনই কি তোমার প্রধান প্রার্থনীয় নহে? কিন্তু মনে করিয়া দেখ দেখি, সে ধন লাভের পথে কি বিষম অন্তরায়-সমূহই দণ্ডায়মান রহিয়াছে? প্রবল রিপুশত্রুগণ সে পথে ভীষণ ব্যূহ রচনা করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সপ্তরথীতে ঘেরিয়া যেমন অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, তোমার সংহার-সাধনের জন্য তোমার পাপ-বুদ্ধি পরিচালিত রিপুবর্গ সেইরূপ তোমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার কোনও সামর্থ্যই নাই যে, তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পার। এ ক্ষেত্রে একমাত্র রক্ষার ভরসা—সেই ভগবান্! তুমি অল্পমাত্র শক্তিশালী হইলেও, তিনি যদি তোমার সহায় হন, শত্রু অবশ্যই বিমর্দিত হইবে। নচেৎ, কোনই ভরসা নাই। কিন্তু কি প্রকারে তাঁহার কৃপালাভ করিবে? ঋক্ সেই ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। প্রথমে বলিতেছে,—বিপথগামী মানুষকে তিনিই সংকর্ষে নিয়োজিত করেন। তাঁহার নির্দেশ শুনিলে, তিনি আপনিই পথ দেখাইয়া দেন’ তার পর বলিতেছে,—‘যদি সেই পরম ধন লাভের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, শত শত্রুর প্রবল বাধা দমিত করিয়া তিনি তোমায় সে ধন প্রদান করিবেন।’ ঋকের দুই অংশ, এই দুই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। (১ম—৩১সূ—৬খা) ॥

সপ্তমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একত্রিংশং সূক্তং । সপ্তমী ঋক্ ।)

ত্বং ত্বমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্তং দধাসি

শ্রবসে দিবেদিবে ।

যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মানে ময়ঃ কৃণোষি

প্রয় আ চ সূরয়ে ॥ ৭ ॥

* * *
পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ত্বং । তং । অগ্নে । অমৃতত্বে । উত্তমে । মর্ত্তং ।

দধাসি । শ্রবসে । দিবেদিবে ।

যঃ । তাতৃষাণাঃ । উভয়ায় । জন্মানে । ময়ঃ । কৃণোষি ।

প্রয়ঃ । আ । চ । সূরয়ে ॥ ৭ ॥

* * *

মর্শ্বানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে ভগবন্) ‘তং’ (তবার্চনপরং) ‘মর্ত্তং’ (মমুচ্চং) ‘দিবে দিবে’ (নিত্য-
কালং) ‘শ্রবসে’ (কীর্ত্বিযুক্তে) ‘উত্তমে’ (উৎকৃষ্টে) ‘অমৃতত্বে’ (মরণরহিতে পদে) ‘ত্বং
দধাসি’ (ধারণসি) ; ‘যঃ’ (অর্চনাকারী) ‘উভয়ায় জন্মানে’ (জন্মান্তরগ্রহণে স্বর্গলোক-
গমনে কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ইতি ধাবৎ) ‘তাতৃষাণাঃ’ (অতিশয়েন তৃষাযুক্তো ভবতি) তস্মৈ
‘সূরয়ে’ (অভিজ্ঞানসম্পন্নায়, ভক্তিপরায়ণায় সাধকায়) ‘ময়ঃ’ (সুখং) ‘প্রয়ঃ চ’ (অন্নং
চ) ‘আ কৃণোষি’ (আকরোষি, সর্কতোভাবেন দধাসি) । সর্কতো ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ

মুক্তিঃ লভন্তে : কিন্তু যঃ সাধকঃ নরজন্মং বা স্বর্গস্থং কাঙ্ক্ষতি, স এব তৎ প্রাপ্নোতি ।
প্রার্থী কোহপি বিমুখো ন ভবতীতি ভাব । (১ম—৩১সূ—৭৭) ॥

* * *

বক্রানুবাদ ।

হে ভগবন্ অগ্নিদেব ! আপনার অর্চনাপরায়ণ মনুষ্যগণকে আপনি সদাকাল কীর্তিযুক্ত (রাখিয়া) সর্বোত্তম অমর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ; অপিচ, আপনার যে অর্চনাকারী উভয়বিধ জন্ম-লাভে (জন্মান্তরগ্রহণে বা স্বর্গলোকগমনে) অতিশয় তৃষ্ণায়ুক্ত হয়, সেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তিপরায়ণ উপাসককে আপনি (তাহার প্রার্থনানুরূপ) সুখ ও অন্ন সর্বতোভাবে প্রদান করিয়া থাকেন । ভাব এই যে, —সর্বতোভাবে ভগবৎপরায়ণজন মুক্তি লাভ করেন ! কিন্তু যে সাধক নরজন্ম বা স্বর্গস্থ আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন । প্রার্থী কেহই বিমুখ হয়েন না । (১ম—৩১সূ—৭৭) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে ত্বং তং মর্তং তথাবিধং ত্বৎসেবিনং মনুষ্য দিবেদিবে প্রতিদিনং শ্রবসেহ্নমার্থ-
মুক্তমেহমৃতত্বে উৎকৃষ্টে মরণরহিতে পদে ধারসি । ধারয়সি যো যজমান উভয়ান জন্মানে
দ্বিবিধজন্মার্থং । বিপদাং চতুস্পদাং লাভায়ৈত্যর্থঃ । তাতৃষণোহতিশয়েন তৃষ্ণায়ুক্তো
ভবতি তৈশ্চ সুরয়েহ্তিজ্ঞায় যজমানায় ময়ঃ সুখং । যদৈ সুখং তন্নয় ইতি শ্রত্যস্তরাং ;
প্রায়শ্চান্নমপ্যাকৃণোষ । সর্বতঃ করোষি ॥

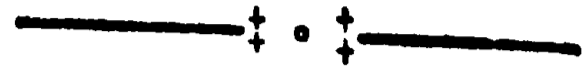
তাতৃষণঃ । ঐতৃষা পিপাসায়াং । লিটঃ কানচ । চিত্বাদস্তোদাত্ত্বং । সংহিতায়াং
দীর্ঘছান্দসঃ । কৃণোষি । কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ । দ্বিধিকৃথোরচেত্বাপ্রত্যয়ঃ । চাদি-
লোপে বিভাষেতি নিঘাত প্রতিষেধঃ ॥ (১ম—৩১সূ—৭৭) ॥

হে অগ্নি । আপনি আপনার সেবাপরায়ণ মর্ত্য মনুষ্যকে প্রতিদিন অন্নদান-নিমিত্ত
অমৃত (মরণরহিত) পদে ধারণ (পোষণ) করিয়া থাকেন । যে যজমান দ্বিবিধ জন্মার্থ
(বিপদ এবং চতুস্পদ জন্মলাভের নিমিত্ত) অতিশয় তৃষ্ণায়ুক্ত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হয়েন,
সেই অভিজ্ঞ যজমানের জন্ত আপনি সর্বতোভাবে সুখ ও অন্ন দান করেন । শ্রত্যস্তরে উক্ত
হইয়াছে, —তন্নয়ত্বই সুখ ।

“তাতৃষণঃ” পদে নিজস্ত তৃষা পদ পিপাসাবোধক । উক্ত পদে লিট বিভক্তি ও
কানচ প্রত্যয় । চিত্বচেত্ব উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে । ছান্দস-প্রযুক্ত সংহিতায়
উক্ত স্বরের দীর্ঘত্ব প্রতিপাদিত । “কৃণোষি” পদের কৃবি ধাতুর অর্থ হিংসাকরণ । “দ্বিধি
কৃথোরচ্” —এই সূত্রানুসারে উহাতে ‘উ’ প্রত্যয় হইয়াছে । ‘চাদিলোপবিভাসেতি’ এই
নিয়মে প্রত্যয়ের নিঘাত স্বর হইল না ॥ (১ম—৩১সূ—৭৭) ॥

* * *

সপ্তম (৩৫৫) শ্লোকের বিশদার্থ ।



এ শ্লোকে দুইটি তত্ত্ব প্রবৃত্ত আছে । ভগবানের অর্চনাপন্থা থাকিতে থাকিতে, ভগবানে ঐকান্তিকী আনুরক্তি আনিতে আনিতে, মানুষ ক্রমশঃ অমৃতবে উপনীত হয় । ইহজীবনে ভগবান্ তাহাকে কীর্ত্তিমান্ রাখেন ; পরজীবনে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শ্লোকের 'শ্রবণে' পদ, আমরা মনে করি, ইতালোকে কীর্ত্তিমান্ থাকার ভাব প্রকাশ করে । সায়ণের অনুসরণে কেহ কেহ ঐ পদের অর্থ শব্দের অর্থ (অর্থার্থং) লিখিয়াছেন । আমরা কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না । জ্ঞানার্থক 'শ্রু' বাত্ হইতে 'শ্র+সৃ' শব্দ উৎপন্ন । তাহাতে ঐ শব্দে ষাতি প্রতিপত্তিই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে । তদনুসারে শ্লোকের প্রথমার্শের অর্থ হইবে এই যে,—'মানুষ ! তুমি ভগবানের লেণাপরায়ণ হও । ইহসংসারে কীর্ত্তিপ্রাপ্তি লাভ করিবে ; পরে, সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে ।'

শ্লোকের শেষার্শের অর্থ-নিষ্করণ-বিষয়ে বিশদ গণ্ডাগোল দেখিতে পাই । "উভয়ায় জন্মেনে" পদদ্বয়, ব্যাখ্যাকারগণকে একটা দারুণ সমস্রাবর্ত্তে বিক্ষেপ করিয়াছে । সায়ণের ব্যাখ্যানুসরণে, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ এই দুই জন্মের আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু আমরা মনে করিতে পারি না যে, ভগবানের অর্চনাকারিগণ কেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্ম গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবেন ? সর্গস্থলের তৃণায় এবং মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায়, সাধকগণকে প্রধানতঃ উত্তোজিত করিতে পারে । বাঁহারা ভক্তিমাগানুগারী, ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহারা দাস ভাবে ভগবানের সেবার জন্য মনুষ্য জন্ম পুনগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন । কিন্তু চতুষ্পদ পশুদি নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা কচিৎ দেখিতে পাই । ভক্তিপন্থায় বৈষ্ণব পন্থায় ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তের বিভিন্ন আকার গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি কখনও ময়ূর হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন ; কেন না, তাহা হইলে শ্রীহরির ভূষণের সংশ্রব-অধিকারী হইতে পারিবেন । তিনি কখনও

ভ্রমালের মাথা হঠাৎ জঘ উদ্ভিদ-অন্যর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন কেন না, তাহা হইলে, শ্রীভগবান কখনও তাহাকে লইয়া ক্রোড়া করিতে পারেন। এইরূপভাবে ভক্তের পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ-মরীচুম মন্দ্র'বদ দেহে উৎপত্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। কিন্তু যে ভাব গহন করিতে গেলে, 'উভয়ায় জন্মনে' পদের সার্থকতা স্থাপন ও চতুষ্পদ নাম্য কলাচ প্রকাশ পায় না।

মানুষ হহলোকে সুখ ও পরলোকে স্বর্গ কামনা করিয়া, কামাকর্ষ বজ্রাদির অনুষ্ঠান করে। সেই কর্ম হইতেই ক্রমে মোক্ষপদ নিষ্কান কর্ম অনুষ্ঠিও হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ন কোনও উপাসক, কাম্য কয়েই ফললাভ করিতে চক্ষু হন, ভগবান তাঁহারও মতীষ্ট পূরণ করেন। একে 'সুর্যো' পদ আছে। তাহার ভাব এই—'অনামস্পন্ন' 'সংকর্ষে লক্ষ্যবিশিষ্ট' অর্থাৎ স্বংকর্মপরায়েণ ভগবৎভক্তজন যদি পেরূপ কামনা করেন, তাহাও পূর্ণ হয়। ইহাই এখানকার লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। (ম—১১সূ—৭৭)।

— ১০ : —

অষ্টমী শ্লোক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একত্রিংশঃ শ্লোকঃ । অষ্টমী শ্লোক) ।

ভ্রং নো অগ্নে সনন্নে ধনানাং যশসং

কারুং কৃণুহি স্তবানঃ ।

ঋধ্যাম কাম্যাপসা নবেন দেবৈর্দ্যা বাপৃথিবী

প্রাবতং নঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশেষণং।

অং । নঃ । অগ্নে । সনয়ে । মনানং । ষশং ।

কারুং । কুণুৎ । স্থানিঃ ।

ঋশাম । কর্ম্ম । আপনা । নবেন । দেবৈঃ । ঞ্জাপৃথিবী ইতি ॥

এ । অবতং । নঃ ১৮ ।

মন্ত্রীভূতারিণী ব্যাখ্যা।

'অং' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব) 'সনয়ে' (সম্ভাতি, স্তম্ভমঃনস্ত) 'ন' (অস্মাকং) 'মনানং' (জ্ঞানভাজকর্ম্মস্বরূপবিত্তানং, সম্ভাবাদিকানাং) 'সনয়ে' (দানার্থং পর্ব্বলোকে বিস্তারার্থং) 'ষশং' (যশস্বরং) 'কারুং' (কর্ম্মসামর্থ্যং) 'কুণুৎ' (কুরু, অস্মান প্রযচ্চ) 'নবেন' (নুত্তনেন, নবেনাস্তমলম্পন্নেন) 'আপনা' (বলেন) 'কর্ম্ম' (সাগদানা দক্ং সদকুর্গা 'ঋশাম' (ঋক্শাম, সম্পাদয়াম); 'ঞাপৃথিবী' (হে ঈহলোকপরলোকাধষ্ঠাতাদনঃ যুবাং, যদ্বা হে ত্রালোকস্থিতায়ে, হে পৃথিবীলোকাস্থিতায়ে যুবাং) 'দেবৈঃ' (দোকৃৎবৈঃ সত, দেবৈবতৈঃ সত বা) 'নঃ' (অস্মান) 'প্রাবতং' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষতং) হে দেব! সৎকর্ম্মসাধনে অস্মাকং প্রবৃত্তিঃ প্রবর্জয়; অস্মান দেবতাবাগরা কুরু হতি ভাবঃ। (১ম—৩১২—৮৭)।

• • •

বঙ্গ ভূমি।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমাদের দ্বারা স্তম্ভমান (সম্পূর্ণিত) হইয়া, আমাদের জ্ঞানভাজকর্ম্মস্বরূপ বিত্তের পর্ব্বলোকে বিস্তারার্থ (অর্থাৎ, আমাদের ধন-বিতরণার্থ) আপনি আমাদের যশস্বরূপ কর্ম্মের সামর্থ্য প্রদান করুন; আর, ইহলোকে এবং পরলোকে, উভয়ত্রই অবশ্যই আপনি, দেবতাবের সহিত আমাদেরকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। (১ম—৩১২—৮৭)।

• • •

দারণ-ত্যাগঃ ।

হে অগ্নে ত্বয়ঃ স্তুষ্মানস্বঃ নোহস্ম্যাকং ধনানিঃ লভয়ে দানার্ধং যশসং যশোযুক্তং ত্বাকং
কর্মণাং কর্তারং পুত্রং কৃণুত্ব । সুরাঃ । যশসং নৃতনেনশনা প্রাপ্তেন তদয়েন পুত্রেন কর্ম
যাগদানাদি রূপমুপাসি । বর্জয়াম । হে জ্ঞানপৃথিবী উত্তে দেবতে দেবৈরনৈঃ সহ নোহস্মান-
প্রাবতং । প্রকর্ষণং রক্ষতং ।

যশসং । অর্শাদিবাচচ্ প্রত্যয়ঃ । ব্যতায়েন পত্যথাং পূর্নিত্যাদাত্বং । যশ সর্ক-
প্রাতিপদিকৈভ্যঃ কিস্কিত্বাঃ । পা০ ৩১ ১১৪ । তিতি যশস্যাকং ক্রিপ্ । উত্ত
প্রত্যয়ান্তসা লনাস্তস্ত্বাকাতুলংজারিঃ ক্রিপ্ চৈত প্রত্যয়ান্তথাঃ পতি শিট্বাকাতো-
বিত্যন্তাদাত্বং । কৃণুতি । উতশ্চ প্রত্যয়াক্ষেনোনাচনমিতি কেলুর্গতাবঃ । স্তবনিঃ ।
সমানচ্ স্তবঃ । উ০ ২৮৬ । তিতি বহলগচনাং কেবলপাণি স্তৌভেরানচ্ প্রত্যয়ঃ । যশাদিবা-
দাত্বাদাত্বং । পশ্যামুঃ । পশু বৃজৌ । বহলং ছন্দসীতি বিকরণস্ত লুক । বাশ্চট উদাত্বং
জ্ঞানপৃথিবী । দিবো জ্ঞান । পা০ ৬০২২ । তিতি জ্ঞানদেশঃ । আমন্ত্রিতদনুদাত্বং । ৮ ।

* . *

ত স্টম (৩৫৬) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকে দুই প্রকার অর্ধের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমাদের
মর্ম্মসুগারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বজ্রাসুগানে এক অর্ধ প্রদত্ত হইল । আর এক
প্রকার অর্ধে, মনে হইবে—অগ্নিদেবকে লক্ষ্যধন করিয়া প্রার্থনাকারী

সারণ-কাণ্ডের বজ্রাসুবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আপনি আমাদের স্তবে সন্তুষ্ট হউন, আমাদের ধনদানের ভয়,
আমাদিগকে যশোযুক্ত, সংকর্ম্মপরাধ পুত্র প্রদান করুন । আপনার প্রদত্ত নবপ্রাপ্ত
পুত্রের দ্বারা আমরা যাগদানাদি কর্ম্ম বৃদ্ধি কর । হে জ্ঞানপৃথিবী ! আপনার উত্তরে,
অস্ত্র দেবগণের সহিত (আগমন করিয়া) আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন ।

'যশসং' পদে, 'অর্শাদিবা' হেতু 'অচ' প্রত্যয় । ব্যতায়ৈ প্রত্যয়ের পূর্ক স্বর উদাত্ত
অববা, 'সর্কপ্রাতিপদিকৈভ্যঃ' ইত্যাদি শব্দান্তগারে (পা ৩ ১ ১ ১ ৪) 'যশসং' শব্দে ক্রিপ্
প্রত্যয় । লনাস্তস্ত্বাকাতুলংজারিঃ ক্রিপ্ চ' এই নিয়মে ক্রিপ্ প্রত্যয়ান্ত ষাড্ হইলে,
শিট্ব-হেতু ষাড্ স্বর উদাত্ত হইল । 'কৃণুতি' পদে "উতশ্চ প্রত্যয়াক্ষেন্দে" ইত্যাদি নিয়মে
'ত' এর লোপ হইল না । 'স্তবনিঃ' পদে সমানচ্ স্তবঃ' (উ০ ২৮৬) এই ঔগাদিক পদ
অনুগারে বহল বচনহেতু স্ততি অর্থে 'আনচ্' প্রত্যয় । যশাদিহেতু ইহার আদি স্বর উদাত্ত ।
'পশ্যামুঃ' পদে বৃজি অর্থে পশু ষাড্ প্রয়োগ । "বহলং ছন্দস" বৃজি দ্বারা বিকরণের লোপ
হইল । ইহাতে বাশ্চট প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত । "জ্ঞানপৃথিবী" পদ "দিবোজ্ঞান" পা০ ৬০২২
এই বজ্রাসুগারে জ্ঞান দেশ । আমন্ত্রিত-হেতু এই পদে অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে । ৮ ।

পুত্রের প্রার্থনা করিতেছেন ; এবং স্বাগাপৃথগীকে সম্বোধন করিয়া আপনাদের রক্ষার কামনা জানাইতেছেন । বলা গজ্জা, প্রদানতঃ এইরূপ অর্থকে প্রচলিত আছে । তবে কেহ ধনদানের পরবর্ত্তে পুত্র প্রার্থনা করিয়াছেন ; কেহ বা ধন তার পুত্র ছুইট চাহিয়াছেন ; কেহ বা পুত্র না চাহিয়া নবীন দার্শনিক অগ্নিরই কামনা করিয়াছেন * পুত্রের প্রার্থনা, ধনের প্রার্থনা বা ধনদানের লোভ দেখাইয়া পুত্রের কানন,—এ সকল নিম্নস্তরের মানুষের উপাশনা । যদি বৈদকে যে স্তরের উপাশনার সামগ্র্য গলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থই সঙ্গত গলিয়া মনে হইবে । কিন্তু সামান্য একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া যাঁতারা একটু উচ্চদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,—এ গকে পুত্রবন্তের কোনও কামনাই নাই এখানে শাপক প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবান ! সংকর্ষমাধনে আমায় এমন সাধর্ষ্য দেও—আমার সংকর্ষমাধনা এমনভাবে পরবর্দ্ধিত করিয়া দেও—যেন আমার সেই কর্ষ—অন্যাত্মিক কর্ষকপ ধন—সংসারে বিস্তৃত লাভ করে ; আমার কর্ষ যেন সংসারের সকলকেই জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ষী করিতে পারে । আর, কি উহলোকে, কি পরলোকে, গর্ষের যেন দেব-ভাবে পূর্ণ থাকিয়া আমি রক্ষা প্রাপ্ত হই ; অর্থাৎ, আমার চরম লক্ষ্য যে রক্ষ (মোক বা মুক্ত প্রাপ্তি), এ লোকের কর্ষপ্রভাবে যদিও তাহাতে অধিকারী না হই, যেন পরলোকের কর্ষ দ্বারা তাহা লাভ কর । আশা-ভুক্ত-পক্ষে মন্ত্রের ইচ্ছাই নিগূঢ় অর্থ গলিয়া আমরা মনে করিতে পারি ।

* ছুইটী গজ্জা ও একটি ঠংরাজী অগ্নিদান প্রদত্ত হইয়া ; তাহাতে এবং লাভের ভাষ্য একের প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে । যথা, ‘‘হে অগ্নিদেব, আপনার স্তব করিয়া থাকি ; অতএব আমাদেগের ধন দানের পরবর্ত্তে মঙ্গলী কর্ষকর্ত্তা ও দেবগণের পুত্র প্রদান করুন । যে পুত্রের সহিত আমরা যজ্ঞাদি কর্ষ সমাক সম্পাদন করিব । দেবগণের দর্শিত স্বর্গ ও পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন’’ (২) ‘‘হে অগ্নি ! আমরা ধন দানের অগ্নি তোমাকে স্ততি করি, তুমি যশোযুক্ত ও যজ্ঞসম্পাদক পুত্র দান কর ; নূতন পুত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ষ বৃদ্ধি কর । হে ছা ও পৃথিবী, দেবগণের দর্শিত আমাদিগকে সমাকরূপে রক্ষা কর ।’’ (৩) ঠংরাজী,—‘‘Thou, O Agni, praised by us, help the glorious singer to gain prizes . May we accomplish our work with the help of the young active Agni) . O Heaven and Earth . Bless together with the gods .’’

সর্বপ্রকার ব্যাখ্যা বিশেষেই মন্ত্রের কার্যকরী পদার্থের প্রতি বিশেষ-
রূপে লক্ষ্য থাকা আবশ্যিক । মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'ত্বাপৃথিবী' পদ
এবং 'প্রা তং' ক্রম-পদ, বিষ্ণু সম্বন্ধে উপস্থিত করে উভাতে 'ত্বাপা-
পৃথিবীকে'ই সম্বোধন করা হইয়াছে প্রতিপন্ন হয় । কিন্তু ঐ ক্রেত্রে
বিভক্তি-বাত্যয় স্বাকার করিলে এবং এই অংশদেবের সম্বোধনই উভয়ক
অপ্যাত্ত আছে মানিয়া লইলে, অর্থ বড় সম্বোধন ও সুন্দর হয় ।
আখ্যাত্তক ভাবে সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি । ত্বাপৃথিবীকে
সম্বোধন-পদ বলিয়া মান্য করিলেও, দু্যলোকস্থিত অগ্নি (জ্ঞান), আর
পৃথিবীস্থিত অগ্নি (জ্ঞান) এই দুইককে সম্বোধন করা হইয়াছে মনে করা
যায় : তাহাকে ভাৱ হয় এই যে,—'উভয়লোকের জ্ঞান উভয়ক আখ্যায়
দেবতাব রক্ষার ঘেন সত্য হয়' স্বর্গ হইতে কীবের পদস্থাপন ঘটিতে
পারে । প্রার্থনায় প্রকাশ,—'আপান ঘেন স্বর্গে ও মর্ত্যে উভয়স্থানেই
আমায় দেবতাব-সম্বন্ধ করিয়া রাখেন ।' আর আর শব্দের বিস্ক
অস্বাধোপকা-ব্যাখ্যাত্তই প্রতীত হইবে । (১ম—৩১সূ—৮শ) ।

— . —

নবমী ঋক ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একত্রিশৎ-সূক্তঃ । নবমী ঋক) ।

ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরুপম্ আ দেবোঃ

দেবেধনবন্ত জাগৃবিঃ ।

তনুকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং কল্যাণ

বসু বিশ্বমোপিষে ॥ ১ ॥

* * *

পদ-নিষ্কেষণং ।

স্বং । নঃ । অগ্নিঃ । পিতৃভ্যঃ । উপহুঃ । আ । দেবঃ ।

দেবেষু । অনবত্ত । জাগৃবিঃ ।

তনুভুং । বোধি । প্রহৃষতিঃ । চ । কারবে । স্বং । কল্যাণ ।

বহু । বিশ্বং । আ । উপাসে ॥

* * *

মর্ষাভূতা রিণী-বা খা।

'অনবত্ত' (নিষ্কলঙ্ক) 'অগ্নিঃ' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'দেবেষু' (লক্ষ্মীদেভ্যামেবু গদ্যেযু) 'জাগৃবিঃ' (জাগরুকঃ, জীবনীশক্তিগম্পন্নঃ স্বং) 'পিতৃভ্যঃ' (জাগাপ্ত স্বর্গোঃ, উল্লোলোকে পরলোকে ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অন্মাকঃ) 'উপহুঃ' (সমীপে) 'তনুভুং' (রক্ষকরূপে) 'বোধি' (সম্যক্ বুধ্যস্ব, অন্মান সম্ভাবনপরাগমন কুরু) ; 'কারবে' (কর্তৃ-কর্ত্রে, তব পূজাপরায়ণায়) 'প্রহৃষতিঃ' (সদ্ভূক্তপ্রদ) তব উত্ত শেবঃ ; 'কল্যাণ' (মঙ্গলস্বরূপ হে দেব) স্বং 'বিশ্বং' (শ্রেষ্ঠং) 'বহু' (ধনং) 'আ উপাসে' (লম্বাক্ আনয়সি, দদাসি) । হে দেব ! উল্লোলোকে পরলোকে জ্ঞানরূপে অগ্নিঃ সন্ পরমধনদানেন অন্মান্ পাহি ইত্যেব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম-৩১ম - ১৩খ) ।

* * *

বজ্রাহুবাদ ।

হে নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! সকল দেবতাবের মধ্যে আপনিই জাগরুক (স্মৃতরাং জীবনীশক্তিগম্পন্ন) । উল্লোলোকে ও পরলোকে আমাদেরের সমীপে রক্ষকরূপে বিশ্বমান থাকিয়া, আপনি আম দগকে উদ্ভূক্ত (সদ্ভূক্তাবগম্পন্ন) করুন ; এবং আপনার পূজাপরায়ণ আমাদের পক্ষে আপনি সদ্ভূক্তপ্রদ হউন । সকলমঙ্গলস্বরূপ হে দেব ! আপনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠধন (পরমার্থতত্ত্ব) প্রদান করুন । (১ম-৩১ম - ১৩খ) ।

* * *

দায়ণ-ভাষ্যে ।

তে অমবজ্ঞ মোসবিত্তায় দেবেষু সর্কেষু মধো আগ্নির্জগৎকৃৎ পিত্রোর্মাতৃভিত্তরূপনো-
 ঋত্বাপুথিনারূপস্থ সমীপস্থানে নর্ত্তগানঃ লন নোচক্ষাকং তনুভং পুত্ররূপশরীরকারী ত্বা
 নোমি । বৃশাশ্ব । অমুগ্ৰহাণেভার্কঃ । তথা কারান কর্কক্রো বকমানার প্রমতিশ্চাকুগ্ৰহ-
 রূপপকুইমতিবক্ষশ্চ কানতি শেবা । তে কলাণ মজলরূপায়ে স্বং বিধং নত্ব সর্কমপি
 মনামাপিষ যজমানামমানসি ।

উপাস্থ । স্তপি স্থঃ । পা০ ৩২৪ । ঈতি ত্রিষ্ঠাকঃ কঃ পত্যঃ । আতো লোপ
 ইটি চেভ্যাকারালোপঃ । মরুদ্বশাদীনাং চন্দ্রশাপনংথানমিতি পূর্কপদান্তোদাত্ত্বাৎ । জাগ্নিঃ ।
 জাগ্নি নিদ্রাক্ষয় । জ্ঞশস্তজাগ্নিতাঃ ক্রিন উ ৪৫৫ । উতি ক্রিন । নিষাদাত্তাদ স্ত্বাৎ ।
 নোমি । বৃশ অবগমনে । বহুণং চন্দ্রগীতি শপো লুক । বা চন্দ্রগীতি হেরপিষত্ব
 বিকল্পিত্বেন নিষাদভিষে মতাভিষশ্চ পা০ ৬৪১০০ । ইতি তেদ্বিবাদেশ । লঘুপদ-
 ঞ্চণঃ । পাত্যাকারালোপশ্চান্দসঃ । প্রমতিঃ । মন জানে । জিত্ত্বদাত্তোপদোশতাদিনাত্ত-
 নাসিকালোপঃ । প্রকুই মতিবক্ষতি বহুব্রীতো পূর্কপদপ্রকৃতিবহুৎ । ওপিষে । টুপ্

দায়ণ-ভাষ্যের লক্ষ্যসূত্র ।

তে মোসবিত্ত অগ্নিঃদন । আপনি সকল দেবতার মাথাটে আগরুত্ব রতিরাছেন । (অথবা,
 সর্কাদনপণের মধো আপনি জাগ্রৎ আছেন ।) পিতৃমাতৃরূপে ঋত্বাপুথিনোর সমীপস্থানে
 নিস্তম্যম থাকিয়া এবং আমাদের পুত্ররূপ শরীরকারী তত্ত্বা আপনি আগাদিগের প্রতি
 কুগ্ৰহ প্রকাশ করেন । তক্রূপ করিলে, কর্মকর্ত্তা যজমানের জ্ঞান আপনি অমুগ্ৰহরূপ
 প্রকুইমতিবৃকু তউন । তে কলাণরূপ অগ্নিঃদন । আপনি যজমানের জ্ঞান বিধের সর্কবিধ
 মন প্রদান করেন ।

‘উপাস্থ’ । এই পদে ‘স্তপি স্থঃ’ (পা০ ৩২৪) এই সূত্রানুসারে নিস্তম্যম অর্থে উপ
 পূর্কক স্থা পাত্তর উত্তর ক পত্যয় ; ‘আতো লোপ ইটি চ’ এই নিয়মে স্থা পাত্তর আকারের
 লোপ ; এবং ‘মরুদ্বশাদীনাং’ ইত্যাদি নিয়ম পূর্ক পদের অমুগ্ৰহ উদাত্ত । ‘জাগ্নিঃ’ । -
 জাগ্নি পাত্ত নিদ্রাক্ষয় অর্থবোধক । সেই জাগ্নি পাত্তর উত্তর ‘জ্ঞশস্তজাগ্নিতাঃ ক্রিন’
 (উ০ ৪৫৫) এই ঔপাদিক সূত্র অনুসারে, ক্রিন প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন । নিষ-তেতু (ন ইৎ যার
 বলিষ্ঠ) উত্তর আদিশব উদাত্ত । ‘নোমি’ । - বৃশ পাত্ত অবগমমার্থবোধক । ‘বহুণং
 চন্দ্রগীতি’ এই নিয়মে উদাত্তে শপের লোপ হইয়াছে । ‘বা চন্দ্রগীতি’ এই সূত্র দ্বারা পিষ
 নিবেধের বিকল্প-বিধান আছে অতএব পিষ-তেতু ঐশ্বের অভাববশতঃ ‘সতাভিত্ত’
 (পা০ ৬৪১০০) এই সূত্রানুসারে ‘ত স্থানে মি আদেশ হইয়াছে । উত্তর লঘু উপ
 স্বেদর ঞ্চণ হইয়াছে ছান্দস-তেতু পাত্তর অস্তা-র্থে লোপ হইল । ‘প্রমতিঃ’ পদ জানার্থক
 মন পাত্তর উত্তর ক্রিন প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ; ‘অমুদাত্তোপদোশ’ প্রভৃতি সূত্র দ্বারা এই পদে
 অমুদাত্তিকের (ন-৪৩) লোপ হইল । ‘প্রকুই মতি বহুব্রীতি’ সা লে পূর্কপদে
 প্রকৃতিবহু হইয়াছে । ‘ওপিষে’ । - টুপ্ পাত্তর অর্থ - বীজ-দস্তান । ছান্দস-তেতু উদাত্তে

বীজসত্যমে। ছান্দমে গিটিখানঃ শ্রে। বচিবপীত্যাদিনা মন্ত্রপারগণপরপূর্বক্বে বিভাধ
হলাদিশেষা। ক্র্যাদিময়বাদিট্ । ৯ ।

* * *

নবম (৩৫৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— . —

পূর্ব-ঋকের সহিত এ ঋক বিশেষ মন্ত্রক-নিশিষ্ট বলিয়া আমরা মনে
করি। ইহালোকে ও পরলোকে—উভয় লোকে মর্কদা আমাদের
নিকটে রক্ষকরূপে বিস্তমান থাকিয়া আমাদেরকে মন্ত্রভাব-পরায়ণ করুন,
আমাদের মদ্বুক্তি আসুক, আর পরিশেষে সেই পরমধন (পরমার্থ-ভগ্ন)
আমাদেরকে প্রদান করুন ;—এ ঋকের প্রার্থনার ইতাই স্কুলমন্ত্র ।

ঋকের অন্তর্গত কয়েকটি শব্দের বিষয় বিশেষভাবে করিলেই উক্তরূপ
অর্থের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। 'জাগৃবিঃ' পদ জ্ঞানপক্ষেই প্রযুক্ত
হইতে পারে। যাহার হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, যে জন কদাচ
নিদ্রিত নহে, সপমৎ সকল কার্যের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যে জন
মর্কদাই সংকার্য-সাধনে জাগরুক থাকে ; ভ্রমেও কখনও তাহার প্রবৃত্তি
অমৎ-পথে প্রধাবিত হয় না। জ্ঞান—নিষ্কলঙ্ক, জ্ঞান—সদাজাগরুক ;
সেই জ্ঞান মর্ককালে 'তনুকৃৎ' হইয়া সমীপে অবস্থিত করুক,—ইহার
ভাবার্থ কি ? 'তনুকৃৎ' শব্দে কেহ কেহ পুত্র অর্থ আমনন করিয়াছেন।
কিন্তু 'তনুর কর্তা' ভাবে 'রক্ষক' অর্থই সমীচীন হয়। 'আবিধি' পদে
উদ্ভুদ্ধ করার ভাব আছে। 'বিশ্বং বসু' পদে বিশ্বের সমগ্র ধনসম্পৎ অর্থাৎ
শ্রেষ্ঠ ধন অর্থই সঙ্গত হয়। যে ধনের অত্যন্ত আর ধন নাই, তাহাই
'বিশ্বং বসু' শব্দে ব্যক্ত হইয়া থাকে। 'পিত্রোঃ' পদে উই সংশয়মূলক।
সামগ্র্য এই পদে 'জ্ঞাপাখণ্ডা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; আমরা 'ইহলোক ও
পরলোক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। পিতা-মাতা-মন্ত্রকীয় স্থান আর কোর্ধ্য ?
স্বর্গ ও মর্ত্য—এই দুই স্থানেই পিতামাতার সহিত মন্ত্রক থাকে। এই দুই
স্থানের অত্যন্ত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, সকল মন্ত্রক বিচ্যুত হয়।
সেই অবস্থাতেই শ্রেষ্ঠ ধন (মোক্ষধন) অর্জন হইয়া থাকে।

গিটের খাল স্থানে শ্রে আদেশ। 'বচিবপি' তত্বাদি মন্ত্রে যারা মন্ত্রপারগণ (বপ স্থানে উপ),
পরপূর্বক্বে এবং হলাদিশেষ হইয়াছে। ক্র্যাদিগণীয় বলিয়া ইহাতে ইট্ প্রত্যয়। ৯ ।

আমরা শাস্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, প্রচলিত অর্থ হইতে তাহা
 স্বতন্ত্র থাকার দৃষ্ট হয় । প্রচলিত অর্থে 'অ'গ্নিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে
 যেন বলা হইতেছে,—'তে দোষত তত অ'গ্ন, তুমি মাত-পিতার সমীপে
 নিত্যমান থাকিয়', আমাদগকে পুন দেও, যজ্ঞমানের প্রতি প্রাণ হও,
 আর তুমি মন বপন করিয়াছ ।' যাহা হউক, যে কয়েকটা শব্দের অর্থ
 উপলক্ষে ভাব-বিপর্যায় সংঘটিত হয়, তাহাদের বিষয় বিবেচনা করিলেই
 শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতে পারে । (১ম—০. স্ত—৩৩) ।

— : ০ : —

দশমী পদ ।

(পঞ্চম অঙ্ক । একত্রিংশততম । দশমী পদ) ।

ভ্রমণে প্রমতিস্ত্বং পিতানি নস্ত্বং বয়স্কৃৎ

জাময়ো বয়ং ।

স্বং ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সং মহশ্রিণঃ সুবীরং

যন্তি ব্রতপামদাভ্য ॥ ১০ ॥

* * *

পদ বি'স্মরণং ।

স্বং । অগ্নে । প্রমতিঃ । স্বং । পিতা । অগ্নি । নঃ ।

স্বং । বয়ঃকৃৎ । ত্বা । জাময়ঃ । বয়ং ।

সং । ত্বা । রায়ঃ । শতিনঃ । সং । মহশ্রিণঃ । সুবীরং

যন্তি । ব্রতপাং । অদাভ্য । . . .

• মর্শ্বীভূতসারিত্বী-বাণী ।

‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি দেব । ‘ত্বং প্রমতিঃ’ (জ্ঞানপ্রদস্বঃ) ‘পিতা’ (পালকঃ))
 ‘অনি’ (কনসি) ; ‘বৃক্ষং’ (আয়ুঃপ্রদঃ) ; ‘বয়ং’ (প্রার্থনাকারিণঃ) ‘তব আময়ঃ’
 (উৎপন্নঃ) ; ‘অদিত্য’ (হে তিৎপাতীত দেব) ‘সুবীর’ (লোকস্বর্গমাধনে শ্রেষ্ঠঃ
 সহায়কঃ) ‘ব্রতপাং’ (লোকস্বর্গোৎসবঃ) ‘ত্বাং’ (আশ্রয়দানপালিনঃ দেবঃ) ‘শতিনঃ
 সহস্রিণ’ (লক্ষ্মীনি) ‘দায়’ (আরাধনার নিমিত্তভূত) মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ-ধনসমূহ
 লক্ষ্মীনি, লক্ষ্মীনি প্রাপ্তি) হে দেব । মর্শ্বীভূতসারিত্বী মর্শ্বীভূতসারিত্বী মর্শ্বীভূতসারিত্বী
 ভবন্তি । অগ্নিকং ত্বদানং প্রসচ্ছ হি ভবঃ । (ম—৩১সূ—১০ণা) ।

• • •
 বঙ্গভূতাদ ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব । আপনি জ্ঞানপ্রদ পিতার স্তায় প্রভুপালক
 হয়েন ; আপনি অয়ুঃপ্রদ ; প্রার্থনাকারী আমরা আপনাকে উৎপন্ন
 হইয়াছি । হে তিৎপাতীত দেব । লোকস্বর্গমাধনে সহায়, লোকস্বর্গের পেসক
 অশেষ শক্তিশালী (আরাধনার নিমিত্তভূত) মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ-ধনসমূহ
 আপনাকেই আশ্রয় করিয়া আছি (ভাব এই যে,—হে দেব মর্শ্বীভূতসারিত্বী-
 মোক্ষরূপ ধনসমূহ আপনাকেই আশ্রয় করিয়া আছে । আপনি
 আমাদেরগকে সেই ধনসমূহ প্রদান করুন) । (ম—৩১সূ—১০ণা) ।

• • •
 সাযন-ভাষ্য ।

হে অগ্নে ত্বং প্রমতিঃ অগ্নিরূপস্বরূপসকলমভ্যুজ্ঞেহি । তব ত্বং মোক্ষাকং পিতা
 পালকোহসি । তথা ত্বং বৃক্ষং । আয়ুঃপ্রদোহসি । বয়মভ্যুজ্ঞেহি তব আময়ঃ ।
 হে অদিত্য কেনাপাংনিয়োগ্যঃ সুবীরঃ শোভনপুরুষযুক্তঃ ব্রতপাং কাম্যঃ পালকঃ ত্বং
 শতিনঃ শতসংখ্যায়ুক্তা রায়ো ধনানি লয়ান্ত লমাক্ প্রাপ্তবন্তি । তথা সহস্রিণঃ সহস্র-
 সংখ্যাকারিণঃ সংযন্তি ।

সুবীরঃ । বহুব্রীহৌ নঞস্বভাষ্যঃ । ত্বদানং প্রদাতোহসি । পাং

• • •
 সাযন-ভাষ্যের বঙ্গভূতাদ ।

হে অগ্নিদেব । আপনি প্রমতি অর্থাৎ আমাদের প্রতি অতুঃপ্রদ-প্রদানে প্রকৃতমতিবৃত্ত ।
 পরন্তু আপনি আমাদের পালক ; বৃক্ষং অর্থাৎ আয়ুর্দাতা । অমুজ্ঞানকারী আমরা আপনাকে
 মিত্র বন্ধু । হে তিৎপাতীত, শোভনপুরুষযুক্ত, কাম্যের পালক, অগ্নিদেব আপনার
 শতসংখ্যায়ুক্ত ধনসমূহ আমাদেরগকে সমাক্রমে প্রাপ্ত হউক । সেইরূপ সহস্র-সংখ্যায়ুক্ত ধনও
 আমাদেরগকে প্রাপ্ত হউক । অর্থাৎ, আপনার অতুঃপ্রদে আমরা যেন শ্রেষ্ঠধন প্রাপ্ত হই ।

‘সুবীরঃ’ । — বহুব্রীহীসমাসেভ্যঃ ‘নঞস্বভাষ্যঃ’ ইত্যাদি স্বাক্ষরপারে ‘সুবীরঃ’ শব্দের উৎপত্তি
 পদের অর্থের উদাহরণ ; কিন্তু ‘বীরবায়োচ’ (পাং ৩২, ১২০) এই পানীয় স্বাক্ষরপারের

৩২ ২০। ঈত্বাভরণদাতাভ্যস্তথা ॥ অদাতাঃ। দক্ষিণঃ প্রকৃতভাস্ত্রমভীতি কেচিদাহতঃ।
 দ্বৈতশ্চেতি বক্ষণ্যঃ। পাণ্ড ৩১.১২৪।৩। ইতি পাণ্ড ১.১।

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে ত্রয়স্বংশো বর্গঃ ॥

• • •

দশম (৩৫৮) ঋকের বিচারার্থ ॥

---§---§---

এ ঋক অগ্নিব্রাহ্মণ-প্রকাশক। তিনিই পিতা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই আয়ুর্দাতা, তাঁহা হইতেই আমরা উৎপন্ন। আগাদের সংকর্ষ-সাধনের তিনি বীরের ম্যায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আছেন এবং সকল সংকর্ষানুষ্ঠানেই আগাদিগকে পরিপোষণ করিতেছেন। মর্শ্বার্থকামমোক্ষ-চতুর্ধর্গফলরূপ ধন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। ঈতাই ঋকের মর্শ্ব।

ভগবানকে পালক রক্ষক উদ্ধারকর্তা জানিয়া মানুষ তাঁহার স্বরূপ ক্রমে ভাবে উপলব্ধি করুক ; তিনি যে সকল ধনের আশ্রয়, তাহা অনুভব করিয়া, তাঁহার পরগণপন্ন হউক ;— তাঁহার নিকটে হইতে সে ধন লাভ করিতে সমর্থ হইবে, এ ঋকের ঈতাই মূল লক্ষ্য। (১ম—৩১ম—১০পা)।

---•---

একাদশী ঋক ।

(প্রথমঃ সপ্তমঃ । একত্রিংশৎ-পৃষ্ঠঃ । একাদশী ঋক ।)

। । । । ।
 ত্র্যমগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে দেবা অকৃণ্ননুশস্য বিশ্‌পতিং ॥

ইডামকৃণ্ননুশস্য শাসনীং পিতুর্যংপুত্রো ॥

। । । । ।
 যমকস্য জায়তে ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য। ঈতাই উত্তরপদের আদিষর উদাস্ত হইয়াছে। 'অদাতাঃ'।— কেহ কেহ বলেন,— 'দত্ত' শব্দের প্রকৃত অর্থ অর্পণ হইয়াছে ; উক্ত দত্তি শব্দের উত্তর 'দ্বৈতশ্চেতি' (পাণ্ড ৩১.১২৪।৩) এই ব্যাকরণের 'অং' প্রত্যয় হইয়াছে । ১০ ॥

প্রথম সপ্তকের দ্বিতীয় পধ্যমে ত্রয়স্বংশ বর্গ সমাপ্ত।

পদ-বিভাগঃ।

ঙাং অগ্নেঃ। প্রথমঃ। আয়ুঃ। আয়বে। দেঃ।

অকুণ্ণু। নমুসস্ত। বিশ্ণুতিঃ।

ইলাং। অকুণ্ণু। মমুসস্ত। শাসনীং। পিতুঃ। যৎ।

পুত্রঃ। মমকস্ত। জায়তে ১ ১১ ॥

মর্গাকুসারী-বাখা।

‘অগ্নেঃ’ (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) ‘ঙাং’ ‘প্রথমঃ’ (আদিভূতঃ) ‘আয়ুঃ’ (প্রাণশক্তিঃ)।
জ্ঞানীম উক্তি শেষঃ ‘দেবাঃ’ (দেবতানিবন্ধাঃ) ‘নমুসস্ত’ (অজ্ঞমস্ত) ‘আয়বে’ (আয়ু-
বৃদ্ধি, শ্রেয়সাধনার্থঃ) ঙাং ‘বিশ্ণুতিঃ’ (সেনাপতিঃ, প্রধানপরিচালকঃ) ‘অকুণ্ণু’
(অবগুণ, বরণং কৃতবান) ; ‘যৎ’ (যদা) ‘মমকস্ত’ (মমতাপারণস্ত) ‘পিতুঃ’ (পিতৃ-
স্বরূপস্ত) ‘মমুসস্ত’ (মমুসস্ত) ‘পুত্রঃ’ (সন্তানঃ) ‘জায়তে’ (উৎপন্নো ভবতি) ; তদা দেবাঃ
‘ইলাং’ (অগ্নিরূপাঃ নিবেকস্বরূপাঃ দিবাঃ ঙাং) ‘শাসনীং’ (ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদাত্রীং) ‘অকুণ্ণু’
(অকুর্ষত)। হে দেব! তৎ হি প্রাণশক্তিস্বরূপঃ অজ্ঞাননাশকঃ ; যৎ হি মর্কেষাং
দেবভাবনাং মদ্যে শ্রেষ্ঠমোহসি ইত ভাবঃ। (১ম ৩১সূ-১১খ)।

নজাতুবাধা।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনাকেই আদিভূত প্রাণশক্তিরূপে
জানিতে পারি। অজ্ঞানের শ্রেয়সাধন জন্ম দেবতানিবন্ধ
আপনাকেই প্রধান পরিচালকপদে বরণ করিয়া রাখাছেন। যখন
মমতাপারণ পিতৃ-স্থানীয় মনুষ্যগণের সম্বন্ধে মমুসস্ত করে, তখন
বিবেকস্বরূপ আপনি, তাহাদিগের ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদাত্রী হইয়া (শাসনদণ্ড
পরিচালন করিয়া) থাকেন। (ভাব এই যে,—ভগবানই প্রাণশক্তিদায়ক ;
তিনিই অজ্ঞাননাশক এবং মর্কশ্রেষ্ঠ)। (১ম-৩১সূ-১১খ)।

সাম্বল-ভাষা ।

তে অগ্নি তং প্রথমং পুরা মে। অথন অয়োর্ম্মধ্যাক্ষণে নহনৈতস্মামকরাজানি। অথ-
 যু মনুয়ু্যকপং বিশপ্তিরং সেনাপ তমকৃৎম। কৃতবন্তঃ। তথা মনুয়ু্যক্ত মনোরিডামন-
 জামধেয়াং পুরীঃ শাসনীং ধর্ম্মোপাদনকর্ত্রীমকৃৎম। কৃতবন্তঃ। তথা চ তৈতৈত্বেংগৈনামরক্তে।
 উড়া বৈ মাননী বহ্নাক্ষণাশিস্তৌমিত্তি। নাজনেনইনোহপোনমামনস্তি প্রযাজকৃণাক্ষাণাধু-
 মপো মানবকল্পয় যয় নক্ষানশাসি কামনিত্তি সা মনুমম্বলানুতি যৎ আদিত্তি। অম্ময়।
 মমকশ্চ মনৌমশ্চ তিরণাস্তু সশক্লনো যঃ পিতাজিবাশ্তশ্চ পিতুঃ পুত্রো জায়তে। তদনৌ
 তে অয়ে তমেব পুত্ররূপ আসৌ রত্বি শেরঃ।

আরবে। বর্ধার্ষে চতুর্থা নাক্ষত্র্যন্তি চতুর্থা। নহবশ্চ। গুহ বন্ধমে। গতিকলিচনবিল-
 লিতা উষচ্। উঃ ৪৭৬। বৃগাদিত্তাদিত্তাদিত্তৎ। বিশপতিং। পরাদিশ্চন্দ্রনি বহ্নল-
 মিত্তান্তরপদিত্তাদিত্তৎ। মনুয়ু্যক্ত মননিদিভাসচ্। নিবিত্তাদিত্তাদিত্তৎ। নললকাদ্বিত্তাচারঃ।
 শাসনীঃ। শিফোহনয়িত্তি শাসনী। করণমিকরণশ্চেষতি লুট্। টিডটগঞযাদিত্তি।
 পাঃ ৪১২৫। গুীপ্। লিংশবরণিত্তাদিত্তৎ। মমকশ্চ। মমেদমিত্তার্থে তশ্চেষমিত্তা তৎ।

সাম্বল-ভাষাং বহ্নাক্ষণাদি।

তে অগ্নি মন! জীবনবর্ধার্ষে দেংগণ আপনাকে প্রথমে (পূর্নাকারী মরশীন্) মনুয়ু্যকৃপনারী নহব নামক রাজার সেনাপত্রি বদে বরণ করিয়াছিলেন। আরও, মানকৃণী মনুয়ু্যক উলা-নামধেয়া কতাকে ধর্ম্মোপাদনকর্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তৈত্বৈত্বৈৎ সাংক্রম্য ও উহ চতুর্থাৎ মাননী তদীয় উড়া যাজুর-অশাক্ষিণী তদিত্তি। এদ-
 সানয়ীনিগেরকও ত্রুপ পতিকল্পনা। প্রযাজ এবং অনুয়াজ শ্মশ্রতর মপো আমাতক অসকল্পণ
 কয়, তাহা তটাল আমা দ্বারা নকল কাগনা প্রাপ্ত তইনে, - এতের কাগনা করিয়া, তিনি মনুম
 বলিয়াছিলেন। যিনি আমার (অর্থাৎ আমি তিরণাস্তূপের) পিতা, আপনি আমার পিতা
 সেই অক্ষিণা-শসির পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সময়, মে অগ্নিম,
 আপনি তাঁতার পুত্ররূপ পাবণ করিয়াছিলেন।

“আরবে”। ‘বর্ধার্ষে চতুর্থা নাক্ষত্র্যন্তি’ এত সূক্তান্তরে এত পদে বর্ধার্ষে চতুর্থা বিকল্পিত্ত
 তটয়াছ। “নহবশ্চ”।—‘গুহ’মাতৃ বন্ধনার্থনোপক ‘গতিকলি’ ততাদি উণদি স্বত্র অনুসারে
 উণতে উষচ্ প্রত্যয় তটয়াছ। বর্ধার্ষে পাঠ তেত্বে তংব আদিবর উদাত্ত। “বিশপ-
 পতিং”।—‘পরাদিশ্চন্দ্রনি বহ্নলঃ’ এত নিঘণ্টে তংব উষরণদের আদিত্তর উদাত্ত তটয়াছ।
 “মনুয়ু্যক্ত” - ‘মননিৎ’ এত সূক্তান্তরে উষচ পতাব। নিশ্ব তেত্বে তংব আদিত্তব উদাত্ত।
 বহ্নল প্রযুক্ত তেত্বে বুদ্ধির অর্থান উইয়াছ। “শাসনীঃ” - ‘অনুশাসিত্ত কয় যাতা যারা, তাইটি
 শাসনী।’ ‘করণমিকরণশ্চেষতি’ নিঘণ্টে লুট্, টিডটগঞ ইত্যাদি (পাঃ ৪১২৫) এই
 সূক্তান্তরে গুীপ্ (স্বীগিকে ঙ্গে) প্রত্যয়। লিংশবরণিত্তি আদিত্তব উদাত্ত। “মমকশ্চ” -
 [‘আমার এই’ এতর্ধে ‘তশ্চেষৎ’ এই সূক্তান্তরে মনু প্রত্যয়। ‘তবকমমকাবেকশচনে’ (পাঃ

কমমকাবেকবচনে । পী. ৩৩ ৩। ঠকামককতমমকাদেশঃ । সজ্ঞেশুরকো ঈগকোনিজ
ইতি বৃহস্পতিঃ বাতায়েনাতানাস্ত৩ঃ ৥ ১১ ।

* * *

একাদশ (৩৫৯) ঝকের বিশদার্থ ।

— . —

এ ঝকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাগতে দেববাক্যেয় নিত্য ও
অগৌরবমেয় গণ্যে সম্পূর্ণরূপে গিয় উপস্থিত করে । গায়ত্রের অর্থও
গেই পণে চলিয়াছে । পূর্বকালে দেবগণ মনুষ্যরূপে নহ্ম রাজার
সেনাপতি-পাদ মনুষ্যরূপে অগ্নিকে বরণ করিয়াছিলেন, মন্ত্রের প্রথমংশের
ইহাই প্রচলিত অর্থ শব্দের সাধারণ অর্থ দিয়া ব্যাখ্য করিল, ঝকে
এই ভাণই অমাত্যের করা যায় দ্বিতীয় অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,
‘আমি বলিতেছি,— এই মনুষ্য আমি, আমার যখন পিতার পুত্র হইয়াছিল,
তখন তাকে দেবগণ ধর্মোপদেশী পাদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।’ নহ্ম
এবং ইলার বিষয়ে পুরাণে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে । পুরাণ-
পাঠক প্রতি পুরাণেই তাহা দেখিতে পাইবেন । কিন্তু, যদি পুরাণ-কথিত
গেই নহ্ম রাজার এবং মনুর কন্যা ইলার গতি এই ঝক্কর কোনও
সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে না কর, তাহা হইলে মন্ত্রের গমীচীন গজত
অর্থ অমাত্য হইতে পারে ।

নহ্ম, ইল প্রভৃৎ শব্দের অর্থ যদি বাষ্টিগত না হইয়া সমষ্টিগত
হয়, তাহা হইলেই অর্থ-গতি হইতে পারে । নহ্ম শব্দ মনুষ্য অর্থে
প্রায়শ্চৈ প্রযুক্ত আছে (৩ম—সৃ—ক) । স্মরণে এখানেই বা
কেন এই শব্দ রাজা-বিশেষকে লক্ষ্য কর ? এইরূপ ইল (ঈড়)
পদও অগ্নি বা জ্ঞানার্গি অর্থে প্রায়শ্চৈ (৩ম—সৃ—ক) প্রযুক্ত দেখা
জগানে গে অর্থেরক ব কেন ব্যাক্রম ঘট ? এই দুই শব্দের অর্থ
স্মরণ হইলেই ব্যাখ্যায় কোনই বিপত্তি আগে না । ‘আমি মনুষ্য ;
আমার পিতার পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করে’—এইরূপ অর্থ আমনন

৪। ৩৩) এই সূত্র দ্বারা অস্মদ শব্দ স্থানে মমক আদেশ । ‘সংজ্ঞাপূর্বক নিধি কুনিত্য হ্রস্ব’—
এই নিয়মে বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে । বিকল্পে হ্রস্ব আদিষর উদাত্ত । ১১ ।

* * *

করিবারই বা কি প্রয়োজন আছে? মমতাগম্পীর যে কোনও পিতারই মস্তান-সম্বৃত জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সকল পিতারই মায়ামমতা স্নেহমোহ সস্তানের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরমার্থ-পথ হইতে বিচূত করে। সেই মোহ-মরীচিকা অপহারণ করিবার জন্ত, বিবেক-মূর্তিতে সেই জ্ঞানস্বরূপ আগ্নেয় মস্তকে অঙ্কণ-ভাড়া করিতেছেন। মস্তের দ্বিতীয় অংশে সেই ভাবই পরিণত রহিয়াছে।

আর একবার মমস্ত মস্তটির মর্যার্থ অনুদান করুন। দেখিতে পাটাবেন—পরপর কেমন অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ সূত্রে মস্তটি সংগ্রহিত রহিয়াছে। আদিতে তিনি প্রাণশাক্তরূপে প্রকাশিত হন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের অভ্যুদয় হয়। তখন জ্ঞান, বীজরূপে প্রোথিত থাকিলেও, পিস্ফুট হয় না। তখন অজ্ঞানতাই প্রধানতঃ মানসক্ষেত্র অধিকার করিয়া আপন প্রাধান্য-নিস্তার করিয়া থাকে। ‘নহমজ্ঞ’ পদে মানুষের সেই অজ্ঞান-বস্বাকেই বুঝায়। সে অবস্থায় যদি দেবতাবের উন্মেষ হয়, সকল দেবতাব তখন সেই অজ্ঞানজনের শ্রেয়ঃসোমনের জন্ত, জ্ঞানকেই প্রধান পরিচালকের পদে বরণ করিয়া থাকে। জন্মের পর দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞান-সম্বন্ধযুত হওয়ায়, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবার ইচ্ছাই মানুষের হৃদয়ে প্রবল হয়। পরের অবস্থা পরমর্ন্তী অংশে পরগণিত। সংসারের অচ্যাগ্ন মায়ামাত ছিন্ন করিয়া, বিতর্জ্জন প্রভৃতির মধ্য দিয়া, মানুষ যখন একটু উন্নত স্তরে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়; তখন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ-রূপ মমতা-বন্ধন আপিয়া তাহকে বাঁধিয়া ফেলে,—সবলে বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে। সেই অবস্থায় জ্ঞানদাতা দেবতা বিবেকরূপে হৃদয়ে আবর্তিত হইয়া ‘শাসনা’ পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। সে শাসনেও, ইষ্টানিষ্টজ্ঞানদাতা দেবীর অঙ্গুল-সকালনে, চিত্ত যদি সুপাথগামী হয়, পরিজ্ঞান পথের বাধা-বিপত্তি অন্তরিত হইয়া যায়। সেই অবস্থাতেই মানুষ বুঝিতে পারে,—জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবানই প্রাণশাক্তপ্রদাতা, অজ্ঞানতা নাশক, এবং সকল দেবতাবের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম। এই সদ্বুদ্ধির প্রেংগায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ জ্ঞানের অনুগরণ করুক,—ইহাই এ থাকের নিগূঢ় তাৎপর্য। (১ম—৩ সূ—১ক)।

দ্বাদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একত্রিংশৎ সূক্তং । দ্বাদশী ঋক্) ।

ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভির্মঘোনো

রক্ষতশ্চ বন্দ্য ।

ক্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামন্যনিমেষং

রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥ ১২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

ত্বং । নঃ । অগ্নে । তব । দেবঃ । পায়ুভিঃ । মঘোনঃ ।

রক্ষ । তশ্চ । চ । বন্দ্য ।

ক্রাতা । তোকস্য । তনয়ে । গবাম্ । অনি । অনিমেষং ।

রক্ষমাণঃ । তব । ব্রতে । ১২ ॥

• • •

মর্ধ্যানুনারিনী ব্যাখ্যা ।

'বন্দ্য' (পূজাহ) 'দেব' (ভোক্তমান) 'অগ্নে' (জ্ঞানরূপ হে অগ্নিদেব) 'ত্বং তব পায়ুভিঃ' (ত্বয়ী রক্ষাকর্মভিঃ, রক্ষণশক্তিপ্রাপ্তিঃ) 'নঃ' (অস্বাকং) 'মঘোনঃ' (অথানি) তথা 'তশ্চ' (তনুশ্চ, জ্ঞানধারণনামর্থ্যানি চ) 'রক্ষ' (অবিচ্ছিন্নানি, ত্বয়া সহ চিরসংরক্ষণতানি কৃত) ; 'অনি' (মমভাসল্পনসা, মায়ামোতপরাংগত মনুষ্যসা অস্বদীপিত) 'তোকস্য তনয়ে' (বংশন্য) 'গবাম্' (জ্ঞানস্য রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'অনি' (তবনি) ; 'ক্রাতা' (হে পরিজ্ঞান-

কর্তাঃ) 'রক্ষমাণঃ' (অর্থাৎ পরিপোষকো জন)। এষা ঋক্ ত্রিবিদগোমায়ঃ সূচয়তি।
 পরমার্থত্বং জ্ঞানক্ সন্দকঃ পার্ধরতি, নানসং জ্ঞানাহং চ কামরতি, তথা আমনঃ
 পরিজ্ঞানঃ বাচতে। ইতি কাণ্ডঃ। (১ম-৩১ ব ১২৭)।

* * *

বক্ত স্তোত্র

পৃ-ই স্তোত্রমান জ্ঞানস্বরূপ তে অগ্নিদেব। আপনার রক্ষণশক্তি-
 প্রভাবে আমাদিগের সুখসমৃদ্ধিকে এবং অন্যান্যদেবতারার্থকে অবিচ্ছিন্নভাবে
 আপনার সঠিক চিরসমৃদ্ধিক্রম করুন। সমস্ত আত্মার সমস্ত মোহপতামণ
 মজুতা এই যে আমরা, আমাদিগের নান্যর যেন সন্দেহানকে আপনি
 চিররক্ষা করেন। তে পরিজ্ঞানকর্ত্ত। মর্সকাল ভগবৎকরণে আমাদিগকে
 পররক্ষণ করুন। আমরা যেন কখনো আপনার কক্ষ্মী শিশুও না হই।
 (মর্সকাল যেন ভগবৎকরণে রত থাকি)। (১ম-৩ সূ-১২৭)

সারণ-ভাষ্য।

তে বন্দ্য বন্দনীরোগে দেব তং তব পায়ু-বন্দনীরোগে পালনৈর্নর্ঘো-। মনযুক্তারোগে
 রক্ষ। তথা তব-চ তনু-পুত্রদেহানপি রক্ষ। তোকশাস্ত্রদেহ-স পুত্রস্য বস্তনমৌহবৎ
 পৌত্রাদিক্রম ত্রনে তনীরে কর্ণগামিমেবং নিবদ্রবঃ রক্ষমাঃ সানমামো নর্ত্তিতে ত্মিত্তা গাঃ
 লক্ষিতামাং গণাং জাতা রক্ষাকানি। ঈদৃশস্ত তবাস্ত্ররূপে ক্ষিপ্র বক্তব্যমিতার্থঃ।

মধোমঃ। অসি মনুসমধোমাম নক্তিতে। পা ৩১। ৩৩। ইতি সম্প্রণারণঃ। তবঃ।
 সপাঃ স্রপো তবস্তীতি মনো অর্থাৎ মনঃ। পূর্কস বর্গীর্ষনাদীর্ঘজ্জস চেতি প্রতিবেদঃ। দাস্ত-
 'বনিকরোষন উত বরিত্ত'। দাস্তিত্তাদাস্তরণেঃ তলপূর্কাদির্ক নিক্তিত্তাদাস্তরণঃ তাৎ ১।

সারণ-ভাষ্যঃ বক্তাস্তোত্র

তে বন্দনীর অগ্নিদেব, আপনি আপনার পালন দ্বারা (অর্থাৎ আমাদের পালক হইয়া)
 আমাদিগকে মনযুক্ত করিয়া রক্ষা করুন। পুত্র দেহ-সমৃদ্ধিতে সৈকপভাবে রক্ষা করুন।
 আমাদিগের পুত্রগণের তনয়গণ অর্থাৎ আমাদের পৌত্রাদি আপনার কর্তৃক সানমানে রক্ষিত
 হইয়া নিরন্তর আপনার কার্যে ব্রতী হউক। আপনি ততাদেব গোসমৃদ্ধিক রক্ষা
 করুন। এইরূপভাবে আমাদের রক্ষণে ব্রতী আপনার নবকে, অধিক আর কিছু বক্তব্য
 নাই, ইন্দ্রিয়ে ইচ্ছাটি আচার্য।

"মধোমঃ" অসি মনুসমধোমাম নক্তিতে (পা. ৩১। ৩) এই স্তোত্রান্তরে সম্প্রণারণ 'তব'
 পদে 'স্রপা স্রু না' ইত্যাদি নিয়মে 'নস' আদেশ হইয়াছে। 'দীর্ঘজ্জসীচ' এই নিয়মে পূর্ক
 লনয় দীর্ঘত প্রতিবেদ হইল। 'উদাত্তবরিত্তরোষন' এই মন্ত্রের অস্ত্যপদের উত্তর বরিত্তবঃ
 বঃ; 'কিত্ত উদাত্তরোষন' ল্ পূর্কিৎ এই স্তোত্রান্তরে শব্দ বিতক্তির বর উদাত্ত হইয়াছে। ১২।

দ্বাদশ (৩৬০) ঋকের বিশদার্থ ।

—:—:—

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে তাহা বড়ই কোতূহলপ্রদ । এখানে প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—‘আমি মনবান; আপনি আমার তুমু রক্ষা করুন। আর আমার তনয়ের তনয়, বাহার আপনার পুত্রায় নিম্নতরত, তাহাদের গুরুপুত্রলোকে রক্ষা করুন।’

কিন্তু আমদের অর্থ অল্প অঙ্কার পরিগ্রহ করিল। আমরা দেখিতেছি, এখানে প্রার্থী আপনার ‘মঘোনঃ’ অর্থাৎ সুখ শান্তিকে এবং ‘তমুঃ’ অর্থাৎ জ্ঞানাদাররূপ তুমুকে রক্ষার জন্য কামনা করিতেছেন। আর প্রার্থনা করিতেছেন,—যেন আমার বংশ-পরম্পরা জ্ঞানের অধিকারী হয়। অজ্ঞান তুচ্ছত পুত্রপৌত্রাদির পাপে পিতৃলোক নরকস্থ হন। এখানে প্রার্থী সেই আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া জানাইতেছেন,—‘হে ভগবন্! আমার বংশে যেন সুপুত্র জন্মগণ করে।’ এ কামনা মনুষ্যমাজেই করিয়া থাকে; আবর্তমানকাল হইতেই এ প্রার্থনা চলিয়া আসিতেছে। মন্ত্রে পুনশ্চেষে বলা হইয়াছে,—‘আমি যেন সদাকাল ভগবানের কর্মে নিরত থাক; দেখো দেব, যেন কদাচ আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। ভগবৎ-কার্যে আমার জীবনকে মৃগ্য রাখিয়া নিম্নতর রক্ষা করিবো।’ মন্ত্রের ইহাই মংগার্প। (ম—৩ সূ—১০৭)।

—*—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলঃ। একত্রিশতম সূক্তঃ। ত্রয়োদশী ঋক্)।

ভ্রমঃশ্চ যজ্যবে পায়ুরন্তুরোহনিষঙ্গায় চতুরক্ষ ইধ্যমে ॥

যো রাত্ৰিব্যোহরকার ধায়মে কীরেশ্চিন্মন্ত্রঃ

মনসা বনোষি তং ॥ ১৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ ।

ঋং । অগ্নেঃ । যজ্যবে । পায়ুঃ । অন্তরঃ । অনিন্দসীক্স ।

চতুঃশব্দ । ইধ্যাসে ।

যঃ । রাত্তহব্যঃ । অব্যকার । ষাধ্যসে । কীরে । চিৎ ।

মন্ত্রঃ । মনগা । বনোষি । তৎ । ১০ ।

* . *

স্বর্গীয়গারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব !) ‘যঃ’ ‘যজ্যবে’ (সৎকর্মকারিণঃ) ‘পায়ুঃ’ (প্রতিপালকঃ) অসি ; ‘অন্তরঃ’ (ক্রমিস্থিতঃ সন) ‘অনিন্দসীক্স’ (পাপলংঘনরতিভ্যঃ কর্ম্মার) ‘চতুঃশব্দ’ (চতুর্দিক্শ্চ) ‘ইধ্যাসে’ (দোষাসে, লক্ষণীকৃতঃ করোষ) ; ‘রাত্তহব্যঃ’ (ভবপূজাপরায়ণঃ) ‘যো’ (যঃ জনঃ) অসি, তত্র ‘অব্যকার’ (অহি-লকার, শুদ্ধবৃত্তাবার) ‘ষাধ্যসে’ (পোষণায়, পরিবৃদ্ধসাধনায়) ‘কীরে’ (স্তবনীর এন) ‘তৎ’ (তবলক্ষ্যযুতং, তদুদ্দেশে উচ্চারিতং) ‘মন্ত্রঃ’ (স্তোত্রং) ‘মনগা’ (চিন্তেন সহ) ‘বনোষি’ (ষাচসি, গৃহাসি) । ঋং হি সর্বপ্রকারেণ সৎকর্ম্মকারিণ্যং পোষকো ভবাসি । তেষাং সর্কীয়ং হৃদয়ে অধিষ্ঠানং কৃৎস্বা সর্কীয়ং তেষাং স্তোত্রং গ্রহণং করোষি ইতি ভাবঃ । (১ম-৩,৫-১০৪) ।

* . *

স্বর্গীয়গারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! আপনি সৎকর্ম্মকারিণীজনের প্রতিপালক ; (সৎকর্ম্মকারিণীজনের) অন্তরস্থিত ষাকিয়া (তাহার) পাপলংঘনরতিভ্যঃ কর্ম্মের দ্বারা আপনি চারিদিকে দোষিমানু করেন । যে জন আপনার পূজাপরায়ণ হয়, তাহার অন্তরে শুদ্ধবৃত্তাব পরিপোষণের জন্য, স্তবগী, আপনার উদ্দেশে উচ্চারিত স্তোত্রকে আপনি মনের সহিত গ্রহণ করেন । (১ম-৩,৫-১০৪) ।

* . *

শায়ণ-ভাষ্যে ।

হে অগ্নে তৎ যজ্ঞাবে যজ্ঞোর্বজমানস্ত পায়ুঃ পালকঃ । অন্তরঃ সমীপবর্তী সন অনিষঙ্গান্ন
রক্ষাতিরসম্বন্ধায় যজ্ঞায় চতুরকো দিক্চতুঃস্থেহেপীপ্রাঃস্থানীয়জাণায়ুক্ত উধানে । দীপ্যসে ।
অগ্রকারিত্বংলকার ধারণে পোষকায় তুভাং রাতকবো দস্তর্গাংকো মে যজ্ঞমোহস্ত কীরেণ্চৎ
স্তোতুরেব মতস্তলা লক্ষ্মিঃ মন্ত্রং তদীরেস্তোত্ররূপং মনসা স্বদীরেণ চিত্তেন বনোষি বচনি ।

যজ্ঞাবে । য'জ্ঞম'নস্ত নীত্যাदिना । উ० ৩২০ । যজ্ঞেহেৰুপভায়ঃ । পায়ুঃ । কুণা-
পালীত্যাदिना উণ্ । আতো বক্ চিৎকতোঃ পা० ৭।৩৩ । ইতি যগাগমঃ । অনিষঙ্গান্ন
বজ্ঞ লজ্জ । স বিস্ততে নিষঙ্গেহসোতি বহুব্রীকৌকনঞ্ বৃত্তামিভূক্তরূপদাস্তোদাস্তৎ । চতুরকঃ
চত্বারীণি জালাকুপাণি যস্যানৌ চতুরকঃ । বহুব্রীকৌ সন্ধুপান্মা । পা० ৫ ৪।১১৩ ।
ইতি সমাসান্তঃ যচ্ প্রত্যয়ঃ । চিত ইত্যাস্তোদাস্তৎ । শায়ণে । বহিঃগাংস্তচ্ছন্দসীতাস্থন্
নিদিত্যস্তবৃন্তেবাতো যুক্ত চিনকতোরিত্তি যুগাগমঃ । কীরেঃ । কৃত সন্দেহনে । অগ্ন্যাস্তাদচ
ইরতীপ্রত্যয়ে গিলোপে খাতোরস্তালোপশ্চন্দসঃ । মন্ত্রং । গুপ্তভাষণে । পচাত্তি বৃষাদ্ভু
পাঠাদাস্তোদাস্তৎ । বনোষি বস্তৃ বচনে । তনাদিকৃঞস্তা উঃ । প্রত্যয়বরঃ । ১০ ।

শায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব ! আপনি যজ্ঞমানগণের পালক । সমীপবর্তী হইয়া, আপনি আপনার
রক্ষার দ্বারা অনিষঙ্গ যজ্ঞের দিক্চতুঃস্থে জালাযুক্ত ও দীপ্তমান হইয়া অ-স্থান করুন।
অহংসকগণের পোষক আপনি ; আপনার । উদ্দেশ্যে হাগপ্রদানকারীর স্ব'তমঙ্গলমুহু
উচ্চারিত হইতেছে । আপনি স্বকীয় মনের দ্বারা সেই স্তোত্র-গমুহ ধারণ করুন অর্থাৎ
আপনার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত যজ্ঞমানের স্তোত্র-সমূহ শ্রবণ করুন ।

'যজ্ঞাবে' পদ যজ্ঞমনিষুক্তনীত্যাदिना (উ० ৩২০) এই ঊর্ণাদিক নৃত্রাণুসারে 'যজ্ঞ'
ধাতুর উত্তর 'বৃ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন । "পায়ু" পদ 'কুণাপাঞ্জি' ইত্যাদি নিয়মে পা ধাতুর উত্তর উন্
প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন । এস্থলে 'আতোযুক্ত (চিনকতো' (পা० ৭ ৩৩৩) নৃত্রাণুসারে যুগের আগম
হইয়াছে । "অনিষঙ্গান্ন" বজ্ঞ ধাতু সন্দেহবোধক । 'নিষঙ্গ' যাতার (বা যাতাতে) নাই' এই
বহুব্রীহি সমানে, 'মঞ স্তোত্রং' এই নিয়মে উহার উত্তরপদের অন্তস্বর উদাস্ত হইয়াছে ।
"চতুরকঃ" - জালাকুপ চারটি অক্ষি (চক্ষু) ধারণ আছে, তাহাকেই চতুরকঃ বলা হয় ।
'বহুব্রীকৌ সন্ধুপান্মা' (পা० ৫ ৪। ১৩) এই পাণিনীর নৃত্রাণুসারে উক্ত পদে সমাসান্ত যচ্ প্রত্যয়
হইয়াছে । 'চিত' এই নিয়মে ইহার অন্তস্বর উদাস্ত । "শায়ণে" পদ, 'বহিঃগাংস্তচ্ছন্দসি'
নিয়মানুসারে ধা ধাতুর উত্তর অন্তস্বর প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন । গিৎ অন্তস্বর'তৎপ্রত্যয়ঃ 'আতো যুক্ত'
ইত্যাদি নৃত্রাণুসারে যুগের আগম হইয়াছে । "কীরেঃ" - সন্দেহনার্থবোধক কৃত ধাতুর
উত্তর 'গাতাদচ ইঃ' নৃত্রাণুসারে ই প্রত্যয়-তেতু 'নি' লোপ হইয়াছে । ছান্দস-তেতু ধাতুর
অন্তস্বরের লোপ হইল । মন্ত্রং" - মন্ত্র ধাতু গুপ্তভাষণার্থ বোধক । পচাদিগণীর উক্ত
ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় । বৃষাদিতে উহার পঠ আছে বলিয়া ধাতুৎ আদস্বর উদাস্ত
হইয়াছে । "বনোষি" বন্ ধাতু বাচনার্থ-বোধক । তনাদিগণীর বলিয়া 'তনাদিকৃঞস্তা
উঃ' এই নিয়মানুসারে উক্ত ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় উহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে ।

ত্রয়োদশ (৩৬১) ঋকের বিগদার্থ ।

— • —

এ পক্ষে ভগবানের অঙ্গন করণার বিষয় প্রাচীরে ঘটিয়াছে । মৎস্য-মাধনে একটু একটু ক্রিয়া তোমার যেমন অমুগাণ বুদ্ধি হইবে, তিনি অমনি তোমার পরিপোষক হইয়া দাঁড় হইবেন । গরুড়ের আশ্রু-মাঝেই তৎকার্য্যমাধনে ভগবানের অমুকম্প প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, তখন, ক্রমশঃ তিনি আপনাই সেই কাম্যকারীর জন্মে অধিষ্ঠিত হইবেন ; এবং কাম্যকে ক্রমশঃ পান-পংশু-রহিত ক্রিয়া আপন সেই কাম্যের সহিত প্রকাশমান হইবেন ; অর্থাৎ, তাঁহার অমুগাহে কাম্য লক্ষ্য হইয়া আসিবে । যে জন ভগবানের পূজাপায়ণ হয়, বাহ্যিক কাম্য-মাত্রই ভগবানের সহিত সংস্কৃত হয়, তাঁহার জন্মে শুদ্ধমঙ্গল-পরিবৃদ্ধির জন্য ভগবান আপনই প্রায়ত্নপন্ন হন, এবং তাঁহার কাম্য-মাত্রই—শ্রোত্র-মন্ত্র-সকলই তিনি মনে মনে গভীর পরিশ্রম করেন । অর্থাৎ, পুরুষের জন্ম-মতের কোনও আকাজকাই তিনি অপূর্ণ রাখেন না । চারিদিকেই তখন ভগবৎ-প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয় ।

মন্ত্রের অন্তর্গত “অনিমসায়” “চতুরক্ষঃ” প্রভৃতি পদের অর্থ উপলক্ষে, মন্ত্রার্থ-বিষয়ে, ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখা যায় ‘অনিমসায়’ পদের অর্থ ‘রক্ষণরহিতায়’ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ‘চতুরক্ষঃ’ পদের ‘দিক্চতুর্দিকে জ্বলারূপঃ’ অর্থাৎ চারিদিক জ্বলিয়া আসিবে তাই লইয়াছেন । তাহাতে মন্ত্রের ভাব একটু পরিবর্তিত হইয়া যায় । “রক্ষকহীন যজ্ঞমানের প্রিয় রক্ষক বলিয়া আপন চতুর্দিকে প্রজ্বলিত হন”—এইরূপ অর্থ আসে । কারণের ভাব এই যে, রক্ষণহীন যজ্ঞমানের রক্ষক নষ্ট করিত ; আর অগ্নিদেব চারিদিকে প্রজ্বলিত থাকিয়া, তাহাদের গতিরোধ করিতেন । অগ্নির শিখাকে কেহ কেহ অগ্নির উদ্ভাস বলিয়া ধোঁয়া কহেন । তাহাতে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সকল দিকে প্রহর-কার্য্যে ব্রতী থাকে,—এই ভাব প্রকাশ পায় যাহা হউক, পূজাপায়ণ সহিত রাখিতে গেলে, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাই যুক্তযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা প্রয়োজন হয় । (১ম—৩১নং—১ নং) ।

— • —

চতুর্দশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একত্রিংশং সূক্তং । চতুর্দশী ঋক্) ।

ত্বমগ্ন উরুশাংসায় বাঘতে স্পার্হং য'দ্রকুঃ

পরমং বনোষি তৎ ।

আশ্রন্য চিংপ্রমতিরূঢ্যাসে পিতা প্র পাকং

শাসুসি প্র দিশো বিহুষ্টিরঃ ॥ ১৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ত্বং । অগ্নে । উরুশাংসায় । বাঘতে । স্পার্হং । যৎ । দ্রকুঃ ।

পরমং । বনোষি । তৎ ।

আশ্রন্য । চিং । প্রমতিঃ । উচ্যাসে । পিতা । প্র । পাকং ।

শাসু । সি । প্র । দিশো । বিহুষ্টিরঃ । ১৪ ।

• • •

মন্ত্রাণামার্যসি-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানধরুণ দেব !) 'উরুশাংসায়' (হস্তোজ্জ্বলিত, তবৈকান্তান্তরায়ণে) 'বাঘতে' (উগাদকাধ) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ে, প্রেষ্ঠং) 'যৎ পরমং' (যৎ প্রেষ্ঠং) 'দ্রকুঃ' (ধনং অতি তৎসংকং) 'বনোষি' (বং মদাস) ; ত্বং 'আশ্রন্য চিং' (লক্ষ্যনা ধারণীভূত হৃদয়না এব) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্তঃ, পরমাহিতসাধকঃ) 'পিতা' (পালনকর্তা) 'উচ্যাসে' (অতিষ্ঠাঃ কৌটিল্যে) ; 'বিহুষ্টিরঃ' (অতিশয়েনাতীতভাষে) 'পাকং' (পিত্তং, অজ্ঞানমং) 'দিশো' (দিশো)

(চতুর্দশী, সর্কিতোভাবেন) 'প্রাশাস্তি' (প্রার্থনায় অর্থাৎ করোষি, প্রজ্ঞানম্পন্নং করোষি) । হে দেব ! ত্বং উপাসকানাং শ্রেষ্ঠমনসাতা, অজ্ঞানানাং পিতৃস্থানীয়শ্চ ভবামি ; তথাহুগ্রহেণ অজ্ঞানো জ্ঞানযুক্তো ভবতীতি তথাঃ । (১ম—৩১শ্—১৪শ) ।

* * *

বলাহুবদ ।

হে জ্ঞানরূপ অগ্নিদেব ! আপনার একান্ত অনুরাগী উপাসকের স্পৃহণীয় পরমধন আপনিতাকে দান করেন ; আপনি যে দুর্কীলত প্রকৃষ্ট বুদ্ধিতা ও পালনকর্তা—অভিজ্ঞানমাত্রই তাহা বলিয়া থাকেন ; পরমতত্ত্ব আপন, অজ্ঞানকে সর্কিতোভাবে প্রজ্ঞানম্পন্ন করায় থাকেন ! (১ম—৩১শ্—১ পা) ।

* * *

সারণ-ভাষ্যঃ ।

হে অগ্নি দেব ! ত্বং অগ্নিরূপস্যায় সত্যিঃ স্তোত্রব্যয়ং বাসতে অর্থাৎ তদুপকারার্থং স্পর্শে স্পৃহণীয়ং পরমমুখ্যং যদ্বৈকো ধনমাস্তি তদ্বনং বনোষি । অমুষ্ঠানং লভতামিতি কাময়নে । তথা অমাস্তস্য চিত্তং সর্কিতো দারণীরনা পোষণীরশ্চ দুর্কীলশ্চ যজমানস্যাপি প্রমতিঃ প্রকৃষ্টবুদ্ধি-যুক্তঃ পিতা পালক ইত্যতিজ্ঞকৃত্যসে । তথা সিত্তরোরোতিতলয়নাকিঞ্জলং পাকং শিশুঃ । পোতঃ পাকোহর্ভকো উস্তুটত্যাতিথানাং । সাত্বকং পোষমাৎ পাকঃ পুরুষ্য ভবতি । নি- ৩১২ তথাবিদ্যং যজমানং প্রশাসামি । প্রার্থনায়নিষ্টং করোষি । তথা দিপঃ প্রাচ্যদিকঃ প্রাশাস্তি । তদীয়শাসনাতাবেহুষ্ঠাতৃপাঃ নিভ্রমঃ সাত্বকঃ । তথা চ শ্রুয়তে । দেবা নৈ দেব-বজ্রনমধাবসানিশো ন প্রাজ্ঞানগিতি । ন ত্র্যম্বা দাক্ষণাদিগুগো ায়িনা নিবর্ততে । তদপি

সারণ-ভাষ্যঃ বলাহুবদ ।

হে অগ্নিদেব ! বহুজনস্তুত্যা অর্থাৎ গণের উপকারের নিমিত্ত আপনি তাঁহাদিগকে আপনার শ্রেষ্ঠমন প্রদানের কামনা করেন । সর্কিতারণম্ আপনি, আপনি দুর্কীল যজমান-গণের ধারক পোষক এবং তাদিগের প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত পালক, অভিজ্ঞান এইরূপ বলিয়া থাকেন । অতিশয় অজ্ঞ আপনি ; শিশুরূপ যজমানকে প্রকৃষ্টরূপে পালন করিয়া থাকেন । পোতঃ পাকোহর্ভকো 'উস্তু' টত্যাতিগণ মন্যে পাকস্য পঠিত ইতি থাকে । যাহুও তাহা বলিয়াছেন ; যথা,— "পানিঃ পুরুষো ভবতি" (নি ৩১২) আপন দেষ্টরূপ যজমানকে প্রকৃষ্টরূপে পালিত করেন । আপনার শাসনাতাবে (আপনার কার্যে) অমুষ্ঠাতাদিগের নিভ্রম ঘটে । শ্রুতিতে আছে, দেবযজ্ঞ-কার্যের নিমিত্ত দেবগণ দকলমূহকে বিপেয়রূপে অবগত আছেন । দেষ্ট ত্র্যম্ব, দাক্ষণাদিগুগুত অগ্নির দ্বারা নিবর্তিত হয়,— তাহাও দে হুগে পঠিত হইয়াছে । তাঁহারা মঙ্গলজনক যজ্ঞক্রিয়া করিয়াছিলেন । তদ্বারা পূর্কদিককে জানিয়া-

তদৈবাম্বাতং । পশ্যৎ স্বস্তিময়জন প্রাচীমেব তথা দিশং শাজানমগ্নিঃ । দক্ষিণেতি । ঐকরেম্মিণাপি
তদৈবাম্বাতং । অপো এনং বহমবনীত মইয়ন প্রাচীঃ 'দিশং শাজানাখাগ্নিনা দক্ষিণামিত' ।

উক্ৰশস্যায় । শস্য স্ততো ! শস্য ইতি শস্যঃ কক্ষ্মণি যত্র । ঐশ্বর্যবৈগাচ্চা-
দাত্ত্বং । কৃত্তস্বরপদপ্রকৃৎসরস্বেন স এব শিষ্যাত্ । স্পর্হঃ স্পর্হাসম্বন্ধি । তদোদ-
মিতাপ্ । বেকুঃ । বিচির্ নিবেচনে । বিচেক্ষনে 'ষচ্' । উ० ৪।২০০ । উভায়ন । চকারানু-
ভাগমঃ । চজোঃ কু ষিণাতোঃ । পা० ৭।৩৫২ । ইতি কুৎ । অধ্বঃ । ধৈ ত্বশৌ ।
আদেচ উপদেশশ্চিভীতায়ং । আতশ্চোপদর্শে । পা० ৩ । ৫৬ । ইতি কপ্রত্যয়ঃ ।
শাস্মি । শস্য অক্ৰশিহৌ অদাদিৎ ছপো লুক । শিপঃ পিত্বাদকুদাত্ত্বো দাত্ত্বয়ঃ ।
পাকং চ শাস্মসী দিশশ্চ শ্রাস্মসীতাত্ চার্কে গমাতো । অতশ্চাদিলোপে বিভাষেতি
প্রথমমিঙ বিস্তৃক্ণিন নিহত্বে । বিত্বঃ । বিস্তৃক্ণকরপারশ্রাদানি ক্ষন্দসীত ভলংজায়ং
বসোঃ সম্প্রসারণমতি সংপ্রসারণং পরপূর্নং । শাস্মিসীতি স্বয়ং । তরপঃ পিত্বাদকুদাত্ত্বো
বসোঃ স্বরপাকার উদাত্তঃ । ১৪ ।

চিগেন এনং শস্য দ্বারা দক্ষিণ-দিক অসংগত তদ্যচ্চিলেন । ঐকরেম্ব ত্র স্বর্ণেও তদস্বরূপ
পঠিত হয় । 'অপানার' ইত্যাদি, অর্থাৎ অস্ত্রী শাস্ত্রকরণ অগ্নিদেবের নিকট বর-প্রার্থনা
করিয়াছিলেন । আমি পূর্নদিক জানিব এবং আমি অগ্নি দ্বারা দক্ষিণ দিক জানিতে
পারিব, — এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

"উক্ৰশস্যায়" পদের শস্য শব্দ স্থিত অর্থনামক । যাতা স্তত্ব তর, তাতাকটে শস্য কচে ।
শস্য শব্দের উত্তর কক্ষ্মণিগাচো যত্র প্রত্যয় করিয়া শস্যঃ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । ঐশ্বর্য
তেতু উক্ৰ প্রত্যয়ের আদিষর উদাত্ত । কুৎ তেতু উত্তরণাদ প্রকৃত্ত্বয় চটলেও উদাত্ত্বয়ই
বিত্ত হইয়াছে । "স্পর্হঃ" স্পর্হা-সম্বন্ধী ; "বেকুঃ" নিয়মাত্মসারে স্পর্হা শব্দর উত্তর অন-
প্রত্যয় হইয়াছে । "বেকুঃ" শব্দর 'রচ্' শব্দ গিরেচনার্থনামক । 'রিচেক্ষনে 'ষচ্' (উ०
৪।২০০) এই ঔপাদিক সূত্রানুসারে উক্ৰ 'রিচ্' শব্দ উত্তর অস্মন্ প্রত্যয়, চকার-তেতু স্তুই
আগম এবং চ জাঃ কু ষিণাতোঃ' (পা ৭।৩৫২) সূত্রানুসারে কুৎ (অর্থাৎ চ স্থানে ক)
গিত্ত হইয়াছে । "অধ্বঃ" পদের ধৈ শব্দ ত্বপ্রার্থনামক । 'আদেচ' ইত্যাদি নিয়মে উক্ৰ ধৈ
শব্দ ঐকার স্থানে আ হইয়াছে । 'আতশ্চোপদর্শে' (পা० ৩।১৫৬) এই সূত্রানুসারে তদত্ত্বর
ক প্রত্যয় বিত্ত । শাস্মস পদের অশ্রুগীত শাস শব্দ অশ্রুশাসনার্থে বিত্ত । উক্ৰ শাস
উত্তর শিপ প্রত্যয় করিয়া এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । অদাদিগণীমতেতু শস্যের লোপ
পিত্ব-তেতু শিপ প্রত্যয়ের স্বর অশ্রুদাত্ত্ব চটলেও দাত্ত্বয়ই অবশিষ্টে রহিয়াছে । এস্থলে পাক্'কে
(শিক্কে) শাসন করেন, দিক্-সকলকে শাসন করেন, — এইরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় । অতঃপর
চাদিলোপে বিভাষা' এই নিয়মে তিঙ, বিস্তৃক্ণ প্রাত্বেষ চটল না । "বিত্ত্বয়ঃ" — এস্থলে
বিস্তৃ শব্দর উত্তর 'তরপ্যাদি' সূত্রানুসারে ভ সংজ্ঞা 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই নিয়মে তাহার
সম্প্রসারণ এবং পরপূর্ন হইয়াছে । 'শাস্মিস' ইত্যাদি নিয়মে বসের ল-স্থানে য আদেশ
এবং তরপ্ প্রত্যয়ের প্ হৎ বসিয়া অশ্রুদাত্ত্ব হইলেও 'বসোঃ স্বরণে' নিয়ম-প্রযুক্ত অকার
উদাত্ত হইয়াছে । ১৪ ।

চতুর্দশ (৩৬২) ঋকের বিশদার্থ ।

— . —

এ ঋকের প্রার্থনার প্রচলিত অর্থ এই যে,—‘হে দেব । যাহারা আপনার স্তুতি গান বা প্রশংসা-কীর্তন করে, তাহারা যাহাতে অভৌধন প্রাপ্ত হয়, তাহাট আপনার অভিলাম । প্রতিপাল্য দুর্ভাগ যজমানকে আপনি পোষণ করেন—লেকে এইরূপ প্রচার আছে । আপনি ‘পাকঃ’ অর্থাৎ অনভিজ্ঞ যজমানকে যাজনক্রিয়া শিখাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে উক্তাদি দিক দেখাইয়া দেন, অর্থাৎ কোন দিকে বসিয়া কি ভাবে উপাসনা করিবে, তাহা বুঝাইয়া দেন ।’

প্রচলিত ঐক্য অর্থে মনুষ্যকে পূজাপরায়ণ করার পক্ষে উদ্বুদ্ধ করে যটে; কিন্তু উহাতে নিগূঢ় ভাব কিছুই ব্যক্ত হয় না । ‘পরম ধন’ (পরমঃ বৈকঃ) শুধু স্তুতিগান করিলেই কি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কখনই মনে করিতে পারা যায় না ।

আমরা মনে করি, ‘উরুশংসায়’ পদে ঐকান্তিক অনুরাগের ভাব প্রকাশ পায় । যাহারা ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগলম্পন্ন, তাহারাষ্ট পরমধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । তাহারা যদি দুর্ভাগ হন, ভগবান তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন । তাহারা যদি অজ্ঞ হন, ভগবান তাহাদিগকে প্রজ্ঞালম্পন্ন করিয়া লন । ‘দিশঃ’ শব্দ একটা দিক-পরিচয় করার উপাখ্যর মঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয় । কিন্তু তাহা নিরর্থক । আমরা বলি, উহাতে চারিদিকের সর্বাধিক জ্ঞানোন্মোহ-মামনের ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ভগবানে ঐকান্তিক অনুরক্তি জন্মিলে, ভগবান আপনিই উপাসককে প্রস্তুত করিয়া লন । তাহার শক্তি বৃদ্ধ হয় । সে ভগবানের তৃপ্তিগাপক ক্রিয়াকর্মের প্রবৃত্ত হইতে অভ্যস্ত হয় । তাহার জন্মের লব্ধি-সমূহের উন্মোহের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাতে আপনাই পরম প্রজ্ঞা আসে । এইরূপে স্তরে স্তরে জ্ঞানোন্মোহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাই পরমধনের অধিকারী হইতে পারা যায় । (১ম—৩১সূ—১৪শা) ।

— . —

পঞ্চদশী শ্লোক ।

(প্রথমং মন্তব্যং । একত্রিংশং সূক্তং । পঞ্চদশী শ্লোক ।)

ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্ষেব স্মৃতং

পরিপাসি বিশ্বতঃ ।

স্বাহুক্ক্ষ্মা যো বসতো শ্চোনকৃজ্জীবযাজং

যজতে সোপমা দিবঃ ॥ ১৫ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং ।

ত্বং । অগ্নে । প্রযতদক্ষিণং । নরং । বর্ষেইব । স্মৃতং ।

পরি । পাসি । বিশ্বতঃ ।

স্বাহুক্ক্ষ্মা । যো । বসতো । সোপমকৃৎ । জীবযাজং

যজতে । দিবঃ । উপমা । দিবঃ ॥ ১৫ ॥

* . *

মর্ষাভূনারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'ত্বং' 'প্রযতদক্ষিণং' (অকপটভ বক্রাপ্তং, সর্ষতোভগনগ্নির্ভর-
পরামণং, সারল্যগুণোপেতং) 'নরং' (উপাসকং) 'বর্ষে' 'স্মৃতং' (নিশ্চয়ং) 'বর্ষে ইব'
(কবচং ইব) 'বিশ্বতঃ' (সর্ষতোলাবেস) 'পরিপাসি' (পরিরক্ষ স) ; 'স্বাহুক্ক্ষ্মা'
(স্বাহুস্বান, পরিতৃপ্তি প্রদানম্প-স) 'বসতো' (গৃহে) 'যো' (উপাসকঃ) 'সোপমকৃৎ'
(অতিথিসংকারপরামণঃ) 'যজতে', 'জীবযাজং' চ (জীবহৃতিপাথকং যাজং, ভূত্বজ্ঞঃ চ)

'যজতে' (অনুষ্ঠিত, নিষ্পাদিত), 'সঃ' (উপাসকঃ) 'দিব্যঃ' (স্বর্গিয়া, হৃদেদস্য) 'উপমা' (দৃষ্টান্তঃ) ভবতি ইতি শেষঃ । সর্ক্বতোভগনমর্ভূতপরায়েণো জনো ভগবতো রক্ষাং সর্ক্বথা প্রাপ্নোতি । যো জনোহুতিগিসংকারপরায়েণো ভূতযজ্ঞসাধকশ্চ, স হি দেবসাদৃশ্য লভতে । ইতি ভাবঃ । (১ম-৩১৭-১৫খ) ।

* * *

বঙ্গাভ্যুদয়

হে অগ্নিদেব ! সর্ক্বতোভগনমর্ভূতপরায়েণ সরল উপাসকদিগকে, নিশ্চিন্দ বর্ষ্য দ্বারা আপনগের স্মরণ, আপনি সর্ক্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন । (আপনার) যে উপাসক পরিতৃপ্তপ্রদ অমপূর্ণ গৃহে অতিথি-সংকারকর্মপরায়েণ হন এবং সর্ক্বকীবতৃপ্তিসাধক ভূতযজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন; তিনি স্বর্গের দেবতার উপাস্থল হন । (১ম-৩১সূ-১৫খ) ।

* * *

শায়ন-ভাষ্য ।

হে অগ্নে ত্বং প্রথমদক্ষগণং যেন যজমানেন অগ্নিগন্ত্যো দক্ষিণা দত্তা তাদৃশং নরং পুরুষং যজমানং বিশ্বতঃ সর্ক্বতঃ পরিপালি । লম্বাক পালয়তি । তাদৃশং দৃষ্টান্তঃ । স্মাতং নিশ্চিন্দেহন সূচিভিঃ সন্মাক নিষ্পাদিতং বশ্যেন যথা কবচং যুদ্ধে পালয়তি তদং । স্বাভক্ষদ্যা স্বাভক্ষা বসন্তৌ নিবাসভূতে অগ্নৌ সোমাক্রুৎ অ'তথীনাং সূথকারী যো যজমানো জী যাজঃ জীমজন-লহিতং যজঃ স্বরা জীবনিষ্পাত্তং যজতে । অনুষ্ঠিত । স যজমানো দিবঃ স্বর্গলোপমা দৃষ্টান্তো ভবতি । যথা স্বর্গোহনুষ্ঠ তন্ সূথরতি তথা স্বমপূর্ণ'বগ'দানিতার্থঃ ॥

স্মাতং । যিবু তদ্ব্যসক্তানে । নিষ্ঠেতি ক্রুঃ । বশ্য বিভাষেণীট্ পতিষেপঃ ক্ষাঃ শূভ্রনালিকে চ । পা० ৬৪ ১২ । ইতি সকার'প্রাভাদনঃ । স্বাভ' পদগতি স্বাভক্ষদ্যা ।

শায়ন-ভাষ্যে বঙ্গাভ্যুদয় ।

হে অগ্নিদেব ! যে যজমান আপনার উদ্দেশ্যে অগ্নিগণকে দক্ষিণাদি দান করেন, আপনি সেই যজমানকে সর্ক্বতোভাবে সন্মাকরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন । এস্থল পালন বিষয় দৃষ্টান্ত অর্থাৎ আপনি ক্রপস্বরূপে ভাটাদিগকে পালন করেন ? যথা,—যেমন স্ত্রীকং সম্পাদিত সূচী-নিষ্পাদিত নিশ্চিন্দ বর্ষ্য যুদ্ধকালে সেনাদৃগণকে রক্ষা করিয়া থাকে । অগ্নৌ অতিথিগণের সূথকারী যে যজমান জীবসাদন সর্ক্বত জীবগণের নিষ্পাত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজমান (আপনার অগ্নুগ্ৰে) স্বর্গলাক (প্রাপ্ত হইল) । এস্থলে স্বর্গের উপমা সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—স্বর্গযেকপ অনুষ্ঠাতৃগণের নিবাসস্থান, অগ্নি সেইরূপ অগ্নিগণের নিবাসভূতভূত ।

“স্মাতং” পদের দ্বিব্-পাত্ত তন্তু সম্বন্ধ অর্থজ্ঞাপক । ‘নিষ্ঠা’ হৃদমতে উক্ত দ্বিব্-পাত্তর উত্তর ক প্রত্যয় । ‘যজ্ঞ বিভাষা’ এই নিষ্ঠনে উক্ত হাটর আগম হইল না । ‘ক্ষাঃ শূভ্রনালিকে চ’ (পা० ৬৪ ১২) এই হৃদ্যুসারে ধাতুর ব-কার স্থানে উট্ আদেশ হইল ।

কদতিরস্তিকর্ণা। অশ্বেষোহপি দৃশ্যত ইতি মনি। নিষাদাধ্যাক্তে কত্বরপদপ্রকৃতি-
 শব্দং নহত্রীতো ভু বাতামন। জীবযাজ্ঞা জীব দ্বিবিজ ইত্যেব দক্ষিণাভিঃ পুত্রান্বহত্রীতা-
 দিকরণে ষঞ। কুহাভাশিচ্ছাদম। যনা জীৱৈঃ পশু ভূগামন জীবযাজ্ঞাঃ য কসতের্ষঞ
 পেরনিটীতি গিলোপস্তাচঃ পরাম্রিতি স্থানবস্তাবচ্ছোঃ কু যণ্যাতারিতি কুহাভাশা।
 ষাধাদিষরেণোত্তরপদাস্তে দাস্তবৎ। লোপমা লোচ'চ লোপে চেৎপাদপূরণমিতি ল'হিতায়ং
 মোলোপঃ। দ্বিঃ। উ'ডদ'ম'ত বিভাক্তরদাস্তবৎ। ১৫।

ইতি প্রথমণ্য দ্বিতীয়ে চতুঃস্রিশো বর্গঃ। ৩৪।

• * •

পঞ্চদশ (৩৬৩) ঋকের বিশদার্থ

— . —

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ ঋকে প্রাচীন কালের কতকগুলি ক্রিয়া-পদ্ধতির
 পরিচয় প্রাপ্ত হন। প্রথম, 'শযতদক্ষিণঃ' পদে, 'মিনি দক্ষিণ দান
 ক'ন'—এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হয়। তাহাতে ভান আগে এই যে,
 যঁ হারা ঋষিককে বা পুরোহিতকে যাগাদিকর্মের দক্ষিণাসরূপ ধন দান
 করিয়াছেন। অর্থাৎ, পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করিলেই তা'গুণেব যে,
 যজমানকে রক্ষা করেন—মন্ত্রে ইতাই ব্যক্ত আছে। প্রতিপন্ন হয়।
 মন্ত্রের এইরূপ অর্থ পরিকল্পনার ফল, প্রাচীনকালের দক্ষিণ-দান-প্রথার
 পরিচয় পাওয়া যায়; আর, ব্রহ্মণ-বিদ্বৈশিগণ লোপ'ত্ব পান যে, এই
 মন্ত্রটি দক্ষিণালোভী পুরোহিতক ব্রহ্মণ বর্ত্তক বিচি' তইয়া'চল ; মন্ত্রের ঐ

"বাতকল্প" — 'বাতন কদতি' এই অর্থে বাতকল্প পদ নিষ্পন্ন। কদ' দত্ব' অর্থ ভোজন-
 কৰ্ম। 'অশ্বেষোহপি দৃশ্যতে' এই নিয়মে উক্ত কদ' দত্ব' উক্তর মনি' প্রত্যয়। নিষ
 তেতু পতায়ের আদিপদ উদ' দ্ব' পাত্ৰ' তটলেব কং-প্রত্যয় তেতু উত্তরপদে প্রকৃতিপদ
 এবং ব্যতায়ের বহুব্রীতি মযাস' তইয়াছে। "জীবযাজ্ঞা" - দ্বিবিজগণ দক্ষিণাদি দ্বারা যাগাদি
 সম্পন্ন করেন—এইরূপ অধিকরণে ষঞ প্রত্যয় এং ছান্দস-প্রযুক্ত কং'এব লভা' তইয়াছে ;
 অথবা জীবগণের বা পশুগণের যাজন এই অর্থে জীব'যাজ্ঞা' পদ নিষ্পন্ন। গিল'ম্ব' যাজ্
 দাতুর উত্তর ষঞ' প্রত্যয়। 'পের'নিটি' নিয়মে গি-এব লোপ, এং 'অচঃপরিমিন্' তেতু
 তাগার স্থানিবস্তাব এবং 'চ্ছোঃ কু যিচ্ছতোঃ' স্বত্রান্বসারে কু' তইয়া'না। এস্থলে দাপা'দ-
 শব্দ-তেতু উত্তরপদের অশ্ব'শব্দ উদাত্ত' তইয়া'ছ। 'লোপমা' পদটিতে 'মোল'চি-লোপ'চ'
 ইত্যাদি ঐত্রাহুসারে, পাদ-পূরণে, সংহিতাতে 'মু' এর লোপ' তইয়াছে অর্থাৎ সন্ধি তইয়াছে।
 "দ্বিঃ" — পদটিতে উ'ডদ' ইত্যাদি ঐত্রাহুসারে বিভাক্তর স্বব' উদাত্ত' ১৫।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুঃস্রিশ বর্গ সমাপ্ত। ৩৪।

অংশে প্রত্নতাত্ত্বিকের আর এক লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সময় বর্ষ্য গ্যবক্রও হইত, 'বর্ষ্য ইন' উপমাটী তাহা আঁপন করিতেছে । তার পর সেই প্রাচীনকালে (তথাকথিত বৈদিক যুগে) যে অতিথি সংকার-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং জীবগণের তৃপ্তি-সাধন জন্য ভূ-স্বাক্ষের অনুষ্ঠান হইত, অর্থাৎ তখন যে যজ্ঞে পশুচর্নন-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল, # - তাঁহাদের মতে 'শোনকুং' ও 'জীবযাজং' পদদ্বয় জাতি সপ্রমাণ করিতেছে পরিশেষে "সোমপা দিঃ" বাক্যে, এই মামুই যে দেবতার দর্শিত তুলিত হইত অর্থাৎ

* এই শ্লোকের অন্তর্গত 'জীবযাজং' পদ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক দ্বিযুর্ভিত করিয়া দিয়াছে ! কোথায় ঐ পদে লক্ষ্যজীবপালন-রূপ ভক্তযজ্ঞের বা আত্মজনের বিষয় স্মৃত্তনা করিতেছে ; তাহা—কোথায় ঐ শব্দ হইতে 'পশুবলি' গোমাংস-করণ প্রকৃতির প্রমাণ আকর্ষণ করিয়া আসা হইতেছে ! এ সম্বন্ধে রমেশ বাবুর একটা 'নেট' (টিপ্পনী) উদ্ধৃত করিতেছে । তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন,—কি বস্তু কি রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে । রমেশ বাবুর টীকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"মূলে 'জীবযাজং' 'যজতে' আছে । 'জীবযাজং জীবজনসংহিতং যজ্ঞং যদা জীবনিপ্পাত্তং যজতো ।' সায়ণ । অতএব সায়ণ উক্ত অর্থে করিয়াছেন, পশুবলি দ্বিত্ব যজ্ঞ অর্থাৎ জীবনিপ্পাত্ত যজ্ঞ ।

'Vivam hostiam mactat'...Rosen. 'Sacrifice d'une victime Vivante'...Langlois. 'Animal sacrifices.'...K M Banerjia 'Sacrifice of life.'...Wilson

'The expression however, is not incompatible with the practice of killing a cow for the food of guest.'...Wilson

'It seems to have been anciently the custom to slay a cow on this occasion (the reception of guest) and a guest was therefore called Goghna or cow-killer.'—Colebrooke's *Religious Ceremonies of the Hindus*.

'Dans ces anciens temps on immolait quelquefois une vache pour complaire aux hotes que l'on recevait le jour d'un sacrifice solennel ; de la vient qu'un hote se nommait Gongha.'...Langlois's *Rig Veda*

'They (the Sutras and the Vedas) distinctly affirm that bovine meat was used as food'...Rajendra Lal Mitra's *Indo-Aryans* Vol. I article Beef in Ancient India."

এই তো বাপরি ! কিরূপ দূর সম্বন্ধ-স্বত্রে এই শ্লোকের বাখ্যা-বাপদেশে প্রাচীন ভারতে গোমাংস প্রচলন ছিল প্রমাণ করা হয়, তাহা বুঝিয়া দেখুন । এমন করিয়া আমাদের পরমপূজ্য শাস্ত্রের প্রতি লোকের পশুজ্ঞা আনয়ন করা হইয়া থাকে ।

যজ্ঞের এক শাখা—অধ্বর । অধ্বরের বলিতে 'তিসারহিত' শাখা বুঝায় । স্তবরাং যজ্ঞে বেগো চর্নন হইত, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না । যদ কখনও হইয়া থাকে, তাহা অপকর্ষকারীর বিভ্রম বিজ্ঞপ্তিত কার্য্য বলিয়াই মনে করি । মিতাকৃত অজ্ঞানপ্রাপত্যঃ প্রাণিগণিকর যে পাণ, তাহার প্রায়শ্চিত্তের অল্প ভূ-স্বাক্ষাদির বাওস্থা আছে । পক্ষস্থনা পাণ কি প্রকারে সংঘটিত হয়, আর সে পাণের প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা বুঝলেই মজ্জে যে পশুবেধক

দেবপদগাথা তইতে পারিত, তাহাও প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের পদবিষ্টিয় প্রচলিত ভাষ্য ও শ্রীখ্যাদি দৃষ্টে ঐ সকল বিষয়ই সাধারণতঃ মনে আসে।

এখন শাক্তী সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিতেছি। প্রথমতঃ, শাক্তির সহিত যে কোনও কাল'বিশেষের সম্বন্ধ আছে, আমরা তাহা মনে করি না। সদাকাল ঐ মন্ত্র নিত্য-সত্য-রূপে প্রচারিত আছে, — ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 'প্রযতদক্ষিণঃ' পদের অর্থ যদিও আমরা অন্তরূপে গ্রহণ করি, তথাপি দক্ষিণা-দানের সহিত উহার সম্বন্ধ-সাংক্রম্য সূচনা করিলেও উহা যে চিরন্তন-প্রণা তাহাই স্বীকার করিতে হয়। অতিথ-সংকার, ভূতযজ্ঞ এবং দেবতার সহিত তুণীয় কর্মানুষ্ঠান— মানুষ আনন্ডমানকালট করিয়া আসিতেছে। তদ্রূপ-কর্মকারিগণই স্বতঃ-পরতঃ ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই মন্ত্রের সাধারণ সঙ্কল্পবোধ্য অর্থ। সুক্ষ্ম অর্থের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, মন্ত্রের পদবিষ্টিটির বিশেষভাবে বিশ্লেষণ আবশ্যিক। এই দেখুন—'প্রযতদক্ষিণঃ'। 'দক্ষিণ' পদে দক্ষিণার অর্থ না ধরিয়। আমরা 'দক্ষিণ' শব্দে 'সরল' অর্থপট প্রতিবাক্য গহণ করিতে পারি। তাহাতে, 'সর্বথা একপটভাব-সম্পন্ন (প্রকৃষ্টরূপে সারল্যাগুণোপেক)' অর্থ আসে। যে একপট, যে সরল, সে স্বতঃই সত্ত্বভাগ্য স্তরঃ ভগবান্নির্ভরপরায়ণ হয়। পেরূপ জনকে ভগবান্ যে সর্বথা রক্ষা করিবেন, তাহা আর নিচির কি? 'দ্যুতং বর্ষেণ' পদসম্বন্ধে পদ্যক্ উপযোগিতা সেই ক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়। সূচ-কার্যের স্বারা-চিত্র যেমন বন্ধ করা হয়, ভগবৎপরায়ণজনের বিপত্তির-সমাগম-সম্বন্ধে ভগবান্ সেই দৃঢ় নিশ্চয়্য আশ্রয় স্থির করিয়া রাখিয়া-ছেন। সম্পূর্ণ নির্ভরপরায়ণ জনের অঙ্গ কদাচ কোনও আঘাত লাগিবার সম্ভব না-সূচক ছিদ্রটি পথান্ত ভগবান্ বন্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার এমনই

প্রদত্ত নাই তাহা উৎপত্তি হইবে। গৃহস্থমাত্রেরই প্রতিদিন আপনাদের অজান্তকারে প্রাণ-চর্য'র গাণে লিপ্ত হয়। তাহাদের উনমে, শিশনোড়ায়, উদ্বলয়ুসলে সম্মার্জ্জনীতে এবং কলসী প্রভৃতি রক্ষার প্রাণগততা ঘটে। তজ্জগৎ গৃহস্থমাত্রেরই প্রতিদিন ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চবজ্ঞে পাপকর্ম করিতে হয়। জীবদগকে (কাক, শূগাল, কক্কর প্রভৃতি প্রাণমাত্রকে) আহার্য্য দান—ভূতযজ্ঞ বলির অভিহিত। যাদের 'জীবযজ্ঞ' পদ, আমরা মনে করি, জীবদগের উপস্থাপন অর্থই সূচনা করে; 'জীবহনন' অর্থ উহা হইতে আমনন করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

বক্রণ—মস্তুর এই ভাণ্ড। মস্তুর শোমারাজ্য ঐরূপ গন্তু বপুর্গ।
 যঁহারা ভগবানের পক্ষ, তাঁহাদের গৃহকার অতিথি সেবার মদা উম্মুক্ত
 থাকে, পক্ষসূতা যজ্ঞা'দর অনুষ্ঠানে তাঁহারা মদা গর্বি থাগীর তৃপ্তিসাধন
 কারিয়া থাকেন। যে জাতির অ'হংসার আদর্শ পক্ষসূতা যজ্ঞ, যে জাতির
 তর্পণ পক্ষভূতাত্মক সকল প্রাণীর পরতৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা আছে, যে
 জাতি যে দেহতার গঠিত তুলিত হন, অর্থাৎ দেবভানের আদার স্থান
 বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহ আর নাচিকৈ কি ? 'সোপমা দিবঃ' ঋগ্বেদের
 ইচ্ছাই তাৎপর্যার্থ। (১ম—৩ সূ—১৫ পা)।

— ১০১ —

সামগ্ৰভাষ্য মুক্রমাণিকা ।

ইমামগ্নে ঈতানমানাচিত্তাগ্নবর্জিতাঃ কৃষা বাগ্নাগজিতঃ জুহুবাৎ । অতিভো বনীভেতি
 ঋগ্বেদে ইমামগ্নে ঈতানমানাচিত্তাগ্নবর্জিতাঃ কৃষা বাগ্নাগজিতঃ জুহুবাৎ । অতিভো বনীভেতি
 ঋগ্বেদে ইমামগ্নে ঈতানমানাচিত্তাগ্নবর্জিতাঃ কৃষা বাগ্নাগজিতঃ জুহুবাৎ । অতিভো বনীভেতি
 ঋগ্বেদে ইমামগ্নে ঈতানমানাচিত্তাগ্নবর্জিতাঃ কৃষা বাগ্নাগজিতঃ জুহুবাৎ । অতিভো বনীভেতি

• * •

যে ডগী পক ।

(প্রথম মণ্ডলে । একত্রিশং সূক্তং । যে ডগী পক) ।

ইমামগ্নে শরণিং মায়ুষো ন ইমমধ্বানং

যমগাম দূরাং ।

আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং

ভূমিরসৃষ্টিকর্মর্ত্যানাং ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যমুক্রমাণিকার বঙ্গাপ্রণয় ।

'ইমামগ্নে' এই পাকর দ্বারা আহিত্যগ্নি নামক আ'র্জ্য (পৌরহিত্য) করিয়া স্বীকার
 অগ্নিতে আর্জিত প্রদান করবে। 'অতিভো বনীভে' এই শব্দে অনাহিত্যগ্নি নামক গৃহহ্রোক্ত
 এই মন্ত্র দ্বারা হোম করবে—এইকণ হুঁত হইয়াছে। সেই পকটী, এই সূক্তের যোড়গী
 পক । এহলে সেই যোড়গী পক কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমাং। অগ্নে। শরণিং। মীম্বঃ। নঃ। ইমং। অধ্বানং।
- - - - -

যং। অগাম। দূরাং।
-

আপিঃ। পিতা। প্রহমতিঃ। সোম্যানাং। ভূমিঃ।
- - - - -

অসি। ঋষিকুং। মর্ত্যানাং ॥ ১৬ ॥
- - - - -

* * *

সম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

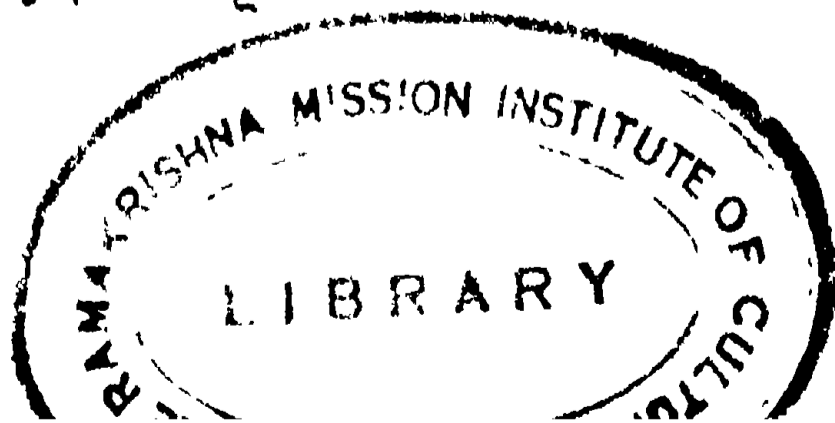
‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) ‘ইমং’ (সংস্বক্যুতং) ‘যং’ (দৃশ্যমানং) ‘অধ্বানং’ (সম্মার্গং) ‘দূরাং’ (পরিত্যক্ত্ৱা ইতি শেষঃ) ‘অগামঃ’ (বয়ং গতবস্তঃ, বিপথে প্রাপ্তবস্তঃ); ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘ইমাং’ (অসংস্বক্যুতাং) ‘শরণিং’ (বর্তনীং, অসংকর্ষ ইতি যাবৎ) ‘মীম্বঃ’ (কম্ব, রকম্ব); অং ‘সোম্যানাং’ (সংকর্ষাকুষ্ঠাতৃণাং) ‘মর্ত্যানাং’ (জনানাং) ‘আপিঃ’ (বন্ধুঃ, প্রাপণীয়ঃ) ‘পিতা’ (পালকঃ) ‘প্রহমতিঃ’ (স্বমতিদাতা) ‘ভূমিঃ’ (পরিপোষকঃ, কর্ষ-নির্কাহকঃ) ‘ঋষিকুং’ (পরমাত্মসাক্ষাৎকারয়িতা) ‘অসি’ (ভবসি)। হে দেব! বয়ং সন্নি-বিপথগমনশীলাঃ; অস্মান সম্মার্গিণঃ কুরু। অং হি স্বতঃকরণাপরাধণো ভবসি; তস্মাৎ পরিরক্ষণাশাং পোষণামঃ। (১ম—৩১সূ—১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! সংস্বক্যুত পরিদৃশ্যমান পথ (সম্মার্গ) পরিত্যাগ করিয়া আমরা দূরে (বিপথে) চলিয়াছি। আমাদেরকে সেই অসংপথ হইতে রক্ষা (প্রতিনিবৃত্ত) করুন! সম্মার্গগামী (সংকর্ষ-কারী) মনুষ্যের আপনিই বন্ধু (প্রাপণীয়), প্রতিপালক, স্ববুদ্ধিদাতা, পরিপোষক ও পরমাত্মসাক্ষাৎকর্তা হন। (১ম—৩১সূ—১৬ঋ)।

* * *



সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে ত্বং নোহস্বস্বন্ধিনীমিমাষিদানীং সম্পাদিতাং শরণিং হিংসাং ব্রতলোপ-
নপাং মৌম্বঃ । ক্ষমস্ব । তথা ত্বদীয়সেবামগ্নিহোত্রাদিরূপং পরিত্যজ্য দূরাকুরদেশং
। মমমধ্বানমগাম । বয়ং গতবস্তঃ । তমপি ক্ষমস্বেতি শেষঃ । সোম্যানাং সোম্যর্হাণা-
মমুষ্ঠাতৃগাং মর্ত্যানাং ত্বমাপ্যাদিগুণযুক্তোহসি । আপিঃ প্রাপণীয়ঃ । পিতা । পালকঃ ।
প্রমতিঃ । প্রকৃষ্টমননযুক্তঃ । ভূমিঃ । ভ্রামকঃ কৰ্মনির্কাহক ইত্যর্থঃ । ঋষিকৃৎ ।
বর্শনকারী । অমুজ্জ্বলয় প্রত্যকো ভবসীত্যর্থঃ ।

শরণং । শৃ হিংসারামিত্যাদৌণাদিকোহনিপ্রত্যয়ঃ । মৌম্বঃ । মৃষ তিতিকারঃ ।
অম্মাগ্নৌ চড়ি গুণে প্রাপ্তে নিত্যং ছন্দসীত্যুপধা ঋকারস্ত ঋকারাদেশঃ ।
নিম্নোপবির্ভাবহলাদিশেষোরদশস্বস্ত্রাবেতদর্শয়ানি । তিঙ্ঙতিঙ্ঙ ইতি নিষাতঃ । অগাম ।
ইগ গতো । ঠনো গা লুঙি । পা० ২।৪।৪৫ । গতি গাদেশঃ । গতি স্তেতি সিচো লুক ।
অডাগম উদাস্তঃ । ভূমিঃ । ভ্রমু অনবস্থানে । ভ্রমেঃ সম্প্রসারণং চ । উ० ৪।১২২ ।
ইন্ প্রত্যয়ঃ । সম্প্রসারণে পরপূর্ক্বৎ ইগুপধাৎ কিং ইত্যম্বুক্তেঃ কিম্বাদ
গুণপ্রতিশেষঃ । নিষাৎ আদ্যাদাস্তৎ ॥ ১৬ ॥

সায়ণ-ভাষ্যর বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নিদেব । অস্বস্বন্ধী ইদানীং সম্পাদিত ব্রতলোপরূপ হিংসা ক্ষমা করুন (অর্থাৎ,
আমাদের অনমুষ্ঠানে আমরা যে অপকর্ম করিয়াছি, তাহা মার্জনা করুন) । অপিচ, অগ্নি-
হোত্রাদি-রূপ আপনার সেবাকার্য পরিত্যাগ করিয়া আমরা যে দূরদেশে গমন করিয়াছিলাম,
আপান আমাদের সে অপরাধও মার্জনা করুন । আপনি পালক, আপনি অভিষ্টদানকর্তা,
আপনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানযুক্ত, আপনি সকল কার্য-নির্কাহক, আপনি সর্কদর্শী, আপনি সকলেরই
প্রত্যক্ষীভূত । সোম্যংশভাগী মর্ত্য অমুষ্ঠাতৃগণকে আপনি স্বগুণে গুণযুক্ত করুন ।

“শরণি” পদ হিংসার্থক শৃ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক অনি প্রত্যয়ে নিম্পন্ন । “মৌম্বঃ”—মৃষ-
ধাতু তিতিকার্থ-বোধক । ‘গৌ চড়ি’ এই সূত্রানুসারে গুণ হইলে ‘নিত্যং ছন্দসি’ এই নিয়মে
উপধা ঋকারের স্থানে ঞ-কার আদেশ হইয়াছে । অতঃপর গির লোপ, বির্ভাব ও হলাদি
গণ হইয়া ‘তিঙ্ঙতিঙ্ঙঃ’ সূত্র দ্বারা উহাতে নিষাতস্বর হইয়াছে । “অগাম” পদে গতার্থক
ইন্ ধাতুর স্থানে ‘ঠনো গা লুঙি’ (পা० ২।৪।৪৫) এই পাণিনীর সূত্রানুসারে গা আদেশ
হইয়াছে । ‘গতিস্ত’ এই নিয়মে গিচের লোপ এবং অট্ আগম হেতু উহার স্বর উদাস্ত হইয়াছে ।
‘ভ্রমিঃ’ পদের ভ্রমু ধাতু অনবস্থানার্থ-বোধক । ‘ভ্রমেঃ সম্প্রসারণং চ’ (উ० ৪।১২২) এই
ঔণাদিক সূত্রানুসারে ভ্রমু ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় বিহিত । অম্বুক্তিবশতঃ নিষ-হেতু গুণের
প্রতিষেধ হইয়াছে । নিষ-হেতু উহার আদিস্বর উদাস্ত ॥ ৬ ॥

ষোড়শ (৩৬৪) ঋকের বিশদার্থ ।

মানুষ প্রতিমিত্ত বিপথে পদ-সঞ্চালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে । জানিতে পারিতেছে,—কোন্ পথ সৎপথ ও কোন্ পথ কুপথ । বুঝিতে পারিতেছে—কোন্ পথে শ্রেয়ঃ আছে এবং কোন্ পথে অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে ; তথাপি কি মোহ, কি বিভ্রম ! কদাচ ইচ্ছাপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না,—পুনঃপুনঃ পদস্খলন ঘটতেছে ।

তেমন পদস্খলন যেন আর না হয় ! যে পথে চলিতেছিলাম—সেই সৎপথে আবার যেন ফিরিয়া যাইতে পারি ! হে ভগবন্ ! এবার তুমি আমার পথ-প্রদর্শক হও ;—আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেও । ঋকের ইহাই প্রধান প্রার্থনা ।

যাহারা সংকল্পশীল, ভগবন্, তুমি তাহাদের প্রতিপালক ও স্বেচ্ছানুসৃত থাকিয়া, পরিশেষে তাহাদিগের পরমাত্মা সাক্ষাৎকার সংঘটন করিয়া আমরা অকৃতী অধম ; আমাদের কৰ্মসামর্থ্য কিছুই নাই ; পদে পদে পদস্খলন ঘটতেছে ; পদে পদে বিপথে চলিতেছি ! রক্ষা কর—ভগবন্, গতিমতি ফিরাইয়া দেও । তোমারই পথে চলিয়া, তোমাকে পাইয়া যেন পরমার্থ-তত্ত্ব অধিগম্য হয় । অকিঞ্চনের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা ।

মন্ত্রের ‘ঋষিকৃৎ’ পদ চরমভাবজ্ঞাপক । মৰ্ম্ম এই যে, তুমিই মানুষের ঋষি (অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা) করিয়া দেও । ‘আমায় সেই ঋষি কর’—এই মন্ত্রের মূলতঃ এই প্রার্থনাই বন্ধে ধারণ করিয়া আছে * (১ম—৩১সূ—১১১ক)

* ঋকে ‘সোম্যানাং’ পদ আছে । তাহা হইতে ‘সোমপানযোগ্য যজমানদিগের এইরূপ অর্থ কেহ কেহ আমনন করিয়া থাকেন । যজমানও সোমরস রূপ মান পানশীল, আবার দেবতাও সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানশীল,—‘সোম্যানাং’ পদে অধ্যাহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু যাহারা ভগবানকে ‘ঋষিকৃৎ’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, পরমত্যাগশীল ঋষি হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা-প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই মান পানশীল স্তুরাং উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন না । সংকল্পপরায়ণ ভগবান্ঠ জনই ঋষি কামনা করিয়া থাকে । পাছে সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কুপথে বিচলিত হই, ঋহাদের মনে স্থান পাইয়াছে, যাহারা ঋষি হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা পদেরই বাচ্য,—তাঁহারা সোমরসপানশীল নহেন ।

সপ্তদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একত্রিংশৎ-সূক্তঃ । সপ্তদশী ঋক্) ।

মনুষ্মৎশ্চে | অগ্নিরষদজিরো যযাতিবৎ সদনে
 পূর্ববচ্চুচে ।

অচ্ছ যাহা বহা দৈব্যং জনমাসাদয় বর্হিষি
 যক্ষি চ প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

পদ-বিভ্রেষণং ।

মনুষ্মৎ । অগ্নে । অগ্নিরষৎ । অগ্নিরঃ । যযাতিবৎ ।
 সদনে । পূর্ববৎ । শুচে ।

অচ্ছ । যাহি । আ । বহ । দৈব্যং । জন । আ । সাদয় ।
 বর্হিষি । যক্ষি । চ । প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

যক্ষ্মাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নিরঃ’ (জ্ঞানস্বরূপ) ‘শুচে’ (পরমপবিত্র, বিশুদ্ধ) ‘অগ্নে’ (হে অগ্নিদেব) ‘মনুষ্মৎ’ (মানববৎ প্রত্যক্ষীভূতঃ সন্) ‘অগ্নিরষৎ’ (জ্ঞানরূপেণ অন্তরস্থিতঃ সন্) ‘যযাতিবৎ’ (বায়ুবৎক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টঃ সন্ অথবা বায়ুবৎসর্বব্যাপিনঃ সন্) ‘পূর্ববৎ’ (সনাতন-প্রথামুক্রমেণ অমুগ্রহপরায়ণঃ সন্, নিত্যবস্তবং ইতি যাবৎ) ‘সদনে’ (অম্বাকং হৃদয়ে) ‘অচ্ছ যাহি (আরাহি) ; দৈব্যং জনং’ (দেবতাবজননং পং, সাকল্যং) ‘আবহ’ (কস্মপি আনয়) ; ‘বর্হিষি’ (আস্তীর্ণে দর্ভে, হৃদবৃত্তিনিবহে) ‘আ সাদয়’ (তান্ দেবতাবান্ প্রাপয়,

প্রতিষ্ঠাপন); 'প্রিয়ং চ' (প্রিয়বস্ত চ, পরমার্থত্বং চ) 'বন্ধি' (দেহি)। বয়ং মনুজাঃ
বেন প্রকারেণ তবপুষ্কারসমর্থাঃ ভবামঃ তৎকৃপাং কুরু; অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং
প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩১সূ—১৭শ)।

বজ্রানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ, পরমপবিত্র হে অগ্নিদেব! মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত,
হইয়া জ্ঞানরূপে অন্তরস্থিত হইয়া, বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে (অথবা
বায়ুর ন্যায় সর্বব্যাপকভাবে), সনাতন প্রথানুসারে অনুগ্রহপরায়ণ
হইয়া (অথবা নিত্যবস্তবং), আপনি আমাদের হৃদয়াবাসে আগমন করুন;
আমাদের কর্মসমূহে আপনি দেবভাবজননরূপ সাফল্য আনয়ন করুন
আন্তরীর্ণ দর্ভের ন্যায় আমাদের হৃদবৃত্তিনিবহে, সেই দেবভাব-সমূহকে আ
প্রতিষ্ঠিত করুন; আর আপনি আমাদেরকে সেই প্রিয়বস্ত পরমার্থত্ব
প্রদান করুন। (১ম—৩১সূ—১৭শ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শুচে শুক্রিয়ুক্তাজিরঃ। অগ্নিশীল। হবিরাদানায় তত্রতত্র গমনশীলাগ্নে। অচ্ছান্তি-
মুখ্যেন সধনে দেবযজ্ঞনদেশে যাহি। গচ্ছ। 'তত্র' চত্বারো দৃষ্টান্তাঃ। মনুষ্যং। যথ'
মনুষ্যস্থানদেশে গচ্ছতি। অজিরস্বং। যথা চাজিরা গচ্ছতি। যযাতিবৎ। যথা যযাতিনাম
রাজা গচ্ছতি। পূর্ববৎ। অশ্বে চ পূর্বপুরুষাঃ যথা গচ্ছন্তি। যথা মন্বাদয়ো যজ্ঞে গচ্ছন্তি
তবৎ। অথবা মন্বাদীনাং যজ্ঞে যথা স্বং গচ্ছসি। তবৎ। গতা চ দৈব্যং দেবতাসমূহরূপং
জন্মাবহ। অগ্নিন্ কর্মণ্যানয়। আনীয় বর্হিষ্ঠান্তীর্ণে দর্ভে আসাদয় তান দেবানুপবেশয়।
উপবেশ্চ চ প্রিয়মভীষ্টং হবির্ধ্বক্ষি চ। দেহি ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বজ্রানুবাদ।

হে শুক্রিয়ুক্ত অজিরঃ অর্থাৎ হবির্গ্রহণে (সেই সেই স্থানে) গমনশীল অগ্নিদেব। আপনি
দেবযজ্ঞনদেশান্তিমুখে গমন করেন। এস্থলে চতুর্বিধ দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়। (আপনি
কিভাবে গমন করিবেন?) যেভাবে মনু, বজ্রানুষ্ঠান প্রদেশে গমন করেন, অথবা অজিরা
যেভাবে গমন করিয়া থাকেন, কিংবা যযাতি নামক রাজা যেমন যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন;
অথবা পূর্বপুরুষগণ যেভাবে গমন করেন। মন্বাদি যেভাবে যজ্ঞে গমন করে, আপনিও
সেইভাবে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিংবা মন্বাদির যজ্ঞে যেভাবে আপনি গমন করেন,
সেইভাবে আপনি যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দেবযজ্ঞস্থানে গমন করিয়া আপনি এই
অনুষ্ঠানে দেবগণকে আনয়ন করুন। দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করিয়া আন্তরীর্ণ দর্ভ-সমূহ
গ্রহণ করুন এবং তদুপরি দেবগণকে উপবেশন করান। দেবগণসহ তথায় উপবেশন
করিয়া, অতীষ্টকল প্রদান করুন।

মনুষ্যং । তেন তুল্যমিতি প্রথমার্থেবা তত্র তন্ত্বেবেতি বচ্যার্থে বা চতিঃ । পা०
৫।১।১১৫।১১৬ । অন্নমন্নাদিষু তদ্বাক্রম্যতাবঃ । প্রত্যয়স্বরঃ । এবমঙ্গিরস্বদিত্যাদিষু ।
বহা । ষ্যচোহত্যন্তি ইতি সংহিতায়ঃ দীর্ঘঃ । বন্ধি । লোট বহুলং ছন্দসীতি শপোহলুক্ ।
সেহ্যপিচ্ছতি হেরতাৎস্বান্দসঃ । বস্বক্বে ৷ ১৭ ৷

সপ্তদশ (৩৬৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকটী বিশেষ সমস্তাপূর্ণ । সায়ণ-ভাষ্যে এবং এই ঋকের
ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব
ও নিত্যত্ব সর্ব্বথা অপ্রমাণিত হইয়া যায় । ‘যে অগ্নিদেব পূর্বে মনুর
যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, যে অগ্নিদেব অঙ্গিরা-ঋষির যজ্ঞশালায় গমন
করিতেন, যযাতি রাজার যজ্ঞে যে অগ্নির গতিবিধি ছিল ; পূর্ব্বকালে যে
সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেরই যজ্ঞে যে অগ্নিদেব গমন
করিতেন’ ;—এই ঋক্শ্লোকে যেন সেই অগ্নিকে যজ্ঞমান আপনার যজ্ঞশালায়
আগমনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ; বলিতেছেন,—‘দেবগণকে লইয়া
আসুন, কুশাসনে তাঁহাদিকে উপবেশন করান, এবং তাঁহাদিগের প্রিয়
যজ্ঞহবিঃ তাঁহাদিগকে প্রদান করুন ।’ এ পর্য্যন্ত ষত ব্যাখ্যায় আমাদের
দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যেই প্রায় ঐ একই ভাব
প্রকাশ পাইয়াছে ।

এখন আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ
পূর্ব্বক নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করুন । ঋকের ‘মনুষ্যং’ শব্দে কেন ‘মনুর
যজ্ঞে আগমন’ রূপ অর্থ আমনন করিব? যদি ‘মনোঃ যজ্ঞঃ’ এমন
কোনও পদ থাকিত, তাহা হইলে ‘মনুর যজ্ঞ’ অর্থ নির্দ্ধারিত হইতে

“মনুষ্যং”—শব্দে ‘তেন তুল্যমিতি ... বা বতি’ (পা० ৫।১।১১৫-১১৬) এই পাণিনীর
সূত্রানুসারে আদিতে অন্নমন্নাদি আছে বলিয়া তৎ-হেতু উদাত্ততাব এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে ।
‘অঙ্গিরস্বৎ’ প্রভৃতি পদেও অনুরূপবিধি বিহিত হইয়াছে । “বহা” এই পদে ‘ষ্যচোহত্যন্তিঃ’
এই নিয়মে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে । “বন্ধি” লোট বিভক্তি-হেতু ‘বহুলং ছন্দসি’ এই
নিয়মে শপের লোপ হইয়াছে । ছান্দস প্রবৃত্ত ‘সেহ্যপিচ্ছ’ এই নিয়মে হি আদেশ হইল না ;
অ স্থানে ব এবং ষ স্থানে ক এর আদেশ হইল ৷ ১৭ ৷

পারিত। কিন্তু ‘মনুষ্যৎ’ পদে ‘বৎ’ প্রত্যয় রহিয়াছে। যদি ‘মনুষ্যৎ’ পদ থাকিত, তাহা হইলেও ‘মনুর ন্যায়’ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন ‘মনুষ্যৎ’ পদ রহিয়াছে, তখন ‘মনুষ্যের ন্যায়’ ভাবই আসিতেছে। সেখানে প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—‘হে দেব, তুমি মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আইস।’ এখন বুঝিয়া দেখুন, ‘মানববৎ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আইস’—এ কথা বলার তাৎপর্য কি? মানুষ, মানুষের আদর্শ দেখিয়াই কার্য্য করে। পুত্র—পিতার কার্য্য দেখিয়া পিতার অনুসরণকারী হয়; শিষ্য—গুরুর বা শ্রেষ্ঠজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। সমস্ত্রীক জীবের মধ্যে যে ভাব বিকাশ পায়, স্বভাবতঃ জীবমাত্র তাহারই অনুসরণকারী হইয়া থাকে। এখানে তাই বলা হইতেছে,—‘অলৌকিক কোনও রূপে আবির্ভূত হইলে, আমরা হয় তো তোমাকে চিনিতে বা বুঝিতে পারিব না। আমরা মানুষ; আমাদের নিকট মনুষ্যভাবে মনুষ্যরূপে প্রকাশিত হও; আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করি।’ এই প্রার্থনাই সমীচীন প্রার্থনা; যাঁহাদের সামান্যমাত্র জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনায়ই অনুপ্রাণিত হন।

অতঃপর, ‘অঙ্গিরষৎ’, ‘যযাতিবৎ’ ও ‘পূর্ববৎ’—পদত্রয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে “অঙ্গিরষৎ” পদের বিষয় বিচার কারবার সময়, লক্ষ্য করুন, সাধারণ এই মন্ত্রের ‘অঙ্গিরঃ’ সম্বোধন পদের কি অর্থ করিয়াছেন। সেখানে তিনি ঋষির সম্বন্ধ রাখেন নাই। কিন্তু এখানে তাহা বদলাইয়াছেন। একই মন্ত্রে দুইরূপ অর্থ—সমীচীন বোধ হয় কি? এখন ‘অঙ্গিরস’ শব্দের উৎপত্তির বিষয় বিবেচনা করুন। ‘অঙ্গ’ অর্থাৎ ‘জ্ঞান+‘ঈরস’ (বিচ্যমান) যাহাতে আছে, সেই অঙ্গিরস। সে পক্ষে ঋষি-বিশেষকে ঐ শব্দে বুঝাইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। পরন্তু ‘অঙ্গিরষৎ’ পদে ‘জ্ঞানরূপে অন্তরস্থ হইয়া’ ভাবই প্রকাশ পায়। ‘তুমি মানবরূপে প্রত্যক্ষীভূত হও।’ আর ‘তুমি জ্ঞানরূপে অন্তরস্থ হও’—‘মনুষ্যৎ’ ও ‘অঙ্গিরষৎ’ পদে এই দুই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ‘যযাতিবৎ’ পদেও ‘যযাতি রাজার যজ্ঞের ন্যায়, অর্থই বা কেন গ্রহণ করিব? ধাত্বর্থ-অনুসারে ‘যযাতি’ পদের অর্থ হয়,—‘বায়ুর ন্যায় গতি-বিশিষ্ট’ [য—বায়ুর ন্যায়+যাতি (যা+তি)—গমন করা]

অর্থাৎ কিপ্রগামী । এ পক্ষে বায়ুবৎ সর্বব্যাপী অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে । তদনুসারে এই 'যযাতিবৎ' শব্দে দুইরূপ প্রার্থনার ভাব মনে আসে । প্রকাশ পায়,—'আপনি ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়া এ অধমকে উদ্ধার করুন' ; প্রকাশ পায়—'আপনি সর্বব্যাপক-রূপে আমার সকল কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন ।' পরিশেষে 'পূর্ববৎ' । মহসা এই পদের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই মনে হয়,—একটা কালের সম্বন্ধ আসিতেছে । কিন্তু তাহাতে অনন্ত অতীতের সূচনা করে যিনি যখনই বলিবেন,—পূর্বে, তাহারই পূর্বকাল উহাতে সূচিত হইবে । তাহাতে নিত্য-বস্তুর ভাব আসে,—তাহাতে সনাতন-প্রথারই আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনন্ত অতীত-কাল হইতে যে ভগবান অনুগ্রহ-প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকেই আহ্বান করা হইতেছে, 'পূর্ববৎ' পদে তাহাই উপলব্ধ হয় । 'সদনে' পদে সে পক্ষে হৃদয় রূপ গৃহে অর্থই সুসঙ্গত দেখি । এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের প্রথম অংশের প্রার্থনার ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে পরমপবিত্র জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্ ! আপনি মনুষ্যাকারে আবির্ভূত হইয়া আমাদের জ্ঞানদান করুন ; আপনি জ্ঞানরূপে হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাদের কৃতকৃতার্থ করুন ; আপনি আমাদের প্রতি কস্মৈ বায়ুবৎ ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট থাকিয়া আমাদের পবিত্র করুন ; আর চির-অনুগ্রহপরায়ণ থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।' এখানে 'মনুষ্যৎ' পদে নরলোকে নর-রূপে ভগবানের অবতরণের ভাবও আসিতে পারে ।

এক্ষণে ঋগ্বেদের শেষ অংশের বিষয় বিশ্লেষণ করা যাইতেছে । 'দৈব্যং জনং' বলিতে কি বুঝায় ? 'দৈব্যং' শব্দে 'দেবভাব' এবং 'জনং' বলিতে 'জনন' অর্থই সূচিত হয় । তাহাতে ভাব আসে, আমাদের কস্ম-মাত্রে দেবভাবজনন রূপ সাফল্য আনয়ন করুন, অর্থাৎ আমাদের সকল কার্যই দেবভাবসহ-যুক্ত হইয়া, সাফল্য-লাভ করুক । 'বিস্তৃত কুশের উপরে আনিয়া তাঁহাদিগকে উপবেশন করান' (বর্হিষি আ সাদয়) এতদ্বাক্যের তাৎপর্য কি ? অগ্নিকে যাহারা মানুষভাবে কল্পনা করেন, তাঁহাদের কল্পনার বলে তাঁহাদের ন্যায় কয়েকজন মনুষ্যের সহিত আসিয়া তিনি যজ্ঞ-ক্ষেত্রে কুশাসনের উপর উপবেশন করিবেন,—এরূপ মনে করা যাইতে

পারে। কিন্তু ছোটমান জ্বলন্ত অগ্নি হইলে অথবা জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি হইলে ঐরূপ কুশাসনে তাঁহাকে কখনই বদান যায় না। আমরা মনে করি,— ‘বহিষে’ পদে এখানে চিত্তবৃত্তি-সমূহকে বুঝাইতেছে। হৃদবৃত্তি-সমূহের মধ্যে সদজ্ঞান-আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউক, অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তিই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হউক, ইহাই এ অংশের মর্ম্মার্থ। ‘প্রিয়ং চ যক্ষি’ বাক্যে ‘প্রিয় বস্তু আমাকে দেও’ বলা হইতেছে। এ অবস্থায় সাধকের প্রিয়বস্তু অন্য আর কি হইতে পারে? সে কি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব বা পরমার্থ-তত্ত্ব নহে? আমরা তাই মনে করি,—এ ঋকের প্রার্থনা— তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষের আকাঙ্ক্ষামূলক, শুদ্ধসত্ত্বভাবের ও সদজ্ঞান-লাভের কামনা-প্রকাশক। এ প্রার্থনার সহিত কোনও কাল-বিশেষের বা কোনও মনুষ্য-বিশেষের সম্বন্ধ নাই। * (১ম—৩১সূ—১৭ধা) ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

সায়ণচর্যনে ক্রতাবুধাসম্ভরণীয়া যামিষ্টাবরেব্রহ্মধতঃ পুরোল্লবাক্যে তমাগ্ন ইত্যোষা। দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্টেতি ধণ্ড এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবুধস্ব ব্রহ্মচতে জাতবেদো নমশ্চ। আ. ৪৩। ইতি সূত্রিতং। তামেত্রং সূক্তেহষ্টাদশীমৃচমাছ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সায়ণচর্যন-যোগে উষাকালীন অস্থানে, ‘অগ্নেব্রহ্মধতঃ’ ইত্যাদি পুরোল্লবাক্যরূপে পঠিত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাসযোগে, ‘ইষ্টেতি’ ধণ্ডে “এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা ..নমশ্চ” (আ. ৪১) ইত্যাদি রূপ সূত্রিত হইয়াছে। তাহা—এই সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্। এস্থলে সেই সূক্তের সেই ঋক্ উল্লিখিত হইতেছে।

• • •

• ঋকের সম্বোধন-পদ ‘অগ্নিরঃ’ আছে। তাহা হইতে অগ্নিরস নামক কোনও কোনও ঋষিকে সম্বোধন করা হইয়াছে - বলিয়াও কেহ মনে করিতে পারেন। ঋকের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে সেই ভাবই আসে। যথা,— “As thou didst for Manus, O Agni, for Angiras, O Angiras, for Yayati on thy (priestly) seat, as for the ancients, O brilliant one, come hither, conduct hither the host of the gods, seat them on the sacrificial grass and sacrifice to the beloved host.”

মন্ত্রগুলি ক্রমে এমনই বিপরীতার্থক দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । একত্রিংশৎ-সূক্তঃ । অষ্টাদশী ঋক্ ।)

এ॒তেনাগ্নে॑ ব্রহ্মণা॑ বাবুধস্ব শক্তৌ বা

যন্তে॑ চকুম বিদা বা ।

উত প্র গেষ্যন্তি বশ্যো অস্মান্‌সং

নঃ সৃজ স্মৃত্যা বাজবত্যা ॥ ১৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

এ॒তেন। অগ্নে। ব্রহ্মণা। বাবুধস্ব। শক্তৌ। বা। যৎ।

তে। চকুম। বিদা। বা।

উত। প্র। গেষি। অন্তি। বশ্যঃ। অস্মান্। সং।

নঃ। সৃজ। স্মৃত্যা। বাজবত্যা ॥ ১৮ ॥

• • •

মর্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘অগ্নে’ (হে অগ্নিদেব) ‘এতেন’ (অস্মদুচ্চারিতেন) ‘ব্রহ্মণা’ (মন্ত্রেণ) ‘বা বুধস্ব’ (অভিবুদ্ধো ভব, অস্মৎপ্রতি চিরানুগ্রহপরাগণো ভব) ; ‘যৎ’ (ভবানুগ্রহনারূপ যৎকিঞ্চিৎ কৰ্ম) ‘চকুম’ (বয়ং কৃতবস্তুঃ), তথাহি অম্বগ্রহঃ কৃত্বা ‘শক্তৌ বা’ (সংকৰ্মসম্পাদন-সামর্থ্যং চ) ‘বিদা বা’ (জ্ঞানক) মেহীতি শেষঃ ; ‘অস্মান্’ (প্রার্থনাকারিণঃ) ‘অন্তি’ (প্রতি) ‘বশ্যঃ’ (শ্রেয়ঃ) ‘প্রেষি’ (প্রাপন্ন, বিধেহি) ; ‘উত’ (অপিচ) ‘নঃ’ (অস্মান্)

অষ্টক, ২ অধ্যায়, ৩৫ বর্গ।] একত্রিংশংসূক্তং।

১৫৪৭

বাজবত্যা (সংকর্মানুরতা), 'স্মরত্যা' (স্মৃদ্ধিসম্পন্নতা) 'সং স্মজ' সম্যকপ্রকারেণ (স্মরণার্থে)। হে দেব। অস্মাকং পূজয়া প্রীতো ভূত্বা অস্মান্ সংকর্মানুরিতান্ বানযুক্তান্ স্মৃদ্ধিসম্পন্নান্ চ কুরু ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩১সূ—১৮শ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমরাদিগের উচ্চারিত এই মন্ত্রের দ্বারা আপনি আমাদের প্রতি চির-অনুগ্রহপরায়ণ হউন। আপনার আরাধনা-রূপ সামান্য কর্মমাত্র আমরা করিয়াছি; তাহাতেই (কৃপাপরায়ণ হইয়া) আমরা আপনাকে কর্ম-সামর্থ্য ও জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রার্থনাকারী আমরাদিগের প্রতি শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) বিধান করুন; এবং আমরা আপনাকে সর্বতোভাবে সংকর্মানুরত ও স্মৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। (১ম—৩১সূ—১৮শ)।

সারণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে এতেনাসংপ্রযুক্তেন ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ বাবুধস্য। অতিবুদ্ধো তব। শক্তি বা বিদ্যা বা। অস্মদীয়শক্ত্যা চাস্মদীয়জ্ঞানেন চ। তে তব যৎ স্তোত্রং চকুম। বয়ং কৃতবস্তঃ। এতেন ব্রহ্মণেতি পূর্বজ্ঞাষয়ঃ। উত অপি চাস্মান্মুষ্ঠাত্বান বস্তো বস্মন্তরত্বলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রণেধি। প্রকর্ষণেণ প্রাপয়। নোহস্মান্ বাজবত্যা প্রভূতান্নযুক্তয়া স্মৃত্যামুষ্ঠানবিষয়য়া শোভনবুদ্ধ্যা সংসৃজ সংযোজয় ॥

বাবুধস্য বৃধু বুদ্ধো। লেট্যাডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্রুঃ। দ্বির্ভাবহলাদিশেষোরনস্থানি অত্যাশস্ত সংহিতায়াং দীর্ঘচ্ছন্দসঃ। শক্তি। স্মৃপাং স্মৃগিত্যাদিনা তৃতীয়ায়াঃ পূর্বসবর্ণদীর্ঘস্বং। ক্তিনো নিষাদাছ্যদাস্তস্বং। বিদ্যা সাবেকা চ ই ত তৃতীয়ায়া

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। আমাদের এই ব্রহ্ম (স্তোত্র) মন্ত্র-সমূহের দ্বারা আপনি বর্দ্ধিত (সমর্দ্ধিত) হউন। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে আমরা আপনার সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিব, আপনি তদ্বারা (বুদ্ধিপ্রাপ্ত বা সমর্দ্ধিত) হউন। অপিচ, অনুষ্ঠাতা আমরা আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধন-সম্পৎ প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করুন। পরন্তু, আমরা আপনাকে প্রভূতঃ অন্নযুক্ত করুন এবং অনুষ্ঠান-বিষয়ে শোভনবুদ্ধি প্রদান করুন।

“বাবুধস্য” পদের বৃধু ধাতু বৃদ্ধি-অর্থ-বোধক। উক্ত বৃধু (বৃধ্) ধাতুতে লেট প্রত্যয় হেতু অট আগম হইয়াছে। “বহুলং ছন্দসি” নিয়ম প্রযুক্ত শপের স্থানে শ্রু আদেশ, দ্বির্ভাব, বলাদিশেষ ও উরস্ব আদেশ হইয়াছে। ছন্দস-প্রযুক্ত সংহিতায় দ্বিকৃতির দীর্ঘ হইয়াছে। “শক্তি”—“স্মৃপাং স্মৃক” এই স্মৃত্যনুসারে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে পূর্বসবর্ণের দীর্ঘ এবং ক্তিন্ বিভক্তির নিষ্ক (ন-ইৎ) হেতু ইহার আদিব্রহ্ম উদ্বাস্ত হইয়াছে। “বিদ্যা” পদে “সাবেকা চ”

উদাত্তঃ । নেষি । গীঞ্ প্রাপণে । বহ্লং ছন্দসীতি শপো লুক্ । উপসর্গাদসমাস
ইতি ণৎ । স্মৃত্যা । মনক্তিনিঃত্যাদিনোত্তরপদাস্তোদাত্তঃ প্রথমাদ্যায়ে প্রপঞ্চিত্ ।
উদাত্তঘণোঃল্ পূর্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তঃ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়ে পঞ্চত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

• • •

অষ্টাদশ (৩৬১) ঋকের বিশদার্থ ।

— • —

এ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক । অথচ, এই মন্ত্রের সহিত নানা
কল্পিত-কাহিনী সম্মিষিত হয় । এ মন্ত্রটী যে কোনও ঋষি কর্তৃক রচিত
হইয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই প্রতিপন্ন করেন ; এ মন্ত্রের দ্বারা বেদ
মানুষের রচিত বলিয়া প্রচারিত হয় । * কিন্তু মন্ত্রার্থ অনুধাবন করিলে
ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণেব কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

ঋকে ‘চকুম’ পদ আছে । ‘চকুম’ ক্রিয়ার অর্থ - ‘আমরা করিয়াছি’
কিন্তু তাহা হইতে ‘মন্ত্র-রচনা করিলাম’—এ অর্থ কেন আনি ? ‘যৎ
চকুম’ অর্থাৎ ‘যাহা করিয়াছি’,—এ বাক্যে কবিতা রচনা করার ভাব কেন
আসিবে ? ‘যৎ’ পদে, আমরা বলি, কৰ্ম্মকে বুঝাইতেছে । ‘যাহা
করিয়াছি’ বলিতে কৰ্ম্ম-বিশেষকেই বুঝায় । তাহাতে উহার ভাব দাঁড়ায়

নিয়মে তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে । “নেষি” পদের গীঞ্ ধাতু প্রাপণার্থ-বোধক ।
‘বহ্লং ছন্দসি’ নিয়ম প্রযুক্ত এস্থলে শপের লোপ হইয়াছে । ‘উপসর্গাদসমাসে’ সূত্রানুসারে
ণৎ বিহিত হইল । “স্মৃত্যা” এষ্ট পদে ‘মনক্তিন্’ ইত্যাদি সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর
উদাত্ত হয়,—প্রথমাদ্যায়ে তাহা উক্ত হইয়াছে । ‘উদাত্তঘণোঃল্পূর্বাৎ’ এই নিয়ম হেতু
বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

• • •

• মন্ত্রেব প্রথমংশের দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—(১) “হে অগ্নিদেব,
আমরা কবিত্ব শক্তির দ্বারা অথবা জ্ঞান দ্বারা আপনার এই যে স্তোত্র রচনা করিলাম,
তাহা আপনি স্বীকার করুন এবং তদ্বারা বর্দ্ধিত ও প্রশংসিত হউন ।” ইত্যাদি (২)
“হে অগ্নি । ” এষ্ট মন্ত্রের দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হও ; আমাদের শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে আমরা
ইহা রচনা করিলাম ; ইহার দ্বারা আমাদের বিশেষ ধন প্রদান কর এবং আমাদের
অন্নযুক্ত ও শোভনীয় বুদ্ধি প্রদান কর ।”

এই যে,—‘আমি তোমার আরাধনা-রূপ যে যৎকিঞ্চিৎ কৰ্ম করিয়াছি, অর্থাৎ কোনও কৰ্মই করিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রার্থনা হয়—‘হে ভগবন্! কৰ্ম সামর্থ্য আমাদের কিছুই নাই। ভরসা—কেবল তোমার অনুগ্রহ। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কৰ্ম-সামর্থ্য আর জ্ঞান প্রদান কর। হে ভগবন্, তোমার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা।’ মন্ত্রের ঐ অংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে ‘আমি মন্ত্র রচনা করিয়াছি’, এমন ভাব উহার মধ্যে কোথাও দেখিতে পাই না। * ‘বা বৃধস্ব’ পদে, ‘অভিবুদ্ধো ভব’—এই অর্থে, ভাব আসে এই যে,—‘তুমি চির-অনুগ্রহ-পরায়ণ হও।’ ‘অভিবুদ্ধো ভব’ অর্থাৎ ‘আমাতে অবস্থিতি-পূর্বক তুমি বুদ্ধ হও’—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য এই যে,—‘স্থায়িক্রমে আমাতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধ হও অর্থাৎ আমার চির-শ্রেয়ঃসাধন কর।’

* বেদ যে মানুষের রচিত, তাহা প্রমাণের লক্ষ পণ্ডিতগণ এ পর্যন্ত বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। এ পক্ষে নানাধিক পঞ্চাশটি পঞ্চম প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়। অথচ, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহার কোনও মন্ত্রই বেনরচয়িতা ঋষির সম্বন্ধে সপ্রমাণ হয় না। নবম সূক্তের চতুর্থ ঋকে (অশ্বত্রিংশ তে গিরঃ), ষাটম সূক্তের একাদশ ঋকে (স নো স্ববান আভর গায়ত্রো নবায়সা), বিংশ সূক্তের প্রথম ঋকে (স্তোমো বিশ্রেভিরাসয়া অকারি), সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋকে (গায়ত্রং নব্যাসং), একত্রিংশ সূক্তের একাদশ ঋকে (পিতৃর্গং পুত্রা মমকশ্চ জাযতে), চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋকে (প্রিয়মেধবৎ অত্রিবৎ জাতবেদা বিরূপবৎ ইত্যাদি), অষ্টচত্বারিংশৎ সূক্তের চতুর্দশ ঋকে (যে চক্রি ত্বা পনয়ঃ পূর্বমৃতয়ে জুহবে), অশীতিতম সূক্তের ষোড়শ ঋকে (পূর্বধেনু উক্থা সমস্রত), অষ্টাদশাধিক শততম সূক্তের তৃতীয় ঋকে (বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ), সপ্তদশাধিক শততম সূক্তের পঞ্চবিংশ ঋকে (ব্রহ্মা কৃষ্ণাস্তা বৃষণা বৃশ্যং), চতুরশীত্যধিক শততম সূক্তের পঞ্চম ঋকে (এষ বাং স্তোমঃ অশ্বিনাববারি) ঋষিগণ কর্তৃক মন্ত্র রচিত হইয়াছিল এবং মন্ত্রগুলি যে অনিত্য মানুষের সচিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ, দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তের প্রথম ঋক্ কৃতব্রহ্ম শৃণুৎ রাতহব্য), তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিংশৎ সূক্তের বিংশ ঋক্ (তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্), চতুর্থ মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের একাদশ ঋক্ (অকারি ব্রহ্ম সমিধানি তুভ্যং), ঐ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের বিংশ ঋক্ (ব্রহ্মা কৃষ্ণ ভৃগবো ন রথঃ) ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ (ব্রহ্ম-জ যঃ ক্রিষ্ণমাং নিনিংসাং), পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের দশম ঋক্ (যা তক্ষান্ রথা ইবানোচাম) এ পক্ষে প্রমাণস্বরূপ উক্ত হয়। এই ঋকের (চক্রম) যে ভাবে অর্থ করা হয়, এবং সে অর্থ যে সুসঙ্গত নয়, তাহা আমরা প্রশ্ন করিয়াছি। পরবর্তী বহু সূক্তের মধ্যে এইরূপ যে সকল পদাবলি দৃষ্ট হইবে, যথাস্থানে আমরা তৎসমুদায়ের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিব।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ঋকের অর্থ এক অতি সমীচীন প্রার্থনামূলক হয়। সে প্রার্থনায় প্রকাশ পায়,—‘হে ভগবন্! আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা প্রীত হইয়া আমরা যে সামান্য কর্ম করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া, আমাদের সৎকর্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য ও জ্ঞান প্রদান করুন; আমাদের শ্রেয়ঃ-সাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং আমাদের সৎকর্ম্মানুরত ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন করিয়া সম্যক-প্রকারে পরিবর্দ্ধন করুন।’ (১ম—৩১সূ—১৮ঋ)।

— . —

দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা ।

(সারণাচার্যকৃত)।

ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণীতি পঞ্চদশর্চঃ দ্বিতীয়ং সূক্তং । অজিরসো হিরণ্যস্তৃপধ্বিঃ ।
ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ । ঈন্দ্রো দেবতা ইন্দ্রশ্চ পঞ্চোনেতানুক্রমণিকা । অগ্নিষ্টোমে মাধ্য-
দিনে সবনে নিধেবল্যাং শস্ত্র ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণীতি নিবিদ্বানীয়েং সূক্তং ।
নিধেবল্যান্তেতি ঋগ্ ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণীত্যোতশ্নিরৈন্দ্রীং নিবিদং দধাৎ । আ• ৫১৫ ।
ইতি ॥ বিবুভ্যাপি ভগ্নিন্ শস্ত্র এতদ্বিনিযুক্তং । বিবুভান দিবা কৃত্য ইতি ঋগ্ সূত্রিতং ।
ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণীত্যোতশ্নিরৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্রা । আ• ৮৬ । ইতি ॥ মহাব্রতে
নিধেবল্যেহপ্যেতদেব বিনিযুক্তং । রাধস্তরো দক্ষিণঃ পক্ষ ইতি ঋগ্ চতস্রঃ সতী
বড় বৃহতীঃ করোতীন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণি প্রবোচমিতি ॥ তত্র প্রথমাসুচমাহ ॥

দ্বাত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ।

দ্বিতীয় সূক্ত “ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণি” ইত্যাদি পঞ্চদশ-ঋক-বিশিষ্ট । অজিরস-পুত্র হিরণ্যস্তৃপ
এই সূক্তের পধি; ইহার ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং দেবতা—ইন্দ্র । “ইন্দ্রশ্চ পঞ্চোনেতানুক্রমণিকা”
অনুক্রান্ত হইয়াছে । অগ্নিষ্টোম-যাগের মাধ্যদিনে সবনে নিধেবল্যা-শস্ত্রে “ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণি”
ইত্যাদি সূক্ত নিবিদ্বানীয়ে রূপে পঠিত হয় । আখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, “নিধেবল্যা” প্রভৃতি ঋগ্,
“ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণি” (আ• ৫১৫) ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধীয় নিবিদ্ব শরণ
করিবে, এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে । বিবুভ-যাগ প্রভৃতিতেও উক্ত শস্ত্রে এই সূক্ত বিনিযুক্ত
হইয়া থাকে । “বিবুভান দিৱ্যকৃত্য” ইত্যাদি ঋগ্ সেই জন্ত “ইন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণীত্যো-
তশ্নিরৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্রাঃ” (আ• ৮৬) এইরূপ সূত্র পরিদৃষ্ট হয় । মহাব্রত-যাগে নিধেবল্যা
শস্ত্রেও এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে । “রাধস্তরো দক্ষিণঃ পক্ষঃ” ইত্যাদি ঋগ্ “চতস্রঃ সতী
বড় বৃহতীঃ করোতীন্দ্রশ্চ স্তু বীর্ঘ্যাণি” প্রভৃতি সূক্ত উল্লিখিত হইয়াছে । সেই সূক্তের প্রথম
ঋক্ কথিত হইতেছে ।

• • •

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— † • † —

প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । সপ্তমোহম্বাকঃ । ষাট্ৰিংশৎ-সূক্তং ।

ষট্ৰিংশাদারভ্যঃ অষ্টত্রিংশৎপর্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ ।

• • •

ষাট্ৰিংশৎ-সূক্তং ।

— . —

পূর্ববর্তী কয়েকটা সূক্তে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনাসূচক মন্ত্র আছে । কিন্তু সে সূক্তগুলি ঐন্দ্রসূক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না ; কারণ সে সকল সূক্তে মুখ্যভাবেই অন্তান্ত দেবতার প্রসঙ্গ আছে । কিন্তু এ ১৩৩টি সম্পূর্ণরূপ ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত ; সুতরাং এ সূক্তটা ঐন্দ্রসূক্ত নামেই অভিহিত হয় । ষোড়শ সূক্তকে আমরা 'নবমৈন্দ্রসূক্ত' নামে অভিহিত করিয়াছি । এ সূক্তটিকে তদনুসারে 'দশমৈন্দ্রসূক্ত' বলা যাইতে পারে ।

এ সূক্ত প্রধানতঃ ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক । সে পক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে তিনি প্রকাশমান । এই সূক্ত উপলক্ষে কত কাল হইতে কত প্রকার গবেষণাই যে চলিয়া আসিয়াছে, কত প্রকারের অর্থই যে কত জনে অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না । যে সকল অর্থ এখন বিশেষভাবে প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । এক প্রকার অর্থে, এই সূক্তকে পুরাবৃত্তের এক ঘটনার সহিত সংশ্রববিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় । তদনুসারে ইন্দ্র ও বুজ দুই জন, দুই দেশের রাজা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । বাবিলনের (বাবু-নগরের) রাজা 'বুজ' ছিলেন । 'আসিরীয়ার' অধিপতি বলিয়া তিনি 'অসুরাধ্যা' প্রাপ্ত হন । বাবিলন ও আসিরীয়ার সহিত লবন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি 'বুজাসুর' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন । অত্র জন—ইন্দ্র 'আসিয়ানার' রাজা ছিলেন । এই 'আসিয়ানা' হইতেই 'আর্য্য' নামের উৎপত্তি হয় । এই দুই রাজার যুদ্ধের প্রসঙ্গই ঋকে উৎখাপিত হইয়াছে,—এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ইহাই অভিमत । অত্র এক অর্থে, বুজের ও ইন্দ্রের যুদ্ধে মেঘের ও বজ্রের সংঘর্ষ এবং বুজের গতন (নাশ) কিনা—বারিবর্ষণ । • তৃতীয় অর্থে—ঋগ, মর্ত্য ও নরকের কল্পনার ইন্দ্রকে

• এই দুই মতের বিস্তৃত আলোচনা প্রথম ঐন্দ্রসূক্তের (চতুর্থ সূক্তের) অষ্টম ঋকের বিশদার্থে (২৩০-২৩৮ পৃষ্ঠায়) দৃষ্টি করুন । সংপ্রসিদ্ধ "পৃথিবীর ইতিহাসেও" এ সকল আলোচনা দেখিতে পাইবেন ।

স্বর্গাধিপতি এবং বৃত্রকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অশুর বলিয়া গণ্য করা হয় । সে পক্ষে, কেহ বা ভারতবর্ষে আর্ধ্যগণের ও অনার্য্যগণের যুদ্ধ-কাহিনী উহার অন্তর্ভুক্ত করেন ; কেহ বা, সে ব্যাপারকে এক লোকাতীত কল্পনা-রাজ্যের বিষয় মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন ।

ঋকের ব্যাখ্যায় সকল প্রকার অর্থই অধ্যাহৃত হইতে পারে । যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, ঋক্ তাঁহাকে সেই অর্থই প্রদান করিবে । কল্পবৃক্ষসাম্রাজ্য যিনি যে ফল কামনা করেন, তাঁহার মত বৃক্ষ সেই মতই প্রদান করিয়া থাকে । যাহা হউক, ইন্দ্র ও বৃত্র সম্বন্ধে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, প্রথম ঐন্দ্র সূক্তেই (চতুর্থ সূক্তেই) তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে । এখানে এ সূক্তে ইন্দ্র নামে সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে । তিনি কেমন ? তিনি কি ভাবে জীবের পরিভ্রাণোপায় বিধান করিতেছেন ? সূক্তের ঋক্গুলির মধ্যে যথাক্রমে তাহাই পরিবর্ণিত আছে । ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ-পক্ষে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি যেন নির্মূল সূক্ষ্ম দর্পণ-বিশেষ । এ সূক্তের ঋক্গুলি— কেবল এ সূক্তেরই বা বলি কেন ? ঋষ্যজ্ঞ-মাত্রই—এক দিকে সংসার-ব্যাপার বর্ণন করিতেছে, অন্যদিকে পরমার্থ তত্ত্বের সন্ধান দিতেছে । এক দিকে দেখিতে পাইবেন— যেন রাজার রাজার যুদ্ধ বাধিয়াছে, এক রাজা অন্য রাজার সীমানা অধিকার করিতেছেন ; অন্য দিকে দেখিতে পাইবেন—কত বিঘ্ন-বিপত্তির অন্তরায় অপসারিত করিয়া হৃদয়-সিংহাসনে কেমনভাবে শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত হইতেছেন । দেখুন—প্রতি মন্ত্র ; অশুধ্যান করুন— প্রতি মন্ত্র ; হৃদয়ে অশুপম অনিন্দ্য আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন ।

— • —

প্রথমমণ্ডলস্ত সপ্তমেঃশুবাকে ষাট্রিংশৎ-সূক্তং । ঋষিরাঙ্গিরসো হিরণ্যস্তু পঃ । ইন্দ্রদেবতাঃ ।

ত্রিষ্টুপচ্ছন্দঃ । অগ্নিষ্টোমে মাধ্যম্বিনে সবনে নিক্ষেবল্যাশস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

প্রথমা ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলং । ষাট্রিংশৎ-সূক্তং । প্রথমা ঋক্ ।)

ইন্দ্রশ্চ বৃ বীর্য্যানি প্র বোচৎ যানি চকার

প্রথমানি বজ্রী ।

অহম্বহিম্বপস্তুতর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ষিতানাং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ইন্দ্রস্য । নু । বার্গানি । প্র । বোচং । যানি । চকার । প্রথমানি । বজ্রী ।

অহনু । অহিং । অনু । অপঃ । ততর্দ । প্র । বক্ষণাঃ ।

অভিনৎ । পর্কতানাং ॥ ১ ॥

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বজ্রা’ (বজ্রধরঃ, ইন্দ্রদেবঃ) ‘প্রথমানি’ (মুখ্যানি) ‘যানি’ (কর্গানি) ‘চকার’ (কৃতবান, সৃষ্টিরক্ষার্থং যৎ যৎ কৰ্ম নিত্যং সম্পাদয়তি ইতি যাবৎ), তস্মৈ ‘ইন্দ্রস্য’ (ভগবতঃ, ইন্দ্রদেবস্য) ‘বার্গানি’ (অলৌকিক কার্গানি) ‘নু’ (নিত্যং, স্বতঃ) ‘প্র বোচং’ (প্রকৃষ্টকপেণ কীৰ্ত্তয়ামি, প্রত্যক্ষং করোমি) ; ‘অহিং’ (মেঘঃ, শত্রুঃ) ‘অহনু’ (বিদারিতবান্ হতবান্) ; ‘অনু’ (পশ্চাৎ) ‘অপঃ’ (জ্ঞানি, সত্ত্বভাবাদৌ) ‘ততর্দ’ (ভূমৌ পাতিতবান, বিস্তারিতবান) ; ‘পর্কতানাং’ (গিরিকন্দরাণাং, পর্কতসদৃশকাঠিন্যসম্পন্নানাং) ‘বক্ষণাঃ’ (প্রবহনশীলা, স্নেহকরণানির্ঝরাদীনাং) ‘প্র অভিনৎ’ (প্রবাহিতবান্, উদঘাটিতবান্) । ভগবন্মহিমা অস্মাকং নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতা । হে ভগবন্ । শত্রুং নাশয়িত্বা অস্মাকং হৃদ্যে সত্ত্বভাবপ্রবাহং নিত্যং প্রবহতাম্ । ইতি ভাঃ । (১ম—৩২সূ—১৩) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

বজ্রধর (ভগবান) ো সকল মুখ্যকর্ম (সৃষ্টিরক্ষার জন্ত) সম্পাদন করেন, তাঁহার (ভগবান্ ইন্দ্রদেবের) সেই সকল অলৌকিক কার্যের বিষয় আমরা স্বতঃই কীৰ্ত্তন (প্রত্যক্ষ) করিয়া থাকি । মেঘ বিদারণ করিয়া তিনি জুতলে জলধারা সেচন করেন (রিপুশত্রুকে নিহত করিয়া তিনি হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবলি বিস্তার করেন) ; গিরিকন্দরে তিনি প্রবহনশীলা নদী প্রবাহিত করেন (পর্কত-সদৃশ কাঠিন্য-সম্পন্ন হৃদয়ে তিনি স্নেহকরণ-গ্যাতির নিষ্কার-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন) । (১ম—৩২সূ—১৩) ।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বজ্রী বজ্রযুক্ত ইন্দ্রঃ প্রথমানি পূর্বসিদ্ধানি মুখ্যানি বীর্য্যানি পরাক্রমযুক্তানি কৰ্ম্মানি চকার । তশ্চেন্দ্রশ্চ তানি বীর্য্যানি সু ক্ষিপ্রং প্রব্রবীমি । কানি বীর্য্যানীতি তদুচ্যতে । অহিং মেঘমহনু । হতবান । তদেতদেকং বীর্য্যং । অমুপশ্চাদপোজলানি ততর্দ । হিংসিতবান্ । ভূমৌ নিপাততবানিত্যর্থঃ । ইন্দ্রং দ্বিতীয়ং বীর্য্যং । পর্কতানাং সম্বন্ধিনীর্ষক্কাঃ প্রবহনশীলা নদীঃ প্রাভিনৎ । ভিন্নবান্ । কুলঘয়কর্ষণেন প্রবাহিতবানিত্যর্থঃ ॥ ইদং তৃতীয়ং বীর্য্যং । এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং ।

বীর্য্যানি শূরবীর বিক্রান্তৌ । গ্যস্তাদচো যদিতি যৎ । গেরনিটীতি গিলোপঃ । তিৎস্বরিতাম ত স্বরিতত্বৎ । যতোহনাব ইত্যাদ্যদাত্ত্বৎ ন ভবতি । আদ্রাদাত্ত্বৎ ইতি শব্দেন বহুব্রীহীবাছাদাত্ত্বৎ দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যনেনৈবোত্তরপদাদ্যদাত্ত্বৎ সিদ্ধত্বাবীর্য্যৌ চেতি পুনস্তদ্বিধানমর্থকং স্মাৎ । অতোহবগম্যতে যতোহনাব ইত্যাদ্যদাত্ত্বৎ বীরশব্দে ন প্রবর্ত্তত ইতি । অতঃ পরিশেষাতিৎস্বরিতমিতি প্রত্যয়স্ত স্বরিতত্বমেব । বোচং । অশ্রুতিব্যক্তির্য্যাতিভ্যোহঙিতি চ্চুরঙাদেশঃ । বহুলং ছন্দস্তমাঙযোগেহপীত্যডভাবঃ । চকার । গলি লিংস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্বশ্চোদাত্ত্বৎ । যদবৃত্ত'যোগাদনিঘাতঃ । অহন ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

বজ্রযুক্ত ইন্দ্র পূর্বসিদ্ধ মুখ্য পরাক্রমযুক্ত কৰ্ম্ম (সম্পন্ন) করিয়াছিলেন । সেই ইন্দ্রদেবের তৎসমুদয় বীর্য্যের (বীর্য্যযুক্ত কার্য্যের) বিষয় বলিতেছি । তিনি (অহি নামক) মেঘকে হনন করিয়াছিলেন । সেই তাঁহার এক বীর্য্যবস্তুর কার্য্য । পরে তিনি জলসমূহকে হিংসা করিয়াছিলেন অর্থাৎ (মেঘ বিনীর্ণ করিয়া) ভূমিতে জল নিপাতিত করিয়াছিলেন । এই তাঁহার দ্বিতীয় বীর্য্যযুক্ত কার্য্য । (অতঃপর) তিনি পর্কত-সম্বন্ধি প্রবহনশীলা নদী-সমূহ উদ্ভিন্ন করেন অর্থাৎ পর্কত উদ্ভিন্ন করিয়া কর্ষণ দ্বারা নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন । ইহাই তাঁহার তৃতীয় বীর্য্যযুক্ত কার্য্য । পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে এতদ্বিষয় দ্রষ্টব্য ।

“বীর্য্যানি”—শূব, বীর ও বিক্রান্ত অর্থে এই পদ ব্যবহৃত হয় । “গ্যস্তাদচো যৎ” এই সূত্রানুসারে উক্ত বীর শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয়ে বীর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন ‘নেরনিটি’ নিয়মানুসারে গিচের এর লোপ এবং ‘তিৎস্বরিতং’ নিয়মে ৎ ইৎ হয় বলিয়া প্রত্যয়ের স্বর স্বরিত হইল । ‘যতোহনাব’ এই নিয়মে উদাত্ত হইল না । প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত স্বীকার করিলে সু শব্দের দ্বারা বহুব্রীহি সমাসে বিকল্পে আদ্রাদাত্ত্ব হয় । কিন্তু ‘দ্ব্যচ্ছন্দসি’ নিয়মে উত্তর-পদের আদি-স্বরের উদাত্তত্ব নিষ্পাদিত হওয়ায় ‘বীরবীর্য্যৌ চ’ নিয়মে পুনরায় তাহার আদ্রাদাত্ত-বিধানের প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া পড়ে । সুতরাং বুঝা যাউতেছে,—‘যতোহনাব’ সূত্রানুসারে বীর শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইতে পারে না । অতএব পারশেষে, ‘তিৎস্বরিতং’ এই নিয়মে প্রত্যয়ের স্বরিতস্বরই স্বীকার করা হইল । “বোচং” পদে ‘অশ্রুতিব্যক্তি ঋ্যাভ্যোহঙ’ সূত্রানুসারে চ্চু স্থানে অঙ আদেশ হইয়াছে ‘বহুলং ছন্দস্তমাঙযোগেহপ’ সূত্রানুসারে অট আগমের অভাব হইল । “চকার” পদে গ্যল্ প্রত্যয় । লিংস্বর চ্চু (উক্ত গ্যল্ প্রত্যয়ের ল ইৎ যার বলিয়া) প্রত্যয়ের পূর্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে । যদবৃত্তযোগ থাকায় নিঘাতস্বর হইল না । “অহন”

ঐতশ্চৈতীকারলোপে হল্‌ভ্যাবভ্য ইতি তকার লোপঃ । অহিং । আঙ্ পূর্বাঙ্কস্তেরাঙি ।
প্রচনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ । উ• ৪।১৩৯ । ইতীণ্ প্রত্যয়ঃ । আঙো হ্রস্বৎ চ । চ শব্দেন-
বঞো ডিৎসমানেন্থ্যাশ্চাদাত্ত ইতি ডিৎসং পূর্কপদোদাত্তৎ চানুকৃষ্যতে । ততষ্টিলাপে
র্ক দশ্যোদাত্তৎ । ততর্দ । উত্‌দির হিংসানাদরয়োঃ তিঙ্‌তিঙ্‌ ইতি নিঘাতঃ ।
ক্ষণাঃ । বক্ষ রোষে ক্রুধমণ্ডার্থেভ্যশ্চ । পা• ৩২।১৫১ । ইতি য্চ । চিৎস্বরং
ধিভ্যা ব্যত্যয়েন প্রত্যয়স্বরঃ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৩৬৭) ঋকের বিশদার্থ ।

—: . :—

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, কোনও ব্যক্তি-
বিশেষ যেন কহিতেছেন,—‘আমি বজ্রধারী ইন্দ্রদেবের পূর্বকৃত বীর্যের
বশয় কহিতেছি । তিনি অহিকে হনন করিয়াছিলেন । তিনি জল-
মূহকে ভূপাতিত করিয়াছিলেন । তিনি পর্বতের অবরোধ মুক্ত করিয়া
দীর্ঘ জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন ।’ এরূপ অর্থে, এই ঋকে, কোনও
মুখ্য কর্তৃক কোনও মনুষ্যের শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই
প্রতিপন্ন হয় । ঋকের অন্তর্গত ‘প্রবোচং,’ ‘চকার,’ ‘ততর্দ,’ ‘প অভিনং’
প্রভৃতি ক্রিয়াপদই ব্যাখ্যাকারগণকে ঐরূপ অর্থ অন্বেষণের পথে সহায়তা
করিয়াছে । এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, প্রথম আভাষে তাহা
বলিতেছি । আমরা বলি, ঐ ক্রিয়াপদ-কয়েকটীতেই অতীতের স্মৃতি

—এই পদে “লক্ষিতশ্চ” নিয়মে “ঈ-কারের এবং হল্‌ভ্যাবভ্যাং” সূত্রানুসারে ত-কারের লোপ
হইয়াছে । “অহিং” “আঙিশ্রিহানিভ্যাং হ্রস্বশ্চ” (উ• ৪।১৩৯) ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রানুসারে
আঙ্ পূর্কক হন ধাতুর ঈণ্ প্রত্যয়ে এই পদ নিস্পন্ন হইয়াছে । উক্ত সূত্রানুসারে আঙের
শ্ব হইয়াছে । চ-শব্দে যোগ-ভেদে ‘চেঙা ডিৎ সমানে থ্যাশ্চাদাত্ত’ নিয়ম প্রযুক্ত ডিৎভেদে
পূর্কপদের আদিস্বর উদাত্ত হয় । অতঃপর টি লোপ হওয়ায় পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ।
‘ততর্দ’ পদে উত্‌দির (ত্‌দ) ধাতুর তিৎসা ও অনাদব অর্থ বুঝায় । তিঙ্‌তিঙ্‌ নিয়মে উহাতে
নিঘাতস্বর হইয়াছে । ‘বক্ষণাঃ’ পদের বক্ষ ধাতু বোধার্থবোধক । ‘ক্রুধমণ্ডার্থেভ্যশ্চ’
পা• ৩২।১৫১ । এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উক্ত বক্ষ ধাতুর উত্তর য্চ প্রত্যয় এবং
চিৎস্বরকে বাধিয়া ব্যত্যয়ে ঐ পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে ॥ ১ ॥

* * *

ত্রিকালের-সম্বন্ধ আছে। ‘করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন, করেন’—এ সকল প্রকার ভাবই ঐ ক্রিয়াপদ-কয়েকটির মধ্যে নিহিত বলিয়া প্রতীত হয়। ব্যাখ্যাকারগণও, এ বিষয়ে বড়ই সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন। দেখুন—‘প্রবোচং’ পদ। এই পদটি লৌকিক ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সায়ন উহার অর্থ করিয়াছেন—‘প্রব্রবীমি’ অর্থাৎ ‘বলিতেছি’ (বর্তমান কাল)। একজন ব্যাখ্যাকারের মত,—ঐ ক্রিয়াপদের উৎপত্তিস্থল—‘প্র অবোচন্’। ঐ পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন—‘প্রকর্মেণ অবোচন্ ব্রবীমি।’ বুঝিয়া দেখুন—এখানে ভূতকালগোতক ‘লুঙের’ পদকে বর্তমানকালগোতক ‘লট’ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার, ব্যাখ্যার পূর্বে, কোনও ঋষি-বিশেষ ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—মনে করিয়া লইয়াছেন। তার পর ঐরূপ বর্তমানের ক্রিয়ার অবতারণায় অর্থ নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা না করিলে কোনও নির্দিষ্ট স্তবকর্তার সম্বন্ধ ঐ মন্ত্রের সহিত সংযোজন করা যায় না। আবার ঐ মন্ত্র উচ্চারণ-কালে, তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা উচ্চারিত না হইলে, সাগল্পস্থ থাকে না,—গোচ্ছারণকারীর সহিত মন্ত্র-সম্বন্ধও রক্ষা করা যায় না। সুতরাং কর্তায় সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অপঃ ক্রিয়াপদ তিনটীকে অতীতকাল-স্বাপক ক্রিয়াপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ব্যাখ্যা-পদ্ধতির প্রয়োজনানুসারে কালের ব্যত্যয় ঘটাইতে সকলেই বাধ্য হইয়াছেন, বুঝা যায়।

আমরা যে পথে চলিয়াছি, তাহাতে ব্যাখ্যায় কাল-পরিবর্তনের আবশ্যিক করে না। যদিও প্রতিবাক্যে দুই এক স্থলে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি, তথাপি আমরা মনে করি, নিত্যকালের সম্বন্ধ সর্বত্রই অটুট আছে। ঐ যে সকল অতীত-কালের ক্রিয়াপদ, উহাদের মর্ম—ত্রিকালগোতক। যিনি, যে অবস্থায়, যে কালেই হউক না কেন, যখনই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার মর্মার্থ অভিন্ন-ভাবেই প্রকটিত হইবে পূর্বেও যিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, এখনও যিনি প্রার্থনা করিতেছেন পরেও যিনি প্রার্থনা করিবেন, সকলের সকল কালের সম্বন্ধই উহাতে পূর্ণস্ফুট আছে। “ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতেছি”—এ বাক্য অতীত কালেও বলা হইয়াছে, বর্তমানেও বলা হইতেছে, আবার ভবিষ্যতেও

বলিতে হইবে। 'প্রবোচং' ক্রিয়াপদ বৈদিক ভাষাতে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। অন্য ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেও আমাদের ঐ একই বক্তব্য।

মন্ত্রে একদিকে, বাহু-প্রতি-পক্ষে মেঘবিদারণ-পূর্বক বারিবর্ষণরূপ কল্যাণ-সাধন, অত্রদিকে আধ্যাত্মিক-পক্ষে শত্রু-বিমর্দিন-পূর্বক হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সংরক্ষণ, প্রকাশ পাইতেছে। সকল কালে সকল অবস্থাতেই এ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। মন্ত্রের অপরাংশেও এইরূপ, এক পক্ষে, পাষণ-বিদারণ-পূর্বক নিব্বারিণীর উৎপত্তি-রূপ স্নিগ্ধতা-বিস্তারের ভাব, এবং অন্য পক্ষে রিপুসঙ্কুল পাষণ-সদৃশ হৃদয়ে মেহকারুণ্যাদির সঞ্চারণ-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝিয়া দেখুন, সকল কালে সকল অবস্থাতেই এই ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রার্থনা পক্ষে, এ থাকের মর্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার শক্তি ও করুণার পরিচয় নিয়তই প্রাপ্ত হইতেছি। আমার এই রিপুশত্রু-সঙ্কুল পাষণ হৃদয় বিগলিত করিয়া আপান প্রেম-পীযুষ-ধারা প্রবাহিত করিয়া দিউন।' (১ম—৩২সূ—১ধা)।

— • —

দ্বিতীয়া ধাক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাট্রিশং-সূক্তং । দ্বিতীয়া ধাক্ ।)

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়ানং ত্বষ্টাস্মৈ

বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ ।

বাশ্রাই ধেনবঃ স্তন্দমানা অঞ্জঃ

স্মুস্বদ্ জগ্মু বাপঃ ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অহ্ন্ । অহিং । পৰ্বতে । শিশ্রিয়ানং । ত্বষ্টা । অশ্নৈ ।

বজ্রং । স্বৰ্যং । ততক্ষ ।

বাপ্রাঃইব । ধেনবঃ । স্তন্দমানাঃ । অঞ্জঃ । সমুদ্রং ।

অব । জগ্মুঃ । আপঃ ॥ ২ ॥

মৰ্ম্মামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘ত্বষ্টা’ (ত্রাণকারী স দেবঃ) ‘অশ্নৈ’ (শত্রুবধনিমিত্তং) ‘স্বৰ্যং’ (গৰ্জ্জনশীলং, অতিভীষণং) ‘বজ্রং’ (শত্রুনাশকং অস্ত্রং, বিবেকরূপং) ‘ততক্ষ’ (নিশ্চিতবান্, উৎপাদিতবান্) ; তেন অশ্নেন, ‘পৰ্বতে’ (হৃদয়রূপছূৰ্ভেগুগিরিকন্দরে) ‘শিশ্রিয়ানং’ (আশ্রিতং) ‘অহিং’ (শত্রুং) ‘অহ্ন্’ (হতবান্) ; তদা ‘বাপ্রাঃ’ (বৎসঃ, দিবাঃ) ‘ইব’ (ণা) ‘ধেনবঃ’ (গাঃ প্রতি, আলোকরশ্মিঃ প্রতি) প্রধাবন্তি তদ্বৎ ‘স্তন্দমানাঃ’ (সস্তম্ভাবেন বিগলিতাঃ) ‘আপঃ’ (সদ্ভূতিনিবহাঃ) ‘সমুদ্রং’ (অনন্তস্বরূপং ভগবন্তং) ‘অবজগ্মুঃ’ (প্রাপ্তাঃ) । ভগবৎরূপয়া যদা মৰ্ম্মামুসারিণীঃ রিপুশত্রুদমনসমৰ্থাঃ ভবন্তি, তদা সদ্ভূতিনিবহা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি । ইতি ভাবঃ । (১ম—৩২সূ—১৭) ।

বঙ্গামুবাদ ।

শত্রুবধের নিমিত্ত, সেই ত্রাণকারী দেবতা, (বিবেকরূপ) অতিভীষণ শত্রুনাশক অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ (উৎপন্ন) করেন ; সেই অস্ত্র (দ্বারা) হৃদয়রূপ ছূৰ্ভেগু গিরিকন্দরে আশ্রয় প্রাপ্ত শত্রুকে তিনি নিহত করেন ; তখন, বৎস যেমন ধেনুর প্রতি ধাবমান হয় (অথবা, দিবা যেমন আলোক-রশ্মির প্রতি প্রধাবিত হয়) সেইরূপ, সস্তম্ভাবে বিগলিত সদ্ভূতিনিবহ সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয় । (১ম—৩২সূ—২৭) ।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

পর্কতে শিশ্রয়ণমাশ্রিতমহিং মেঘমঃন্ । হহবান্ । অস্মৈ ইন্দ্রায় স্বর্গঃ সূর্য প্রেরণীঃ যদা শব্দনীয়ং স্ততাং দৃষ্টা বিশ্বকর্মা বজ্রং ততক্ষ । তনুকৃতবান্ । তেন বজ্রেন মেঘে ভিন্ন সতি স্তন্দমানাঃ প্রস্রবণযুক্তা আপঃ সমুদ্রাঃ সম্যগবজ্রগুঃ । প্রাপ্তাঃ । তত্র দৃষ্টাস্তা । বাশ্রাঃ বৎসান্ প্রতি হৃদ্বারবোপেতা ধেনব ইব । যথা ধেনবঃ সহসা বৎসগৃহে গচ্ছতি তদ্বৎ ॥

শিশ্রয়ণং । শ্রিঞ্ সেবায়াং । গিটঃ কানচ্ । দ্বির্ভাবহলোপাদিশেষে ষড্ভাদেশঃ । চিত ইত্যস্তোপাত্ত্বৎ স্বর্ঘং ঋ গতো । অস্মাৎ সূপূর্কাদৃহলোপাদিত্তি গ্যৎ সংজ্ঞা-পূর্ককো বিধিরনিত্য ইতি বুদ্ধ্যভাবঃ । যদা স্বৃ শব্দোপতাপয়োরিত্যস্মাৎ গ্যতি পূর্কবদৃহলো-ভাবঃ । তিৎস্বরিত্তি স্বরিত্ত্বৎ । বাশ্রপ্ত ইতি বাশ্রাঃ । বাশৃ শব্দে স্ফায়িত-কৌত্যাদিনা রক্ । অগ্মুঃ । উস গমহনেতুপথালোপঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৩৬৮) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে । এক প্রকার অর্থে প্রকাশ,—ইন্দ্রদেব মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন । অন্য প্রকার অর্থ—ইন্দ্রদেব কর্তৃক বৃত্র নামক অসুর নিহত হইয়াছিল । এক অর্থে—ত্বষ্টা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

পর্কতাস্রিত মেঘকে তিনি হনন করিয়াছেন সেইজন্ত (দেবশিল্পী) বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের নিমিত্ত সূর্য প্রেরণী এবং শব্দযুক্ত স্তবাহ বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই বজ্র দ্বারা মেঘ উদ্ভিন্ন হইলে, প্রস্রবণযুক্ত জলসমূহ সমুদ্রকে সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পর্কতগাত্র-সংলগ্ন মেঘ সমূহ বিগলিত হইলে, তাহার বারিরাশি নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া সাগরে নিপতিত হয়) । এতদ্ব্যয়ে দৃষ্টাস্ত ; যথা,—হৃদ্বারবে ধেনুগণ যেমন বৎসের প্রতি ধাবমান্ হয়, অথবা সহসা ধেনুগণ যেমন বৎস-গৃহে উপস্থিত হয়, (পর্কতগাত্র-সংলগ্ন মেঘ-সমূহের জলরাশি সেইরূপে সাগর প্রাপ্ত হয়) ।

“শিশ্রয়ণং” এই পদে শ্রিঞ্, ধাতু সেবার্থবোধক । উক্ত শ্রিঞ্-ধাতুর উত্তর লিট বিভক্তির স্থানে কানচ্ (আন) প্রত্যয়, দ্বির্ভাব, ‘হলাদি শেষ’ এবং ইয়ঙ আদেশে উক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । “চিতঃ” এই নিয়মে উহার অন্তস্বর উদাত্ত । “স্বর্ঘং” পদে ঋ ধাতুর অর্থ গমন । ‘ঋহলোপাৎ’ এই সূত্রানুসারে সূ পূর্কক উক্ত ঋ ধাতুর উত্তর গ্যৎ প্রত্যয় হইয়াছে । সংজ্ঞা-পূর্কক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু উহার বৃদ্ধি হইল না । অথবা, শব্দ এবং উপমাপার্থ-বোধক স্বৃ ধাতুর উত্তর গ্যৎ প্রত্যয়ে পূর্কের স্তম্ভ বৃদ্ধির অভাব করিয়াও ঐ পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে । ‘তিৎস্বরিত্ত্বৎ’ এই নিয়মে উহাতে স্বরিত্ত্বৎ হইয়াছে । ‘শব্দ করে’ এতদ্ব্যয়ে “বাস্র” পদ নিষ্পন্ন । বাশৃ ধাতু শব্দার্থ-জ্ঞাপক । ‘স্ফায়িতকি’ এই নিয়মে তদন্তর রক্ প্রত্যয় । “অগ্মু” এই পদে “গমি গমহনে” ইত্যাদি সূত্রে উস্ প্রত্যয় করিয়া উপধার লোপে এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ২ ॥

বা বিধকর্মা ইন্দ্রের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; অন্য অর্থে মেঘ-বিদারণের জন্য ত্বষ্টা কর্তৃক সে বজ্র নির্মিত হইয়াছিল । এক অর্থ—স্থূল-প্রকৃতির সহিত অস্থিত ; অন্য অর্থ—লৌকিক যুদ্ধ-ব্যাপারের সহিত সংশ্রববিশিষ্ট । ঋকের প্রথমাংশ-বিষয়ে যেমন এইরূপ দ্বিবিধ ভাব প্রকাশিত, দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধেও সেই প্রকার দুই অর্থ পাওয়া যায় । এক পক্ষ বলেন,—এই ঋক্ পুরাবৃত্তের একটি প্রাচীন ঘটনার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট । বাবু (বাবিলন) নগরের রাজা বুত্রামুর সাতটি নদীর মোহানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । ইন্দ্র কর্তৃক বুত্রামুর নিহত হইলে, সেই সকল মোহানা বাঁধমুক্ত হইয়াছিল । তাহাতে নদীর জল সবেগে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয় । এ ঋকে, “স্বন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ” বাক্যে, সেই ঘটনার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু সায়ণভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—মেঘ বিদীর্ণ হইলে যে বারিবর্ষণ হয়, তাহা সমুদ্রাভিমুখে বেগে ধাবমান হইয়া থাকে । সেই বিষয়ই এখানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে । “বাস্রা ইব ধেনবঃ” বাক্যের অর্থ বিষয়ে অবশ্য কাহাবও মধ্যে মতবৈধ দেখি না । এ সম্বন্ধ সকলেই বলিয়াছেন,—‘গাভী যেমন হাঙ্গা রব করিয়া বাছুরের নিকট যায়’—এ বাক্যে সেই অর্থই প্রকাশিত ।

আমাদের অর্থ, ঐ সকল অর্থ হইতে ভিন্ন প্রকার নির্দ্ধারিত হইল । প্রথম ‘ত্বষ্টা’ পদে আমরা ‘দ্রাণকারী’ অর্থ গ্রহণ করি, এ বিষয় পূর্বেই (বিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) বিশেষভাবে আলাচিত হইয়াছে । শত্রুহনন এবং তজ্জন্য অস্ত্রনির্মাণ উভয়ই যে একই ভগবানের (দেবতার) কর্ম, তাহাই উপলব্ধ হয় । তিনিই শত্রুনাশের উপযোগী বিবেকরূপ অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন ; তিনিই আবার সেই অস্ত্রে শত্রু-সংহার-সাধন করিতেছেন । মনুষ্যের নিজস্ব কোনও শক্তি বা সামর্থ্য নাই বা থাকিতে পারে না । ভগবানের অনুকম্পাই তাহার সকল শক্তি—সকল সামর্থ্য । এই ভাব গ্রহণ করিলে, পূর্ব ঋকের সহিত এই ঋকের অপূর্ব সম্বন্ধ-সংশ্রব পরিদৃষ্ট হইবে । শত্রু ‘পর্বতে আশ্রিত’ বলিয়া ঋকে প্রকাশ । তাহার তাৎপর্য এই যে, তাহারা হৃদয়রূপ দৃঢ়-গিরিকন্দরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । আমাদের রিপুশত্রুগণ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য নুতন অনর্থের শূত্রপাত করিতেছে ; অথচ আমরা তাহাদিগকে কোনও

প্রকারেই দমন করিতে পারিতেছি না। তাই পৰ্ব্বতেব অভ্যন্তরে তাহাদের বাসস্থান পরিকল্পিত হইয়াছে। গিরি-গহ্বরের অভ্যন্তরে অবস্থিত শত্রুকে যেমন দৃঢ় বজ্রাঘাত ভিন্ন উদ্ভিন্ন করা যায় না, হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত রিপু-শত্রুগণকেও সেইরূপ বিবেকরূপ বজ্রের দ্বারা নিহত করার আবশ্যিক হয়। শত্রুগণ সেইরূপে বিনাশ-প্রাপ্ত হইলে, হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ অবশ্যস্বাভাবী। তখন, সেই সদ্ভাবে বিগলিত বিমিশ্রিত হইয়া হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়। তখন মানুষ ভগবৎ-কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যে আদৌ আকৃষ্ট হয় না। সেই তত্ত্বটী এখানে পরিবর্তিত। অতঃপর উপমাটির বিষয় অনুধাবন করুন। গাভী যেমন বৎসের প্রতি ধাবমান হয়—এরূপ অর্থ না ক'র, এ

আলোক শির সহিত মিলিত হয়, এইরূপ উপমাই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। 'বাত্মাঃ' পদে 'বৎস' বা 'বাছুর' অপেক্ষা 'দিবা' অর্থই সমীচীন। 'ধেনবঃ' পদে 'রশ্মি' অর্থ আমনন করার নিগূঢ় ভাব আছে। পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি। 'রশ্মি' যেমন পানকারী, রশ্মির দ্বারা যেমন সংসারের সকল রস আকৃষ্ট (পীত) হয়, তেমন আর কোনও বস্তুই নাই। সে পক্ষে 'ধেনবঃ' পদের মুখ্য অর্থে 'রশ্ময়ঃ' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে অর্থ অধিকতর সঙ্গত হইয়া আসে। সেই বিবেচনাতেই আমরা মস্তুর অর্থ নিষ্কাশন করিলাম। দিবার সহিত সূর্য্যরশ্মির যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাব, শুদ্ধসদ্ভাবের উদয়ে 'মুমে' ভগবানে সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন-ভাব সঞ্জাত হয়। ইহাই এ ধাকের অর্থ বলিয়া মনে করি। (১ম—৩২সূ—২ধা)।

— . —

তৃতীয়া ধাক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলং। ষাত্রিংশ-সূক্তং। তৃতীয়া ধাক্)।

যস্যায়মাণোহ্বরগীত সোমং ত্রিক্রকেষপিবৎসুতশ্চ।

আমায়কং যস্যবাদন্ত বজ্রমহ্মেনং প্রথমজামহীনাং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

বৃষহ্ষমাণঃ । অবৃণীত । সোমং । ত্রিক্রক্ৰকেষু । অপিবৎ । স্ততশ্চ ।

আ । সায়কং । মঘহবা । অদত্ত । বজ্রং । অহন্ । এনং ।

প্রথমহজাং । অহীনাং ॥ ৩ ॥

মর্গাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘বৃষহ্ষমাণঃ’ (অভীষ্টপূরকঃ স ভগবান্) ‘সোমং’ (শুদ্ধসম্বভাবং) ‘অবৃণীত’ (আকাঙ্ক্ষতে, অভিলষতে) ; ‘ত্রিক্রক্ৰকেষু’ (ত্রিবিধযোগেষু, কর্মজ্ঞানভক্তীনাং সমন্বয়সাধনেষু) ‘স্ততশ্চ’ (সম্বভাবস্ত ভাগং ইতি যাবৎ) ‘অপিবৎ’ (পানরতোহভবৎ, চিরসম্বন্ধযুতোহতিষ্ঠৎ) ; ‘মঘবা’ (পরমৈশ্বর্য্যাসম্পন্নঃ স ভগবান্) ‘সায়কং’ (স্মৃতীক্ষণং, নাশকং) ‘বজ্রং’ (অস্ত্রং) ‘অদত্ত’ (শত্রুনাশনিমিত্তং সদা গৃহীতবান্) ; তেন বজ্রেণ ‘অহীনাং’ (শত্রুণাং) ‘প্রথমহজাং’ (প্রধানতঃ, শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং) ‘এনং’ (পরিদৃশ্যমানং অজ্ঞানরূপং শত্রুং) ‘অহন্’ (বিনাশং কৃতবান্) । শুদ্ধসম্বভাবেন সহ চিরসম্বন্ধযুতঃ সন্ স দেবঃ তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ অজ্ঞানরূপং শ্রেষ্ঠশত্রুং আহতে । তদা, হে মনঃ, তং শুদ্ধসম্বভাবসম্বন্ধসমর্থো ভব । ইতি ভাবঃ । (১ম—৩২সূ—৩খ) ।

বঙ্গাসুবাদ ।

অভীষ্টপূরক সেই ভগবান, শুদ্ধসম্বভাবের আকাঙ্ক্ষা করেন; কর্মজ্ঞানভক্তির সমন্বয়-সাধন-রূপ সম্বভাবের সহিত তিনি চির-সম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন; পরমৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন সেই ভগবান্ (তোমার শত্রুনাশের নিমিত্ত) স্মৃতীক্ষণ অস্ত্র (সদাকাল) গ্রহণ করিয়া আছেন; সেই অস্ত্রের দ্বারা শত্রুদিগের প্রধানস্থানীয় পরিদৃশ্যমান্ তোমার অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে তিনি বধ করেন । (প্রধান শত্রু নিহত হইলেই অপর সকল শত্রু বিমর্দিত হয়—ইহাই মনে করা যায়) । (১ম—৩২সূ—৩খ) ।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বৃষায়মাণো বৃষ ইবাচরন্নিম্নঃ সোমমবৃণীত । বৃতবান্ । ত্রিকক্রকেষু । জ্যোতির্গৌরায়ু-
রিত্যেতন্নামকাস্ত্রয়োঃ যাগান্ত্রিকক্রকা উচ্যন্তে । তেষু স্তৃত্তাভিযুতস্ত । সোমস্তাংশমপিবৎ ।
পীতবান্ । মধবা ধনবানিন্দ্রঃ সায়কং বন্ধকং বজ্রমাদত্ত । স্বীকৃতবান্ । তেন চ বজ্রেণাহীনাং
মেধানাং মধ্যে প্রথমজ্ঞাং প্রথমোৎপন্নং মেঘমহন । হতবান্ ॥

বৃষায়মাণঃ । বৃষ ইবাচরন্ । কর্তুঃ ক্যঙসলোপশ্চ । পা০ ৩।১।১১ । ইতি ক্যঙ্ ।
অকুৎসার্কধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ । অহুপদেশাক্কাতোরস্তোদাত্ত্বে কঙস্তাক্কাতোরস্তোদাত্ত্বে ।
সায়কং ষিঞ্ বন্ধনে । সিনোতীতি । সায়কঃ খুল্ । লিৎস্বরেণাহুদাত্ত্বে । প্রথমজ্ঞাং ।
প্রথমং জায়ত ইতি প্রথমজ্ঞাঃ । জনপনখনক্রমগমো বিট্ । বিড়নোরিত্যাত্ত্বে ॥ ৩ ॥

• • •

তৃতীয় (৩৬১) ঋকের বিশদার্থ ।

—: * : —

এই ঋকের স্মূল শিক্ষা এই যে,—‘মানুষ’ তুমি তোমার কর্ম জ্ঞান-
ভক্তি তিনের উৎকর্ষ-সাধন কর । ঐ তিনের উৎকর্ষ-সাধনই তিনটি
প্রকৃষ্ট যজ্ঞ-সম্পাদন । ঐ তিনের উৎকর্ষ ও সমন্বয় দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাবের
উন্মেষ হয় । ভগবান সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরম অনুরাগী; তৎসহ
তিনি সদা বিচরমান্ । প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকে মধুপ যেমন আত্মহারা হইয়া
মধুপানে নিরত থাকে, শ্রীভগবান্ সেইরূপ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির উৎকর্ষ-
জাত শুদ্ধসত্ত্বভাবসহ চিরসম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন । সে অবস্থায়, তোমার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

বৃষের ঋষি আচরণে ইন্দ্রদেব সোমকে ভজনা করিয়াছিলেন । ত্রিকক্রক যজ্ঞে (অর্থাৎ
জ্যোতিষ্টোম, গোমেধ এবং আয়ুর্নামক ত্রিবিধ যজ্ঞে) তিনি অভিযুত সোমের অংশ পান
করিয়াছিলেন । ধনবান ইন্দ্রদেব বজ্ররূপ সায়ক গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই বজ্রের দ্বারা
তিনি মেঘসমূহের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘকে হনন করেন ।

‘বৃষায়মাণঃ’ পদটি, ‘বৃষের ঋষি আচরণ করিয়া’ এই অর্থে, ‘কর্তু ক্রাঙ শলোপশ্চ’
(পা০ ৩।১।১১) সূত্রানুসারে ক্যঙ্ প্রত্যয় করিয়া, ‘অকুৎসার্কধাতুকয়োঃ’ সূত্র দ্বারা দীর্ঘ
হইয়াছে । আকারের উপদেশ থাকায় ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে । ‘সায়কং’ পদে ষিঞ্
ধাতুর অর্থ বন্ধন । ‘বন্ধন করিতেছে’—এই অর্থে উক্ত ষিঞ্ ধাতুর উত্তর খুল্ প্রত্যয় করিয়া
‘সায়কং’ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । লিৎস্বর হেতু আদিস্বর উদাত্ত । ‘প্রথমজ্ঞাং’—‘প্রথমেই জাত
হয়’ এই অর্থে প্রথম শব্দ পূর্বক জন্ ধাতুর উত্তর ‘জনপনখনক্রমগমবিট্’ এই সূত্রানুসারে বিট্
প্রত্যয় এবং ‘বিড় বনোঃ’ সূত্রের দ্বারা আকার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অন্তরের শত্রু-সকল আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না । কেন-না, সেই সকল শত্রুর বিনাশ-সাধন জন্য শ্রীভগবান বিবেকরূপ স্ত্রীক্ক বজ্রাস্ত্র ধারণ করিয়া তোমার হৃদয়ে বিত্তমান থাকেন ; এবং শত্রুকুলের আদিভূত যে শত্রু, তাহাকে সংহার করেন ।’

‘প্রথমজ্ঞাৎ’ অর্থাৎ আদিভূত বলিতে অজ্ঞানতাকেই বুঝায় । সেই শত্রুই প্রথম উৎপন্ন হয় । প্রধানও সেই । অজ্ঞানতা হইতেই পতন-কারণ কামাদি রিপুশত্রুগণ উদ্ভূত হয় । বিবেকরূপ শাণিত অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞানতাকে নাশ করিতে পারিলেই, আদিভূত প্রধান শত্রুর নাশ জনিত ভ্রাসে, অপর সকল শত্রু পলায়নপর হয়, অথবা আপনা-আপনিই বিনাশ পায় । অতএব, বলা হইতেছে,—‘মানুষ, তুমি প্রথমে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে বদ্ধপরিকর হও । তোমার শ্রেয়ঃ তখন শ্রীভগবান্ আপনিই আনিয়া উপস্থিত করিবেন ।’

এই তো থাকের নিগূঢ় তাৎপর্য । কিন্তু যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন । এক অর্থে প্রকাশ,—‘বলবান ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপযুক্তপরি যজ্ঞব্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন । তৎপরে বলবান্ ইন্দ্রদেব মারক বজ্র গ্রহ । পৃথক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাস্ত্রকে বধ করিয়াছিলেন ।’ সায়ণের ব্যাখ্যায় সোমপানের সমর্থন আছে বটে ; কিন্তু প্রথম-মেঘকে ইন্দ্রদেব বিদারণ করিয়াছিলেন,—সায়ণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ! তবে প্রথম মেঘ যে কি, তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহা বুঝা যায় না । যাহা হউক, এক প্রকার অর্থে—বৃত্রাস্ত্রের বধ ব্যাপার, অন্য প্রকার অর্থে—মেঘ হইতে বারিবর্ষণ,—ইহাই হইল থাকের প্রচলিত ব্যাখ্যা-বিসৃতি ! আমাদের ভাব ও সায়ণের ভাব, যথাক্রমে আমাদের মন্মানু-নারিণী ব্যাখ্যায় ও সায়ণের ভাষ্যেই বোধগম্য হইবে ।

থাকের অন্তর্গত কয়েকটি শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারিলেই আমাদের অর্থের সার্থকতা বোধগম্য হইতে পারে । প্রথম—‘বৃষায়মাণঃ’ । ‘বৃষ’ শব্দের সায়ণই অনেক স্থলে ‘অভীষ্টবর্ষণকারী’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । এখানে ‘বৃষ ইবাচরণ্’ লিখায়, সাধারণ ব্যাখ্যাকারগণ ‘বৃষের (ষাঁড়ের) ন্যায় আচরণশীল’ অর্থাৎ বলবান

(একগুঁয়ে) রূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এ অর্থ কতদূর যৌক্তিকতা-পূর্ণ, পূর্বাপর থাকের অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধ হইবে। থাকের আর একটা পদ—‘ত্রিকঙ্ককেষু’। ইহাতে সায়ণ তিন প্রকার যজ্ঞ সাধনের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন; অশ্বাশ্ব ব্যাখ্যাকারগণ, সায়ণ হইতে স্বতন্ত্র আর এক রকমের তিন প্রকার যজ্ঞের নাম করিয়াছেন। তিন কালের যজ্ঞ-রূপ অর্থও উহা হইতে আসিতে পারে। কিন্তু সকল যজ্ঞের মার যজ্ঞ—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির যজ্ঞ। তিন যজ্ঞ বলিতে, এখানে ঐ তিনের যজ্ঞই বুঝা যায়। কর্মযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ও ভক্তিয়জ্ঞ—সাধন-পন্থায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ‘অপিবৎ’ পদে ‘পানে সংযুক্ত’ ভাব প্রকাশ পায়। ‘প্রথমজাং’ পদে ‘প্রথম উৎপন্ন’ অর্থ আসে। উহাতে মেঘের প্রথম বা অসুরদের প্রথম (আদি) অর্থ বড় কষ্ট-কল্পনায় আনিতে হয়। কিন্তু উহাতে ‘অজ্ঞানতা’ ভাব গ্রহণ করিলে, সঙ্গত অর্থ আসে। কেন-না, অজ্ঞানতা সকলেরই আদিভূত। ‘বৃত্র’ ‘মেঘ’, ‘অহি’ প্রভৃতি পদে জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতাকে এবং উহার সাস্থোপাস্থ কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণকে বুঝাইয়া থাকে। অজ্ঞানতার অভীষ্টসাধক অসদ্বৃতি প্রভৃতিই ঐ সকল পদে এখানে প্রকাশ পাইতেছে। এ সকল বিষয় পূর্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। (১ম—৩২সূ—৩৩)।

— . —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যদিদ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোতমায়াঃ।

আৎসূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদীত্নাশক্রং ন

কিলা বিবিৎসে ॥ ৪ ॥

• • •

পদ বিশ্লেষণঃ ।

যৎ । ইন্দ্র । অহন্ । প্রথমজ্ঞাং । অহীনাং । আং । মায়িনাং ।

অমিনাঃ । প্র । উত । মায়াঃ ।

আং । সূর্যং । জনয়ন্ । ঞ্চাং । উষসং । তাদীত্বা । শক্রং ।

ন । কিল । বিবিৎসে ॥ ৪ ॥

মর্ধ্যাক্সসারিণী-ব্যাখ্যা ।

‘ইন্দ্র’ (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ‘যৎ’ (যস) ঞ্চঃ ‘অহীনাং’ (শক্রগাং) ‘প্রথমজ্ঞাং’ (প্রথমোৎপন্নং, অজ্ঞানং) ‘অহন্’ (হতবানসি) ‘উত’ (অপিচ) ‘মায়িনাং’ (মায়াদিনাং, কামাদীনাং) ‘মায়াঃ’ (ছলচাতুর্যাদিন্) ‘প্রামিনাঃ’ (সর্ষতোভাবেন নাশিতবানসি) ; ‘তাদীত্বা’ (তদানীং, অজ্ঞান-নাশ-পূর্ষক-শক্রহৃচ্চাতুর্যাদি নাশাৎ পদং) ‘ঞাং’ (দিবি, অয়াকং হৃদাকাশে) ‘উষসং’ (উষঃকালং, জ্ঞানোন্মেষণং) ‘সূর্যং’ (সূর্যোদয়ং, পূর্ণজ্ঞানং) ‘জনয়ন্’ (প্রকাশয়ন্), ‘শক্রং’ (রিপুং, বৈরিণং) ‘কিল’ (কৃত্বাপি) ‘ন বিবিৎসে’ (ন লঙ্ঘান্, ন দৃষ্টবান্) । যদা অজ্ঞাননাশো ভবতি, যদা রিপুপ্রভাবো বিনষ্টো ভবতি, তদা পর্যায়ক্রমেণ মর্ধ্যাক্সাঃ পূর্ণজ্ঞানং লভতে । ইতি ভাবঃ । (১ম—৩২সূ—৪ধ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! যখন আপনি শক্রগণের আদিভূত অজ্ঞানতাকে হনন করেন, আর যখন সেই মায়াগণ শক্রগণের ছলচাতুর্য সর্ষতোভাবে নষ্ট করেন ; তখন, আমাদের হৃদয়াকাশে উষাদয়ের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষ এবং সূর্যোদয়ের ন্যায় পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, শত্রুকে কোথাও আর দৃষ্ট হইবে না (শত্রুর চিহ্ন মাত্র লোপ পাইবে) । (১ম—৩২সূ—৪ধ) ।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

উত অপিচ হে ইন্দ্র যদ্বদাহীনাং মেঘানাং মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘমহন ।
বানসি । আং তদনস্তরং মায়িনাং মায়োপেতানামসুরাণাং সঙ্কিনীর্শ্নায়াঃ প্রামিনাঃ
কর্ষণে নাশিতবানসি । অনস্তরং সূর্য্যমুঘাসমুঘঃকালং ত্র্যামাকাশং চ জনয়ন্ উৎপাদয়ন্ন-
কমেঘনিবারণেন প্রকাশয়ন্ বর্তসে । তাদীত্না তদানীমাবরকারকাভাবাচ্ছক্রং ঘাতকং
রিণং ন বিবিৎসে কিল । স্বং ন লকুবান্ খলু ॥

অহন । হস্তেলঙি হলঙ্যাবভ্য ইতি সিলোপঃ । অটাগমঃ উদাত্তঃ । যদ্বৃত্তযোগাদ-
ঘাতঃ । মায়িনাং । মায় শব্দস্ত ব্রীহাদিষু পাঠাদ্ভীহাদিভ্যশ্চ । পা० ৫.২।১১৬ ।
তি মত্বর্ষীয় ইনিঃ । অমিনাঃ । মীঞ্ হিংসায়ঃ । ক্রেয়াদিকঃ । মীনাতের্নির্গমে । পা०
৩।১৭ । ইতি হ্রস্বস্বং । তাদীত্নাতদানীমিত্যস্ত পৃষোদরাদিত্বাধ্বর্গবিপর্যায়ঃ । কিল । নিপাত-
গতি দীর্ঘস্বং । বিবিৎসে । বিদ্ লাত্তে । ক্র্যাদিনিয়মাৎ প্রাপ্ত ইট্ ব্যত্যয়েন ন ভবতি ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (৩৭০) ঋকের বিশদার্থ ।

—:—:—

প্রচলিত অর্থে ঋকের এক অংশে মেঘকে, এক অংশে বা অসুরকে
লক্ষ্য দেখি । অসুরদের মায়া-রূপ মেঘ বিদীর্ণ হইলে উষাকাল আসে,
এবং সূর্য্যোদয় ঘটে । এইরূপে আবরণক অন্ধকার দূর হইলে, শক্রকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

অপিচ. হে ইন্দ্রদেব, আপনি মেঘ-সমূহের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘকে নিহত করিয়াছিলেন ।
তদনস্তর মায়াদর্শনীল অসুরসঙ্কিনী মায় প্রকৃষ্টরূপে নাশ করিয়াছেন । তার পর, সূর্য্য, উষা
ও আকাশ প্রভৃতিকে উৎপন্ন করেন এবং তাহাদের আবরণকারী মেঘ-সমূহকে নিবারণ করিয়া
তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । অতঃপর, আবরণকারী অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায়,
আপনার কেহই শক্র ছিল না (অর্থাৎ আপনার সকল শক্রই বিনষ্ট হইয়াছিল) ।

“অহন” পদ, হন্ ধাতুব উত্তর লঙ্ বিভক্তিতে ‘হলঙ্যাবভ্যঃ’ সূত্রানুসারে সি-এর লোপ
করিয়া নিস্পন্ন হইয়াছে । অতঃপর উহাতে অটাগম এবং উদাত্তস্বর বিহিত । যদ্বৃত্ত-যোগ-
হেতু নিঘাতস্বর হইল না । “মায়িনাং”—ব্রীহাদি মধ্যে মায় শব্দ পঠিত হওয়ায়
‘ব্রীহাদিভ্যশ্চ’ (পা० ৫.২।১১৬) সূত্রানুসারে মায় শব্দের উত্তর মত্বর্থে ইনি প্রত্যয় ।
“অমিনাঃ” পদের মীঞ্ ধাতু হিংসার্থে প্রযুক্ত হয় । ক্র্যাদিগণীর হিংসার্থক মীঞ্ ধাতু হইতে
এই পদ নিস্পন্ন । ‘মীনাতের্নির্গমে’ (পা० ৭.৩।১৭)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে
মীন্-এর ঙ্-কার স্থানে ই-কার আদেশ হইয়াছে । “তাদীত্না”—তদানীং শব্দে পৃষোদরাদিত্ব-
হেতু এই পদে বর্ণ-বিপর্যায় সংঘটিত হইয়াছে । “কিল”—‘নিপাতস্ত’ এই নিয়মে নিপাত-হেতু
এই পদ দীর্ঘস্ব-প্রাপ্ত হইল । “বিবিৎসে” পদের বিদ্ লাত্তার্থে প্রযুক্ত হয় । ব্যত্যয়-
হেতু ক্র্যাদিনিয়ম-প্রাপ্ত ইটের আগম হইল না ॥ ৪ ॥

আর খুজিয়া পাওয়া যায় না। ঋকের এইরূপ প্রহেলিকাপূর্ণ অর্থ প্রচলিত এ বিষয়ে সাধারণের ভাষাও দুর্বোধ্য; অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যাও জটিল। ইন্দ্রদেব প্রথমোৎপন্ন মেঘকে হনন করিয়াছিলেন—ইহারই বা তাৎপর্য কি? আবার তার পর তিনি শক্রদিগের মায়া বিনাশ করেন,—ইহাতেই বা কি বুঝায়? যদি মেঘাপসারণ অর্থই হয়; কিন্তু তাহাতে উষা-সমাগম কিরূপে সম্ভবপর? মেঘের সহিত উষার কি সম্বন্ধ আছে? এইরূপে কোনও ব্যাখ্যারই ভাবসঙ্গতি-রক্ষায় আমরা সমর্থ হই না। একজন ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন—“ইন্দ্রদেব যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া তদলস্থ মায়াবী অসুরদিগের কুচক্র নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য, উষাকাল ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন আর কোনও শক্র দেখিতে পান নাই।” এ সকল উক্তির মধ্যেও কোনও সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়া পাই না। পরস্তু এ সকল পরস্পর বিপরীত ভাবমূলক উক্তিতে স্বতঃই মনে হয়, ইহার মধ্যে কোনও রূপক বা উপমার বিষয় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আমরা যে পথের অনুসরণে ঋকের অর্থের অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা সেই রূপকের বা উপমার আবরণ ভেদ করিতেছে মাত্র। তাহাতে ভাবের ও অর্থের কিরূপ সঙ্গতি রক্ষা হয়, একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অজ্ঞানতাই যে পরমার্থতত্ত্বানুসন্ধানের পথে প্রথম ও প্রধান শত্রু, তাহা নিঃসন্দেহ। অজ্ঞানতা দূর হইলে, রিপু-শত্রুগণের সকলেরই সকল প্রকার মায়াজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে জ্ঞান-স্ফূর্তি হয়। উষার ও সূর্য্যের সম্বন্ধ সূচনায়, জ্ঞানোদয়ের স্তরের প্রতি লক্ষ্য আসে। অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার যেমন অল্পে অল্পে দূর হইবে, তেমনই উষোদয়ের ন্যায় জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণস্ফূর্তি ঘটিবে। তখন আর শত্রুব চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হইবে না। যখন অজ্ঞান নাশ হয়, রিপুশত্রুর প্রভাব বিনষ্ট হইয়া আসে, তখন পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্য পূর্ণজ্ঞান লাভ করে। এই ঋক্সত্রের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এখানে উপমায়, রূপকালঙ্কারে, এই পরম তত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। (১ম—৩২সূ—৪ধ)।

পঞ্চমী পাক ।

(প্রথমং গণ্ডলং । দ্বাত্রিংশৎসুক্তং পঞ্চমী পাক)

অহন্ যত্র যত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রা বজ্রেণ মহতা বধেন ।

স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিরকৃগাহিঃ

শয়ত উপপৃকৃ পৃথিব্যাঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

অহন্ । যত্র । যত্রতরং । বিহংসং । ইন্দ্রঃ । বজ্রেণ ।

মহতা । বধেন ।

স্কন্ধাংসিহইণ । কুলিশেনা । বিরকৃগা । অহিঃ । শয়তে ।

উপপৃকৃ । পৃথিব্যাঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মন্ত্রাসুনারিকী ব্যাখ্যা ।

'অহন্' (অগণান ইন্দ্রোহেণ) 'মহতা' (প্রকৃষ্টেণ) 'বধেন' (যারকেণ) 'বজ্রেণ' (অস্ত্রেণ, বিবেকরূপশাগিতাজ্জ্ঞেণ) 'যত্রতরং' (অতিকঠোরং, অধুষ্টতরং) 'যত্র' (শক্র-সেনানামকং অজ্ঞানং) 'ব্যংসং' (ছিন্নস্কন্ধং সহকারিশূন্যং) 'অহম্' (হতবান্) ; 'কুলিশেন' (কুঠারেন) 'বিরকৃ' (বিশেষতশ্চিন্নানি) স্কন্ধাংসি (বৃক্ষস্কন্ধাঃ) 'ইণ' (যথা ভূতলে অবলুষ্ঠান্ত) , তসৎ 'অহিঃ' (পক্রঃ) পৃথিব্যাঃ (ভূমেঃ) 'উপপৃকৃ' (উপরি) 'শয়তে' (শয়নং করোতি, বিলুষ্ঠতি ইতি শেষঃ) । বিবেকরূপশাগিতজ্ঞাঘাতেন অজ্ঞানরূপ শক্রমগহচঃস্রাবিনশ্রুতি ইতি ভাব্যঃ । (১ম-৩২২ ৫৬) ।

বঙ্গানুবাদ ।

ভগবান ইন্দ্রদেব, বিনেকরূপ গোট প্রকৃষ্ট মারক-পঞ্জাবীরা অতি-
অধুষ্ট শত্রুগেনানামক অজ্ঞানতাকে ছিন্নক্ষক্কে (মহচরশূণ্ড) করিয়া হনন
করেন ; কুঠারাঘাতে বিচ্ছিন্ন বৃক্ষক্ষক্কে যেমন ভূতলে বিলুপ্তি হইয়াছিল, সেই
শত্রুও সেইরূপ পৃথিবীর উপরে বিলুপ্তি হইয়াছিল । (২৭ — ২৮ — ২৯) ।

সারণ-ভাষ্যঃ ।

অমগিঞ্জো বজ্রেন সম্পাদিতো যো মহান বদন্তেন বজ্রেন বৃজতরমতিশয়ে । লোকানামাবরক-
মক্ষকাররূপং যথা বৃজৈরাবরটৈঃ সর্বাঙ্কজ্ঞৈস্তরতি তং বৃজমৈতন্নামকমক্ষরং বাৎসং বিগতাং
গং ছিন্নাঙ্কর্ষথা ভবতি তথাচন । হতবাণ । অংসঃচ্ছেদনে দৃষ্টান্তঃ । কুলিনেন কুঠায়েণ বিবৃক্কা
বিশেষতঃশিখরানি স্কন্ধাঙ্কৌব । যথা বৃক্ষক্ষক্কাঙ্কিহরা তর্গতি তৎসং । তথা সত্যাহরভ্রঃ পৃথিব্যা
উপর্ঘ্যাপৃক্ লামীপোন সংপৃক্তঃ শয়তে । শয়নং করোতি । ছিন্নকাঠবৃদ্ধমৌ পততীত্যর্থঃ ।

বৃজতরং । বৃজতরেনে । ক্ষরিতক্ষীভাদিনা তানে একপ্রত্যায়স্তো বৃজতরঃ ।
বৃজৈরাবরণং সর্বাং তরতি বৃজতরঃ । তরতেঃ পচাঙ্কচ । পরা'দ'ছন্দ'স' বহু'মিত্যুত্তর-
পদাত্মাদান্ত্বৎ । তরণিভু বাভায়েনা । বাৎসং । বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরস্ব । উদাস্ত-
স্বরিত্যয়োর্ষণ ইতি স্বরিত্বং । বধেনা । হনন্ত বদ ইতি ভাবেৎপ্ । তৎসংল্লিঙ্গোগেন
ধাতোর্বধাদেশঃ । স চাঙ্কোদাস্তঃ । অস্তাকারভ্যতো লোপ ইতি লোপ উদাস্তনিবৃতি

সারণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

ইন্দ্রদেবের (যে) বজ্রধারা মহান্ বদ-কার্য সম্পাদিত হয় সেই বজ্রধারা লোক নামুহের
অতিশয় আগরক মক্ষকাররূপ বৃজ নিহত হইয়াছিল । অগণা আঃরণ যারা যে বৃজ সকল
শত্রুকে আবৃত করে, সেই বৃজ নামক অস্তুর যেকপে ছিন্নগাছ হইয়াছিল (সেইরূপ ইন্দ্রদেব
অক্ষকাররাশিকে নিহত করিয়াছিলেন) । অংসঃচ্ছেদের দৃষ্টান্ত ; যথা, কুঠারাঘাতে যেরূপে
ক্ষক্কে ও অংশ বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ, অপবা (কুঠারাঘাতে) যেরূপে বৃক্ষক্ষক্কে ছিন্ন হয়, হজ্রণ ;
সেইরূপ হইলে, বৃজ পৃথিবীর উপরে শয়ন করিয়া থাকে । অর্থাৎ, ছিন্ন-কাঠের-প্রায় ভূগতলে
নিপতিত হয় ।

“বৃজতরং” পদে বৃজ (বৃ) মাত্র স্তম্ভনার্থপ্রাপক । ‘ক্ষরিতক্ষী’ ইত্যাদি বৃজ মনুসারে
উক্ত বৃ মাত্রের উত্তর ভানে এক প্রত্যয় করিয়া বৃজ পদ নিস্পন্ন হইয়াছে । আঃরণধারা
সকলকে আবৃত করে এই অর্থে, বৃজতর পদ নিস্পন্ন । পচাঙ্গিগনীয় বলিয়া বৃ মাত্রের উত্তর অচ
প্রত্যয় । ‘পরানিছন্দনি বহুগং’ এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাস্ত হইয়াছে ।
ব্যত্যাং হেতু উক্ত পদে তরপ্ প্রত্যয় । “বাৎসং” বহুব্রীহি সমাস হেতু পূর্ব পদে প্রকৃতিস্বর
হইলেও ‘উদাস্তস্বরিত্যয়োর্ষণ’ এই নিয়মে স্বরিত্বস্বরই হইয়াছে । “বধেনা” এই পদে হন ধাতুর
উত্তর ভানে অপ্ প্রত্যয় । অপ্ প্রত্যয়ের পরিমোগহেতু হন মাত্রের স্থানে বদ আদেশ হইয়াছে ।
সেই বদ পদের অস্তবর উদাস্ত । ‘অস্তাকার ভ্যতো লোপঃ’ এই নিয়মে অস্তবৃত

বরেণ প্রত্যয়েদাদিত্বং। বিবৃণা। ত্বচ্চ, ছেদনে। কৰ্মণি নিষ্ঠা। বস্ত্রবিভাষেতীট্
প্রতিপেপা। আদিত্চ পা० ৮২ ৪৫। ইতি পরস্মৈপদান্বয়ং। ততো ত্বচ্চ ত্রস্মেতি
যদে প্রাক্তে নিষ্ঠাদেশঃ। যদ্বশ্বরপ্রত্যয়েড্ বিদ্বিষু সিদ্ধো বক্তব্যঃ। পা० ৮২ ৬৬। ইতি
নদ্বশ্ব সিদ্ধেদনচ্ছরস্বাত্বাৎ যদে ন ত্বচ্চ কুশে ত্ব কৰ্তব্যো তদগিচ্ছমেব। পা०
৮২ ১) ইতি চোঃ কু'র'ত কুৎ। শেচ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপ। গতিরনন্তরঃ ইতি-
গতে প্রাক্তিকরস্বঃ শরতে। বহুলং ছন্দগীতি। শপো লুগভাবা। পৃথিব্যাঃ। উদাস্ত-
যণোহলপূর্বাদিতি স্বত্বেজরুদাত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত্রিতীয়ে স্বট্ক্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

* * *

পঞ্চম (৩৭১) ঋকের বিশদার্থ।

—: * :—

'কুঠারের ছারা বক্ষ-ক্ষক ছেদনের' উপায়, সহগাঠ মনে হয়—এখানে
মনুষ্যরূপ কোনও শত্রু... দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার ভাব প্রকাশ
পাইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই সেই দিক দিয়াই ঋকের অর্থ
নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ এখানে 'বৃক্র' পদের দুইরূপ অর্থ গ্রহণ
করিয়াছেন। প্রথম—আতশয় আবরক মেঘ; দ্বিতীয়—ঘোর শত্রু বৃক্র
নামক অশুর। পূর্ববর্তী ঋকে মেঘকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল; এখানে
আসিয়া বৃক্র নামক অশুরকেও লক্ষ্য করিলেন। বেন্দ-মস্তুর নিত্য-
বক্ষার প্রতি যখনই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখনই তিনি মরণদন্ডী মানুষের

আকারের লোপ এবং উদাস্তবিত্তিবর-তেতু প্রত্যয়ের উদাস্ত চইয়াছে। "বিবৃণা"—
ত্রচ্চ (ত্রচ্চ) পাতুর অর্থ ছেদন। কৰ্মণি নাচো তদ্বস্তর নিষ্ঠা (স্ত) প্রত্যয়।
'বস্ত্রবিভাষা' এই শব্দানুসারে ইট্ আগম হইল না। 'আদিত্চ (পা० ৮২ ৪৫) এই
শব্দানুসারে পরস্ম-যেতু নিষ্ঠা-প্রত্যয়ের পদ (স্ত স্থানে ণ) বিচিত্র হইয়াছে। যদ প্রাপ্ত হওয়ার
নিষ্ঠাদেশ 'যদ্বশ্বরপ্রত্যয়েড্ বিদ্বিষু সিদ্ধো বক্তব্যঃ' (পা० ৮২ ৬৬) এই নিয়মে প্রাপ্ত পদের
সিদ্ধেতু ছল্পরস্বেব অন্তান - প্রযুক্ত মত হইল না। কুহ বিহিত হইলে সেই যদের অসিদ্ধ
প্রতিপন্ন হয়। এই নিয়ম হেতু 'চোঃ কু:' শব্দানুসারে চ স্থানে ক হইয়াছে। 'শেচ্ছন্দসি
বহুল' এই নিয়ম প্রযুক্ত শি লোপ হইয়াছে 'গতিরনন্তরঃ' এই নিয়ম প্রযুক্ত গ তর (নি-এর)
প্রাক্তি স্বর হইল। "শরতে" এই পদে 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ হইল না। "পৃথিব্যাঃ"
পদটীতে 'উদাস্তযণোহলপূর্বাৎ' এই শব্দানুসারে নিভক্তির স্বর উদাস্ত হইয়াছে। ৫ ॥

প্রথম মস্তুরের দ্বিতীয় অধ্যয়ে স্বট্ক্রিংশো বর্গ সমাপ্ত। * ৩৬ ॥

* * *

সম্বন্ধ লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে । কিন্তু যেখানেই তাঁহার সে
সৃষ্টি বিচলিত হইয়াছে, যেখানেই তিনি বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ।
নচেৎ, এখানে তিনি বৃত্ত নামক অক্ষরের বাহুবল-ছেদনের প্রণয়
আনিবেন কেন ? বাহা হউক, এই সকল দেখিয়া মনে হয়,—সাহা
'সায়ণভাষ্য' নামে প্রচলিত, তাহাতে হয় তো একাদিক ভাষ্যকারের বা
লিপিকরের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে ।

কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহার পূর্বাপর সঙ্গতি
ধাকিবে এবং কোথাও নিত্যানিত্য বস্তুত সংশ্লিষ্ট-বিষয়ক বিভণ্ডা উপস্থিত
হইবে না । এই পদের অন্তর্গত "বৃত্ততরং বৃত্ত" পদদ্বয় দেখিলেই বুঝা
যায়, কোনও অনুষ্ঠান বা অক্ষরের বিষয় এই 'বৃত্তঃ' পদে প্রকাশ করে না ।
দুই পদই নিত্যগত্যা সাধারণতঃ প্রকাশক ; দুই পদই গুণগতক । যদি
'বৃত্তঃ' পদ কোনও অক্ষর বিশেষের নাম হইত, তাহা হইলে কখনই
উহাতে "তরং" প্রত্যয় স্থগিত হইত না । 'রাম-তরং রাম', 'কৃষ্ণ-তরং
কৃষ্ণ'—এরূপ প্রয়োগ কখনই দেখা যায় না । অতএব বুঝিতে হইবে,
এই পদ সাধারণ গুণ-বর্ণ্যই প্রকাশ করিতেছে । শব্দের বর্ণ্য—হংস্রকতা,
ভীষণতা এখানে 'বৃত্ততরং' পদে গেষ্ট, 'হংস্রকতরং' বা 'ভীষণতরং' ভাবেই
ব্যক্ত করে ।

অতঃপর অন্য পদগুলির সার্থকতা উপলব্ধি করুন । 'চিহ্নস্বক
করিয়া তাহাকে নিহত করেন'—এরূপ বাক্যের এক নিগূঢ়
তাৎপর্য আছে । অজ্ঞানতা নানা প্রকারে সঞ্চার হয় । অনেক উপার্গ
বা সচ্চরের সমাবেশে অজ্ঞানতার পরিপূষ্টি সাধিত হইয়া থাকে । বুদ্ধের
যেমন স্বক, অজ্ঞানতার পোষক সেইরূপ নানা বৃত্তি আছে । এখানে সেই
সকল গুলিকেই বিনাশ করার বিষয় বিবৃত করিয়াছে । 'নি+অঃ'—
'ব্যংসঃ' পদের অর্থ—মূল অর্থাৎ শাখা নিগম স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ । 'নি'
সংযুক্ত থাকায়, সমূল সকল অংশকেই বিশেষভাবে বুঝাটাইতেছে । ইহাতে
উৎপত্তি বিস্তৃতি সকলই প্রকাশ পায় । বুদ্ধের মূল শিকড়, শাখা-প্রশাখা,
সকল অংশ গর্বিতোত্তাবে ছেদন করিলে, বৃক্ষ যেমন ভূতলে অবলুপ্ত
হয় ; এখানে বিশেষরূপে শাখিত শব্দের আঘাতে সেই ভগবান্ তোমার
অজ্ঞানতা-রূপ শব্দকে—তাহার উৎপত্তি-মূল শাখা-প্রশাখা সমস্তকে—

ছেদন করেন ;— এই ভাণ প্রকাশ পাঠিতেছে যে ষাট্রিশ, অজ্ঞানতা-
মহচর কোনও অসদ্ব্যবৃত্তিই কার্যাকরী হয় না, সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
ইহাই এ ষকের মর্মার্থ। (ম—৩২সূ—৫৭)।

• —

ষষ্ঠী ষক্।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ। ষাট্রিশংসূক্তঃ। ষষ্ঠী ষক্।)

অযোদ্ধব দুর্মদ আ হি জুহুস্ব

মহাবীরং তুবিবোধযুজীষং।

নাতারীদম্ম সমুতিং বধানাং সংরুজানাঃ

পিপীষ ইন্দ্রশক্রঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ।

অযোদ্ধব ইহৈ দুর্মদঃ। আ। হি। জুহুস্ব। মহাবীরং।

তুবিবোধং। যুজীষং।

ন। অতারীং। অম্ম। সংসমুতিং। বধানাং। সং।

রুজানাঃ। পিপীষে। ইন্দ্রশক্রঃ ॥ ৬ ॥

• • •

মর্মানুগারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অথোক্তা ইন' (প্রতিবন্দিত ইন) 'তয়ন' (দর্পাধিঃ) ইন্দ্রশক্র' (ভগবান্ধিরোমী, কামাদিশক্রঃ) 'কুজানাঃ' (অস্তুরহন সন্তান) 'সংপাণবে' (সমাক পিনটি) ; 'অত' (শক্রোঃ) 'বদানাং' (প্রহারণাং, অসংসর্গাং) 'সমুত্তং' (সঙ্গমঃ, সংশয়ঃ) 'নাতারীং' (ভরিতুং ন অশক্রোং, কোহাং ন সমর্থঃ) ; অতস্তচ্ছক্রনাশার, মহাবীরং' (মহানৌর্ধ্যাশক্রঃ) 'ভুবিবাধং' (বিদ্ববনাশকং) 'অজীষং' শক্রহত্বারঃ ভগবন্তং) 'আজুস্ব ই' (আজুস্বামি ষলু) । বিপুলক্রতি লব্ধতাবনাশকঃ ; তস সংশয়ঃ অতিক্রমপ্রদঃ ; অজাশায় ভগবতা করুণাং যাচে ইতি শব্দঃ (.ম ৩২২ ৬৭)

বঙ্গানুগান ।

প্রতিবন্দিতের আয় দর্পাধি, ভগবান্ধিরোমী কামাদি শক্র, অস্তুরহিত সন্তানসমূহকে সর্ষতোভাবে পোষণ করিয়া থাকে ; সেই শক্রের অস্ত্রের (শক্রকুল শপকর্ষাদি) হস্তাং বেহুই সহ্য করিতে পারে না ; সেই ভীষণ শক্রের নাসের নিহিত, মহানৌর্ধ্যাশক্রী, সকল বিদ্বনাশক, শক্রহস্ত ভগবানকে আহ্বান করিতেছি । (.ম—৩২সূ--৬৭) ।

সারণ-ভাষ্য ।

হৃদয়ে দর্পগুণে বৃদ্ধি বোধকৃত্ত ভয় ইন্দ্রশক্র বুদ্ধ আহ্বান করিয়াছিল । শত্রু-রান ষলু । কৌবুগমিঃ । মহাবীরঃ । স্তম্ভগুণাঃ ভুগা । নৌর্ধ্যোপেতঃ । ভুবিবাধঃ । বহুনাং বাধকঃ । অজীষঃ শক্রনামরাজ্ঞকঃ । অশ্রুদৃশাস্ত্রঃ লব্ধক্রিনো যে শক্রবধাঃ সক্তি তেযাং বদানাং সমুত্তিং সঙ্গমঃ নাতারীং । পুংসাকো । তর্ষদত্তরীতুং নাশক্রোং । ইন্দ্রশক্রঃ । ইন্দ্রঃ শক্রর্ষাতকো যশ ব্রহ্ম হাদুশা বন মন্দ্রপ হতো নদীষু পতিতঃ পনু কুজানা নদীঃ সংপাণবে । সমাক পিনটানা । মর্ষা । শোকনারথঃ তা বুদ্ধমেহত্ব পাতেন নদীনাং কুগানি ভ্রুতা গাবানাদিকঃ চ চৌহৃৎসর্গঃ ।

সারণ-ভাষ্যর বঙ্গানুগান

হৃদয়ে দর্পগুণ বৃদ্ধি বোধকৃত্ত ভয় ইন্দ্রশক্র বুদ্ধ আহ্বান করিয়াছিল । ইন্দ্র ক্রিপণ ? প্রভৃৎগণসম্পন্ন এবং মহান শৌর্ধ্যাশক্র, এই শক্রের বাধক অর্থাৎ অবরোধকারী, অজীষ অর্থাৎ শত্রুগণের অণলারণকারী । হস্তের সহস্রী যে প্রহারসমূহ তাহার লব্ধ হইতে বৃদ্ধ উদ্ধার-লাভে লম্ব হইয়া নাট । ইন্দ্র হস্তমাছে শক্র (বাতক , যে বৃদ্ধের অর্থাৎ ইন্দ্রে যে বৃদ্ধের বাতক, সেই বৃদ্ধ ইন্দ্রে কর্তৃক নিহত এবং নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুকে সম্যক্রূপে পিষ্ট করিয়াছিল । লম্বোক্ত আবারণকারী বৃদ্ধনেহের পতনে নদীকূল এবং ভ্রুতা গাবাগণস্ব চূর্ণাচূর্ণ হইয়াছিল ।

অযোদ্ধা ঈব । ন বিস্ততে বোদ্ধাশ্চৈতি মহত্ৰীহৌ নঞস্বভ্যামিত্যুত্তরপদাশ্চোদাস্তবং । সমাসান্বিতমেরনিত্যাদান্দৃশচ । পা. ৫৪।১৫৩। ইতি কনভাগঃ । জুহুবে । স্বেঞ-
 স্পর্ধায়াং শব্দে চ । অভাস্তস্ত চ । পা. ৬।১৩৩ । ইতি দস্ত্রসারণং । উবঙাদেশ-
 তা ছান্দসঃ । যথা ছন্দস্ত্যভ্যর্থোতি সার্বধাতুকসংজ্ঞায়ং ছন্দ্রবোঃ সার্বধাতুকে । পা.
 ৫।৪৮৭ । ইতি যণাদেশঃ । অত্র লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাষালক্ষ্যাকুরৌশাস্ত্রীমতে ।
 ঈতরাণ্যাজুহ্বাম ঈতাদিষু যণাদেশো ন ক্রাৎ । ন ঈচবং সতি সাতমে হসে বামিত্যাদানপি
 ঈণা প্রাদিতি । ব্যচ্যং । অনেকাচশাস্ত্রাৎ । অনেকাচ ইতি চি তত্রান্বয়ত্বত । প্রত্যয়
 ঈরণাশ্চোদাস্তবং । চি চেচি নিষাতপ্রতিষেধঃ । মহাগীরং । মহাশ্চাসৌ তীরশ্চ
 ঈগীরঃ । আনুচতঃ । পা. ৬২৪।৬ । ইত্যাব । তুবিবামং । বাধু বিলোড়নে ।
 ঈনৌ প্রভৃতান্ বপিত ইতি তুবিবামঃ পচাশ্চ । ঈতবপদপ্রকৃতিস্বরঃ । সমৃতিং ।
 ঈদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরঃ । কজানাং কজোক্ত । কজস্তি কুলানীতি কজানা নস্তঃ ।
 কজানানতো ভবন্তি কজস্তি কুলানি । নি. ৬।৪ । ইতি যাস্কঃ । বাত্যায়েন শানচ । তুদাদিত্যঃ

“অযোদ্ধা ঈব” এই পদে যোদ্ধা ঈবার নাট এতদ্বিধ মহত্ৰীহি লমানে নঙ-
 যুত্যাৎ সত্রান্বয়সারে উত্তর পদের অস্তস্বর উদাস্ত হইয়াছে । সমাসান্ত বিবিধ অনিত্যতা
 নবন্ধন, ‘নদাতশ্চ’ (পা. ৫।৪ ১৪৩) এই পাণিনীয় স্বত্রান্বয়সারে প্রাপ্ত কপ্ প্রত্যয়ের
 মহাব হইয়াছে । “জু হুবে” পদের স্বেঞ ধাতু স্পর্ধা এবং শব্দ অর্থবাচক । অভাস্তস্ত
 চি (পা. ৬।১৩৩) স্বত্রান্বয়সারে দস্ত্রসারণ হইয়াছে ছান্দস-কেতু উক্ত পদে উবঙ-
 যাদেশ হয় নাই । অথবা, ‘ছন্দস্ত্যভ্যর্থোতি সার্বধাতুকসংজ্ঞা হইলে, ‘ছন্দ্রবোঃ
 সার্বধাতুকে’ (পা. ৬।৪ ৮৩) এই স্বত্রান্বয়সারে যণ্ (উ স্থানে ব) আদেশ করিয়া উক্ত
 পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে লক্ষণপ্রতিপদোক্ত পরিভাষার নিয়মান্বিত
 প্রযুক্ত হইবে না । তাহা না হইলে অজুহ্বাম প্রভৃতি পদে যণাদেশ হওয়াও সম্ভবপর
 হইবে ; পরন্তু সাতমে ও হসে প্রভৃতি পদেও যণাদেশ হইবে না ! সেস্থলে বক্তব্য
 হইবে, অনেক অচের অভাব-বশতঃ যণাদেশ হয় নাই । কারণ, ‘অনেকাচঃ’
 ঈষ্যটী সেস্থলে অনুবর্তিত হয় । প্রত্যয়স্বর কেতু জুহুবে পদের অস্তস্বর উদাস্ত হইয়াছে ।
 ‘চ’ নিয়মান্বয়সারে নিষাতস্বর হয় নাই । ‘মহাগীরং’ পদ ‘মহাশ্চাসৌ’ বীরশ্চ’ এই
 ঈষ্যধারয় লমণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ‘আনুচতঃ’ (পা. ৬ ৩৪।৬) স্বত্রান্বয়সারে উহাতে
 ঈত (ন স্থানে আ) বিহিত । “তুবিবামং” পদের বাধু ধাতু বিলোড়নার্থবোধক । তুবি
 বামং প্রভৃতিরূপে সধা জন্মায় এই অর্থে তুবিবামঃ পদ নিষ্পন্ন । পচাদিগণীর বলিয়া উক্ত
 ঈধু ধাতুর উত্তর অচ প্রত্যয় । কুং প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ।
 ‘সমৃতিং’ এই পদে ‘তাদৌ চ’ স্বত্রান্বয়সারে গতির অর্থে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ।
 ‘কজানা’ পদের কজ ধাতু ভক্ত অর্থে প্রযুক্ত । ‘কুলসমূহকে ভক্ত করে’ এই অর্থে
 ‘কজানা’ শব্দে নদীকে বুঝায় । যাস্ক নদীর পর্যায় নির্দেশে বলিয়াছেন, — “কজানা নতো
 ভবন্তি কজস্তি কুলানি” (নি. ৬.৪) । অর্থাৎ কজানা বলিতে নদীকে বুঝায় ; কারণ,
 কুলসমূহকে ভক্ত করে । ব্যত্যয়-কেতু উক্ত কজ ধাতুর উত্তর শানচ, প্রত্যয় । তুদাদি-

শব্দঃ । স্তমভাবস্থান্দসঃ । অহুপদেশান্নসার্কধাতুকাহুদাত্তবে বিকরণবরঃ । পিপিবে । পিব
সংচূর্ণনে । স্যত্যেনে লিট উদ্ভ্রশক্রঃ । বহুব্রীহৌ পূৰ্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ । ৬ ।

* * *

ষষ্ঠ (৩৭২) শ্লোকের বিশদার্থ ।

—:‡ * ‡:—

সায়ণভাষ্য হইতে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এ শ্লোকের তাৎপর্য-
গ্রহণ হইই কঠিন । * স্পর্কাস্বিত্ব বরের পিহিত উদ্ভ্রের যুদ্ধ হইল, গান
বৃত্তের পতনে নদীর কুল ভাঙ্গিয়া গেল ; ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে ?
যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা বুঝিবার পক্ষে শ্লোকের
অন্তর্গত কয়েকটি পদের বিশেষভাবে গম্যমান করা আবশ্যিক।
প্রথম—‘অযোদ্ধ ইব’ । ইহার অর্থ—‘যোদ্ধরহিত ইব’—যোদ্ধরহিতের
স্তায় । ‘যাহার বিপক্ষে কোনও যোদ্ধা নাই—এ ভাব বুঝাইতে,
‘প্রতিষম্বরহিত’ প্রতিশব্দই সঙ্গত হয় না কি ? ‘যোদ্ধরহিত ইব’
বাক্যও সেই ভাৱ প্রকাশক । দ্বিতীয় ‘রুজানাঃ’ । এই পদের ব্যুৎপত্তিতে
দেখি—“রুজো ভস্বে রুজন্তি কুলনীতি রুজানা নত্বঃ ।” * স্পর্ধক
রুজ্ ধাতু হইতে নদী অর্থ আসিয়াছে । কেন-না নদী কর্তৃক কুল ভঙ্গ হয়।
আমরাও সেই ভাবেই ঐ শ্লোকে ‘অস্তরস্থ গম্ভাবসমূহ’ অর্থ গ্রহণ করিলাম।
নদীপ্রবাহ যেমন কুল ভঙ্গ করে, ছন্দময় গম্ভাব সমূহর অভ্যুদয় হইলে,
অসম্বৃত্তির—রিপূশক্রদের বাঁধ সেইরূপ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয় । পূর্বাংশেও

গণীয় বাঁধরা ন আদেশ এবং ছন্দগ প্রযুক্ত স্তমেন অভাব বহল অহুপদেশপ্রযুক্ত
লসার্কধাতু অহুদাত্ত বর শাস্ত হইলেও বিকরণবরঃ বহিরাছে “পিপিবে” পদের
পিব্ পাত্ত সংচূর্ণন অর্থে প্রযুক্ত হয় । ব্যতীর-হেতু উহাতে লিট প্রত্যয় । “উদ্ভ্রশক্রঃ”—
বহুব্রীহি সমাস হেতু এই পদে প্রকৃতিস্বর পিহিত হইয়াছে । ৬ ।

* একটা প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা, —“আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ
দর্পবৃত্তি বক্রান্তর মহাগীর ও বহুশক্র নিবারক উদ্ভ্রদবকে যুদ্ধার্থে স্পর্কা করিয়াছিল ;
কিন্তু উদ্ভ্রদবের অস্ত্রপ্রহার হইতে কোনপ্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া
অবশেষে হত হইয়া নদী-সকলের উপর গতিত হইয়া তাহাদের কুলাদি ভঙ্গ করিয়াছিল।”
বলা বাহুল্য, এক্ষণ অর্থে এক আদেশ লিখিত অস্ত্র আদেশ লক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া পাওয়া
যায় না । সায়ণেও এই বিরুদ্ধতাব ।

কূলের কঠোরতা ও নদীর স্নেহার্জিত্যব; এ পক্ষেও কামক্রোধাদির দর্শ্য এবং গন্ধগুণের স্নেহার্জিত্যব। যত্র নিহত হইয়া ভূপতিত হইলে নদীর কূল ও পাশাগাদি বিভঙ্গ হইয়া যায়; এখানেও সেইরূপ হ'য়ে গন্ধভাগের বিকাশে ন' প্রাণাগ্নে গন্ধভাগ বিভঙ্গ ও বিদূরিত হয়। এ পক্ষে এই শাস্ত্রটিতে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া মান করা যায় প্রথমাংশের ভাব—'দুর্গম রিপুশত্রগণ নিহত আমাদের শুক্রশত্রু-ভাবকে নষ্ট করিবার জগু চেষ্টা পাইতেছে।' দ্বিতীয়াংশের ভাব এই যে,—'সেই শত্রুর সংস্পর্শ বড়ই ক্রেশপ্রদ।' রিপুশত্রুর কবলিত হইলে, মানুষ যে অশেষ ক্রেশের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। শেষাংশের প্রার্থনা এই যে,—'হে পরমকারুণিক পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান, আপনি আমাকে সেই শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ করুন। তাহার বধের জগু, আমার রক্ষার জগু, আপনাকে আমি আহ্বান করিতেছি।' পূর্বাপর সকল মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের এই ব্যাখ্যান প্রতি লক্ষ্য করুন। এই ব্যাখ্যান সমীচীনতা অবশ্যই উপলব্ধ হইবে। (১৩ম - ২১ - ৩৭) ॥

— * —

সপ্তমী শ্লোক ।

(প্রথমঃ সপ্তমী । দ্বাত্রিংশৎসূক্তং । সপ্তমী শ্লোক ।)

অপাদহন্তো | অপৃত্যদিন্দ্রমাশ্রু | বজ্রমধি-

সানৌ জঘান ।

রক্ষোণ বধিঃ | প্রাতমানং বুভুধন,

পুরুত্রা যত্রো | অশরদ্যন্তঃ ॥ ৭ ॥

• দ বিশ্লেষণ ।

অপাৎ । অস্তঃ । অপ্তঃ । ইন্দ্রঃ । প । অশ্ব ।

শক্রঃ । অধি । সানো । জঘান ।

বৃষ্ণঃ । বস্ত্রঃ । প্রতিহমানঃ । বুভূক্ষন । পুরুহত্র ।

বৃত্তঃ । অশয়ৎ । বিহ্বস্তঃ । ৭ ।

• • •

মহাভূতানুগী-বাখ্যা ।

‘অপাৎ’ (হস্তপদহীনঃ, কর্মশক্তিশূন্যঃ) ‘বৃত্তঃ’ (অজানরূপঃ শক্রঃ) ‘ইন্দ্রঃ’ (দেব-
ভাবঃ, তগনবৃত্তিঃ) ‘অপ্তঃ’ (যুদ্ধমৈচ্ছৎ, তত্তমৈচ্ছৎ) ; তদা ভগবান, ‘অশ্ব’ (শত্রোঃ)
‘অধি’ (প্রতি) ‘বস্ত্রঃ’ (কঠোরাস্ত্রং, বিবেকরূপঃ) ‘জঘান’ (প্রকিণ্বান্) ; ‘বৃষ্ণঃ’
(অপেষবীর্য্যাম্প্রমত্ত, অতীষ্টপূরণমর্ষজ্ঞানত) ‘প্রতিহমানঃ’ (লাভুশ্চ প্রতিযোগিতা) ‘বুভূক্ষন’
(প্রাপ্তমিচ্ছন্) ‘বস্ত্রঃ’ (নির্বীর্ষ্যং, নির্জনং) যথা অপমানিতো তগন্তি তৎসং স শক্রঃ
‘পুরুহত্র’ (বহুধা) ‘বাস্ত্রঃ’ (ভাঙিতঃ সন্) ‘সানো’ (পরিতপাত্রে) ‘অশয়ৎ’ (পাতিতবান,
প্রকিণ্বান্) । রিপুশত্রয়ঃ সদা সত্বেভাবনাশায় প্রযত্নপরা ভবন্তি ; ভগবান্ তান্ হস্তি।
অতো ভগবৎপরায়ণো ভব । শত্রুপ্রচারণো বিহ্বস্তো ভবন্তি । (১ম—০২সূ—৭ধ) ।

• • •

মহাভূতানুগী ।

অজানতারূপ শক্র, হস্তপদহীন (কর্মশক্তিশূন্য) হইলেও, (হৃদয়ের)
দেবভাবকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করে ; ভগবান্ তখন, সেই শত্রু
প্রতি কঠোর অস্ত্র (বিবেকরূপ) নিক্ষেপ করেন ; অপেষবীর্য্যাম্প্রমেষ
(অতীষ্টপূরণমর্ষজ্ঞানত) গাওঁ প্রতিযোগিতায় ইচ্ছুক নির্বীর্ষ্য (নির্জন
জন) যেমন অপমানিত হয়, সেইরূপ সেই শত্রু বহুধা বিভা ডগ হইয়া
পরিতপাত্রে প্রকিণ্ব হয় (তাহাতে তাহার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ এবং
গতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়) । (১ম—০২সূ—৭ধ) ।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অপাৎপ্রাণ ছিন্নম্বাৎ পাদবহিতঃ । অহন্তো হস্তবহিতো বৃত্তঃ ইত্ৰমুদ্বিশ্রাপ্তত্বং ।
পুতনাৎ যুদ্ধমৈচ্ছৎ । যেষামধিক্যেন বহুধা বিদ্বোহপি যুদ্ধং ন পরিত্যক্তবানিত্যর্থঃ । অত্র
হস্তপাদহীনত্ব বৃত্তত্ব লাভৌ পরিত্যক্তনানৌ পরিত্যক্তনামনুষ্যে প্রৌঢ়বক্ষোঃখুপরি বহুনাভবান ।
ইত্ৰ আতিমুখান প্রক্ষিপ্তান্ । অশক্ত্যাপি যুদ্ধেচ্ছায়াঃ দৃষ্টান্তঃ । বক্রিহ্মরমুকঃ পুরুষো
বৃক্ষো য়েতঃনেচনসমর্থত্ব পুরুষান্তরত্ব প্রতিধানং সাদৃশ্যং বুদ্ধবন্ । প্রাপ্তুমিচ্ছন বধা ন
শকোতি তদধরমিতি শেষঃ । স বৃত্তঃ পুরুষা বহুধাবরণেষু ব্যস্তো বিবিধং ক্রিপ্তস্তাঙ্কিতা
গন্ অশরৎ । ভূমৌ পতিতবান্ ॥

অপাৎ । বহুব্রীহৌ পদশব্দ ল্যাত্যালোপশ্চান্দসঃ । অহন্তঃ । বহুব্রীহৌ মঞ-
মৃত্যামিত্যন্তরপদস্তোদাত্ত্বং । অপত্যত্বং । স্রপ আত্মন কাচ । কব্যধ্বরপুতনতোতা-
ত্যালোপঃ । বুদ্ধবন্ । ননি গ্রঃগুহোশ্চ । পা০৭ ২।১২ । ইতীট্ঠপতিবেশঃ । পুরুষা ।
দেবমহুত্বপুরুষপুরুষমর্ন্তোভো । বিতীয়াপপ্তমোর্কহলং । পা ৫।৪।৫৬ । ইতি সপ্তমার্বে
প্রান্ত্যায়ঃ । অশরৎ । ব্যস্তরন পরটৈশপদং । বহুধঃ ছন্দগীতি শপোলুগগণা । নাত্তঃ ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

যজ্ঞ ধারা ছিন্ন ম্বতরাৎ পাদবহিত ও হস্তবহিত বৃত্ত ইচ্ছোব গহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা
বিদ্য ছিল। (দেবের) বহু স্থানে বহু রূপে বিদ্ধ হইলেও যেষামধিক্য-বশতঃ বৃত্ত যুদ্ধ
পরিত্যাগ করে নাই—এস্থলে ইতীট্ঠ তাবার্ধ । হস্তপাদহীন বৃত্তের পরিত্যক্তনামনুষ্যে প্রৌঢ়
বক্ষোঃখুপরি (অহন্ত ধারা) আহত হইয়াছিল; অর্থাৎ ইত্ৰ (বৃত্তের স্রুত বিশাল বক্ষোপরি)
জ্ঞ মিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অশক্ত ব্যক্তির যুদ্ধেচ্ছার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—
এই অর্থাৎ ছিন্নমুক পুরুষ যেমন বৃক্ষ অর্থাৎ য়েতঃনেচনসমর্থ পুরুষান্তরের সাদৃশ্য অর্থাৎ
সামর্থ্য প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিলেও তাহা ক্রিপ্ত তন্ন না, সেটকপ। সেট বৃত্ত গিতির
ধরনে ছিন্ন হইয়া এবং বিবিধরূপে আহত ও লক্ষ্যভিত হইয়া ভূতলে শারিত হইয়াছিল।

“অপাৎ” পদে বহুব্রীহীসমাগ-হেতু ছান্দস-প্রযুক্ত পাদ শব্দের অন্ত্যালোপ হইয়াছে।
“অহন্তঃ” পদে বহুব্রীহী সমাসে-‘নঞ-প্রত্যায়’ নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। “অপত্যত্বং”
পদে ‘স্রপ আত্মনঃ কাচ’ সূত্রানুসারে পুতনা অর্থাৎ যুদ্ধ ইচ্ছা করিতে হ—এট
মর্বে পুতনা শব্দের উত্তর কাচ, প্রত্যয়। ‘কব্যধ্বরপুতনত্ব’ এই বৃত্ত অনুসারে ইহার
সম্মালোপ। “বুদ্ধবন্” পদে ভূ ষাত্তুর উত্তর বন্ প্রত্যয় করিয়া ‘ননি গ্রঃগুহোশ্চ’ (পা০
৭।১২) সূত্রানুসারে ইট্ঠের নিষেপ হইয়াছে। “পুরুষা” পদে ‘দেবমহুত্বপুরুষপুরুষমর্ন্তোভো।
বিতীয়াপপ্তমোর্কহলং’ (পা০ ৫।৪।৫৬) এই পাণিনীর সূত্রানুসারে সপ্তমার্বে জ্ঞা প্রত্যয়
বহিত। “অশরৎ” ক্রিয়াপদ ব্যস্তরন হেতু পরটৈশপদী হইয়াছে। ‘বহুধঃ ছন্দসি’ নিয়ম-
প্রযুক্ত শপের লোপ হয় নাই। “নাত্তঃ” পদে অসু (অস্র) শব্দ ক্রিপণার্থে প্রযুক্ত।
সেই হেতু উক্ত অস্র ষাত্তুর উত্তর কক্ষণিনাচ্যে স্ত ৩ প্রত্যয় হইয়াছে। ‘ব্যস্ত বিতাবা’ এই

অন্যকোন ইত্যাদি কর্মনি জ্ঞান । যত বিজ্ঞানবীট প্রতিবেদঃ । গতিরনস্তর ইতি গতেঃ
প্রকৃতিব্রহ্মণঃ । সংহিতামুদাত্তবিরচয়োর্বি ইতি পরম্যাগুদাত্ত বরিতব্রহ্মণঃ । ৭ ॥

* . *

সপ্তম (৩৭৩) শ্লোকের বিশদার্থ ।

— ৬৪০০২১৬ —

এই শ্লোকের একটি শব্দ—‘অপানহস্তঃ’ । অর্থ—হস্তপদহীন । ঐ শব্দটির মধ্যে বেশ একটু ভাব আছে । বর্গশক্তি-রহিত হইলেও চুস্ত-জন কুপনামর্শাদির দ্বারা অশু কৰ্ত্তক কুকার্য্যমাণন করে । ক্রুরজনের ইহাই স্বভাব । বিভিন্ন অসদ্বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞানতার অভীপ্সিত কুকার্য্য সাধিত হইয় থাকে । সে নিজে হস্তপদহীন ক্রিয়ামুখ হইলেও অর্পিত দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হয় । হস্তপদহীন অসদ্বৃত্তি যেমন আপনাতঃ কুরভিগাক্ষিবশতঃ প্রতিপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করে, অশু-মতের না থাকিলেও অজ্ঞানতাও সেইরূপ সদ্বৃত্তি-সমূহের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে । শ্লোকের প্রথমার্শে সেই ভাব ব্যক্ত আছে বলিয়া আমরা মনে করি । কিন্তু সে সময়ে প্রতিপক্ষ যদি উপযুক্ত কোনও ব্যক্তির সাহায্য পায়, সাহায্যকারী তখন শত্রুকে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে । জগন্মের বিজ্ঞোঃ সম্বন্ধেও সেই ভাব ব্যক্ত হয় । যখন অজ্ঞানতা আসিয়া সদ্বৃত্তি-সমূহের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করে, তখন মানুষ যদি ভগবানের সাহায্য পায়, তাহা হইলে, ভগবান্ কঠোর অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে বিধ্বস্ত করেন ; অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপায় নিগোকোদয়ে শত্রু তখন প্রতিহত হয় । ভগবানের সাহায্য পাইলে, তখন আর সমানে সমানে প্রতিযোগিতা থাকে না । অশেষবীর্য্যসম্পন্নজনের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়া নিৰ্ব্বীর্য্যের যে দুর্দশা উপস্থিত হয়, শত্রুও তখন সেই দশা ঘটিয়া থাকে । সে অসম্মান শত্রু বিদ্বিত্ত হয় ; প্রস্তর-গাত্রে প্রকৃষ্ট হইলে কেবল যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, শত্রুও তখন সেইরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া থাকে । ফলেঃ, শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে,—‘অজ্ঞানত-রূপ শত্রু যদি কর্ম্মসহচর-

নিয়মে হস্তের ইট প্রতিবেদ হইয়াছে । ‘গতিরনস্তরঃ’ এই নিয়মে গতির । বি এরা
প্রকৃতিব্রহ্মণঃ । ‘উদাত্তবিরচয়োর্বি’ এই নিয়মে পরপদের উদাত্তই প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু
সংহিতাতে বরিতব্রহ্মণঃ নিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ভ্রষ্টে হয়, তথাপি সে অনিষ্টসাধনে পরাজয় হয় না। সে স্বতঃপরতঃ
গম্ভাব-সমূহকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পায়। সে অবস্থায়
ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, বিবেকরূপ অস্ত্র দ্বারা তিনি সে শত্রুকে
বিধ্বস্ত করেন। তখন তাশমবলম্প্পন্নৈর গতিঃ ত্রুর্কলের প্র'তদ্বন্দ্বিতার
যে ফল হয়, শত্রুকে সেই ফল পাইতে হয়; অর্থাৎ শত্রু চূর্ণ-বিচূর্ণ
বিধ্বস্ত হইয়া যায়।* (:ম—৩২সূ—৭শা) ।

— * —

অষ্টমো পাক ।

(পংসুতঃশীর্ষভূব । ঙ্গিত্রিংশং সূত্রং । অষ্টমো পাক) ।

নদং ন ভিন্নময়ুয়া শয়ানং মনো রুহানা অতিযন্ত্যাপঃ ।

যাশ্চিদ্রূত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠতা সামহিঃ

পংসুতঃশীর্ষভূব ॥ ৮ ॥

গম্ভাব-সমূহ ।

নদং । ন । ভিন্নং । ময়ুয়া । শয়ানং । মনো । রুহানাঃ ।

যাশ্চিৎ । যন্তি । আপঃ ।

যাঃ । চিৎ । রূত্রোঃ । মহিনা । পর্য্যতিষ্ঠৎ । তামহিঃ ।

অহিঃ । পংসুতঃশীর্ষীঃ । ভূব ॥ ৮ ॥

* আশ্রয়সাধনে করি, তথাপি শত্রুকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পায়। সে স্বতঃপরতঃ গম্ভাব-সমূহকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পায়। সে অবস্থায় ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, বিবেকরূপ অস্ত্র দ্বারা তিনি সে শত্রুকে বিধ্বস্ত করেন। তখন তাশমবলম্প্পন্নৈর গতিঃ ত্রুর্কলের প্র'তদ্বন্দ্বিতার যে ফল হয়, শত্রুকে সেই ফল পাইতে হয়; অর্থাৎ শত্রু চূর্ণ-বিচূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

'অমৃতা' (পুরোক্ত প্রকারেণ, ভগবৎপ্রভাবেন) 'শরানং' (পাতিতং শক্রং) দৃষ্টা, 'মনোক্রাণা' (মনুরস্থিতাঃ) 'আপঃ' (শুক্লগতায়াঃ) 'শিৱ' (শাপাতিক্রান্তং, নির্মুক্তং) 'নদং ন' (নদমিব, ছিন্নগাধনদীপ্রোতোবৎ) 'অতিষতি' (অতিক্রমা গচ্ছতি, লক্ষ্যবাধাং উল্লঙ্ঘ্য পরত্রক্ষমাগরেণ সহ সন্মিলিতা ভবতি) ; তদা 'যাঃ' (আপাঃ, শুক্লগতায়াঃ) 'বক্রাঃ' (বক্রাঃ, শক্রাঃ) 'মহিনা' (প্রভাভেন) 'পর্বাতিষ্ঠৎ' (পরিবৃতঃ 'হৃতবান্, বৃহমানা অতিষ্ঠা') 'অহিঃ' (শক্রাঃ) 'ভাসাং' (অপাং, লক্ষ্যাসাং) 'পৎসুতাসীঃ' (পাদত্যাগঃ শয়ানাঃ) 'নভা' (তদধীনহাং প্রাপ্তগান) । বদ্য শুক্লগতায়াঃ ভগবৎপদাঙ্কানুসারিপো ভবন্তি, তদা রিপুশরণ পদকলে নিষ্পন্নতাং বাস্তি । ইতি ভাঃ । (১ম-৩০৭ চঃ) ।

* * *

বদ্যাত্মক

পুরোক্ত প্রকারে ভগবৎপ্রভাবে শক্রকে নিপাতিত দেখিয়া, অন্তর্ভুক্ত শুক্লগতানসমূহ নানানিষ্ঠাক্রম নদীপ্রোতের দ্বারা সকলকে উল্লঙ্ঘ্য করিয়া, পরত্রক্ষমাগরে সন্মিলিত হয় তখন, যে শুক্লগতানসমূহ শক্রের প্রভাবে পরিবৃত ছিল (বৃহমান হইয়াছিল), শক্র ভাঙানের সময়ে পদকলে শায়িত (অর্থাৎ তাহাদের অধীনতা প্রাপ্ত) হইয়াছিল (১ম-৩ সূ-৮৭) ।

* * *

শরণ-বাহ্য

অমৃতাশ্রুত্যাঃ পৃথিব্যাঃ শরানং পতিত' মৃত' ব্রহ্মমাপো জলানুভবন্তি । অতিক্রমা গচ্ছন্তি । তদ দৃষ্টোক্তাঃ । শিৱ' বহুপাতিষ্টকুণ্ডং নদ' ন । শিকুমিব । তথা বৃষ্টিকালে প্রোভতা আপো নদ্যাঃ কুলং তিষ্ঠাতিক্রমা গচ্ছন্তি তৎ । কৌশল আপাঃ । মনোক্রাণাঃ । নৃপাং চিত্তমা-রোহস্তাঃ । পুরা ব্রহ্মে জীবতি সতি তেন নিরুদ্ধা মেঘস্থিতা আপো ভূমৌ বৃষ্টা ন ভবন্তি ।

শরণভাষ্যের বদ্যাত্মক

এই পৃথিবীতে পতিত মৃত ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া জলসমূহ গমন করিয়াছিল। গমনবিধয়ে বৃষ্টাত্ম প্রবর্তিত হইতেছে। বহুপ্রকারে উদ্ভিন্নকুল শিকুর মত এং বর্ষাকালে জলরাশি যেমন নদীর কুলকে ছেদ করতঃ অতিক্রম করিয়া গমন করে, সেইরূপ জলসমূহ মৃত ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছিল। জলসমূহ কিরূপে না-মণ্ডলগণের মনোভারী পূর্বকালে বৃষ্টাত্মের দ্বারা জীবিত ছিল, তখন সেই ব্রহ্ম কর্তৃক মেঘস্থিত জলসমূহ অবরুদ্ধ থাকার

ব্রহ্ম উদ্ভকে যুদ্ধে আস্থান করিল, ইন্দ্র (তাহার নাগু ভূলা প্রৌঢ় স্বক্) ব্রহ্ম আঘাত করিলেন ; সেহ পুরুষস্বর্গীন নাস্তি পুরুষব্রহ্মসম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে (বর্ণা) গত করত বক্রাং সেইরূপ (বর্ণা) গত করিল) ; বহু স্থানে ক্ষত হইয়া ব্রহ্ম ভূমিতে পড়িল । "

तदानीं नृणां मनः धिक्नुते । मृते तु वृत्रे निरोपवर्हिता आणो वृत्रशरीरमुल्लङ्घ्या प्रवहति ।
तदा वृष्टिनाथेन तु मन्त्रशान्तिस्तोत्रार्पणः । इन्द्रेतद्वराङ्केन स्पर्शक्रियते । वृत्रो जीवन-
दशारां महिना शक्येन महिना वा शक्येन एव मेव ता आपः परिधिष्ठेत् । परिवृत्त्य ह्यिहान् ।
अजिह्वेनो मेघस्तासामपारं पञ्चतःशीः पादस्तापः शरानो वहुः । वृत्रपापाः पादोनाञ्छि
तथ ग्राह्यैर्वृत्रशान्तिं कथं वा पादस्तापः शयनमपणञ्छते ।

तिङ्गः । रदात्त्यां निष्ठातो नः । पा० ८ २।२ । इति नवः । अमुष्मि सुपां
नुलुङ्गति सप्तमा याकादेशः । शयानः । शीङः सार्क्षधातुके षणः । पा १ ४ २।१ ।
धातोर्गोत्थां सार्क्षधातुकात्प्रदात्तत्वे धातुश्रवः । रुहाणाः । रुहगोष्मजन्मन आठितापे ।
नानायेन शानच् । कर्तुनि शपि प्राप्ते वातायेन श । अनितामाग शान्ति वच श्रुग-
तावः । अहपदेशसार्क्षधातुकात्प्रदात्तत्वे विकरणश्रवणे प्राप्ते वातायेन धातुश्रवः महिना ।
महपुञ्जाराः । इन सार्क्षधातुका इती प्राप्ते । वातायेन विकरणकदात्तत्वे । गदा महिना
महिना । महच्छन्दस्य पृथ्यादिषु पाठान्तश्च तावः । तेतोतश्रुत्वे पृथ्यादिभ्य ईमनिजेतीमनिच्
प्राप्तम् । टेरिति टिलोपः । चित् इत्यादेशात्तवः । तृतीयादिभ्यश्चनेहलोपे सदात्त-
निवृत्तश्रवणे ततोदात्तवः । मकारलोपश्चान्दपः । पञ्चतःशीः । पादस्तापः श्वेत

पृथ्यादिभ्यश्चनेहलोपे पठितं ह्येव न । तांताते मन्त्रशान्ति मनः कर्तुं हि, किञ्च वृत्र मृतं ह्येव जगत्समूह
नाशार्थं तं तद्वा वृत्रशरीरके उल्लङ्घन-पृथ्यादि प्रयात्तं गृह्येहि । तांताते वृष्टिनाथ-
प्राप्तं मन्त्रशान्ति आनन्दितं ह्येव गच्छ । एतं प्रथमं महिना पराङ्के स्पर्शकृतं ह्येव गच्छ ।
वृत्र शरीरशान्ते शक्येन तेजोरे द्वारा मेघस्तं वे जगत्समूहके आरुतं कनिना विद्यमानं ह्यिल,
येह जगत्समूहेन पाददेशेन अधःस्थाने मेघ शान्तिं ह्यिल । यदिञ्च जलेन चरण नाई ; तथापि
जलराशि मृतं वृत्रके उल्लङ्घनं करिष्याह्यिल शान्ति जलेन पाद आच्छे, तदा उपलब्धं ह्येव गच्छ ।

'तिङ्गः' এই পদটিতে 'রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ' (পাঃ ৮।১।২) এই শব্দ দ্বারা স্তম্ভ প্রত্যয়েন
ত স্থানে ন হইয়াছে । 'অমুষ্মি' পদটিতে 'সুপাং নুলুক্' শব্দ দ্বারা সপ্তমী বিভক্তি স্থানে যাচ'
আদেশ হইয়াছে । 'শয়ানঃ' পদটিতে 'শীঙঃ সার্কধাতুকে ষণঃ' (পা ১।৪।২) এই শব্দ দ্বারা
ষণ হইয়াছে । ধাতুর উৎপত্তিস্থান সার্কধাতু ক লকারের অল্পদাত্ত্বের প্রাপ্তি তলেও ধাতুশ্রবই
হইয়াছে । 'রুহাণাঃ' পদটির 'রুহ' ধাতু বীজজন্মে প্রাচুর্যার্থমূলক । এখানে 'রুহ'
ধাতুর উক্ত বাক্যের শানচ্ প্রত্যয় । কর্তৃবাচ্যে শপের প্রাপ্তিতে বাতায়ৈ শ প্রত্যয় এবং
'অনিতামাগশান্টি' নিয়ম-হেতু 'সুক্' (ম) আগমের অন্তর্গত হইয়াছে । অং উপদেশ
প্রযুক্ত সার্কধাতু ক লকারের অল্পদাত্ত্বের বশতঃ বিকরণশ্রবপ্রাপ্তি হইলেও বাক্যের ধাতুশ্রবই
হইয়াছে । 'মহিনা' পদটিতে 'মহ' ধাতু পূজার্কলপক । এখানে 'ইন সার্কধাতুভ্যঃ'
স্বত্রানুসারে ইন প্রত্যয় হইয়াছে । বাতায়ৈ-হেতু বিভক্তিবা স্বত্রানুসারে 'মহঃ'
শব্দের পৃথ্যাদির মধ্যে পঠি থাকায় 'ভাহার তাব' এই অর্থে 'পৃথ্যাদিভ্য ইমনিজ্' এই স্বত্রদ্বারা
'ইমনিচ্' প্রত্যয় । 'টেঃ' স্বত্রানুসারে টি এর লোপ এবং 'চিতা' স্বত্র দ্বারা অন্ত্রধর উদাত্ত ।
তৃতীয়ার একবচনে অকারের লোপ হইলে উদাত্তনিবৃত্তিশ্রব প্রযুক্ত বাতায়ৈ উদাত্তধর এবং
ছান্দপ-হেতু ম-কারের লোপ হইয়াছে । 'পায়ের অধোদেশে শানিত' এই অর্থে—'পঞ্চতঃশীঃ'

ইতি পংস্বতঃশীঃ । কিপ্চতি কিপ্ । তসি পদনিত্যানিনা পাদশব্দত পদাদেশঃ ।
 পস্-প্রভৃতিষ্টি প্রভৃতিশব্দঃ প্রকারবচন ইতি শিলাদোষনীতাত্ৰাপি দোষণাদেশো ভবতি ।
 পা० ৩।১।৬৩ । ইতুক্রযাৎ । মধ্যে নু ইতি শব্দোপজনশ্চান্দসঃ । যদা পাদশব্দত
 পশুমী বহুবচনে পদাদেশে কৃত ইতরাত্যোহপি দৃশ্যন্তে । পা० ৫।৩।৮ । ইতি সপ্তমার্ধে
 তসিন্ লুগভাবশ্চান্দস ১৮ ।



অষ্টম (৩৭৪) ঋকের বিশদার্থ ।

—: ১-১-১ : —

এই ঋকের প্রার্থনার স্মূল-মর্ম এই যে,—‘হে ভগবন! আপনি
 আমার অন্তঃস্বতঃ শত্রুকে নিপাতিত করুন। তাহার ফলে, আমার
 হৃদয়ের শুদ্ধগত্বভাবসমূহ আপনাতে গিয়া মিলিত হউক। আর, আমার
 হৃদয়ের শুদ্ধগত্বভাব-সমূহের নিমিত্ত শত্রু নিলুপ্তিও হউক। আমার
 অদ্বৈতভাবসমূহ, আমার পদ্বতাবের নিমিত্ত ‘নদ’লত বিমদ্বিত হউক

উহাতে ভাষ্যকার ‘সমুয়া’ পদে বিভক্তি ব্যত্যয় ঘটাইয়া ‘সমুয়াঃ
 পৃথিব্যা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, পৃথিবী ঋকে শত্রুকে
 যে পতিত করায় প্রসঙ্গ আছে, ‘সমুয়া’ পদে তাহাই লক্ষ্য রহিয়াছে।
 তাহাতে বিভক্তি-ব্যত্যয়ের কোনই কারণ নাই। তাহাতে ‘সমুয়া
 শয়ানঃ’ পদের অর্থ হয়—‘শত্রুকে পতিত দেখিয়া’। শত্রু পতিত হইলে
 অজ্ঞানতা দূর হইলে, তখন হৃদয়ের শুদ্ধগত্বভাবসমূহ যে ব্রহ্মপাগরে
 অবরোধ-গতিতে অগ্রসর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ‘নদং ন ভিন্নং
 উপমা—এ পক্ষে বড়ই সঙ্গত উপমা। বাঁধ ভাঙ্গিলে নদীর স্রোত যেমন
 দ্রুতগতি সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু নাশপ্রাপ্ত হইলে
 অন্তরের গত্বভাবসমূহ স্বরিতগতিতে ভগবানে গিয়া মিলিত হয়। এখানে
 ইহাই ভাবার্থ। অন্তঃপর মস্তকের শেষাংশের (দ্বিতীয় পংক্তির) বিষয়

পদটীতে ‘কিপ্চ’ সূত্র দ্বারা ‘কপ্’ প্রকার হইয়াছে। ‘তসিন্দন’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ‘পাদ’
 শব্দের স্থানে ‘পং’ আদেশ। ‘পস্-প্রভৃতিষু’—এস্থলে ‘প্রভৃতি’ শব্দ প্রকারবচনার্থমূলক।
 এই তেজু ‘শিলাদোষনি’ স্থলেও ‘দোষ’ শব্দের স্থানে ‘দোষণ’ আদেশ হয়। (পা० ৩।১।৬৩)
 এক্ষণ উক্ত আছে। ছান্দস প্রযুক্ত মন্যে ‘নু’ অক্ষিরাছে। অথবা ‘পাদ’ শব্দের উত্তর
 সপ্তমীর বহুবচনে ‘পং’ আদেশ, ‘ইতরাত্যোহপি দৃশ্যন্তে’ (পা० ৫।৩।৮) এই সুত্রদ্বারা
 পূর্বমার্ধে ‘তসিন্’ (তসিন্) প্রকার এবং ছান্দসহেতু শব্দের স্তাবু হইয়াছে ৷ ৮

আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে একটা সমস্তায়ুক্ত পদ 'পর্য্যতিষ্ঠৎ' ক্রিয়া। ঐ পদ 'লভেৎ' একশব্দে আছে; আমরা উহার প্রতিবাক্যে বহুগচনের 'পর্য্যতিষ্ঠন্তু' (বচনব্যত্যায়ে) গ্রহণ করিতে চাই। তাহাতে, অর্থাৎপত্তিগ্ৰহণে অগস্তুর কঠকণ্ডল ততিরিক্ত শব্দকে ও তাহার টানিরা অধিকতর হয় না; অথচ, অর্থাৎ স্পষ্টত হইয়া আসে। ভাষ্যকার ঐ ক্রিয়াপদকে 'বৃজঃ' পদের সহিত অঙ্কিত বর্ণনা মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ ক্রিয়াপদের কর্তৃ-স্বরূপে 'যাঃ' পদকে নির্দেশ করিতেছি। ভাষ্যকারের অর্থে প্রকাশ—'বৃজ জীবনদশায় আপনায় প্রভাবে যে অপের (অলসার) দ্বারা পরিবৃত্ত ছিল, এমন তাহাদের পদতলে শায়িত হইল অর্থাৎ তাহার উপর দিয়া জলশ্রোত বহিয়াছিল।' * কিন্তু আমরা বলি, ঐ অপের ভাগ্য এই যে,— 'শক্রের প্রভাবে আমাদের যে সকল শুদ্ধগুণের মুহূমান (পরিবৃত্ত)

* ঐ পদ সঙ্গত ব্যাখ্যাতেই এই ভাব প্রকাশ। হই একটা বঙ্গভূমির নিয়ে প্রবৃত্ত হইল; লক্ষ্য করুন; (১) "ভর (কুল)-কে অতিক্রম করিয়া নব বেক্রম বহিয়া যায়, মনোহর অলসেইরূপ পতিত (বৃজদেহকে) অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃজ জীবনদশায় নিজ মহিমা দ্বারা যে অলস বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই অলস পদের নীচে নয়ন করিল।" (২) "নদীর অলসকল ভগ্নকুলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয়, তক্রূপ নদীর উপর পতিত বৃজাপুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃজের জীবনদশায় যে অলসকল বনের দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই অলসকলকে নিজে মুক্তার পর তাহার দেহ পতিত করিল।" শেষোক্ত প্রকার ব্যাখ্যার সঙ্গে একটা টীকা (ফুটনোট) আছে; — "পারস্তের রাজা লাইরন (Cyrus) যেমন টাইগ্রস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া বাবিলন নগর অর করেন, বৃজাপুরও বোধ হয় সেই প্রকার করিয়া আর্ঘ্যভূমি অর করিয়া চেষ্টা করিয়াছিল। কেন্দ্রদেশেও ইহাই লিখিত আছে। তৎকালে ইতিহাসের জন্ম হয় নাই, সুতরাং ভাষ্যকারের হুঁশিয়ারি। কিন্তু অথেন ও আবেতার ঐক্য-দর্শনে বোধ হয় ইন্দ্র ও বৃজাপুরের যুদ্ধ অবশ্যই ঘটয়া থাকিবে।" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, গত সকল কালে সকল দেশে অভিন্ন; এক দেশে যে পতা যে উপদ্বার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা হয় অন্য দেশেও সেই পতা সেই উপদ্বার দ্বারা পরিষ্কৃত করা হইয়াছে — এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার, একই বকরের ঘটনাজুই দেশে সঙ্গতি হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ ক্ষেত্রে, একের ক্ষেত্রে অন্যের মতক সংঘোজিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তবে অনিত্যের সহিত নিত্যের সন্ধ হাপন করিতে গেলে, সৌন্দর্য্য থাকে না। সৌন্দর্য্যের সীমিততার প্রতি ভীষণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে পারিলেই সত্য সত্য প্রকাশ পাইতে পারে। এই লক্ষ্য রাখিয়া বেদ-ব্যাখ্যার অঙ্গসরণ করিবেন — ইহাই প্রার্থনা।

ছিল।' পূর্বাণর অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না কি ? জলই বা কাহাকে ধরিয়াছিল, আর কাহারই বা পতন হইলে জল তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল—এ প্রহেলিকা ভেদ করা কাহারও গাধ্য আছে কি ? ফলতঃ, 'পর্য্যতিষ্ঠৎ' ক্রিয়াপদে বচন-ব্যত্যয় ধরিয়া, 'যাঃ' কর্তৃপদের গহিত উহাকে অস্থিত বলিয়া স্বীকার করিলেই স্তম্ভ অর্থ পাওয়া যায়। আমরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিলাম। এ দিকে অশ্ব শকল প্রকার অর্ধেরও আভাব দেখা গেল। বাঁহার যেরূপ অভিক্রটি, তিনি সেই অর্ধেরই অক্ষুণ্ণ করিতে পারেন। (১ম—৩২সু—৮শ)।

নবমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ষাতিংসংস্কৃতং । নবমী ঋক্ ।)

নীচাবয়া অভবদ্ভ্রপুত্রেন্দ্রা অশ্বা অব বধর্জভার ।

উত্তরা সুরধরঃ পুত্রঃ আসৌদানুঃ শয়ে

সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

নীচাবয়াঃ । অভবৎ । ব্রহ্মপুত্রা । ইন্দ্রঃ । অশ্বাঃ ।

অব । বধঃ । জভার ।

উত্তরা । সুঃ । অধরঃ । পুত্রঃ । আসৌ । দানুঃ ।

শয়ে । সহবৎসা । ন । ধেনুঃ । ১ ।

• • •

সর্গাহসারিণী-ব্যাখ্যা ।

তদা 'বৃজপুত্র' (অজ্ঞানজননী মায়ী) 'নীচাবরাঃ' (অবসতা, প্রতাবরহিতা) ভবতি ; 'ইন্দ্রঃ' (ন ভগবান) 'অভাঃ' (মারাতাঃ) 'বধাঃ' (বধসাধকমায়ুধং, সজ্জ্ঞানরূপমিতি যাবৎ) অবজতার (প্রহৃতবান্, তানুদ্ধিত্ত প্রক্লিষ্টগান) ; অনন্তরং 'মাতুঃ' (দৈতাজননী, অগৎপ্রবৃত্তিপোষিকা) 'মঃ' (মাতা, মায়ী) 'উত্তরা' (উর্দ্ধগতা, ভগবৎসম্বন্ধযুক্তা) 'পুত্রঃ' (অজ্ঞানং) 'অধরঃ' (অধোগামী, বিনষ্ট ইত্যর্থঃ) 'আনোৎ' (অতবৎ) ; এবং সতি 'নহবৎসাম স খেতুঃ' (বধা বৎসেসম নহ খেতুঃ খেতে তবৎ, বধা জ্ঞানরশ্মিভিঃ সচ জ্ঞানার্থঃ স্মিতিলিতো ভবতি তবৎ) অহং 'শরে' (ভগবতা সহ মিলিতো ভবামি) । ভগবৎপ্রতাবেন বদা অজ্ঞানং বিনশ্রুতি, তদা তৎপ্রহর্যায় ভগবন্মুখিনী ভবতি ; বরক ভগবৎসারিণ্যং লভামহে । (১ম—৩২৭—২৭) ।

* * *

বদানুবাদ ।

(তখন) অজ্ঞান-জননী মায়ী প্রতাবরহিতা হয় (অজ্ঞানরূপ পুত্র বিনষ্ট হইলে, অজ্ঞান-জননী মায়ী মুহুর্মাম হইয়া থাকে) ; (তখন) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মায়ীর বধসাধক সজ্জ্ঞানরূপ অস্ত্র (তৎপ্রতি) নিক্ষেপ করেন । তাহাতে অগৎপ্রবৃত্তিপোষিকা মায়ী উর্দ্ধগত হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয় ; আর তাহার পুত্র অজ্ঞান অধোগামী বিনষ্ট হইয়া থাকে । সে অবস্থায়, বৎসগহ খেতু যেমন অবস্থিতি করে (অথবা রশ্মির আধারে যেমন রশ্মিরাজিত মিলিত হয়) আমিও সেইরূপ ভগবানের সহিত মিলিত হই (অর্থাৎ আমার অহংভাবে ভগবানে গিয়া লীন হই) । (১ম—৩২৭—২৭) ।

পারশ-ভাষ্যং ।

বৃজপুত্রা বৃজঃ পুত্রো বতা মাতুঃ সেরং মাতা বৃজপুত্রা নীচাবরা ন্যগুতাবং প্রাপ্তা হতাতবৎ । পুত্রঃ প্রতারাভকিতুং পুত্রদেহতোপরি তিরশ্চী পতিতবতীত্যর্থঃ । তদানীমর-মিপ্রোহতা মাতুর্কাধোহাগে বৃজতোপরি বধো হননসাধনমায়ুধং অহার। প্রহৃতবান ।

পারশ-ভাষ্যের বদানুবাদ ।

বৃজ হইয়াছে পুত্র যে মাতার, সেই মাতা ভগবতাব প্রাপ্ত হইয়া মৃত হইয়াছিল অর্থাৎ পুত্রকে (বৃজকে) প্রহার হইতে রক্ষা করিবার অস্ত্র পুত্রদেহোপরি তির্যাক্তাবে পতিত হইয়াছিল । সেই সময় ইন্দ্রদেব, এই মাতার অধোভাগে বৃজের উপর হনন-

তদানীং সূর্য্যাতোত্তরোপরিহিতানীং। পূজ্যংযেতিগম্বিত্ত্বানীং। সা চ মন্ত্রদানবী বৃত্তমাতা
শরে। সূতা শরনং কৃত্তনতীতি। তত্র দ্ব্যটীতঃ। ‘খেল্লোকপ্রসিদ্ধা গোঃ মৎসংসা ন।
বধা বৎসসহিতা শরনং কয়েতি তৎসং।

‘নীচাবরাঃ’। যেতি খাদতীতি বরো কঃ। ঔপাদিকোহ্মিপ্রত্যয়ঃ। ত্বকৌ বরনৌ
বতঃ সা নীচাবরাঃ। ‘স্বচ্’ শকাচ্ছরতা বিভক্ত্যেঃ সূপা সূপা তবতীতি তৃতীয়েক-
বচনাদেশঃ। ‘অচ’ ইত্যকারলোপে চাবিত্তি দীর্ঘঃ। ‘অকেচ্ছন্দশসর্কনামহান্মিতি
উল্লেখ্যাত্বং সমাসে স্মৃগতানচ্ছন্দসঃ’। বহুব্রীতে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিবৎসং। বধা নীচৌ
মিকটৌ বরনৌ বতঃ সা। পূর্ব্বপদত্ব দীর্ঘহান্দনঃ। বধঃ। বহুব্রীতেহেনেনেতি বধা।
অনুস্মি তত্ত্বর্কনাদেশঃ। মিত্বাদাহানাত্বং। জভার। হ্রস্বস্বার্থক ইতি তৎসং। স্য।
বৎ প্রানিগর্ত্তবিমোচনে। সূত্রে গর্ত্তং নিষ্কৃতীতি সূর্য্যাতা। কিপ্-চেতি কিপ্।
দাত্বঃ দো অবশ্যপ্তনে। দাতাত্যঃ ত্বঃ। উ. ৩। ৩২। শরে। লটি লোপত্ব আশ্বনেপদেষু।
পা. ৭। ১। ৪। ১। ইতি তলোপঃ। শীঙঃ নার্কধাতুক ইতি শুপেন্য়াদেশঃ। ২।

হেতুভূত অল্প প্রকার করিয়াছিলেন। তখন মাতা উপরিদেশে এবং পুত্র (বৃত্ত) অধো-
ভাগে ছিল। এবং সেই দানবী বৃত্তমাতা সূতা হইয়া শরন করিয়াছিল। এখানে বৃত্ত-
লোকপ্রসিদ্ধা পাতী যেমন বৎসের সহিত শরন করে, তদ্রূপ বৃত্তমাতা বৃত্তের সহিত বধা
হইয়া শরন করিয়াছিল।

‘নীচাবরাঃ’ পদটিতে ‘বেঞ্’ ধাতুর উত্তর ‘ককণ করিতেছে’ এই অর্থে ঔপাদিক
‘অস’ প্রত্যয় করিয়া ‘বরা’ পদ নিপ্পন্ন। ‘তির্ধাক চইরাছে বাহুবর বার’ এই অর্থে
‘নীচাবরাঃ’ পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। ‘স্বচ্’ শব্দের উত্তরবর্ত্তী বিভক্তির স্থানে ‘সূপাঃ সূপা
তবতী’ এই সূত্র দ্বারা তৃতীয়ার একবচন আদেশ। ‘অচঃ’ সূত্র দ্বারা অকারলোপ হইলে
‘চৌ’ সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। “অকেচ্ছন্দশসর্কনামহান্মিতি” সূত্র দ্বারা তাহার উল্লেখ
স্বর। সমাস হইয়া ছান্দস প্রযুক্ত বিভক্তির লোপ তর মাই। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে
প্রকৃতিবৎ হইয়াছে। অথবা ‘নীচ হইরাছে বাহুবর বাহার’ এই অর্থে ছান্দসহেতু পূর্ব্বপদে
দীর্ঘ করিয়াও উক্ত ‘নীচাবরাঃ’ পদ নিপ্পন্ন হইতে পারে। ‘হত হর ততার বারা’ এই
অর্থে ‘বধঃ’ এই পদটি, হন ধাতুর উত্তর অন্তন (অন) প্রত্যয়ে ‘বধ’ আদেশ করিয়া
নিপ্পন্ন। নিব্বহেতু ততার আদিবর উদাত। ‘জভার’ এই পদটিতে, ‘হ্রস্বস্বার্থকঃ’ এই সূত্র-
দ্বারা হ এর স্থানে ত আদেশ হইয়াছে। প্রানিগর্ত্তবিমোচনার্থবোধক ‘বৃচ্ছ্’ ধাতুর উত্তর
‘গর্ত্তবিমোচন করে’ এই অর্থে ‘কিপ্চ’ সূত্র দ্বারা কিপ্ প্রত্যয় করিয়া ‘প্চ’ পদটি
নিপ্পন্ন। এই ‘সূঃ’ পদের অর্থ মাতা। অবশ্যপ্তনার্থমূলক ‘দো’ (দা) ধাতুর উত্তর
‘দাতাত্যঃ ত্বঃ’ (উ. ৩। ৩২) এই সূত্র দ্বারা ‘ত্ব’ প্রত্যয়ে ‘দাত্বঃ’ পদ নিপ্পন্ন। ‘শরে’ পদটিতে
‘লটি লোপত্ব আশ্বনেপদেষু’ (পা. ৭। ১। ৪। ১) এই সূত্র দ্বারা তত্র লোপ হইয়াছে
‘শীঙঃ নার্কধাতুক’ এই নিগমে ‘শীঙ্’ ধাতুর শুপ হইয়া অনাদেশ হইয়াছে। ২।

নবম (৩৭৫) শ্লোকের বিশদার্থ ।

—: १८*०१ : —

এ শ্লোকের প্রচলিত অর্থ, আনানের অর্থের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। সে অর্থে প্রকাশ,—বৃত্তাস্ত্রের আদ্য হইলে, বৃত্তাস্ত্রের মাতা সিন্ধা বৃত্তকে বন্ধা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সে তির্য্যগ্ভাবে বৃত্তের দেহ আঘাত করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্র বৃত্তের সঙ্গে আর অস্ত্রাঘাত করিতে না পারেন, এই ভাবে সে পুত্রকে আঘাত করিয়া ছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব, বৃত্তের মাটাকেও গ্রহণ করেন; সে প্রহায়ে বৃত্তের মাটাও নিহত হয়। তখন, বৎস-ক্রোড়ে গাভী যেমন ডুতলে পড়িয়া থাকে, যুত-পুত্রের দেহের উপর বৃত্তের মাটা সেইরূপভাবে পড়িয়া গিয়াছিল। সায়ণের ভাষ্যে এবং যে সকল ব্যাখ্যা অধুনা প্রচলিত আছে, তাহার সকল ব্যাখ্যাতেই ঐ মত প্রচলিত। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যার মানুষের সহিত মানুষের সংগাম এবং লৌকিক ব্যাপারই প্রযোজ্য হয়।

আমরা মনে করি, একটা বৃত্তিতে হইলে, ইহার অন্তর্গত কয়েকটা শ্লোকের অর্থানুধাবন বিশেষভাবে প্রয়োজন। যদি ইন্দ্র বৃত্তাস্ত্রের বৃদ্ধ-ব্যাপার উদ্ভাঙে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহাও রূপক বলিয়া বুঝতে হইবে। সায়ণের ভাষ্যে অনেক স্থলে হয় তো বা উক্তির অজ্ঞাতসারেই সেই রূপক-ভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। তান সময় সময় সে অস্ত্রের নাম করিয়াছেন, এবং সময় সময় যে মোঘের ও বারি-বর্ষণের বিষয় বর্ণন করিতে উদ্ভুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাও প্রকাণ্ডরূপে রূপক-ভঙ্গই প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়টা বুঝিতে হইলে, শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ প্রথমে অনুশীলন করা কর্তব্য এবং তাহার পর শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

শ্লোকটিকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিলাম; অর্থানুধাবনীর এক এক অংশ লক্ষ্য করিয়া অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করুন। প্রথম অংশ—‘তদা.....তবতি’; ঐ অংশের একটা শব্দ—‘বৃজপুত্রা।’ ঐ শব্দে ‘সায়ণ বৃত্তের মাতা’ অর্থ করিয়াছেন; অন্যত্র তাহাই স্বীকার করিলাম।

বৃত্তে বলিতে যে অজ্ঞানতাকে বুঝায়, আমরা তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। সুতরাং এখানে 'বৃত্তমাতা' বলিতে অজ্ঞানতার জননী অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। অজ্ঞানতার জননী বলিতে কি বুঝি? সে কি মায়া নহে? মায়া হইতেই কি অজ্ঞানের জন্ম হয় না? মায়ার কারণে মানুষ পাচ্ছন্ন হইয়া, অজ্ঞানতার প্রভাব দেয়। তাই মায়াকেই অজ্ঞানতার প্রণবিত্রী বলিয়া আমরা মনে করি। তার পর—'নীচাবস্থাঃ' শব্দার্থ—'অবস্থান যাহার নীচ হইয়াছে'; অর্থাৎ, প্রভাববহিত অবনত অবস্থায় বিষয়ই ঐ শব্দে প্রকাশ পাইতেছে। এখানে পূর্বে পাকের গম্বন্ধ-গম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করুন। পূর্বে থাকে বৃত্তের (অজ্ঞানের) পতনের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে। অজ্ঞান যখন আহত হইয়া ভূতলপায়ী হইল, তখন তাহার মাতা মায়াকেও নিশ্চয়ই অবনত হইতে হইল। অজ্ঞানতার প্রভাবে সে (মায়া) এক পদে প্রধাবিত হইতেছিল। অজ্ঞানতা বিধ্বস্ত হইলে একপদে তাহার গতি প্রতিহত হইল। 'নীচাবস্থা' পদে সেই তাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও সে একেবারে অজ্ঞানতাকে ত্যাগ করিতে পারে না। জননীর স্নেহ-ধারা আহত গন্তানের প্রতি যেমন স্নেহঃপ্রবাহিত হয়, এখানেও সেই তাব প্রকাশ পাইল। সে 'নীচাবস্থাঃ' হইয়া, প্রভাববহিত হইয়াও, গন্তানকে রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্টা পাইল। অজ্ঞানতা যায় যয়—যায় না। অক্ষয়-নাশ হয় হয়—কিন্তু হয় না। 'বৃত্তপুত্রী নীচাবস্থাঃ'—এ সেই অবস্থার স্তোভক। মায়া যেন অজ্ঞানতাকে ছাড়িতে চাইতেছেন না;—ভ্রাস্ত্র যেন পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াও বিধ্বস্ত হইতেছে না।

তখন, পরমকারুণিক ভগবান, জীবের প্রতি কৃপাপরম্বণ হইয়া, অজ্ঞানতার শেষ চিহ্নটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্ত বন্ধপারিকর হন। তখন তাঁহার বধগাধক অস্ত্র অজ্ঞানজননী মায়ার প্রতি নিক্ষপ্ত হয়। থাকের দ্বিতীয় অংশ—'ইন্দ্র.....অবজতার।' এ অংশেও লক্ষ্য করিবেন, আমরা কোনও শব্দেরই অর্থের বিশেষ পরিবর্তন করি নাই। 'অশাঃ' পদে মায়াকে বুঝাইতেছে। আমরা ইহার প্রতিশব্দ্য 'মায়ামাঃ' রাখিলাম। 'বধঃ' পদে 'বধগাধক অস্ত্র' অর্থ প্রচলিত। কিন্তু মায়ার বধগাধক অস্ত্র কি? সে কি গদ্যজ্ঞানরূপ অস্ত্র নহে? আমরাই চিন্তা করিলেই তাহা

অনুভূত হইবে । ফলতঃ, এই দ্বিতীয় অংশের ভাবার্থ এই যে,—‘মায়ী
 মুহূর্ত্তানু হইলে সদ্ভজ্ঞান আশিয়া জ্ঞানকে অধিকার করিতে সমর্থ হয় ।’
 অতঃপর ষাট্ৰের তৃতীয় অংশের (অবস্থের)—‘অনস্তরং দানুঃ.....অনীৎ’
 পর্য্যন্ত অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন । শব্দার্থ এখানেও কিছু পরিবর্তিত
 হয় নাই । ‘দানুঃ’ পদকে ‘সুঃ’ পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি
 মাত্র । দানু—দৈত্যজননী ; ভাগে—সগৎ-প্রবৃত্তির পোষিকা । ‘সুঃ’
 শব্দে মাতা ; এখানে দৈত্যমাতা মায়াকেই বুঝাইতেছে । এখানে,
 অজ্ঞানতা-নাশের পর জ্ঞানে সস্তাব-সঞ্চারের পরবর্তী যে অবস্থা বা স্তর,
 তাহাই বিবৃত হইতেছে । জ্ঞানে সস্তাবের প্রাধান্য নিসৃত হইলে
 মায়ী উর্দ্ধগত ভগবৎস্বরূপ হইয় থাকে । সে অবস্থায় ভগবানের প্রতিই নমতা
 আসে ; মায়ী তখন ঐকান্তিক অনুরাগ বা ভক্তির আকার প্রাপ্ত হয় ।
 ‘সুঃ উত্তরা’ পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে । সে অবস্থায় উপনীত
 হইলে, মায়ীর পূজা অজ্ঞানতা অধোগামী অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । ইহাই
 জ্ঞানে জ্ঞানোদয়ের ক্রম-পর্য্যায় । মন্ত্র সেই ক্রম-পর্য্যায় প্রকাশ
 করিতেছে । উপসংহারে, ব্যাখ্যার শেষাংশের (‘ন ... শয়ে’) প্রতি
 লক্ষ্য করুন । এখানে ধেনু ও বৎসের উপমা আছে । ব্যাখ্যাকারগণ
 অর্থ করিয়াছেন,—‘ধেনু যেমন বৎস সহ শয়ন করে ।’ আমরা সেই
 অর্থই অনুসরণ করিলাম বটে ; কিন্তু উহার মর্ম্মার্থ অনুরূপ প্রকাশ
 করিলাম । পরন্তু, আমরা মনে করি, বড় গভীর অর্থ হইত, যদি বলিতাম,
 —‘বৎস যেমন ধেনু সহ শয়ন করে ।’ উহাতে অর্থ প্রায় একই থাকিত ;
 ভাব একটু উচ্চে যাইত । ভগবানু আশিয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
 করেন, অথবা আমি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া শয়ন করি,—দুইয়ের মধ্যেই
 প্রগাঢ় স্নেহানুরাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছে । কিন্তু ‘শয়ে’ ক্রিয়াপদ
 যখন উত্তম পুরুষের একবচনে রহিয়াছে, তখন ‘তাঁহা হইতে উপর
 বৎসরূপ আমার শয়নের’ ভাবই প্রধানতঃ মনে আসে । ‘আমি তাঁহার
 ক্রোড়ে শয়ন করি’,—তাঁহার মর্ম্ম এই যে, ‘আমার অহংভাব তাঁহাতে
 গিয়া মিলিত হয় ।’ রশ্মি-কণা যেমন রশ্মির আধারের সহিত মর্ম্মকবিশিষ্ট
 থাকে, জলবিন্দু যেমন জলের সহিত মিশিতে চায়, আমার অন্তর্নিহিত
 সদ্ভূতগণুহও তখন সেই ভগবানে গিয়া মিলিত হয় । ‘ধেনুঃ সহ

বৎস' পদে 'তোমার দর্শিত আমার সর্বাভাৱে মিলন হউক'—এই
ভাব প্রকাশ পাইয়াছে

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, ঋগ্বেদ স্তরে স্তরে
ক্রমোন্নতির অবস্থার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। প্রার্থনার ফলে বলা
হইতেছে,—'হে ভগবন্ ! আমার অন্তরস্থিত অসদ্বৃত্তিসমূহ বিনষ্ট
হউক ; তাহাদের নেতৃস্থানীয় অজ্ঞানতা পঞ্চ-লাভ করুক ; সঙ্গে সঙ্গে
সেই অজ্ঞানতার জননী মায়ী ভুলশায়িনী হউক । তোমার অস্ত্র তাহার
প্রতি নিক্ষেপ হউক । তাহার ফলে, মায়ী সদজ্ঞানমণ্ডলা ইয়া তোমার
প্রতি উর্দ্ধাভিমুখিনী হউক । অজ্ঞান অধঃপতিত এবং মায়ী উর্দ্ধাভিমুখিনী
হইলে আমি যেন তোমার ক্রোড়ে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হই '—
আমরা মনে করি, প্রচ্ছন্ন এই প্রার্থনার ভাব লইয়া মন্ত্র ভীৎকে
আপনার উচ্চার-কামনার মোক্ষপথে অগ্রগত হইবার জন্য
উদ্ভুদ্ধ করিতেছে । (১ম—৩২সূ—২ম) ।

— • —

দশমী ঋক্

(প্রথমং সপ্তমং । ষাতিংসংস্কৃতং । দশমী ঋক্)

অতিষ্ঠস্তীনাগনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং

মধ্যে নিহিতং শরীরং ।

বৃত্রশ্চ নিগ্যাং বি চরন্ত্যাপো

দীর্ঘং তম আশয়দিস্রশক্রঃ ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ।

অতিষ্ঠস্তীনাং । অনিহবেশনানাং ।

কাষ্ঠানাং । মধো । নিহিতং । শরীরং ।

রক্তং । নিগাং । বি । চরন্তি । আপঃ ।

দীর্ঘং । তমঃ । আ । অপন্নং । ইন্দ্রশক্রঃ । ১০ ।

* * *

মর্শাসুসারিনী-বাখ্যা ।

তদা 'অতিষ্ঠস্তীনাং' (অবিপ্রাকং প্রবহন্তীনাং, ভগবদমুর্ভিনীনাং) 'অনিহবেশনানাং' (লতঃ গচ্ছন্তীনাং, নিরতভগবৎপদাঙ্কাসুসারিনীনাং) 'কাষ্ঠানাং' (শুক্লস্বভাবানাং ভক্তিরগপ্রবাহানাং) 'মধো' (অতাস্তরে) 'নিহিতং' (নিমজ্জিতং, লোপপ্রাপ্তং) 'রক্তং' (অজ্ঞানশক্রোঃ) 'শরীরং' (দেহং, অস্তিত্বং) 'নিগাং' (নামরহিতং, লক্ষ্যশূন্যং) তাভীতি শেষঃ ; তদা 'আপঃ' (শুক্লস্বভাবাঃ ভক্তিরসামৃতাঃ) 'বিচরন্তি' (হৃদয়ে বিশেষণ প্রবহন্ত) ; 'ইন্দ্রশক্রঃ' (ভগবচ্ছত্রঃ, অজ্ঞানং) 'দীর্ঘং' (সম্পূর্ণরূপং, চিরং) 'তমঃ' (নিজ্ঞাং, মূঢ়াঃ ইতি গানং) 'অপন্নং' (অপেক্ষা, প্রাপ্নোতি) । যদা শুক্লস্বভাবপ্রবাহাঃ ব্রহ্মসাগর-গামিণীঃ স্নানস্তদা অজ্ঞানশক্রঃ পদাকৃ বিনশ্যতিতি ভাবঃ । (১ম-৩২হ-১০ধ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

(তখন) অবিপ্রাক-প্রবহনশীল (ভগবদমুর্ভিনী) নিরতভগবৎপদাঙ্ক-সুসারী শুক্লস্বভাবের প্রবাহ-মধ্যে নিমজ্জিত (লোপপ্রাপ্ত) গেই শক্রের দেহ (অস্তিত্ব) নামরহিত (লক্ষ্যশূন্য) হয় । (তখন) শুক্লস্বভাবের প্রবাহ (ভক্তিরসামৃত) হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে । ভগবৎ-শত্রু অজ্ঞান (তখন) চিরনিদ্রা (মূঢ়া) প্রাপ্ত হয় । (১ম-৩২স-১০ধ) ।



সারণ-ভাষ্যং ।

বৃদ্ধশ শরীরমাপো বিচরন্তি । বিশেষণোপর্যাক্রমা প্রবহন্তি কৌশলং শরীরং । নিগ্যং ।
নির্নামধেরং । অঙ্গু মগ্ধেন গুচ্ছাস্তদীয়ং নাম ন কেনাপি জারতে । এতদেব স্পষ্টী
ক্রমতে । কাষ্ঠানামপাং মধ্যে নিহিতং । নিকিপ্তং । কৌশলানাং কাষ্ঠানাং অতিষ্ঠত্বীনাং ।
স্থিতিরহিতানাং । অনিবেশনানাং । উপবেশনরহিতানাং প্রবহণবক্তাবদেতাসাং মনুষ্যবর
কাপি স্থিতিঃ সত্ত্বতি । ইন্দ্রশক্রবৃত্রো জলমধ্যে শরীরে প্রকিপ্তে নতি দীর্ঘঃ তমো দীর্ঘং
নিজ্রাঙ্ককং মরণং বধা তবতি তথাশরং । সস্কৃতঃ পতিতবান্ ॥

অতিষ্ঠত্বীনাং । অব্যয়পূর্কগপ্রকৃতিবরং । অত্র যাক্ । অতিষ্ঠত্বীনামনিবেশনানা-
নামিত্যহাবরাণাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং মেঘঃ । শরীরং শৃগাতেঃ শরীরেতর্কী ।
বৃদ্ধশ নিগ্যং নির্নামং বিচরন্তি নিজানন্ত্যাপ ইতি । দীর্ঘং জ্রাবতেস্তমস্তনোতেরাশয়দাশেতে-
বিস্ত্রশক্রবৃত্রোহণ্য শয়িতা বা শান্তরিতা বা তস্মাদিন্দ্রশক্রঃ । তৎ কো বৃত্রো মেঘ ইতি
নৈরুক্তাশ্বাষ্ট্রোহণ্যর ইতিহাসিকাসিঃ । নিঃ ২।১৬। ইতি । ১০ ।

ইতি প্রথমলা দ্বিতীয়ে সপ্তত্রিংশো বর্গ ॥ ৩৭ ॥

সারণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

জলসমূহ বৃদ্ধের শরীরের উপর বিশেষরূপে আক্রমণপূর্কক প্রবাহিত হইয়াছিল ।
বৃদ্ধের শরীর কিরূপ ? না—নামধেররহিত । অর্থাৎ বৃদ্ধশরীর জলে মগ্ন থাকিতে গুচ্ছ ছিল
বলিয়া তাহার নাম কেহ জানিত না । ইহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে—জলসমূহের মধ্যে নিকিপ্ত ।
জলসমূহ কিরূপ ? না—স্থিতিরহিত এবং উপবেশনরহিত । জল, যতঃ প্রবহনশীল বলিয়া
মনুষ্যের স্থায় ইত্যাদিগের কোথাতেও স্থিতি সত্ত্ববশ নহে । জলমধ্যে শরীর প্রকিপ্ত হইলে
বৃদ্ধ দীর্ঘনিজ্রাক্রম মরণের স্থায় শয়ন করিয়াছিল ।

‘অতিষ্ঠত্বীনাং’ পদটিতে অব্যয়পূর্কগপ্রকৃতিবর হইয়াছে । ‘অনিবেশনানাং’—এখানে
‘নিবিষ্ট হই ইহাতে’ এই অর্থে নিবেশন শব্দে স্থানকে বুঝায় । ইহাতে ‘করণাধিকরণশেষ’
পূত্রানুগারে অধিকরণবাচ্যে লুটি প্রত্যয় হইয়াছে । ‘সেই নিবেশন-রহিত’ এই অর্থে
বহুব্রীহি সমানে ‘নঞ-সুত্যাং’ এই পূত্র দ্বারা ইহার পরপদের অন্তবর উদাত্ত হইয়াছে ।
‘অতিক্রম করিয়া স্থিত’ এই অর্থে ‘কাষ্ঠাঃ’ এই পদটি পূর্বোদরাদি হেতু অং প্রত্যয়ে নিস্পন্ন ।
‘নিহিতং’ এই পদটিতে ‘গতিরনন্তরঃ’ পূত্র দ্বারা গতির (নি এর) প্রকৃতিবর হইয়াছে । যাক্
এ মন্ত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যা করেন । স্থিতিরহিত পবেশনরহিত অতএব অস্থায়ন জলের মধ্যে
নিহিত শরীর মেঘ নামে অভিহিত । শরীর পদটি, শৃগাতু অথবা শন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন ।
বৃদ্ধের নামরাহিত্যের হেতু জল । দীর্ঘ পদটি, জ্রাব ধাতু হইতে, তমঃ পদটি তন্ ধাতু
হইতে, আশয়ং পদটি আঙ্ পূর্কক শিঙ ধাতু হইতে উৎপন্ন । ইন্দ্রশক্র অর্থাৎ—ইন্দ্র ইহার
শয়ক বা শয়নকারক । তাহা হইলে বৃদ্ধ কে ? নিরুক্তাশ্বাধিগির মত—মেঘ এবং
ঐতিহাসিকগণের মত—বৃষ্ট প্রজাপতির পুত্র অঙ্গুর-বিশেষ (নিঃ ২।১৬) ইতি । ১০ ।

প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত । ৩৭ ।

মশুম (৩৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

— — † — —

ৱকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার ভাব এই যে,—‘একটা মানুষ (শক্র) মরিয়া নদীর জলের নীচে পড়িয়া আছে; আর তাহার দেহের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে।’ * বেদমন্ত্রের এ প্রকার অর্থের যে কি পার্থক্য আছে, তাহ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ, পূর্বাণত ভাব-মজ্জিত প্র’ত লক্ষ্য করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের ব্যাখ্যার ঔচিত্যনৌচিত্য উপলব্ধি হইবে। আমরা ব্যাখ্যা-রূপদেশে ষকটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম অংশ—‘অতিষ্ঠস্তীনাৎ—‘নশ্বৎ ভবতি’ পর্য্যন্ত অংশ—‘হৃদয়ে, শুক্রগত্ব-ভাবের সম্যক উন্মেষে অজ্ঞানতার যে অবস্থা হয়, তাহাই পরিবর্ণিত। যখন হৃদয়ে শুক্রগত্বভাব (ভক্তি-স্রোত) অবিরাম-গতিতে ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়, তখন অজ্ঞানতারূপ শক্র ও তাহার সহচরগণ সেই প্রণাহের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত বা লোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন তাহার অস্তিত্ব লোপ পায় বলিলেও অত্যাতি হয় না। ‘পরীরৎ’ গার ‘নশ্বৎ’ পদস্বয় বুঝাতেছে,—‘শক্র এখন গত্বশূণ্য অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে।’ ‘নিশ্বৎ’ পদের অর্থ—‘নামরহিতঃ’। গত্যই তখন তাহার নাম লোপ পায়; গত্যই তখন তাহার দেহ (কর্মকারিণী শক্তি) নিশূণ্য হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা তখন জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়; তাই নাম লোপের ভাব আগে। অজ্ঞানের কার্যকরী শক্তি বিনষ্ট হওয়ায়, তখন তাহার দেহকে নামরহিত বা গত্ব শূণ্য বলা যায়। ফলতঃ, অবিরাম গতিতে হৃদয়ের সদ্বৃতি-নিবহ ভগবৎ-পদাঙ্কানুগারী হইলে, মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, সেই

* একটা প্রচলিত অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল; যথা—“আবশ্রাণ্ড প্রবহণশীল নদী-শকলের জলমধ্যে বৃক্রাসুরের দেহ পতিত হইল। অগসমূহ বক্রনমুক্ত হইয়া অস্তহিত বৃক্রের দেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সচিত শক্রতা করিয়া বৃক্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।” আর একটা অনুবাদ,—“স্থিতরহিত বিশ্রামরহিত জলের মধ্যে নিদ্রিত নামশূণ্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশক্র দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে।” ইত্যাদি।

অন্যস্বারই আভাস—গেই স্তরেরই স্রোতনা—বাক্যের এই অংশে প্রকাশ
পাইয়াছে । তখনকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, স্তরগে কেবল শুক্রগত্ব-
ভাবে প্রবাহই প্রবাহিত হইতে থাকে ; তখন অন্য ভাব আনৌ স্থান পায়
না । ‘আপঃ বিচরন্তি’ পদসময় গেই অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে । ততঃপর
তৃতীয় অংশ—‘ইন্দ্রশক্রঃ.....আশয়ৎ’ পর্য্যন্ত অংশ—কি অর্থ ব্যক্ত
করে, অনুমান করুন । এখনে তৃতীয় স্তরের প্রণয় আছে । স্তরগে
সম্পূর্ণরূপে গত্বভাব জাগরিত হইলে, শক্র যে চিরনিদ্রিত হয়, অজ্ঞানতা
যে একেবারে নাশপ্রাপ্ত হয়, ঐ অংশে তাহাই পরিব্যক্ত । প্রতি শাকের
স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ নিম্প্রয়োজন । মন্থানুগারী-ব্যাক্যের প্রতি দৃষ্টিগত
করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে ।

প্রার্থনা হিসাবে এ শাকের মর্গ্য এই—‘হে ভগবন্, আমার অন্তরস্থিত
শুক্রগত্বভাবের প্রবাহ অবিরামগতিতে আপনার প্রতি প্রদাবিত হউক ।
আমার শক্র তাহাতে নিম্পেষিত হইয়া গত্বশূন্য হউক । পূর্ণ শুক্রগত্বভাবে
স্তরগে পরিপূর্ণ হওয়ায়, শক্র (অজ্ঞানতা) চিরনিদ্রার অঙ্কে
স্থানলাভ করুক ।’ (১ম—৩২সূ—১০ম) ।

— * —

একাদশী শক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । দ্বিত্বঃশব্দকঃ । একাদশী শক্ ।)

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠম্নিরুদ্ধা

আপঃ পণিনেব গাবঃ ।

অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্ যত্রং

জঘন্নাৎ অপ তদ্ববার ॥ ১১ ॥

* * *

দাসপত্নীঃ । অহিহগোপাঃ । অতিষ্ঠন ।

নিরুচ্ছাঃ । আপঃ । পণিনীহৈব । গাবঃ ।

অপাৎ । বিলৎ । অপহিতং । যৎ । আসীৎ ।

বৃত্তং । অবস্থান । অপ । তৎ । বনরি । ১১ ।

• • •

মর্শাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

সদসদ্বৃত্তোঃ সংগ্রামে, 'দাসপত্নীঃ' (কৌণ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'অহিহগোপাঃ' (অহিনা শক্রণা গোপাঃ লুক্কামিতাঃ, লোপপ্রাপ্তাঃ) অতনুঃ; 'পণিনী' (অসুরেণ, অজ্ঞানাকারেণ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাদয়ঃ) 'ইব' (যথা আচ্ছন্ন ভবন্তি তথা) 'আপঃ' (অস্তরহুশুক্ণস্ব-ভানপ্রবাহাঃ) 'নিরুচ্ছাঃ' (অবরুচ্ছাঃ) 'অতিষ্ঠন' (আসনুঃ); 'অপাৎ' (স্বভাবানার) 'বিলৎ' (প্রবহণসারং) 'যৎ' (যদ্যৎ, যেন প্রকারেণ) 'অপহিতং' (নিরুচ্ছং) 'আসীৎ' (অতিষ্ঠৎ) তৎকারণহেতুত্বং 'বৃত্তং' (অজ্ঞানরূপং শক্রং) ন তগবান্ 'অবস্থান' (৩তমান); 'তৎ' (বিলক) 'অপবনরি' (নিরোপং পরিচ্ছবানু) । সদসদ্বৃত্তোঃ সংগ্রামে সমুপস্থিতে অসুরপত্নীহানীয়াঃ কৌণ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ যঃ তা বিলুপ্তা ভবন্তি; তগবৎপ্রভাবেন অবরুচ্ছাঃ শুক্ণস্বভাবপ্রবাহাঃ ক্রমশঃ ছিন্নবাণাঃ নন্তি; তদা হৃদয়ো তত্র সমার্কৌ ভবন্তি । ইতি ভাবঃ । (১ম- ৩২সূ- ১১খ) ।

• • •

বদান্তবাদ ।

(সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম সময়ে) কৌণ অসদ্বৃত্তিসমূহরূপা অসুর-পত্নীগণ অজ্ঞানতারূপ অসুর কর্তৃক লুক্কামিত (লোপপ্রাপ্ত) হইয়াছিল । অজ্ঞানাকারে জ্ঞানকিরণ যেমন আচ্ছন্ন থাকে, অস্তরহু শুক্ণস্বভাবের প্রবাহ সেইরূপ অজ্ঞানতা দ্বারা অবরুচ্ছ অবস্থায় অবস্থিত ছিল । শুক্ণস্বভাব-প্রবাহের প্রবহণসার যৎকর্তৃক নিরুচ্ছ ছিল, সেই অজ্ঞানতারূপ শক্রকে তগবান্ বিনাশ করিয়াছিল, এবং তাহার কলে শুক্ণস্বভাবের প্রবহণসারের বাধা অপসৃত হইয়াছিল । (১ম- ৩২সূ- ১১খ) ।

সায়ণ-ভাষ্যঃ

দাসপত্নীঃ । দানো বিখোপক্ষপণহেতুবৃক্তঃ পতিঃ স্বামী যাসামপাং তা দাসপত্নীঃ । অত-
এবাহিগোপাঃ । অহিবৃক্তো গোপা রক্ষকো যাপাং তাঃ । গোপনং নাম স্বচ্ছন্দেন বধা
ন প্রবহন্তি তথা নিরোপনং । এতদেন স্পষ্টীকৃতম্ । আপো নিকৃদ্ধা অতিষ্ঠম্ভিতি । তত্র
দৃষ্টান্তঃ । পণিনেব গাবঃ । পণিনামকোহসুরো গা অপহৃত্য বিলে স্থাপয়িত্বা বিলঘারমাচ্ছান্ত
যথা নিকৃদ্ধনাম্ভেত্যর্থঃ । অপাং যদ্বিলং প্রবতণঘারমপিহিতং বৃক্তেণ নিকৃদ্ধমাসীৎ । তদ্বিলং
প্রবতণঘারং বৃক্তঃ অঘঘান হতবানিস্রোহপববার । অগাবৃক্তমকরোং । বৃক্তকৃতমপাং
নিরোধং পরিহৃতবান । অত্র যাক্ : । দাসপত্নীর্দাসানিপত্ন্যা দানো দস্ততেক্ষপদানমতি
কর্ম্মীণ্যহিগোপা অতিষ্ঠম্ভিনা শুপ্তাঃ । অহিরঘণাদেত্যস্তরিক্কেহমমপীতরোহিতিরিতস্যাদেন
নিকৃৎসতোপসর্গ আভ্যন্তি । নিকৃদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ পণিবনগ্ ভবতি পণিঃ
পণনাঘণিকৃ পণাং নেনেক্তি অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ । বিলং ভরং ভবতি বিলভেবৃক্তঃ
অঘঘানপববার তদ্বৃক্তো বৃণোতেক্সা বর্ধতেক্সা বর্ধতেক্সা বদবৃণোস্তদ্বৃক্তস্ত বৃপ্রমতি
বিজ্ঞারতে । বদবর্ধত তদ্বৃক্তঃ বৃক্তমতি বিজ্ঞারতে । বদবর্ধত তদ্বৃক্তস্ত বৃক্তমতি
বিজ্ঞারতে নি० ২।১৭। ইতি ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

দাস অর্থাৎ বিশ্বের নাশের কারণ বৃক্ত হইয়াছে স্বামী সেই জলসমূহের সেই দাসপত্নী
জলসমূহ এবং বৃক্ত হইয়াছে রক্ষক যে জলসমূহের সেই জলসমূহ । এস্থলে গোপন শব্দের
অর্থ—যাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেইরূপে নিরোধ । ইহাও স্পষ্টীকৃত
হইতেছে । অলরাশি নিকৃদ্ধ হইয়াছিল । এস্থলে দৃষ্টান্ত পণিনানক অস্তর গোপককে
অপহরণ করিয়া গঠ মধ্যে স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই গঠের দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক
(গোপককে) যেভাবে নিরোধ করিয়াছিল অলরাশিও বৃক্তকর্তৃক সেইরূপে নিকৃদ্ধ হইয়াছিল ।
জলসমূহের যে প্রবণতার বৃক্তকর্তৃক অপরূদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রবণতাররূপ বৃক্তকে
ইন্দ্রদেব অগাবৃক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বৃক্তকৃত যে জলের অবরোধ তাহাকে মুক্ত করিয়া-
ছিলেন । এ মন্ত্রটির বাক্য এইরূপে ব্যাখ্যা করেন—দাসের পত্নীগণ, দাস পদটি দস্ত বাতু
হইতে উৎপন্ন । দাসঃ পদের অর্থ—কর্ম্মসমূহকে উপকরণ করে । অহিগোপা হইয়াছিল
অর্থাৎ অতি কর্তৃক শুপ্তা হইয়াছিল । অস্তরিক প্রদেশে উৎপাতজনক অহি হইতে যে
উপসর্গ সজাত হয়, সেই উপসর্গকে (ইন্দ্র) নাম করেন । 'নিকৃদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ';
এস্থলে পণিনকে পণিকৃ অভিহিত হয় । জলসমূহের 'বিল' (দ্বার) যখন রুদ্ধ ছিল । 'বিল,
শব্দে ভরকে বুঝায় ; সেই ভর হইতে অ'ঘঘান' (ইন্দ্রদেব) তখন বৃক্তকে নিরাকৃত
করিয়াছিলেন । 'বৃক্ত' পদ 'বৃঞ' ধাতু হইতে, 'বৃতু' ধাতু হইতে, 'বৃথু' ধাতু হইতে
দৃষ্ট হয় । যেহেতু সে বৃক্ত হইয়াছিল, সেইহেতু সে বৃক্ত ; যেহেতু সে বর্ধমান ছিল,
সেই অত্র সে বৃক্ত ; যেহেতু সে বর্ধিত হইয়াছিল, সেই কারণ বশতঃ সে বৃক্ত এইরূপ
বিজ্ঞাত হওয়া বাস্তব (নি० ২।২৭) ইতি ।

দাসপত্নীঃ । দসু উপকরে । দাসপত্নীতি দাসো বৃত্তঃ । পচাশ্চচ্ । চিত ইত্যন্তোদাত্ত্বং ।
 দাসঃ পতির্ভাষাং বিভাষা সপূর্নিত্ত । পা০ ৪ ১১৪ । ইতি ভীপ । "তৎসন্নিয়োগেনে-
 কারত্ব মকারঃ । বহুব্রীহৌ পূর্নপদপ্রকৃতিস্বরভং । বহা দাসত্ব পালয়িত্বাঃ । পত্যাটৈবর্ষা
 তত পূর্নপদপ্রকৃতিস্বরভং । অহিগোপাঃ । শুপু রক্ষণে । গোপায়তীতি গোপাঃ । আরাদয়
 আর্ক্সাত্ত্বকেবা পা০ ৩১৩ । ইত্যারপ্রত্যয়ঃ । ততঃ কিপ্ । অতো লোপঃ । বেদপৃক্তলোপা-
 লিলোপো বলীমান্নিতি পূর্নং বকারলোপঃ । ম চাচঃ পরস্মিন্ভিত্যতো লোপত্ব স্থানিবৎ ।
 ম পদান্তর্ধ্বর্ষচনেতি প্রাতিষেধাৎ । অহির্গোপা যান্নাৎ । পূর্নবৎ স্বরঃ । নিকৃদ্ধা কৃধির আনরণে
 ছবন্তপোর্কোৎসং । পা০ ৮ ২৪০ । ইতি নিষ্ঠাতকারত্ব মকারঃ । গতিরনন্তরঃ ইতি গতেঃ
 প্রকৃতিস্বরভং । অবস্থান্ । বহুভেঃ লিটঃ কল্পঃ । অভ্যাসাচ্চ পা০ ৭ ৩৫৫ । ইত্যভ্যাসাত্ত্বরত্ব
 হকারত্ব কুৎসং । জ্যাদিনিয়মপ্রাপ্তেটো বিভাষা গমতনেত্যাদিনা । পা০ ৭ ১৬৮ ।
 বিকল্পবিধানাদভাষঃ । সংহিতায়াং নকারনা মুখানুনাটিকাবুক্তৌ । ১ ॥

'দাসপত্নীঃ' পদের 'দাস' পদটি, উপকারার্থবুলক 'দসু' মাতৃ হইতে নিষ্পন্ন । উক্ত গ্যস্ত
 'দসু' মাতৃ পচা'দিগণীয় বলির' তাহার উত্তর অচ প্রত্যয় হইয়াছে । 'চিতঃ' স্বত্রানুসারে ইহার
 অক্ষর বৈধিক । 'স্থশো' 'দাস' পক্ষের অর্থ—বৃত্ত ॥ 'দাস' (বৃত্ত) হইয়াছে পতি
 যাত্মক এই অর্থে বহুব্রীহি লম্বাসে 'দাসপত্নীঃ' পদটি নিষ্পন্ন । ইহাতে 'বিভাষা সপূর্নিত্ত'
 (পা০ ৪ ১১৪) এই স্বত্রদ্বারা 'ভীপ' প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগনশতঃ পতির ইকারের
 স্থানে নকার হইয়াছে । ইহার পূর্নপদ প্রকৃতিস্বর । অথবা 'দাসের (বৃত্তের) পালনকর্তৃগণ'
 এইরূপ অর্থে 'পত্যাটৈবর্ষা' স্বত্রদ্বারা পূর্নপদে প্রকৃতিস্বর বিহিত । 'অহিগোপাঃ' পদের
 গোপাঃ' পদ রক্ষণার্থেটোতক 'শুপু' মাতৃ হইতে নিষ্পন্ন । 'আরাদয় আর্ক্সাত্ত্বকে বা'
 (পা০ ৩ ১৩১) এই স্বত্রদ্বারা উক্ত মাতৃর উত্তর আয় প্রত্যয় । তাহার উত্তর কিপ্ ও
 অকারের লোপ । 'বেদপৃক্তলোপালিলোপো বলীমান্' এই নিয়ম হেতু অগ্রেই য এর লোপ
 হইয়াছে । পরন্তু 'অচঃ পরস্মিন্' এই নিয়মে অকারলোপের স্থানিবদ্ভাগ হয় নাই । কারণ,
 'নপদান্তর্ধ্বর্ষচন' এই স্বত্র দ্বারা তাহার নিষেধ আছে । 'অহি' হইয়াছে গোপা যাহাদিগের'
 এইরূপ বহুব্রীহি লম্বাসে এই 'অহিগোপাঃ' পদেরও পূর্নপদের স্থায় স্বব জ্ঞাতব্য । 'নিকৃদ্ধা'
 পদটি, নিপূর্নক আনরণার্থক কৃধির্ (কৃধ্) মাতৃর উত্তর ত্ত প্রত্যয়ে 'ছবন্তপোর্কোৎসং'
 (পা০ ৮ ২৪০) এই স্বত্র দ্বারা 'স্ত' এর ত স্থানে 'ধ' করিয়া লিঙ্ক হইয়াছে । 'গতিরনন্তরঃ'
 স্বত্রদ্বারা গতির (নিএর) প্রকৃতিস্বর বিহিত । 'অবস্থান্' পদটি, 'ইন্' মাতৃর উত্তর লিটের
 স্থানে 'কল্প' (বস্) আদেশে 'অভ্যাসাচ্চ' (পা০ ৭ ৩৫৫) স্বত্রদ্বারা বিহের পরবর্তী হকারের
 স্থানে 'য' করিয়া নিষ্পন্ন । ইহাতে 'বিভাষা গমতন' (পা০ ৭ ১৬৮) এই স্বত্র দ্বারা
 বিকল্পবিধান প্রযুক্ত জ্যাদিনিয়ম-প্রাপ্ত ইটের অভাঘ হইয়াছে । সংহিতাত ন-কারের
 স্থানে কুৎ ও অক্ষুনাটিক বিধিত হইয়াছে । ১১ ॥

একাদশ (৩৭৭) ঋকের বিশদার্থ ।

— : : —

সক্ৰীতে যত প্রকার অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে, সকল প্রকার অর্থের পরিচয় প্রদান না করিলে, মুখ্য অর্থ পরিগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রথমে সকল প্রকার অর্থেরই কিছু কিছু আভাস দেওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই আশানের বক্তব্য প্রকাশ পাইবে ।

মূলে 'দাগপত্নীঃ' ও 'অহিগোপাঃ' পদদ্বয় আছে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার (নামগণের অনুসারীগণ) 'দাগপত্নীঃ' পদে বৃত্তাস্বরকে বুঝাইতেছে, নির্দেশ করিয়াছেন। সংশয়ান্বিত কেহ না ব্যাখ্যান সময়ে 'দাগপত্নীঃ' পদই অগ্ৰাহিত রাখিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'কীণা অসদ্বৃতিঃ' তাৎপর্য গ্রহণ করিলাম। দাগ শব্দ বৃত্তকে (অজ্ঞানকে) বুঝাইয়াছে,—ভাষ্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানতার পত্নী অর্থাৎ তাহার সহকারিণী বলিতে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। এমন কতকগুলি অসদ্বৃতি আছে, যাহারা অল্পেই দমিত হয়। যখন মতের গতিতৎসমতের, জ্ঞানের গতিতৎসমতের সমরামল জ্বলিয়া উঠে; তে সকল বৃত্ত তখন আপন-আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এমন কি, তাহাদের দলপতি কর্তৃকই তাহারা লুকায়িত বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। মনে করুন, লোভ-প্রবৃত্তির মতো কেহ চৌর্য্যরূপে রত হইয়াছে; কিন্তু কাযাক্ষেত্রে গিয়া সে যখন দেখিল,—সম্মুখে প্রাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত; তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিতে হইলে নরহত্যার আয়োজন তখন তাহার হৃদয়ে হিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। লোভের ক্রম কার্য্য করিতে গেল বটে; কিন্তু হিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিলে লোভ-প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। প্রকারান্তরে হিংসা-প্রবৃত্তির দ্বারা হি লোভ-প্রবৃত্তি প্রতিহত হইয়া পড়িল। 'দাগপত্নীঃ অহিগোপাঃ' পদদ্বয়ে আমরা সেই ভাবের আভাস প্রাপ্ত হই। যখন হৃদয়-রাজ্যের মধ্যে সদগৎ-প্রবৃত্তির প্রবল সংগাম উপস্থিত হইল; তখন অসৎ-প্রবৃত্তির সহকারিণী যে সকল কীণ-বৃত্তি ছিল, তাহারা প্রবল অন্তর্ধান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শত্রুর প্রতি শত্রু যখন প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে আপন

শ্রেষ্ঠ বলকেই প্রয়োগ করিতে প্রয়াস হইয়া থাকে। তাহার সহকারিণী ক্রীণশক্তিসমূহ স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পরিশেষে যখন তাহার প্রবল বেগ দমিত হইয়া আসে, তখন তাহার সান্দ্রোপাঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে অথবা লোপপ্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, এই নিগূঢ় ভাবতত্ত্ব ঐ দুই পদের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু ঋকের এই অংশের অর্থ নানারূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। *

ঋকের অন্তর্গত 'পণিনেব গাবঃ' বাক্য-সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। অশ্বরদের পণি-নামে গুপ্তচর ছিল; তাহারা আর্য্য-গণের গরু চুরি করিয়া গিরি-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রদেব, অশ্বরগণকে হনন করিয়া, সেই গরু উদ্ধার করেন। ব্যাখ্যাকারগণের সকলেরই প্রধানতঃ এই মত যে, ঋকের ঐ অংশ, পৌরাণিক সেই উপাখ্যানের সহিত সংশ্রববিশিষ্ট। বেদের যেখানেই 'পণি' ও 'গাবঃ' শব্দদ্বয় আছে, সেখানেই তাঁহারা এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু এখানে সে সংশ্রব কিছুই দেখি না। জ্ঞানরশ্মিসমূহকে অজ্ঞান আঁধার দ্বারা আচ্ছন্ন করার উপমা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'পণি' শব্দে 'অশ্বর' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'অজ্ঞানতা রূপ অশ্বরই' এখানে সিদ্ধান্ত হয়। আর এক দিক দিয়াও অন্য ভাবে এই অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে। 'পণি' শব্দ স্ত্যত্বার্থক 'পণ্' (পন্) ধাতু হইতে উৎপন্ন।

* নিয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। একটি অমুবাদে প্রকাশ,—“দাস ও অহি নামে প্রসিদ্ধ বুত্রাশ্বর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল, যজ্ঞপ পণি নামক অশ্বর গোসকল অপহরণ পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রদেব বুত্রাশ্বরকে বধ করিয়া তাহাদের নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।” এ অমুবাদে 'দাস' হইতে 'ৱ রিয়াছিল' পর্য্যন্ত অংশে ঋকের 'দাসপত্নীঃ' হইতে 'আপঃ' পর্য্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা হইয়াছে। শেষাংশের ব্যাখ্যা, ঋকের সঙ্গে মিলাইলেই, কি হইতে কি হইয়াছে, বুঝা যাইবে। অপর একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা; যথা,—“পণিঃ দ্বারা গাভী সকল যেরূপ গুপ্ত ছিল, বুত্রপত্নীসমূহ অহিরকিত হইয়া সেইরূপ নিরুদ্ধ হইয়া ছিল, অলের বহনকার রুদ্ধ ছিল; বুত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।” বলা বাহুল্য, এখানে 'দাসপত্নীরহিগোপাঃ' অংশের অর্থ হইয়াছে—'বুত্রপত্নীসমূহ অহিরকিত হইয়া।' সারণের ব্যাখ্যার আর এক ভাব লক্ষ্য করুন।

তাহাতে 'পগিনেব গাবঃ' পদের অর্থ হইতে পারে,—'স্বতির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, ভগবানের অর্চনা দ্বারা, জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে।' এ উপমাও অসঙ্গত নহে। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে। সে পক্ষে, 'আপঃ পগিনেব গাবঃ' বাক্যের স্বতন্ত্রভাবে অর্থ করা যাইতে পারে। ভগবানের অর্চনায় যেমন জ্ঞানোন্মেষ হয়, হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া থাকে; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুনাশের পর, শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে হিসাবে, 'দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্ নিরুদ্ধাঃ' অংশে সকল অসত্ত্বাব বিলুপ্ত হইল—এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে; এবং 'আপঃ পগিনেব গাবঃ' অংশে শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, এইরূপ অর্থ ই চোতনা করে।

•অতঃপর ঋকের শেষ অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশকেও আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'যৎ' পদে আমরা 'যস্মাৎ' বা 'যেন প্রকারেণ' লিখিয়াছি। ভাব এই যে,—'যাহা হইতে, যে প্রকারে বা যাহার দ্বারা।' এই অর্থ টী বোধগম্য হইলেই মন্ত্রের অন্য অংশের অর্থমঙ্গতির বিষয় ধারণা করা যাইতে পারিবে। যে শত্রু কর্তৃক সত্ত্বভাবের প্রবাহ দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বভাব পরিবৃদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকারণ-হেতুভূত অজ্ঞানরূপ শত্রুকেই ভগবান্ বধ করেন। সে শত্রু নিহত হওয়ার পর, সত্ত্বভাব প্রবাহের বাধা অপসৃত হয়। শত্রু বিনষ্ট; অজ্ঞানতা দূীভূত; সত্ত্বভাব প্রকাশের বাধা অপসৃত; ফল—হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ। এই ঋগ্বেদটী এই মহনীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

সকল অংশের সার নিষ্কর্ষ পূর্বক বিবেচনা করিলে ঋকের প্রার্থনার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্, আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব-প্রবাহের পক্ষে সকল বাধা ছিন্ন হউক; হৃদয় ভগবদ্ভক্তি-রসে সদা আর্দ্র থাকুক।' প্রথম—সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম; ভাব এই যে,—'দেখ তোমার সদ্বৃত্তি যেন মুহমান না থাকে! তাহাকে অসদ্বৃত্তির সহিত সংগ্রামে সদা প্ররুত কর। কেন-না, সদ্বৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অসদ্বৃত্তি সহচারীগীরা (অসুরসঙ্গীগীরা) স্বতঃ বিলুপ্ত হইবে। তখন ক্রমশঃ ভগবৎকৃপা-প্রভাবে অবরুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রবাহ ছিন্নবাধ হইবে।

তাহাতে অবিরোধগতিতে হৃদয় প্রেমপীযুষধারায় অভিষিক্ত হইতে থাকিবে; সে অবস্থায় ভগবান্ আসিয়া আপনিই হৃদয়মন্দিরে আসন গ্রহণ করিবেন। (১ম—৩২সূ—১১খা)।।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।।

অশ্ব্যা বারো অভবন্তুদিন্দ্র

সূকে যস্বা প্রত্যহন দেব একঃ।।

অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোম-

অব সূক্তঃ সর্ভবে সপ্ত সিন্ধু ন ॥ ১২ ॥।

পদ-বিশেষণং।

অশ্বাঃ। বারঃ। অভবঃ। তৎ। ইন্দ্র।

সূকে। যৎ। য্ভা। প্রতিহসহনু। দেবঃ। একঃ।

অজরঃ। গাঃ। অজয়ঃ। শূর। সোমং।

অব। অসূক্তঃ। সর্ভবে। সপ্ত। সিন্ধু ন ॥ ১২ ॥।

মন্দ্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

ইত্র (হে দেব) স্বঃ 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'দেবঃ' (দ্বোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'অভবঃ' (ভবসি) ; 'যৎ' (যদা) 'স্বকে' (বজ্রে বজ্জ্বল, চিরবিদ্যমানো বিবেকরূপাজ্জ্বল)
 তঃ 'অহন' (শক্রঃ বিনাশয়সি) 'তৎ' (তদা) 'অখাঃ' (ত্বদীয়স্ত সৰ্বব্যাপকস্ত) 'বারঃ' (জ্যোতিঃ) 'স্বা' (স্বাং) প্রকাশয়তি ; তদা 'শূর' (হে শৌর্য্যসম্পন্ন) 'গাঃ' (জ্ঞান-
 কিরণান) 'অজয়ঃ' (জিতবান্, প্রাপ্তবান্) . 'সোমঃ' (অন্নাকং ভক্তিসুধাং, সর্কেবাং
 শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অজয়ঃ' (জয়সি, প্রাপ্তোষি) ; 'সপ্তসিকুন্' (সপ্তলোকান্ বিধেবাং
 সত্ত্বভাবান্) 'সত্ত্ববে' (প্রবাহরূপেণ গম্বং) 'অব অস্বজৎ' (ভ্যক্তবান্, সর্কা বাধা
 নিরাকৃতবান্) । 'হে দেব । অজ্ঞানরূপশক্রনাশদ্বাং তব মহিমা সর্কত্র পরিয়াপ্তা ।
 যদা অজ্ঞানানি দুর্গীভবন্তি, তদা অন্নাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ জ্ঞানক স্বাং প্রাপ্তোতি । স্বঃ হি সদা
 বিধেবাং সর্কেবাং হৃদয়ে সত্ত্বভাবপ্রবাহঃ প্রবহনং করোষি । স্বঃ হি অদ্বিতীয়ঃ ; তব
 কৰুণায়াঃ গায়ং কোহপি ন যতি । (১ম—৩২সূ—১০ ঋ) ।

• • •

বজ্রানুবাদ ।

হে দেব ! আপনিই অদ্বিতীয় দ্বোতমান পরমেশ্বর (চিরবিদ্যমান
 আছেন) । যখন আপনার বিবেক-রূপ বজ্রাঘাতে (অজ্ঞান-রূপ) শক্র
 বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; তখন, আপনার সৰ্বব্যাপক জ্যোতিঃ আপনাকে প্রকাশ
 করে ; তখন, হে শৌর্য্যসম্পন্ন, জ্ঞানকিরণসমূহ আপনিই প্রাপ্ত হন ;—
 (অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞান আপনাতেই মিলিত হয়) আমাদের ভক্তিসুধা
 আপনিই অধিকার করেন ; তখনই সপ্তসিকুকে (সমগ্র বিশ্বের
 সত্ত্বভাবসমূহকে) প্রবাহরূপে গমনের জন্য আপনি তাহার সকল বাধা
 অপসারণ করেন । (১ম—৩২সূ—১২ ঋ) ।

• • •

সারণ ভাষ্যঃ ।

স্বকে বজ্জ্বল । স্বকো বৃক টিতি বজ্রানুসারিণী পঠিতদ্বাং । দেবো দীপ্যমানঃ সর্কাধু-
 কুশল একাং দ্বিতীয়ে বজ্রো যদ্যদা স্বা স্বাং প্রত্যহন । প্রতিকূলভেদে প্রহৃতবান্ । তত্তদানীং
 তমখ্যা বারোহস্বকৌ বালোহত্তবঃ । যথাস্বস্ত বালোহনারাসেন সর্ককাণীনিবারয়তি তদ্বত্ৰ-

সারণ-ভাষ্যের বজ্রানুবাদ ।

স্বক অর্থাৎ বজ্জ্বল । কারণ, 'স্বকোবৃকঃ' এইরূপ নিরুক্তগ্রন্থের বজ্রনামের মধ্যে পঠিত
 হইয়াছে । 'দীপ্যমান সর্কাধুজ্ঞ অদ্বিতীয় বৃক যখন আপনাকে প্রতিকূলরূপে প্রহার
 করিয়াছিল ; তখন, আপান অস্বস্তকৌ কেশ হইয়াছিলেন । অর্থাৎ অস্বকেশ যেমন অনারাসে
 সর্কাদিকে নিবারণ করে, সেইরূপ বৃককে গণনা না করিয়া অক্লেশে নিরাকৃত করিয়াছিলেন

বগ্নশিখা নিরাকৃত্বানিত্যর্থঃ। কিক্ গাঃ গণিনাপহ্নতাশ্বজয়ঃ। জিতবান্। হে শূর
শৌর্য্যযুক্তেন্ সোমজয়ঃ জিতবান্। তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ। ষ্টী হতপুত্র ইত্যগ্নিন্ পাখ্যানে
সমামনস্তি। স বক্তবেশসং কৃৎ প্রাস হা সোমশপিবদিতি। সপ্তসিকূন্। ঠমং মে
গজ ইত্যশ্বমুচ্যাতা গজাতাঃ সপ্তসংখ্যাকা নদীঃ সৰ্ত্বে সৰ্ত্বং প্রবাহরূপেণ গন্তং বাস্কঃ।
ত্যক্তবান্। বৃত্তকৃতং প্রবাহনিরোধং নিরাকৃত্বানিত্যর্থঃ।

অখ্যঃ। অখ্যে ভবঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোহ্নাব ইত্যাহ্বানান্তৎ। বারয়তি
দংশমশকানিতি বারঃ। পচাশ্চ। কপিলকাদিভাঙ্গবিভকঃ। বুবাদিভাদাদ্যদান্তৎ।
প্রত্যহ্ন। বদ্বৃত্তানিত্যমিতি নিষাতপ্রতিশেষঃ। তিতি চোদান্তবতীতি গন্তেহ্নদান্তৎ।
অজয়ঃ। গা ইত্যশ্ব বাক্যান্তরগতভাঙ্গপেক্ষয়া তিঙ্ তিঙ্ টিতি নিষাতো ন ভবতি।
সমানবাক্যে নিষাতযুগ্মদাদেশা বক্তব্য ইতি বচনাৎ। সৰ্ত্বে। তুমর্থে সেনেনিতি
ভবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিষাদাদ্যদান্তৎ ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (৩৭৮) ঋকের বিশদার্থ ।

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রকাশ এই যে, বৃত্তান্তর
ইন্দ্রের বক্তের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে; ব্রজে তাহা প্রতিহত হয়। ইন্দ্র
বৃত্তান্তরকে নিরস্ত করেন। উপমায় প্রকাশ,—‘অশ্ব যোগন আপনার পুচ্ছ

আরও, পণিকর্তৃক অপহৃত গো সকলকে জয় করিয়াছিলেন। হে শৌর্য্যযুক্ত ইন্দ্রদেব।
আপনি সোমকে জয় করিয়াছিলেন। সেইরূপ তৈত্তিরীগণ, ষ্টী ‘হতপুত্রঃ’ এই উপাখ্যানে
পাঠ করিয়াছেন। যথা—‘সবক্তবেশসং...সোমশপিবদিতি’। ‘ঠমং মে গজ’ এই বাক্যে পঠিত
যে গজা আদি সপ্তসংখ্যক নদী আছে, তাহাদিগকে প্রবাহরূপে গমন করিবার অস্ত্র ত্যাগ
করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই নদীসকলের বৃত্তকৃত প্রবাহের অবরোধ মোচন করিয়াছিলেন।

‘অখ্যঃ’ পদটী ‘ভবে ছন্দসি’ সূত্র দ্বারা অখ্যশব্দের উত্তর ‘যৎ’ প্রত্যয়ে নিপ্পন্ন।
‘যতোহ্নাব’ সূত্রানুসারে ইহার আদিশব্দ উদাত্ত। ‘দংশ-মশকাদিগকে বারণ করে’ এই অর্থে
বৃ খাতুর উত্তর পচাদিগণীর অচ্ প্রত্যয় করিয়া বালঃ পদ নিপ্পন্ন। কপিলকাদি-নিবন্ধন
বিভকের স্থানে ল বিহিত। বুবাদি বলিয়া ইহার আদিশব্দ উদাত্ত। ‘প্রত্যহ্ন’ পদটীতে
‘বদ্বৃত্তানিত্যং’ সূত্রানুসারে নিষাত-শব্দের নিষেধ। ‘তিতিচোদান্তবতি’ এই নিরমে গতির
(প্রতির) শব্দ অহ্নদান্ত। ‘অজয়ঃ’ পদটী, ‘গাঃ’ এই বাক্য হইতে অস্ত্র বাক্য গত
বলিয়া তদপেক্ষাতে ‘তিঙ্ তিঙ্ টিতিঃ’ সূত্র দ্বারা নিষাতশব্দ হয় নাই। কারণ, ‘সমানবাক্যে
নিষাতযুগ্মদাদেশা বক্তব্যঃ’ এই সূত্র দ্বারা নিষাতশব্দ সমানবাক্যেই হইয়া থাকে।
‘সৰ্ত্বে’ পদটী, ‘তুমর্থে সেনেন্’ সূত্র দ্বারা ‘ভবেন্’ প্রত্যয়ে নিপ্পন্ন। ‘ভবেন্’ প্রত্যয়ের
নিষেহেই ইহার আদিশব্দ উদাত্ত ॥ ১২ ॥

সঞ্চালনে দংশ মশকাদিকে বিতাড়িত করে ; ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া, বৃত্রাসুরের অস্ত্রাদি সেইরূপ বিতাড়িত হইয়াছিল । তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গো-সমূহকে জয় করিয়াছিলেন এবং সপ্তসিন্ধু (নদীর) মোহানা মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । * এই সকল ব্যাখ্যায় বৃত্র, দেব-নামে অভিহিত হইয়াছে এবং 'সপ্তসিন্ধু' বলিতে নানা প্রকার নদীর নাম পরিকল্পিত হইয়াছে । কেহ বলিয়াছেন,—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পরুক্ষী, অসিকী ও বিতস্তা—এই সাতটি নদীকে সপ্তসিন্ধু বলা হইয়াছে । ম্যাক্সমুলারের মতে, গঙ্গা, সিন্ধু এবং পঞ্জাবের পঞ্চনদ ঐ সপ্তসিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । বাজসনেয়ী-সংহিতায় 'যাবতী গাবাপৃথিবী যাবচ্ছপ্তসিন্ধুবোবিতস্তিরে'—সপ্তসিন্ধুর এইরূপ পরিচয় আছে । মহীধরের টীকায়, বিষ্ণুপুরাণাদির অনুসরণে ক্ষীরোদাদি সপ্তসিন্ধুর প্রমঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে ।

আমরা ঋক্‌টীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি । প্রথম অংশ—“ইন্দ্র দেব এক অভরঃ ।” এ অঙ্গয়ে 'এক' শব্দের অসহায়' অর্থ অধ্যাহার করিতে হয় না । 'দেবঃ' পদ বৃত্রাসুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও সন্দেহ আসে না । যখন ভগবানকে বৃত্রিতে পারিব, যখন পরমেশ্বরকে চিনিতে সমর্থ হইব, তখন তিনিই যে অদ্বিতীয় একমাত্র হইয়া চিরবিগমান রহিয়াছেন, তাহাই প্রতীত হইবে । সেই তত্ত্বই আমরা মনে করি । ঋকের এই অংশে বিঘোষিত । দ্বিতীয় অংশ—“বৎ অশ্বাং...ত্বা প্রকাশয়তি” পর্য্যন্ত । এই অঙ্গয়ে ভাব-সঙ্গতির সমীচীনতা উপলব্ধি করুন ।

* ছুটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—(১) “কে ইন্দ্রদেব যখন অসহায় বৃত্রাসুর আপনায় বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল, তখন আপনি অনায়াসে বৃত্রাসুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রুপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে । ভগবন্তর আপনি পণি নামক অশুরের কর্তৃক অপহৃত ও নিরুদ্ধ গো-সমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন, জয়লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্তনদীর প্রবাহনিরোধে অপনয়ন পূর্বক তাগাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন ।”

(২) “কে ইন্দ্র, যখন এই একদেব (বৃত্র) তোমায় বজ্রের প্রতি আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তুমি অশ্বপুচ্ছের দ্বারা হইয়া আঘাত (নিবারণ) করিয়াছিলে ; তুমি (পণিঃ রক্ষিত) গাভী জয় করিয়াছ, সোমরস জয় করিয়াছ এবং সপ্তসিন্ধু প্রবাহরূপে ছাড়িয়া দিয়াছ ।”

অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তৃত হয়। তাহার ফলে ভগবান্ প্রকাশ পান। কি অবস্থায় তাঁহাকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বলিয়া চিন্তে পারা যায়,—এই অংশ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রাংশ (দ্বিতীয়াংশ) বলিতেছে,—‘ভগবান্ যখন বিবেক-বজ্রের আঘাতে তোমার অজ্ঞানতাকে নাশ করিবেন, তখনই তাঁহার সর্বব্যাপকতা প্রকাশ পাইবে। তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে, (মন্ত্রের প্রথমাংশ) তিনি অদ্বিতীয়, গ্নোতমান পরমেশ্বর ! সেই অবস্থায় উপনীত হইলে, আমরাদিগের জ্ঞানের অধিকারী তিনি হইবেন ; আমরাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাব তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। ‘গাঃ অজয়ঃ’ বা ‘সোমং অজয়ঃ’ বাক্যদ্বয় কি বুঝাইতেছে ? বুঝাইতেছে,—‘তিনি জ্ঞানকে জয় করিবেন ; তিনিই ভক্তিভাবে জয় করিবেন।’ তাৎপর্যার্থ এই যে, তখন আর কোনও বাধা বিঘ্ন অন্তরায় হইয়া আমার জ্ঞানের—আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবের (তাঁহার সহিত) মিলনকে প্রতিহত রাখিতে পারিবে না। তিনি জয় করিবেন ; শত্রুকে নাশ করিয়া বাধা-প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া, এ হৃদয়ে আশ্রয় লইবেন। এ অংশে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ‘সপ্তসিন্ধুন্’ হইতে ‘অপসৃজৎ’ পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের মন্ত্র কি ? উহাকে পরবর্তী স্তরেব প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। যখন ভগবান্ আসিয়া জ্ঞানের শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইবেন, হৃদয়ে যখন তাঁহার প্রেম-পীযুষধারায় অভিসিক্ত হইবে ; তখনই সপ্তসিন্ধুর বাধা অপসৃত হইবে ; তখনই বিশ্বের সকল সত্ত্বভাব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ লোকে নহে, দ্যুলোকে নহে, সপ্তলোকে—সংগ্রহে বিশ্ব তখন সুধাধারার প্রবাহ অবিরাম গতিতে বহিতে থাকিবে। ‘সপ্তসিন্ধু’ বলিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে। শাস্ত্রকারগণের মতে সপ্তলোক বলিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান্ যখন সকল শুদ্ধসত্ত্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান আছেন,—মানুষ বুঝিতে পারিবে ; অজ্ঞানতা দূরীভূত হওয়ার পর যখন তাঁহাকেই এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে ; তখনই সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবল-বেগে সংগ্রহে জগৎকে পরিপ্লাবিত করিবে। কর—শত্রুনাশের চেষ্টা ; ধারণ কর—তিনিই এক ও অদ্বিতীয় ; হৃদয়ে জ্ঞানকিরণের উন্মেষে তাঁহাকে হৃদয়ের মন্যে প্রতিষ্ঠাপিত কর।

প্রতি জনের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে এই ভাব সঞ্জাত হউক ;
ভগবানের করুণার ধারা স্বর্গে মন্দাকিনীর ম্যায় দশ দিক্ প্লাবিত করিয়া
প্রবাহিত হইবে । (১ম—৩২সূ—১. ঋ) ।

— . —

ত্রয়োদশী ঋক্ ।

(প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ষাতিংশংস্করণং । ত্রয়োদশী ঋক্ ।)

নাঐশ্বে বিহ্যন্ন তন্মতুঃ নিষেধ

ন যাং মিহমকিরক্রাছুনিং চ ।

ইন্দ্রশ্চ যদ্বযুধাতে অহিশ্চা-

তাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণঃ ।

ন । অঐশ্বে । বিহ্যন্ন । ন । তন্মতুঃ । নিষেধ ।

ন । যাং । মিহং । অকিরং । ক্রাছুনিং । চ ।

ইন্দ্রঃ । চ ! যৎ । যুধাতে ইতি । অহিঃ । চ ।

উত । অপরীভ্যঃ । মঘবা । বি । জিগ্যে ॥ ১৩ ॥

• • •

‘অষ্টৈ’ (জ্ঞানশূন্য বিনাশয়, শুদ্ধস্বকরণার্থং) ‘বিদ্যাৎ’ (অজ্ঞানশত্রুপ্রযুক্তং বিদ্যাতুল্যং অমোঘাঙ্গং) ‘ন সিবেধ’ (ন ফলবৎ ভবতি, ন স্পৃশতি ইতি ভাবঃ); ‘উত্ত’ (অপিচ) অজ্ঞানশত্রুঃ ‘তত্ত্বতুঃ’ (গর্জ্জনং) ‘যাং মিহং’ (যৎ অন্তান্নবর্ষণং) ‘হ্রাহ্নিক’ (বজ্রবদ্দৃঢ়াঙ্গং) ‘অকিরৎ’ (বিক্ৰিপ্তবান্), তদপি ন সিবেধঃ; জ্ঞাননাশায় অশক্তমিত্যর্থঃ। ‘ইন্দ্রচ্চ অহিচ্চ’ (জ্ঞানাজ্ঞানে চ, সূক্ষ্মসূক্ষ্মৌ চ) ‘যৎ’ (যদা, এবং) ‘যযুধাতে’ (পরস্পরং যুদ্ধং কুরুতঃ), তদা ‘মঘবা’ (জ্ঞানং, সত্ত্বভাবঃ) ‘অপরায়ীভ্যঃ’ (অপরায়ণ্যঃ, সর্বান্ কুহকান্ ইত্যর্থঃ) ‘বিজ্রিগেয়’ (বিজয়তে)। যদা সাধকদ্বয়ে জ্ঞানাজ্ঞানয়োস্তমূলবিদ্রোহঃ সঞ্জায়তে, তদা জ্ঞানমেব বিজয় ভবতি। ইতি ভাবার্থঃ। (১ম—৩২সূ—১৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞান শত্রু, সাধকের জ্ঞানকে (সত্ত্বভাবেকে) নাশ করিবার জন্য যে বিদ্যাহ্রৎ অমোঘাঙ্গ প্রক্ষেপ করে, তাহা ফলবৎ হয় না (অর্থাৎ সে অস্ত্র সত্ত্বভাবেকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না); অপিচ, শত্রুর গর্জ্জন, অন্তান্ন অস্ত্রবর্ষণ এবং বজ্রতুল্য দৃঢ়াঙ্গ-নিক্ষেপ জ্ঞানকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান ও অজ্ঞান (সদ্বৃ্ত্তি ও অসদ্বৃ্ত্তি) যখন পরস্পর যুদ্ধ করে; তখন, জ্ঞান (সদ্বৃ্ত্তি), অজ্ঞান-শত্রুকৃত সকল প্রকার কুহককেই জয় করিয়া থাকে। (১ম—৩২সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রঃ নিবেদ্যুং বৃত্তো যান্ বিদ্যাদাদীন্ মায়া নিৰ্ম্মিতবান্। তে সর্কেপ্যেনং নিবেদ্যু মশক্তাঃ। সৌহরমর্থোহেনেন মন্ত্ৰেনোচ্যতে। অষ্টৈ ইন্দ্রার্থং নিৰ্ম্মিতা বিদ্যায় সিবেধ। ইন্দ্রং ন প্রাপ্নোৎ। তথা তত্ত্বতুর্গর্জ্জনং যাং মিহং সেচনং যাং বৃষ্টিমকিরৎ। বৃত্তো বিক্ৰিপ্তবান্। সাপি বৃষ্টিন সিবেধ হ্রাহ্নিকি চাশনিমপি যাং বৃত্তঃ প্রযুক্তবান্ সাপি ন সিবেধ। ইন্দ্রচ্চাহিচ্চ বৃত্তাবুভাবপি বদ্যদা যযুধাতে। যুদ্ধং কৃতবন্তৌ। তদানীং বিদ্যাদায়ো ন প্রাপ্তা ইতি পূর্ব্বত্রাষণঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রকে নিবেদ্য করিবার জন্য বৃত্ত যে বিদ্যাদাদিকে মায়া প্রভাবে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যাদাদি এই ইন্দ্রকে নিবেদ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই অর্থ এই মন্ত্র দ্বারা কথিত হইতেছে। এই ইন্দ্রের নিমিত্ত নিৰ্ম্মিত যে বিদ্যাহ্রৎ, তাহা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। সেইরূপ বৃত্তের গর্জ্জন যে বৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই বৃষ্টিও ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। বৃত্ত যে অশনি প্রয়োগ করিয়াছিল, সে অশনিও ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। ইন্দ্র এবং বৃত্ত উভয়ে যখন যুদ্ধ করিয়াছিল,

উত অপিচ যযবা ধনবানিহ্রোহপরীভ্যোহপরাভ্যোহস্তানামপি বৃহনির্ষিতানাং যানানাং
সকাশাষিঙ্গিগো । বিশেষণ জিতবান ॥

সিষেধ । ষিধু গত্যৎ । মিহং । মিচ সেচনে । মেহতি সিঞ্চতীতি মিট্ বৃষ্টিঃ ।
কিপ্ চেতি কিপ্ । অকিরৎ । ক্ বিক্ষেপে । তুদাদিভ্যঃ শঃ । ঋত ইন্ধাতোরিতীৎ ।
অভাগমঃ উদাত্তঃ । যদ্বৃন্তযোগানিষাতঃ । যযুধাতে । যয সম্প্রহারে । লিটি প্রত্যয়-
স্বরঃ । জিগো । সন্লিটোর্জেঃ । পা० ৭।৩।৫৭ । ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্ত অকারস্ত কুৎ ॥ ১৩ ॥

• • •

ত্রয়োদশ (৩৭৯) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের সাধ'রণ ব্যাখ্যার ভাব—'ইন্দ্র এবং বৃত্তের যুদ্ধ-সম্বন্ধীয়
স্থূল বর্ণনা মাত্র । অর্থাৎ, অ'হি (বৃত্ত) ইন্দ্রের প্রতি বিদ্ভাৎ, বজ্র, গর্জ্জন
ও বর্ষণ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে । ইন্দ্র, শত্রুকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত
সে সকল যুদ্ধাস্ত্রকে বার্থ করিয়া জয়লাভ করিতেছেন ।' স্থূল ব্যাখ্যার
এই স্থূল ভাব, প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই অনুসরণ করিয়াছেন । এ পক্ষে
মন্ত্রান্তগত যে শব্দ যে ভাব স্মোতনা করিতেছে, তাহা ভাষ্য-দৃষ্টে সহজেই
বোধগম্য হইবে । আমরা এ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রদক্ষে যে শব্দের যে অর্থ
পরিগ্রহ করিলাম, তাহা প্রায়ই সাধারণের অনুসারী । কেবল অ'হি ও
বৃত্তের ভাবার্থ অজ্ঞান ও জ্ঞান' (অর্থাৎ স্মিহিত সদ্বৃত্তি ও অসদ্বৃত্তি)
বলিয়া গ্রহণ করিলাম । পূর্বে হইতেই এই অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়া
আমিতেছি । তদনুসারে ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই

তখন বিজ্ঞাদি (ইন্দ্রকে) প্রাপ্ত হয় নাই । এবং ধনবান্ ইন্দ্রদেব, বৃহনির্ষিত অগ্নি
বৃত্ত মাষাকেও জয় করিয়াছিলেন ।

'সি যয' পদটি গত্যর্থবোধক 'ষিধু' (ষিধ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন । 'মিহং' পদটি সেচনাৎ
মূলক 'মিহ্' ধাতুর উত্তর 'কিপ্চ' সূত্রদ্বারা কিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন । 'সিঞ্চন করে' এ
অর্থে 'মিট্' শব্দে বৃষ্টিকে বুঝায় । 'অকিরৎ' পদটি, বিক্ষেপার্থস্মোতক ক্ ধাতুর উত্তর
লঙ বৃত্তিতে 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' সূত্রানুসারে শ, 'ঋত ইন্ধাতোঃ' এই সূত্রদ্বারা ইৎ এবং অ
আগম করিয়া নিষ্পন্ন । ইহার উদাত্তস্বর । যদ্বৃন্তযোগ বশতঃ নিষাত্তস্বর হয় নাই
'যযুধাতে' পদটি, সম্প্রহারার্থজ্ঞাপক 'যয্' ধাতুর উত্তর লিট্ বৃত্তিতে নিষ্পন্ন । ইহাৎ
প্রত্যয়স্বর । 'জিগো' পদটিতে 'সন্লিটোর্জেঃ' (পা० ৭।৩।৫৭) এই সূত্রদ্বারা দ্বিষের পরব
জএর কুৎ অর্থাৎ জহানে গ হইয়াছে ॥ ১৩ ।

• • •

বেগমস্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদক বলিয়া মনে করি। মস্ত্রের বাহ্যভাব ছাড়িয়া, আভ্যন্তরীণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, এ অর্থের সারবত্তা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

সাধনার প্রথম অবস্থায়, সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সংগ্রাম-সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। সেই সংগ্রামে অজ্ঞান-শত্রুকে পরাভূত করিয়া জ্ঞানের বিজয়-মাল্য লাভ করিতে পারিলে, সাধক আপনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন। নতুবা, তাঁহার পতন-পরাভব অনিবার্য হইয়া উঠে। এই সংগ্রাম-সময়ে সাধকহৃদয়ে তমোগময় অজ্ঞান কর্তৃক বিবিধ বিভীষিকার ও বিনাশসঙ্কল ভাবের আবির্ভাব ঘটয়া থাকে। অজ্ঞানশত্রুর যে সমস্ত অস্ত্রের কথা এ ঋকে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ঐ অজ্ঞানের এক একটা বিশেষ বিশেষ ভাব মাত্র। ‘বিদ্যুৎ’ শব্দের কথাই বুঝিয়া দেখুন। যেমন ঘোর অন্ধকার রজনীতে হঠাৎ বিদ্যুৎ বলমিয়া পথিকের গন্তব্য পথকে দ্রুমে আলোকিত করে, এবং সেই পথিককে নিম্নের জন্য পুলকিত করিয়া আরও গাঢ়তর অন্ধকারে ঝঙ্কেপ করে; সেইরূপ, সাধন ক্ষেত্রে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্বকালে অজ্ঞান-শত্রু সাধককে ভোগাশার ক্ষণিক আলোক বিতরণ করিয়া তাহার সাধন-পথকে সমধিক অন্ধকারময় ও বিষ্ম-বিপৎসঙ্কল করিয়া তুলে। এইরূপ গর্জ্জন বর্ষনাদিও অজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ ভাবদ্যোতক রূপে ঋকে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল শব্দের ও ভাবের সূক্ষ্ম-সমালোচনায় মস্ত্রের আধ্যাত্মিকতাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, জ্ঞানালোকের নিকট-যেমন বিদ্যুতের (প্রলোভনের) আলোক প্রতিহত হয়, সেইরূপ গর্জ্জনাদিও নিরর্থক হইয়া থাকে। গর্জ্জন বলিতে—আমরা অজ্ঞানতা-জনিত ক্রোধাদির হুঙ্কারকে মনে করিতে পারি। অজ্ঞানী সে হুঙ্কারে ভীত বিপর্যয় হয় বটে; কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ সে হুঙ্কার বৃথা-আশ্রয়ন-মার্গে পর্যাবসিত হইয়া থাকে। বর্ষণ বলিতে কামমূলক আভ্যন্তরীণ অধবা প্রলোভন বুঝাইতে পারে। কামনার প্রলোভনে মানুষ স্বর্গে বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। জ্ঞানের সত্তাতে তাহার সে বিভ্রম বিদূরিত হইয়া থাকে। শেষ অপর অস্ত্র—‘হুহুনিং’। ঐ শব্দের অর্থ—‘অশনি’। অশনি বলিতে সাধারণতঃ কঠোর মারক অস্ত্র বুঝাইয়া থাকে। অশুশেক

তাড়নায় যেমন মস্তহস্তীকে বশীভূত করা যায়, সেইরূপ অজ্ঞানতা সময়ে সময়ে অশনি-তুল্য অক্ষুশের তাড়নায় মানুষকে বিপথগমী করিতে চাহে। কিন্তু সে অশনি—অজ্ঞানের কোন্ অস্ত্রকে বলিতে পারি ? তাহা কি পতনের মূলীভূত কারণ—অহংভাব নহে ? অহংভাবই তো সর্বশ্রেষ্ঠ মারক-অস্ত্র ! যতদিন অজ্ঞানের এই মারক অস্ত্র তোমার হৃদয়ে সংবিদ্ধ থাকিবে, যতদিন সে অস্ত্রকে তুমি উৎপাটন করিতে না পারিবে, ততদিন তোমার এ মুক্তির কোনও উপায়ই নাই। ‘হ্রাদুনি’ বলিতে যে শব্দের ‘হ্রস্বারের’ ভাব আসে ; ‘অহংভাবও’ সেই দম্ভ দ্বোতনা করে। কিন্তু একমাত্র জ্ঞানের নিকটই এই অস্ত্র পরাভূত হইয়া থাকে। ঋকে ঐ সকল শব্দে ঐরূপ নিগূঢ় তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতার ঐ সকল অস্ত্র নিয়ত মানুষকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করিতেছে। তাহাকেই সদসদ্বৃতির সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সাধনমার্গে সাধকের সদসৎ-ভাবসমূহের বিরোধ-বিচ্ছেদ জনিত ঘাতপ্রতিঘাতে কিরূপে সাধনার উৎকর্ষ সাধিত হয়—উচ্চভাব বিকসিত হয়, তাহাই পর্য্যায়ক্রমে এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—‘সাধনার পথে গ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেই অজ্ঞান (অসদ্বৃতি) জ্ঞানকে (সদ্বৃত্তিকে) প্রতিহত ও পরাভূত করিবার জন্য স্বতঃই বেষ্টিত হয়। তাহাতে সাধক যদি অজ্ঞান-শত্রুর প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া একমাত্র ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় হৃষ্মিহিত শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান পরিবদ্ধিত হইয়া অজ্ঞান-অসদ্বৃত্তি-রূপ ঘোর শত্রুকে সংজেই পরাভূত করিয়া থাকে।’ প্রার্থনা পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমায় অজ্ঞানতার প্রলোভন হইতে মুক্ত কর ; আমাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্জাত হউক।’ সাধারণের পক্ষে এ ঋক্বে এই মহান শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। একমাত্র ভগবানে নির্ভরায়ণ হও, তিনিই তোমার অজ্ঞান শত্রুকে বিনাশ-পূর্ব্বক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানকে পরিপুষ্ট ও প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। জ্ঞানোদয় হইলে তোমার সাধন-পথের সকল শত্রুই বিনষ্ট হইবে,—ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। (১ম—৩২সূ—১৩ধ) ॥

চতুর্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষাতিংশং সূক্তং। চতুর্দশী ঋক্।)

অহে^১র্যাতারং^২ কমপশ্য^৩ ইন্দ্র^৪

হৃদি^৫ যতে^৬ জঘ্নুষো^৭ ভীরগচ্ছৎ^৮।

নব^৯ চ^{১০} যন্নবতিং^{১১} চ^{১২} শ্রবস্তীঃ^{১৩}

শ্যেনো^{১৪} ন^{১৫} ভীতো^{১৬} অতরো^{১৭} রজাংসি^{১৮} ॥ ১৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অহেঃ^১। যাতারং^২। কং^৩। অপশ্যঃ^৪। ইন্দ্র^৫।

হৃদি^৬। যৎ^৭। তে^৮। জঘ্নুষঃ^৯। ভীঃ^{১০}। অগচ্ছৎ^{১১}।

নব^{১২}। চ^{১৩}। যৎ^{১৪}। নবতিঃ^{১৫}। চ^{১৬}। শ্রবস্তীঃ^{১৭}।

শ্যেনঃ^{১৮}। ন^{১৯}। ভীতঃ^{২০}। অতরঃ^{২১}। রজাংসি^{২২} ॥ ১৪ ॥

• • •

মর্মানুসারিণী-বাখ্যা।

ইন্দ্র (হে জ্ঞানাদার ভগবন্) 'অহেঃ' (শত্রোঃ, অজ্ঞানরূপস্ত) 'যাতারং' (হস্তারং) 'কং' (ভদতিরিং অত্রং) 'অপশ্যঃ' (দৃষ্টবান্ অসি ?) 'ইমেব শক্রন শক ইত্যর্থঃ।) 'যৎ' (যদা) 'তে' (তব, স্বৎস্বজিনি, তদদিক্টিতে) 'হৃদি' (হৃদয়ে) 'জঘ্নুষঃ' (সস্তাবহস্তমিচ্ছূন্ শক্রণ্) 'ভীঃ' (ভয়ং) 'অগচ্ছৎ' (অগ্রাপ্নোৎ), 'চ' (অপিচ) 'যৎ' (যদা) 'ভীতঃ' (পাপভয়ভক্তঃ জনঃ) 'নব নবতিং' (নবনবকং, একাশীতিসংখ্যাকং অমুষ্ঠেয়ং কৰ্ম্) সম্পাদয়তি, 'চ' (ওদা) 'শ্যেনঃ ন' (ভগবদভিমুখে ঋপ্রগমনশীলঃ সাধক ইব) জনঃ 'শ্রবস্তীঃ'

(অশক্তি, প্রবহক্তি, নিত্যানুষ্ঠিতানি) 'রজাংসি' (পাপানি) 'অতরঃ' (অতরং, পাপাৎ যুক্তো ভবতীতি শেষঃ) । সংকর্ষামুষ্ঠানেন নরাঃ পাপাৎ পরিভ্রাণং লভন্তে ; জ্ঞানোদয়ে চ সংকর্ষামু-
 রাগঃ প্রবর্ধতে । তদা অজ্ঞানরূপং পাপং বিনশতি । (.ম—৩২সূ—১৪৭) ।

• • •
 বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানাধায় ভগবন্ ! অজ্ঞানস্বরূপ শত্রুর সংহারকারী আপনি ভিন্ন
 অন্য আর কাহাকে দেখিয়েছেন ? (অর্থাৎ আপনিই একমাত্র অজ্ঞানতা-
 নাশকারী) । যখন, হৃদয়ে আপনার আবির্ভাব হেতু হ্রস্বিত সদ্ভাবনাশক
 শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত হইতে হয় ; আর যখন, পাপভয়ত্রস্ত জ্ঞান 'নবনবক'
 অনুষ্ঠেয়কর্ম সম্পাদন করিতে পারে ; তখন, ভগবদভিমুখে ক্ষিপ্রগমন ল
 সাধকের ন্যায়, সাধারণ মানুষও পাপপ্রবাহ হইতে (নিত্যানুষ্ঠিত পাপসমূহ
 হইতে) উত্তারিত হয় । (.ম—৩২সূ—১৪৭) ।

• • •
 সাধারণ-ভাষ্যং ।

হে ইন্দ্র! ঋগ্বেদো বৃত্তং হতবতস্তব হৃদ চিত্তে যদ্ যদি ভীষণচ্ছৎ । ন হতবানশ্রুতি
 বুদ্ধ্যা ভয়ং প্রাপ্নুযাৎ । তস্মৈ হেবৃত্তস্ত বাতারং হত্বারং কমপশুঃ । স্তোত্রোহত্বং কং পুংসং
 দৃষ্টবানসি । তাদৃশস্ত পুরুষাস্তরশ্চাতাবান্মা তৃত্বব ভয়মিত্যর্থঃ । যদ্বশ্মাৎ কারণাত্বং নব চ
 নবাতং চ অবস্তৌরেকোনশতসংখ্যাকাঃ প্রবহস্তাননাঃ প্রাপ্য রজাংসি তত্র ত্যাহুদকাঅতরঃ ।
 তাদৃশবানসি । তত্র দৃষ্টাত্বঃ । শুনো ন । শুননামমো বলবান্ পক্ষীং দূরগমনাত্ব
 ভয়মাসীদিত গম্যতে । তদ্বয়ং বা ভুদত্যভিপ্রাঃ । তচ্চ দূরগমনং ব্রাহ্মণে সমাস্রাতা ।
 ইন্দ্রো বৈ বৃত্তং হত্বা নাস্ত্বমীতি মন্ত্রমানঃ পরাঃ পরাবতো গচ্ছতি । তৈত্তিরীয়গণও পাঠ
 ইন্দ্রো বৃত্তং হত্বা পরাং পরাবতেমবগচ্ছদপরাদিম'ম'ত স মন্ত্রমান ইতি ॥

সাধারণ-ভাষ্যং বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্রদেব ! বৃত্তহননকারী আপনার হৃদয় 'আমি হত' এই বুদ্ধিতে তর প্রাপ্ত হয়
 না; তাহা হইলে বৃত্তের হস্তা আপনার ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে দেখিয়েছেন ? তাদৃশ
 (বৃত্তহননকারী) অস্ত্র পুরুষের অভাববশতঃ আপনার (বৃত্তবধে) ভয় হয় না । যে কারণ-
 বশতঃ আপনি নবনবতি-সংখ্যক প্রবহণশীলা নদী সকলকে প্রাপ্ত হইয়া সেই নদীসমূহের
 জলরাশি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । এখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । শুনপক্ষীর শ্রায়া
 অর্থাৎ শুননামক বলবান্ পক্ষী যেমন দূর-গমনে ভীত হয় না, আপনিও সেইরূপ ভীত হয়েন
 না । সেই জন্ত বৃত্তবধে আপনার ভয় নাই ইহাই অভিপ্রায় । সেই দূরগমন ঐতরের
 ব্রাহ্মণে এইরূপ পঠিত হইয়াছে ; যথা,—'ইন্দ্রো বৈ...পরাবতো গচ্ছতি' । তৈত্তিরীয়গণও পাঠ
 করিয়া থাকেন ; যথা,—ইন্দ্রো 'বৃত্তং...স মন্ত্রমান ইতি ।'

হৃদি । পদনিত্যা'দিনা হৃদয়শব্দস্ত হৃদাদেশঃ । উড়্ণিমিত্যা'দিনা বিভক্তেহৃদাত্ত্বং ১
 ত্বুঃ । হৃৎলিটঃ ক্বুঃ । ষষ্ঠ্যকবচমে বনোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণপরপূর্ব্বে শাসি-
 বসিঘনীনাং চেতি যত্বং । ন চ ষড়্ভুক্তোরসিদ্ধঃ । পা० ৬।৮৬ । ইত্যেকদেশস্যাসিদ্ধত্বাৎ
 যত্বং ন প্রাপ্নুয়াদিতি বাচ্যং সম্প্রসারণভীদস্য প্রতিষেধো বক্তব্যঃ । পা० ৬।১৮৬ । ইত্য-
 সিদ্ধাবস্ত্য প্রতীষিত্বাৎ । গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ । ন চাসিদ্ধবদভ্যাত্মাদিতি সম্প্রসারণ-
 স্ত্যাসিদ্ধবস্ত্যকঃ । ভিন্নাশ্রয়ত্বাৎ । সম্প্রসারণং হি ষষ্ঠ্যকবচনে । উপধালোপস্ত বসাদিতি
 ভিন্নাশ্রয়ত্বং । শ্রবতীঃ স্রগতো শপশ্রনোনিত্যং । পা० ৭।১৮১ । ইতি হুম গমঃ । শপঃ
 পিত্বাদনুদাত্ত্বং । শত্ৰুৎ লকার্ধাতুকস্বরেণাত্ত্বাৎ । অন্তরঃ । ষড়্ভুক্তযোগাদনিঘাতঃ ॥১৪॥

চতুর্দশ (৩৮০) ঙ্খকের বিশদার্থ ।

এই ঙ্খকটির অর্থোদ্ধারে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয় । প্রচলিত যে
 ভাষ্য ও ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, তাহা হইতে কোনও সন্দেহের আভাষ মাত্র
 পাওয়া যায় না । দুইটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এইখানেই উদ্ধৃত করিতেছি ;

(১) “হে ইন্দ্রদেব আপনি যখন বৃজাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবং
 ভীত হইয়া শুন-পক্ষীর শ্রায় একোনশতসংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন

‘হৃদি’ পদটি ‘পদন্’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা হৃদয় শব্দের স্থানে ‘হৃৎ’ আদেশে নিপ্পন্ন ।
 ‘উড়্ণিমিত্যা’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তির স্বর উদাত্ত । ‘ত্বুঃ’ পদটিতে ‘হৃন্’ ধাতুর
 উত্তর লিটের স্থানে ক্বু (বস্) আদেশ । অনস্তর ষষ্ঠ্যবিভক্তির একবচনে ‘বনোঃ’
 সম্প্রসারণং’ এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ পরপূর্ব্বে হইয়া ‘শাসিবসিঘনীনাং’ এই সূত্র দ্বারা
 স এর যত্ব হইয়াছে । এস্থলে ‘ষড়্ভুক্তোরসিদ্ধ’ (পা० ৬।১৮৬) এই সূত্র দ্বারা একাদেশের
 অসিদ্ধি হেতু যত্বের অভাব হউক ? একথা বলিতে পার না । কারণ, ‘সম্প্রসারণভীদস্য
 প্রতিষেধো বক্তব্যঃ’ (পা० ৬।১৮৬.৬) এই বক্তব্য নিয়মে উক্ত অসিদ্ধবস্ত্যাব নিষদ্ধ হইয়াছে ।
 ‘গমহন’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইহার উপধাবর্ণের লোপ হইয়াছে । অপিচ, ‘অসিদ্ধবদভ্যাত্মাৎ’
 এই নিয়মে সম্প্রসারণের অসিদ্ধবস্ত্যাব হউক ? ইহাও বলিতে পার না । কেন না,
 ভিন্নাশ্রয়ত্ব হেতু তাহা হইতে পারে না । ষষ্ঠীর একবচনে সম্প্রসারণ এবং ‘বসু’ পরেতে
 উপধাবর্ণের লোপ । অতএব সম্প্রসারণ ভিন্নাশ্রয় ইটা স্পষ্টীকৃত হইল । ‘শ্রবতীঃ’ পদটি
 গত্যর্থক স্র ধাতু হইতে নিপ্পন্ন । ইহাতে ‘শপশ্রনোনিত্যং’ (পা० ৭।১৮১) এই সূত্র দ্বারা
 হুম আগম হইয়াছে । পিত্ব হেতু অনুদাত্ত্ব এবং শত্ৰু প্রত্যয়ের সার্কধাতুক লকারস্বরনিবন্ধন
 আদি স্বর উদাত্ত । ষড়্ভুক্তযোগবশতঃ ‘অন্তরঃ’ পদটির নিঘাতস্বর হয় নাই ॥ ১৪ ॥

যুত্রাহরবধের নিখ্যাতনেচ্ছ কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন ?” (২) “হে ইন্দ্র ! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার স্বপ্নে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অস্ত্র কোন্ হস্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে যে, তীত হইয়া শ্রোন পক্ষীর স্থায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে ?” শেষোক্ত ব্যাখ্যার টীপনোতে লিখিত হইয়াছে,—‘সায়ণ বলেন, যুত্রকে বধ করা উচিত কি না এই ভয় ইন্দ্রের মনে উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু মূল পাঠ করিলে বোধ হয় ইন্দ্র শত্রুর ভয়েই পলাইয়াছিলেন । ইহা হইতে পৌরাণিক গল্প উৎপন্ন হইল যে, ইন্দ্র যুত্রের ভয়ে হাদের ভিতর লুকাইয়া ছিলেন ।’

বলা বাহুল্য, কোনও ব্যাখ্যায়ই ঋকের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই । উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে কি ভাব প্রকাশ পায়, পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন । সায়ণের ব্যাখ্যা—ভাষ্যেই দেখিবেন ।

এ ঋক্টির মর্ম্মানুধাবন এতই কঠিন ! আমরাও মর্ম্মানুসারিণী ও বঙ্গানুবাদে যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম, আমরা মনে করি, সে ব্যাখ্যারও ব্যাখ্যা প্রয়োজন । আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঋক্টির চারিটি বিভাগ বা অঙ্গ লক্ষ্য করুন । প্রথম অংশ—“ইন্দ্র” হইতে “অপশ্যঃ” পর্য্যন্ত । উহার সরল অর্থ—‘হে ইন্দ্র ! আপনি শত্রুহস্তা আর কাহাকে দেখিয়াছিলেন ?’ অহি কি, শত্রু কি,—তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । অজ্ঞানরূপ শত্রুর সহিত জ্ঞানের দ্বন্দ্বের বিষয়ই এই সূক্তে পরিবর্ণিত আছে । এখানে ভগবান্কে সম্বোধন করিয়া সাধক যেন বলিতেছেন,—‘অজ্ঞানরূপ শত্রুর হননকারী আপনি ভিন্ন আর কে আছেন বা কে হইতে পারেন ? আমি তো তেমন অন্য কাহাকেও দেখি নাই ; বোধ হয়, আপনিও কাহাকেও দেখেন নাই । আপনি ভিন্ন অন্য কেহ যে অজ্ঞানতারূপ শত্রুর বিমর্দক আছেন, তাহা কোনও কালে কেহ দেখেন নাই । আদিভূত আপনি ; আপনিও যখন অন্য কাহাকেও দেখেন নাই ; সর্ব্বদর্শী আপনি ; আপনিও যখন সেরূপ কাহাকেও দেখেন নাই ; তখন অন্য আর কে দেখিবে ? ফলতঃ হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবন্ ! অজ্ঞানের বিনাশ-সাধক আপনি ভিন্ন কেহ নাই, কেহ হয় নাই বা কেহ হইতে পারে না ।’ ‘অপশ্যঃ’ ক্রিয়াপদের সার্থকতা এই যে,—আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপনি যখন দেখেন নাই ; তখন জ্ঞানাধার আপনি ভিন্ন অজ্ঞানের হননকর্তা অন্য কেহই নাই বা থাকিতে পারে না ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—‘যৎ’ হইতে ‘অগচ্ছৎ’ পর্য্যন্ত । এই অংশের

প্রচলিত অর্থের মর্ম—‘আপনি যখন ভয় পাইয়াছিলেন।’ কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এখানে বলা হইতেছে,—‘আপনি আসিয়া যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, মত্তভাবনাশক যে শত্রু হৃদয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করিয়া অবস্থিত করিতেছিল, সে তখন ভীত কম্পিত হইয়া থাকে।’ ভগবানের সহিত মানুষের মন্বন্ধ হইলে—ভগবানকে হৃদয়-মন্দিরে একবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু কি আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারে? সে-যে সে অবস্থায় ভীত হইয়া পলায়ন করে—এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। পরবর্তী অংশ, এই ভাবই প্রস্ফুট করিতেছে।

‘চ’ হইতে ‘সম্পাদয়তি’ পর্যন্ত অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। থাকের অন্তর্গত এই অংশটী এবং উহার পরবর্তী অংশটী (‘চ’ হইতে ‘অতরঃ’ পর্যন্ত) এক সঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যিক বলিয়া মনে করি। এই অংশ আলোচনা করিতে করিতে প্রথমে সংশয় আসে,—‘নব চ যন্নবতিং চ শ্রবন্তীঃ শ্যেনো ন’ ইত্যাদি মন্ত্রাংশের মধ্যে ‘নব চ যন্নবতিং’ রূপ সংখ্যাবাচক শব্দ কেন আমিল? প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে জানা যায়,—নিরানব্বইটী (অসংখ্য) নদীর বিষয় ঐ স্থানে লক্ষ্য আছে। কিন্তু হঠাৎ সংখ্যাবদ্ধ করা হইল কেন? যদি ঐ পদ-সমূহে ‘অসংখ্য’ অর্থ বুঝাইবার ভাব ব্যক্ত থাকিত, তাহা হইলে কোনও সাধারণ পদই প্রযুক্ত হইত। যখন বিশেষভাবনির্দেশক বিশেষ-সংখ্যাবাচক পদ রহিয়াছে; অপিচ, যখন পূর্বাপর কোনও নদীর পরিচয় পাইতেছি না; তখন কোনও পদার্থের প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া, কোনও ভাব-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য থাকাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পদার্থ নহে, গুণই ঐ অংশের লক্ষ্য-স্থানীয়। সেই পথ দিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা মনে করি, ‘নব চ যন্নবতিং’ বাক্যের অন্তর্গত ‘নবনবতিং’ পদের প্রতিবাক্য ‘নবনবকং’। ‘নবনবকং’ পদে শাস্ত্রানুমোদিত ‘একাদশীতি সংখ্যক অনুষ্ঠেয় সংকর্মকে’ বুঝাইয়া থাকে। সেই সকল সংকর্মের ফলে মানুষ ইহলোকে সুখী এবং পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে, সংসারীর মন্বন্ধে, যাহাদিগের হৃদয়ে নিয়ত জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—তাহাদের জন্ম, ঐ ‘নবনবক’ কর্মের অনুষ্ঠান অতীব শুভফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্র কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। গাইশ্ব্যশ্রমে থাকিয়া গৃহীকে যে

কত দিকে কত প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কত দিকের কত জ্ঞানে জ্ঞানী থাকিতে হয়, কত দিকের কত পুণ্যানুষ্ঠানে চিন্তকে ও দেহকে পরিচালিত করিতে হয়, আবার কত দিকের কত পাপানুষ্ঠান পরিবর্জননের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 'নবনবক' সংসারাত্মমাবলম্বীকে তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

'নবনবক'—একাশীতি সংখ্যক অনুষ্ঠেয় কর্ম। সেই একাশীতি-সংখ্যক কর্ম, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে, দ্বিবিধ। সেই কর্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে হয়, প্রসঙ্গতঃ তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক মনে করি। দক্ষসংহিতায় এই 'নবনবক' কর্মের স্বরূপ ও সংকর্ম সম্পাদনের বিধি-বিধান এইরূপ বিহিত হইয়াছে ; যথা,—

“সুধা নব গৃহস্থশ্বেদানানি • নবৈব তু । তথৈব নবকর্মাণি বিকর্মাণি তথা নব ।
প্রচ্ছন্নানি নবাশ্রানি প্রকাশানি তথা নব । সফলানি নবাশ্রানি নিষ্ফলানি নবৈব তু ।
অ দধানি নবাশ্রানি বস্ত্রশ্রানি সর্বদা । নবকা নবনির্দিষ্টো গৃহস্থোন্নতিকারকঃ ॥”

গৃহস্থের নয়টি সুধা (অমৃত) এবং নয়টি ঈষদান । এইরূপ নয়টি কর্ম ও নয়টি বিকর্ম আছে । নয়টি সফল-কর্ম এবং নয়টি নিষ্ফল-কর্ম আছে । (এতদ্ব্যতীত) সর্বদা অদেয় নয়টি বস্তু আছে । এইরূপ নয় নয়টি করিয়া যে নয়টি বিষয় নির্দিষ্ট হইল, তাহা গৃহী ব্যক্তির সর্বথা উন্নতিসাধক ।

অতঃপর নয়টি সুধাই বা কি, আর নয়টি গুপ্তকার্য্য, নয়টি প্রকাশ্য-কার্য্য প্রভৃতিই বা কি ? তাবিষয়ে সংহিতার উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

• মুদ্রিত দক্ষ-সংহিতা গ্রন্থে প্রথম পংক্তির “সুধা নব গৃহস্থশ্র শব্দয়ামি নবৈব তু” পাঠ দৃষ্ট হয়। ঐ পাঠের বঙ্গানুবাদে লিখিত আছে,—‘গৃহস্থের নয়টি অমৃত। ঐ নয়টি সুধা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতোহ।’ বলা বাহুল্য, ঐরূপ পাঠের ঐরূপ অনুবাদও সঙ্গত হয় না। পরন্তু পূর্বাপর সংহিতার শ্লোকগুলির অর্থের প্রান্ত লক্ষ্য করলে আমরা বুঝিতে পারি, ‘শব্দয়ামি’ পদ লিপিকরপ্রমাদমূলক। উহার পাঠ—‘সুধা নব গৃহস্থশ্র দানানি চ নবৈব তু’, অথবা ‘সুধা নব গৃহস্থশ্বেদানানি নবৈব তু’ হইতে পারে। শেষোক্ত পাঠ হইতেই বিকৃত ঘটা সম্ভবপর। দেবনাগর অক্ষরের ছাপায় ‘গৃহস্থশ্র’ পদের (বস্তুকস্বিত) একটা লুপ্ত হওয়া সম্ভব। তাহার পর ‘দানানি’ পদের অর্থগ্রহণ না হওয়ায়, পাণ্ডিত্যগণ ঐ পদকে ‘শব্দয়ামি’ পদে পর্য্যবসিত করিতে পারেন। সুধা প্রভৃতি এক একটি বিষয়ের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে ‘ঈষদানের’ কথাই উল্লিখিত দেখি।

“সুধাবস্তুনি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে । মনঃচক্ষুঃমুখং বাক্যং সৌম্যং দৃশ্যচ্চতুর্দয়ম্ ॥
 অভ্যুত্থানমিচ্ছাং পৃচ্ছালাপপ্রিয়াম্বিঃ । উপাসনমমুত্রক্যা কার্যাত্যোতানি যত্নতঃ ॥
 ঈষদানানি চাত্তানি ভূমিস্বাপস্থানি চ । পাদশোচং তথাভ্যঙ্গমাশ্রয়ঃ শয়নং তথা ॥
 কিকচ্চাম্নং যথাশক্তি নাস্তানপ্নং গৃহে বসেৎ । মৃজ্জলকার্থিনে দেবেমতানপি সদা গৃহে ॥
 সক্র্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধায়েো দেবতার্জনম্ । বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যমুক্কতকর্ণি শক্তিভুঃ ॥
 পিতৃদেবমমুশ্যাণাং দীনানাথতপস্বিনাম্ । মাতাপিতৃগুণকাঞ্চ সংবিভাগো যথার্থতঃ ॥
 এতানি নবকর্মাণি বিকর্মাণি তথা পুনঃ । অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাভক্ষণ্ডঃ ভক্ষণম্ ॥
 অগম্যাগমনাপেষপানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনম্ । অশ্রৌতকর্ম্মাচরণং মিত্রধর্ম্মবিক্রমম্ ॥
 নবৈতানি বিকর্মাণি তানি সর্ক্কাণি বর্জ্জয়ৎ । আয়ুর্নিত্তং গৃহচ্ছিত্তং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্ ॥
 তাপো দানাবমানো চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ । প্রয়োগ্যমুণ্ডক্চ্ছিত্ত দানাধ্যয়নবিক্রমাঃ ॥
 কৃত্তাদানং বৃষোৎসর্গী রহঃপাপমকুৎসনম্ । প্রকাশ্যানি নবৈতানি গৃহস্থাপ্রমিণ্ডুখা ॥
 মাতাপিত্রোক্তুরৌ মিত্রে বিনীতে চোপকারিণি । দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দত্তুঙ্ক সফলং ভবেৎ ॥”

নববিধ সুধা।—বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে পর মন, চক্ষু, মুখ এবং বাক্য, এই চারিটি সুন্দররূপে দিবে; তদনন্তর প্রভ্যুত্থান করা, এই স্থানে আগমন করুন বলা, স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টালাপ করিয়া ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমন কালে অমুগমন করা,—এই নয়টি কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে।

নববিধ ঈষদান।—বসিবার স্থান নির্দেশ, পাদপ্রক্ষালনের জল দান, বসিবার নির্মিত্ত কুশাসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গ নির্মিত্ত তৈল-দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নির্মিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থের ভোজন না করা, অতিথির ভোজন হইলে আচমন নির্মিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান।

নববিধ কর্মা।—সক্র্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলি-বৈশ্ব, অতিথি সেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, তপস্বীগণ মাতা পিতা এবং অত্যাগ্র গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া। এই নয়টি গৃহস্থের নিত্য কর্তব্য কার্য্য।

নববিধ বিকর্মা (বিকর্মা—যে কর্মা কর্তব্য নহে)।—মিথ্যাভাষা-প্রয়োগ, পরস্মীগমন, অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ, অগম্যা-গমন, অপেষ-পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, মিত্রধর্ম্ম বিকল্প কার্য্য করা। এই নয়টি কার্য্য বিকর্মা। ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে।

নয়টি প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত কর্মা।—মনুষ্যের পরমায়ু, ধন, গৃহচ্ছিত্ত; পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্তা, দান, সম্মান-প্রাপ্তি। এই নয়টি যত্নসহকারে গোপন করবে।

নববিধ প্রকাশ্য কর্মা।—আরোগ্য, ঋণশোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তু বিক্রয়, কৃত্তাদান, বৃষোৎসর্গ, বহুলোকের অজ্ঞাত বে-পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া গৃহস্থগণের এই নয়টি কার্য্য প্রকাশ্য কর্মা।

নববিধ সফল কর্মা।—মাতা, পিতা, অত্যাগ্র গুরুজন, বন্ধুগণ, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বে দান করা, তাহা সফল জন্মিবে।

ধুন্তে বন্দিনী মন্দে চ কুবৈশ্বে কিতবে শঠে । চাটুচারণচৌরেভ্যো দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥
 সামান্তং যাজিতং ত্রাস আধিদারশ্চ তদনম্ । ক্রমায়াতঞ্চ নিক্ষেপঃ সর্বস্বভাঙ্করে সতি ॥
 আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তুনি সর্কদা । যো দদতি স মূঢ় আ প্রার্থশ্চিত্তায়তে নঃ ॥
 নবনবকবেত্তারমহুষ্ঠানপরং নরম্ । ইহলোকে পরে চ শ্রীঃ স্বর্গস্থঞ্চ ন মুঞ্চতি ॥
 যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদুষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা । সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥
 সুখং বা ষ দ বা দুঃখং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে । তত্তত্তত্তু পুনঃ পশ্চাৎ সর্কমাশ্মনি জায়তে ॥
 ন ক্রেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যচীনে কুতঃ ক্রিয়া । ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্যঃ স্ত দর্শহীনে কুতঃ সুখম্ ॥
 সুখং বাঞ্জস্তি সর্কৈ হি তচ্চ ধর্ম্যসমুদ্ভবম্ । তন্মাদধর্ম্যঃ সর্ক কার্য্যঃ সর্কশর্কৈঃ প্রযত্ন ॥
 ত্রাণাগতেন দ্রব্যেন কর্তব্যং পারলৌকিকম্ । দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণাঙ্কিতে ॥
 সমদ্বিগুণং সাহস্রমানস্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্ । দানে ফলবিশেষঃ স্তাভিঃসামাং ভাবদেব তু ॥
 সমমত্রাক্ষণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণক্রবে । সহস্রগুণমাচার্য্যেভনন্তং বেদপারগে ॥
 বিধিহীনে তথা পাত্রে যো দদতি প্রতিগ্রহম্ । ন কেবলং তদ্বিনশ্চেচ্ছেষমপ্যস্ত নশ্বতি ॥
 ব্যসনপ্রতিকারায় কুটুঘাথঞ্চ যাচতে । এবমদ্বিঘ্ন দাতব্যমত্রথা ন ফলং ভবেৎ ॥

নববিধ বিফল কর্ম্ম—ধুন্ত, স্তুতিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার চারণ এবং চোরগণ, ইহাদিগকে (এই নয় জনকে) দান করিলে ফল হয় না । ঐ দান বিফল ।

নববিধ অদেয় বস্তু—য জ্ঞানক, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, ত্রাধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকারহরে গৃহে আগত ধন, সর্কস্ব এবং সাধারণ সম্পত্তি, বংশ থাকিলে এই নয় বস্তু আপৎকাণ্ডেও দান করিবে না । যে দান করে, সে মূঢ় আ, সে প্রার্থশ্চিত্তাই ।

নবনবকবেত্তা অহুষ্ঠানপরায়ণ মহুশ্বকে লক্ষ্য ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না । সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে ; কেননা সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য । পরের সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু করিবে, পশ্চাৎ সে সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হইবে । ক্রম বাতীত দ্রব্য লাভ হয় না ; দ্রব্য না থাকিলে কথাকুষ্ঠান অসম্ভব । কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না । ধর্ম্মচীন ব্যক্তির সুখলাভ সুদূরপরাহত । সকলেই সুখ অভিলাষ কবে, তথ্য সুখ ধর্ম্মের ফল ; অতএব সর্কদ সর্কল বর্ণ বস্তুসহকারে ধর্ম্মাকুষ্ঠান করিবে । জ্ঞানোপার্জিত ধন দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম কর্তব্য । বিধি অনুসারে বিশেষ কালে এং পূণ্যাবান পাত্রে দান করা উচিত । দান করিলে যথাক্রমে সম, দ্বিগুণ, সহস্র এবং অনন্ত ফল ভোগ্য থাকে । হিংসা করিলেও তক্রম । ব্রাহ্মণকে দান করিলে সম ফল হয় ; ক্রব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয় ; আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্তগুণ ফল লাভ হয় । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিৎসাতেও ঐক্রম ফল হয় । যে ব্যক্তি বিধিবর্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্তুই যে বিনষ্ট হয়, এমন নহে ; পরন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও বিনষ্ট হয় । যে ব্যক্তি বিপদ উদ্ধারের জন্য কিংবা পরিবার-প্রতিপালনার্থ যাজ্ঞা করে, অবেষণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অশুখ ফল হইবে না । যে ব্যক্তি পিতৃ

মাতাপিতৃবিহীনস্ত সংস্কারোদহনাদিভিঃ । যঃ স্থাপয়তি তন্ত্বেহ পুণ্যসম্ভ্যা ন বিত্ততে ॥
ন তচ্ছ্বেদোহগ্নিগোত্রেন নাগ্নিষ্টামেন লভ্যতে । যচ্ছ্বেদঃ প্রাপ্যতে পুংসা বিপ্রেন স্থাপিতেন তু ॥
যদ্বনিষ্টমং লোকে যচ্চাপি দ'য়তং গৃহে । তত্তদগুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥”

মন্ত্রাংশের ‘নবনবতিং’ পদে ঐ একাশীতি সংখ্যক অনুষ্ঠেয় কর্মের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। পাপভয়ত্রস্ত জন, ঐ সকল কর্ম-সমাধান দ্বারা উচ্ছর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের অধিষ্ঠানভূত হৃদয়ে সদ্ভাবনাশেচ্ছু কামাদি রিপুশত্রুগণ স্বতঃই ভয়প্রাপ্ত হয়। রিপুগণ ভয়প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ—পাপাচারে মনুষ্য শঙ্কিত হইয়া পড়ে। অন্নয়ের তৃতীয় অংশের (‘চ’ হইতে ‘সম্পাদয়তি’ পর্য্যন্ত অংশের) অন্তর্গত ঐ যে ‘ভীতঃ’ পদ, ঐ পদে যে হৃদয়ে শত্রু ভয় পাইয়াছে, সেই হৃদয়ের অধিকারী পাপভয়ত্রস্ত জনকে বুঝাইতেছে। যখন ভয় পায়, তখন সংকর্মে অনুরাগ আসে। পাপভয়ভীত জনই সংকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় অংশ সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর, অন্নয়ের শেষ অংশ (‘চ’ হইতে ‘অতরঃ’ পর্য্যন্ত অংশ) লক্ষ্য করুন। এখানে ‘শ্যেনো ন’ পদত্রয় বিশেষ সমস্যা-মূলক! উহা হইতে ‘শ্যেন পক্ষীর ন্যায়’ অর্থ আমনন করা হইয়াছে। সে পক্ষে ‘ভীতঃ’ পদ ইহার সহিত অন্তর্গত দেখি। কিন্তু ‘শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ভীত বলিতে যে কি ভাব অধ্যাহত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা ঐ ‘শ্যেনো ন’ পদত্রয়ে অন্য ভাব পরিগ্রহ করিলাম। ‘শ্যেন’ পদ ‘শ্যে’ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ‘শ্যে’ ধাতুর অর্থ—গতি। তাহাতে ‘শ্যেন’ পদে ‘ক্ষিপ্ৰগতিশীল’ ভাব আসে। সে পক্ষে ঐ পদে ভগবদভিমুখে ক্ষিপ্ৰগমনশীল সাধককে বুঝাইয়া থাকে। ‘ন’ পদের উপহার সার্থকতা তাহাতেই সর্বতঃ উপলব্ধ হয়। সাধকগণ ক্ষিপ্ৰগতিতেই ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকেন। আমরা মনুষ্য-সাধারণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসুক হইলেও পদে পদে পিছাইয়া পড়িতেছি। কিন্তু আমরাও যদি পূর্বরূপ অবস্থায়

মাতৃহীন লোককে উপনয়নাদ সংস্কার বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা বজায় করে, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য। ব্রাহ্মণকে বজায় রাখলে পুরুষ যে ফল লাভ করে, তাহা অগ্নিঃহাত্র বা অগ্নি-ষ্টামের অনুষ্ঠানে লাভ করিতে পারে না। অগতে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে যে বস্তু গৃহের প্রিয়, সেই সেই বস্তু গুণধান পাত্রে দান করিবে; তাহাতে ঐ সকল বস্তুর প্রতি অক্ষয় ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

উপনীত হইতে পারি, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের শত্রুগণ যদি হৃদয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধ-হেতু ভয়প্রাপ্ত হয় এবং আমরা যদি 'নবনবক' রূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হই ; তাহা হইলে সেই ক্ষিপ্রগমনশীল সাধকের ন্যায় আমরাও ভগবানের প্রতি ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। তাহাতে নিত্যানুষ্ঠিত কৰ্ম্মের দ্বারাই, আমাদের নিত্যানুষ্ঠিত পাপসমূহ হইতে আমাদের পরিত্রাণ সম্ভব হইয়া আসে। *

উপসংহারে অ'র একবার সমস্ত মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘হে ভগবন্ ! অজ্ঞানশত্রুকে আপনাকেই একমাত্র সহায় বলিয়া জানি। আপনি আসিয়া একবার হৃদয়ে উদয় হউন। হৃদয়ে আপনার উদয় হইলে, হৃদয়ে আপনার সম্বন্ধ-সংশব সংঘটিত হইলে, হৃদিশ্রিত শত্রুগণ আতঙ্কিত হইবে। তখন, অসংকৰ্ম্ম-পরিবর্জনে ও সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সেই প্রবৃত্তির ফলই ‘নবনবক’ কৰ্ম্ম-সম্পাদন। সেই প্রবৃত্তির ফলে, যে কৰ্ম্ম পরিবর্জনীয়, তাহা পরিবর্জন করিতে পারিব ; আর, যে কৰ্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়, তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব। শত্রু আতঙ্কিত বিমর্দিত হইলে, ত সংকৰ্ম্ম পরিবর্জনানন্তর সংকৰ্ম্মে নিরত হইতে পারিলে, হে ভগবন্, আপনার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। তখন আমার নিত্যানুষ্ঠিত যে পাপকৰ্ম্মসমূহ, আমার পরপাৰ্গমন করবার অন্ত্রবায়স্বরূপ হইয়া প্রবাহিণীরূপে যে বিচ্যমান ছিল, আমি অনায়াসে সে ব্যবধান উত্তীর্ণ হইতে পারিব।’ আমার মনে করি এ ঋগ্বেদে এই মহান্ তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। এখানে, এ ঋগ্বেদে, প্রার্থনা কর হইতেছে,—‘হে ভগবন্ ! তুমিই তো অজ্ঞানশত্রুর দমনকর্তা ! আমার অজ্ঞান-হৃদয়ের অজ্ঞান-শত্রুকে বিমর্দিত কর। আমি সদুজ্ঞানলাভানন্তর সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানে যেন তোমার সমাপন হইতে পারি।’ (১ম- ৩ সূ-১ ঋ)

- * এই মন্ত্রের শেষাংশের ‘অবস্তীঃ’ ও ‘রজাংসি’ পদদ্বয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় আসিতে পারে। কিন্তু আমরা এই দুই পদে সম্বন্ধ অব্যাহত বলিয়া স্বীকার করিলাম। ‘অবস্তীঃ’ পদে ‘নিত্যপ্রবাহের’ ভাব আনিতেছে। নিত্য নিত্য মানুষ যে পাপানুষ্ঠানে ব্রহ্ম বহিরাছে, ‘অবস্তীঃ’ ও ‘রজাংসি’ পদদ্বয়ে সেই নিত্যানুষ্ঠিত পাপের বিষয় ব্যাপন করে। বিতর্কিত-ব্যত্যা স্বীকার তিন্ন সমর্থ আমনন করা যাবনা। ‘অন্তরঃ’ ক্রিয়াপদকেও পরিবর্তি করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই পদকে যথাবিত্ত্ব রাখিয়াও অর্থ করা যাইত। তাহাও ভগবানকে আহ্বান করিয়া ভবনদী-উত্তরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইত।

पञ्चदशी श्लोकः ।

(प्रथमं मण्डलं । द्वात्रिंशत्सूक्तं । पञ्चदशी श्लोकः ।)

इन्द्रो॑ यातो॑ऽवसित॑स्य॒ राजा॑ ।

॥ शम॑स्य॒ च॒ शृङ्गि॑णो॒ बभ्रु॑वः॒ हः ।

सेदु॑ राजा॒ क्रयति॑ च॒ षणी॑ना-

मरान्॑ नेमिः॒ परि॑तो॒ बभ्रु॑व ॥ १५ ॥

•••

पद-विश्लेषणः ।

इन्द्रो॑ । यातो॑ । अवसित॑स्य । राजा॑ ।

शम॑स्य । च । शृङ्गि॑णः । बभ्रु॑वः ।

मः । ई॒ । उं॑ इति । राजा॑ । क्रयति॑ । च॒ षणी॑नां ।

अरान्॑ । न । नेमिः॑ । परि॑ । बभ्रु॑व ॥ १५ ॥

•••

मन्त्रानुसारिणी-व्याख्या ।

‘बभ्रुवः’ (कर्षोरणासनः) ‘यातः’ (गतिशक्तिविशिष्टश्च, जलमस्य) ‘अवसितश्च’ (गमनरहितश्च, स्वारवश्च) ‘राजा’ (अधिपतिः) ‘शमश्च’ (शास्तृश्च, साधोः) ‘शृङ्गश्च’ (उग्रश्च च असाधोश्च) ‘राजा’ (निरामकः, पालकः) ‘इन्द्रः’ (स उगवान्) ‘चषणीनां’

(আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'ক্ষয়তি' (বাসনাং বিনাশয়তি) ; 'সেহ্' (স এব পরমেশ্বরঃ) 'নেমি' (চক্রপরিধিঃ) 'ন' (যথা) 'অগান্' (কাষ্ঠখণ্ডবিশেষান্ ব্যাপ্নোতি, তৎ) 'তা' (তানি, স্বাবরজঙ্গমাদৌনি সর্কানি) 'পরিবভূব' (ব্যাপ্তবান্) । চরাচরপালকঃ স ভগবান্ সর্কেষাং স্বাবরজঙ্গমাদৌনাং সাধবসাধূনাং নিয়ামকঃ শ্রেয়ঃ সাধকশ্চ । স হি সাধূনাং মুক্তিপ্রদায়কঃ সর্বব্যাপকশ্চ ইতি ভাবার্থঃ । (১ম—৩২য় ১৫শ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

কঠোর-শাসন. স্বাবর-জঙ্গম (চরাচরের) অধিপতি, শাস্ত ও উগ্র সকলের (সকল ভাবের) নিয়ামক সেই ভগবান্, আত্মোৎকর্ষবিশিষ্ট সাধকগণের বাসনা (কামনা ক্ষয় করেন ; রথচক্রান্তর্গত নেমি যেমন তদন্তর্গত কাষ্ঠখণ্ড সমূহকে ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ সেই ভগবান্, এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থকেই ব্যাপিয়া আছেন । (ম—৩, সু—:৫ধা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যঃ ।

বজ্রবাহুরিন্দ্রঃ শত্রৌ হতে সতি নিঃসপত্ত্বা ভূত্বা যাতো গচ্ছতো অঙ্গঃ শ্রাবসি নৈশ্চৈব স্তিত্বশ্চ স্বাবরশ্চ শস্য শাস্তশ্চ শৃঙ্গরাজিত্যন প্রহরণ দাব প্রবৃদ্ধশাখগর্দভাদেঃ । শৃঙ্গণঃ শৃঙ্গাপে তশ্চৈগ্রশ্চ মহিষবলীর্দানেন্চ রাজ ভূং সেহ্ স এবৈন্দ্রশ্চর্ষণীনাং মনুষ্যানাং রাজা ভূত্বা ক্ষয়তি । নিবসতি । তা তানি পূর্কোক্তানি জঙ্গমাদৌনি সর্কানি পরিবভূব । ব্যাপ্তবান্ । তত্র দৃষ্টান্তঃ । আরম্ভ নেমিঃ । যথা রথচক্রশ্চ পরিতো বর্তমানা নেমি-রথান্নাত্তো কৌলিতান্ কাষ্ঠবিশেষান্ ব্যাপ্নোতি তৎ ॥

যাতঃ । যা প্রাপণে যাতি গচ্ছতীতি যাৎ । লটঃ শত্ সাবেকাচ ইতি বিভক্তেকদাত্তঃ সঃ । সোহ্চি লোপে চেদীতি সংহিতায়াং সোলোপঃ । তা । শেচ্ছান্দসি বহুগমিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

বজ্রবাহু ইন্দ্রদেব, শত্রু নিহত হইলে নিঃশত্রু হইয়া জঙ্গমস্বাবরের, শৃঙ্গাদিরহিত অংশে অশ্বগর্দভাদির এবং শৃঙ্গযুক্ত উগ্র মহিষ বৃষাদির রাজা হইয়াছিলেন । সেই ইন্দ্রদেব, মনুষ্যদিগেরও রাজা হইয়াছিলেন ; এবং পূর্কোক্ত সেই জঙ্গমাদিকে ব্যাপিয়া ছিলেন । কিরূপে ব্যাপিয়া ছিলেন,—এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । রথচক্রে বর্তমান নেমি যেমন নাভিস্থিত কাষ্ঠবিশেষকে ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ ।

'গমন করে' এই অর্থে প্রাপণার্থ মূলক 'যা' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শত্ আদেশ করিয়া যষ্ঠী বিভক্তির একবচনে 'যাতঃ' পদটী নিশ্পন্ন হইয়াছে । 'সাবেকাচ' যুক্ত দ্বারা ইহার বিভক্তির উদাত্ত । 'সঃ' পদের 'সোহ্চিলোপে চেৎ' যুক্ত দ্বারা সংহিতাতে সূ এর লোপ হইয়াছে । 'তা' এই পদে 'শেচ্ছান্দসিৎ' যুক্ত দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে ।

শেলোপঃ। বভূব। ভবতেলিটো ভবতেরঃ। পা० ৭৪।৭৩ ইত্যাত্যাসত্যঃ। কৃতাকৃত-
প্রসঙ্গিতরা বৃগাগমস্ত মিত্যাবৃদ্ধে: পূর্বে: বৃগাগমঃ। যথা ইন্ধিভবতিত্যাং চ। পা०
১২৬। ইতি লিটঃ কিম্বাবৃদ্ধাত্যাবঃ। ম চাসিদ্ধবদভ্রাতাদিতি তস্তাসিদ্ধবদভ্রাতাদেশঃ
শব্দনীয়ঃ। বৃগবৃটাবঙ যণোঃ সিদ্ধৌ ভবতঃ। পা० ৬৪৮।১। ইতি তস্ত সিদ্ধব্যাং।
তিঙ ভতিঙ ইতি নিমাত্তঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমস্ত দ্বিতীয়েষ্টাত্রিংশো বর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

বেদার্থস্ত প্রকাশেন তমো হার্দং নিবারণম্।

পুমার্থাংশচতুরো দেয়াদ্বিষ্টাতীর্থমহেশ্বরঃ।

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্তকশ্রীবীরবুদ্ধপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেন

সাম্রাজ্যচার্য্যেন বিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ঋকসংহিতা

ভাষ্যে প্রথমোষ্টকে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

* . *

পঞ্চদশ (৩৮-১) ঋকের বিশদার্থ ।

এই মন্ত্রটি ইন্দ্রদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। এই মন্ত্রের আলোচনাতেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্বে ঋকের আমরা যে অর্থ নির্দেশ করিয়াছি, সে অর্থ কতদূর সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্দশ ঋকের যে ব্যাখ্যা এত দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল,—

‘বভূব’ এই পদটিতে ‘ভূ’ ধাতুর উত্তর লিট বিভক্তিতে ‘ভবতেরঃ’ (পা० ৭৪ ৭৩) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের অভ্য হইয়াছে। এখানে কৃতাকৃতপ্রসঙ্গিতা প্রযুক্ত বৃক্ আগম নিত্য বলিয়া বৃদ্ধির পূর্বেই ‘বৃক্’ (ব) আগম হইয়াছে। অথবা ‘ইন্ধিভবতিত্যাং চ’ (পা० ১২৬) এই সূত্র দ্বারা লিটের কিম্ব হেতু বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। পরন্তু এখানে ‘অসিদ্ধবদভ্রাতাং’ নিয়মে তাহার অসিদ্ধত্বহেতু উৎসাদেশের আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, ‘বৃগবৃটাবঙ যণোঃ সিদ্ধৌ ভবতঃ’ (পা० ৬৪৮।১) এই সূত্র দ্বারা তাহার সিদ্ধত্ব বিধান আছে। ‘তিঙ ভতিঙঃ’ সূত্র দ্বারা ইহাতে নিষাত্বের হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বিষ্টাতীর্থ মহেশ্বর বেদার্থপ্রকাশের দ্বারা স্থদিশিত অন্ধকার নাশ পূর্বেক ধর্মার্থকাম-
মোক্করূপ চারিটি পুরুষার্থ দান করেন।

ইতি শ্রীমৎ রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের বৈদিক মার্গের প্রবর্তক শ্রীবীর বুদ্ধনরপতির

সাম্রাজ্যধুরন্ধর সাম্রাজ্যচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে ঋকসংহিতা

ভাষ্যে প্রথমোষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

* . *

অহির সমরে, শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্রদেব নিরানব্বইটা নদী উত্তরণ-পূর্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্যের বিষয়—পুরাণের উপাখ্যানে ইন্দ্রদেবের হৃদের মধ্যে লুকায়িত হওয়ার উপকথা পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে! রূপক অলঙ্কার মানুষকে যে কিরূপ বিভ্রমগ্রস্ত করে, এই দ্বাত্রিংশ সূক্তগৌই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথবা, ইন্দ্রদেব নাগক কোনও রাজার সংগ্রাম-কাহিনীর সহিত এই ইন্দ্রদেবের সংশ্রব কল্পনা করা হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, সূক্তের এই উপসংহার-মন্ত্রটী সে সকল কুহেলিকা দূর করিয়াছে। রূপক এখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মন্ত্রটী পুনঃপুনঃ পাঠ করুন। দেখুন, 'ইন্দ্র' নামে কাহার প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। এই মন্ত্র দেখাইতেছে,—তাঁহার স্বরূপ কি! তাঁহার কত গুণ—কত শক্তি-সামর্থ্য! মন্ত্রের একটা পদ—তিনি 'বজ্রবাহুঃ।' এই পদে কঠোর শাসন-দণ্ড-পরিচালনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইহারই মর্ম্মার্থ—তিনি ন্যায়-দণ্ড পরিচালক। পাপীকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি যে তুলনাদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, পাপপুণ্যের বিচার পৃক্ষক তিনি যে পাপীকে কঠোর-দণ্ড প্রদানের জন্য বজ্রহস্ত হইয়া রহিয়াছেন,—'বজ্রবাহুঃ' বিশেষণ সেই ভাব ঘোতনা করিতেছে। 'বজ্রবাহুঃ' বিশেষণ দেখিয়া হয় তো অনেকে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। মন্ত্র তাই বলিলেন,—তিনি 'ঘাতঃ অবসিতস্য রাজা।' তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে আর কিছু অবশিষ্ট রহিল কি? তিনি কেমন?—না, তিনি স্বাবরজঙ্গমচরাচরের অধিপতি। তিনি আর কেমন? না—'শমস্য শৃঙ্গিণশ্চ রাজা।' অর্থাৎ, তিনি সাধুর ও অসাধুর, পুণ্যাঙ্গার ও পাপাঙ্গার—সংসারে যে যেখানে আছে সকলের—অধিপতি। এমন যে তিনি,—স্বাবরজঙ্গমচরাচর যাহার পদানত, সদসৎ সকল লোক ও সকল ভাব যাহার আয়ত্তীকৃত, তেমন যে তিনি—তিনি কিনা এক অগ্নিরের ভয়ে ভীত হইয়া দূরদূরান্তরে পলায়ন করিলেন? কল্পনায় এ ভাব ধারণা করিতেও পারা যায় না। আস্তিকের মনে এ ভাব আসিতে পারে বলিয়াও ধারণা হয় না।

অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আরও কি বলা হইয়াছে, দেখুন। সেই ইন্দ্র—'চর্ষণীনাং ক্ষয়তি।' 'চর্ষণীনাং' পদের যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য, তাহা

আমরা একাধিক ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা দুই ভাবে দুই দিক দিয়া একই অর্থের অধ্যাহার করিতে পারি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ‘চর্ষণী’ শব্দে কৃষককে বুঝাইতেছে বলেন। আমরা চর্ষণী পদে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। ভাল, যদি ঐ শব্দে ‘কৃষক’ প্রতিবাক্যই গ্রহণ করি, তাহাতেও অর্থসঙ্গতিপক্ষে বিঘ্ন ঘটে না। ‘কৃষক’ বলিতে কি ভাব আসে? অঙ্গতা—কৃষকের প্রকৃতিগত। সে পক্ষে, সাদাসিধা অর্থে, ‘চর্ষণীনাং ক্ষয়তি’ বাক্যে, কৃষকদিগকে ক্ষয় করেন অর্থাৎ তিনি ভ্রাহ্মদিগের অঙ্গতাকে ক্ষয় করেন,—এই ভাব আসে। তাহাতে ভগবানের এই মহত্ত্ব প্রকাশ পায় যে,—তিনি অধম অঙ্গজনের প্রতি সদা করুণাপরায়ণ হইয়াছেন। ঐ পক্ষে, ‘চর্ষণী’ পদের প্রয়োগের আর এক সার্থকতার বিষয় মনে করা যাইতে পারে। কৃষকর অঙ্গতার মধ্যে সরলতা আছে, কিন্তু কুটিলতা নাই। অঙ্গতার সঙ্গে যাহার কুটিলতা আছে, তাহার প্রতি তিনি বজ্রবাত্ত মত্য; কিন্তু যাহাব অঙ্গতা সরলতার সহিত বিজড়িত, তাহার অঙ্গতা-ক্ষয়ের জন্মই তিনি প্রস্তুতপর। ইহাই: পরমকারুণিক পরমেশ্বরের পরম করুণার নিদর্শন। আবার অন্য পক্ষে ‘চর্ষণীনাং’ পদরূপে অর্থ আমরা পূর্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এ ক্ষেত্রে তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করুন। আমরা বলি,—যাহাদের চর্ষণ (কর্ষণ আত্মোৎকর্ষসাপন) হইয়াছে, ঐ পদে ভ্রাহ্মদিগকেই বুঝাইতেছে। সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণকে তিনি ক্ষয় করেন। এ কাক্যের তাৎপর্য কি? সেই সাধকদিগের জন্মজরামরণরূপ দেহ-মন্বন্ত, স্থখ-দুঃখভোগরূপ কামনামঙ্গ, তিনি নিশ্চাল করিয়া দেন। সাধকদিগকে তিনি নিঃশ্রেয়স মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সে পক্ষে এই অর্থই আমনন করা যায় যদি ‘ক্ষি’ ধাতুর ‘নিবাস’ অর্থই গ্রহণ কর যায়, তাহাতেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঐ একই ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। ‘মনুষ্টাদিগের রাজা হইয়া তিনি বাস করিয়াছিলেন’,—স্বায়ণের অর্থে এই ভাব উপলব্ধ হয়। কিন্তু ‘ক্ষি’ ধাতুর ঐ ‘নিবাস’ অর্থ ধরিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে,—সেই ভগবান ইন্দ্রদেব। ‘চর্ষণীনাং’ অর্থাৎ সাধকগণের বা মনুষ্টগণের বা কৃষকগণের মধ্যে বাস করেন ; অর্থাৎ,—তাহাদের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়া ভ্রাহ্মদিগকে মুক্তিদানে

করেন। হৃদয়ের মধ্যে তিনি বাস করিলে, হৃদয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, মুক্তি অধিগত হয়। সকল দিক হইতেই এই ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। তাহাতে তাঁহাকে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তেমন যে তিনি,—যে ইন্দ্রদেব এমন সকল অলৌকিক অমানুষিক কৰ্ম্মসাধনশক্তিসম্পন্ন, চিত্তা করিতেও ধী-শক্তি প্রতিহত হয় না কি যে,—সেই তিনি, একটা অশ্বরের ভয়ে মাতসমুদ্রে তেরনদী পার হইয়া, পলায়ন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মৰ্ম্মানুসারিণীর শেষ অংশের (‘সেহু’ হইতে ‘পরিবভূব’ পর্য্যন্ত অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে সম্পূর্ণরূপে ভগবত্ত্ব পরিষ্কট দেখিতে পাইবেন। তিনি স্বাবরজ্জমাতি সকল পদার্থের মধ্যে, উগ্রকঠোর শাস্ত্রমধুর সকল ভাব প্রবাহের অভ্যন্তরে ওতঃপ্রোতঃ বিগ্ৰমান্ রহিয়াছেন। কেমনভাবে আছেন?—নেমি যেমন চক্রের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ-সমূহকে অবিক্ষেদে ব্যাপিয়া থাকে, তিনি সেইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওতঃপ্রোতঃ সম্যকরূপে ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার সত্ত্বার ও শক্তির অভাব কোনও স্থলেই পরিলক্ষিত হয় না,—ঐ উপমায় এই ভাবই ব্যক্ত আছে। গীতার ‘একাংশেন স্থিতো জগৎ’ বাক্য—যেন এই মস্তুরই প্রতিধ্বনি। এই অংশের ‘নেমিঃ ন অরান্’ উপমায় আর এক নিগূঢ় ভাব কুস্তম প্রস্ফুট দেখি। এখানে একটা প্রাপ্তির কথা মনে আসে। নেমি স্থানকে পাওয়াইয়া দেয়। ঐ নেমিও সেইরূপ সংসারীকে আশ্রয়স্থান পাওয়াইয়া দিতেছে। কুস্তমস্তবকে সংশ্লিষ্ট কীট যেমন নিশ্চালোর সহিত দেবতার চরণে আশ্রয় পাটবার অধিকারী হয়, এখানেও সেইরূপ ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, নানা পরীক্ষা-পাবাবারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, জাবও সেইরূপ ভগবানকে পাইতে পারে। মস্ত্রান্তর্গত উপমার এও এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। তাঁহার দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায়, আলোক-সাহায্যেই আলোককে লাভ করিয়া থাকি,—উপমায় সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত।

সূক্তের শেষে অধ্যায়ের শেষে, কি মস্ত্র কি মহান্ ভাব প্রকাশ করিতেছে! পূর্ষাপর ভাব-সঙ্গতির বিষয় স্মরণ করিয়া তাহার অনুধ্যান করুন। তাহাতেই উপলব্ধ হইবে,—এ থাকে কি প্রার্থনায়

কি ভাব প্রকাশ করিতেছে। ঋক্ বলিতেছে,—এস, একবার যুক্তকরে প্রার্থনা করি,—‘হে ভগবন্ বজ্রবাহু! আমাদের প্রতি আপনি বজ্রবাহুই হউন। দেখুন, আমরা যেন পাপের পথে অগ্রেসর না হই। আমাদের মনোরূপ মদমত্ত বারণ সদাই বিপথগামী হইবার জন্ম চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। আপনি তাহাকে দমন করুন,—আপনি তাহাকে সংযত করুন। আপনি বজ্রবাহু; তাই আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি,—মন মেন বিপথগামী না হয়। আপনার বজ্রকঠোর হস্ত তুল্যদণ্ড ধারণ করিয়া একদিন আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন তো এখন সে কঠোরহস্তে অক্ষুণ্ণ-তাড়নায় আপনি আম দিগকে সাবধান করিয়া দেন। আমাদের বিভ্রম দূর করুন; আমরা যেন আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারি। আপনি যে সর্বৈশ্বর, সর্বরূপে বিগ্ৰহান থাকিয়া সকল সম্ভাপ দূর করিতেছেন, আমরা যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া সর্বতোভাবে আপনার শরণাপন্ন হই।’ * (১ম—৩২সূ—১৫খা)।

• ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটির বৈকল্পিক অর্থ প্রতীতি হইতে পারে, তাহা আমাদের ‘সায়ণ-ভাষ্যের ব্যাখ্যায়’ উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তান্ত ব্যাখ্যাকারগণও প্রায় সায়ণের অনুরূপ ব্যাখ্যাটি করিয়াছেন। সায়ণের ব্যাখ্যানুসারেও এ মন্ত্রটি ভগবৎ-মতিমা-জ্ঞাপক। তবে তিনি ‘চর্ষণীনাং’ পদের অর্থ যাক্-নিষ্ক-অনুসারে ‘মনুষ্যানাং’ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমরা ঐ পদের অর্থ ‘আত্মাৎকর্ষবিশিষ্ট’ মনুষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে সঙ্গত অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‘কর্ষতি’ ক্রিয়াপদের অর্থ-কল্পন-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার ‘রাজা ভূত’ পদ্বয় অধাঙ্কিত করিয়াছেন; এবং উক্ত ‘কর্ষতি’ পদের অর্থ লিখিয়াছেন—‘নিবসতি’। আমরা এই ‘কর্ষতি’ পদের অর্থপ্রসঙ্গে একমাত্র ‘বাসনাং’ পদ অধ্যাঙ্গর-পূর্বক ধাতুর কর্মমূলক প্রকৃতার্থ রক্ষা করিতে প্রয়াস পাঠিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ নির্দিষ্ট হয়,—‘আত্মাৎকর্ষবিশিষ্ট জনপণের (সাধকের) বাসনা ক্ষয় করেন।’ যদিও ‘কী’ ধাতুর ‘নিবাস’ অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে; তথাপি, কষ্টকল্পনাতে মনুষ্যানুসারে রাজা হইয়া নিবাস করিয়াছিলেন’—এরূপ অর্থ আমনন করিবার সার্থকতা কি? এ পক্ষে ব্যাখ্যার প্রথমেই তিনি, ‘শত্রু হত হইলে পর নিঃশত্রু হইয়া’ বাক্য উক্ত করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—‘ইহু নামক রাজা শত্রুনাশ-পূর্বক নিঃশত্রু নির্ধিবাদ হইয়া কোনও কালে সসাগরা পৃথিবীর মনুষ্যানুসারে রাজা হইয়াছিলেন।’ কিন্তু এট প্রকার অর্থে, এমন যে নিত্যক আপোকবেদ্য জ্ঞাপক বজ্র, তাহাও কল্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবৎ-প্রসঙ্গে মানুষের ন্যক আসিয়া কুটিয়াছে। বাহা হউক, বিশদার্থে আমরা সকল প্রকার অর্থ ও ভাব প্রকাশ করিয়াছি। কোন্ অর্থ বা কোন্ ভাব সঙ্গত, অন্যায়সেই তাহা বোধগম্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

এক একটা শব্দের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাব প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত করিতেছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। যাহারা পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা পুরাতত্ত্বের অনেক সন্ধান এই মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাহারা অজ্ঞানগতের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সকল মন্ত্র তাঁহাদের সে অনুসন্ধানের পক্ষে সহায়তা করিবে। আবার, আধ্যাত্মিক অগতের সন্ধান লইবার জন্য যাহাদের প্রাণ ব্যাকুল, এই সকল মন্ত্রের অভ্যস্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহারা সে সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন। আমরা তিন দিকের তিন ভাবের অর্থেই আশাষ দিয়া আসিয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তেরটি সূক্ত আছে। সূক্তগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটা সূক্ত—ঋতুদেবগণ সঙ্কে, দুইটা সূক্ত—ইন্দ্র বিষ্ণু আদি বায়ু প্রভৃতি দেবতার তত্ত্বপ্রকাশমূলক, আটটা সূক্ত—শুনঃশেপের বন্ধনমোচন-সংক্রান্ত, একটা সূক্ত—আর্যদেবতার উপাসনা-বিষয়ক, অষ্ট সূক্ত—হস্তবৃত্তান্তের বন্দ্য বস্তু। প্রথম বিভাগে দেখিতে পাঠ,—মানুষ কেমন করিয়া দেবত্বলাভে সমর্থ হয়। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সন্ধান করিয়া পাইবেন,—কালগত এবং ব্যক্তিগত বিবিধ বিষয় উহার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। শিল্প-বিজ্ঞান-রাজনীতি—ত্রিবিধ তত্ত্ব এই সূক্ত হইতে উদ্ধার করা যায়। অগ্নি-বুদ্ধি-নব-যৌবনদান—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। ইন্দ্র, বৃষ্টা, অশ্বিনের প্রভৃতির কাহিনী ব্যস্তগতভাবে আলোচনা করিলে, পুরাতত্ত্বের সচিত্র উহার সঙ্কে সূচনা করা যায়। পক্ষ হস্তে, আধ্যাত্মিক-তত্ত্বানুসন্ধানী সাধক উহাতে যোগ্য সন্ধান পাইবেন, এই অন্তর্গত-মরণশীল মানুষ তাহাতে সে অমৃত-আনন্দের আধিকারী হইতে পারিবেন, এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তী অংশে, বিষ্ণুদেবতা ও বরুণদেবতা প্রভৃতির প্রসঙ্গে, বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বিবিধ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যথাস্থানে তত্ত্ববিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই অংশ হইতে আর্যগণের মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমনের কাহিনী সপ্রমাণ করা যায়; আবার এই অংশ হইতে পিতৃলোকের পরমতত্ত্ব অবগত হইতে পারি। শুনঃশেপের বন্ধনমোচন ব্যাপারে এক দিকে যেমন সামাজিক আচার ব্যবহারের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। উপসংহারে—হস্তবৃত্তান্তের সময়-বিবরণ। উহাতে ত্রিতত্ত্বের অপূর্ণ সম্বন্ধ-সাধনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্র-বৃত্তের সম্বন্ধে যদি ঐতিহাসিক ঘটনার উপযোগী বসিয়া স্বীকার কর, সে পক্ষের উপাদান সূক্ত মধ্যে প্রচুর-পরিমাণে পরিশিষ্ট হইবে। আবার যদি যেহেতু ও বারিবর্ষণের রূপক-প্রসঙ্গ উহাতে বিবৃত আছে বলিয়া বিশ্বাস কর, রূপকহলে বিবৃত সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও উহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। আধ্যাত্মিক-তত্ত্বানুসন্ধানীর কি গুঢ় গভীর তত্ত্ব উদ্ধার মধ্যে নিহিত আছে,—একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ, ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে, আবার নিত্যসত্যরূপে পরমতত্ত্ব বিবৃত রহিয়াছে। মন্ত্রগুলি এখনই গভীর-তাবপূর্ণ!

শ্রীশ্রীচরিতঃ— পঞ্চমঃ ।

কৌলীন্দ্ৰভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্বৃতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে ।
আনীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্বেষাং শ্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ স্ততস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেহধুনা !
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য ।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞান-নাশিনী ।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্বেষামন্তরে সদা ॥



ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— :: —

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

— • —

প্রথম অষ্টক । প্রথম মণ্ডল ।

• • •

মূল, পদবিশ্লেষণ, মন্ত্যামুসারিনী ব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদ, সায়ণভাষ্য,
ভাষ্যানুবাদ, বিশদার্থ প্রভৃতি সমেত ।

• • •

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মা

কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ।

— • —

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

— ॐ ॐ ॐ —

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী ।

(বর্ণানুক্রমিক ।)

পৃষ্ঠা ।

অ

অগ্নে পত্নীরিহাবহ দেবানামুশতীকপ । ঋষ্টারং সোমপীতয়ে ॥	১০৪৫
অগ্নেঋরং প্রথমশ্রামৃতানাং মনামহে চাক্র দেবশ্র নাম ।	
স নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥	১১৬৭
অতিষ্ঠস্তানামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং ।	১
বৃত্রস্ত নিগ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিত্রশক্রঃ ॥	১৫৯২
অতো দেবা অবন্ত নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে । পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ ॥	১০৬৮
অতো বিশ্বাত্ত্বতা চিকির্ষা অতি পশুতি । কৃতাসি যা চ কর্ষা ॥	১২৫২
অথ ন উত্তয়েষামমৃতং মর্ত্যানাং । মিথঃ সন্ত প্রশস্তয়ঃ ॥	১৩০৩
অধাবয়ন্ত বহ্নয়োহভজন্ত স্কৃত্যরা । ভাগং দেবেষু যজ্জিয়ং ॥	৯৯৫
অহু প্রভ্রস্তোকসো হবে তুবিপ্রতিং নরং । যং তে পূর্ষং পিতা হবে ॥	১৪২৫
অপ স্ত মে সোমো অত্রবীদস্তবিধানি ভেষজা । অগ্নিং চ বিশ্বশস্তুবমাপশচ বিশ্বভেষজী ॥	১১৬১
অপ শ্রাস্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে । দেবা ভবত বাজিনঃ ॥	২১৫৮
অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি । তস্ত ব্রতান্যুশ্রসি ॥	১০৩৬
অপাদহন্তো অপুতন্তাদিত্রমাশ্র বজ্রমধিসানো জঘান ।	
বৃষ্ণো বধিঃ প্রতিমানং বুকুবন্ পুরুত্রা বুক্ৰো অশয়দ্বাস্তঃ ॥	১৫৭৭
অব তে হেলো বক্রণ নমোতিরব বজ্রভিরৌমহে হবিভিঃ ।	
কয়ন্নসত্যমসুর প্রচেতা রাজরেমাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥	১২২১
অবুদ্ধে রাজা বক্রণো বনশ্রোধবৎ স্তপং মদতে পুতদক্ষঃ ॥	
নীচানাং স্কুরপরি বৃদ্ধ এষামশ্মে অস্তনিহিতাঃ কেতবঃ স্নাঃ ॥	১১৯৩
অতি ত্বা দেব সবিতরীশানাং বার্ষানাং । সদাবন্ ভাগমৌমহে ॥	১১৯০
অতি নো দেবীরবসা মহঃ শর্শ্বা নপত্নীঃ । অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচস্তং ॥	১০৫১
অমী য ঋক নিহিতাস উচ্চা নক্তং মদৃশে কুহ চিদ্দিবেষুঃ ।	
অদক্ষানি বক্রণস্ত ব্রতানি বিচাকশচক্রহা নক্তমেতি ॥	১২০৬
অমূর্যা উপ সূর্যো যাতিবী সূর্য্যঃ সহ । তা নো হিবস্বধরং ॥	১১৬৩
অধরো বস্ত্রাধ্বতির্জামরো অধ্বরীরতাং । পৃকতীমধুনা পরঃ ॥	

	পৃষ্ঠা ।
অয়ং দেবার জগ্মনে স্তোমা বিপ্রোভিরাসমা । অকারি রত্নধাতমঃ ॥	২৬৮
অয়মু তে সমতসি কপোত চৈব গৰ্ভধিং । বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥	১৪১১
অযোক্তেব হৃষ্মদ আ হি জু হ্ব মহাবীরং তুব্বিবাদমৃজীষং	
নাতি রীদন্ত সমৃতিং বাধানাচ সংক্ৰজানাঃ পিপিব ঈক্ষশক্রঃ ॥	১৫৭৩
অশ্বং ন স্বা বারবস্তং বন্ধায়া অশ্বিং নামোক্তিঃ । সত্রাজস্তুমধ্বরাগাং ॥	১৩১০
অশ্বো বায়ো অস্তবস্তমিষ্ট্র স্কে যশ্বা প্রত্যাহন্ দেব একঃ ।	
অজয়ো গা অজয়ঃ শুব সোমমবাস্ক্রঃ সৰ্ভবে সপ্ত সিদ্ধুন্ ॥	১৬২৩
অশ্বাকং শিশ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাবনাং । সখে ত্রজিন্ৎসখীনাং ॥	১৪৩০
অহন বত্রং বত্রতরং ব্যংসমিস্ত্রো বজ্জেন মহতা বধেন ।	
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবুকগাতিঃ শয়ত উপপৃক পৃথিব্যাঃ ॥	১৫৬০
অহন্নহিং পৰ্কেভে শিশ্রিগাণাং তৃষ্টাশৈ বজ্জং স্বৰ্য্যং ততক্ষ ।	
বাশ্রাচৈব ধেনবঃ স্তন্যমানা অজঃ সমুদ্দ জয়রাগঃ ॥	১৫৫৭
অহেৰ্যাতারং কমপশু ইজ্র হৃদি যন্তে তধ্ব যো ভীরগচ্ছৎ ।	
নব চ যন্নরতিং চ শ্ববস্তীঃ শ্চোনো ন ভৌতো অতরো রজাংসি ॥	১৬১৩

আ

আ গা অগ্নে ঈহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং । বক্রজীং ধিষণাং বহ ॥	১৪০৭
আ য স্বাবান্ স্ননাপ্তঃ স্তোতৃত্যো বৃক্ষবিয়ানঃ । ঋণোরক্ষং ন চক্রোঃ ॥	১৪৪২
আ স্বা গমদ্বর্ষদি শ্রবৎ সহশ্রিনীভিক্রতিষ্ঠিঃ । বাজেভিরূপ নো হবং ॥	১৪ ৩
আ নো বর্হী রিশাদসো বক্রণো মিত্রো অর্যমা । সৌরন্ত মনুযো যথা ॥	১২২১
আ নো ভজ পরমেধা বাজেমু মধ্যমেষু । শিক্কা বস্বো অস্তমশু ॥	১৩২০
আ পৃষন্ চিত্রবহিষমাশ্রণ ধরণং দিবঃ । আজ্ঞা নষ্টং যথা পশুং ॥	১১৪০
আপঃ পৃণীত ভেষজং বক্রথং তেষেত মম । জ্যোক্ত চ স্বৰ্য্যঃ সূশে ॥	১১৬৫
আপো আশ্বাশ্চারিষং রসেন সমগশ্বহি । পরশ্বাগ্ন আ গহি তং মা সং স্ক্র বর্চসা ।	১১৭০
আপো দেবীকপহ্বরে যত্র গাবঃ পিবস্তি নঃ । সিদ্ধুভাঃ কত্বং হবিঃ ॥	১১১৫
আব ঈজ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুং । মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুনিঃ ॥	১৪০২
আযজী বাজসাতমা তাহাচা বিজর্ভ তং । করী ইবাঙ্কংসি বপ্ সতা ॥	১৩৬৭
আ যদ্ব বঃ শতক্রতবা কামং জরিতু গাং । ঋণোরক্ষং ন শচীতিঃ ॥	১৪৪৬
আশ্বিনাবশ্ববেত্যেবা যাতং শরীরমা । গোমদশ্রা হিরণ্যবৎ ॥	১৪৫৩
আ হি য়া সুনবে পিতাপির্ধ্যাজত্যাপয়ে । সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥	১২৮২

ই

ঈদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ত্রেধা নিদধে পদং । সমূচশু পাংসুরে ॥	১ ৭০
ইহেজ্রাগ্নি উপহ্বরে তয়োরিৎ স্তোমশুশ্রসি । তা সোমং সোমপাতমা ॥	১০০২
ইহেজ্রানীমুপহ্বরে বক্রগানীং স্বস্তরে । অগ্নাচীং সোমপীতরে ।	১০৫৪
ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি । যদ্বাহমভিহ্রদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানুতং ॥	১১৬৮
ইজ্রভ্যোষ্ঠা মরুদগণা দেবাসঃ পুষরাতয়ঃ । বিধে মম শ্রুতা হবং ॥	১১২৫
ইজ্রবাসু মনোজুতা বিপ্রা হবস্তে উতরে । সহস্রাক্ষা ধিয়ম্পতী ॥	১১১৫
ইম য় স্তম্ভাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাসং । অগ্নে দেবেমু প্র বোচঃ ॥	১৩১৮
ইম বক্রণ শ্রবী হবমতা চ যুড়য় । স্বামবস্ত্রা চকে ॥	১. ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী ।

॥ ৩০

পৃষ্ঠা ॥

ইমামনে শরণিঃ মীম্বো ন ইমমধ্বানং যমগাম দুয়াৎ ।	
আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভূমিরস্যাধিকৃষ্টানং ॥	১৫৬
ইন্দ্রশু নু বীর্ঘ্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমাপি বজ্রা ।	
অহমুহিমমুপস্তুতর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্তানং ॥	১৫২
ইন্দ্রে যাতোহবসিতশু রাজা শমশু চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ ।	
সেত রাজা করতি চর্ষণীনামরান্ন নোমং পরিতা বভুব ॥	১৬৩

উ ।

উগ্রা সস্তা হবামহ উপেদং সবনং সূতং । ইন্দ্রায়ী এহ গচ্ছতাং ॥	১০০৯
উচ্ছিষ্টং চেষ্টের সোমং পবিত্র আ সৃজ । নি ধেহি গোরধি ত্রচ ॥	১০৭৪
উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টেদেবশু নিষ্কৃতং । অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥	৬৮৯
উত যো মনুবেক্ষী বশশ্চক্রে অসাম্যা । অস্মাকমুদরেষা ॥	১২৬২
উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বাত্যস্মিৎ । অথো ইন্দ্রায় পাতবে স্মু সোমমূল খল ॥	১৩৬৪
উতো স মনুমিন্দুতিঃ বড় বুক্তা অমুসেধিৎ । গোভির্ষবং ন চকৃৎ ॥	১১৪৫
উত্বমং বরুণ পাশমস্মদবামং বি মধ্যমং শ্রথায় ।	
অথা বরমাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম ॥	১২২৫
উত্বমং মুমুঙ্খি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত । অবাধমানি জীবসে ॥	১২৭৭
উতা দেবা দিবিস্পৃশেজ্বায়ু হবামহে । অশু সোমশু পীতয়ে ॥	১০৯৯
উরং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পছামহেতা উ ।	
অপদে পাদা প্রতিধাতবেৎ করুতাপবক্তা হনয়াবিশ্চিৎ ॥	১৩৯৯

উ ।

উর্দ্ধ্বিষ্ঠা ন উতয়েৎসিন্ বাজে শতক্রতো । সমতেষু ব্রহাবহৈ ॥	১৪১৭
---	------

ঋ ।

ব্রতেন ষাবৃতাবৃথাকৃতশু জ্যোতিষস্পতী । তা মিত্রাবরুণা হবে ॥	১১১৮
--	------

এ ।

এতেনাগে ব্রহ্মণা বান্ধন শক্নী বা যজ্ঞে চকুম বিদা বা ।	
উত প্রণেশ্যতি বৎশা অস্মান্ংসং নঃ সৃজ স্মৃত্যা বাজবত্যা ॥	১৫৬৪

ক ।

কদা কত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং কবামহে । নৃনীকারোকচকুমং ॥	১২৩৯
কত উষঃ কথপ্রিয়ে ভূজ মর্জী অমর্জে । কং নক্ষসে বিভাবরি ॥	১৪৬২
শু নুনং কতমশ্রাম্তানাং মনামহে চাকু দেবশু নামি ।	
কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দূশেয়ঃ মাতরং চ ॥	১১৮৯

জ ।

অয়তামিব তন্তুতুম কৃতামেতি ধৃষ্ণাধ্ব । যচ্চতং বাধনা নরঃ ॥	১১৩৫
অন্যাবোধ তদ্বিবিভুটি বিশে বিশে বজ্রিয়ার । স্তোমং কৃত্রার দৃশীকং ॥	১৩৩২

ত ।

তদ্বাবামি ঔক্ষণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ ।	
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্য কৃশংসমান আয়ুঃ প্র মোবী ॥	১২১০
তথা তদন্ত সোমপাঃ সখে বজ্রিন্ তথা কৃণু । যথা ত উশাসীষ্টয়ে ॥	১৪৩৬
তদ্বিৎ সমানমাশাতে বেনস্তা ন প্র যচ্চতঃ । ধৃতব্রতার দাপ্তবে ॥	১২৪১
তাদিন্তকং তদ্বিবা মহমাহস্তনয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে ।	
তনঃশেপো যমহ্বদ্ গৃভীতঃ সো অয়ান্ রাজা বরুণো সুমোক্তু ॥	১২১৩
তক্সাসত্যাত্যাং পরিজ্ঞমানং সুধং রথং । তক্কক্কেমুঃ সবর্হুধা ॥	১৭৫
তদ্বি প্রাসো বিপত্তবো জাগৃবাংসঃ সমিক্তে । বিষ্ণেৰ্বং পরমং পধং ॥	১০৮৭
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুরাততং ॥	১০৮৫
ত্বং ত্বা বয়ং বিশ্বাবা শাস্ত্বে পুরুহুত । সখে বসো জরিত্তাঃ ॥	১৪৩১
তয়োবিদ্ যুতবৎ পরো বিপ্রা রিহস্তি ধীতিভিঃ । গক্কর্কস্ত ধ্রুবে পদে ॥	১০৬১
তা নো অস্ত বনস্পতী ঋষ বৃষেভিঃ সোতৃভিঃ ॥ ইন্দ্রায় মধুমৎ সূতং ॥	১৩৭১
তা মহস্তা সদস্পতী ইন্দ্রায়ী বকু উজ্জতং । অপ্রজাঃ মস্বত্রিণঃ ॥	১০১০
তা মিত্তস্ত প্রশস্তয় ইন্দ্রায়ী তা চবামহে । সোমপা সপোমপীতয়ে ॥	১০০৭
তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেজ্রায়ী শুস্ততা নরঃ । তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥	১০০৪
তীত্রাঃ সোমাসঃ আগহ্ন শীর্কস্তঃ সূতা ইমে । বায়ো তান প্রস্থিতান্ পিব ॥	১০২৫
তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুবতে । একমেকং সুশস্তিভিঃ ॥	৯২১
তেন সত্যেন জাগৃহমধি প্রচেতুনে পদে । ইন্দ্রায়ী শর্শ্ব যচ্চতং ॥	১০১৩
ত্রীনি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুগোপা অনাস্তাঃ । অতো ধর্ম্মানি ধারয়ন্ ॥	১০১৩
ত্বং ত্বমে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্তং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে ।	
যস্তাতৃষাণ উভয়ান্ জন্মানে ময়ঃ কৃণোগি প্রয় আ চ সুরয়ে ॥	১৫০৩
ত্বং ত্যোতিরী গহি বাজেভির্হিতদিবঃ । অশ্নে বরিং নি ধারয় ॥	১৪৬২
ত্বং নো অশ্নে তব দেব পায়ুভির্ন্বঘোনো রক্তত্বশ্চ বন্দ্য ।	
ত্রাতা তোকস্ত তনয়ে গবামস্ত নিমেবং বন্দমানস্তব ব্রতে ॥	১৫০১
ত্বং নো অশ্নে পিত্তোরূপস্ত আ দেবো দেবেষ্বনবস্ত জাগৃণিঃ ।	
তলুক্কোমি প্রমতিশ্চ কারবে ত্ব কল্য'ণং বসু বিশ্বমোপিষে ॥	১৫১০
ত্বং নো অশ্নে সনয়ে ধনানাং যশসং কারু কৃণুতি স্তগানঃ ।	
অধ্যাম কর্ম্মাপসা নবেন দেবৈর্দ্যাভা পৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥	১৫০৬
ত্বং বিশ্বস্ত মেধিব দিবশ্চ গমশ্চ রাজসি । স বামনি প্রতি শ্রুধি ॥	১২৭৫
ত্বময় উকৃশংসায় বাধতেম্পার্হং যজেক্কে পরমং বনোষিতং ।	
অ ব্রহ্ম চিৎপ্রমতিক্রচ্যসে পিতা প্র পাকং শাসসি এদিশো বিহুটরঃ ॥	১৫২৭
ত্বমশ্নে প্রথমো অগ্নিরা অষিদেবা দেবানামত্তবঃ শিবঃ সখা ।	
তব ব্রতে কবরো নিগ্ননাপসোহুভায়স্ত মকতো ভ্রাজপুটরঃ ॥	১৪৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী ।

৭/০

পৃষ্ঠা ।

স্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তুমঃ কবির্দেবানাং পরি ভূমসি ত্রতং ।	
বিভূর্বিধ্বংশৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শযুঃ কতিধা চিদায়বে ॥	১৪৭৯
স্বমগ্নে প্রথমমাযুয়ারবে দেবা অকৃষ্ণমহুযশ্ব বিশপ্তিৎ ।	
ঠেডামকৃষ্ণমহুযশ্ব শাসনৌ পিতৃর্ষংপুত্রৌ মমকস্ত জারতে ॥	১৪১৬
স্বমগ্নে প্রথমো মাতরিখন আবির্ভব স্ক্রুতুরা বিবশ্বতে ।	
অরেজেতাং রোদনৌ হোতৃবুর্ঘোহসম্বোভারমরজো মহো বসো ॥	১৪৫৩
স্বমগ্নে প্রমতিস্তং পিতাসি নস্তং বশ্কুতুর জামরো বয়ং ।	
সং ভা রায়ঃ শতিনঃ সং মহশ্রিণঃ সুবীরং যস্তি ত্রতপামদাত্য ॥	১৫১৪
স্বমগ্নে প্রমতক্ষিণং নরং বশ্ৰ্বেবশ্যতং পরিপাসি বিশ্বতঃ ।	
স্বাহস্কম্মা যো বসতো স্তোনকৃষ্ণীব্বাজং যজতে সোমপা দিবঃ ॥	১৫৩১
স্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সস্কন পিপর্ষি বিদধে বিচর্ষণে ।	
যঃ শুরসাতা পরিতস্তো ধনে দভ্রেভিশ্চিৎ সমৃত্য তংসি ভূমসঃ ॥	১৪৯৮
স্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্দ্ধন উত্ততশ্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ ।	
য আহুতি পরি বেদা বশটুকৃতিমেকায়ুবেগ্রে বিশ অবিবাসসি ॥	১৪৯৪
স্বমগ্নে মনবে জামবাশ্রমঃ পুরুষবসে স্ক্রুতে স্ক্রুতরঃ ।	
শ্বাজেন ষংপিত্রোমূচ্যসে পর্যা ভা পূর্বময়নাপরং পুনঃ ॥	১৪৮৯
স্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরস্তরোহনিষকার চতুরক্ষ ইধ্যসে ।	
যো রাতহব্যোহবৃকার ধায়সে কৌরেশ্চিন্মন্ত্রং মনসা বনোসি ত্বং ॥	১৫২৩

ক ।

দর্শং হু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি । এতা জুবত মে গিরঃ ॥	১২৭১
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠল্লিকৃদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ ।	
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ বৃত্রং জবন্না ৩ অপ ভববার ॥	১৫২৬

ন ।

নকিরস্ত সহস্য পর্যোতা করস্ত চিৎ । বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥	১৩৭
নধং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো কহানা অতিযন্ত্যাপঃ ।	
যাশ্চিৎস্বত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠতাসামহিঃ পংসুতঃশীর্ষভূব ॥	১৫৮
ন যং দিপ্সস্তি দিপ্সবো ন জ্জহ্বাপো জনানাং । ন দেবমভিষাতয়ঃ ॥	১২৬
নমো মহেভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ ।	
যজাম দেবান বর্দ শক্রবাম মা জ্যায়সঃ সংসমাবৃক্ষি দেবাঃ ॥	১৩৪
নহি তে কত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ ।	
নেমা আপো অনিমিষং চরস্তীর্ন ষে বাতস্ত প্র মিনস্তভুং ॥	১১৮
নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ । অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥	১০২
নাশৈ বিশ্বায় তন্তুতুঃ সিবেষ ন যাং মিহমকিরক্তা হুনিং চ ।	
ইন্দ্রশ্চ বদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মববা বি জিগ্যে ॥	১৩০
নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মনুতিঃ । অগ্নে দিবিশ্ব তা বচঃ ॥	১২৮

নি বসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পশ্যাত স্বা । সাত্ৰাণ্যাম সূক্তভুঃ ॥	পৃষ্ঠা ১
নিষ্কাপয়া মিথুদুশা সন্তামবুধ্যামানে ।	১২৫১
আ তু ন ঈক্ষু সংশয় গোঘ খবু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমঘ ॥	১৩৮৬
নীচাবরা অস্ত নুব্রুপুজেক্সা অশ্রা অব বধর্জ্জতার ।	
উত্তরা শুবধরঃ পুত্রঃ আসীদানুঃ শয়ে সহবৎসান ধেহুঃ ॥	১৫৮৬
ভ্রাৱশ্চ মূর্ধনি চক্রং যথশ্চ যেমথুঃ । পরি স্তামশ্রদীয়তে ॥	১৪৫২

প ।

পরা মে যশ্বি বীতয়ো গাবো ন গবাতীরহু । ইচ্ছন্তীরু চক্ষসং ॥	১২৬৫
পরা হি মে বিমন্ত্রঃ প চস্তি বস্তঠেইয় । বয়ো ন বসতীরুপ ॥	১২৩৭
পূর্ষ গোতারস্ত নো মন্দস্ব সখাস্ত চ । ইমা উ যু শ্রধী গিরঃ ॥	১২৯৪
পুষা যাজান মায়ুনিরপগুতং শুগা হিতং । অবিন্দচিত্রবর্হিষং ॥	১১৪২
পতাতি কুণ্ডগাচ্যা দুবং বাতো বনাদধি ।	
আ তু ন ঈক্ষু সংশয় গোহশ্বেষু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমঘ ॥	১৩৯৪
প্রোতর্ষুকা বি বোধস্বাশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং । অস্ত সোমশ্চ পীতয়ে ॥	১০১৯
প্রিয়ো নো অস্ত বিশ পতির্হোতা মস্ত্রো বরেণ্যঃ । প্রিয়া স্বপ্নয়ো বয়ং ॥	১২৯৯

ব ।

বয়ং হি তে অমত্ৰাস্তাদা পরাকাং । অশ্বৈ ন চিত্রে অরুশি ॥	১৪৫৬
বরুণঃ প্রোবিতা ভূমন্নিত্রো বিশ্বাভিরুতিভিঃ । কবতাং নঃ সুরাধসঃ ॥	১১২০
বসিষা হি মিরেধা বস্ত্রামার্ষ্ঠ্যা পতে । সেমং নো অধ্বয়ং বজ ॥	১২৮৪
বিতস্তারং হবমহে বসোশ্চিত্রস্ত রাধসঃ । সবিতারং নৃচক্ষসং ॥	১০৩৯
বিতস্তাসি চিত্রতানো সিন্ধোকর্মা উপাক আ । সত্তো দাপ্তবে ক্ষরসি ॥	১৬১৩
বিভ্রদ্ভ্রাপি হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্গিৎসং । পরিম্পশো নি যেদিরে ॥	১২৫৭
নি মৃগীকার তে মনো যথীরথং ন সন্দিনং । গীর্ভির্জরুণ সৌমহি ॥	১২৩৪
বিশ্বান দেবান হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে । উগ্রা হি পৃশ্নিযাতবঃ ॥	১১৩২
বিশ্বেতিরয়ে অগ্নিতিরিমে বক্রমিদং বচঃ । চনো ধাঃ সহসো মহো ॥	১৩০৬
বিক্ষোঃ কর্ম্মানি পশ্চত যতো ব্রতানি পম্পশে । ঈক্ষুশ্চ যুজ্যঃ সখা ॥	১০৮০
বুয়ামমাণোহবৃগীত সোমং ত্রিক্রুৎকষপিবং স্তুতস্ত ।	
আসকং মববা দস্ত বজ্রমহম্নেনং প্রথমজামহীনাং ॥	১৩৬১
বেদ বাতস্ত বর্ধনি সুরো ঋষশ্চ বৃহতঃ । বেদা বে অধ্যাসতে ॥	১২৪৯
বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ । বেদা য উপজায়তে ॥	১২৪৮
বেদা যো বীনাং পদমস্তরীক্ষেণ পততাং । বেদ মাভঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥	১১৪৪

ড ।

ভগত্ৰস্ত ত্রে বরমুৎশেম ভবাষসা । মূর্ধানং রায় আৱতে ।	১১৮৫
--	------

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী ।

৭৮০

পৃষ্ঠা ।

ম ।

মহুধরগ্নে অজিরধদজিরো যযাতিবৎ সদনে পূর্কচ্চ ।	
অচ্ছ বাছা বহা দৈব্যং জনমাসাদার বচিষি চ প্রিঃ ॥	১৫৪০
মরুতস্তং হবামহ ঈশ্রমা সোমপীতয়ে । ৬জর্গণেন তৃম্পতু ॥	১০২৩
মতৌ শ্চোঃ পৃথিবী চ ন ঈমং যজ্ঞং মিমিকিতাং পিপূতং নো ভরীমভিঃ ॥	১০৫৮
মা নো বধার তদ্রবে জিঠীলানশ্চ রীরব । মা হৃগানশ্চ মন্ত্রবে ॥	১১৩২
মিত্রং বরং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে । জজ্ঞানা পূতদক্ষসা ॥	১১১৫

য ।

য ঈশ্রায় বচোযুজা ততকুর্শনসা হরী । শমীভির্যজ্ঞমাশত ॥	২৭১
যচ্চিক্ৰ তে বিশো যধা প্র দেব বরুণব্রতং । মিনীমসিগুবি গুবি ॥	১২৩০
যচ্চিক্ৰি সত্য সোমপা অনাশস্তা ঈব শ্বসি ।	
আ তু ন ঈশ্র শংসয় গোম্বশ্বেষু শ্বভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমঘ ॥	১৩৭৮
যচ্চিক্ৰি শখতা তনা দেবং দেবং যজামহে । ত্বে ঈজ যতে তবিঃ ॥	১২০৭
যচ্চিক্ৰি স্বং গৃহে গৃহে উল খলক যজাসে । ঈত হ্যামদমং বদ জয়তামিন হৃন্দুভিঃ ॥	১২৪২
যত্রগ্রাবা পৃথুব্ব উর্জা ভষতি সোতবে । উল খলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুণঃ ॥	১৩৪২
যত্র ঙ্গাবিব জঘনাধিবগ্যা কুতা । উল খলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুণঃ ॥	১৩৫০
যত্র নার্যাপচ্যাবমুপচ্যাবঃ চ শিক্ৰত । উল খলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুণঃ ॥	১২৫৬
যত্র মছাং বিবধ্বন্তে রশ্মীভুমিতবা ঈব । উল খলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুণঃ ॥	১৩৪৮
যমগ্নে পৃংসু বর্ত্যমবা বাভেষু যং জুনাঃ । স যস্তা শখতীরিষঃ ॥	১৩২৫
যদিন্দ্রাচন্ প্রথমজামহীনামান্মারিমামমিনাঃ প্রোতমায়ঃ ।	
আৎসূর্য্যঃ জনমন্ধ্যামুযাসং তদীভ্রাশক্রং ন কিল বিবিৎসে ॥	১৫৬৫
যচ্চিক্ৰি ত ঈষা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ । অহোষা তস্তমোর্দিধে ॥	১১২৩
যা বাৎ কশা মধুমত্যাশ্বিনা স্নুতাবতী । তর্য যজ্ঞং মিমিকিতং ॥	১০২৩
যা সুরধা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা । অশ্বিনা তা হবামহে ॥	১০ ৩
যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমস্তা ঞ্জ যবঃ । ঞ্জভবো বিষ্টাক্রত ॥	২২৭
যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে । সখায় ঈশ্রমৃতয়ে ॥	১৫২০

র ।

রেবতীর্ণঃ সধমাদ ঈশ্রে সন্ত তুবিবাজাঃ । কুমস্তো যাতির্শ্বদেম ॥	১৪৩২
---	------

শ ।

শতং বা যঃ শুচীনাং সতস্রং বা সমাশিরাং । এহ নিরুং ন রীরতে ॥	১৪০৬
শতস্তে রাজন্ ভিষতঃ সতস্রমুর্বা গভীরা স্মৃতিষ্টে অস্ত ।	
বাধস্ব দূরে নিশ্চিৎ পরাট্টেঃ কৃতক্ৰিৎসেনঃ মুমুগ্ধাশ্বৎ ॥	১২০৩
শখদিন্দ্রঃ পোপ্রুধক্তিগিরিগায় নানদভিঃ শাখসত্তিধনানি ।	

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

	পৃষ্ঠা ।
স নো হিরণ্যরথঃ হংসনাবান্ৎস নঃ সনিভা সনয়ে স নোহিরাং ॥	১৪৪৮
শিপ্রিন্ বাজানাং পতে শচীবস্তব হংসনা ।	
আ তু ন ইন্দ্র শংসর গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমষ ॥	১৩৮৩
শুনঃশেপো হুহুদগ্ভীভজিষা দিত্যং ক্রপদেষু বহুঃ ।	
অবৈনং রাজা বরুণঃ সস্বজ্যাবর্ষা । অদকো বি মুমোকু পাশান ॥	১২১৬

স ।

সমিত্ত গর্দভং যুগ মুবস্ত পাপরায়ুয়া ।	
আ তু ন ইন্দ্র শংসর গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমষ ॥	১৩৯১
সখা নঃ সূক্ঃ শবসা পৃথু প্রগামা সুশের । মৌঢ়া । অস্রাকং বভুয়াৎ ॥	১৩১৩
সং মু বোচাবর্হে পুনর্ঘতো মে মধ্বাভূতং । হোভেরকদসে প্রিরং ॥	২২৬৮
স নো দুবাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ । পাহি সদমিষিষুঃ ॥	১৩ ৫
স নো বিশ্বাভা শুক্রতুরাদিতাঃ সুপথা করং । প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥	১২৫৪
স নো মর্হী অনিমানো ধুমকেতুঃ পুরুশক্রঃ । ধিষে বাকার হিষতু ॥	১৩৩৬
স বাভং বিশ্বর্ষগিরক্ৰতিবস্ত তরুতা । বিশ্রেভিরস্ত সনিভা ॥	১৩২৯
স তেবী ঠেব বিশপ্তির্দৈব্য কেতুঃ শুনোতু নঃ । উক্শৈরগিবৃহত্তানুঃ ॥	১৩৭৮
সং যো মদাসো অগ্নতেজ্রেণ চ মরুততা । আদিত্যেতিশ্চ রাজতিঃ ॥	২৭৩
সং যোগে বর্চসা স্বজ সংপ্রজয়া সমায়ুয়া ।	
বিজ্যমে অস্ত দেবা ইন্দ্রো বিভাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥	১১৭৪
সং যন্নদায় শুশ্রীণ এণা হুস্তাদরে । সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ॥	১৪০২
সমানযো মনো । হ বা রথো দশাবমর্ত্যঃ । সমুদ্রে অধিনেয়তে ॥	১৪৫৪
সমিত্ত গর্দভং যুগ মুবস্ত পাপরায়ুয়া ।	
আ তু ন ইন্দ্র শংসর গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমষ ॥	১৩৯১
সস্ক ত্যা অরাতরো বোধস্ত শূর ৩ শুয়ঃ ।	
আ তু ন ইন্দ্র শংসর গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমষ ॥	১৩৮৯
সর্কং পরিক্রোশং অহি ভস্তয়া ক্রুদাশং ।	
আ তু ন ইন্দ্র শংসর গোম্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহশ্বেষু তুবীমষ ॥	১৩৯৮
অগ্নয়ো হি বার্ধাং দেবাসো দধিরে চ নঃ । অগ্নয়ো মনামহে ॥	১৩০১
তোজ্রং রাধানাং পতে গির্কাহো বীর বস্ত তে । বিভূতিরস্ত যনুতা ॥	১৪১৩
স্তোনা পৃথিবী ভবায়করা নিবেশনৌ যজ্ঞা । নঃ শর্শ্ব সপ্রথঃ ॥	১০৬৪

হ ।

হতব্রতং সূদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা । মা নো হুঃশংসর্দীপত ॥	১১২৮
হুংসরাধিহ্যতস্পর্ধাতো জাতা অবস্ত নঃ । মরুতো মুড়য়স্ত নঃ ॥	১১৩৮
হিরণ্যপাশনুতয়ে সবিতারমুগহ্বরে । স চেত্তা দেবতাং পদং ॥	১০২৯

